সাংখ্য-দর্শনম্

(মহর্ষি কপিল প্রণীতম্)

শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত 'সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য'-
তন্ত্র-সমাসাখ্য-সাংখ্যসূত্র-সমেতম্।'

পূজ্যপাদ কালীবরবেদান্তবাগীশ-কৃত
বিস্তৃত-ব্যাখ্যানুবাদ-পরিশোভিতম্।

মহামহোপাধ্যায়---
শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থেন
প্রতিসংস্কৃতং সম্পাদিতঞ্চ।

পঞ্চম-সংস্করণম্।

১৩৩৬ শুভ বৈশাখে

উত্তরপাড়া, চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট
'বেদান্তবাগীশ নিকেতনাৎ'
শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্যেন প্রকাশিতম্

মূল্যম্—সার্দ্ধরৌপ্যকদ্বয়ম্।

কলিকাতা
৩৮নং শিবনারায়ণ দাসের লেন
'ঘোষ মেশিন প্রেসে'
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

পুস্তক সম্বন্ধীয় কিছু পরিচয় প্রদান করা, এই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য, এবং তাহা গ্রন্থকর্ত্তা বা প্রকাশকেরই করণীয় কার্য্য। কিন্তু উপাধ্যায়-কল্প গ্রন্থকার দেশপূজ্য বেদান্তবাগীশ মহাশয় ত পরলোকগত। প্রকাশক তদীয় পুত্র আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অনুরুদ্ধ হইয়াই আজ আমাকে এতদ্গ্রন্থের পুরোভাগেই মন্তব্য-স্বরূপ দুই একটী কথা বলিতে হইতেছে। ইহা লিখিতে বসিয়া আজ আমি সত্যই কিছু গৌরবানন্দ অনুভব করিতেছি, এই মনে করিয়া যে, ছাত্রজীবনে যে মনস্বীর 'সাংখ্য' 'পাতঞ্জল' ও 'বেদান্ত' গ্রন্থ অবলম্বনে শিক্ষালাভ করিয়াছি, অধুনা অধ্যাপনাকালেও যাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজি আমার নিত্যসঙ্গীস্বরূপে কাছে রহিয়াছে; এই 'সাংখ্যদর্শন' পুস্তক-খানিও তাহারই অন্যতম। ভগবদিচ্ছায় এই পুস্তকের পুনঃ সংস্করণ কালে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে মদীয় অধ্যাপক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ মহোদয়ের সহকারীরূপে আজ আমাকেই এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক স্বর্গীয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রতিভামুখী লেখনী যে, দর্শনশাস্ত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় অদ্বিতীয়া ছিল, তাহা বোধ হয় সুধী সমাজের অবিদিত নহে। কাজেই সে বিষয় আমার অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। তবে তাঁহার এই 'সাংখ্যদর্শন' গ্রন্থখানি প্রধানতঃ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের পক্ষে দর্শনজ্ঞান সুলভ করিবার উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হওয়ায় ইহার বর্ত্তমান সংস্করণকে পরীক্ষার্থী ও জিজ্ঞাসু, এই উভয় সম্প্রদায়ের উপযোগী করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে এতদ্গ্রন্থের বিস্তৃত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা ও সংগ্রহ অংশকে অবতরণিকায় সন্নিবেশিত করিয়া ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যদর্শনের

সহিত বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত "প্রবচনভাষ্য"টী সাধ্যমত পরিশুদ্ধ করিয়া সংযোজিত করা হইল। এবং বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনূদিত সংক্ষিপ্ত 'সূত্রার্থ' ও প্রতি সূত্রের নিম্নে প্রদান করিলাম। লেখা বাহুল্য, আমার 'সাংখ্য' অধ্যয়নকালে উপাধ্যায়-উপদিষ্ট সংগ্রহনিচয় এবং বর্ত্তমানেও ছাত্র অধ্যাপনা করিতে যে সকল 'পাঠ' অর্থসঙ্গতি পূর্ণরূপে প্রতীত হইয়াছে, এইরূপে সংশোধিত আমার চির-সহচর সাংখ্যের পুঁথিখানিকে আদর্শ রাখিয়া এবং বর্ত্তমান প্রচলিত আরও কয়েকখানি এতদ্‌ভাষ্যের পুস্তিকার সহিত মিলাইয়া সাংখ্য-দর্শনের এই অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করা হইল। ছাত্রবর্গের সুবিধার্থ এবারও দীপিকা ব্যাখ্যা সহিত "তত্ত্বসমাসসূত্র"সমূহ শেষে সংযোজিত করা রহিল। এতদ্দ্বারা ছাত্রসমাজের অল্প পরিমাণও উপকার সাধিত হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

উপসংহারে, আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে, পূজ্যপাদ বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই গ্রন্থে প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত ভাষ্যের ভাবার্থ গ্রহণে সাংখ্যের সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় এরূপ সুস্পষ্টরূপে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা দর্শনতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রই ইহা পাঠে সাংখ্য-দর্শনের সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। বিশেষতঃ—আমার মনে হয়, সাংখ্যশাস্ত্রাধ্যয়নেচ্ছু ছাত্রগণ, প্রথমতঃ এই বাঙ্গালা সাংখ্য-দর্শন খানি পড়িয়া লইলে, তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্রে প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। অধিকন্তু ইহাতে অন্যান্য দর্শনের এরূপ সকল সার সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইয়াছে, যদ্দ্বারা ইহাকে সর্ব্বদর্শন-সার-সংগ্রহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইতি—

রামতনু-চতুষ্পাঠী
ভবানীপুর। } শ্রীনিশিকান্ত সাংখ্য-তীর্থ।

প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীভগবানের ইচ্ছায় 'সাংখ্যদর্শন' পঞ্চম সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণে পুস্তকের যাহা পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার পরিচয় আমার পরম শুভানুধ্যায়ী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সাংখ্যতীর্থ মহাশয় প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর আমার বলিবার বিষয় বা নিবেদন এই—আমার পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব সংস্কৃত-সাহিত্যের গৌরব-স্তম্ভ-স্বরূপ যে কয়েকখানি দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, পুনঃ সংস্করণাদির দ্বারা সেই সকল পিতৃকীর্ত্তি রক্ষা করা আমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ আমি তাঁহার অকৃতী সন্তান!

তবে আমার সৌভাগ্যের বিষয়ও এই; বঙ্গের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ দার্শনিক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ-মহোদয় আশৈশব আমাকে অনুজতুল্য স্নেহের চক্ষেই দেখেন। সম্প্রতি তিনি পিতৃদেব কৃত "বেদান্ত-দর্শন" গ্রন্থখানি প্রকাশের সংশোধন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ও তৎসঙ্গে এই পুস্তকখানিরও সম্পাদনের ভার গ্রহণ করায়, যোগ্য হস্তের গুণে এই 'সাংখ্য দর্শনের"ও যে সুষ্ঠু সম্পাদন হইল, ইহা আশা করা যায়। পরিশেষে নিবেদন, উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সাংখ্যতীর্থ মহাশয় "প্রবচনভাষ্য" সহ সাংখ্যদর্শনখানি যেরূপ পরিশ্রম স্বীকারে সংশোধন ও প্রুফ পরিদর্শন ইত্যাদি দ্বারা সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন; তজ্জন্য উভয় মহাত্মার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। লেখা বাহুল্য, বর্ত্তমান সংস্করণে সংযোগ বৃদ্ধি হেতু গ্রন্থের আকার প্রায় দ্বিগুণিত হওয়ায়, এবার ইহার মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম।

চড়ক ডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।
"বেদান্ত-বাগীশ নিকেতন"
পোঃ—উত্তরপাড়া। (হুগলী)।

বিনীত—
শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য।

পূর্ব্বতন সংস্করণের

উপোদ্‌ঘাত।

(সাংখ্য-প্রণেতা কপিলদেবের ইতিবৃত্ত)

"গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি॥"

গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, কপিলের সাঙ্খ্য, পতঞ্জলির যোগ, ব্যাসের উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত, জৈমিনির কর্ম্মমীমাংসা, এই ছয় ঋষির ছয় দর্শন সর্ব্বত্র প্রথিত। বলা বাহুল্য যে, এই ছয় দর্শন বিশেষ বিখ্যাত। এত বিখ্যাত যে, এতদ্দেশীয় নিরক্ষর ব্যক্তিরাও কোন দর্শন কাহার রচিত তাহা জানে। সুতরাং এতৎ-পুস্তকের শীর্ষদেশস্থ অঙ্কিত সাঙ্খ্য-দর্শন কাহার রচিত তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

কপিলের সাঙ্খ্য দর্শন, ইহা সকলেই জানেন বটে; কিন্তু কপিল কে তাহা হয় ত অনেকে অবগত নহেন। সেই জন্য অগ্রে সাঙ্খ্যপ্রণেতা কপিল কে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। কপিল কে? কোন কপিল সাঙ্খ্যপ্রণেতা? এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ অনুসন্ধানতৎপর হইলে তিন কপিল দেখিতে পাওয়া যায়। এক কপিল ব্রহ্মার মানস পুত্র, এক কপিল অগ্নির অবতার ও অন্য এক কপিল কর্দ্দম মুনির পুত্র নারায়ণের অবতার। * দ্বিতীয় কপিল নিম্নলিখিত মহাভারতোক্ত শ্লোকে দৃষ্ট হন।

* আর এক কপিল ছিলেন, তিনি গোতমবংশীয়। ইনি তত পুরাতন ও সাংখ্যবক্তা নহেন। এই কপিলের নামে কপিলবস্তু নগর স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে।

শুক্লকৃষ্ণগতির্দেবো যো বিভর্ত্তি হুতাশনম্।
অকল্মষঃ কল্মষাণাং কর্ত্তা ক্রোধাশ্রিতস্তু সঃ॥
কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা।
অগ্নিঃ স কপিলোনাম সাঙ্খ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ॥"

তৃতীয় কপিল নিম্নলিখিত ভাগবতীয় উক্তিতে লব্ধ হন।

"এতন্মে জন্ম লোকেঽস্মিন্ মুমুক্ষূণাং দুরাশয়াৎ।
প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্মদর্শনম্॥"

এ কপিল ব্রহ্মার মানস পুত্র নহেন। ইনি দেবহূতির গর্ভে কর্দ্দম ঋষির ঔরসে সমুৎপন্ন এবং ভাগবত গ্রন্থে ইনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, সাংখ্য দুই; কিন্তু কপিল তিন। তাই সংশয় হয়, কোন্ কপিল আদিবিদ্বান্ ও বিখ্যাত সাঙ্খ্যের প্রণেতা। যদিও এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার উপায় নাই, তথাপি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের অভিপ্রায় এ স্থলে ব্যক্ত করা আবশ্যক হইতেছে। প্রাচীনতম সাংখ্যাচার্য্য গৌড়পাদ স্বামী সাংখ্যভাষ্য প্রারম্ভে বলিয়াছেন।—

"ইহ ভগবান্ ব্রহ্মসুতঃ কপিলো নাম। তদ্যথা—সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। অস্ত ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রা সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ॥" ইত্যাদি।

গৌড়পাদ স্বামীর উপরি উক্ত নির্দ্দেশে স্পষ্টই বুঝা যায়, ব্রহ্মপুত্র কপিল ঋষিই আদিসাংখ্যপ্রণেতা। গৌড়পাদের মতে দ্বাবিংশতি-সূত্রাত্মক তত্ত্বসমাস-নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থই আদিসাঙ্খ্য। অপিচ, সর্ব্বোপ-কারিণী নাম্নী আদিসাঙ্খ্যটীকায় টীকাকার এই বিষয়টীর এবম্প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন।—

* এই কপিল সগরসন্তান ভস্ম করিয়াছিলেন।

"অথাত্রানাদিক্লেশকর্ম্মবাসনাসমুদ্রপতিতান্ অনাথান্ উদ্দিধীর্ষুঃ পরমকৃপালুঃ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানো মহর্ষির্ভগবান্ কপিলো ব্রহ্মসুতো দ্বাবিংশতিসূত্রাণ্যুপাদিক্ষৎ। সূচনাৎ সূত্রমিতি হি ব্যুৎপত্তিঃ। তত এতৈঃ সমস্ততত্ত্বানাং সকলষষ্টিতন্ত্রার্থানাং সূচনং ভবতি। ততশ্চেদং সকলসাংখ্যতীর্থমূলভূতম্। তীর্থান্তরাণি চৈতৎপ্রপঞ্চভূতান্যেব। সূত্রষড়ধ্যায়ী তু বৈশ্বানরাবতারভগবৎকপিলপ্রণীতা। ইয়ঞ্চ দ্বাবিংশতিসূত্রী। তস্যা অপি বীজভূতা ব্রহ্মসুতমহর্ষিভগবৎকপিলপ্রণীতেতি বৃদ্ধা বিদন্তি।" অত্র নারায়ণাবতারভগবৎকপিলপ্রণীতেতি কেচিৎ; তন্ন রমণীয়ম্।"

সংক্ষেপ অর্থ এই যে, স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান ভগবান্ ব্রহ্মপুত্র কপিল সংসারনিমগ্ন জীবদিগের উদ্ধারার্থ অতিসংক্ষেপে দ্বাবিংশতিসূত্রাত্মক সাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তত্ত্বসমূহের সূচনামাত্র করা হইয়াছে। সেই কারণে তাহা সূত্র। এই আদি সাংখ্য সূত্রই অন্যান্য সাংখ্যশাস্ত্রের মূল বা বীজ। যতই সাংখ্য থাকুক, সমস্তই ঐ ২২ সূত্রের বিস্তার। সূত্রষড়ধ্যায়ী সাংখ্য—যাহা এক্ষণে সাংখ্যপ্রবচন নামে বিখ্যাত—তাহা ভগবান্ অগ্ন্যবতার কপিলের কৃতি ও ২২ সূত্রের প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার। সূত্রষড়ধ্যায়ীর ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, তত্ত্বসমাস-সূত্র ও সূত্রষড়ধ্যায়ী একই কপিলের। নারায়ণাবতার কপিল প্রথমে সংক্ষেপে ২২ সূত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপদেশ করেন; অনন্তর লোকহিতার্থ তাহারই বিস্তারে ষড়ধ্যায়ী সাংখ্য প্রচারিত করেন। ষড়ধ্যায়ী সাংখ্য প্রথমোক্ত ২২ সূত্রের টীকা স্বরূপ। যে হেতু টীকাস্থানীয় সেই হেতু তাহা সাংখ্যপ্রবচন আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। *

এই স্থানে বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিপ্রায়—দেবহূতির পুত্র কপিল মুনিই উভয় সাংখ্যের প্রণেতা। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, দেবহূতি-

* "নম্বেবং তত্ত্বসমাসাখ্যসূত্রৈঃ সহাস্যাঃ ষডধ্যায্যাঃ পৌনরুক্ত্যমিতিচেৎ, মৈবং, সংক্ষেপ বিস্তররূপেণোভয়োরপ্যপৌনরুক্ত্যাৎ। তত্ত্বসমাসাখ্যং হি যৎ সংক্ষিপ্তং সাংখ্য-দর্শনং তস্যৈব প্রকর্ষেণাহস্যাং নির্ব্বচনং কৃতমিতি। অতএবাস্যাঃ ষড়ধ্যায্যাঃ সাংখ্যপ্রবচনসংজ্ঞা সান্বয়া।" [বিজ্ঞানভিক্ষু"]

পুত্র কপিল ভাগবত গ্রন্থে স্বীয় জননীকে যে সাংখ্যযোগ বলিয়াছেন, তাহা তৎকৃত ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই জন্য পূর্ব্বাচার্য্যদিগের ও আমাদের বিশ্বাস—প্রচলিত দুই সাংখ্যের কোনও সাংখ্য দেবহূতিপুত্র কপিলের নহে। দেবহূতিপুত্র কপিল কোন পুস্তক বা সূত্র প্রস্তুত করেন নাই এবং তাহার মতও বেদান্তসম্মিত। অতএব, আচার্য্য গৌড়পাদের সিদ্ধান্তই সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। গৌড়পাদস্বামী * সাংখ্যপ্রণেতা কপিল ও কপিলের সাঙ্খ্যজ্ঞান প্রচার, এই দুই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—

ব্রহ্মপুত্র কপিল ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারি বিষয়ে জন্মসিদ্ধ ছিলেন। অর্থাৎ ঐ সকল তাঁহার জন্মকালেই তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়াছিল।

এই ব্রহ্মপুত্র কপিলের প্রথম শিষ্য আসুরি। আসুরি আত্যন্তিক দুঃখপ্রহাণের উপায় বিবিদিষু হইয়া পরমর্ষি কপিলের শরণাগত হইলে তিনি তাঁহাকে যথাযথ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপদেশ করেন। কপিলের অভিপ্রায়,—পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে জ্ঞান হইলে অর্থাৎ তত্ত্বের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলে দুঃখের আত্যন্তিক প্রহাণ হয়। অন্য উপায়ে হয় না। বানপ্রস্থ হউক, সন্ন্যাসী হউক, অথবা গৃহী হউক, পঞ্চবিংশতিতত্ত্বে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই আত্যন্তিক দুঃখ-

* শাঙ্করীয় সম্প্রদায়ে একটী প্রণামাঞ্জলি শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে। সেই শ্লোকে বিদ্যাগুরুদিগের পুত্রপরম্পরা ও শিষ্যপরম্পরা গ্রথিত আছে। যথা— "নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎপুত্রপরাশরঞ্চ। ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্। ইত্যাদি।" নারায়ণ, ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুকদেব, এই পর্য্যন্ত পুত্রপরম্পরা বা পিতাপুত্রসম্বন্ধ বলিতেছে। ইহার পরে গুরুশিষ্যসম্বন্ধ। এ অনুসারে গৌড়পদ শুকদেবের শিষ্য। ইনি মহাযোগী ও দীর্ঘায়ু ছিলেন। ইহার কৃত বেদান্তের ও সাঙ্খ্যের অনেক গ্রন্থ আছে। সে সকলের মধ্যে আমরা বেদান্তের মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ভাষ্য ও সাংখ্যসপ্ততি-ভাষ্য পাইতেছি।

বিমোচন হইয়া থাকে এবং কস্মিন্ কালেও আর তাহাকে দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না।

"পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র কুত্রাশ্রমে বসেৎ।
জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।"

অর্থাৎ—পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ জটী, (বানপ্রস্থাশ্রমী) মুণ্ডী, (সন্ন্যাসাশ্রমী) অথবা শিখী, (গৃহাশ্রমী) যে কোন আশ্রমধারী হউক না কেন, মুক্তিলাভ করিবেই করিবে। সে বিষয়ে সংশয় নাই।

তত্ত্বজ্ঞান হইলেও দেহসত্ত্বে পরমমুক্তি বা কৈবল্য হয় না। তখন পূর্ব্বানুভূত সংস্কারের শেষ থাকে। তত্ত্বজ্ঞান, অজ্ঞানসংস্কার দগ্ধ করিলেও তাহা দগ্ধবীজের ন্যায় আভাসভাবে অবস্থিত থাকে। শরীরপাতের পর তাহা নিরবশেষ হয়, সুতরাং তখন প্রকৃত বিদেহকৈবল্য বা আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সুসম্পন্ন হয়। পরোপকার মাত্র প্রয়োজনে করুণাময় ব্রহ্মপুত্র কপিল দুঃখমগ্ন জীবের উদ্ধারার্থ আসুরি শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন সেই সকল তত্ত্ব সমুদায় জ্ঞানশাস্ত্রে সঙ্কলিত বা গৃহীত হইতে দেখা যায়। সেই জন্যই সাংখ্যশাস্ত্রের অধিক গৌরব। জীব পঞ্চবিংশতিতত্ত্বে সাক্ষাৎকার নামক জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে দুঃখবিমুক্ত হইতে পারে বলিয়া আদিসাংখ্যে প্রথমে তত্ত্বরূপের উপদেশ হইয়াছে, কিন্তু প্রবচন-সাঙ্খ্যে তাহার অন্যথাভাব দৃষ্ট হয়। প্রবচনসাঙ্খ্য তত্ত্বসাক্ষাৎকারসাধ্য মোক্ষপদার্থ পুরুষের প্রধান অভীষ্ট বলিয়া প্রথমতঃ শাস্ত্রপ্রবৃত্তির অঙ্গরূপে দুঃখনিবৃত্ত্যাত্মক মোক্ষের স্বরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

আদিসাঙ্খ্যের ও প্রবচন-সাঙ্খ্যের পদার্থনির্ব্বাচন, জ্ঞানের স্বরূপ ও দুঃখনিবৃত্ত্যাত্মক মোক্ষ প্রভৃতি কিরূপ তাহা এতৎ পুস্তকে ভাষ্য ও বৃত্তি প্রভৃতির সহায়তায় যথামতি বর্ণনা করা হইয়াছে।

বিষয়ানুক্রম

উত্তর ভাগ

সূত্রসূচী।

সাংখ্য-দর্শন।



অবতরণিকা।



দর্শনশাস্ত্রের লক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত সংবাদ।

সাংখ্যদর্শন বা সাংখ্যশাস্ত্র বলিবার পূর্ব্বে কতকগুলি অনুক্রম কথা বলিব। যাহা বলিব, তাহা প্রকৃতের অনুপযোগী নহে; প্রত্যুত উপযোগী। উপযুক্ততা দৃষ্টে সর্ব্বপ্রথমে দর্শন শাস্ত্রের লক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ প্রামাণিক কথা ক্রমানুসারে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

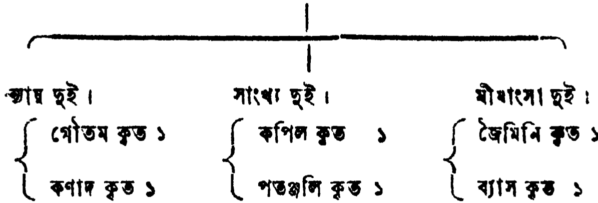
মানবীয় জ্ঞান দুই প্রকার। এক আজানিক, অপর সম্পাদ্য। আহার নিদ্রা ভয় প্রভৃতি যাহার বিষয়, সেই জ্ঞান মনুষ্যের অভ্যাস ব্যতিরেকেও জন্মে, এজন্য তাহা আজানিক বা স্বাভাবিক বলিয়া পরিগণিত। আর যাহা অভ্যাস দ্বারা বা শিক্ষালাভ দ্বারা জন্মাইতে হয়, সম্পাদন করিতে হয়, তাহা সম্পাদ্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা এই সম্পাদ্য জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান। মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানই জ্ঞান; অবশিষ্ট বিজ্ঞান। তন্মধ্যে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানই মুখ্য, অবশিষ্ট গৌণ। আত্মা কি? ঈশ্বর কি? জগৎ কি? এই মোক্ষোপযোগী প্রশ্নত্রয়ের তত্ত্ব যে জ্ঞানের বিষয়, তাহা জ্ঞান এবং তন্নির্ণায়ক শাস্ত্র জ্ঞানশাস্ত্র। শিল্প বা শিল্পোপযোগী বস্তু ও বস্তু-শক্তি যে জ্ঞানের বিষয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা তাহাকে বিজ্ঞান ও তদ্বিষয়ক গ্রন্থকে বিজ্ঞানগ্রন্থ বা বিজ্ঞান-শাস্ত্র বলিতেন। যথা—

"মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ॥"

এই বাক্যেই উক্ত নির্ণয় লব্ধ হয়। অপিচ, জ্ঞানার্থক দৃশ্‌ধাতু-নিষ্পন্ন "দর্শন" শব্দটীর সাক্ষাৎ অর্থ জ্ঞানের করণ বা দ্বার। ইহাই যদি দর্শন-শব্দের প্রকৃত অর্থ হইল, তবে দর্শনশাস্ত্র বলিলে আমরা এই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি যে, যে শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বের নির্ণয় আছে, তাহাই দর্শনশাস্ত্র। দর্শন ও জ্ঞান-শাস্ত্র একই বস্তু। ভারতবর্ষীয় জ্ঞান-শাস্ত্রের মধ্যে প্রসঙ্গ বশতঃ বিজ্ঞান-শাস্ত্রেরও প্রবেশ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে যত প্রকার দর্শন শাস্ত্র আছে, তত্তাবতের মত একরূপ না হইলেও, তৎপ্রতিপাদ্য 'মুক্তি' অংশে কাহারও বিবাদ দেখা যায় না। কেবল মুক্তির স্বরূপ ও মুক্তির উপায়, এই দুই অংশেই বিবাদ। কেহ কেহ মুক্তির স্বরূপ ও উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া ঈশ্বর মানেন, বেদ মানেন, অদৃষ্টও মানেন। কেহ বা ঈশ্বর মানেন না, কেবল অদৃষ্ট মানেন ও বেদ মানেন। কেহ বা উক্ত ত্রিতয়ের কিছুই মানেন না। যাঁহারা বেদ মানিলেন না, তাঁহারা নাস্তিকখ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহারা বেদ মানিলেন, তাঁহারা ঈশ্বর না মানিলেও আস্তিক থাকিলেন। সাংখ্যকার কপিল ঈশ্বর মানেন না। প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ড যাঁহার মত, সেই মীমাংসা-দর্শনকার জৈমিনিও ঈশ্বর মানেন না। তথাপি তাঁহারা আস্তিক। ইহাঁদের মতে বেদ ও পরলোক অমান্যকারীরাই নাস্তিক। একমাত্র বেদের মর্য্যাদা-বলেই ইহাঁরা নাস্তিক অপবাদ হইতে মুক্ত আছেন; আর, বৌদ্ধ চার্ব্বাক প্রভৃতিরা বেদ অমান্য করিয়াই নাস্তিক অপবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফল বিবেচনা করিতে গেলে, ঈশ্বরাপলাপ-কারীরাই প্রকৃত নাস্তিক। নাস্তিক ও আস্তিক, উভয় দর্শন মিলিত করিলে সমুদায়ের সংখ্যা পাঁচ হয়। আস্তিক দর্শন তিন ও নাস্তিক দর্শন দুই। প্রাচীন আচার্য্যগণ অষ্টাদশ বিদ্যার গণনা স্থলে সাংখ্যকে ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে গণ্য করিয়া "মীমাংসা ন্যায় এবচ" এই বলিয়া মীমাংসা ও ন্যায় এই দুইটীকে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন। আবার শাস্ত্রান্তরে "নাস্তি

সাংখ্যসমং জ্ঞানং” এই বলিয়া সাংখ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। সে অনুসারে আস্তিক দর্শন প্রধানতঃ তিন হয়, অধিক নহে। তবে যে ষড়দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কেবল প্রসিদ্ধি নহে, গ্রন্থভেদও দৃষ্ট হয়, তাহার সঙ্গতি এইরূপ,—

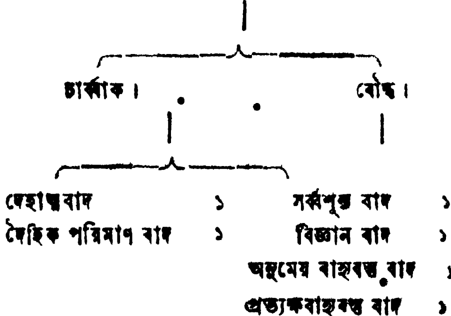
আস্তিক দর্শন।



গৌতমের কৃত ন্যায়, কণাদের কৃত বৈশেষিক, কপিলের কৃত নিরীশ্বরসাংখ্য, পতঞ্জলির কৃত সেশ্বরসাংখ্য অর্থাৎ যোগশাস্ত্র, জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা, ব্যাসের কৃত উত্তরমীমাংসা। এই উত্তরমীমাংসা বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ। *

নাস্তিক দর্শনেরও এইরূপ প্রস্থান ভেদ আছে। যথা:—

নাস্তিক দর্শন।



---

* “গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি॥”

চার্ব্বাক মতের বাদদ্বয়ের নাস্তিক দর্শন ব্যতীত অন্য নাম নাই। কিন্তু বৌদ্ধ মতের উল্লিখিত বাদচতুষ্টয় প্রতিলোম ক্রমে সৌত্রান্তিক, বৈভাসিক, মাধ্যমিক ও সর্ব্বশূন্য, এই আখ্যাচতুষ্টয়ে অভিহিত হয়। এতদ্ভিন্ন জৈন-দর্শনাদিও যাহা আছে, তাহা উক্ত উভয় দর্শনের অথবা বৌদ্ধদর্শনের অবান্তর প্রভেদ।

শুক্রশোণিতের পরিণামজনিত এই দৃশ্যমান দেহই আত্মা, এতদতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মা নাই,—এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন যে শাস্ত্রে বা যে মতে আছে, সেই শাস্ত্রকে বা সেই মতকে দেহাত্মবাদ বলে।

এই দৃশ্যমান স্থূল দেহ আত্মা নহে, ইহাতে যে চৈতন্যসংযোগ আছে, তাহাই আত্মা। কিন্তু সে চৈতন্য দৈহিক পরিণামবিশেষ বা দেহের ধর্ম্ম। দেহযন্ত্রের জন্মকালে জন্মে, পূর্ণতাকালে স্থিতি লাভ করে এবং অসম্পূর্ণতাকালে তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দৈহিক পরিণামবাদ ইহাই প্রতিপাদন করে। এই মতের অন্যান্য সম্প্রদায় মনঃ প্রভৃতিকে আত্মা বলে।

এ জগতে সৎ অর্থাৎ সত্য বস্তু কিছুই নাই। দেহ নষ্ট হইলেই মুক্তি। গোড়ায় কিছু ছিল না, শেষেও কিছু নাই ও থাকিবেক না। মাত্র মধ্যে যৎকিঞ্চিৎকাল এই সকল দৃশ্যের অবস্থিতি। এই সিদ্ধান্তের অনুশাসন যাহাতে আছে, তাহার নাম সর্ব্বশূন্য বাদ।

ধারাবাহিক বিজ্ঞান অর্থাৎ আমি-আমি-আমি, ইত্যাকার জ্ঞান-প্রবাহ আত্মা নামে পরিচিত। সুতরাং এই আত্মা ক্ষণিক, চিরস্থায়ী নহে।

উৎপন্ন হইতেছে ধ্বস্ত হইতেছে, আবার উৎপন্ন হইতেছে, এইরূপ যে বিজ্ঞান-ধারা—তাহাই সত্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী। নচেৎ প্রত্যেক বিজ্ঞান ক্ষণিক। এই বিজ্ঞান-ধারা অন্তরে থাকিয়াও বাহিরে

জগদাকারে ক্রীড়া করিতেছে। যাহা বাহিরে দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া মনে কর, বস্তুতঃ তাহার অস্তিত্ব বাহিরে নহে। সমস্তই অন্তরে। ঘট, পট, গৃহ, কুড্য, নদ, নদী, সাগর, শৈল প্রভৃতি যে কিছু বাহ্য দৃশ্য দেখিতেছ, ইহার একটীও বস্তু সৎ নহে ও বাহিরেও নহে। সমস্তই প্রত্যয় বা আলয়বিজ্ঞানের প্রতিভাস সুতরাং অন্তঃস্থ। এইরূপ যে শাস্ত্রে বলে, তাহার নাম ক্ষণিকবিজ্ঞান বাদ।

ক্ষণিকানুমেয়বাহ্যবস্তু বাদ প্রায় এইরূপ। প্রভেদ এই যে, ইহার বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব একেবারে বিলোপ করে না। বলে, বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি অন্তরে হয় বটে, কিন্তু তাহার সত্তা বাহিরে। সে সত্তা প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যয়ের বা জ্ঞানের আলম্বন থাকা উচিত, সেই হেতুতে বাহিরে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

প্রত্যক্ষবাহ্যবস্তুবাদীরা বলেন, না—, বাহ্য বস্তু বাহিরেও বটে, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধও বটে। কিন্তু তাহা ক্ষণিক। আলয়বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জন্মে, আবার তৎসঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয়। হিমালয় চিরকাল আছে, এই প্রতীতি ক্রমসংলগ্ন জ্ঞানসাদৃশ্যমূলক। সুতরাং উহা পূর্ব্বাবধি অখণ্ড দণ্ডায়মান নহে।

এইরূপে আস্তিক নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বাদশ প্রকার সম্প্রদায় থাকায় সমুদায়ে দ্বাদশ দর্শন জন্মলাভ করিয়াছে। এই সকল দর্শনের উৎপত্তিকাল বা অগ্রপশ্চাৎ ভাব নিঃসন্দিগ্ধ রূপে নির্ণয় করা যায় না। কারণ, এতৎসম্বন্ধে কোন বিশ্বস্তলিপি নাই। অনুমান করিয়া নির্ণয় করাও সুকঠিন। কেননা, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কটাক্ষ-দৃষ্টি দেখা যায়। যদি এক সময়েই সমুদায় দর্শনের জন্ম কল্পনা করা যায়, তবেই ওরূপ ঘটনা সম্ভব হয়, নচেৎ হয় না। আবার সমসাময়িক কল্পনা করাও যায় না। কেন না, দর্শনপরম্পরার লিখনভঙ্গী ও পুরাণাদি আখ্যায়িকা-গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়, দর্শনকারেরা বিভিন্ন

সময়ের লোক এবং তাঁহাদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ অগ্রপশ্চাৎ ভাব বিদ্যমান আছে। যখন ব্যাসদেবের জন্ম হয় নাই, রামায়ণ তখন বর্ষীয়ান্, রামায়ণে মহর্ষি কপিলের উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণ যখন অনুপস্থিত কালের উদরস্থ, শ্রুতি তখন যুবতী। তদ্‌বিধ শ্রুতিতেও কপিলের উল্লেখ আছে। এইরূপ, স্থানে স্থানে গৌতমেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আবার দর্শন সকলের লিপিপরিপাটী পর্য্যালোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় "ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনোবৈশেষিকাদিবৎ।" এই বলিয়া কপিল কণাদকে কটাক্ষ করিতেছেন। জৈমিনি মুনিও "বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ।" বলিয়া বাদরায়ণকে পূজা করিতেছেন। আবার ব্যাসও "অধিকারং জৈমিনিঃ।" বলিয়া জৈমিনিকে স্মরণ করিতেছেন। "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" এই বাক্যে পাতঞ্জলকেও খণ্ডন করিতেছেন। গৌতমও "মহদণু গ্রহণাৎ" এই সূত্রের দ্বারা কপিলকে লক্ষ্য করিতেছেন। আবার কণাদও গৌতমের সহিত নিরন্তর স্পর্দ্ধা করিতেছেন। এ সকল দেখিলে কে না বলিবে যে দার্শনিক ইতিহাস নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। বিশেষতঃ কালনির্ণয় করিবার ত কোন উপায় নাই। যদিও চেষ্টা করিলে ক্রমিক বৎসর গণনায় ১।২ করিয়া ব্যাস পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তৎপরে অর্থাৎ ব্যাসের ওদিকে আর বৎসর নাই। কেবল যুগ। দ্বাপর, ত্রেতা, সত্য। এই জন্য বলি, দার্শনিক ইতিবৃত্ত লোকসমাজে প্রচার করিবার প্রয়াস, প্রয়াস মাত্র। যাহা কিছু বলা যায়, তাহা কেবল মনের আবেগ নিবৃত্তির জন্য। যাহাই হউক, অন্ততঃ মনোবেগ নিবৃত্তির জন্যও আমাকে কিঞ্চিৎ বলিতে হইতেছে।

যুক্তিশাস্ত্রের প্রথম নির্ম্মাতা কে? অনুসন্ধান করিতে গেলে পক্ষাপক্ষ উপস্থিত হয়। এক পক্ষে পাওয়া যায়, দেখা যায়, নাস্তিক সম্প্রদায়ের কোন আদি পুরুষ যুক্তিপথের আবির্ভাবক। কারণ এই যে, প্রায় সমস্ত আস্তিক-শাস্ত্র হৈতুক (শুষ্কতর্ক বা নাস্তিকোচিত

তর্ক) শাস্ত্রের নিন্দায় পরিব্যাপ্ত। পুরাণের ত কথাই নাই, বৃদ্ধ মহর্ষি মনুও—

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যোনাস্তিকোবেদনিন্দকঃ॥"

এই বলিয়া হেতু-শাস্ত্রের নিন্দা ও তদবলম্বীদিগকে বৈদিক দল হইতে বহিষ্কৃত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। বেদভাগ অন্বেষণ করিলেও "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি প্রকার নাস্তিক্য-নিন্দাসূচক বহু বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আস্তিক্য সমুন্নতির পূর্ব্বে যে হেতুশাস্ত্রের জন্ম, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

সম্ভব বটে। আদিম কালের ঋষিদিগের শিশুবৎ সারল্যই সুসম্ভব। সারল্যানুরূপ ধর্ম্মাচরণে রত থাকাও সম্ভব। ক্রমে দ্বিতীয় কালের লোকদিগের কৌটিল্যকবলিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি হওয়াও সম্ভব। তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুরুষের সেরূপ অযৌক্তিক মতে আস্থা স্থির থাকা কঠিন। আস্থা উচ্চটিত বা অনাস্থা জন্মিলেই দোষ দর্শনের চেষ্টা হয়। সেই শেষ চেষ্টার ফলে বিশ্বাসের সর্ব্বনাশক কূট তর্ক উদিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই বিশ্বাস্য হইতে পারে।

কাল যত পরিবর্ত্তিত হয়, ততই জ্ঞেয়ের বিস্তার বা বিচিত্রতা অনুসারে জ্ঞানের বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি হইতে থাকে। অনুমান হয়, দ্বিতীয় কালের নাস্তিকসমতীক্ষ্ণবুদ্ধি আস্তিক ঋষিরা নিজ নিজ মত ও বেদমর্য্যাদা রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাই নাস্তিকোদ্ভাবিত নূতন পথ (তর্ক বা যুক্তিপ্রণালী) অবলম্বন পূর্ব্বক নাস্তিকদিগের মত খণ্ডন ও বেদের মর্য্যাদা রক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তাহাতেই ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

একটু অধিক ভাবিলে দেখা যায়, নাস্তিক্য আদিজীবের সম্বন্ধে স্বাভাবিক নহে। আস্তিক্যই স্বাভাবিক। আস্তিক্যের বীজ সারল্য; নাস্তিক্যের বীজ বক্রভাব। বক্রভাব সারল্যের পরভাবী, ইহা যুক্তিশাস্ত্রের অনুমোদিত। জল বায়ু অগ্নি ও গ্রহ নক্ষত্র তারকাদি মণ্ডিত জগদ্‌যন্ত্রের অদ্ভুত ব্যাপার ও বিবিধ আশ্চর্য্য ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করিয়া আদিম মনুষ্যের মনে আস্তিক্যের বা অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরভাবের উদয়, তাহাতে বিশ্বাস, ক্রমে তাহার বিস্তার বা প্রাবল্য, তন্নিবন্ধন ঈশ্বরোদ্দেশে বিবিধ যাগ যজ্ঞ পূজা হোম পাঠ স্তোত্র প্রভৃতি সৃষ্ট হইতেছিল। অনুমান হয়, এই কালের পরেই অপেক্ষাকৃত বক্রহৃদয় লোক উৎপন্ন হইয়া তাহারা সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অবিশ্রান্ত অনুষ্ঠানে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া, তাহা অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া, কিসে সেই সকল অকিঞ্চিৎকর ক্লেশসাধ্য ক্রিয়াকলাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়াছিল। হয় ত তাহাতেই সেই সকল লোকের হৃদয়ক্ষেত্রে তর্ক অঙ্কুরিত, ক্রমে তাহার শাখা পল্লব, ক্রমে তাহার ফল তর্কগ্রন্থ জন্মলাভ করিয়াছে। নাস্তিক্য আস্তিক্যের এবংবিধ সম্বন্ধ সূত্র অবলম্বন করতঃ সূত্রের মূলপ্রান্তে গমন করিবা মাত্র দেখা যায়, নাস্তিকেরাই যুক্তিশাস্ত্রের প্রথম নির্ম্মাতা।

আবার পক্ষান্তরে ইহাও পাওয়া যায়, দেখা যায় যে, আস্তিকেরাই আদি তার্কিক। নাস্তিকদিগের মস্তকোত্তোলনের পূর্ব্বেও আস্তিক দলে তর্কপ্রথা প্রচলিত ছিল। তবে কি না, তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ, যে কিছু আস্তিক গ্রন্থ, সমস্তই যুক্তি তর্কে পরিপূর্ণ। আস্তিক সম্প্রদায়েরই কতকগুলি লোক জন্মান্তরীণ পাপ বশতঃ বুদ্ধিমালিন্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি হতশ্রদ্ধ হওয়ায় তত্তাবতের বিঘ্ন জন্মাইতে আরম্ভ করিলে, হিতাকাঙ্ক্ষী আস্তিকেরাই সেই সমস্ত পাষণ্ডদিগের দলনের নিমিত্ত শাস্ত্রে তত্তৎস্থান হইতে খণ্ড-যুক্তি সকল

আহরণ করতঃ আস্তিক্য রক্ষার উপযোগী যুক্তিশাস্ত্র সকল গ্রথিত করিয়াছিলেন'। নাস্তিকখ্যাতিপ্রাপ্ত দুর্ম্মতি ঋষিসন্তানেরা পশ্চাৎ সেই সমস্ত আর্য্যমতিদিগের দেখাদেখি নাস্তিক্য রক্ষার দুর্গস্বরূপ বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল। এইরূপ পক্ষদ্বয় উপস্থিত হওয়ায় দর্শনসাধারণের প্রকৃত মূল নিঃসন্দিগ্ধরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। দর্শনসাধারণের মূল প্রস্রবণ যদ্রূপ দুর্বিজ্ঞেয় ও দুর্নিরূপ্য, আস্তিক-ষড়্দর্শনের প্রাথম্য ও পূর্ব্বাপরীভাব নির্ণয় তদপেক্ষা অধিক দুঃসাধ্য। তবে যদি শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ আস্তিক ষড়্দর্শনের অগ্র-পশ্চাদ্ভাব নির্ণীত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে যে একটা স্বাভাবিক আত্ম-প্রত্যয় (ছয়টা দর্শন এক সময়ে হয় নাই এইরূপ স্বাভাবিক বিশ্বাস) আছে, তাহাও অবন্ধ্য হইতে পারে।

শঙ্করাচার্য্য এক স্থানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন,—"কপিল সাংখ্য-শাস্ত্রের বক্তা এবং সগরসন্তানগণের দাহকর্ত্তা – এইরূপ প্রবাদ বাক্যে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইয়া লোক সকল বর্ত্তমান সাংখ্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান সাংখ্য আদিবিদ্বান্ ঋষি-কপিলের না হইতেও পারে। অপিচ, শাস্ত্রান্তরে অন্য এক কপিলের কথাও শুনা যায়।" *

উপরোক্ত লেখা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে, শঙ্করাচার্য্যের মতে দুই কপিল। এক কপিল অতি প্রাচীন, অন্য কপিল ব্যাসদেবের পর-ভবিক। প্রচলিত সাংখ্য নব্য কপিলের। নব্য কপিল পুরাতন কপিলের মননের ধন (পদার্থ) লইয়া স্বীয় মতের যোগে সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন।

* "কপিলমিতিশ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুর্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ।" [শারীরক ভাষ্য দেখ]।

যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাস নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা পায়।

১ম। কপিলের একটী নাম "আদিবিদ্বান্।" সাংখ্যদর্শন আদিম হইলে তৎপ্রণেতা কপিলের ঐ নাম সার্থক হয়।

২য়। কপিল যে আদিজ্ঞানী ও বহুপ্রাচীন, এবিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণ, সকলেই সাক্ষ্য প্রদান করেন। যথা :—

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।"
[শ্রুতি।

"আদৌ যো জায়মানঞ্চ কপিলং জনয়েদৃষিম্।
প্রসূতং বিভৃয়াজ্‌জ্ঞানৈস্তং পশ্যেৎ পরমেশ্বরম্॥" [স্মৃতি।

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।"
সপ্তৈতে মানসাঃ পুত্রা ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥" [পুরাণ।

প্রথমোল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর মর্ম্মার্থ এই যে, যিনি কপিল ঋষিকে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্য সেই পরমেশ্বরকে ধ্যানযোগে দর্শন করুক। কপিলের প্রাচীনতা বোধক এইরূপ অনেক বাক্য আছে, কাপিল দর্শন আদিম হইলে সে সমস্তই রক্ষা পায়।

৩য়। 'তত্ত্বসমাস' বা 'দ্বাবিংশ সূত্র' নামক অন্য এক প্রকার কাপিল সূত্র আছে। তাহাতে অন্য কোন দর্শনের প্রতি কটাক্ষদৃষ্টি নাই। কেবলমাত্র প্রমেয় পদার্থ সূত্রিত হইয়াছে। আদি গ্রন্থ যেরূপ নিরপেক্ষ রচনায় রচিত হওয়া উচিত, তত্ত্বসমাস সেই প্রকারেই রচিত। পাঠকগণের বিশ্বাস আহরণার্থ এস্থলে তাহা অনুবাদযুক্ত করিয়া প্রকাশ করিতেছি।*

---

* যদি সাংখ্যদর্শনই আদিম হয়, তবে এই তত্ত্বসমাস সূত্রই তাহা। অথবা সে সাংখ্য অর্থাৎ পুরাতন কপিলের সাংখ্য লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এ

১। অথাতস্তত্ত্বসমাসঃ।—তত্ত্ব সকল সংক্ষেপে বলি।

২। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ।—প্রকৃতি আট প্রকার।

৩। ষোড়শকস্তু বিকারঃ।—বিকার অর্থাৎ বিকৃতি ষোল।

৪। পুরুষঃ।—পুরুষ পৃথক্ তত্ত্ব।

৫। ত্রৈগুণ্যম্।—সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ।

৬। সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চরঃ।—উৎপত্তি ও প্রলয়।

৭। অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবম্—গুণ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব ভেদে ব্যবস্থিত।

৮। পঞ্চাভিবুদ্ধয়ঃ।—অভিবুদ্ধি পাঁচ। (অভিবুদ্ধি = জ্ঞানেন্দ্রিয়।)

৯। পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ।—কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ।

১০। পঞ্চ বায়বঃ।—শরীরাবস্থিত বায়ু পাঁচ।

১১। পঞ্চ কর্ম্মাত্মনঃ।—কর্ম্মের স্বরূপ বা প্রভেদ পাঁচ;

১২। পঞ্চপর্ব্বাবিদ্যা।—অবিদ্যার পর্ব্ব (বিভাগ) পাঁচ।

১৩। অষ্টাবিংশতিধাঽশক্তিঃ।—অশক্তি আটাস।

১৪। নবধা তুষ্টিঃ।—সন্তোষ নয় প্রকার।

১৫। অষ্টধা সিদ্ধিঃ।—সিদ্ধি আট প্রকার।

১৬। দশমৌলিকার্থাঃ।—মূল পদার্থ সম্বন্ধে দশ।

কথা বিদ্যমান সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন। যথা—"কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম্। কলাবিশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ।" ইহা দেখিয়া অনেকে বলেন, ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুর রচিত সূত্র আছে। আরও দেখা যায়, প্রাচীন আচার্য্যেরা কেহই সূত্র উল্লেখ করেন নাই। যেখানে যেখানে সাংখ্য কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সেই স্থানে তাঁহারা ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সূত্র উদ্ধৃত করেন নাই।

১৭ অনুগ্রহঃ সর্গঃ।—গুণের পরস্পরানুগ্রহে সৃষ্টি হয়।

১৮। চতুর্দ্দশধা ভূতসর্গঃ।—ভৌতিক সৃষ্টি চৌদ্দ প্রকার।

১৯। ত্রিবিধোবন্ধঃ।—বন্ধন ত্রিবিধ।

২০। ত্রিবিধোমোক্ষঃ।—মুক্তি ত্রিবিধ।

২১। ত্রিবিধং প্রমাণম্।—প্রমাণ তিন প্রকার।

২২। এতৎ সম্যক্ জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ স্যাৎ ন পুনস্ত্রিবিধেনা-ঽনুভূয়তে।—জীব এই সকল তত্ত্ব সম্যক্ সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে কৃতার্থ হয়, আর কখন দুঃখত্রয়ে অভিভূত হয় না।

এই তত্ত্বসমাস সূত্র আদিম হইলে কোনও প্রকার আপত্তি স্থানপ্রাপ্ত হইবে না।

৪র্থ। পরভবিক গ্রন্থে কৌশলাধিক্য, আয়তনে বিস্তৃতি ও পদার্থ-সমন্বয়ের সংক্ষেপ হইয়া থাকে। কাপিলদর্শন আদিম হইলে সে সকল কথা রক্ষা পায়। কপিল চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ স্থির করিয়া যাহা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, গৌতম তাহা ষোল পদার্থে, কণাদ তাহা সপ্ত পদার্থে, পূর্ব্বমীমাংসা তাহা ছয় পদার্থে এবং উত্তরমীমাংসা অর্থাৎ বেদান্ত তাহা একই ব্রহ্ম পদার্থে পর্য্যাপ্ত করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে হয়, সাংখ্য-দর্শনই আদিম, পাতঞ্জল * তাহার প্রায় সমসাময়িক, ন্যায় তাহার পরভবিক, বৈশেষিক তৎকনিষ্ঠ, পূর্ব্ব-মীমাংসা তজ্জ্যেষ্ঠ ও বেদান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ।

সাংখ্য নামের ব্যুৎপত্তি।

'সংখ্যা' হইতে 'সাংখ্য' এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যথা :—

* এখানে পাতঞ্জল শব্দের অর্থ যোগশাস্ত্র। যোগশাস্ত্রের আদি বক্তা হিরণ্যগর্ভ। পতঞ্জলি মুনি তাহার অনুশাসক মাত্র। এই যোগশাস্ত্র সেশ্বর সাংখ্য নামেও অভিহিত হয়।

"সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

শ্লোকটী শুনিবমাত্র প্রতীত হয়, পদার্থসংখ্যা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক জ্ঞানোপদেশ থাকাতেই কপিলের দর্শন সাংখ্য নামে বিখ্যাত। বস্তুতঃ তাহা নহে। সংখ্যা শব্দের অর্থ সম্যক্ জ্ঞান। সম্যক্ জ্ঞানের উপদেশ আছে বলিয়াই কপিলকৃত দর্শন সাংখ্য। সাংখ্য শব্দের অভিধেয় দেখিতে গেলে পাতঞ্জলেরও গ্রহণ হইতে পারে বটে; পরন্তু সর্ব্বপ্রথমে কাপিল সাংখ্যের আবির্ভাব হওয়াতে লোক তাহাকেই প্রথমতঃ সাংখ্য নামে প্রখ্যাত করিয়াছিল; সেইজন্য কাপিল দর্শনই মুখ্য সাংখ্য, পাতঞ্জল গৌণ সাংখ্য।

কপিলের জন্মভূমি।

মহর্ষি কপিলের জন্মভূমির আধুনিক নাম কি তাহা এখন স্থির করা যায় না। তাহা না যাউক, ইনি যে একজন আর্য্যাবর্ত্তীয় ব্রাহ্মণ ঋষি, তাহাতে আর সংশয় নাই। পুরাণে বর্ণিত আছে, কপিল দেবহূতির পুত্র এবং বিষ্ণুর অবতার। পরন্তু তিনি যে কোন্ কপিল, নব্য কি প্রাচীন, তাহা কেহই স্থির বলিতে পারেন না। অগ্নির অবতার অন্য এক কপিল ছিলেন।

সাংখ্যমতের বিস্তৃতি।

শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, সমস্ত আর্য্য-গ্রন্থই সাংখ্য মতে পরিব্যাপ্ত। সাংখ্য মত এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, তাহার ব্যবহার বা গ্রহণ করেন নাই এমন ঋষি নাই ও ঋষিপ্রণীত গ্রন্থও নাই। সাংখ্যমতের তত বিস্তৃতি কেবল কপিল হইতে হয় নাই, ক্রমে তাঁহার শিষ্যপরম্পরা হইতেও হইয়াছিল।

কপিলের শিষ্যগণ।

সাংখ্যশাস্ত্রের আদি-আচার্য্য কপিল। তৎশিষ্য আসুরি ও বোঢ়। আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য। তৎশিষ্য ঈশ্বরকৃষ্ণ। কেহ বলেন, ঈশ্বরকৃষ্ণ ঋষি-শিষ্য নহেন।

আমরা আসুরির গ্রন্থ পাই না, পঞ্চশিখের গ্রন্থও দেখিতে পাই না। না পাইলেও সে সকল গ্রন্থের খণ্ড খণ্ড সূত্র অনেক স্থলে প্রাপ্ত হইতেছি। ঈশ্বরকৃষ্ণের একখানি কারিকা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইতেছি, এই কারিকা গ্রন্থ সমধিক মান্য। মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র এই গ্রন্থের তত্ত্বকৌমুদী নাম্নী টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। সাংখ্যকারিকার অন্য নাম সাংখ্যসপ্ততি।

মহাত্মা পঞ্চশিখাচার্য্য সাংখ্যশাস্ত্র পরিবর্দ্ধিত করিলে সাংখ্যশাস্ত্রের ষষ্টিতন্ত্র নাম হইয়াছিল। ষষ্টিতন্ত্র এই কথার অর্থে বুঝা যায়, পঞ্চশিখ কপিলসম্মত ষষ্টিসংখ্যক পদার্থের উপর ষষ্টিসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যে সকল বিষয়ের উপর তাঁহার গ্রন্থ ছিল, সে সকল বিষয় এই—

প্রকৃতি প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ে ১০। বিপর্য্যয় অর্থাৎ অজ্ঞান বিষয়ে ৫। সন্তোষ অর্থাৎ অলংবুদ্ধিবিষয়ে ৯। ইন্দ্রিয়াসামর্থ্য বিষয়ে ২৮ এবং সিদ্ধি অর্থাৎ ক্ষমতাবিষয়ে ৮।

পঞ্চশিখ উপরোক্ত ষষ্টি পদার্থের প্রত্যেক পদার্থের উপর এক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু এক্ষণে তাহার কিছুই পাওয়া যায় না। এক্ষণে যাহা যাহা পাওয়া যায়, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঈশ্বর কৃষ্ণ গ্রন্থসমাপ্তিকালে লিখিয়াছিলেন যে "আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি"—আমি ষষ্টিতন্ত্রের সমস্ত পদার্থই সংক্ষেপে বলিলাম, কিন্তু আখ্যায়িকা ও পরমত খণ্ডন পরিত্যাগ করিলাম। এই লিখন ভঙ্গীতে বোধ হয়, পঞ্চশিখাচার্য্য ও আসুরি প্রভৃতি ঋষিরা আখ্যায়িকার ও বাদকথার যোগে গ্রন্থ রচনা

করিয়াছিলেন। যাহাই হউক ফলকথা এই যে, সাংখ্যশাস্ত্র এত বিস্তৃত এবং তাহার অধিকার এত প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল যে, তত্তাবতের অধিকাংশ লোপ হওয়াতে এখন আর কোন্‌টী সাংখ্যের সম্মত, কোন্‌টী তাহার অসম্মত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সেই কারণে আমি এতন্মধ্যে সাংখ্যানুগত পুরাণ, স্মৃতি ও অনেক বৈদ্যক বাক্যকেও সাংখ্যসম্মত বলিয়া নিবিষ্ট করিয়াছি।

সুপ্রাপ্য সাংখ্যগ্রন্থের তালিকা।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
ষড়ধ্যায়ীসূত্র বা সাংখ্যপ্রবচন...	কপিল।
তত্ত্বসমাস সূত্র	কপিল।
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য	বিজ্ঞানভিক্ষু।
সাংখ্যবৃত্তি	অনিরুদ্ধভট্ট।
(নাগেশভট্ট ও মহাদেব বেদান্তীর বৃত্তিও আছে।)	
তত্ত্বসমাসব্যাখ্যা	যতি।
সাংখ্যসপ্ততি	ঈশ্বরকৃষ্ণ।
তত্ত্বকৌমুদী	বাচস্পতি মিশ্র।
সাংখ্যসার	বিজ্ঞানভিক্ষু।
সাংখ্যচন্দ্রিকা	
রাজবৃত্তি	ভোজরাজ।

সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, জ্ঞান-সম্বন্ধে সাংখ্যের ও অন্যান্য দর্শনের মত।

সাংখ্য শাস্ত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রের ন্যায় চতুর্ব্ব্যূহ। ব্যূহ শব্দের অর্থ সমূহ। রোগসমূহ, রোগের কারণসমূহ, আরোগ্যসমূহ ও ভৈষজ্যসমূহ, এই চারি সমূহ যেমন চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য, তেমনি দুঃখ ও দুঃখনিবৃত্তি, দুঃখোৎপত্তির হেতু ও দুঃখনিবৃত্তির উপায়, এই চারি সমূহ সাংখ্য শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য। সাংখ্যকার উক্ত চারি সমূহের সম্যক্ পরীক্ষা করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে অন্যান্য অনেক পদার্থের বিচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বিচার্য্য দুঃখ। দুঃখ কি? তাহা আছে কি না? এ কথা অজিজ্ঞাস্য; সুতরাং সে বিষয়ে শাস্ত্রের কোন কৃত্য নাই। অর্থাৎ দুঃখ আছে কি না তাহা শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না। দুঃখ সর্ব্বদাই সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণে চেতনা শক্তির প্রতিকূল অনুভবে উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই কেহ তাহা 'নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন না এবং দুঃখের নিবৃত্তি হয় কি না, এ অংশেও সংশয় করেন না। দুঃখনিবারণের কোন উপায় নাই বলিয়াও কেহ মস্তকোত্তোলন করেন না। সকলেই জানিতেছেন, দুঃখ ও তাহার নিবৃত্তি উভয়ই আছে বা হয়। সেই জন্য সে অংশ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। জ্ঞাতজ্ঞাপন করা কোনও শাস্ত্রের কার্য্য বা উদ্দেশ্য নহে। "অজ্ঞাতজ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্" যাহা লৌকিক প্রমাণের অগোচর তাহা জানান বা তাহার বোধ জন্মানই শাস্ত্রের কার্য্য। সুতরাং বুঝিতে হইবে, সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশও অন্যের অজ্ঞাত। যাহা সাধারণ জ্ঞানের গোচর নহে, যাহার উপদেশ কোথাও পাওয়া যায় নাই, সাংখ্যশাস্ত্র তাহাই উপদেশ করিবেন। শাস্ত্রের অভিসন্ধি এই যে, মনুষ্য দুঃখ কি তাহা জানেন এবং কিসে তাহার নিবৃত্তি হয় তাহাও জানেন; কিন্তু

তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় জানেন না। সে উপায় লৌকিক জ্ঞানের অলভ্য বা সহজ জ্ঞানে উপলব্ধ হয় না। ধাতুবৈষম্যনিবন্ধন শারীর দুঃখ হয়, সে দুঃখের নিবারক শত শত উপায় বৈদিক গ্রন্থে আছে। বিষয়বিশেষের অদর্শন বা অপ্রাপ্তিজন্য মানস দুঃখ উপস্থিত হয়, তন্নিবারণের উপায় স্থলে মনোজ্ঞ-স্ত্রী পান-ভোজন বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি লৌকিক পদার্থও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। নীতিশাস্ত্রে কুশলতা থাকিলে ও নিরুপদ্রব স্থলে বাস করিলে আধিদৈবিকাদি দুঃখও আক্রমণ করিতে পারে না। এ সমস্ত কথাই সত্য; পরন্তু ঐ সকল উপায় ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নহে। ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির উপায় সাধারণ জ্ঞানের অগোচরে রহিয়াছে।

প্রশ্ন। এমন কি নূতন বা অজ্ঞাত উপায় আছে, যাহা উপদেশ দিবার জন্য সাংখ্যকার ব্যগ্র?

প্রত্যুত্তর। দুঃখ কি জিনিস, কাহার দুঃখ, তাহা কেন হয়, তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় কি না, অর্থাৎ তাহা আর কখন হইবে না এরূপ হয় কি না, যদি হয় তবে তাহা কি উপায়ে? এই সকল অংশ সাধারণ বোধের অগম্য সুতরাং ঐ সকল অংশ বুঝাইয়া দেওয়াই সাংখ্য শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। দুঃখনিবৃত্তির যে সকল উপায় সাধারণের বিদিত আছে, সে সকলের দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি হওয়ার নিশ্চিততা নাই। কখন হয়, কখন বা হয়ও না। হইলেও, তাহা পুনর্ব্বার আইসে। সেই জন্যই বলা হইয়াছে, লৌকিক উপায়ে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। শাস্ত্রীয় উপায়ে দুঃখ নিবৃত্তি হওয়ার নিশ্চিততা আছে এবং সে নিবৃত্তি আত্যন্তিক নিবৃত্তি।

সাংখ্য-দর্শনের মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির এক নাম মোক্ষ, অপর নাম স্বরূপপ্রতিষ্ঠা। ইহাই পরম পুরুষার্থ শব্দের অভিধেয় বা বাচ্য। মনুষ্য যে-কিছু প্রার্থনা করে, সমস্তই দুঃখ নিবারণের জন্য করে।

সেই কারণে দুঃখনিবৃত্তি ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় উভয়ই প্রার্থনীয়। কিন্তু লৌকিক উপায়ে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না। যাহা হয় তাহা ক্ষণিক। সেই জন্য তাহা পুরুষার্থ হইলেও পরমপুরুষার্থ নহে।

কপিলের অভিপ্রায় এই যে, মানুষ সকল নিরন্তর দুঃখ পাইতেছে অথচ তাহার স্বরূপ ও অবস্থান স্থান জানিতেছে না। তাহারা তাহার নিরোধের প্রকৃত উপায় পরিজ্ঞাত নহে। আজ আমি তাহা জানাইব— বুঝাইয়া দিব। আমি যাহা জানাইব, তাহা লৌকিক জ্ঞানের অগোচর।

জৈমিনি ও যজ্ঞবিদ্যা-বিশারদ মনুষ্যেরা বলেন, মনুষ্য মাত্রেরই "সুখই হউক, দুঃখ যেন অণুমাত্রও না হয়" এইরূপ অব্যভিচারী অভিনিবেশ আছে। তাহাদের ঐরূপ অভিনিবেশের পরিপূর্তি অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগ কোনও এক সময়ে ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি না? তর্ক করিলে, নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তাই জৈমিনি মুনি বলেন, তাহা স্বর্গ। যথা:—

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥"

নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগই স্বর্গ এবং তাহাই মনুষ্যের সুখতৃষ্ণার বিশ্রাম ভূমি। তাহাই পরমপুরুষার্থ এবং তাহাই মুক্তি ও অমৃত। তদতিরিক্ত অন্য কোন অমরত্ব বা মোক্ষ নাই। এই অমরত্ব বা মোক্ষ যজ্ঞবিদ্যার দ্বারা লভ্য। বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদির দ্বারাই ঐ অলৌকিক সুখ লাভ করা যায়।

যজ্ঞবিদ্যা ব্যবসায়ীদিগের ঐ মত কপিলের অনুমোদিত নহে। কপিল বেদ মানেন, বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপের ফল-জননী শক্তিও স্বীকার করেন, কিন্তু কথিত প্রকারের ফল মানেন না। তিনি বলেন, কর্ম্মসাধ্য স্বর্গসুখও ঐহিক সুখের ন্যায় দুঃখমিশ্র ও নশ্বর। কারণ, যাগমাত্রেই হিংসাসাধ্য। পশুঘাত ও বীজ (শস্য) বিনাশ ব্যতীত কোনও যাগ

নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং হিংসাঘটিত কার্য্যকলাপ কিরূপে নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রসব করিবে? ক্রিয়াকাণ্ড কখনই তাদৃশ সুখের জনক নহে। একমাত্র হিংসাদিদোষরহিত বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানই তাদৃশ সুখের বা সর্ব্বদুঃখ-বিধ্বংসের (মুক্তির) উপায়। *

যেমন লোকলভ্য উপায়বিশেষ দ্বারা দুঃখবিশেষ কিছু কাল স্থগিত থাকিতে দেখ, কোন কোন উপায়ে এক প্রকার দুঃখের শান্তি ও কোন কোন উপায়ে দুই বা ততোধিক দুঃখের শান্তি হইতে দেখ, তেমনি এমন কোন উপায় থাকিতে পারে যাহার দ্বারা দুঃখমূলের শান্তি হয় এবং সে শান্তি অনন্ত কালের জন্য ব্যবস্থিত দুঃখের মূল (কারণ) বিধ্বস্ত হইলে দুঃখ হইবে কেন? যে উপায়ে দুঃখমূল নষ্ট হয়, সে উপায় লোকমধ্যে নাই, যজ্ঞবিদ্যার মধ্যেও নাই। কারণ, সে উপায় তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মশাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই এবং আপনা আপনিও হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের আকার—"আমি মহৎ অহঙ্কার ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নহি—ঐ সকলের কোনটী আমি নহি এবং ঐ সকল আমার নহে। আমি ঐ সকল হইতে ভিন্ন—চিৎস্বরূপ। কেবল ও এক রস।" ইত্যাকার জ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞান দৃঢ় ও

* বীজ বিনাশ করিলেও সাঙ্খ্য-মতে পাপ জন্মে। কিন্তু অজ-বীজ ভিন্ন। যে বীজ হইতে আর অঙ্কুর হইবে না সেই বীজের নাম অজ। যজ্ঞে যে অজ বধ করিবার কথা আছে, তাহার অর্থ তাদৃশ বীজ; ছাগল নহে। অহিংসা ঘটিত ব্রতে এই অজ বীজের ব্যবস্থা। ৩ বৎসর, কোন কোন বীজের ৫ বৎসর পর্য্যন্ত অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি থাকে; তৎপরে অজ হয়। সুরথ রাজা লক্ষ ছাগল বলি দিয়া দেবীকে পরিতুষ্টা করিয়াছিলেন ও দেবীর বরে তাঁহার রাজ্য ও সুখ লাভ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহাকে হিংসাজনিত পাপের দুঃখফলও ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি মৃত হইলে সেই সকল জীব তাঁহাকে খড়্গাঘাত করিতে উপস্থিত হইয়াছিল।

সাক্ষাৎকৃত হওয়া আবশ্যক। সাংখ্য শাস্ত্রে ইহা তত্ত্বজ্ঞান, সত্ত্বপুরুষান্যতা-প্রত্যয় ও বিবেকখ্যাতি নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রত্যয় উৎপাদনের নিমিত্ত আত্মা ও জগৎ, বস্তুদ্বয়ের যথার্থ রূপ অন্বেষণ করিতে হয়। আত্মা ও প্রকৃতি (জগদ্ভাবাপন্না), এতদুভয়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বুদ্ধ্যারোহ করার নাম তত্ত্বাভ্যাস। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তত্ত্বাভ্যাস করিতে পারিলে উক্ত প্রত্যয় (তত্ত্বজ্ঞান) জন্মিতে পারে। *

আত্মা ও জগৎ উভয়ই বিচার্য্য। তন্মধ্যে জগৎ অর্থাৎ বাহ্যবস্তু সর্ব্বপ্রথম। এ সম্বন্ধে কপিলের মত এই যে, জগতের মূলতত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি। তদ্ভিন্ন আত্মতত্ত্ব এক। সমুদায়ে পঁচিশ তত্ত্ব। তন্মধ্যে, যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টির নাম জগৎ, তাহার ব্যষ্টি—মূলপ্রকৃতি মহৎ, অহঙ্কার, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও মহাভূত পাঁচ, এতন্নামে বিখ্যাত। আত্মা বা চেতন পুরুষ ছাড়া সমুদায় বিশ্ব ঐ চব্বিশের অন্তর্গত।

কপিল স্বপ্রতিজ্ঞাত ঐ সকল পদার্থকে আজ্ঞা বাক্যের ন্যায় স্বীকার করিতে বলেন না। তিনি বলেন, পদার্থ সকল পরীক্ষারূঢ় কর; প্রমাণসহ হইলে গ্রহণ করিও, নচেৎ অগ্রাহ্য করিও। প্রকৃতি কি? অহঙ্কার কি? এ সকল জিজ্ঞাসা এখন নিবৃত্ত রাখ, রাখিয়া যদ্দ্বারা বস্তুনিশ্চয় হইবে তাহার নির্ণয় কর। প্রমাণের দ্বারা বস্তুর সত্য মিথ্যা অবধারণ কর।

* যেমন সুর বোধ, রাগ বোধ ও তাল বোধ আগে থাকে না, অনুশীলন করিতে করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি, এই তত্ত্বজ্ঞানও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে আবির্ভূত হয়।

জ্ঞান-নির্ব্বাচন।

তরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদাই মনুষ্যের অন্তরে জ্ঞানের প্রবাহ উত্থিত হইতেছে, স্থিত হইতেছে ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে। সকল জ্ঞানই বিষয় অবগাহন করিয়া উঠে ও স্থিত হয়। "সর্ব্বং জ্ঞানং সবিষয়ং" জ্ঞানমাত্রেই কোন না কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া উদিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। কোনও বস্তু অবগাহন করিতেছে না অথচ জ্ঞান হইতেছে, এরূপ কখনই হয় না। "রূপঞ্চ দৃশ্যতে, ন চাস্তি চক্ষুঃ" রূপ দেখিতেছি, কিন্তু চক্ষু নাই, এ বাক্য যেমন প্রামাদিক বা প্রলাপ; "জ্ঞান হইতেছে বিষয় নাই" এ কথা ততোধিক প্রামাদিক। অতএব, জ্ঞানমাত্রেরই কোন না কোন বিষয় আছে; বিষয় মাত্রেরই জ্ঞান আছে। জ্ঞান আছে বিষয় নাই—বিষয় আছে জ্ঞান নাই—এরূপ হয় না। বিষয় বলিলেই জ্ঞানাবগাহী বিষয় বুঝিতে হইবে, আবার জ্ঞান বলিলেও বিষয়পরিচিত জ্ঞান বুঝিতে হইবে। শব্দ ও অর্থের যেরূপ অবিযুক্ত সম্বন্ধ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এতদুভয়ের ঠিক্ সেইরূপ সম্বন্ধ। *

স্থির চিত্তে বিবেচনা কর; সাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় নিরন্তর সমুত্থিত নানাবিধ জ্ঞানের কোন্‌টী যথার্থ জ্ঞান, ঠিক্ জ্ঞান; কোন্‌টী অযথার্থ জ্ঞান, তাহা চিনিতে হইবে। সত্যজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান চিনিবার জন্য, বাছিবার জন্য, প্রথমতঃ যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ বলা আবশ্যক, এ সম্বন্ধে কপিল মুনি বলেন, "অনধিগত ও অবাধিত বস্তু অবগাহী ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানই যথার্থ (ঠিক্) জ্ঞান।" কথাগুলির ব্যাখ্যা এইরূপ—অনধিগত অর্থাৎ যে বস্তু আর কখনও জ্ঞানের বিষয় হয় নাই। অবাধিত অর্থাৎ জ্ঞানোত্তর কালে যাহার বাধা বা বিলয় (নাশ) হয়

* "জ্ঞেয়ং ন জ্ঞানং ব্যভিচরতি, তথা জ্ঞানম্।" [প্রশ্নভাষ্য।
"সর্ব্বে সৎপ্রত্যয়াঃ সালম্বনাঃ সৎপ্রত্যয়ত্বাৎ।" তট্টীকা॥

না। ব্যবসায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযোগের অনন্তর "ইহা অমুক বস্তু" এইরূপ অবধারণ হয়। যে জ্ঞান কথিত প্রকার লক্ষণান্বিত, সেই জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। সংস্কৃতভাষায় ইহা প্রজ্ঞা, সম্যক্ জ্ঞান, প্রমা, প্রমিতি ও অনুভব প্রভৃতি বহু নামে পরিচিত। এই প্রমাজ্ঞান স্বীয় বিষয় হইতে কখনই ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না। প্রমাজ্ঞানের জ্ঞেয় কস্মিন্ কালেও বাধ প্রাপ্ত হয় না। যে বস্তু একবার জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে সেই বস্তু যদি বারান্তরে বিষয় হয়, তবে তাহাকে প্রমা না বলিয়া "স্মৃতি" বলিও। কাহারও মতে যথার্থ জ্ঞানের স্মৃতি এবং অনুভব, এই দুই প্রকার বিভাগ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাদের মতে জ্ঞান অবাধিত অর্থাৎ সত্য বস্তু অবগাহন করিলেই প্রমা বলিয়া গণ্য হইবে। বিভাগবাদীর মতে বিভাগের প্রয়োজন পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে যাহা প্রমা হইবে না, ঈদৃশ দুই একটী জ্ঞান অবলম্বন করিয়া প্রমাকে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি পথে উপনীত করা যাউক।

মনোযোগ কর। মন্দান্ধকারে নিমগ্ন নাল, রজ্জু অথবা জলধারা দেখিয়া আমাদের কখন কখন সর্প জ্ঞান জন্মে। সে জ্ঞান প্রমা নহে। কারণ, সেই সর্পাকার জ্ঞান সর্পরূপ বিষয় হইতে ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় এবং সর্পটীও থাকে না। বিলয় প্রাপ্ত হয়। ঐ 'সাপ' এই জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই যদি দণ্ডোত্থম পূর্ব্বক আঘাত করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সর্পজ্ঞানের অধিকরণ রজ্জু সাক্ষাৎকৃত হওয়ায় সর্পজ্ঞানকে নিষেধ পথে নিক্ষিপ্ত করে এবং সর্পও দেখা যায় না। তত্ত্ব-পক্ষপাতস্বভাব জ্ঞান তখন সত্যকেই গ্রহণ করে। অর্থাৎ ইহা সর্প নহে কিন্তু জলধারা বা রজ্জু এইরূপ অবধারণ করে। "ইহা সর্প নহে" এই পরভাবী জ্ঞানের বাধ বা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই অংশেই প্রমা এবং বিপরীত অংশে অর্থাৎ পূর্ব্বোৎপন্ন সর্পাকার জ্ঞান অংশে ভ্রম। সংশয় জ্ঞানও প্রমা নহে। কারণ, সংশয়স্থলে বুদ্ধি বিভিন্ন বস্তু গ্রহণ করিতে

থাকে। তাহাতে জ্ঞানের ব্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি জন্মে না। "ইহা অমুক? কি অমুক?" এই আকারে দোদুল্যমান হইতে থাকে। বুদ্ধি যাবৎ না একতর গামী হইয়া স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয়, তাবৎ কি প্রমা কি ভ্রম কিছুই বলা যায় না। কাযেই সে আকারের জ্ঞান সংশয় নামে পরিচিত হয়। এতাবতা জ্ঞানের "স্মৃতি" "প্রমা" "ভ্রম" "সংশয়" স্থূলতঃ এই চারি বিভাগ স্থির হইতেছে। বিভাগচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রমা-জ্ঞানই বিশেষ বিচার্য্য।

প্রমার উৎপত্তি কিরূপে হয় এবং উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণই বা কি? কপিল প্রসঙ্গক্রমে এই সকল জিজ্ঞাসার পরিপূর্ত্তি করিয়াছেন। করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অল্পকথায় অর্থাৎ অতি সংক্ষেপে ঐ সকল কথার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। তদ্ যথা— "দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থ-পরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা তৎসাধকং সৎ তন্ত্রিবিধং প্রমাণম্।" এই সূত্রটীকে আচার্য্যেরা বহু বিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সকল ব্যাখ্যার কোন কোন অংশ অবলম্বন করিয়া আমরাও ইহাকে বিস্তৃত করিব। করিলে প্রমা জ্ঞানের ও প্রমোৎপাদক প্রমাণের সুস্পষ্ট লক্ষণ স্থিরীকৃত হইবে।

বস্তু যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয় ততক্ষণ তাহা অসন্নিকৃষ্ট থাকে। পরে সেই অসন্নিকৃষ্ট বস্তু সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া বুদ্ধির অথবা পুরুষের নিকটে পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ইহা এতদ্রূপ ও অমুক ইত্যাকারে অবধৃত হয়। সেই অধ্যবসায় বা বুদ্ধির বিকাশবিশেষ প্রমা নাম ধারণ করে। এই প্রমা পূর্ব্বেও বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে।

প্রমাণ নির্ণয়।

উক্তবিধ প্রমাজ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহার দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রমাণ। বলা বাহুল্য যে, প্রমাণ দ্বারাই বস্তুর পরীক্ষা সিদ্ধ হয়

এবং বস্তুকে প্রমাণারূঢ় করাই পরীক্ষা। এক্ষণে জিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে "প্রমাণ কত প্রকার? এক প্রকার কি বিভিন্ন প্রকার?" কপিলমতানুযায়ীরা উত্তর দেন, যখন দেখা যাইতেছে, বস্তু নানাবিধ এবং তাহাদের অবস্থাও অনেকবিধ;—অতীতাবস্থা, অনাগতাবস্থা ও বর্ত্তমানাবস্থা; এবং সর্ব্ববিধ বস্তুর পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক; তখন, স্থূল-সূক্ষ্মদৃশ্যাদৃশ্যপদার্থপরিপূর্ণ বহুগুণযুক্ত জগতের পরীক্ষার জন্য যে একটিমাত্র প্রমাণ থাকিবে ইহা অসম্ভব। জগতের কোন বস্তুই অখণ্ড দণ্ডায়মান নহে। পরীক্ষাসাধক পদার্থ একটী হইলে, যে কালে পরীক্ষিতব্য বর্ত্তমান, সে কালে পরীক্ষাসাধক সামগ্রীটী হয় ত না থাকিতেও পারে। যে কালে পরীক্ষাসাধক প্রমাণ বিদ্যমান, সে কালে পরীক্ষিতব্য বস্তু না থাকিতেও পারে। সেরূপ হইলে পরীক্ষা অপ্রতিষ্ঠিত হয়। অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ পরিহারের নিমিত্ত এমন কোন পদার্থ অবশ্যস্বীকার্য্য যে যাহা কালত্রয়াবস্থায়ী। প্রমাণ একটী হইলে ত্রৈকালিক পরীক্ষা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান পরীক্ষার নিমিত্ত যেমন সর্ব্বসম্মত প্রত্যক্ষ উপস্থিত আছে; তেমনি, অতীত ও অনাগত পরীক্ষার নিমিত্তও প্রমাণান্তর থাকা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আরও এক বিবেচনা আছে। পরীক্ষা কার্য্যটীকে জগদন্তঃপাতী স্বীকার করিতে হইবে। না করিলে জগতের অসম্পূর্ণতা আপত্তি হইবে। সে কারণ বলা উচিত বা স্বীকার করা উচিত যে, জগতের অবস্থা ও পদার্থ যেমন নানা, তেমনি, তদ্গ্রাহক প্রমাণও নানা। *

* "ন প্রত্যক্ষনিবৃত্তিমাত্রাদভাবনিশ্চয়ঃ" "বিদ্যমানোপ্যর্থ ইন্দ্রিয়াণাং কালভেদেন বিষয়োঽবিষয়শ্চভবতি" "সম্ভবতি চাত্রান্যৎ প্রমাণম্।

[কপিলসূত্র ও তদ্ভাষ্য।

প্রমাণের সংখ্যাঘটিত অনেক মত আছে। কেহ ১, কেহ ২, কেহ ৩, কেহ ৪, কেহ ৫, কেহ বা ৬ প্রমাণ স্বীকার করেন। কপিল ৩ প্রমাণবাদী। * ঐন্দ্রিয়ক, যৌক্তিক ও ঔপদেশিক। ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক, অনুমান বা যুক্তিমূলক জ্ঞান যৌক্তিক, আর উপদেশ শ্রবণজনিত জ্ঞান ঔপদেশিক। এই তিনের নাম যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শাব্দ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব্ববাদি সম্মত। তাহাতে তাহারও কোন আপত্তি দেখা যায় না। প্রমাণচিন্তকেরা বলেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রমাণান্তরের জীবন স্বরূপ; সে জন্য অগ্রে প্রত্যক্ষের বিচার আবশ্যক। প্রত্যক্ষ প্রমাণ যথার্থরূপে নির্ণীত হইলে অন্যান্য প্রমাণ সহজ হইয়া আইসে। তদনুসারে আমরাও সর্ব্বাগ্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নির্ণয় করিব। ইন্দ্রিয়ভেদ অনুসারে প্রত্যক্ষ ভেদ স্বীকৃত হয়। ইন্দ্রিয় ছয় সুতরাং প্রত্যক্ষও ছয়। এই ছয়ের মধ্যে প্রথম বা প্রধান চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ; সে কারণ আদৌ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় বক্তব্য।

* প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কাণাদ-সুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাঙ্খ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে।
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেবলম্।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ।
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি ইতি পৌরাণিকা জগুঃ।

[বেদান্তকারিকা

চক্ষুরিন্দ্রিয় ও চাক্ষুষ জ্ঞান।

"চক্ষুরিন্দ্রিয় কি? কি প্রকারেই বা চক্ষুর দ্বারা বস্তুজ্ঞান জন্মে?" এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়. কোন বৌদ্ধ বলেন, "চক্ষুর কেন্দ্র স্থানে যে স্বচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ-গোল-লাঞ্ছিত অংশ দৃষ্ট হয়, যাহাকে "তারা" বা "মণি" বলে, তাহার আর একটী নাম "কৃষ্ণসার'। চাক্ষুষ-জ্ঞানের প্রতি ঐ কৃষ্ণসার যন্ত্রটি মুখ্য কারণ। কেন না, কৃষ্ণসার যন্ত্র অবিকৃত থাকিলেই বস্তুগ্রহ হয়, নচেৎ হয় না। সেজন্য বলা উচিত, কৃষ্ণসার যন্ত্রই ইন্দ্রিয়; কৃষ্ণসার ব্যতীত অপর কোন চক্ষুরিন্দ্রিয় নাই।

সাংখ্য বলেন, আছে। কৃষ্ণসারটীকে ইন্দ্রিয় বলা সম্পূর্ণ ভ্রম। "অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানম্।" যেটী বাস্তবিক ইন্দ্রিয়, সেটী অতীন্দ্রিয়। কোন কালেই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। দৃশ্যমান কৃষ্ণসার তাহার অধিষ্ঠান মাত্র। অধিষ্ঠানকে (আশ্রয়কে) অধিষ্ঠিত (আশ্রিত) বলা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বলা নিতান্ত ভ্রম।

প্রণিধান কর; বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের সংযোগ না হইলে বস্তুগ্রহ হইতে পারে না। সন্নিকর্ষ ব্যতীত বস্তুদ্বয়ের সংযোগ ঘটনা হইতে পারে না। বিষয় এক প্রদেশে, চক্ষু অন্য প্রদেশে, সন্নিকর্ষের সম্ভাবনা কি? বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের অত্যন্ত অসন্নিকৃষ্টতানিবন্ধন সংযোগ হইতে পারে না। সংযোগ না হইলেও উপলব্ধি হয় না। যদ্যপি সংযোগ ব্যতিরেকে মাত্র কৃষ্ণসারের অস্তিত্বের দ্বারা বস্তু-জ্ঞান জন্মিত,— তাহা হইলে এ জগতে কোনও বস্তু অজ্ঞাত থাকিত না। যাবৎ শরীর থাকে, তাবৎ কৃষ্ণসারও থাকে। অপিচ, কৃষ্ণসার সকল সময়েই বিদ্যমান আছে, বস্তুও সর্ব্বত্র নিপতিত আছে, তত্তাবতের জ্ঞান হয় না কেন?

ব্যবহিত বস্তুই বা অজ্ঞাত থাকে কেন? আরও কথা আছে। জগতে যত প্রকার প্রকাশক পদার্থ দেখা যায়, সকল পদার্থই প্রকাশ্যবস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়াই প্রকাশ করে। দীপ একটী প্রকাশক বস্তু। তাহা যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়, সেই বস্তুকেই প্রকাশ করে। যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না, সে বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না। যদি পারিত তাহা হইলে গৃহান্তরীয় দীপ গৃহান্তরীয় বস্তু প্রকাশ করিতে পারিত। অতএব দূরস্থিত বস্তুর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগসিদ্ধির নিমিত্ত এমন কোন পদার্থকে ইন্দ্রিয় বলা উচিত—যে পদার্থ চক্ষু-গোলকে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গোলক হইতে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রসর্পিত হইয়া দূরস্থ বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে।*

সে পদার্থ কি? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, সে পদার্থ ভৌতিক অর্থাৎ তেজোবিশেষ। সাংখ্যকার বলেন, সে বস্তু আহঙ্কারিক অর্থাৎ অহংতত্ত্বের পরিণাম বিশেষ। চক্ষু ও চাক্ষুষজ্ঞান সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মত এইরূপ—

"কৃষ্ণসার যন্ত্রে এক প্রকার রশ্মি আছে, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়। সেই রশ্মি সমসূত্রপাতন্যায়ে ধারাকারে ও অবিচ্ছিন্নভাবে

* "নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বদাপ্রাপ্তের্বা" "দূরবস্তুনঃ সম্বন্ধার্থং গোলকাতিরিক্তমিন্দ্রিয়ং বাচ্যং" "তন্ন ভৌতিকম্।"

[কপিল, বাচস্পতি ও বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রভৃতি।

দুই চক্ষুর দুই কৃষ্ণসার হইতে দুইটি রশ্মিধারা নির্গত হয়। তদুভয়ের অগ্রভাগ দৃশ্যবস্তুতে গিয়া সম্মিলিত হয়। একটী চক্ষু মুদ্রিত করিলে অথবা এক চক্ষু নষ্ট হইলে অপর চক্ষুর বলবৃদ্ধি হয় ও তন্নির্গত রশ্মি কিঞ্চিৎ বিশীর্ণ ভাবে প্রসর্পিত হয়। চাক্ষুষ তেজে রূপ অর্থাৎ রঙ্ না থাকায় তাহা অদৃশ্য থাকে, পার্শ্বস্থ লোক দেখিতে পায় না।

কৃষ্ণসার হইতে বিনিঃসৃত হইয়া সম্মুখস্থ বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়। সংযুক্ত হইবামাত্র আত্মাতে "ইহা অমুক বস্তু" ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। দীপালোক যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে বস্তু প্রকাশ করে, চক্ষুহীন ব্যক্তির সম্বন্ধে করে না, সেইরূপ, রশ্মিময় চক্ষুরিন্দ্রিয়ও মনঃ-সংযুক্ত হইয়া রূপবিশিষ্ট বস্তু প্রকাশ করে। রূপহীন বস্তু বা অমনোযুক্ত চক্ষুঃ, চাক্ষুষ জ্ঞান জন্মায় না। চক্ষুঃ কেন, মনঃসংযোগ ব্যতীত কোনও ইন্দ্রিয় জ্ঞান জন্মায় না।"

এই মত নৈয়ায়িকদিগের; কিন্তু সাংখ্য মত অন্যবিধ। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মত এই যে, ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক নহে। তাহারা আহঙ্কারিক বিশেষতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয় কোনও ক্রমে ভৌতিক হইতে পারে না। কারণ, চক্ষু আপন অপেক্ষা ন্যূন বস্তু গ্রহণ করে, আবার বৃহৎপরিমাণ বস্তুও গ্রহণ করে। চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি ভৌতিক হইত, তাহা হইলে সে কদাচ বৃহৎ পরিমাণ বস্তু গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ, এ পর্য্যন্ত অল্প পরিমিত ভৌতিক বস্তুকে কোন বৃহৎ পরিমাণ বস্তু ব্যাপিতে দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ ভূত পদার্থের এমন কোন শক্তি নাই, যে তদ্দ্বারা সে বিনা বিভাগে দূরস্থ বস্তুর সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। যদ্যপি তেজের এরূপ শক্তি থাকা কল্পনা কর, কেন না সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপগুলি প্রভারূপে দূর প্রদেশে গমন করিতেছে এবং আপন অপেক্ষা অধিক পরিমাণ যুক্ত বস্তুকে ক্রোড়ীকৃত করিতেছে, তথাপি, তন্মধ্যে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি পরিচালন করা আবশ্যক। বল দেখি প্রভা কি? অবশ্যই বলিবে যে, কিছু নয়—কেবল কতকগুলি বিরলাবয়ব তৈজস পরমাণু মাত্র। তৈজস পরমাণুর ঘনতম সংযোগ হইলে অগ্নি এবং তাহা বিরলাবয়ব হইলে প্রভা। অগ্নি ও প্রভা দুয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ। এখন বিবেচনা কর, যে সকল আগ্নেয় পরমাণু দীপশিখা (পুঞ্জীভূত আগ্নেয় পরমাণু) হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়াছে, বিরলাবয়ব হইয়া দূর প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত দীপের বা তাহাদের পরস্পরের সংযোগ আছে

কি না। 'নাই' এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে। না বলিলে, "দাহ জন্মায় না কেন?" ইত্যাদি অনেকবিধ আপত্তি উঠিবে। দীপের দৃষ্টান্তে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কৃষ্ণসার হইতে যে সকল রশ্মি চলিয়া গিয়াছে, যে সকলের সহিত কৃষ্ণসারের সংযোগ নাই। না থাকিলে তাহা কি অবলম্বনে দূরস্থ রূপ দেখিবে? যদি এমন বল যে ধারার ন্যায় চক্ষুস্তেজের সম্প্রসারণ শক্তি আছে; আমরা বলিব, তাহা থাকিলেও অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। প্রসর্পণ দেখাইয়া চক্ষুর তেজস্ত্ব স্থাপন করিতে পারিবে না। প্রসর্পণ শক্তি তৈজস পদার্থে কেন? অন্য পদার্থেও আছে। প্রাণ বায়ুও অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া অর্থাৎ দেহ ত্যাগ না করিয়া প্রসর্পিত হয়। অতএব প্রসর্পণ দেখাইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়কে তেজোবিকার বলিয়া স্বীকার করাইতে পারিবে না। প্রসর্পণ কি? প্রসর্পণ স্বীয় আশ্রয়ের বিস্তৃতি— এক প্রকার গতি। গতি কি কখন ইন্দ্রিয় হ তে পারে?

সাংখ্যাচার্য্যেরা উক্ত প্রকারে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্বে দোষার্পণ করেন বটে, কিন্তু ভৌতিকত্ব পক্ষ যেরূপ সহজবোধ্য, আহঙ্কারিক পক্ষ সেরূপ নহে। ইন্দ্রিয়ের আহঙ্কারিত্ব বুঝিতে ও বুঝাইতে গেলে সূক্ষ্মদৃষ্টির ও একাগ্রতার প্রয়োজন হয়। সাংখ্যকার কপিল বলেন, যাবৎ বুদ্ধিবৃত্তির মূল অহংভাব। সমুদায় বুদ্ধি অহং-এর পরিণাম। কেন না, এ জগতে যত প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞান উপস্থিত হইতে দেখা যায়, তত্তাবতের মূলে ও সঙ্গে 'আমি' 'আমার' এবম্প্রকারের অহংভাব অনুস্যূত আছে। যদিও কখন কখন স্থল বিশেষে অহংভাবের জ্ঞাপক 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি প্রকার শব্দের স্পষ্টতঃ উল্লেখ নাও হয়, তথাপি অভ্যন্তরে তাহা নিহিত থাকে।

শাস্ত্রকারেরা 'অ' এই বর্ণটীকে সকল বর্ণের বীজ বা মূল বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহারা বলেন, ঐ 'অ' সমুদায় শব্দের অভ্যন্তরে বা মূলে নিহিত আছে। প্রণিধান কর, বুঝাইয়া দিতেছি কোন বংশীতে

ফুৎকার প্রদান করিবামাত্র প্রথমতঃ একটী অবিকৃত সরল শব্দ সমুত্থিত হয়। অনন্তর সেই শব্দ অঙ্গুলির চাপে বিকৃত হইয়া নানা আকার ধারণ করে। সেই সকল বিকৃত স্বর, স-রি-গ-ম-প-ধ-নি ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। মানব-বাক্যও এই বাংশিক নিনাদের তুল্য নিয়মাক্রান্ত। জঠরাগ্নি ও প্রাণ-বায়ুর সংঘর্ষে প্রথমতঃ উদরকন্দরে অভিঘাত জন্য একটা সরল শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই বিশুদ্ধ বা অবিকৃত শব্দটীর নাম 'নাদ'। নাদই ভবিষ্যৎ ধ্বনি সমুদায়ের বীজ। যতক্ষণ না উহা গলগহ্বরে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ শ্রবণযোগ্য হয় না। (মত বিশেষে নাদের উৎপত্তি স্থান উদরকন্দরও মত বিশেষে কণ্ঠনাল।) সেই নাদ বা ধ্বনি আত্মপ্রযত্নপ্রেরিত তাপসংযুক্ত ঔদর্য্য বায়ুর বলে গলগহ্বরে অভিঘাতিত হইলে 'অ' এই আকার প্রাপ্ত হয়। এই 'অ' পশ্চাৎ প্রযত্ন অনুসারে কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতির চাপে চাপে বিকৃত হইয়া 'আ' 'ই' 'উ' 'ক' 'খ' প্রভৃতি বর্ণের উৎপত্তি করে। সুতরাং 'অ'ই সকল বর্ণের বীজ বা মূল। 'অ' যেমন সমুদায় বর্ণের বীজ, সেইরূপ, অহংতত্ত্বও প্রত্যেক বিভিন্ন জ্ঞানের বীজ। 'অহং'—'আমি' এই জ্ঞান হইতে 'আমার' এবং 'আমার' এই জ্ঞান হইতে 'অমুক' ইত্যাদি। অতএব 'অহং' জ্ঞান অবিকৃত ও তৎপরভবিক জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা বিকৃত। সে সকল জ্ঞান অহংসংযুক্ত ইন্দ্রিয়ের বিকার মাত্র। যাবৎ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের উপাদান (মূল কারণ) যখন ইন্দ্রিয়, তখন অবশ্যই ইন্দ্রিয়নিচয় আহঙ্কারিক। ইন্দ্রিয় আহঙ্কারিক বলিয়া নিশ্চয় হওয়ায় তাহাকে বুদ্ধিস্থলাভিষিক্ত করিয়া বুঝিতে হয়। বুদ্ধির অব্যাপ্য পদার্থ ও জগতে নাই। আহঙ্কারিক ইন্দ্রিয়গণ যে আপন অপেক্ষা বৃহত্তম বস্তুকে ক্রোড়ীকৃত করে, তাহা কেবল বুদ্ধিস্থানীয় বলিয়াই করে।

প্রক্রিয়া। চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রক্রিয়া বা প্রণালী সম্বন্ধে কপিলের অভিপ্রায় ঠিক বুঝা যায় না। সে সম্বন্ধে আচার্য্যদিগের বিভিন্ন মত

দৃষ্ট হয়। কোন আচার্য্য শক্তিবাদী কেহ বা শক্তিসহকৃত বৃত্তিবাদী। শক্তিবাদী আচার্য্যেরা বলেন, "কৃষ্ণসারে এক প্রকার বিষয়গ্রাহিণী শক্তি আছে, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয় শব্দের বাচ্য। আমরা যাহা দেখি তাহা দৃশ্যমান বস্তুর প্রতিবিম্ব মাত্র। কৃষ্ণসার যখন স্বীয় শক্তিতে আপনার স্বচ্ছাংশে বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তখন তদ্বস্তুর প্রথমতঃ অবিকল্পিত জ্ঞান হয়, তৎপরে মনের সাহায্যে 'ইহা অমুক বস্তু' ইত্যাকার অবধারণ নিষ্পন্ন হয়।"

বৃত্তিবাদী সম্প্রদায় বলেন, কৃষ্ণসার যদি ইন্দ্রিয় না হয়, তবে তাহার শক্তিও ইন্দ্রিয় নহে। বল দেখি, শক্তি কি স্বতন্ত্র? কি কাহারও অনুগত? বিচার করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, শক্তি রূপপ্রভৃতির ন্যায় সেই সেই বস্তুর অধীন ও গুণ-পদার্থ; গুণ কস্মিন্ কালেও আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সংগত হয় না। বিশেষতঃ দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুতে ক্রিয়া জন্মে না। ক্রিয়া না জন্মিলেও বস্তুর চলন বা স্পন্দন হয় না। যদি শক্তিতে ক্রিয়া বা চলন না হয়, তবে তাহা কিরূপে দূরস্থ পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইবে? অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে। জলের শৈত্য গুণ আছে। পুষ্পের সৌরভ আছে। কিন্তু দাহিকা শক্তি, শৈত্য গুণ, সৌরভ, ইহারা কি অগ্নি, জল ও পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া যায়? তাহা যায় না। তবে যে আমরা দূর হইতে তাপ বা স্ফুলিঙ্গ, শৈত্য বা সৌরভ আসিতে দেখি, তাহা কেবল গুণ অথবা শক্তি নহে। শক্তি ও গুণ উভয়ই আপন আশ্রয় দ্রব্যের পরমাণু সহ আইসে। শক্তি যদি অগ্নিপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় কৃষ্ণসার হইতে বিভক্ত হইয়া বিষয় প্রদেশে চলিয়া যায় এমন বল,

* "ন তেজোঽপসর্পণাত্তৈজসং চক্ষুর্ব্বৃত্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ।"

[কপিল সূত্র।

তাহা হইলে মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক থাকিল না। মনের সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব গোলক ও শক্তি উভয়ের কেহই ইন্দ্রিয় নহে। *

বৃত্তিবাদী সাংখ্যাচার্য্য শক্তিবাদী সাংখ্যাচার্য্যকে ঐ প্রকারে অনুযোগ করেন বটে; পরন্তু শক্তিকে যে অবশ্যই বিষয় প্রদেশে যাইতে হইবে, তাহা বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রেত নহে। শক্তিবাদীদিগের অভিপ্রায় এইরূপ হইতে পারে যে, শক্তি চুম্বকের আকর্ষণ শক্তিব ন্যায় স্বস্থানে থাকিয়াই কার্য্য করে অর্থাৎ বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। +

এই মতের চাক্ষুষ জ্ঞানোৎপত্তির প্রক্রিয়া এইরূপ—একটী বৃক্ষ ও কৃষ্ণসার যন্ত্র পরস্পর সম্মুখীন হইল। মধ্যে শক্তিপ্রতিবন্ধক ব্যবধানাদি নাই। চুম্বক ও লৌহ পরস্পর সম্মুখীন হইবামাত্র লৌহশরীরে যেমন এক প্রকার বিষ্টম্ভ অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ উপস্থিত হয়—অনন্তর চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি প্রবলা বা কার্য্যোন্মুখী হইয়া লৌহকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে—এবং তন্মুহূর্ত্তেই লৌহখণ্ড আকৃষ্ট হইয়া চুম্বকের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, এই যেমন দৃষ্টান্ত তেমনি, কৃষ্ণসার যন্ত্র ও বৃক্ষ উভয়ের সাম্মুখ্য হইবামাত্র কৃষ্ণসার যন্ত্র বিষ্টম্ভিত হইয়া গর্ভস্থ প্রতিবিম্বগ্রাহিণী শক্তিকে কার্য্যোন্মুখী করায় এবং তৎক্ষণাৎ বৃক্ষটীর প্রতিবিম্ব কৃষ্ণসারের স্বচ্ছাংশে গর্ভস্থ ভৌতিক পদার্থের বলে বিধৃত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তদনুগত বুদ্ধিবৃত্তিও বৃক্ষাকারে পরিণত হয় এবং নিকটে আত্মা আছেন, সেই

* "ভাগগুণাভ্যাং তত্ত্বান্তরং" "বিভাগে হি সতি তদ্দ্বারা চক্ষুষঃ সূর্য্যাদি-সম্বন্ধো ন ঘটতে, গুণত্বে চ সর্পণাখ্যক্রিয়ানুপপত্তেশ্চ।" [ভাষ্য।

+ "অথবার্থপ্রতিবিম্বোদ্‌গ্রহণমেবার্থপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণাং" "প্রতিবিম্বোদ্‌গ্রাহিণী শক্তিরেব" "অয়স্কান্তবৎ সান্নিধ্যমাত্রেণ তথাত্বং" "কৃষ্ণসারার্থয়োঃ সাম্মুখ্যমপেক্ষতে।" ইত্যাদি।

বৃক্ষাকারা মনোবৃত্তি আত্মচৈতন্যে প্রতিফলিত বা উজ্জ্বলিত হইবামাত্র জ্ঞান বা বোধ হয়—"এই বৃক্ষ।" বৃক্ষটী যেরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, জ্ঞানের আকারও ঠিক সেই রূপই হইয়াছে। বৃক্ষের বর্ণ, পরিমাণ, শাখা, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতি সমুদয় বিশেষণ (ভঙ্গী বিশেষ) যুগপৎ ভান (ছাপ লাগার মতন) হইয়া গিয়াছে। অন্তঃকরণ প্রদর্শিত প্রণালীতে যে কোন আকারে পরিণত হউক না কেন, অথবা যে কোন আকার ধারণ করুক না কেন, একবার তদাকারাকারিত হইলে সে আপনাতে পুনঃ তদাকার ধারণের সামর্থ্য রাখিয়া যায়। এই সামর্থ্যের অন্য নাম 'সংস্কার'। সংস্কার চিরস্থায়ী অর্থাৎ যতকাল অন্তঃকরণ ততকাল স্থায়ী। যে কোন প্রকারে হউক, একবার জ্ঞান হইলে (অন্তঃকরণে একটা বস্তুর ছাপ লাগিলে) তাহার সংস্কার অর্থাৎ অন্তঃকরণের সেই আকারে পুনঃ পরিণত হইবার শক্তি চিরকালই থাকে, এ কথা অস্বীকার্য্য নহে। যখন সেই সেই সংস্কারের উদ্বোধক উপস্থিত হইবে, তখনই অন্তঃকরণ সেই আকার ধারণ করিবে, ইহা স্বভাবের নিয়মিত ব্যবস্থা। সেই কারণে বৃক্ষের অভাব হইলেও, চক্ষুঃ নিমীলিত করিলেও প্রতিবিম্বের ধ্বংস হইলেও, বৃক্ষ ও তদ্দ্রষ্টা কালান্তরে দেশান্তরে অবস্থিত হইলেও, পূর্ব্বদৃষ্ট বৃক্ষের স্বরূপ বা আকার সংস্কারবলে সূক্ষ্মরূপে অন্তঃকরণে পুনরুদিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম 'স্মৃতি' ও 'স্মরণ'। এই স্মরণাত্মক জ্ঞানের সহিত প্রথমোৎপন্ন প্রমা জ্ঞানের প্রভেদ এই যে, স্মরণাত্মক জ্ঞান সংস্কার বলে উদিত হয়, আর প্রথমোৎপন্ন প্রমা-জ্ঞান সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুৎপন্ন হয়। যাহা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুৎপন্ন হয় তাহা সুস্পষ্ট, যাহা সংস্কারবলে হয় তাহা স্বপ্নের ন্যায় অস্পষ্ট।

শক্তিবাদী সাংখ্যাচার্য্যদিগের দৃষ্টিবিজ্ঞান প্রায়ই এইরূপ। প্রভেদ এই যে, তাঁহারা দূরস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণের নিমিত্ত বিম্বস্থান পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের গতি স্বীকার করেন। দৃষ্টান্ত দেখান, যেমন কোন পার্থিব

বস্তুতে (কাষ্ঠে বা প্রস্তরে) বিমর্দ্দ উপস্থিত হইলে তদনুগত তেজঃপদার্থ অগ্নির আকার ধারণ করিয়া দূরে প্রসর্পিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণসার যন্ত্র বিষ্টম্ভিত হইবামাত্র তদনুগত আহঙ্কারিক অন্তঃকরণ বৃত্তিমান হয়। অর্থাৎ প্রাণবায়ু যেমন আয়ত হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে বহির্গত হয়, তাহার ন্যায় অন্তঃকরণও বিম্ব-স্থান পর্য্যন্ত প্রসর্পিত হয়। শক্তিবাদী সাংখ্য অপেক্ষা বৃত্তিবাদী সাংখ্যের মত এইটুকু মাত্র অতিরিক্ত, নচেৎ আর সকলই সমান। অন্তঃকরণের বিষয়াকার প্রাপ্ত হওয়া, আত্ম-চৈতন্যে উদ্ভাসিত হওয়া অথবা তাহা আত্মাতে প্রতিফলিত হওয়া, এ সমস্তই সমান। কথিত প্রকারের প্রমা জ্ঞান, অনুভব, প্রমিতি, যথার্থজ্ঞান ও বোধ, ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহৃত হয়। চাক্ষুষ-প্রমা বা চাক্ষুষ-জ্ঞান কথিত প্রণালীতে ক্রমেই উৎপন্ন হয়। প্রণালীর কোন প্রকার ব্যাঘাত বা ব্যতিক্রম ঘটিলে, হয় জ্ঞান জন্মে না, না হয় ভ্রান্তি বা বিপর্য্যয় জন্মে। বিপর্য্যয় জ্ঞানেরই অন্য নাম মিথ্যাজ্ঞান ভ্রম, আরোপ, অজ্ঞান ও অবিদ্যা। কপিল ও কপিলমতের আচার্য্যেরা এই সকল বিষয় বহু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন, আমরা অনেক সংক্ষেপে বলিলাম। *

এস্থলে আরও দুই চারিটি সিদ্ধান্ত বাক্য বলা আবশ্যক হইতেছে। তদ্‌যথা—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আলোকের সাহায্য থাকা আবশ্যক। বস্তুতে ব্যক্ত রূপ ও বৃহত্ত্ব থাকা আবশ্যক। কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছপদার্থ ভিন্ন অন্য কোন মলিন পদার্থ ব্যবধান না থাকা প্রয়োজনীয়। বস্তুর সর্ব্বশরীর প্রত্যক্ষের গোচর হয় না; সম্মুখের অর্দ্ধই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। অপরার্দ্ধ অনুমেয়। সঙ্গে সঙ্গেই অনুমান হয়, বিলম্ব হয় না। গোলক দুইটী

* "বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতি"—(কপিল) "যথা পার্থিবোপষ্টম্ভাৎ তদনুগতাত্তৈজসোঽগ্নির্ভবতি এবমেব তত্রত্য--তেজ আদি-ভূতোপষ্টম্ভেন তদনুগতাদহঙ্কারাচ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি"—(ভাষ্য) "চক্ষুরাদিদ্বারকবুদ্ধিবৃত্তিশ্চ প্রদীপস্য শিখাতুল্যা বাহ্যার্থসন্নিকর্ষানন্তরমেব তদাকারোল্লেখিনী ভবতি।" (ভাষ্য)

হইলেও ইন্দ্রিয় একটী। অতিদূর ও অতিসামীপ্য প্রভৃতি নববিধ প্রতিবন্ধক না থাকাও আবশ্যক। তদ্যথা—পক্ষী অতি দূরে উঠিলে দৃষ্টিবহির্ভূত হয়। লোচনস্থ অঞ্জন বা নাসামূল অতিসামীপ্য বশতঃ দেখা যায় না। গোলকের বা ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মিলে জ্ঞানের ব্যাঘাত ঘটে। বিমনা ও উন্মনা হইলেও দৃষ্টদৃশ্যের জ্ঞান হয় না। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দেখা যায় না। সৌরালোকে অভিভূত থাকে বলিয়া দিবাতে গ্রহনক্ষত্রাদির দর্শন হয় না। স্বজাতীয় বস্তুদ্বয় একত্রিত হইলে তাহার প্রত্যেকটি লক্ষ্য হয় না। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি আছে, দুগ্ধ মধ্যে দধি আছে, ঘৃতও আছে, কিন্তু যাবৎ না তাহা মানবীয় ব্যাপারে অভিব্যক্ত হয়, তাবৎ তাহা প্রত্যক্ষ বিষয়ে আইসে না। এই সকল দেখিয়া সাংখ্যাচার্য্যেরা বলিয়াছেন—অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের বা গোলকের বধ (বিকৃতি), অমনোযোগ, অতিসূক্ষ্মতা, অভিভব, স্বজাতীয়ের সহিত সম্মিলন, অনভিব্যক্ততা, এই সকল চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। * এই সকল প্রতিবন্ধক যে কেবল প্রত্যক্ষের নিবৃত্তিজনক এমত নহে, স্থল বিশেষে কোন কোনটী বিপর্য্যয় বোধেরও কারণ হয়।

শাস্ত্রের নানা স্থানে নানা প্রকার চাক্ষুষ জ্ঞানের কথাবার্ত্তা আছে। কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ ব্যবধান থাকিলে দেখা যায়, আর মলিন পদার্থ থাকিলে দেখা যায় না, ইহার কারণ কি? আদর্শে আত্মবিম্ব দর্শন কালে বিপরীত দেখা যায় কেন? বাম ভাগ দক্ষিণে ও দক্ষিণ ভাগ বামে অবস্থিত দেখায়, তাহাই বা কেন? তীরস্থ বৃক্ষ অধঃশির দেখায় কেন? উপরিস্থ চন্দ্রসূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব জলের উপর ভাসমান না দেখাইয়া মধ্য-

* "অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়বধান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ।" [ঈশ্বর কৃষ্ণ]

নিমগ্ন অর্থাৎ ডুবিয়া থাকার ন্যায় দেখায় কেন? কত দূর, কত সামীপ্য, কত সূক্ষ্ম, কত স্থূল বস্তুর দর্শন হয় ও হয় না। কোথা হইতেই বা দৃষ্টি-ব্যতিক্রম আরব্ধ হয়? এই সকল বিষয় নানা শাস্ত্রের নানা স্থানে আছে, তাহাও সাংখ্যানুগত, সেজন্য সে সকল বিচারও আমরা এই গ্রন্থের অন্য ভাগে সন্নিবিষ্ট করিব।

আধ্যাসিকজ্ঞান বা ভ্রম।

প্রমা জ্ঞানের লক্ষণ বলা হইয়াছে, তৎসঙ্গে ভ্রমজ্ঞানেরও লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার বলি, এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান হওয়ার নাম ভ্রম। ভ্রম, অধ্যাস, আরোপ, অবিবেক, এ সকল শব্দ তুল্যার্থ।

দর্শনশাস্ত্রে ভ্রমের উৎপত্তির ও নিবৃত্তির কারণ বর্ণিত আছে এবং অবান্তর প্রভেদও নির্ণীত আছে। সাংখ্য এবং বেদান্ত বলেন, ভ্রম-জ্ঞান নিজে মিথ্যা; কিন্তু তাহার ফল সত্য। রজ্জুসর্প দেখিলে ভয় জন্মে, কম্পও জন্মে। পিপাসার্ত্ত মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতারিত হইয়া পানীয় আহরণে ধাবিত হইয়া থাকে। যদিও ভ্রম মাত্রেই অসদ্বস্তু অবগাহী, তথাপি তাহার কোন না কোন ফল আছে। অর্থাৎ তাহা দ্বারা জীবের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ভ্রমের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ও ফলভেদ আছে। তাহা দেখিয়া শাস্ত্রকারেরা ভ্রমজ্ঞানের শ্রেণী ভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে দুই; তৎপরে সম্বাদী. বিসম্বাদী, আহার্য্য ও ঔপাধিক আহার্য্য, এই চারি প্রভেদ বা চারি শ্রেণী স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সোপাধিক; যদি দুই বা ততোধিক বস্তু পরস্পর সন্নিহিত থাকে আর সেই সন্নিধান বশতঃ এক বস্তুর গুণ বা কোন প্রকার ধর্ম্ম অন্য বস্তুতে মিথ্যা বা সত্য ভাবে সংক্রান্ত হয়, তাহা হইলে, যাহার গুণ অন্যত্র সংক্রান্ত হইতেছে তাহাকে 'উপাধি আর যাহাতে সংক্রান্ত হইতেছে

তাহাকে 'উপহিত' সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যে স্থলে উক্ত প্রকার উপাধির সংসর্গে একপ্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, সে স্থলে সোপাধিকভ্রম। স্ফটিক স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও শুভ্রবর্ণ, কিন্তু কখন কখন কোন রঞ্জক পদার্থের সন্নিধান বশে পীত বা লোহিত আকারে পরিদৃষ্ট বা প্রতীত হয়। সেই প্রতীতি (স্ফটিক রক্তবর্ণ এইরূপ প্রতীতি) সোপাধিক ভ্রম বলিয়া গণ্য। তত্রস্থ উপাধি (রঞ্জক বস্তু) তৎকালে প্রত্যক্ষ গোচর হউক বা না হউক, "রক্তবর্ণ স্ফটিক" এই জ্ঞান ভ্রম ও সোপাধিকশ্রেণীভুক্ত।

নিরুপাধিক। যে স্থলে দেখিবে, কোন প্রকার উপাধির সন্নিধান নাই, অথচ অন্যথা জ্ঞান (বস্তুর স্বরূপ এক প্রকার কিন্তু জ্ঞান অন্য প্রকার) হয়, সে স্থলে নিরুপাধিক ভ্রম। যেমন নীলাকাশ। বস্তুতঃ আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ নিরভ্র অবস্থাতেও আকাশ প্রগাঢ় নীল বলিয়া বোধ হয়। আকাশে নীলিমা ভ্রম নিরুপাধিকশ্রেণীভুক্ত। *

সম্বাদী ও বিসম্বাদী ভ্রম। ভ্রম-প্রবৃত্ত ব্যক্তি অভীষ্টলাভে বঞ্চিত হয় ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। কিন্তু কখন কখন কাকতালীয় ন্যায়ে ভ্রমজ্ঞানও ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যে স্থলে ভ্রম-জ্ঞানে ফললাভ হয়, সে স্থলে তাদৃশ ভ্রমের নাম সম্বাদী। যে স্থলে ফললাভে বঞ্চিত হওয়া যায় সে স্থলে তাহা বিসম্বাদী। বিসম্বাদী ভ্রমই প্রায়, সম্বাদী ভ্রম অল্প অর্থাৎ কখন কখন।

মনে কর, কোন এক ব্যক্তির দূর হইতে বাষ্পে ধূম ভ্রম জন্মিয়াছে। অনন্তর সেই ভ্রান্ত-ব্যক্তি তৎপ্রদেশে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিয়া, অগ্নি আহরণার্থ উপস্থিত হইল। পরে দৈবাৎ তথায় অগ্নি প্রাপ্ত হইল।

* কদাচিৎ পার্থিবচ্ছায়াং শ্যামতামারোপ্য—কদাচিৎ তৈজসং শৌক্ল্যং আরোপ্য" ইত্যাদি বাক্যে দার্শনিক পণ্ডিতেরা পৃথিবীর নীলিমা আকাশে আরোপিত হইবার কথা বলিয়াছেন।

এমত স্থলে, ঐ ভ্রান্ত ব্যক্তির ধূমভ্রম সম্বাদী হইতেছে। যদি সে অগ্নি প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে তাহার সেই ভ্রম বিসম্বাদী হইত। অথবা দুই ব্যক্তি দূর হইতে দুই প্রভায় (দীপপ্রভায় ও মণিপ্রভায়) মণিভ্রান্ত হইয়া মণি লইতে গিয়াছিল। তন্মধ্যে যে ব্যক্তির মণিপ্রভায় মণিভ্রম হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি মণি লাভ করিয়া সম্বাদিভ্রমের এবং অপর ব্যক্তি বিসম্বাদিভ্রমের নিদর্শন হইল। *

আহার্য্য ও ঔপাধিক আহার্য্য। যত্নপূর্ব্বক এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করার নাম আহার্য্য ভ্রম। মৃৎপিণ্ডে দেবতাবুদ্ধি (দেব দেবীর প্রতিমায় দেবতা বুদ্ধি সম্পাদন করিয়া পূজা করা) এবং রেখায় অক্ষরবুদ্ধি, এ সমস্তই আহার্য্যারোপের স্থল। আহার্য্যারোপের জঠরে ভারতবর্ষীয় পুরাণ গ্রন্থাদির ও সাংখ্যশাস্ত্রের উপাসনা কাণ্ডের জন্ম।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত আহার্য্য ভ্রম যদি কোন উপাধি অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হয়, তবে তাহা ঔপাধিক-আহার্য্য হইবে। চন্দ্র এক, কিন্তু অঙ্গুলিদ্বারা নেত্রপ্রান্ত চাপিয়া দেখিলে চন্দ্র দুই বা ততোধিক দেখা যায়। আকাশে মেঘ নাই অথচ বিদ্যা বলে (ঐন্দ্রজালিক) তৎক্ষণাৎ সবিদ্যুৎ স্তনয়িত্নু দর্শন হইল। ক্ষুদ্রতম অক্ষরকে বা বৃহত্তম পর্ব্বতকে কাচবিশেষের সংসর্গে বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম আকারে অবলোকন করা গেল। এইরূপ ও অন্যরূপ অনেক উদাহরণ আছে। কি ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান, কি যৌক্তিক জ্ঞান, কি ঔপদেশিক জ্ঞান, সমুদায় জ্ঞানের অন্তরালে কথিত প্রকারের শত শত ভ্রম লুক্কায়িত আছে। সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মত এই যে, তত্তাবতের নিবৃত্তি না হইলে মোক্ষলাভের আশা নাই।

* 'দূরে প্রভাদ্বয়ং দৃষ্ট্বা মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
প্রভায়াং মণিবুদ্ধিস্তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরপি॥
ন লভ্যতে মণির্দীপপ্রভাং প্রত্যভিধাবতা।
প্রভায়াং ধাবতাঽবশ্যং লভ্যতে চ মণির্মণেঃ॥"

ভ্রমোৎপত্তির কারণ ও তাহার নিবৃত্তির উপায়।

ভ্রমোৎপত্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটী। দোষ, সম্প্রয়োগ ও সংস্কার। তন্মধ্যে দোষ নানা প্রকার। নিমিত্তগত, কালগত ও দেশগত। নিমিত্তগত দোষ এই যে, যে ইন্দ্রিয় যে প্রত্যক্ষের জনক, সেই ইন্দ্রিয় দোষদুষ্ট হওয়া। চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের জনক চক্ষুঃ সেই চক্ষুঃ যদি পিত্তদোষে বিকৃত হয়, তবে অতিশ্বেত বস্তুও হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। সন্ধ্যাদি কালের মন্দান্ধকার প্রভৃতির দোষ কাল দোষ। এবং অতিদূরত্ব অতিসামীপ্য প্রভৃতি দেশগত দোষ।

সম্প্রয়োগ। সম্প্রয়োগ শব্দের অর্থ এ স্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে সেই বস্তুর সর্ব্বাংশ স্ফূর্ত্তি না হওয়া। অর্থাৎ কোন এক সামান্যাংশ মাত্রের প্রকাশ পাওয়া।

সংস্কার। সংস্কার শব্দে এখানে সদৃশ বস্তুর স্মরণ বুঝিতে হইবে। কোন কোন মতে সংস্কারের পরিবর্ত্তে সাদৃশ্যই ভ্রমোৎপত্তির কারণ, এইরূপ বর্ণিত আছে। সে মতের অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর কোন এক অংশে সাদৃশ্য না থাকিলে ভ্রম জন্মে না। রজ্জুতেই সর্পভ্রম জন্মে, চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে সর্পভ্রম জন্মে না। অতএব, কোন সাদৃশ্যবান্ পদার্থেই দোষ বা সম্প্রযোগ বশতঃ ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

এক স্থানে কতকগুলি লোক উপবিষ্ট আছে। সন্ধ্যা হয় হয় এমনি সময়ে তন্মধ্য হইতে হঠাৎ এক ব্যক্তি 'ঐ রৌপ্য' বলিয়া ধাবিত হইল। অন্যান্য ব্যক্তিরা দেখিল, সে যাহার জন্য দৌড়িয়াছে তাহা রৌপ্য নহে, তাহা শুক্তিখণ্ড। ভ্রান্তব্যক্তিও তৎপ্রদেশে গিয়া দেখিল, সে যাহাকে রৌপ্য ভাবিয়াছিল তাহা রৌপ্য নহে, তাহা শুক্তিখণ্ড। সেই যে রজত জ্ঞান, তাহা দৃষ্টান্ত রাখিয়া কার্য্য-কারণ ভাব বুঝিয়া লও। যৎকালে পুরোবর্ত্তী শুক্তিতে "ঐ রজত" ইত্যাকার জ্ঞান হইয়াছিল,

তখন সেই সমুদিত জ্ঞান একবারে হয় নাই। আগে পুরোবর্ত্তী পদার্থে চক্ষুঃসংযোগের অনন্তর "ঐ" ইত্যাকার জ্ঞান, পরে তাহাতে রজত এই জ্ঞান হইয়াছিল। তাহাতে "ঐ" ইত্যাকার জ্ঞান ও তদ্বোধক বাক্য ও তৎসংলগ্নভাবে 'রজত' ইত্যাকার জ্ঞান ও তদ্বোধক বাক্য এক অভিন্ন সংসর্গে উপস্থিত হইয়াছিল। চক্ষুঃ যখন শুক্তিখণ্ডে প্রসর্পিত হইয়াছিল, তখন সে দৃষ্ট পদার্থের সর্ব্বাংশ গ্রহণ করে নাই, চাকৃচিক্যরূপ বিশেষণ মাত্র গ্রহণ করিয়াছিল। দোষ বশতঃ সম্প্রয়োগ হওয়ায় অর্থাৎ চক্ষুঃ শুক্তির সর্ব্বাংশ গ্রহণ না করায় এবং চাকৃচিক্য মাত্র যে বিশেষণ তৎগ্রহণ করায় অন্য এক পূর্ব্বদৃষ্ট চাকৃচিক্যবান্ বস্তু অর্থাৎ চিরাভ্যস্ত রজত স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছে। সেই স্মরণাত্মক জ্ঞান তৎকালে পৃথক্‌রূপে দণ্ডায়মান না হইয়া "ঐ" ইত্যাকার সম্মুগ্ধ জ্ঞানের সহিত মিলিয়া গিয়া "ঐ রজত" ইত্যাকারে এক জ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। স্মরণাত্মক "রজত" জ্ঞান "ঐ" ইত্যাকার সম্মুগ্ধ * জ্ঞানের সহিত মিলিত হইবার কারণ এই যে জ্ঞান মাত্রেই অগ্রে বস্তুর বিশেষণ অবগাহন করে, পরে তাহা বিশেষ্যে গিয়া পর্য্যবসিত হয়। শুক্তি-রজত, এ স্থলেও জ্ঞান চাকৃচিক্যরূপ বিশেষণ অবগাহন করিয়া প্রকৃত বিশেষ্য আবৃত থাকাতে অন্য এক কল্পিত বিশেষ্যে গিয়া পর্য্যবসন্ন হইয়াছিল। এক বস্তুর বিশেষণ (আকার) অন্য বস্তুতে কল্পিত বা পর্য্যবসন্ন হইলেই তাহা মিথ্যা বা ভ্রম হয়। শুক্তি-অধিকরণে (শুক্তি—ঝিনুক) শুক্ত্যাকার জ্ঞান না হইয়া রজত জ্ঞান হইয়াছে, সেই কারণে তাহা মিথ্যা। আহার্য্যভ্রম ব্যতিরেকে, সমুদায় ভ্রমের প্রণালী ঐরূপ। ঐ প্রণালী অনুসারে সর্ব্বত্র একপ্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্যপ্রকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এতাদৃশ ভ্রমের বিনাশোপায় কেবল আলম্বন পদার্থের সর্ব্বাংশ-

* প্রথমোৎপন্ন অবিবেচিত জ্ঞানকে সম্মুগ্ধজ্ঞান বলে। বিশেষবিবরণ পশ্চাৎ বলা হইবে।

রস্ফূণ বা স্বরূপ সাক্ষাৎকার। যাবৎ না আলম্বনতত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হয় অর্থাৎ যে বস্তুতে ভ্রম সেই বস্তুর সর্ব্বাংশ প্রকাশ না পায়, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহার বাধ বা বিলয় হয় না। ভ্রমের প্রণালী এই এবং এতৎপ্রণালীকে ভ্রম সাংখ্যশাস্ত্রে অন্যথা-খ্যাতি নামে পরিচিত। অন্যান্য দার্শনিকদিগের ভ্রমপ্রণালী অন্যবিধ। শঙ্করাচার্য্য বলেন, ভ্রমোৎপত্তির মূল অজ্ঞান। অজ্ঞান যে কি পদার্থ? তাহা নাম নির্দ্দেশে বলা যায় না। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তাহা অনির্ব্বচনীয় এবং দোষস্থানীয়। দোষস্থানীয় অজ্ঞানের স্বভাব এই যে, যদি কোন বস্তুর সর্ব্বাংশ বা কিয়দংশ তাহার অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে, দোষ সেই বস্তুতে তৎসদৃশ অপর এক বিপরীত বস্তু উৎপাদন করিবেই করিবে। পুরোবর্ত্তী শুক্তির কিয়দংশ অজ্ঞানের বিষয় বা অধিকৃত হওয়াতে অজ্ঞান (আংশিক অজ্ঞান) তাহাতে মিথ্যা-রজতের সৃষ্টি করিয়াছিল। কেবল অজ্ঞানেরই যে ঐরূপ স্বভাব এমত নহে; অন্য বস্তুও দোষদুষ্ট হইলে বিপরীতসৃষ্টিকারী হয়। দাবদগ্ধ বেত্রবীজ বেত্রাঙ্কুর উৎপত্তি না করিয়া কদলীবৃক্ষের উৎপত্তি করে। মক্ষিকামল 'পুদিনা' নামক শাক জন্মায়। তণ্ডুলজল পচিয়া নোটে শাক জন্মায়। গোমাংস হইতে পলাণ্ডুর সৃষ্টি হইয়াছিল। দোষ যে কি করিতে পারে ও না পারে তাহা কে বলিতে পারে? দোষ হইতেই শত শত নূতন বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

মীমাংসকেরা বলেন, জ্ঞান মাত্রেই সত্য। অর্থাৎ সদ্বস্তু বিষয়ক। জগতে মিথ্যা জ্ঞান নাই, মিথ্যা বস্তুও নাই। শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানে মিথ্যা রজত দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ তাহা প্রবাদ মাত্র। তৎকালে শুক্তিতে শুক্তি-জ্ঞানই হইয়াছিল, রজতে রজতজ্ঞান হইয়াছিল। দোষ ও সম্প্রয়োগ ঘটনায় সেই জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্য জন্মে নাই, এইমাত্র প্রভেদ। জ্ঞান-দ্বয়ের পার্থক্য না হইলেই তাহা ভ্রম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। জগতে কথিত প্রকার ভ্রম ব্যতীত মিথ্যাবস্তু অবগাহী মিথ্যাজ্ঞানাত্মক ভ্রম নাই।

যাহাই হউক, ভ্রমের প্রণালী বিষয়ে মতবিবাদ থাকিলেও ভ্রমের আকার ও ফল সম্বন্ধে সকলেরই ঐক্যমত দেখা যায়।

নির্দ্দিষ্টলক্ষণান্বিত ভ্রমের অনেক গুলি অবান্তর প্রভেদ আছে। সে সকল প্রভেদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে। যথা—সাদি অধ্যাস ও অনাদি অধ্যাস। তদ্দ্বয়ের অবান্তর প্রভেদ তাদাত্ম্যাধ্যাস ও সংসর্গাধ্যাস। সারূপ্যপ্রাপ্তে যে অধ্যাস তাহা তাদাত্ম্যাধ্যাস। যাহা সম্বন্ধমাত্রের অধ্যাস তাহা সংসর্গাধ্যাস লৌহ ও অগ্নি একীভূত হইয়া পরস্পর সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। সে স্থলে লৌহতে যে অগ্নিব অধ্যাস—যে অধ্যাসের বলে লোকে লোহায় পুড়িয়াছে বলে—সেই অধ্যাস তাদাত্ম্যাধ্যাস নামে পরিচিত। শরীরে কোন প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে জীব যে আমি গেলাম—আমি মরিলাম—বলিয়া অভিভূত হয়, তাহা তাদাত্ম্যাধ্যাসের ফল। "আমার পুত্র" "আমার কলত্র" ইত্যাদি স্থলে পুত্রে ও কলত্রে বাস্তবিক আত্মত্ব না থাকিলেও আত্মসম্বন্ধ অধ্যাস করা হয়, সুতরাং তাহা সংসর্গাধ্যাসের মহিমা জগতে যত প্রকার অধ্যাসপ্রভেদ আছে, সমস্তই বাহ্য পদার্থের ন্যায় অধ্যাত্মপদার্থে বিদ্যমান আছে। কখন আমরা ইন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত হইয়া "আমি" হইতেছি। যেমন আমি কাণা, আমি খোঁড়া, ইত্যাদি। বস্তুতঃ কাণত্বাদিধর্ম্ম আমাতে নাই। কখন বা দৃশ্য শরীরে আত্মত্ব স্থাপন করিয়া 'আমি' হইতেছি। যথা—আমি কৃশ, আমি স্থূল, ইত্যাদি। যাহা আমি, তাহা স্থূলও নহে, কৃশও নহে। স্থূলত্ব কৃশত্ব দেহের ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে। আমি কি প্রকার তাহা আমরা কেহই অবগত নহি। যদি অবগত থাকিতাম তাহা হইলে আমি-ব্যবহার আজীবন একরূপেই চলিত। তাহা চলে না। তাহা প্রতিক্ষণে অন্যথা বা পরিবর্ত্তিত হয়। ভাবিয়া দেখ, আমরা একবার যাহাকে লক্ষ্য করিয়া "আমি" বলিতেছি, অন্যবার তাহাকেই আবার

"আমার" বলিতেছি। প্রকৃত "আমি" স্থির থাকিলে ঐরূপ ঘটনা হইত না, দুঃখেরও অবসান হইত। বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি কোন ইন্দ্রিয়কে "আমি" বলিয়া স্থির থাকে, তাহা হইলে শরীরের দোষাদোষে "আমি" লিপ্ত হইব কেন? অতএব যাহা প্রকৃত আমি, তাহার সহিত অবশ্যই আমি-ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অধ্যাস আছে। সেই অধ্যাস কখন একীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, কখন বা সম্বন্ধমাত্র প্রকাশ করিতেছে। বাহ্য জগতে ও আত্মরাজ্যে প্রোক্ত লক্ষণান্বিত অসংখ্য অধ্যাস বিরাজ করিতেছে, মানুষ তাহা জানিয়াও জানিতেছে না। কদাচিৎ কখন বাহ্য অধ্যাস নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহারও আধ্যাত্মিক অধ্যাস নিবৃত্ত হইতে দেখা গেল না।

অধ্যাস নিবৃত্তির উপায় কি? কপিল প্রভৃতি ঋষিরা প্রত্যুত্তর দেন, অধিকরণের স্বরূপ সাক্ষাৎকৃত হওয়াই ভ্রমনিবৃত্তির উপায়। যে অধিষ্ঠানে ভ্রম হয় তাহার যথার্থরূপ প্রকাশ পাইলেই তদ্গত ভ্রম নিবৃত্ত হয়। অধিষ্ঠানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হওয়ার উপায় বিশেষদর্শন। বিশেষ-দর্শন এক স্থলে একরূপ নহে। অর্থাৎ স্থলবিশেষে বিভিন্ন প্রকার। কোথাও বা বারংবার দর্শন, কোথাও বা উপযুক্ত পরীক্ষা প্রয়োগ যাহার দ্বারা দোষ উন্মার্জ্জিত হয়, সম্প্রয়োগ তিরোহিত হয়, তাহাই পরীক্ষা শব্দের বিধেয়। সেই সেই পরীক্ষা প্রযুক্ত হইলে দোষাদি বিদূরিত হয়, অনন্তর সত্য জ্ঞান আইসে। দোষাদি উত্তীর্ণ হইলাম কি না? এ অংশ অপরীক্ষেয়। অর্থাৎ তাহার আর পরীক্ষা নাই। না থাকার কারণ এই যে, যথার্থ জ্ঞান উপস্থিত হইলে, সেই যথার্থ জ্ঞানই দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে।

তত্ত্বপক্ষপাতোহি ধিয়াং স্বভাবঃ—বুদ্ধি সত্যপক্ষপাতী—তাহার টান সত্যের দিকে। বুদ্ধির তাদৃশস্বভাব আছে বলিয়াই ভ্রম-নিবৃত্তির পর

"জ্ঞাত হইলাম" "জানা হইয়াছে" এইরূপ চিত্তস্ফূর্ত্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস জন্মিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে।

অধ্যাসনিবৃত্তিঘটিত আরও গুটিকতক নিয়ম দৃষ্ট হয়। যথা—অপরোক্ষ ভ্রম, সাক্ষাৎ ভ্রম বা ঐন্দ্রিয়ক ভ্রম, যুক্তিতে ও উপদেশে নিবৃত্ত হয় না। সাক্ষাৎঘটিত ভ্রমে বস্তুসাক্ষাৎকার হওয়াই আবশ্যক। দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি শত শত উপদেশ ও শত শত যুক্তি পাইলেও দিগ্‌ভ্রান্তি হইতে নির্ম্মুক্ত হয় না। মনে কর, কোন এক নূতন স্থানে গিয়া কোন এক ব্যক্তির পূর্ব্বদিকে পশ্চিম ভ্রম হইয়াছে। সে জানে, পূর্ব্ব দিকেই সূর্য্য উদিত হন এবং সে প্রত্যক্ষেও দেখিতেছে, পূর্ব্ব দিকেই সূর্য্য উদিত হইতেছেন। তথাপি তাহার ভ্রান্তি যাইতেছে না। মনে করিতেছে, এই দিকই পূর্ব্বদিক্। "সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হন না" এই যুক্তি তাহার সম্বন্ধে কার্য্যকারী হয় না। যাবৎ না পূর্ব্ব পূর্ব্বদিক্ সাক্ষাৎকৃত হইবে, তাবৎ তাহার ভ্রম অপগত হইবে না। ঔপদেশিক জ্ঞানে ভ্রম থাকিলে তাহা যুক্তির দ্বারা বিদূরিত হইতে পারে, কিন্তু যুক্তিতে ভ্রম থাকিলে তাহা সাক্ষাৎকার ও যুক্ত্যন্তর ব্যতীত, মাত্র উপদেশ দ্বারা অপগত হইবার নহে। সাংখ্যাদি শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ জাতীয় সাক্ষাৎকারঘটিত পরীক্ষা সর্ব্বজাতীয় ভ্রমের বিঘাতক। আমাদের আধ্যাত্মিক ভ্রম অনেক আছে, সে সকল ভ্রম উপরোক্ত প্রণালীতেই জন্মিয়া আছে। সে সকল ভ্রম বিদূরিত করিবার জন্য সাংখ্যে ও অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন নামক বিশেষ দর্শনের উপদেশ আছে। অনাদি কালের আধ্যাত্মিক ভ্রম বিদূরিত করিতে হইলে সাক্ষাৎকার, যুক্তি ও উপদেশ, এই তিন শ্রেণীর পরীক্ষার প্রয়োগ আবশ্যক। একটীর দ্বারা অনাদিকালের আধ্যাত্মিক ভ্রম নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রবণ ও মনন, এই দুইটী যুক্তি ও উপদেশ জাতীয়। নিদিধ্যাসনটী প্রত্যক্ষ-শ্রেণীভুক্ত। যেমন অন্তরস্থ সুখাদি নিজ মনের

অনুভবনীয়, সেইরূপ, আত্মাও সাধন-সংস্কৃত মনের জ্ঞেয়। মন যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল হইলে তাহাতে আত্মার প্রকৃত প্রতিবিম্ব পড়ে। অর্থাৎ তখনই আপনার অনধ্যস্ত রূপ দর্শন হয়। তৎপূর্ব্বে হয় না। সুরবোধ, তালবোধ ও রাগ রাগিণীবোধ, এ সকল আগে থাকে না, সঙ্গীত শাস্ত্রের যৎপরোনাস্তি অনুশীলনে নিমগ্ন থাকিলে অল্পে অল্পে মনের কবাট খুলিয়া যায়, তখন সুরতত্ত্বাদি সাক্ষাৎকার হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে করিতে মনের প্রত্যঙ্মুখ কবাট খুলিয়া যায়, প্রত্যঙ্মুখ কবাট খুলিলেই আপনার অনারোপিত রূপ দেখা যায়।

সত্যের অধিকার অপেক্ষা অসত্যের (ভ্রমের) অধিকার অধিক বিস্তৃত। ভ্রান্তি পদে পদে; সত্য কখন কখন। প্রতিক্ষণে জীবের দৃষ্টিতে, শ্রাবণাদি প্রত্যক্ষে ও মনঃকল্পিত যুক্তিতে অজ্ঞাতসারে শত শত ভ্রান্তি প্রবেশ করিতেছে—মানুষ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না, বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না, ইহাই ভ্রান্তির মহিমা। ভ্রান্তি বিজ্ঞান নিতান্ত দুরবগাহ। যাদুকরের যাদু, ঐন্দ্রজালিকের কুহক, তান্ত্রিকের বশীকরণ সমস্তই ভ্রান্তির মূলসূত্রপ্রসূত। স্বভাবকুহকী প্রকৃতি প্রতিমুহূর্ত্তেই দৃষ্টিভ্রান্তি, স্পর্শ ভ্রান্তি ও শ্রবণভ্রান্তি প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া কৌতুক করিতেছেন এবং যাদুকর প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য হইয়া কণামাত্র অনুগ্রহ লাভ করতঃ দর্শকদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে ক্ষমবান্ হইতেছেন। যত প্রকার কৃত্রিম অকৃত্রিম ভ্রান্তি থাকুক, তত্তাবতের মূলে দোষ, সম্প্রয়োগ ও দৃষ্টসংস্কার, এই তিন আছেই আছে। প্রমা ও ভ্রম এই দুই পদার্থের সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে, জ্ঞান জ্ঞেয় পদার্থের অবিকলরূপে উৎপন্ন হইলেই প্রমা এবং বিপরীত হইলে অপ্রমা অর্থাৎ ভ্রম।

শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রাবণজ্ঞান।

চক্ষুঃ কেবল রূপেতেই সংসক্ত, সেইজন্য চক্ষুর্দ্দ্বারা রূপ বা রূপবিশিষ্ট

পদার্থ দেখা যায় তদ্দ্বারা শব্দস্পর্শাদির জ্ঞান হয় না। শব্দাদি জ্ঞানের নিমিত্ত আর চারিটি ইন্দ্রিয় আছে, তন্মধ্যে শব্দগ্রহণকারী শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় অগ্রে বর্ণন করা যাউক।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ও প্রত্যক্ষের অগোচর। কেবল অনুমিতিদ্বারাই তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের আশ্রয় অর্থাৎ গোলক কর্ণান্তঃপ্রদেশ। শঙ্খ-গল-গহ্বরের রচনা পরিপাটি যেরূপ শ্রবণযন্ত্রের রচনাপরিপাটীও প্রায় সেইরূপ। যে স্থানে বক্র ও আবর্ত্তযুক্ত কর্ণছিদ্রের সমাপ্তি হইয়াছে। সেই স্থানে স্থিতিস্থাপক গুণযুক্ত সূক্ষ্ম গ্রন্থিল এক প্রকার পদার্থ আছে। [সূক্ষ্ম ২ স্নৈহিক শিরাগ্রন্থি বা স্নায়ুমণ্ডল] এক খণ্ড সুচীন (পাৎলা) ত্বক্ তাহার আবরণ। এই আবরক্ ত্বক্ কর্ণশস্কুলি নামে পরিচিত। শস্কুলির অভ্যন্তর প্রদেশে যে অবকাশ (ফাঁক) আছে, তাহার নাম শ্রোত্রাকাশ। ইহা ন্যায়মতে শ্রবণেন্দ্রিয় কিন্তু সাংখ্যমতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোলক। শ্রবণেন্দ্রিয় শস্কুলিস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শব্দগ্রহণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। সাংখ্যমতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ও আহঙ্কারিক। শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দগ্রহণপ্রণালী কিরূপ ? সাংখ্যাচার্য্যেরা তাহা বিশেষ করিয়া বর্ণন করেন নাই। শাস্ত্রান্তরে যেরূপ বর্ণনা আছে তাহার নিন্দাও করেন নাই। তাহাতেই অনুমান হয়, শাস্ত্রান্তরোক্ত প্রণালীই সাংখ্যকারের অভিমত।* শাস্ত্রান্তরে দ্বিবিধ প্রণালী বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে এক প্রণালী বীচিতরঙ্গন্যায়ানুসারিণী, অপর কদম্বগোলকন্যায়ানুসারিণী।

কোন এক স্থিরজল-জলাশয়ে অভিঘাত উপস্থিত করিলে অভিঘাত

* স্বশাস্ত্রানুক্তনন্দিগ্ধার্থেষু সমানতন্ত্রসিদ্ধান্তস্যৈব সিদ্ধান্তত্বম্।—কোন এক শাস্ত্রে কোন এক বিষয়ের বিশেষ বর্ণনা নাই অথচ অন্য শাস্ত্রের বর্ণনার নিন্দা বা নিষেধ নাই, এমত দেখিলে বুঝিতে হইবে, সেই অন্যশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তই সে শাস্ত্রেরসিদ্ধান্ত।

স্থলে বেগ উৎপন্ন হয়। সেই বেগ জলকে তরঙ্গায়িত করে। যেমন প্রথমোৎপন্ন সেই বেগ হইতে বেগান্তর জন্মে, তেমনি তরঙ্গ হইতেও তরঙ্গান্তর জন্মে। তরঙ্গ হইতে তরঙ্গান্তর জন্মিতে জন্মিতে ক্রমে তাহা বীচি অর্থাৎ ক্ষুদ্র লহরীর আকার প্রাপ্ত হয়। ক্রমে অতি ক্ষুদ্র ক্রমে লয় বা অদৃশ্য। মধ্যে যদি কোথাও বেগনিরোধক বস্তু (কূল বা অন্য কিছু) বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানেই প্রতিহত হইয়া নষ্ট হয়, নচেৎ তাহা দূরে গিয়া বিলীন হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বায়ু পরিব্যাপ্ত অনন্ত আকাশের কোন এক স্থানে অভিঘাত (এক বস্তুতে অন্য এক বস্তুর আঘাত অর্থাৎ বেগপূর্ব্বক সংযোগ) উপস্থিত হইলে তত্রত্য বায়ুতে এক প্রকার বেগ জন্মে। বেগ কি করে? বেগ আঘাত স্থানটীকে বেষ্টন করিয়া তত্রস্থ বায়ুকে তরঙ্গায়িত করে। আঘাত কালে যেমন বায়ুতে বেগ জন্মিয়াছিল, তেমনি আকাশে ধ্বনি (শব্দ) জন্মিয়াছিল। এক্ষণে সেই ধ্বনি তরঙ্গায়মাণ বায়ুতে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রিয়স্থান (কর্ণশস্কুলি) প্রাপ্ত হইল, ইন্দ্রিয় (শ্রবণেন্দ্রিয়) তাহা গ্রহণ করিয়া আত্মার নিকট অর্পণ করিল। অভিপ্রায় এই যে, শব্দ কর্ণশস্কুলিস্থিত শব্দবাহী স্নায়ু অবলম্বন করিয়া মনের নিকট গমন করে। নিকটস্থ আত্মা তাহা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ অনুভব করেন। ইহারই অন্য নাম শ্রবণ ও শুনা। নিকটে যদি শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকে, তাহা হইলে তাহা ব্যর্থ হয়। সুতরাং আকাশোৎপন্ন শব্দ আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়। অপিচ, স্থিরজল জলাশয়ে আঘাত করিলে যে তদুত্থ তরঙ্গ কদাচিৎ তীর স্পর্শ করে, কদাচিৎ নাও করে, তাহার কারণ আঘাতের বলাবল—আঘাতজন্য বেগের তারতম্য। বেগ অধিক পরিমাণে জন্মিলে তরঙ্গের দূরগতি ও অল্প পরিমাণে জন্মিলে তরঙ্গের অদূরগতি হয়। শব্দের গতিও ঠিক্ সেইরূপ জানিবে। যে পরিমাণে বেগ উপস্থিত হইবে, শব্দের গতিও সেই পরিমাণে হইবে। পুরাতন দার্শনিক পণ্ডিতেরা

এইরূপ বীচিতরঙ্গের দৃষ্টান্তে শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দগ্রহণপ্রণালী বর্ণন করিয়া গিয়াছেন এবং নিম্নপ্রকটিত ঘটনাগুলিকে সোপপত্তিক (যুক্তিযুক্ত) বিবেচনা করিয়াছিলেন। যথা—

"শব্দবহনকারী বায়ুর বিপরীত গতি প্রবল থাকিলে নিকটোৎপন্ন শব্দও যথাবৎ গৃহীত হয় না।" "সাম্মুখ্য থাকিলে দূরোৎপন্ন শব্দও নিকটের ন্যায় শুনা যায়।" "শ্রবণেন্দ্রিয় ও আঘাত-স্থান, এতদুভয়ের মধ্যে বায়ুর বেগরোধক বস্তু ব্যবধান থাকিলে শুনা যায় না বা অল্প শুনা যায়।" "পার্থিব প্রদেশের দূরত্ব যে পরিমাণে শব্দজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, জলময় প্রদেশে তদপেক্ষা অল্পপরিমাণে প্রতিবন্ধক হয়। এমন কি পার্থিব প্রদেশের অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত দূরত্ব আর জলময় প্রদেশের এক ক্রোশ পরিমিত দূরত্ব সমান বলিয়া গণ্য। কারণ, জলময় প্রদেশের বায়ুতে স্বভাবতঃই বেগ থাকে।" "শব্দ উত্থিত হইবামাত্র তরঙ্গবৎ চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হয় বলিয়া চতুর্দ্দিকস্থ লোক তাহা এক সময়ে সমানরূপে শুনিতে পায়।" "দিন অপেক্ষা মধ্যরাত্রে অধিক দূরের শব্দ শুনা যায়। তাহার কারণ, তৎকালে অভিভাবক শব্দান্তর থাকে না এবং মধ্যরাত্রের বায়ুতে স্বভাবতঃই বেগ থাকে।" ইত্যাদি।

বীচিতরঙ্গন্যায়বাদীর মত আর কদম্বগোলকন্যায়-বাদীর মত প্রায় একরূপ। প্রভেদ এই যে, বীচিতরঙ্গবাদী বলেন, শব্দ একটিই জন্মে; কদম্বগোলকন্যায়বাদী বলেন, কদম্বকেশরের ন্যায় তদুপরি তদুপরি নানা শব্দ জন্মে। কদম্বকুসুমের কিঞ্জল্কারোহণ স্থান বর্ত্তুল অংশের সর্ব্বদিক্ ব্যাপিয়া এক থাকে অনেক কেশর জন্মে। সেই সকল কেশরের শিরঃপ্রদেশে আবার এক থাক্ কেশর জন্মে শব্দও ঐরূপ আঘাত স্থান হইতে এককালে দশদিক্ অভিমুখে দশসংখ্যায় জন্মলাভ করে। সেই দশ শব্দ হইতে অন্য দশ শব্দ জন্মে, ক্রমে অন্য দশ শব্দ, ক্রমে ইন্দ্রিয়স্থানপ্রাপ্তি।*

* উভয় মতেই শব্দ অভিঘাত স্থানে উৎপন্ন হইয়া, ইন্দ্রিয় স্থানে গিয়া

বীচিতরঙ্গ ও কদম্বগোলক, এই দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত আশ্রয়কারী আচার্য্য দ্বয়ের মতে শব্দ ক্ষণস্থায়ী। এমন কি, শব্দ তিন ক্ষণের অতিরিক্ত থাকে না। সুতরাং বায়ুর দূরগামী বেগ সত্ত্বেও সমুৎপন্ন শব্দ আপনার বিনাশ কাল উপস্থিত হওয়াতে বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্যই আমরা দেশান্তরের শব্দ শুনিতে পাই না। তবে যে আমরা প্রহরব্যাপী বংশীনিনাদ শুনিয়া থাকি, সে একটি শব্দ নহে। তাহা শব্দধারা। অর্থাৎ তাহা বহুল শব্দের সমষ্টি। শব্দ উৎপন্ন হইতেছে, ধ্বংস হইতেছে, আবার উৎপন্ন হইতেছে, এত শীঘ্র হইতেছে, যে, তাহার বিচ্ছেদ লক্ষ্য হয় না। তাদৃশ ধারাবাহী বা পরস্পর-সংলগ্ন শব্দশ্রেণীকে আমরা একটি শব্দ বিবেচনা করি, ফলতঃ তাহা একটি শব্দ নহে। তাহা শব্দধারা। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা আর

প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন, শব্দ আঘাত স্থানে উৎপন্ন হয় না। আঘাত স্থানে কেবল বেগ জন্মে। সেই বেগ শ্রোত্র প্রাপ্ত হইলে তথায় অনুরূপ শব্দ উৎপন্ন করে এবং তাহাই শ্রবণেন্দ্রিয়ে গৃহীত হয়। "শব্দস্তু শ্রোত্রোৎপন্নঃ শ্রবণেন্দ্রিয়েণ গৃহ্যতে।" গ্রন্থিহীন বংশ খণ্ডের এক দিক্ লূতা-নির্ম্মোক (মাকড়শার ডিমের আবরণ) বা আলুক পত্রের ত্বক্ দ্বারা আবৃত করিয়া অপর দিকে ফুৎকার প্রদান করিলে তন্মধ্যে বেগ উপস্থিত হয়। সেই বেগ আবরণ ত্বকে গিয়া আঘাত করে। অনন্তর আঘাতের অনুরূপ শব্দ জন্মে। কর্ণ-শষ্কুলিও উক্ত যন্ত্রের তুল্যকার্য্যকারী। এক মতে আছে, শব্দ ইন্দ্রিয় স্থানে গমন করে না, ইন্দ্রিয়ই শব্দস্থানে গিয়া শব্দ গ্রহণ করে। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়প্রদেশে যায়, শ্রবণেন্দ্রিয়ও সেইরূপ শব্দস্থানে যায়। ইঁহারা বলেন, "ভেরীশব্দো ময়া শ্রুতঃ—আমি ভেরীর শব্দ শুনিয়াছি।" এই অনুভবই ঐ সিদ্ধান্তের পোষক। ভেরীধ্বনি শুনিয়া মনুষ্যের ঐরূপ অনুভবই হইয়া থাকে। শব্দস্থানে ইন্দ্রিয়ের গতি না হইলে ঐ প্রকার অনুভব হইতে পারিত না। ভেরীতে শব্দোৎপত্তি হয়, বীচিতরঙ্গন্যায়বাদীর মতে সে শব্দের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় না। শব্দ জন্য শব্দান্তরের সহিতই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়। সুতরাং "ভেরীর শব্দ শুনিয়াছি" এইরূপ অনুভব না হইয়া "ভেরীশব্দের শব্দ- তজ্জন্য শব্দ শুনিয়াছি" এইরূপ অনুভবই হওয়া উচিত। তাহা না হওয়াতে, ইন্দ্রিয় শব্দস্থানে যায়, এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত। শব্দবিজ্ঞান ঘটিত এইরূপ অনেক বিতর্ক আছে তাহা গ্রন্থবিস্তার ভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

একটী সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে যে, ত্রিক্ষণ শব্দের জীবন, সেই ত্রিক্ষণের মধ্যে শব্দ, বেগ অনুসারে ক্রোশান্তে চালিত হইতে পারে, আবার ক্রোশ শতাংশে না যাইতেও পারে। গমনকালে শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। কারণ, ক্ষীণতা ব্যতিরেকে কিছুই ধ্বস্ত হয় না। সুতরাং বেগের আধিক্য থাকিলে তিন ক্ষণের মধ্যে শব্দ অধিক দূরে যাইতে পারে, বেগের অল্পতা থাকিলে অধিক দূর যাইতে পারে না। তিন ক্ষণের মধ্যে যত দূর যাওয়া সম্ভব, তত দূর গিয়াই বিলয়প্রাপ্ত হয়। যদি এই সিদ্ধান্তই স্থির হয়, তবে এক আপত্তি উপস্থিত হইবে। আপত্তি এই যে, এমন এক প্রকার শব্দ আছে, যাহা ক্ষীণ না হইয়া বরং নিকট অপেক্ষা দূরে গিয়া পুষ্ট হয়। যেমন কামানের শব্দ। তাহা হয় কেন?

উক্ত আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, যে শব্দের প্রতিশব্দ জন্মে, সেই শব্দই দূরে গিয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে স্থূলতা বাস্তবিক মূল শব্দের নহে। বিবেচনা কর, ধ্বনিজন্য ধ্বনির নাম প্রতিধ্বনি (প্রতি-

বালক-কালে আমরা দুইটী বাঁশের চোঙার এক এক মুখ খুব পাতলা চামড়ায় অথবা তত্তুল্য পদার্থে আবদ্ধ করিয়া ২।৩ শ হাত লম্বা সূতা চোঙার দুই আবদ্ধ মুখে সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা দুই জন দুই দিকে থাকিয়া কথা বলাবলি করিতাম। ২।৩ শ হাত দূরে থাকিয়াও কথা বেশ স্পষ্ট শুনা ও বুঝা যাইত। এক জন চোঙাটীর অনাবৃত মুখে মুখ দিয়া কথা বলে, অন্য জন কর্ণপথে চোঙার অনাবৃত মুখ রাখিয়া কথা শুনে। বালক মনে করে, কথা সূতা বহিয়া যায়। ফলতঃ কথা যায় না। কথা কহিবার সময় বক্তব্য কথার অনুরূপ আঘাত সূত্রসংযোগে অপরের হস্তস্থিত চোঙার প্রান্তাবৃত পাতলা চামড়ায় গিয়া উপস্থিত হয় (ধাক্কা লাগে)। তাহাতে সেই স্থানেই উচ্চারিত কথার অনুরূপ শব্দ জন্মে। সূতা বহিয়া কথা আসিলে সুরের ব্যতিক্রম হইত না। শ্রোতা বালক যে শব্দ শুনে, সে শব্দ সূত্রাঘাতজনিত চর্ম্মকম্পনের শব্দ, কণ্ঠশব্দ নহে। বর্ত্তমান কালের টেলিফোন প্রভৃতি অদ্ভুত যন্ত্রনিচয়, বর্ণিত বালাক্রীড়ার উৎকর্ষ। অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্র ও অল্পবধিরদিগের জন্য সিঙা যন্ত্র ধ্বনিতত্ত্বজ্ঞ শিল্পীদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া উপকার সাধন করিতেছে।

শব্দ প্রতিধ্বনি সমান কথা)। সুতরাং দ্বিতীয় ক্ষণ ব্যতিরেকে প্রতি-ধ্বনির জন্ম লাভ সম্ভবে না। দ্বিতীয় ক্ষণে প্রতিধ্বনির জন্ম লাভ হওয়াতে এক অতিরিক্ত ক্ষণ ব্যাপিয়া মূল শব্দের গতি ও স্থিতি পাওয়া গেল এবং সেই দ্বিতীয় ক্ষণে ধ্বনি প্রতিধ্বনির সহিত মিশিয়া মনুষ্যের শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বুঝিতে হইবে যে, সেই মিলিত দুই শব্দ (ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি) শুনা গিয়াছিল, ভেদ জ্ঞান না হওয়াতে স্থূল বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক কথা কি লিখিব, সংঘর্ষ ও আঘাত হইতে যে ধ্বনি ও তাহা হইতে যে প্রতিধ্বনি জন্মে, তাহা জীবের জ্ঞানগম্য হইয়া হর্ষ, বিষাদ, ভয়, মোহ ও অন্যান্য চিত্তবিকার জন্মাইয়া থাকে।



স্পর্শ ও স্পর্শগ্রাহক ত্বগিন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শীত, উষ্ণ, খর, তীব্র প্রভৃতি নানাজাতীয় স্পর্শ জ্ঞান জন্মে। দ্রব্য বা দ্রব্যনিষ্ঠ কোন কোন গুণ ত্বক্‌সংযুক্ত হইবামাত্র ইন্দ্রিয়াত্মক ত্বক্ দ্রব্যগত শীতলত্বাদি গুণ গ্রহণ করতঃ জ্ঞানগোচর করায়। মনের সাহায্যে আত্মাতে সে সকলের জ্ঞান জন্মায়। আত্মায় জ্ঞান জন্মায়, এ কথা ন্যায়সম্মত। কিন্তু সাংখ্যমতে জ্ঞানমাত্রেই অন্তঃকরণ-নিষ্ঠ। যাহা মুখ্যজ্ঞান তাহা সাংখ্যমতে আত্মা ও চিৎ। তাহার উৎপত্তি, বিনাশ ও কোন প্রকার বিকার নাই। আত্মা ব্যতীত সমস্ত পদার্থই আত্মার ভোগ্য ও নশ্বর।

ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান মাত্রেই এতন্মতে বৃত্তিপদার্থের। ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বস্তুর ভাব বা ছবি বুদ্ধিতে ধৃত হয়, সেই ছবির বা বুদ্ধিপরিণামের শাস্ত্রীয় নাম 'বৃত্তি'। বৃত্তিতে আত্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়, অনন্তর তাহা জ্ঞান

ও ভোগ এই দুই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। দ্রুত বা গালিত সুবর্ণ মুষায় [ছাঁচে] ঢালিবামাত্র তাহা যেমন মুষারই অনুরূপ হয়, সেইরূপ, অন্তঃকরণও ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ বস্তুর আকার ধারণ করে। চৈতন্যব্যাপ্ত সেই আকার, শাস্ত্রীয় ভাষায় 'জ্ঞান' 'অনুভব' 'বোধ' ইত্যাদি নামে পরিভাষিত হইতেছে। বস্তু মুষাস্থানীয়, বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ গলিত-সুবর্ণস্থানীয়। ত্বকে দ্রব্যসংযোগ হইলেই ত্বক্ দ্রব্যগত সমস্ত গুণ গ্রহণ করে সত্য; পরন্তু কোমলত্ব ও কঠিনত্ব, এই দুই গুণের গ্রহণ পক্ষে বিশেষ সংযোগ অপেক্ষা করে। সামান্য সংযোগ দ্বারা কোমলত্ব কঠিনত্বের গ্রহ হয় না। দৃঢ়তর সংযোগ অর্থাৎ যাহাকে চাপ বলে, তাদৃশ সংযোগই তদুভয় জ্ঞানের পুষ্কল কারণ। এই 'চাপ' রূপ দৈহিক কার্য্য আত্মার প্রযত্নবলেই সম্পাদিত হয়, সুতরাং তাহার জন্য স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় কল্পনা করিতে হয় না। *

ত্বগিন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্থান ত্বক্ অর্থাৎ চর্ম্মবিশেষ। দৃশ্যমান বাহ্যচর্ম্ম ইন্দ্রিয় নহে। যদি দৃশ্যমান চর্ম্ম ইন্দ্রিয় হইত, তাহা হইলে কেবল বাহ্য শীতলত্বাদিরই অনুভব হইত, বেদনাদি আন্তর-স্পর্শের অনুভব হইত না। অতএব, ত্বগিন্দ্রিয় যে কেবল বাহ্যচর্ম্মব্যাপক তাহা নহে; প্রত্যুত তাহা আপাদতল মস্তক ও অন্তর্ব্বাহ্য সমস্ত দেহ পরিব্যাপ্ত। ত্বক্‌গোলকের আকার কিরূপ? তাহা সহজবোধ্য নহে। কেবল কল্পনার দ্বারা তাহার আকার সংগ্রহ করিতে হয়। সে কল্পনা এই :—

মাংসময় প্রাণিদেহ অসংখ্য সূক্ষ্মশিরাসমষ্টির জমাট ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহাকে মাংস বলিয়া ব্যবহার করিতেছি, তাহাও শিরার সমষ্টি

* "কঠিনত্বাদিস্পর্শভেদে সংযোগবিশেষঃ কারণম্"—ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা পরিমাণাদি গ্রহণ পক্ষেও সংযোগবিশেষের আবশ্যক হয়। ভিন্ন ভিন্ন সংযোগেই ভিন্ন ভিন্ন গুণ গৃহীত হইয়া থাকে।

বা শিরা-জালের জমাট। আলুর পাতা কিংবা অশ্বত্থ পত্র পচিয়া পার্থিবাংশ নির্গলিত হইয়া গেলে, পাতাটী যেমন কেবল মাত্র তন্তুময় হইয়া থাকে, এই প্রাণিশরীরও সেইরূপ শিরাজালে পরিব্যাপ্ত আছে। ইন্দ্রিয়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, তাহাই ত্বগিন্দ্রিয়ের গোলক। এই ইন্দ্রিয় সমস্ত শরীরব্যাপী, তজ্জন্য বাহ্যস্পর্শের ন্যায় আন্তর স্পর্শও যথাযথ অনুভূত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াত্মক ত্বক্ বাহিরে ও ভিতরে সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিলেও অঙ্গুলির অগ্রভাগে তাহার উৎকর্ষ আছে। সেই কারণে হস্তাঙ্গুলির ও পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া মনুষ্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্পর্শাদি অনুভব করিতে সমর্থ হয়। ন্যায়মতে এ ইন্দ্রিয় বায়বীয়; কিন্তু সাংখ্য মতে আহঙ্কারিক।

রসনা ও রাসন-জ্ঞান।

এই ইন্দ্রিয়টী কটু, তিক্ত, কষায়, প্রভৃতি রসানুভবের দ্বার স্বরূপ। রসনার দ্বারা রসের প্রত্যক্ষ [অনুভব] হয়। রসানুভব, রসজ্ঞান ও রাসনপ্রত্যক্ষ, এ সকল পর্য্যায় শব্দ। এই রাসন-প্রত্যক্ষও দ্রব্যাশ্রিত রসের সহিত রসনার সংযোগ হওয়ার পর উৎপন্ন হয়। রসনেন্দ্রিয়ের গোলক অর্থাৎ আশ্রয় জিহ্বা। জিহ্বার আভ্যন্তরীণ তথ্য বৈদ্যক গ্রন্থে অনুসন্ধেয়। ন্যায়মতে ইহা জলীয়; পরন্তু সাংখ্যমতে আহঙ্কারিক।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞান।

এই ইন্দ্রিয়টী ভিন্ন ভিন্ন গন্ধজ্ঞানের হেতু। ইহার স্থান নাসাদণ্ডের অভ্যন্তর মূল। গন্ধ, বায়ু কর্ত্তৃক আনীত হইয়া ইন্দ্রিয়স্থানে সংযুক্ত হয়,

তৎপরে তাহা অনুভবগম্য হয়; অন্যথা হইলে হয় না। এই ইন্দ্রিয় ন্যায় মতে পার্থিব; কিন্তু সাংখ্যমতে আহঙ্কারিক। চক্ষুঃ হইতে ঘ্রাণ পর্য্যন্ত বর্ণিত প্রকারের পাঁচটী ইন্দ্রিয় জ্ঞানের জনক বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়। এক্ষণে কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্পাদক ইন্দ্রিয়ের বিবরণ বলিব।

কর্ম্মেন্দ্রিয়।

বাক্, হস্ত, পাদ, পায়ু উপস্থ;—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। সাংখ্যমতে জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই দুইটী মাত্র মানবদেহের প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ তদুভয় ব্যতিরেকে প্রাণিগণের অপর কোন কার্য্য বা প্রয়োজনীয় দেখা যায় না। চক্ষুরাদি যেমন জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়, তাহারা যেমন উপযুক্ত স্থানে থাকিয়া সৃষ্টপদার্থের জ্ঞান জন্মাইতেছে; সেইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিও যথোপযুক্ত স্থানে থাকিয়া নানাবিধ ক্রিয়া বা কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। বাক্-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাঙ্‌নিষ্পত্তি, হস্তেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ কার্য্য, পদের দ্বারা বিহরণ (গমনাদি), পায়ুর দ্বারা বিসর্গ (মলত্যাগ), উপস্থের দ্বারা আনন্দবিশেষ সম্পন্ন হয়। ঐ সকল কার্য্য ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব; পরন্তু ঐ সকল ছাড়া অন্যান্য অনেক কার্য্য উহাদের সহায়তায় নির্ব্বাহিত হয়। বাগিন্দ্রিয়টী কণ্ঠতাল্বাদি স্থান আক্রমণ করিয়া আছে। পাণি কনুই পর্য্যন্ত। পদ পায়ের গোড় পর্য্যন্ত। পায়ু মলনালীতে এবং উপস্থ লিঙ্গ-মুষ্ক উভয় স্থান আশ্রয় করিয়া আছে।

মনের ইন্দ্রিয়ত্ব।

কপিল বলেন, মনঃও ইন্দ্রিয়। মন ইন্দ্রিয়ও বটে,—অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের

অধ্যক্ষও বটে। অনেকে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না; কিন্তু সেশ্বর নিরীশ্বর উভয় সাংখ্য মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন।*

সাংখ্যাচার্য্যেরা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব অস্বীকারকারীদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন; "শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস প্রভৃতি বাহ্য বস্তুর ধর্ম্মগুলি পঞ্চবিধ বাহ্য করণের [বাহ্যেন্দ্রিয়ের] দ্বারা গৃহীত হয়; কিন্তু সুখ দুঃখ, যত্ন প্রভৃতি আন্তর ধর্ম্ম গুলির গ্রহীতা কে? বাহ্যপদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত যেমন বাহ্য করণ বা বহিরিন্দ্রিয় থাকা আবশ্যক, তেমনি, অন্তঃপদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত অন্তঃকরণ থাকাও আবশ্যক। জ্ঞানকরণস্বরূপ ইন্দ্রিয়-লক্ষণ চক্ষুরাদির ন্যায় মনেও আছে। মনঃই সুখাদিজ্ঞানের অদ্বিতীয় কারণ। সুখ-দুঃখ-সাক্ষাৎকার সর্ব্বদাই হইতেছে, সুতরাং তাহার অপলাপ করিতে পারিবেন না। অথচ সে সাক্ষাৎকার চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্,—এ সকলের দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেছে, এরূপ বলিতে পারিবেন না। মন যে সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকারের একমাত্র দ্বার, ইহা ইচ্ছা না থাকিলেও স্বীকার করিতে হয়।

"মন ইন্দ্রিয়" ইহা শুনিবামাত্র লোকের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে, "মন কোন্ শ্রেণীর ইন্দ্রিয়? জ্ঞানেন্দ্রিয়? না কর্ম্মেন্দ্রিয়?" কপিল বলেন "উভয়াত্মকং মনঃ—মন উভয়াত্মক।" কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে। কোন ইন্দ্রিয় মনের অধীন না হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত ও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। মন যখন যে ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়কেই কার্য্য করায়। মনকে পৃথক্ রাখিয়া যদি কোন ইন্দ্রিয় কদাচিৎ বিষয়ে সংযুক্ত হয়, তবে সে সংযোগ নিষ্ফল অর্থাৎ তাহাতে জ্ঞান জন্মে না। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিও মনকে রাখিয়া কর্ম্ম করিতে পারে না, করিলেও যথাযথ হয় না। অতএব, মনঃই উভয় ইন্দ্রিয়ের

*'উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ' (ঈশ্বরকৃষ্ণ)।

অধিষ্ঠাতা এবং তদনুসারে মন উভয়াত্মক বা উভয়েন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় নিচয়ের অধিষ্ঠাতা মন যখন যে ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি সেই ইন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য হন।

মনের এমন কি নিজ ধর্ম্ম আছে, যাহা থাকায় মনকে ইন্দ্রিয় বলিতে পারি? "ইহা এবম্প্রকার" "তাহা এরূপ নহে" ইত্যাদি বিবেচনা করা মনের স্বধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম বা ঐ সামর্থ্য মন ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের নাই। অন্যান্য ইন্দ্রিয়, বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়। "এ বস্তু অমুক প্রকার" এরূপ অবধারণ করে না। অর্থাৎ বস্তুর বিশেষণ গুলি পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হয়, অন্য কিছু করে না। বস্তু যে তদ্‌গুণবিশিষ্ট তাহা অবধারণ বা বিবেচনা করে না। শাস্ত্রীয় ভাষায় যাহাকে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধ বলে, সে বোধ অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না, কেবল মনের দ্বারাই হয়। প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ অনন্তর তাহা মনের নিকট অর্পণ, তৎপরে মনের দ্বারা তাহার স্বরূপাদিনির্ণয় বা ভাল মন্দ বিবেচিত হয়। মনের দ্বারা বিবেচিত হইবার পূর্ব্বাবস্থা অস্পষ্ট এবং উত্তরাবস্থা স্পষ্ট। প্রত্যেক ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দ্বিবিধ অবস্থা থাকায় সাংখ্যাচার্য্যেরা প্রত্যেক জ্ঞানকে দুই বিভাগে স্থাপন করেন। প্রথম বিভাগ বা প্রথম অবস্থা (মনের নিকট সমর্পিত হয় নাই, ইন্দ্রিয় তাহাকে গ্রহণ বা স্পর্শ করিয়াছে মাত্র, এই অবস্থা) "সম্মুগ্ধ" ও "নির্বিকল্প" নামে পরিভাষিত। দ্বিতীয় বিভাগ বা দ্বিতীয়াবস্থা (যখন মন তাহা গ্রহণ করিয়া ভাল মন্দ নির্ণয় করিয়াছে তখনকার অবস্থা) বোধ, অনুভব ও প্রত্যক্ষাদি নামে পরিচিত। প্রথমোৎপন্ন সম্মুগ্ধ জ্ঞানের অন্যনাম "আলোচন" ও "নির্ব্বিকল্প"। জ্ঞানের পূর্ব্বরূপ বা প্রথমাবস্থা (সম্মুগ্ধ জ্ঞান) হৃদয়ারোহণ করাইবার নিমিত্ত পণ্ডিতেরা বালকের, মূকের (বোবার) ও জড় প্রভৃতির জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। বালক বস্তু দেখে কিন্তু

বিবেচনা করিতে পারে না। সেই জন্য তাহারা এ্যা—উঁ করে। ইহা অপেক্ষাও স্পষ্ট উদাহরণ আছে। অন্যমনস্ক অবস্থায় যে, কখন কখন কোন কোন ইন্দ্রিয় স্ববিষয়ে সংযুক্ত হয় ও তন্নিবন্ধন যে এক প্রকার অস্পষ্ট জ্ঞান জন্মে, তাহাও সম্মুগ্ধজ্ঞান বুঝিবার স্থল হইতে পারে। অনুমেয় বালকজ্ঞানের দ্বারা সম্মুগ্ধজ্ঞানের ঠিক্ আকার বোধগম্য করা অপেক্ষা নিজ নিজ অন্যমনস্ক অবস্থার জ্ঞান সহজ উদাহরণ হইতে পারে। ফল কথা এই যে, যখন মন কর্ত্তৃক বিবেচিত হয় তখনই তাহা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য এবং তখনই জ্ঞানের সাফল্য বা পূর্ণতা।* ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক বিষয় গ্রহণ, অনন্তর তাহা মনের নিকট অর্পণ, এই প্রক্রিয়া দ্বয়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্মতম কালের ব্যবধান থাকাতে আমরা তাহার ক্রমিকত্ব অনুভব করিতে পারি না। আমরা বিবেচনা করি, একেবারেই তাহা দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি।

সাংখ্যমতে মন বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। ভিন্ন হইলেও অভিমানাত্মিকা বুদ্ধির সহিত মনের সম্পূর্ণ যোগ বা অংশাংশিভাব আছে। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তিনটী অন্তঃকরণ নামে পরিচিত। 'করণ' শব্দের অর্থ দ্বার। যাহা অন্তরে থাকিয়া জ্ঞান ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, তাহাই অন্তঃকরণ। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটী অন্তরে থাকিয়া আন্তরিক কার্য্য সমাধা করে, সুতরাং তিনটীই অন্তঃকরণ। অপর দশটী (চক্ষুরাদি পাঁচ, আর বাক্ আদি পাঁচ) বাহ্যবস্তুঘটিত জ্ঞানাদি ব্যবহার নির্ব্বাহ

(৩) "আলোচনমিন্দ্রিয়েণ বস্থিদমিতি সম্মুগ্ধম্—অনন্তরমিদমেবং নৈবম্ ইতি সম্যক্ কল্পয়তি নিরয়্য দর্শয়তি বিশেষণবিশেষ্যভাবেন বিবেচয়তি'—"সম্মুগ্ধং বস্তুমাত্রন্তু প্রগৃহ্ণাত্যবিকল্পিতম্, তৎসামান্যবিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি" মনীষিণঃ।"—"অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকম্। বালমূকাদি-বিজ্ঞানসদৃশং শুদ্ধবস্তুজম্।"—"ততঃ পরং পুনর্ব্বস্তুধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া। বুদ্ধ্যা-হবসীয়তে সাহপি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা।" (তত্ত্বকৌমুদী)।

করে, সে জন্য সেগুলি বাহ্যকরণ নামে খ্যাত। অন্তঃকরণ ও অন্তরিন্দ্রিয় এবং বাহ্যকরণ ও বাহ্যেন্দ্রিয় তুল্য কথা। এতাবতা সাংখ্যমতে ১৩টী ইন্দ্রিয় হইতেছে। তবে যে "সাত্ত্বিকমেকাদশকম্" এই কথায় ইন্দ্রিয়-গণনা স্থলে একাদশ ইন্দ্রিয় গণিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত অন্তঃকরণ ত্রিতয়ের একত্ব বিবক্ষায়।

অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ, এই দ্বিবিধ করণের মধ্যে প্রত্যেকের এক একটি অসাধারণ ধর্ম্ম (ক্ষমতা বিশেষ) আছে। তাহার দ্বারাও অন্তঃ-করণ ও বাহ্যকরণ পরস্পর ভিন্নতা (ভেদ) প্রাপ্ত হয়। যথা—বাহ্যকরণ গুলি সাম্প্রতকাল অর্থাৎ বর্ত্তমান বস্তুর গ্রাহক। তাহারা সমীপস্থ বিদ্যমান বস্তুতেই বৃত্তিমান্ হয়, অবিদ্যমান ও অসমীপস্থ বস্তুতে হয় না। কিন্তু অন্তঃকরণ ত্রিকাল অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, এই ত্রিকালাবস্থিত বস্তুর পরীক্ষক বা গ্রহীতা। অতীত ও অনাগত বিষয়ে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। যে বস্তু সমীপে নাই, যে বস্তু বিদ্যমান নাই, চক্ষুঃ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রোত্রও পারে না, নাসিকাও পারে না, পদও পারে না, কেহই পারে না। কিন্তু মন পারে। মন কল্পনা শক্তির সাহায্যে সকলকেই গ্রহণ করিতে (বুঝিতে) পারে। বাক্-ইন্দ্রিয় যে ত্রৈকালিক বস্তুর উপর আধিপত্য করে, বুঝিতে হইবে, তাহাও অন্তঃকরণের প্রভাব। বাগিন্দ্রিয় অন্তঃকরণের অনুবাদ মাত্র করে, অন্য কিছু করে না। অর্থাৎ অন্তঃকরণ যাহা নিশ্চয় করে, বাক্য তাহা বাহিরে বহন করে মাত্র। "যুধিষ্ঠির ছিলেন, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, কল্কী অবতীর্ণ হইবেন, দেশের অবস্থা ভাল হইবে"—এবম্প্রকার অতীত ও অনাগত ভাব বাগিন্দ্রিয় স্বয়ং অবধারণ পূর্ব্বক ব্যক্ত করে না। মন ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া দেয়, তাই বাক্য তাহা বাহিরে বহন করে। সেই কারণে বলা হইল, বাহ্যকরণ সাম্প্রতকাল অর্থাৎ বর্ত্তমান বস্তুর গ্রহীতা। আর অন্তঃকরণ ত্রৈকালিক

বস্তুর গ্রহীতা। নদীর পূর্ণতা দেখিলেই জ্ঞান হয়, দেশান্তরে বৃষ্টি হইয়াছে। ধূম দেখিলেই অনুমিত হয়, তন্মূলে বহ্নি আছে। পিপীলিকা-শ্রেণী ডিম্ব মুখে করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে দেখিলে অনুমিত হয়, অচিরাৎ বৃষ্টি হইবে। এ সকল অবধারণ করা অন্তঃকরণেরই কার্য্য; বাহ্যকরণের নহে। অন্তঃকরণের তাদৃশ শক্তি থাকাতেই জগৎ এত উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে। যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান, যে কিছু ব্যাপার, সমস্তই অন্তঃ-করণের মহিমা।*

অন্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত বাহ্যকরণের কিঞ্চিন্মাত্রও কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু বাহ্যকরণের সাহায্য ব্যতীত অন্তঃকরণের অনেক বিষয়েই অধিকার আছে। মনে কর, যদি কখন বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি একেবারে ক্রিয়াশূন্য বা ধ্বস্ত হয়, আর একমাত্র অন্তঃকরণ থাকে, তাহা হইলে অন্তঃকরণ কি তূষ্ণীম্ভাবে থাকিবে? থাকিবে না। অন্তঃকরণ পূর্ব্বদৃষ্ট, পূর্ব্বশ্রুত, পূর্ব্বালোচিত ও পূর্ব্বানুমিত বিষয় স্বীয় শরীরে আরোহণ করাইয়া বহুল বিচিত্র ক্রীড়া করিবেই করিবে। যদি কখন এমন ঘটনা হয় যে, বাহ্যেন্দ্রিয় আত্মলাভ করিল না, মনের নিকট বিষয়া-র্পণও করিল না, পূর্ব্বেও করে নাই, তাহা হইলে অন্তঃকরণের কি দুর্গতি হয় বলা যায় না। বোধ হয়, সেরূপ হইলেও অন্তঃকরণ নির্ব্ব্যাপার থাকে না। ফল, চক্ষু-শ্রোত্র নাসিকা-রসনা-ত্বক,—ইহাদের রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, এই পাঁচটীর এক একটীতে অধিকার, কিন্তু মনের অধিকার পাঁচটীতেই। চক্ষুর অধিকার শব্দেতে নাই, শ্রোত্রের অধিকার রূপে নাই, কিন্তু মনের অধিকার উভয়েতেই আছে। বাক্, পাণি ও পাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের মধ্যেও ঐ প্রথা বা নিয়ম আছে। অর্থাৎ একের বিষয়ে অপরের অধিকার নাই। বক্তব্য-বিষয়ে বাগিন্দ্রিয়ের

(১) "সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণম্।" [কারিকা।]

অধিকার, গ্রহীতব্য-বিষয়ে মাত্র হস্তেন্দ্রিয়ের অধিকার। বক্তব্য বিষয়ে হস্তের অনধিকার এবং গ্রহীতব্য-বিষয়ে বাগিন্দ্রিয়ের অনধিকার দেখা যায়। ঐরূপ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক একটী নির্দ্দিষ্ট অধিকার আছে, পরন্তু মনের অধিকার অনির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ সকল বিষয়েতেই আছে। সেই নিমিত্ত অন্তঃকরণ প্রধান, আর সব অপ্রধান অর্থাৎ অন্তঃকরণের অধীন *। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মন যদি ইন্দ্রিয়ই হইল, তবে তাহার গোলক অর্থাৎ আশ্রয় স্থান কোন্ প্রদেশ ?

"মনের বাসভূমি কোথায় ?" কাপিল শাস্ত্রে ইহার নির্ণয় নাই। তবে সেশ্বরসাংখ্যকারের "নাভিতে বা হৃৎপদ্মে মন স্থির করিবে" এই উপদেশে ও সাংখ্যানুমত যোগীদিগের "ভ্রূমধ্যে চ মনঃস্থানং" ভ্রূযুগলের অভ্যন্তর প্রদেশে মনের স্থান, এই কথায় মস্তকাভ্যন্তরের কোন এক প্রদেশ মনঃস্থান বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কোন কোন দর্শনে বর্ণিত আছে, হৃদয়াভ্যন্তরে মনঃস্থান। ফল, মনঃস্থান অতি-দুর্বিজ্ঞেয়। প্রাণিগণের চিন্তা, ধ্যান ও সুখ-দুঃখাদি অনুভব প্রভৃতি মানসিক কার্যোৎপত্তি কালে বাহিরে যেরূপ মুখরাগাদি প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ের অন্যতর স্থানই মনের বাসভূমি হওয়া সুসম্ভব।

ন্যায়াচার্য্যেরা বলেন, যখন চক্ষুঃ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থান মস্তক, তখন মনেরও স্থান মস্তক। কারণ, মনঃও জ্ঞানেন্দ্রিয়—সমুদায় জ্ঞানের দ্বার। এ কথা শ্রুতিতেও আছে।

মন কি পদার্থ, মনের কোন আকার আছে কি না, মনের সহিত

* "সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ। তস্মাত্ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি।" [সাংখ্যকারিকা।

আত্মার কিরূপ সম্বন্ধ, মনের শক্তি ও অবান্তর প্রভেদ কত প্রকার, এ সকল কথা ক্রমশঃ উত্তর ভাগে বলা হইবে। *

যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞান।

এস্থানে আমরা অনুমান প্রমাণকে যুক্তি এবং তজ্জনিত অনুমিতিকে যৌক্তিক জ্ঞান শব্দে উল্লেখ করিলাম।

পূর্ব্বকথিত ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের সহিত এই যৌক্তিক-জ্ঞানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। সে জন্য ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা প্রকরণোক্ত নিয়মগুলি এখানেও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় পরীক্ষা প্রকরণের এক স্থানে বলা হইয়াছে "ইন্দ্রিয় কেবল বস্তুর সামান্য আকার গ্রহণ করে, বিশেষণ বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মায় না। সে জ্ঞান মন ভিন্ন অন্য কাহারও উৎপাদ্য নহে। পূর্ব্ব কথিত প্রক্রিয়া সমূহের মধ্য হইতে আপাততঃ এই অংশটী মনে রাখিতে হইবে কারণ এই যে, এই অংশই যাবৎ যৌক্তিকজ্ঞানের বীজ, ভিত্তি, বা জীবন। অগ্নিকামী পুরুষ দূর হইতে ধূম দর্শন করিয়া, কুসুমার্থী গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, অনেক সময়ে অগ্নির নিমিত্ত ও কুসুমের নিমিত্ত ধাবিত হইয়া থাকে। কেন হয়? না, মনঃপ্রসূত যৌক্তিক জ্ঞান তাহাদিগের হৃদয়ে আরূঢ় হইয়া তাহাদিগকে উত্তেজনা করিতে থাকে—যাও—তুমি ঐদিকে

* আরও কিছু বলিয়া রাখি। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মন নিরবয়ব ও নিত্য। পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম। সেই জন্যই এককালে দুই বা ততোধিক জ্ঞান জন্মে না। মন এত সূক্ষ্ম যে, এক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার আর প্রদেশ থাকে না। সুতরাং সেই সময়ে অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ ঘটনা হয় না। রসনার কার্য্য রস গ্রহণ করা এবং ত্বকের কার্য্য শীতোষ্ণাদি গ্রহণ করা। ভোজন কালে ঐ দুই কার্য্য এককালে হয় বলিয়া মনে করি সত্য; পরন্তু উক্ত উভয় কার্য্য পূর্ব্বাপর ক্রমেই হইয়া থাকে। মধ্যে এত সূক্ষ্ম কাল

যাও—অগ্নি পাইবে, কুসুমও পাইবে। সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, পুন অস্ত যাইবেন। পুনর্ব্বার উদয় হইবেন। পুনর্ব্বার উদয় হইলে কল্য হইবে, কল্যের পর পরশ্বঃ, তৎপর তৎপরশ্বঃ, ইত্যাদিক্রমে সংগৃহীত একটী, সহস্রসম্বৎসরাত্মক কালকে মনুষ্য একনিমেষপরিমিত কালের মধ্যে সংগ্রহ ও ধ্যানস্থ করিয়া শত সহস্র শিল্প, শত সহস্র দ্রব্যসম্ভার ও সহস্র সহস্র প্রাণিবল সাপেক্ষ বৃহত্তম কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কেন হয়? না, যৌক্তিক জ্ঞান তাহাদিগের হৃদয়ে আরোহণ করিয়া প্রলোভন দেখায়—ইহা কর, এইরূপে কর, করিলে সুসম্পন্ন হইবে। অধিক কি, প্রাণিগণের যে কিছু কার্য্যপ্রবৃত্তি, সমস্তই যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা। যৌক্তিক জ্ঞান যদ্যপি প্রাণিহৃদয়কে উৎসাহিত না করিত, তাহা হইলে এ জগৎ এত উন্নত হইত না।

ব্যবধান থাকে যে, সে পূর্ব্বাপরীভাব লক্ষ্য হয় না। শাস্ত্রকারেরা এই ব্যাপারটী শতপত্রভেদ ন্যায় অবলম্বনে বুঝাইয়া দেন। শতপত্রভেদ ন্যায়ের মর্ম্ম এই যে, এক শত পদ্মপত্র একটা সূচী দ্বারা এক বেগে বিদ্ধ করিলে তাহা এককালে বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। মধ্যে যে পূর্ব্বাপরীভাব আছে, কাল ব্যবধান আছে, তাহা আর লক্ষ্য হয় না। সেইরূপ, উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বাপরীভাব থাকিলেও তাহা শীঘ্রতা নিবন্ধন উপলব্ধ হয় না।

ন্যায়শাস্ত্রে মনের আর একটি গুণ বর্ণিত আছে। গুণটীর নাম সংস্কার। সংস্কার অনেক প্রকার। কোন এক বস্তুতে বেগ উপস্থিত করিলে অথবা কোন বস্তুতে কিঞ্চিৎ চলনক্রিয়া উপস্থাপিত করিলে তাহাতে যে বেগ উৎপন্ন হয়, সে বেগ সংস্কারপদবাচ্য। আকুঞ্চন, প্রসারণ ও স্পন্দন, যদ্দ্বারা জন্মে, তাহাও সংস্কার নামের নামী। সংস্কার মতবিশেষে পার্থিব পরমাণুর গুণ, মতবিশেষে জল ও তৈজস পদার্থের গুণ। বস্তুর স্মরণ ও 'ইহা সেই বস্তু' ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান যাহার প্রভাবে হয় তাহাও সংস্কার। এই ত্রিবিধ সংস্কারের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় মনের ধর্ম্ম, তৃতীয়টী আত্মার ধর্ম্ম।

শরীরবিদ্যা বিশারদ মহর্ষি চরকাচার্য্য বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় ও মন আত্মার সহিত সংযুক্ত হইলে আত্মার চৈতন্য গুণ জন্মে। আত্মার চেতয়িতা মন, ইন্দ্রিয়গণের প্রেরয়িতা মন, বেগ-স্পন্দন-আকুঞ্চন-প্রসারণ—সমুদায় শারীর

সাংখ্যমতে ব্যবহারযোগ্য দৃশ্য পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা দুই ব্যক্তি। প্রকৃতি ও পুরুষ। কোন কোন মতে ঈশ্বর ও জীব। প্রকৃতি মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে ভূত-ভৌতিক বহুল পদার্থে পরিণতা হইতেছেন; জীবভাবাপন্ন পুরুষ সেই গুলি লইয়া যৌক্তিকজ্ঞান সহায় মনের সাহায্যে নানাবিধ বাহ্য দৃশ্যের নির্ম্মাণ করতঃ জগতের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে। পরমেশ্বরবাদীরা বলেন, এই বিচিত্র জগৎ ঈশ্বর ও জীব, এই দুএর কর্ত্তৃত্বে পরিব্যাপ্ত। ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা এক প্রকার; জীব যাহা সৃষ্টি করে তাহা অন্য প্রকার। জীব ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ লইয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ কল্পনা প্রয়োগ ও কিঞ্চিৎ রূপান্তর মাত্র সাধন করে। ঈশ্বর জল, বায়ু ও তেজঃ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন, জীব সেই গুলি লইয়া গৃহ, কুড্য, ঘট, পট ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতেছে। ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, জীব তাহারই উপর পিতৃভাব, মাতৃভাব ও স্ত্রীভাব, ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কল্পনা করিতেছে। ঈশ্বর ও জীব উভয়ের উভয়বিধ কর্ত্তৃত্ব থাকাতেই জগতের এত বিচিত্রতা· আর এক কথা এই যে, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব দৃঢ়, অনশ্বর ও স্বাধীন; পরন্তু জীবের কর্ত্তৃত্ব ক্ষণভঙ্গুর ও নশ্বরত্বাদিদোষাক্রান্ত। যাহা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন তাহাই সৃষ্টি; যাহা জীব হইতে জন্মে তাহা সৃষ্ট নহে, তাহা নির্ম্মাণ। এ

ক্রিয়ার জনক ও উত্তেজক মন। চরকাচার্য্যের এই কথায় মনের বা মনের আধারের তড়িন্ময়ত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। বোধ হয়, আর্য্য ঋষিরা বিদেশীয়দিগের কল্পিত তাড়িত পদার্থকেই পার্থিব, জলীয়, বায়বীয় ও তৈজস পরমাণু বৃত্তি বেগাখ্যসংস্কার নামে পরিভাষিত করিয়া গিয়াছেন। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকে যে মস্তিষ্ক জন্মে, তাহাতে উক্ত চতুর্ব্বিধ পরমাণুরই প্রবেশ থাকে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, তাহাতে তাড়িত বা বেগাখ্যসংস্কার থাকে ও তাহাই মস্তিষ্কে থাকিয়া আত্মাকে সচেতন করে, ইন্দ্রিয়দিগকে কার্য্যোন্মুখ করায়, লজ্জা নামক আকুঞ্চন আহ্লাদ নামক প্রস্মরণ ও ভয় কম্পাদি নামক পরিস্পন্দনাদি নির্ব্বাহ করে।

কথা ঈশ্বরসেবকেরা সর্ব্বদাই ঘোষণা করেন, কিন্তু ঈশ্বরনাস্তিক সাংখ্যের মনোভাব অন্যবিধ। সাংখ্য বলেন, ঈশ্বর নিজে অসিদ্ধ, সেজন্য তাঁহার কর্ত্তৃত্বও অসিদ্ধ। প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। কর্ত্তৃস্বভাবা প্রকৃতির আবেশে প্রকৃতির কর্তৃত্বই অকর্ত্তা জীবে আরোপিত হইয়া থাকে, অল্পজ্ঞ মানব তাহা না বুঝিয়া ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া ব্যাকুল হয়।

প্রকৃতিসমালিঙ্গিত পুরুষই জীব এবং জীবই প্রকৃতির নিকট তদীয় শক্তি, সামর্থ্য বা ক্ষমতা পাইয়া ঈশ্বর *। ইহাই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এবং ইহারই অনুকূলে সাংখ্য অনেক প্রকার যুক্তি দেখাইয়াছেন। কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও জীব প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তা হইয়াছেন। সেই জন্যই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, কাল্পনিক কর্ত্তৃত্বশালী জীব, আর প্রকৃত কর্ত্রী প্রকৃতি। উভয়ের উভয়বিধ কর্ত্তৃত্বে এই জগদ্‌যন্ত্র সুনিয়মে চলিতেছে, বিশৃঙ্খল হইতেছে না। জীব যাহা করিতেছে তাহা নির্ম্মাণ; যাহা প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহা সৃষ্টি।

জৈবিক-নির্ম্মাণ দুই প্রকার। প্রথমতঃ আন্তর, মনে মনে গড়া, পশ্চাৎ বাহ্য। আন্তর-নির্ম্মাণের এমনি আশ্চর্য্য প্রণালী যে, যে দৃশ্যের নির্ম্মাণে একটী সুদীর্ঘ কাল, অসংখ্য দ্রব্য, বহুল লোক-বল আবশ্যক হয়, সে দৃশ্যের আন্তর-নির্ম্মাণে সে সকলের কিছুই আবশ্যক বা প্রয়োজন হয় না। জীব ক্ষণপরিমিত কালের মধ্যে বিনা দ্রব্যে বিনা সাহায্যে এমন এক দৃশ্য নির্ম্মাণ করিতে পারে যে, সে দৃশ্যের বহির্নির্ম্মাণে অন্যূন দশ সহস্র শিল্পী, শত সহস্র দ্রব্য ও অখণ্ডদণ্ডায়মান একটী দীর্ঘতম কাল ব্যয়িত হইলেও তাহা সুসম্পন্ন হয় কি না সন্দেহ। আন্তরসৃষ্টি ও বাহ্যসৃষ্টি এই দুএর মধ্যে উক্ত প্রকার প্রভেদ বিদ্যমান আছে। আমরা পল্লী, গ্রাম, নগর, সেতু, অট্টালিকা প্রভৃতি যে কিছু দৃশ্যপরিপাটী পাই, সে

* "ঈশ্বরেণাপি জীবেন সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে। [দ্বৈতবিবেক।

সমস্তই এক সময়ে না এক সময়ে জীবের অন্তরে ছিল। অন্তরে না থাকিলে জীব কদাপি তাহা বাহিরে আনিতে পারিত না। জীব অগ্রে মনে মনে নির্ম্মাণ করে, পশ্চাৎ বাহিরে নির্ম্মাণ করে। মনে যাহার নির্ম্মাণ করা গেল না, তাহা বাহিরেও নির্ম্মিত হইবে না। এই নিয়ম সার্ব্বভৌমিক এবং অব্যভিচারী *।

যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞান বলিতে গিয়া কতকটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে হইল। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ঐ সকল কথা প্রকৃত বিষয়ের নিতান্ত অনুপযোগী নহে। যুক্তির সহিত বাহ্যবস্তুর এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও সংস্রব আছে যে, যুক্তির ছায়ামাত্র ব্যক্ত করিতে গেলে লিখিত প্রসঙ্গ আপনা হইতেই আত্মলাভ করে। বিশেষতঃ বাহ্যবস্তুর সহিত মানব মনের সম্বন্ধ, এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের আশ্চর্য্য সহচরভাব, যুক্তির স্বভাব এবং যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, এ সকল চিন্তা করিলে আপনা-আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সুতরাং ঐ সকল বিষয় কতকটা পর্য্যালোচনা না করিলেও যুক্তির প্রকৃত চিত্র বুঝা ও বুঝান সুকঠিন। অন্ততঃ সেজন্যও কিঞ্চিৎ বলিতে হইল।

শ্রদ্ধালু আস্তিক ঈশ্বরবাদী পুরুষেরা বলেন,—

"কিমীহঃ কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ।"

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কি প্রকারে, কি কৌশলে, কিরূপ প্রযত্নে, কোথায় থাকিয়া, কি দিয়া নির্ম্মাণ করিলেন? যদি এই সকল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর চাও, তথ্য বুঝিতে চাও, তবে যুক্তিকুশল

* "মনসাঽর্থান্ বিনিশ্চিত্য পশ্চাৎ প্রাপ্নোতি কর্ম্মণা।"
সংখ্যাতুং নৈব শক্যানি কর্ম্মাণি পুরুষর্ষভ।
অগারনগরাণাং হি সিদ্ধিঃ পৌরুষহেতুকী।" [মহাভারত।

সংস্কৃতাত্মা লৌকিক পুরুষের আন্তর-সৃষ্টি পর্য্যালোচনা ও তাহার অনুসরণ কর। সমাহিত হইয়া চিন্তা কর, করিলে বুঝিতে পারিবে যে, ঈশ্বর কি-প্রকারে, কি কৌশলে, কেমন করিয়া বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিবার সোপান বা বীজ এই যে, এক সময়ে ইহা ঈশ্বরের সংকল্পে ছিল, পশ্চাৎ ইহা বাহিরে নির্ম্মিত হইয়াছে*। বস্তুতঃই সঙ্কল্পাত্মক যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, শক্তি পরিমাণ কিছুরই ইয়ত্তা নাই। তাদৃশ মহিমান্বিত যৌক্তিক জ্ঞানের সহিত কাহার না পরিচয় থাকা উচিত? উচিত সত্য; পরন্তু তৎপক্ষে এক বলবৎ প্রতিবন্ধক আছে। প্রতিবন্ধক এই যে, প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিক জ্ঞান যুক্ত্যাভাস ও যৌক্তিকাভাস সহ একত্র বসতি করে। সেইজন্য প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিক জ্ঞান চেনা সুকঠিন। চিনিতে না পারিলে যুক্ত্যাভাসের অনুগামী হইতে হয়, যুক্ত্যাভাসের অনুগামী হইলেই প্রতারিত হইতে হয়। অতএব যে উপায়ে হউক, যুক্তির প্রকৃত রূপ ও প্রকৃত পদ্ধতি জ্ঞাত হওয়া উচিত। মানিলাম, যুক্তিপদ্ধতি জানা উচিত; কিন্তু তাহা জানিবার উপায় কি? যুক্তি অসংখ্য, তজ্জনিত জ্ঞানও অসংখ্য। অসংখ্য যুক্তির ও যৌক্তিক জ্ঞানের এক একটী করিয়া চিনিতে হইলে সমস্ত জীবন ব্যয়িত করিলেও শেষ হইবে না। যদি প্রকৃত যুক্তির কোনরূপ লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে সেই লক্ষণ অনুসারে প্রকৃত যুক্তি চেনা যাইতে পারে। "ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যন্তি পৃথকত্বশঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানাম্ অন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ॥" লক্ষণ জানা থাকিলে অবশ্যই তদ্দ্বারা তজ্জাতীয় সমস্ত পদার্থের অবগতি হইতে পারে। সে জন্য, যুক্তির স্বরূপ লক্ষণ কি তাহা অগ্রে অনুসন্ধেয়।

ইহ জগতে দেখা যায়, পৃথক্ পৃথক্ একত্রিত ও পূর্ব্বাপরী ভাবে অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবে অবস্থান করে, এরূপ পদার্থ অসংখ্য। তন্মধ্যে যাহার

* "স ঐক্ষত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়।" [শ্রুতি।

সহিত যাহার সহাবস্থান বা অবিনাভাব (এক সঙ্গে থাকা) দেখা যায় এবং সেই সহাবস্থান বা অবিনাভাব স্বাভাবিক বলিয়া অবধারিত হয়, তাহার একটীর উপলব্ধি হইলে অন্যটির সহিত তাহার যে পূর্ব্বদৃষ্ট স্বাভাবিক অবিনাভাব আছে, তাহা স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া তদবিনাভূত পদার্থের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। ঐনিয়মেই হেতু দর্শনে অদৃশ্য হেতুমৎ পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। অদৃশ্য ও দুর্ব্বোধ্য পদার্থের জ্ঞান উৎপাদনার্থ হেতুপ্রদর্শনাদিসন্দৃব্ধ (পর পর সাজান) বাক্য বিশেষই যুক্তি ও তজ্জনিত সত্য জ্ঞানই এস্থলে যৌক্তিক জ্ঞান। যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞানের অন্য নাম সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্রে অনুমান ও অনুমিতি।

লক্ষণটী কাপিল সূত্রের অনুযায়ী। সূত্রকার মাত্রেই সংক্ষেপ বক্তা। অল্প কথায় নানাবিধ অর্থের ও রীতি পদ্ধতির সূচনা মাত্র করাই সূত্রের উদ্দেশ্য। স্পষ্ট করিয়া বলা আচার্য্যদিগের রীতি, সূত্রকারদিগের নহে। সূত্রকারেরা স্পষ্ট করিয়া বলেন না বলিয়া আচার্য্যেরা সে সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বলেন। যে পথে যে রীতিতে যে প্রকারে সূত্রস্থ যে যে কথার যে যে অর্থ বিস্তৃত করিতে হইবে, বক্তব্য বিষয়ের শরীর যেরূপে চিত্রিত করিলে স্পষ্ট হইবে, সে সমস্তই সূত্রমধ্যে আংশিকরূপে নিহিত থাকে, আচার্য্যেরা সেই সেই অংশ অবলম্বন করিয়া তাহাকে বিস্তৃত করেন। যুক্তির ও যৌক্তিক জ্ঞানের লক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা সূত্রানুসারী বলিয়া স্পষ্ট হয় নাই, নির্দ্দোষ ও হয় নাই। এজন্য তাহা পুনরপি আচার্য্যদিগের রীতিতে বলা আবশ্যক। যদি সম্পূর্ণ আচার্য্য রীতিতে বলিতে যাই তাহা হইলে এ প্রস্তাব এত বিস্তীর্ণ হইবে যে, কেবল এই বিষয়েরই নিমিত্ত একখানি পুস্তক না লিখিলে পর্য্যাপ্ত হইবে না। কাযেই অবিকল আচার্য্য রীতির অনুসরণ না করিয়া কেবল অবশ্য বক্তব্য অংশগুলি বিবৃত করা যাউক।

কোন এক পদার্থ কোন এক পদার্থের সহিত নিয়ত অবস্থান করে।

কোন এক বস্তুর অভাব হইলে অন্য এক বস্তুর অভাব হয়। কোন এক পদার্থ উৎপন্ন হইলে তৎসঙ্গে বা তাহার অব্যবহিত পরে অন্য এক পদার্থ জন্মগ্রহণ করে। কোন এক বস্তুর জ্ঞান হইলে তৎসহচর অন্য বস্তুর জ্ঞান হয়। ইত্যাদিপ্রকারে এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের যে অবিনাভাব অর্থাৎ স্বাভাবিক অবিযুক্তভাব থাকার নিয়ম দৃষ্ট হয়, সেই নিয়মান্বিত স্বাভাবিক সম্বন্ধের অন্য নাম অবিনাভাব ও ব্যাপ্তি। ন্যায়াদিশাস্ত্রে অবিনাভাববিশিষ্ট বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বস্তু ব্যাপ্য ও যাহার সহিত যে পদার্থের ব্যাপ্তি সে পদার্থ ব্যাপক নামে পরিভাষিত হইয়াছে। পদার্থের সহিত পদার্থের যে ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ আছে, তাহা অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যে পুরুষ তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানে সেই পুরুষই যুক্তিরচনায় কুশল হয়। বহ্নির সহিত ধূমের ও চলন ক্রিয়ার সহিত বেগের ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব আছে, তাহা দেখিয়া দেখিয়া যদ্যপি কোন মনুষ্যের সংস্কার জন্মে যে ধূম * থাকিলেই বহ্নি থাকে এবং বেগ উপস্থিত করিলেই তদাশ্রিত পদার্থের চলন হয়, তাহা হইলে সেই মনুষ্যের নিকটেই তৎসম্বন্ধীয় যুক্তি স্বীয় শরীর বিস্তার করিবে, অন্যের নিকট করিবে না। সেই মনুষ্যই ধূম দেখিলে তন্মূলে বহ্নি থাকা বিশ্বাস করিবে অন্যে করিবে না। এ বিষয়ের সংক্ষেপ কথা এই যে, ব্যাপ্য পদার্থ ব্যাপক পদার্থের বোধক বলিয়া তদুদ্ঘটিত বাক্য-সন্দর্ভ শাস্ত্রীয় ভাষায় যুক্তি নামে পরিচিত।

---

* ধূম ও বাষ্প অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ। বাষ্পে অন্য পদার্থের লেশমাত্র নাই কিন্তু ধূমে আছে। বাষ্পে কেবল কতকগুলি জলীয় পরমাণু আছে। ধূমে পার্থিব পরমাণুও আছে। ধূমের পার্থিবাংশে কজ্জল ও ঝুল জন্মে। একটি তৈজস পাত্রের গাত্রে স্নেহদ্রব্য ম্রক্ষণ করিয়া ধূমোদ্গম স্থানে ধৃত করিলে ধূমের সমস্ত পার্থিবাংশ ঐ পাত্রের গাত্রে আবদ্ধ হইবে। যদি কেহ বিশুদ্ধ পৃথিবী ধাতুর রূপ জানিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি কজ্জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। জলের স্বাভাবিক রূপ ভাস্বর

কোথাও ব্যাপ্তি দর্শন হইলে তাহা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, পরীক্ষা করিতে হয়। যদি পরীক্ষায় নিশ্চয় হয় যে, সে ব্যাপ্তি স্বাভাবিক নহে, পদার্থান্তরের সংসর্গে ঘটিয়াছে, তাহা হইলে সে ব্যাপ্তি ঔপাধিক বলিয়া পরিত্যাজ্য। যদি পরীক্ষা করিলেও পদার্থান্তর-সংযোগ লক্ষ্য না হয়, তাহা হইলে অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক বলিয়া গ্রাহ্য।

উদাহরণ। কোথাও ধূম ও বহ্নির সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ এক স্থানে অবস্থান দেখিলে, ধূম ও বহ্নি, এতদুভয়ের কোন্‌টীর সহিত কোন্‌টীর অবিনাভাব তাহা লক্ষ্য করিবে। বহ্নির সহিত ধূমের? কি ধূমের সহিত বহ্নির? অর্থাৎ ধূমের নিয়মিত সহচর বহ্নি? কি বহ্নির নিয়মিত সহচর ধূম? যদি বহ্নির সহচর ধূম, তাহা হইলে বহ্নি দৃষ্টে ধূমের অনুমান এবং যদি ধূমের সহচর বহ্নি, তবে ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমান হইবে। অতএব কোনটীর সহিত কোনটীর বাস্তব অবিনাভাব তাহা পরীক্ষার দ্বারা

শুক্ল। "যৎ কৃষ্ণং তৎ পৃথিবী, যৎ শুক্লং তদপাং" ইত্যাদি বৈদিকবাক্যে ঐ তথ্য গ্রথিত আছে। অর্থ এই যে, পৃথিবী কৃষ্ণবর্ণ ও জল শুক্লবর্ণ। ধূমে পার্থিবাংশ আছে। বাষ্পে কেবল জল আছে। বায়ুর অংশ থাকিলেও তাহা এস্থলে ধর্ত্তব্য নহে। কেন না, বায়বীয় পরমাণুর দ্বারা কঠিন স্পর্শ জন্মে না এবং সে নিজেও ঘনীভূত হয় না। তন্নিবন্ধন ধূম অপেক্ষা বাষ্প শুক্লবর্ণ (ফ্যাঙ্গাশে বর্ণ) দেখায়। ধূমে পার্থিবাংশ আছে বলিয়া, যে বস্তুতে ব্যাপক কাল ধূমস্পর্শ হয় সে বস্তু মলিন হয়। কিন্তু শতবৎসর বাষ্পস্পর্শ হইলে, সে পদার্থ মলিন হইবে না, প্রত্যুত বাষ্প স্বীয় জলাংশ দ্বারা সে বস্তুকে আর্দ্র রাখিবে। অপিচ বাষ্প ও ধূম এককারণোৎপন্ন নহে। ধূমের কারণ সাধারণ উষ্মতা। উষ্মতা ব্যতিরেকে বাষ্প জন্মিতে পারে না। উষ্মতা, গভীরজল জলাশয়ে বাস করে, অগ্নি প্রভৃতি তৈজস পদার্থেও বাস করে। শীতকালে যে জলাশয় হইতে বাষ্প উত্থিত হয়, সে বাষ্পেরও কারণ উষ্মতা। জলের মধ্যে উষ্মা থাকে কি না তাহা তিনিই অনুধাবন করিতে পারিবেন, যিনি শীতকালের অতি প্রত্যুষে নদীজলে স্নান করিয়াছেন। শীতকালের প্রত্যুষে নদীজল ও বৃষ্টির সময় জলাশয়ের জল গরম হয় কেন তাহা অন্যত্র বর্ণিত হইবে।

নির্ণেয়। অন্য প্রকারের নহে; দাহ্য পদার্থের সংযোগ বিয়োগ বা প্রক্ষেপ নিক্ষেপ করাই পরীক্ষা। এক দাহ্য বিযুক্ত করিয়া অন্য দাহ্য সংযুক্ত কর দেখিতে পাইবে, কে কাহার সহচর। বহ্নি জলীয় পরমাণু-বহুল (ভিজে কাষ্ঠে) দাহ্য দাহকালে ধূম জন্মায়, তৈজস পদার্থ দাহ কালে ধূম জন্মায় না। বহ্নিমধ্যে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলেই ধূম জন্মে, স্বর্ণ নিক্ষেপ করিলে ধূম জন্মে না। এই পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, বহ্নি যখন স্থল-বিশেষে ধূমবিযুক্ত হয়, তখন বহ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তি নহে; ধূমের সহিতই বহ্নির ব্যাপ্তি। বহ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তি দেখা গিয়াছিল সত্য; পরন্তু তাহা ঔপাধিক। অর্থাৎ তাহা পদার্থান্তরের সংযোগ বশতঃ। এ নির্ণয়ের ফল এই যে, কোথাও অবিচ্ছিন্নমূল ধূম দেখিলে তন্মূলে বহ্নি প্রাপ্তির আশা করিতে পারিবে, কিন্তু বহ্নি মাত্র দেখিয়া কজ্জল সম্পাদনের নিমিত্ত ধূমের আশা করিতে পারিবে না।

যে কারণ দ্রব্যে ব্যাপ্তির বা অবিনাভাবের অস্বাভাবিকত্ব নির্ণয় হয়, সেই কারণ দ্রব্য উপাধি নামে খ্যাত। সজল দাহ্য সংযোগ বহ্নির সহিত ধূমের সহাবস্থান নির্ণয় করায়, সেজন্য সজল দাহ্যসংযোগ তদ্‌বহ্নির উপাধি। এই উপাধিই বলিয়া দিবে ধূম থাকিলে সে স্থানে বহ্নি থাকিবে, কিন্তু বহ্নি থাকিলে তদুপরি ধূম না থাকিতেও পারে।

উপাধি দ্বিবিধ। শঙ্কিত ও সমারোপিত। উপাধি দৃষ্ট হইলে তাহা সমারোপিত। শঙ্কামাত্র উপস্থাপিত করিলে তাহা শঙ্কিত। সমারোপিত উপাধি অনুমানের বাধক এবং শঙ্কিত উপাধি তাহার সন্দেহ মাত্রের জনক। উপাধি থাকার শঙ্কা তর্কের দ্বারা তিরোহিত হইতে পারে।

ধূম থাকিলেই তন্মূলে বহ্নি থাকে, এই একটী স্বাভাবিক ব্যাপ্তির স্থল। তদনুসারেই ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমিতি হয়। বহ্নি ধূমমূলে থাকে কি না সে আশঙ্কা হয় না। হইলে তর্ক প্রয়োগে তাহা নিবারিত হয়।

তর্ক। "কার্য্য (জন্য পদার্থ) মাত্রেরই অব্যবহিত পূর্ব্বে কারণ (জনক) সংলগ্ন থাকে। কোন লোকে ও কোন কালে তাহার অন্যথা হয় না। বহ্নির কার্য্য ধূম, সেজন্য ধূমমূলে বহ্নিকে অবশ্যই থাকিতে হয়। ধূম যদি বহ্নি ব্যতীত অন্য বস্তু হইতে জন্মিত, তাহা হইলে ধূমমূলে বহ্নির অনবস্থান সম্ভাবনা হইত। ধূম যখন বহ্নি ব্যতীত জন্মলাভ করে না, তখন, ধূমমূলে ধূমধ্বজ বহ্নি না থাকিবে কেন?" তর্ক এইরূপে উল্লিখিত আশঙ্কার নিবারক হয়। *

প্রোক্তলক্ষণাক্রান্ত স্বাভাবিক ব্যাপ্তি ত্রিবিধ। যথা—অন্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী। থাকিলে থাকে, এই প্রণালীর ব্যাপ্তি অন্বয়ী। যেমন ধূম থাকিলে তন্মূলে বহ্নি থাকে। না থাকিলে থাকে না, এই প্রণালীর ব্যাপ্তি ব্যতিরেকী। যেমন বহ্নি না থাকিলে ধূমও থাকে না অথবা কারণের অভাবে কার্য্যেরও অভাব হয়। থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না, এই উভয়মুখী ব্যাপ্তি অন্বয়ব্যতিরেকী। আর্দ্র দাহের যোগ থাকিলে ধূম থাকে, না থাকিলে থাকে না। কথিত প্রকারে, পদার্থের সহিত পদার্থের যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে তাহা সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইতে পারিলেই যুক্তিকুশল হওয়া যায়। কিন্তু বহুদর্শন ও বহু পরীক্ষা ব্যতীত অবগত হওয়া যায় না। পণ্ডিতগণ বলেন, ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়া ভূয়োদর্শন সাপেক্ষ। পদার্থের স্বভাব, পরিণাম, জাতি, সম্বন্ধ ও কার্য্যকারণ ভাব

* তর্ক স্বয়ং প্রমাণ নহে। প্রমাণগত সংশয়াদির নিরাসক মাত্র। যেখানে যে প্রকার তর্কের উপযোগ, সেখানে সেই প্রকার তর্ক যোজিত করিতে হয়। তর্কের ভিত্তি প্রায়ই কার্য্যকারণভাব। কার্য্যকারণভাব বজায় রাখিয়া যুক্তির শরীর বিস্তার করার নাম তর্ক। ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি আছে কিনা, জানিবার জন্য যে তর্ক অবতারিত হয়, তাহাও কার্য্যকারণভাব ঘটিত। দার্শনিক পণ্ডিতেরা তাহা সংস্কৃত ভাষায় "ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ তদা ধূমজন্যোঽপি ন স্যাৎ।" ইত্যাদি প্রকারে ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

বার বার পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক *। যিনি ইহলোকে যে পরিমাণে ব্যাপ্তিজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে যুক্তিকুশল হইবেন। ব্যাপ্তি দুই বা ততোধিক পদার্থ ঘটিত। তন্মধ্যে একটী ব্যাপ্য ও অপরটী ব্যাপক। "যাহার সহিত" এই অংশের দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা ব্যাপ্য। "যাহার অবিনাভাব" এই অংশের দ্বারা যাহাকে বলা হইয়াছে তাহা ব্যাপক। ব্যাপ্যের নামান্তর হেতু ও লিঙ্গ; ব্যাপকের নামান্তর সাধ্য ও প্রতিজ্ঞা। সাধ্যের বা প্রতিজ্ঞার আধার বা আশ্রয় পক্ষ নামে পরিচিত।

* "কার্য্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মো দর্শনান্তরদর্শনাৎ॥" [মাধবাচার্য্য।

ধূম বহ্নির দৃষ্টান্ত সকলেই বুঝিতে সমর্থ। সেই জন্যই অন্য পদার্থ অবলম্বন না করিয়া ধূম ও বহ্নি লইয়া কথাগুলি বলা হইল। অপিচ, সংস্কার যদি ভ্রমদোষে দুষ্ট থাকে তবে তন্মূলক যুক্তিও মিথ্যা হইবে। যে বস্তু দেখিয়া যুক্তি রচনা করিবে সেই বস্তু যদি ঠিক দেখা না হয় তবে তদৃশ যুক্তি ঠিক হইবে না।

বাষ্পে ধূম-ভ্রম হইলে, সেই ভ্রমগৃহীত ধূমের দ্বারা বহ্নির সত্তা অবধারিত হইবে না, কিন্তু তৎপ্রদেশে সাধারণ উষ্মতার সত্তা অনুমিত হইবে।

হেতুটী নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক। হেতুতে কোন প্রকার দোষ থাকিলে তদ্দ্বারা সত্য লাভের আশা করা যাইতে পারিবে না। এজন্য হেতুটী সদোষ কি নির্দ্দোষ তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। দোষ থাকে পরিত্যাগ কর—না থাকে গ্রহণ কর—এই নিয়ম সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকিবে। হেতুর নির্দ্দোষতা স্থির হইলে, ব্যাপ্তিরও স্বাভাবিকত্ব স্বীকৃত হইবে। সদোষ হেতুকে শাস্ত্রকারেরা 'হেত্বাভাস' বলিয়া থাকেন। হেত্বাভাসের অর্থ এই যে, দেখিতে হেতুর ন্যায় কিন্তু তাহা বাস্তবিক হেতু নহে। হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার। সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ সৎপ্রতিপক্ষ ও বাধিত। এই সকল দোষযুক্ত হেতু বিবরণ সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে,

যুক্তির লক্ষণ বলা উপলক্ষ্যে এপর্য্যন্ত অংশ অংশ করিয়া যে কিছু বলা হইল, তত্তাবৎ একত্রিত বা একযোগ করিলে তদ্দারা এইরূপ নিষ্কর্ষ লব্ধ হয়।—পরীক্ষাশীল বহুদর্শী ব্যক্তি বস্তুর স্বভাব বা শক্তি, পরিণাম, গুণ, জাতীয়ভাব, কার্য্যকারণ ভাব ও একের সহিত অপরের সেই সেই সম্বন্ধ বারংবার পর্য্যবেক্ষণ করেন বলিয়া তত্তাবতের জ্ঞান তাঁহার অন্তরে সংস্কার-বদ্ধ হইয়া থাকে। তাদৃশ ব্যক্তি যখন যে পদার্থ দেখেন, অথবা মনে মনে ধ্যান করেন, তখনই তাঁহার সেই সকল পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানসংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। সংস্কারের উদ্বোধ হইবামাত্র 'ইহা অমুক বস্তু,—ইহার সহিত অমুকের ঈদৃশ সম্বন্ধ'—ইত্যাদি প্রকার পূর্ব্বালোচিত সমস্ত ভাব স্মৃতি-পথাগত হয়। অনন্তর সেই স্মরণাত্মক জ্ঞান আনুপূর্ব্বীরূপে সজ্জিত হইয়া যে জ্ঞান প্রসব করে, সেই জ্ঞানই যৌক্তিক জ্ঞান ও তৎপ্রকাশক বাক্য-সন্দর্ভই 'যুক্তি'। যৌক্তিক জ্ঞান অব্যভিচারী ও তাহার অন্য নাম অনু-মিতি। যৌক্তিক-জ্ঞান বা অনুমিতি প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় কখন আপনা আপনি জন্মে, কখন বা অন্যকে হেতু প্রভৃতি দেখাইয়া বুঝাইতে হয়।

যাহাকে হেতু বলিয়া অবধারণ করিবে, সাধ্যের সহিত যদি তাহার কখন কোথাও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে সব্যভিচার বলিয়া জানিবে। পক্ষে হেতুর সদ্ভাব এবং হেতুর সহিত সাধ্যের স্বাভাবিক ব্যাপ্তি থাকা যদি পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধ না হয়, তবে তাহাকে অসিদ্ধ বলিয়া জানিবে। বিরুদ্ধ প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ উপস্থিত দেখিলে তাহাকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলিবে। সাধ্যের অভাব-সাধক হেত্বন্তর থাকিলে তাহাকে সৎপ্রতিপক্ষ বলিবে প্রমাণান্তর দ্বারা হেতুর হেতুত্ব অপগত হইলে তাহা বাধিত নামে ব্যবহৃত করিবে। এ সকল বিস্তার করিতে গেলে অতিবাহুল্য হয়, বিশেষতঃ এ সকল বিচার বিস্তৃত করা এ পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অপিচ, হেত্বাভাস বা সদোষ হেতুর লক্ষণ সংক্ষেপে বলা হইল, এখন ঐ সকলের উদাহরণ সহজলভ্য হইবে।

সেইজন্য ইহা দ্বিবিধ। স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। স্বার্থানুমানে বাক্য রচনার প্রয়োজন হয় না। কারণ, বস্তু দৃষ্ট হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের হৃদয়ে আপনা হইতেই তদবিনাভূত বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেমন রূপে চক্ষুঃসংযোগ হইবামাত্র রূপজ্ঞান হয়, অথচ 'আমি চক্ষুর্দ্বারা ইহা দেখিতেছি' এরূপ প্রতীতি হয় না; সেইরূপ, স্বার্থানুমান উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অথবা পরে 'আমি অমুক কারণে অমুক প্রকারে অমুক বস্তু জানিয়াছি, এ প্রতীতিও হয় না। যেমন শ্বাস প্রশ্বাস বিনা প্রযত্নে সম্পন্ন হইতেছে, তেমনি স্বার্থানুমানও বিনা প্রযত্নে সম্পন্ন হয়। অতএব কেবল পরার্থানুমানেই যুক্তির শরীর রচনা প্রয়োজনীয়। অবোধ সংশয়িত পুরুষের বোধ ও সংশয়চ্ছেদ হইতে পারে এরূপ প্রণালীতে যুক্তি রচনা করা বিধেয়। আমরা দেখিতে পাই, যুক্তির শরীর পাঁচটী অবয়বে বিরচিত হয়; স্থলবিশেষে তিন অবয়বেও নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

যুক্তি নামক ন্যায়বাক্য প্রায়ই অবয়ব পঞ্চকে রচিত হয়। তাহাদের ক্রমানুযায়ী নাম প্রতিজ্ঞা, হেতু উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ যাহা সিদ্ধ করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করা। যথা,—এই পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট। পর্ব্বতে বহ্নির অস্তিত্ব সাধিতে বা বুঝাইতে হইবে বলিয়া কথিতরূপে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধ্যনির্দ্দেশ, উল্লেখ ও প্রতিজ্ঞা সমান কথা।

হেতু প্রদর্শন। হেতু বা ব্যাপ্য পদার্থ দেখান। যে অদৃশ্য বস্তু সাধিতে বা বুঝাইতে হইবে, তাহার সহিত যাহার অবিনাভাব আছে অর্থাৎ যাহা তাহার নিত্যসহচর তাহাকে পক্ষে অর্থাৎ হেতুর আধারে আছে বলিয়া দেখান। যেহেতু পর্ব্বতে ধূম দেখা যাইতেছে সেই হেতু পর্ব্বতে বহ্নি আছে।

উদাহরণ। ব্যাপ্য থাকিলে ব্যাপকও থাকে, এমন একটী স্থল দেখাইয়া দেওয়া। মনে করিয়া দেখ, পাকশালায় ধূম থাকে; ধূমমূলে বহ্নিও থাকে।

উপনয়। সাধ্যের সহিত সাধনের যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, তাহা স্মরণ করিয়া দেওয়া। ধূম থাকিলে তন্মূলে বহ্নি থাকার নিয়ম আছে। স্মরণ কর, তুমি যে যে স্থানে ধূম দেখিয়াছ সেই সেই স্থানে বহ্নিও দেখিয়াছ।

নিগমন। তর্কের দ্বারা সংশয়চ্ছেদ করিয়া পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞাত পদার্থের (সাধ্য পদার্থের) উল্লেখ করা। যখন ধূম দেখা যাইতেছে তখন নিশ্চিত ধূমমূলে বহ্নি আছে। বহ্নিব্যাপ্য ধূম, বহ্নি হইতে উদ্গত হয় সেইজন্য ধূমমূলে বহ্নি থাকা নিয়মিত। ধূমোদ্গমের মূল প্রদেশ যে দিন বহ্নিশূন্য হইবে, ধূম সেদিন অবহ্নি হইতেও উৎপন্ন হইবে। ফল, বহ্নি যতদিন ধূম জন্মাইবে ততদিন বহ্নিকে ধূমমূলে থাকিতে হইবে।

প্রদর্শিত পাঁচ অবয়বে যুক্তির শরীর নির্ম্মিত হয়। পঞ্চাবয়বময়ী যুক্তি মনুষ্য জীবকে ইন্দ্রিয়ের অতীত পথেও লইয়া যায়। কোন কোন বৈদান্তিক পণ্ডিত বলেন, পাঁচ অবয়ব নহে, তিন অবয়ব। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ। অন্যে বলেন, তিন অবয়ব কল্পনারও প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র হেতু দেখাইতে পারিলে, ব্যাপ্তিজ্ঞ পুরুষ তদ্ব্যাপ্য বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে সমর্থ। পঞ্চাবয়বময়ী অথবা ত্র্যবয়বময়ী যুক্তি 'ন্যায়' নামে পরিভাষিত। ইহার সহিত মনুষ্য মনের যে কি অনির্ব্বাচ্য সম্বন্ধ তাহা কে বলিতে পারে? ইহার মহিমা নিতান্ত গহন। ইহারই দ্বারা অবোধের বোধ, সন্দিগ্ধের সন্দেহভঞ্জন, ভ্রান্তের ভ্রমনিরাস, হইতে দেখা যায়। অলৌকিক বুদ্ধি উৎপাদন করিতে এক মাত্র যুক্তিই পটিয়সী। জগতে যুক্তিরূপ পরীক্ষা বিদ্যমান না থাকিলে কি আধ্যাত্মিক কি বাহ্য কোনও প্রকার উন্নতি হইত না। এমন কি, এ জগৎ পুত্র কলত্রাদির সহিত একত্র বাসের উপযোগী হইত কি না সন্দেহ। পূর্ব্বে যে তিন প্রকার ব্যাপ্তির উল্লেখ করা হইয়াছে তদনুসারে যুক্তির আরও নামপ্রভেদ

আছে। এক প্রকারের নাম পূর্ব্ববৎ, অপর প্রকারের নাম শেষবৎ, তদ্ভিন্ন প্রকারের নাম সামান্যতোদৃষ্ট।

পূর্ব্ববৎ। কার্য্য আছে সুতরাং তাহার কারণও আছে, এবম্প্রকার অন্বয় ঘটিত ব্যাপ্তি হইতে যে যুক্তি উত্থিত হয় সে যুক্তি পূর্ব্ববৎ। ইহার ফল—কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান। মনুষ্য এই শ্রেণীর যুক্তির সাহায্যে জগতের শৈশবাবস্থা, ঈশ্বরের বাসভূমি ও স্বর্গের বৈভব অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়।

শেষবৎ। কারণের অভাবে কার্য্যেরও অভাব, এবংবিধ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিঘটিত যুক্তি শেষবৎ নামে খ্যাত। ইহার ফল—কারণ অবলম্বন করিয়া ভবিষ্য কার্য্যের অনুমান। মানুষ এই শ্রেণীর অনুমান অবলম্বনে মৃত্যুর উত্তরকাল ও ভবিষ্যতের গর্ভ অনুসন্ধান করেন।

সামান্যতোদৃষ্ট। তুল্যস্বভাবাপন্ন বা তুল্যজাতীয় বস্তুর একটী দেখিয়া তৎসদৃশ অন্য এক একটি স্থির করা। এই শ্রেণীর অনুমানে অধিকাংশ অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বশব্দের অর্থ কারণ; সুতরাং কারণ দৃষ্টে ভবিষ্য কার্য্যের অনুমান পূর্ব্ববৎ পদের অভিধেয়। শেষ শব্দের অর্থ কার্য্য, সেজন্য কার্য্যদৃষ্টে কারণের অনুমান শেষবৎ নামের নামী। সামান্য শব্দের অর্থ জাতীয়ভাব, সুতরাং দৃষ্টস্বজাতীয় বা দৃষ্টসদৃশ জাত্যন্তরের অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট। যাহাই হউক, যুক্তি বা অনুমান তিন শ্রেণীর অধিক নাই। এই তিন শ্রেণীর কোন এক শ্রেণীর যুক্তির আশ্রয় না লইতে হয় এমন অবস্থা নাই, সময় নাই, ঘটনাও নাই। যুক্তি প্রত্যক্ষের উপর প্রভুত্ব করে, বাক্যের উপরেও করে। প্রত্যক্ষ ও বাক্য উভয়ের অতীত বিষয়েও ক্ষমতা বিস্তার করে। কোন কিছু দেখিলে ঠিক্ দেখা হইল কি না, তাহা যুক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে অবধারিত হয় না। কেহ কিছু বলিলে তাহা স্বরূপার্থ কি না অর্থাৎ তাহা ঠিক কথা

কি না, তাহাও যুক্তি ব্যতিরেকে স্থির করা যায় না। ঈদৃশ মহিমান্বিত যুক্তির সহিত পরিচয় রাখা অত্যাবশ্যক। যুক্তির অধিকার কত বিস্তৃত তাহা বলিতে চতুর্ব্বদন ব্রহ্মাও ক্ষমবান্ কিনা সন্দেহ।

উপদেশ ও ঔপদেশিক জ্ঞান।

উপদেশ ও ঔপদেশিক জ্ঞানের অন্য নাম যথাক্রমে শব্দ ও শাব্দজ্ঞান। শব্দজ্ঞানকে কেহ কেহ শাব্দী প্রমা, এই আখ্যা প্রদান করেন। উপদেশ, শব্দ ও শাস্ত্র, এই সকল তুল্যার্থ।

কাষ্ঠ বা লোষ্ট্র আঘাতিত হইলে তাহা হইতে শব্দ নির্গত হয়। আবার আত্ম-প্রযত্নে মানব-কণ্ঠ হইতেও শব্দ নির্গত হয়। পরন্তু উক্ত উভয়বিধ শব্দের কার্য্যকারিত্ব একরূপ নহে। উক্ত উভয়জাতীয় শব্দের প্রয়োজন, ব্যবহার ও কার্য্যকারিত্ব, অত্যন্ত ভিন্ন। তদ্দৃষ্টে দার্শনিক পণ্ডিতেরা শব্দের দুই বিভাগ কল্পনা করেন। ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক শব্দকে অব্যক্ত শব্দ ও স্থলবিশেষ অনুকরণ শব্দ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বর্ণাত্মক শব্দকে ব্যক্ত শব্দ, বাক্য ও কথা প্রভৃতি বহু নামে ব্যবহার করা হয়। শব্দমাত্রেরই স্বভাব এই যে শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইবামাত্র ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতার নিকট আপনার স্বরূপাদি প্রকাশ করে, এবং কোন না কোন মানস ক্রিয়া বা জ্ঞান উৎপাদন করে। যে সকল শব্দ মাত্র শোক হর্ষ আবেগ প্রভৃতি মানস বিকারের জনক, যাহাতে কোন প্রকার অর্থের সংস্রব থাকে না, অর্থাৎ যাহা মানব-মনে কোন প্রকার বস্তুছবি সংলগ্ন করে না, অথচ শোক হর্ষাদি জন্মায়, সে সকল শব্দ ধ্বনি ও তাহার অন্য নাম 'অনুকরণ'। মুরজ, মৃদঙ্গ, কাংস্য, করতাল, তূরী, ভেরী প্রভৃতির শব্দ ধ্বনিজাতীয় এবং অস্মদাদির নিকট পাশব শব্দও ধ্বনিজাতীয়। মনুষ্যকণ্ঠ নির্গত শব্দ যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক বা সংস্কারপূর্ব্বক

উচ্চারিত না হয়, তবে সে শব্দও ধ্বনি বলিয়া গণ্য। অতিবালক, অত্যুন্মত্ত ও রোগবিশেষগ্রস্ত মনুষ্যের এ্যা–উঁ–গাঁ–গুঁ প্রভৃতি শব্দ অনুকরণ বা ধ্বনি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যে শব্দ মানবকণ্ঠ হইতে বুদ্ধিপূর্ব্বক বিনিঃসৃত হয়, অর্থের সহিত যাহার সম্পূর্ণ সংস্রব থাকে, অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা মানব মনে কোন না কোন বস্তুর আকার [ছবি] আহিত হয়, সেই সকল শব্দ বর্ণশব্দ বা ব্যক্তশব্দ নামে পরিচিত। এই অসীম মহিমান্বিত বর্ণশব্দের দ্বারা কবিগণ গ্রাম, নগর, পল্লী, অট্টালিকা প্রভৃতি বহিঃপদার্থের ও সুখ, দুঃখ, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি মানস ভাবের ছবি অন্যের মনে আহিত করিয়া থাকেন। বস্তুর বর্ণনা হয় বলিয়া এই জাতীয় শব্দের নাম 'বর্ণ'। যেমন চক্ষুর্দ্বারা বস্তুর আকার প্রকার অবগত হওয়া যায়, তেমনি, বর্ণশব্দের দ্বারাও বস্তুর আকার প্রকার জ্ঞাত হওয়া যায়। বরং চক্ষুঃ অপেক্ষা বাক্যের অধিকার অধিক। চক্ষুর দ্বারা সুখদুঃখাদি অন্তঃপদার্থের গ্রহ (জ্ঞান) হয় না, কিন্তু বাক্যের দ্বারা হয়। চক্ষুর দ্বারা অন্যের অন্তরে বস্তুর ভাবভঙ্গী আহিত করা যায় না, কিন্তু তাহা বাক্যের দ্বারা আহিত করা যায়। চক্ষু নিজ অধিষ্ঠাতার অনুগত, কিন্তু বাক্য নিজ অধিষ্ঠাতার ন্যায় অন্যেরও অনুগত। বাক্য যদি অপরকে সুখদুঃখভাগী না করিত তাহা হইলে লোক অন্যের বক্তৃতায় মোহিত হইত না। বেদে ইন্দ্রিয়গণের বাহ্যদর্শিতা এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।"

ইন্দ্রিয়গণ পরের অনুগত হইল দেখিয়া স্বয়ম্ভূ (পরমেশ্বর) তাহাদিগকে হিংসা করিলেন। তদবধি তাহারা অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। ইহার ভাবার্থ এই যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল বাহ্যদর্শনই সিদ্ধ হয়, প্রত্যক্ পদার্থের (আত্মার) জ্ঞান হয় না। কিন্তু 'বাক্ বৈ

সর্ব্বং বিজানাতি সর্ব্বমেতৎ বাচোবিভূতিঃ' জগতে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ যে কিছু বস্তু সমস্তই বাক্যের ঐশ্বর্য্য—বাক্যের দ্বারা সমস্ত পদার্থেরই উপলব্ধি হয়। পূর্ব্বে ঋষিসন্তানেরা যে গুরুসকাশে গিয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতেন তাহা বাক্যের প্রভাবেই করিতেন। আমরা যে সংসারচক্রে ঘুরিতেছি তাহাও বাক্যের প্রভাব। অতএব প্রত্যক্ষের ও অনুমানের ন্যায় বাক্যেও অখণ্ডনীয় প্রামাণ্য আছে।* সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, দেখা গেল না বলিয়া বস্তুর অভাব অবধারণ করিও না। কারণ অনেক সময়ে আমরা প্রত্যক্ষের অগোচর পদার্থ যুক্তির দ্বারা জ্ঞাত হইতেছি। যুক্তির অধিকারে আসিল না বলিয়া অভাব অবধারণ করা সঙ্গত নহে। কারণ, যুক্তি যাহার ছায়াস্পর্শও করিতে সক্ষম নহে, এমন কত শত পদার্থ বিশ্বস্ত পুরুষের বাক্যে জানিতে পারিতেছি। মনে কর, কোন সত্যবক্তা বলিলেন, অমুক বস্তু অমুক স্থানে নিপতিত আছে। বলিলে, যদি আমাদের সে বস্তুতে প্রয়োজন থাকে তবে নিশ্চিত আমরা সে বস্তু আহরণের নিমিত্ত গমন করি। অতিবিশ্বস্তা জননী বলিলেন, যাও—অমুক স্থানে তোমার ভক্ষ্য প্রস্তুত আছে। জননী ঐরূপ কথা বলিলে, তৎকালে যদি আমাদের বুভুক্ষা থাকে, তাহা হইলে আমরা তদ্দণ্ডে তদীয় উপদিষ্ট স্থানে গমন করি। কেন করি? না বিশ্বস্তবাক্য শুনিবামাত্র আমাদের এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, বস্তু তথায় অবশ্য নিপতিত আছে এবং ভক্ষ্যও প্রস্তুত আছে *। বাক্য

* অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বাক্যের অধিকার অধিক হইলেও অন্তরিন্দ্রিয়ের অপেক্ষা অধিক নহে। কেন না, যাহা মনের অবিষয় তাহা বাক্যেরও অবিষয়। মনঃই জানে, বাক্য তাহা ব্যক্ত বা অনুবাদ করে। অর্থাৎ বাহিরে আনিয়া অন্যকে বুঝায়। অন্য ইন্দ্রিয় এই কার্য্য পারে না, এইমাত্র বলা এতৎসন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

* অতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্॥" [ঈশ্বর-কৃষ্ণ।

শুনিবার পূর্ব্বে আমাদের নিপতিত বস্তুর ও প্রস্তুত ভোজ্যের জ্ঞান ছিল না; থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। ওরূপ জ্ঞান জন্মাইবার অধিকার কি ইন্দ্রিয়, কি যুক্তি কাহারও নাই। এই মুহূর্ত্তে দিল্লীতে কি ঘটনা উপস্থিত আছে তাহা প্রত্যক্ষ ও যুক্তি কেহই বলিয়া দিতে পারে না। তাহা পারিলে, লিপিপদ্ধতির সৃষ্টি হইত না, সংবাদ পত্রও প্রচারিত থাকিত না। অতএব, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে যে, চক্ষুরাদির ন্যায় ও তৎসম্বন্ধসমুত্থ যুক্তির ন্যায় সত্যবাক্যও তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য। প্রত্যক্ষের ন্যায় ও যুক্তির ন্যায় সত্যবাক্যেও অকাট্য প্রামাণ্য আছে ও তাহাও যথার্থজ্ঞানের জনক। বাক্য মাত্রেই সত্য—যথার্থ জ্ঞানের জনক—তাহা নহে। তাহাও ভ্রমোচ্চারিত, প্রমাদোচ্চারিত ও প্রতারণেচ্ছায় উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। অতএব, কিরূপ বাক্য প্রমাণ—প্রমিতির বা সত্যজ্ঞানের জনক—তাহা বিশেষরূপে বিবেচ্য। কোন্ বাক্য সত্য, কোন্ বাক্য মিথ্যা, তাহা বোধগম্য করা সহজ নহে। সহজ না হইলেও শাস্ত্রে তাহার লক্ষণ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।" অর্থ এই যে, উপদেশাত্মক আপ্তবাক্যই 'শব্দ' নামক তৃতীয় প্রমাণ। তৎশ্রবণোৎপন্ন জ্ঞান সত্য বা যথার্থ। শব্দশ্রবণজন্য সত্যজ্ঞান 'শাব্দী প্রমা' নামে অভিহিত হয়। এই শাব্দী প্রমা অত্যন্ত নির্দ্দোষ। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, আপ্ত কি? বাক্যের আপ্ততা কি?

কপিল বলিয়াছেন, যাহাদের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা নাই, যাহাদের ইন্দ্রিয় বিকৃত হয় নাই, তাহাদের বাক্য ও তদতিরিক্ত অলৌকিক বাক্য আপ্তবাক্য বলিয়া গণ্য। সেশ্বর সাংখ্য বলেন, আপ্ততা বাক্যের নহে; আপ্ততা পুরুষের। ভ্রম প্রমাদ, করণাপাটব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গত অশক্ত (ইন্দ্রিয়ের দোষ) ও বিপ্রলিপ্সা (পরপ্রতারণেচ্ছা), এতৎপরিশূন্য পুরুষবিশেষ 'আপ্ত' পদের অভিধেয়। তাদৃশ পুরুষ যাহা বলেন, উপদেশ

ক'রেন, তাহা প্রমাণ। মীমাংসকগণ বলেন, বাঙ্ময় বেদ পুরুষই আপ্ত ও তদীয় বাক্যই আপ্ত বাক্য। তন্মধ্যে যে অংশ উপদেশাত্মক, যে, অংশ অজ্ঞাতজ্ঞাপক ও বলবৎ অনিষ্টের অনহুবন্ধী অথচ ইষ্টসাধক, সেই ইষ্টসাধক অর্থাৎ জীবহিতবোধক অংশ প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অপরাপর অংশ তাহার পোষক। উপদেশাংশের নাম বিধি ও তাহার পোষক ভাগের নাম অর্থবাদ। অর্থবাদ বিধীয়মান বা উপদিশ্যমান বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মায়; সেজন্য তাহা স্বতঃ প্রমাণ নহে। বিধিভাগই স্বতঃ প্রমাণ। অর্থবাদ ভাগ যে স্বতন্ত্র রূপে প্রমাণ নহে অর্থাৎ সত্য নহে, তাহার উদাহরণ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

যাক্। সেশ্বর সাংখ্যের এমন আপ্ত পুরুষ কে আছে—যাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত ভ্রমাদি দোষ নাই ?

সেশ্বর-সাংখ্য ও বেদান্ত বলেন, এক আপ্তপুরুষ ঈশ্বর, অপর আপ্ত-পুরুষ যোগী। ঈশ্বর নিত্যাপ্ত; যোগী নৈমিত্তিকাপ্ত। যোগানুষ্ঠান ধ্যান, ধারণা ও সমাধির দ্বারা—যাহাদের আত্মা দোষসম্পর্কশূন্য হইয়াছে, তাঁহাদের উপদেশ কদাচ অসত্য নহে। যাহারা প্রাকৃত মনুষ্য, তাহাদেরই উপদেশ অনাস্থাযোগ্য। প্রাকৃত মনুষ্যের বাক্য সত্য হইতে পারে, যদি তাহা যোগ্যতাদি অনুসারে উচ্চারিত হইয়া থাকে। সত্য হইলেও তাহা তৃতীয় প্রমাণ হইবে না; কারণ, তাহা তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ও যুক্তিপ্রভব জ্ঞানের অনুবাদ মাত্র। সে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, যুক্তিতে বুঝিয়াছে, তাহাই বলিয়াছে; সুতরাং তাহা পৃথক্ প্রমাণ নহে। তাহা প্রত্যক্ষের ও অনুমানের অনুবাদ। পৃথক্ ও তৃতীয় প্রমাণ বেদ ও যোগিবাক্য। সেই বেদ ও যোগিবাক্য প্রত্যক্ষাতীত ও যুক্ত্যতীত পদার্থ আছে বলিয়া বুঝাইয়া দেয়।

নৈয়ায়িক বলেন, ঈশ্বরবাক্যই হউক আর যোগিপুরুষের বাক্যই হউক, যে বাক্য আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে উচ্চারিত না

হয় এবং যাহার কোন তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয় না, সে বাক্যের আপ্ততা কস্মিন্ কালেও নাই। আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা, এই সম্বন্ধত্রয় ও তাৎপর্য্য যে কোন ব্যক্তির বাক্যে থাকিবে, তাহারই বাক্য 'আপ্তবাক্য' এবং তাহারই বাক্য বিশ্বাস্য। উক্ত সম্বন্ধত্রয়বর্জ্জিত ও তাৎপর্য্যপরিশূন্য ঈশ্বরবাক্যও অবিশ্বাস্য। এক্ষণে আকাঙ্ক্ষা কি? যোগ্যতা কি? আসত্তি কি? তাহা বলিতেছি।

একটী শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থ সম্পূরণের নিমিত্ত যে শব্দান্তর সংযোজন করা আবশ্যক হয়, সেই আবশ্যক-ভাবের নাম আকাঙ্ক্ষা। 'রাম' বা 'রামের' এবম্প্রকার শব্দ উচ্চারিত হইলে রাম বা রামের কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে। তাদৃশ জিজ্ঞাসার অন্য নাম আকাঙ্ক্ষা। ঐ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার নিমিত্ত উচ্চারিত বাক্যের অঙ্গে 'আছেন' বা 'পুত্র' প্রভৃতি শব্দের সংযোজন করা আবশ্যক হয়। কখন কখন বাহিরে ওরূপ শব্দসংযোজন বা উচ্চারণ করিবার আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু মনে মনে ঐরূপ শব্দসন্দর্ভ উদিত হইয়া আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করে।

যে সকল শব্দ উচ্চারণ করিয়া একটী বাক্য রচনা করিবে, সম্বন্ধ অনুসারে সেই সকলকে বিনা বিলম্বে ও পর পর উচ্চারণ করার নাম আসত্তি। এই আসত্তি অর্থবোধের প্রধান কারণ। শব্দ সকল আসত্তি-ক্রমে উচ্চারিত না হইলে অর্থাৎ আজ বলিলাম 'রাম' কাল বলিব 'আছেন' এরূপ ব্যবহিত-উচ্চারণ করিলে তাহা অর্থপ্রকাশক হয় না।

আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি অনুসারে সজ্জিত শব্দরাশি উচ্চারণ করিলেই কোন না কোন অর্থের প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই প্রকাশমান অর্থ যদি অযোগ্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে বাক্যে যোগ্যতা নাই। যে বাক্যে যোগ্যতা নাই, সে বাক্য লোকে অযোগ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করে। কি হইলে যোগ্যবাক্য হয় ও কি হইলে অযোগ্য বাক্য হয় তাহা বলিতেছি।

যে বাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষের ও যুক্তির অবিরোধী, সেই বাক্যই যোগ্য বাক্য। এই যোগ্য বাক্যই যথার্থদ্যোতী। "এই স্ত্রী বন্ধ্যা" এই বাক্য যোগ্য। হেতু এই যে, ঐ বাক্যে কোনরূপ বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশিত হয় না। যাহার অর্থ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অথবা যুক্তির বিরুদ্ধ সেই বাক্যই অযোগ্য। "এই ব্যক্তির জননী বন্ধ্যা" এই বাক্যই বিরুদ্ধ বাক্য। পুত্র থাকা ও বন্ধ্যাত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ।

বক্তার অভিপ্রায় অর্থাৎ মনোগত ভাব বিশেষকে শাস্ত্রকারেরা 'তাৎপর্য্য' নামে উল্লেখ করেন। তাদৃশ তাৎপর্য্য শাব্দজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। যে বাক্যের তাৎপর্য্য নাই অথবা কোন প্রকার অভিপ্রায় উপলব্ধি হয় না, সে বাক্য আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা অনুসারে উচ্চারিত হইলেও অপ্রমাণ। তাৎপর্য্যের বলে যোগ্যতাবিহীন বাক্যও সাধু বলিয়া সমাদৃত হইতে পারে। মনে কর, "ইহার জননী বন্ধ্যা" এবাক্য নিতান্ত অযোগ্য হইলেও বক্তার যদি ঐরূপ বলিবার কোনরূপ অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে ঐ বাক্য অগ্রাহ্য বা অপ্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না; প্রত্যুত উৎকৃষ্ট ভাবের ব্যঞ্জক হইবে। অতএব, তাৎপর্য্যই বাক্যের সার, তাৎপর্য্য জ্ঞানই ঔপদেশিক জ্ঞানের প্রাণ। তাৎপর্য্য ব্যতিরেকে বাক্যের বা বাক্যার্থের জ্ঞান অসিদ্ধ। সমুদায় কথার সার সঙ্কলন এই যে, যে বাক্য আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা ও তাৎপর্য্য, এই চার প্রকার সম্বন্ধসূত্রে আবিদ্ধ, সেই বাক্যই আপ্তবাক্য, অন্যপ্রকার আপ্তবাক্য নাই।*

* লোক বাক্যের সত্যোদ্ধার করা বড়ই কঠিন। মিথ্যাবাদী লোক এমন সাজাইয়া কথা বলে যে, তাহাদের সেই সাজান কথায় আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা আসত্তি ও তাৎপর্য্য সমুদায় গুলিই থাকে। থাকে বলিয়াই যে তাহা সত্য হইবে, তাহা নহে। লৌকিক বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য প্রকরণ প্রভৃতি

চক্ষুরাদির ন্যায় আপ্তবাক্যও যথার্থজ্ঞানের জনক, এতৎপ্রসঙ্গে পর পর তিনটী মত বলা হইল। আরও কয়েকটী মত আছে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। কেননা আপ্তবাক্যের লক্ষণ সম্বন্ধে যতই মত থাকুক, সকল মতেই বেদের আপ্ততা স্বীকৃত আছে। এমন কি, সমুদায় আস্তিক সম্প্রদায় বেদের নামে শিরোনমন করেন। ঋষিদিগের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রতিভান্বিত ছিল এবং দর্শনশাস্ত্রের বীজ তাঁহাদেরই প্রতিভাপ্রসূত, অথচ তাঁহাদের তাদৃশী মহিমান্বিত বুদ্ধি যে বেদের নিকট কুণ্ঠিতা হইয়াছিল,ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বেদের নিকট তাঁহাদের বুদ্ধি যে কেন কুণ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তাঁহারাই জানেন। তাঁহারা বেদের অভ্রান্ততা বিশ্বাস করিতেন কি না, তাহা আমরা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ নহি। তাঁহাদের লিপি দৃষ্টে এই মাত্র বলিতে সাহস করি যে, তাঁহারা ভাবিতেন, বেদ অভ্রান্ত। বেদের আপ্ততাপক্ষে যে সকল লিখিত হেতুবাদ দেখিতে পাই, যে সকল হেতুবাদ এক্ষণকার লোকের বুদ্ধিতে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয়; সুতরাং সে সকল উদ্ঘাটন করিয়া লেখনীক্ষয় করা বৃথা। তবে এই মাত্র বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ঋষিদিগের বিশ্বাসে ও সিদ্ধান্তে বেদ অপৌরুষেয়, বেদ মনুষ্যরচিত নহে। আজকাল

আরও কতকগুলি উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। আদালতের উকীলেরা ও বিচারপতিরা সেই সেই উপায় অবলম্বনে কিয়ৎপরিমাণে বোধগম্য করিতে পারেন, ইহা অনেক সময়ে দেখা যায়। ভ্রম, প্রমাদ, প্রতারণেচ্ছা, দেখিবার শুনিবার ও বুঝিবার ত্রুটি, এ সকল দোষ মানব মাত্রেরই থাকিবার সুসম্ভাবনা। সেই জন্য মানুষের কথা ও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা অপ্রমাণ। পৌরুষেয় বাক্য রাজকার্য্যে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় সত্য, পরন্তু তাহা অলৌকিক তত্ত্ব নির্ণয়ে অপ্রমাণ। পৌরুষেয় বাক্যের প্রামাণ্য চিরকালই সংশয়িত; সেই জন্য তাহা রাজকার্য্যেও সৎপ্রতিপক্ষীকৃত তর্কাদির দ্বারা সংশোধিত হইয়া থাকে।

আমাদের মনে বেদের অপৌরুষেয়ত্বের বিরুদ্ধে যেরূপ যেরূপ কূট তর্ক উদিত হয়, পূর্ব্বে ঋষিদিগের মনেও সেইরূপ সেইরূপ তর্ক উঠিয়াছিল। অথচ তাঁহারা সেই সেই হেতুবাদে বিশ্বস্ত হন নাই; অধিকন্তু তাঁহারা পৌরুষেয়ত্ব পক্ষ খণ্ডন করিয়া অপৌরুষেয়ত্ব পক্ষ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

ঋষিদিগের মনে বেদের অপৌরুষেয়ত্বের বিরুদ্ধে যে সকল হেতুবাদ উদিত হইয়াছিল, সে সকলের মধ্য হইতে কতিপয় হেতুবাদ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

"বেদ সকল অপৌরুষেয় নহে—প্রত্যুত পৌরুষেয়। কঠ প্রভৃতি ঋষিরা উহার প্রণেতা। বৈদিক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ঋষিদিগের নাম-ধাম-কার্য্যাদি-ঘটিত, সুতরাং ঋষিরাই বেদের প্রণেতা। আদিম কালের ঋষিরা সময়ে সময়ে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ঘটনা বর্ণন করিতেন, কালক্রমে সেই সকল বাক্য 'বেদ' নাম ধারণ করিয়াছে। বেদ, বাক্যের সমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং তাহা বাগিন্দ্রিয়বান্ মনুষ্য হইতে সমুৎপন্ন বা উচ্চারিত হইয়াছে, নিরীন্দ্রিয় পদার্থ হইতে হয় নাই। ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নাই, সুতরাং ঈশ্বর হইতে হয় নাই। বেদ অপৌরুষেয় প্রমাণ হইলে তাহাতে প্রলাপ থাকিবে কেন? যে যে ফলের নিমিত্ত যে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিলেও সে সকলের ফল হইতে দেখা যায় না। সুতরাং বেদ আপ্ত বাক্য নহে।" ইত্যাদি।*

* "বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ" "পৌরুষেয়াশ্চোদনা ইতি বক্ষ্যামঃ। অসন্নিকৃষ্টকলাঃ কৃতকা বেদা ইদানীন্তনাঃ। কথং পুনঃ কৃতকা বেদাঃ? যতঃ পুরুষাখ্যাঃ। পুরুষেণ হি সমাখ্যায়ন্তে বেদাঃ—কাঠকং কালাপকং, পৈপ্পলাদকং, মৌদ্গল্যম্ ইত্যেবমাদি। কর্ত্তা শব্দস্ত পুরুষঃ কার্য্যঃ শব্দঃ।" "অনিত্য-

ঋষিরা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-বিরুদ্ধে এইরূপ এইরূপ বিতর্ক উত্থাপন করিয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহারা সকলেই পৌরুষেয়ত্ব পক্ষ খণ্ডন পূর্ব্বক অপৌরুষেয়ত্ব পক্ষে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বেদের পক্ষপাতী কেন, তাহা কে বলিবে।

বেদের ও বেদমূলক শাস্ত্রের সত্যোদ্ধার।

ঋষিরা বেদ-পুরুষের অভ্রান্ততা ও তদ্‌বাক্যপ্রতীত অর্থের সত্যতা স্বীকার করিতেন সত্য; পরন্তু যথাশ্রুত অর্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না। অর্থাৎ বেদ-বাক্য আবৃত্তি করিবামাত্র যে অর্থের প্রতীতি হয় সে অর্থ গ্রহণ করিতেন না। বলিতেন, বিচার কর, বিচার করিলে তাৎপর্য্যার্থ নিষ্কাশিত হইবে, সেই তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিও। তাৎপর্য্যার্থ যাহা বলিবে তাহা অভ্রান্ত—সত্য। বিচারপূত আপ্তবাক্যের অর্থের অনুসরণ করিলে অবশ্যই হিতপ্রাপ্তি ও অহিত পরিহার হইবে। বেদবাক্যবিচারের পদ্ধতি ও সারসঙ্কলন এই ;—

বেদ প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বিধি, অপর ভাগ অর্থবাদ। বিধি দুই প্রকার। প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক। প্রবর্ত্তক বিধি 'বিধান' নামে ও নিবর্ত্তক বিধি 'নিষেধ' নামে খ্যাত। প্রবর্ত্তক বিধি

দর্শনাচ্চ" 'জনন-মরণবন্তশ্চ বেদার্থাঃ।" 'ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত। "কুসুরুবিন্দুরৌদ্দালকিরকাময়ত" ইত্যেবমাদয়ঃ। উদ্দালকস্যাপত্যং ভূতপূর্ব্বঃ। 'বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত। সর্পাঃ সত্রমাসত" ইত্যাদিবাক্যমুন্মত্তবাক্যসদৃশম্। "জরদ্গবো গায়তি মত্তকানি" কথাময় জরদ্গবো গায়েৎ? কথং বা বনস্পতয়ঃ সর্পা বা সত্রমাসীরন্? "ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ" "কৃত্বা সম্বন্ধং ব্যবহারার্থং কেনচিদ্বেদাঃ প্রণীতাঃ। "অনিয়তঃ শব্দঃ। কর্ম্মকালে ফলাদর্শনাৎ" ইত্যাদি।
—জৈমিনি ও শবরস্বামী

মনুষ্যকে বিধেয় পদার্থে প্রবর্ত্তিত করিতেছে এবং নিবর্ত্তক বিধি মানবকে নিষেধ্য বিষয়ে নিবৃত্ত রাখিতেছে।

অর্থবাদ দ্বিবিধ। স্তুত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ। স্তুত্যর্থবাদ প্রবর্ত্তক-বিধির পোষক ও নিন্দার্থবাদ নিবর্ত্তক বিধির সহায়। অর্থবাদ দ্বয়ের আবার তিন প্রকার ভেদ আছে। গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। কথাগুলির পরিষ্কার অর্থ এইরূপ—বাক্যরাশির মধ্যে যে অংশ উপদেশাত্মক, সে অংশের নাম বিধি। যে বিধি প্রবৃত্তির জনক, সে বিধি প্রবর্ত্তক-জাতীয়। যে বিধি নিবৃত্তির প্রয়োজক, সে বিধি নিষেধজাতীয়। "কুর্য্যাৎ" করিবেক, "কুরু" কর, "কর্ত্তব্যঃ" করিও বা করা আবশ্যক, "করণীয়ঃ" করিবার যোগ্য,—"কৃতে শুভম্ভবতি" করিলে মঙ্গল হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্য প্রবর্ত্তক বিধি বলিয়া গণ্য। "ন কুর্য্যাৎ" করিবেক না, "ন কর্ত্তব্যঃ" করিও না বা করা অনুচিত, "কৃতে নরকং প্রয়াস্তি" করিলে নরক হইবেক, ইত্যাদিবিধ বাক্য নিবর্ত্তক বা নিষেধ-জাতীয়। এই দ্বিবিধ বিধি দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত সেই সেই স্থলে কতক-গুলি রোচক কথা আখ্যায়িকাকারে বিন্যস্ত হইতে দেখা যায়। সেই সকল অংশই শাস্ত্রে অর্থবাদ নামে প্রসিদ্ধ। বিধি যেমন দ্বিবিধ, তেমনি অর্থবাদও দ্বিবিধ। স্তুত্যর্থবাদ, প্রশংসাবাক্য, প্রশংসাবাদ এ সকল সমান কথা। নিন্দার্থবাদ ও নিন্দাবচন তুল্য কথা। আরোপিত গুণ কথনের নাম স্তুতি ও আরোপিত দোষ কথনের নাম নিন্দা, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে "স্তুত্যর্থবাদ প্রবর্ত্তক বিধির পোষকতা করে ও নিন্দার্থবাদ নিবর্ত্তক বিধির উপকার করে।" কিন্তু কিরূপে করে তাহা বলা হয় নাই। অর্থবাদ বাক্য যেরূপে বিধির উপকার বা সহায়তা করে তাহা বলিতেছি।

বেদ ভাবিলেন, "ইহা কর" "উহা করিও না" এই মাত্র বলিয়া

নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। আমার সিপাই শাস্ত্রী নাই যে, তাহাদের দ্বারা আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনকারীর শাসন করিব। অথচ এই সকল প্রজা যাহাতে সৎপথে থাকে তাহা করিতে হইবে। এ বিষয়ে খুব লোভ ও ভয় দেখান ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। "কর" ও "করিও না' এই মাত্র বলিলে লোকে তাহা না শুনিতেও পারে। সেজন্য এমন করিয়া বলিব যে, যেরূপ করিয়া বলিলে বৈধবিষয়ে প্রবৃত্তি ও অবৈধবিষয়ে নিবৃত্তি জন্মিতে ও স্থির থাকিতে পারে। বেদ এই ভাবে ভাবিত হইয়া প্রত্যেক উপদেশ ফলাফলযুক্ত করিয়া বলিয়াছেন এবং তাহারই পোষকতার্থে স্তুতি, নিন্দা, পুরস্কার, তিরস্কার করিয়াছেন। অতএব, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট ও অকর্ত্তব্য বলিয়া নিষিদ্ধ, সে সকলের লিখিত ফলাফল যে অবশ্যই হইবে, এমন অভিপ্রায় নহে। "রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ" প্রবৃত্তি বা রুচি জন্মানই ফলবাদের এবং অরুচি বা নিবৃত্তি জন্মানই নিন্দাবাদের উদ্দেশ্য।

"পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকম্।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু॥"

পুত্রের আরোগ্যকামী পিতা যেমন প্রলোভন দেখাইয়া আপন শিশু-সন্তানকে তিক্তাস্বাদ ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত করান, প্রজাবর্গের কুশলকামী শাস্ত্রও তেমনি অজ্ঞ প্রজাদিগকে ফলাফলের লোভ দেখাইয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ও অসৎকার্য্যে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পান। বালক মোদকের লোভে তিক্ত ভোজন করে; কিন্তু পিতা তাহাকে মোদক প্রদান করেন না। ঐরূপ শাস্ত্রও স্বোপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠাতাকে যথোক্ত ফল প্রদান করেন না। পিতার ইচ্ছা পুত্র অরোগী হউক; সেইরূপ শাস্ত্রেরও ইচ্ছা প্রজা সকল প্রথমতঃ সুখ ও স্বাস্থ্য লাভ করুক, পরে শান্তি লাভ করিবে। পিতার প্ররোচনায় তিক্তাস্বাদ ঔষধ সেবন করিলে পুত্র যেমন কেবল আরোগ্য লাভই করে, মোদক পায় না; সেইরূপ, শাস্ত্রের প্ররোচনায়

শাস্ত্রোপদিষ্ট পথে অবস্থান করিলে মনুষ্য বাহ্য ও আধ্যাত্মিক কুশল লাভ করেন, লোভনীয় ফল প্রাপ্ত হন না। "প্রতিপদি কুষ্মাণ্ডং নাশ্নীয়াৎ" প্রতিপদ তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিবেক না। এই এক উপদেশ। এ উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাছে কেহ অকুশলী হয়, সেই ভয়ে শাস্ত্র তৎপরক্ষণেই বলিয়াছেন, "কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃ স্যাৎ" প্রতিপদ তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে অর্থবিনাশ হইবে। এ বাক্যে এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না যে, সত্য সত্যই কুষ্মাণ্ড-ভোক্তার অর্থবিনাশ হইবে। ঐ দিবস কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ না করাই ভাল, এইমাত্র অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়। আমরা বিশ্বাস করি, প্রোক্ত দিবসে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ না করিলে অবশ্যই শারীরিক মানসিক কোন উপকার আছে অথবা ভক্ষণ করিলে কোন না কোন অপকার আছে।

প্রভুর আজ্ঞা বাক্যে ভক্ত সেবকের অটল বিশ্বাস ও ভক্তি থাকায় তাহারা যেমন কেন কি বৃত্তান্ত, অনুসন্ধান না করিয়া প্রভু-আজ্ঞা বহন করে; তেমনি, শাস্ত্রভক্ত ব্যক্তিরাও শাস্ত্রবাক্যে অচল বিশ্বাস ও ভক্তি থাকায় কুষ্মাণ্ড ভোজনে নিবৃত্ত থাকেন। যাঁহারা শাস্ত্র ভক্ত নহেন, তাঁহারা নিবৃত্ত থাকিবেন না। অধিকন্তু এই বলিয়া অনুযোগ করিবেন যে, "দোষ কি? স্বচ্ছন্দে কুমড়া খাও—খাইলে কিছুই হইবে না। ও সকল কেবল পুরোহিতদিগের যজমান ভুলান কথা।'

তর্কদাস তপ্তশোণিত জ্ঞান-কাণা লোক যে ঐ বলিয়া তিরস্কার করিবে, শাস্ত্র তাহা জানেন। শাস্ত্র নিজেই বলিয়াছেন—বিভেত্যল্পশ্রুতাৎ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি। অল্পজ্ঞ লোক যাহাই বলুক সে কথা শ্রদ্ধেয় নহে। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের সহিত মনের সুতরাং ধর্ম্মের যে গূঢ় সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধ অন্যের বোধ্য নহে। অধিক প্রসঙ্গাগত কথায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণে প্রকৃত কথায় মনোনিবেশ করা যাউক।

লোকমধ্যে দেখা যায়, ভাল লোকে যাহা উপদেশ করেন, তাহার

কোন ভাল ফল আছে। ভাল লোকে যাহা নিষেধ করেন, তাহারও মন্দ ফল আছে। এই লোকদৃষ্ট দৃষ্টান্তের অনুসারে বৈদিক বিধি-নিষেধ-বাক্যের সিদ্ধান্ত হয়। পরহিতাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যেরা লোককে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ফলের প্রলোভন ও তদ্‌ঘটিত দৃষ্টান্তাদি দেখাইয়া থাকেন। শাস্ত্রকেও সেইরূপ করিতে দেখা যায়। প্রভেদ এই যে, লোকবাক্যের সার ঐহিক হিত; শাস্ত্রবাক্যের সার পারলৌকিক হিত। উপদেষ্টব্য বিষয়ের পোষক দৃষ্টান্তাদি কল্পিত অকল্পিত উভয় প্রকারই হইতে পারে এবং সেই সেই প্রসঙ্গে বিধেয় পদার্থের পোষকত্বে নানা প্রকার ইতিহাস ও বস্তু গুণ বলা সঙ্গত হইতেও পারে। বিধি ব্যতীত সমস্তই অর্থবাদ বলিয়া গণ্য। অর্থবাদ আবার গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ, এই তিন ভাগে বিভক্ত। এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আবার বলি।

গুণবাদ। "বিরোধে গুণবাদঃ স্যাৎ" যাহা প্রত্যক্ষ ও যুক্তিবিরুদ্ধ তাহা গুণবাদ। গুণবাদ অক্ষরে অক্ষরে যাহা বলে, তাহা সত্য মনে করিও না। বৈধ কার্য্যে প্রবৃত্তি ও অবৈধ বিষয়ে নিবৃত্তি উৎপাদন করাই গুণবাদের উদ্দেশ্য। সেজন্য তাহা মাত্র প্রশংসা অর্থেই পর্য্যবসন্ন।

অনুবাদ। "অনুবাদোঽবধারিতে" যাহাতে বিজ্ঞাত বিষয়ের অর্থাৎ প্রমাণান্তরলব্ধ পদার্থের অভিধান হইয়াছে; বুঝিতে হইবে তাহা অনুবাদ। অনুবাদের লক্ষ্য ও বর্ণনীয় উভয়ই সত্য। বিজ্ঞাত বিষয়ের উল্লেখ উপদেশ নহে; তাহা অনুবাদ। অনুবাদ দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার দ্বারা নিশ্চিত কোন অভিনব অভিধান হইয়াছে।

ভূতার্থবাদ। "ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাৎ" প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ পায় না, এরূপ দেখিলে স্থির করিবে, তাহা ভূতার্থবাদ। ভূতার্থবাদ মাত্রেই সত্য। এ রীতি লৌকিক বাক্যেও আছে। ফল বাক্যের সহিত অর্থের, অর্থের সহিত বাক্যের এ উভয়ের সহিত মানব

মনের যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানগোচর করা অস্মদাদির সাধ্যায়ত্ত নহে।

বেদমধ্যে যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রস্তাব আছে, ঋষিরা বলেন, ছয় প্রকার উপায় দ্বারা তত্তাবতের তাৎপর্য্য অবধারিত হয়। উপক্রম ও উপসংহারের ঐকরূপ্য (১) অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ (২) উপক্রান্ত পদার্থের অপূর্ব্বতা অর্থাৎ অজ্ঞাততা [অন্য প্রমাণে যাহা জানা যায় নাই তাহা] (৩), ফলবর্ণন (৪),উপক্রান্ত পদার্থে রুচিজনক অর্থবাদ (৫), তর্কের বা যুক্তির দ্বারা উপক্রান্ত পদার্থের সংশোধন (৬)। আরম্ভকালে যাহা বলা হইয়াছে, সমাপ্তি কালেও তাহা বলিতে দেখিলে বুঝিতে হইবে, উপক্রান্তের ও উপসংহারের একরূপ বা ঐক্য আছে। মধ্যে মধ্যে যদি সেই পদার্থের অনুবাদ বা উল্লেখ দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে, সেই পদার্থ অভ্যস্ত হইয়াছে। যদি সে পদার্থ অন্য প্রমাণের অগোচর অর্থাৎ চক্ষুরাদির অলভ্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার অপূর্ব্বতা আছে। সে পদার্থের জ্ঞানে বা অনুষ্ঠানে অমুক অমুক ফল হয়, এরূপ উপদেশ দেখিলে স্থির করিবে তাহার ফল বলা হইয়াছে। তদঘটিত আখ্যায়িকা, স্তুতি ও নিন্দা থাকিলে বুঝিতে হইবে, শাস্ত্র সেই পদার্থে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি উত্তেজন করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে সেই পদার্থ যুক্তির দ্বারা অবিচাল্য ও তর্কে পরিষ্কৃত হইতেছে দেখিলে তাহা উপপত্তি বলিয়া জানিবে। যে প্রস্তাবে এই ছয় প্রকার চিহ্ন বা লক্ষণ থাকে, বুঝিতে হইবে, সেই পদার্থের উপদেশ করাই সেই প্রস্তাবের তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য।*

বেদ বাক্যের অর্থ বিন্যাস সম্বন্ধে এইরূপ বিচার পদ্ধতি অবলম্বিত

* উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। "অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।" [বেদান্ত বার্ত্তিক।

হইতে দেখা যায়। স্মৃতির ও পুরাণের রচনাও এই পরিপাটীর অনুগামী। বেদের মধ্যে অনেক অসম্ভব কথা আছে, পুরাণের মধ্যেও আছে। সে সকলের সঙ্গতি করিতে না পারায় সে সকলকে আমরা উপেক্ষা করি, মিথ্যা বিবেচনা করি। কিন্তু ঋষিরা বিচার অবলম্বন করিয়া সে সকল উক্তির তাৎপর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ সত্যাংশের আদান ও অসত্যাংশের পরিহার করিতেন। ঋষিরা যেমন বেদবাক্যের তাৎপর্য্য সংগ্রহে ব্যাকুল, শ্রদ্ধাবান্ ও বিচারনিপুণ হইয়াছিলেন, আমরাও যদি সেইরূপ হইতাম, উপেক্ষাবুদ্ধি যদি আমাদের প্রবলা না হইত, তাহা হইলে আমরাও বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতাম।

"পুরাণ" শব্দটি বৈদিক। ব্যাস ও তদুত্তরকালিক ঋষিগণ সেই বৈদিক পুরাণেরই অনুসরণে প্রসিদ্ধ পুরাণ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বেদের ব্রাহ্মণাত্মক ভাগবিশেষই পুরাণ। আধুনিক পুরাণ তাহারই অনুকরণ। বেদোক্ত বিধিনিষেধের স্মারক ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের নাম স্মৃতি। এবং বৈদিক পুরাণের রীতিতে লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ ঘটনাবলী প্রকাশক ঋষিবিরচিত গ্রন্থের নাম পুরাণ। স্মৃতি ও পুরাণ উভয়ই বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ; পরন্তু তাহার অবিচারিত অর্থ প্রমাণ নহে।*

---

* "যদ্‌ব্রাহ্মণানীতিহাসপুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসী।" [শ্রুতি। ব্যাখ্যাত্মক বেদ ব্রাহ্মণ। প্রাচীন ঘটনাবলীর বিবরণাত্মক বেদ ইতিহাস। জগতের বা জগতীস্থ বস্তুজাতের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনাত্মক বেদ পুরাণ। যাগ-যজ্ঞাদি ঘটিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পদ্ধতি ও দোষ গুণ নির্ণায়ক বেদ কল্প। প্রশংসাসূচক গানোপযোগী বেদ গাথা। মনুষ্যবৃত্তান্তপ্রতিপাদক বেদাংশ নারাশংসী। বেদ কেবলমাত্র "কৃষকের গান" নহে; বেদ এক অপূর্ব্ব জিনিষ। বেদের মধ্যে না আছে, এমন কিছুই নাই। আধুনিক শিল্প পুরাণাদি সমস্তই বেদবীজে উৎপন্ন।

ঔপদেশিক জ্ঞান পরীক্ষা করিতে গিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আর না, এই স্থানেই প্রাসঙ্গিক কথা শেষ করিলাম।

সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসা বলেন, প্রমাণ-নিচয়ের মধ্যে আপ্তবাক্য স্বতঃপ্রমাণ। চক্ষুঃ যেমন স্বতঃপ্রমাণ, সেইরূপ স্বতঃপ্রমাণ। চক্ষুঃ প্রমাণ কি না, চক্ষুঃ ঠিক্ দেখিল কি না, সংশয় হয় না। যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান—তাহা যেমন পরীক্ষা করিবে না; সেইরূপ, আপ্তবাক্য প্রসূত জ্ঞানও পরীক্ষা করিবে না। বাক্য প্রমাণপরিনিষ্ঠিত জ্ঞানের প্রামাণ্য আপনা-আপনি স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য মীমাংসাপরিশোধিত বা বিচারিত বেদার্থ বিজ্ঞান স্বতঃ প্রমাণ। বিচারিত বেদবাক্য যে জ্ঞান প্রসব করে, সে জ্ঞান অভ্রান্ত অর্থাৎ যথার্থ। লৌকিক বাক্যেও বিচারযোগ আবশ্যক; বিচারিত লৌকিক বাক্যও যথার্থ জ্ঞানের জনক। প্রভেদ এই যে, লৌকিক বাক্য ঐহিক পদার্থ প্রতিপাদন করে, বুঝাইয়া দেয়, আর বৈদিক বাক্য ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ পদার্থ প্রতিপাদন করে, বুঝাইয়া দেয়।

অপিচ, বাল্যকাল হইতে শব্দ শ্রবণ, কার্য্য দর্শন, ব্যবহার পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ ও মনন করিতে করিতে মনুষ্য যথাকালে গিয়া শব্দরাশির বিচিত্র শক্তি অবগত হইতে পারে। শব্দে যে বিচিত্র অর্থপ্রত্যায়ক সামর্থ্য আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়ার নাম ব্যুৎপত্তি *। ব্যুৎপত্তিমান্

* "ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থপ্রতীতিঃ" "ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ" [কাপিল সূত্র]। ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ জ্ঞানসংস্কার। স্থূল সূক্ষ্ম জ্ঞান সামান্যের ও জ্ঞান বিশেষের কারণকূট অনুভবে আবদ্ধ থাকা। এমন জ্ঞান অনেক আছে, যাহা ইন্দ্রিয়, যুক্তি ও উপদেশ দ্বারা জন্মে না, কেবল ব্যবহার প্রভাবে স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন ও দৃঢ়সংস্কারে আবদ্ধ হয়। ব্যবহার সমুৎপন্ন জ্ঞানের কতকগুলি ঐন্দ্রিয়ক-জ্ঞানের

পুরুষই বিচারের অধিকারী। ভ্রম প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব প্রভৃতি দোষ রহিত ব্যুৎপন্ন পুরুষ বিচারপূর্ব্বক যাহা বলেন, তাহা সত্য। সাংখ্যমতে বিচারিত বেদবাক্য এবং যোগী পুরুষের বাক্য * উভয়ই সত্যজ্ঞান প্রসব করে ও তাদৃশ বাক্যই আপ্তবাক্য। তদ্বিধ আপ্তবাক্য-সমুত্থ ঔপদেশিক জ্ঞান সর্ব্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তির উপায়। ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, সংশয়, কোন প্রকার দোষ নাই।

শিশুকাল হইতে বাক্য শ্রবণ ও ব্যবহার দর্শন করিতে করিতে

মধ্যে, কতকগুলি ঔপদেশিক জ্ঞানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। যেমন দূরত্বাদি জ্ঞান। দূরত্বাদি জ্ঞান স্বতন্ত্ররূপে জন্মিলেও তাহার স্বতন্ত্রতা বুদ্ধ্যারূঢ় হয় না। সে সকল জ্ঞানকে আমরা ঐন্দ্রিয়ক বলিয়াই জানি। ফলতঃ দূরত্ব, উচ্চৈস্ত্ব, নীচত্ব, এ সকল চক্ষুঃ কি অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, সুতরাং তৎসম্ভূত ও নহে। অথচ আমরা মনে করি, "এত দূর" "এত উচ্চ" এ সকল যেন আমরা চক্ষে দেখিয়াছি। বস্তুতঃ ঐ সকল বিষয় চাক্ষুষ অধিকারের বহির্ভূত। উহা কেবল ইন্দ্রিয়-ব্যবহারে উৎপন্ন হয় ও মানস-সংস্কারে অবস্থিতি করে। ব্যবহারাধীন জন্মে বলিয়া বালকদিগের "এত দূর" "এত উচ্চ" বোধ থাকে না। এই তথ্য নৈয়ায়িকগণ অপেক্ষাবুদ্ধিঘটিত করিয়া ব্যক্ত করেন ও চক্ষুঃসংযুক্তসমবেতত্বাদি সম্বন্ধের কল্পনা করেন। সঙ্কেতাদিব্যবহার সমুত্থ জ্ঞানও যৌক্তিক জ্ঞানে প্রবিষ্ট আছে। এ শব্দের এই শক্তি, এ সকল জ্ঞান ঔপদেশিক জ্ঞানে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কপিল বলেন, আপ্তোপদেশ, বৃদ্ধ ব্যবহার ও জ্ঞাত-শব্দের সমানাধিকরণ্য, এই তিনটী মাত্র শব্দার্থ জ্ঞানের কারণ, এ ভিন্ন চতুর্থ কারণ নাই। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, গ্রন্থ বিস্তৃতি ভয়ে সে সকল পরিত্যাগ করা গেল।

* সাংখ্যপাতঞ্জলাদি শাস্ত্রের মত এই যে, যোগাভ্যাস করিতে করিতে মানবচিত্তে একপ্রকার সামর্থ্যের আবির্ভাব হয়। তদ্বলে তাঁহারা ত্রিকালদর্শী ও যথাভূত অর্থের জ্ঞাতা হন। যোগাভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণের রজস্তম অংশ

কালে বহুজ্ঞান সঞ্চিত হয়। আমরা যে জ্ঞানবৃদ্ধ হইবার আশা করি, তাহাও উপদেশের বা আপ্তবাক্যের প্রসাদাৎ। যদি চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে আর একমাত্র বাগ্‌ব্যবহারের অভাব হয়; তাহা হইলে মানব পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্টজ্ঞানী হইয়া পড়ে। যদি কোন লোক কাহাকে কিছু না বলে ও কোন লোক কাহার নিকট কিছু না শুনে, তাহা হইলে তাহারা চক্ষুঃ থাকিতেও অন্ধ, ইন্দ্রিয় থাকিতেও নিরিন্দ্রিয়। অধিক কি বলিব, বাক্যব্যবহার না থাকিলে আমাদের কোন জ্ঞানই বর্দ্ধিত, সমুৎপন্ন ও পরিস্কৃত হইত না। বাক্‌শক্তি ও তজ্জাত ভাষা না থাকাতেই পশুজাতি অজ্ঞানান্ধ। সদ্যঃ-প্রসূত বালককে যদি জনশূন্য অরণ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার কিরূপ জ্ঞান সঞ্চয় হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। যদি এককালে সকল মনুষ্যই বাগিন্দ্রিয়বিহীন হয়, তাহা হইলে এ সংসারের দশা কি হয় তাহাও একবার ভাবিয়া দেখুন। যে কখন "অশ্ব" এই বাক্য শুনে নাই, কীদৃশ বস্তু "অশ্ব" পদের অভিধেয় তাহা জানে নাই, সে অগৃহীত-শব্দার্থ-সঙ্গতি নামে পরিভাষিত হয়। এই অগৃহীত-শব্দার্থ-সঙ্গতিক পুরুষের চক্ষুর উপর অশ্ব রাখিয়া দিলেও যতক্ষণ না কোন বিশ্বস্ত পুরুষ বলিয়া দিবে, এই অশ্ব, ততক্ষণ তাহার অশ্ব জানা হয় না। অশ্বলক্ষণ জানা না থাকিলে অশ্ব দেখিলেও অশ্ব জানা হইবে না। জন্মবধির মানব মূক অর্থাৎ বোবা হয়। কেন হয়? না সে সঙ্কেত-বাঁধা শব্দ (কথা বা ভাষা) শুনিতে পায় না। শুনিতে না পাওয়ায় সে উপদেশ পায় না, উপদেশ না পাওয়ায় তাহার পদার্থ চেনা হয় না। সেই কারণে সে বোবা হয়—বলিতে ও বুঝিতে পারে না। বস্তু চেনে না বলিয়াই

অর্থাৎ জড়তা, অপ্রকাশ ও বিক্ষেপ প্রভৃতি দূরীভূত হয়। অনন্তর অন্তঃকরণ প্রকাশময় হইয়া উঠে। সেই কারণে তাঁহাদিগের নিকট কোন বস্তু অজ্ঞানাবৃত থাকে না।

বোবা কহিতে পারে না। ইতিহাসে ব্যাঘ্রপালিত মনুষ্যের কথা শুনা যায়। ব্যাঘ্রপালিত মনুষ্য মানবীয় জ্ঞানে বঞ্চিত থাকে। সে জন্মাবধি মনুষ্য বাক্য শুনে নাই, মনুষ্যের ব্যবহার দেখে নাই, সেই কারণে সে মানবীয় জ্ঞানে বঞ্চিত। পদার্থ চিনিবার প্রধান উপায় বাক্য, বিশেষতঃ বিশ্বস্ত পুরুষের বাক্য। সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষের বিবেক জ্ঞান, বৈদান্তিক-দিগের ব্রহ্মজ্ঞান, সমস্তই আপ্তবাক্যের উপর নির্ভর দেখিয়া ঋষিরা বিচারিত বেদ-বাক্যকে চক্ষুঃ অপেক্ষাও গুরুতর প্রমাণ মনে করিতেন * সেই জন্যই ঋষিদের নিকট বেদের অত সম্মান। যোগীদিগের ও ঋষি-দিগের বাক্যও বেদার্থানুযায়ী। বাক্য কি লৌকিক কি অলৌকিক, কি তাত্ত্বিক, কি অতাত্ত্বিক সমুদায় পদার্থের প্রকাশক।

এতদূরে পরীক্ষাসন্দর্ভ সমাপ্ত হইল। এক্ষণে পরীক্ষিতব্য বলিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাউক।

পৃথিবীতে লৌলিক যত পদার্থই থাকুক; সমুদায় পদার্থের ব্যবহারোপযোগী নাম আছে। মানুষ আদি সৃষ্টির সময় হইতে এ পর্য্যন্ত সেই সকল নাম শুনিয়া শুনিয়া শিখিতেছে, অন্য উপায়ে শিখি-তেছে না। মানুষের বাক্‌শক্তি ও তজ্জাত ভাষা আছে, তাহাও উক্তপ্রণালীর অধীন। মানুষ আপনার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা উত্তম প্রণালীতে অন্য এক মনুষ্যে সঞ্চারিত করে এবং সে মনুষ্যও উক্ত প্রণালীতে বাক্‌শক্তি পায়, ভাষায় ও ভাষ্যে অভিজ্ঞ হয়। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সময়ে সময়ে চিন্তাশীল মহাপুরুষদিগের মনে উঠে, প্রথম মানুষ কাহার নিকট বাক্‌শক্তি পাইয়াছিল, কাহার নিকট সঙ্কেত-বাঁধা শব্দ (ভাষা) শুনিয়াছিল। অবশেষে স্থির করেন, বাক্‌শক্তি ও

---

* এই বিষয়টী শাস্ত্রে "যথা দৃষ্ট-গো-পিণ্ডস্যাপি অগৃহীতশব্দার্থসঙ্গতিকস্য ইয়ং গৌরিতি বাক্যমেবাঽজ্ঞানম্ভূৎ ন চক্ষুস্তেন বিষয়ীকৃতেঽপি গোপিণ্ডে গো-বুভুৎসাঽনুবৃত্তেঃ" ইত্যাদি প্রকারে নির্ণীত হইয়াছে।

সঙ্কেত-বাঁধা শব্দ, যাহার অন্য নাম ভাষা, তাহা আদিশরীরী ব্রহ্মার আত্মায় আপনা আপনি আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই স্বতঃপ্রাদুর্ভূত বা আকাশবাণীর ন্যায় বা দৈববাণীর ন্যায় আবির্ভূত শব্দরাশি মনুষ্য-ভাষার মূল। সেই অনাদি-নিধান অনন্ত শব্দরাশিই হিন্দুর বেদ। সেই সকল বেদ-শব্দ দেশভেদে ও মানবীয় বাক্‌যন্ত্রের গঠনাদিভেদে বিকৃত· হইয়া নানা আকারে পরিণত হইয়াছে। যতই ভাষা থাকুক, সকলের মূল বেদ। সৃষ্টি যদি অনাদি হয়, মনুষ্যের যদি আদি না থাকে, তাহা হইলে বেদও অনাদি হইবেক। মনুষ্যের যদি আদি থাকে, তাহা হইলে যে মূলে আদিমনুষ্যের সৃষ্টি, সেই মূলেই বেদের সৃষ্টি। অথবা বেদশব্দ সকল প্রলয়াবসানসংক্ষুব্ধ নিস্তব্ধ নভস্তলে অনুকরণধ্বনিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। যাহাই হউক, খুব ভাবিয়া দেখিলে বর্ণশব্দের বা ভাষাশব্দের অনাদি-নিধানতা দেদীপ্যমানরূপে প্রতীত হইবে। সেই জন্যই বলা হইয়াছে, একমাত্র বেদই সত্য, প্রমাণ এবং তজ্জনিত জ্ঞানও সত্য ও প্রমাণ।

জ্ঞান-বধ।

জ্ঞানের অনুৎপত্তি ও অল্পোৎপত্তি (আংশিক হানি) উভয়ই 'জ্ঞানবধ' শব্দের অভিধেয়। জ্ঞানবধ বলিলে বুঝিতে হইবে, স্থলবিশেষে জ্ঞান অনুৎপত্তি ও স্থলবিশেষে আংশিক উৎপত্তি বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের অভাবে বা বিনাশে জ্ঞানের অনুৎপত্তি এবং তাহার বৈকল্যে জ্ঞানের অল্পোৎপত্তি বা আংশিক হানি হইতে দেখা যায়। চক্ষু না থাকিলে বা চক্ষু বিনষ্ট হইলে চাক্ষুষ জ্ঞান আদৌ জন্মে না এবং চক্ষু বিকৃত বা বিকল হইলে, বিকার বা বৈকল্য অনুসারে চাক্ষুষ জ্ঞানের অল্পোৎপত্তি ও হানি ঘটনা হয়। বিকার অনুসারে অস্পষ্ট দর্শন, বিকৃতদর্শন (এ:ক আর দেখা)

ঘটনা হইয়া থাকে। চক্ষুঃস্থ রূপবাহী শিরা প্রশিরা (স্নায়ু) একটী নহে। পদার্থগত পৃথক্ পৃথক্ রূপে (রংএর) প্রতিভাস মস্তিষ্কে প্রাপণার্থ পৃথক্ পৃথক্ স্নায়ু অবধারিত আছে। যাহার দ্বারা লাল প্রতিভাস মনের নিকট প্রাপিত হয়, তাহার দ্বারা পীত প্রতিভাস প্রাপিত হয় না। যাহার রক্তরূপবাহী স্নায়ু নাই, সে রক্তরূপ দেখে না। তাহা যাহার বিকৃত, সে একে আর দেখে—রাঙা দেখিতে কাল দেখে। এরূপ লোক কখন কখন উদ্ভূত হয়। এইরূপ লোক ইংরাজী ভাষায় (Colour blind) 'কলার ব্লাইণ্ড' অর্থাৎ 'রং কাণা' নামে অভিহিত হন। ঠিক দেখিতে পায় না, একে আর দেখে, লাল রংএ কাল রং দেখে, এরূপ লোকও যে আছে, লোকে তাহা অল্পদিন বিদিত হইয়াছে, মধ্যে এ সকল অনুসন্ধান ছিল না। তবে দেখা যায়, রংকাণা অপেক্ষা 'সুরকাণা' 'তালকাণা' লোকই অধিক। অধিক কি বলিব, অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের গোচরে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জ্ঞানবধ দেখিতে পাইবে। সকলে সমান দেখে না, সকলে সমান শুনে না, ঘ্রাণশক্তিও সকলের সমান নয়, স্বাদবোধও সকলের একরূপ নহে, স্মরণশক্তি প্রভৃতি মানস পদার্থও অল্পাধিক তীব্র ও অতীব্র হইতে দেখা যায়। সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, যে যে ইন্দ্রিয়ের বিনাশ বা বৈকল্য (অপূর্ণতা) হইবে, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের গোচরে জ্ঞানবধ ঘটনা অনিবার্য্য। জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫, অন্তঃকরণ ৩ সর্ব্বসমেত ১৩;—এতদনুসারে বধও ১৩ সংখ্যক। জ্ঞানবধ ও কর্ম্মবধ (ক্রিয়া শক্তির অভাব বা ত্রুটি) মিলিয়া ১৩ প্রকার বধ সাংখ্যশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। উক্ত দ্বিবিধ বধের অন্য নাম 'অশক্তি'। অর্থাৎ বুঝিবার ও করিবার অসামর্থ্য।

ইন্দ্রিয়বধনিবন্ধন যেমন যেমন জ্ঞান কর্ম্মের বধ ঘটনা হইবে, তেমনি তেমনি ঐন্দ্রিয়ক, যৌক্তিক ও ঔপদেশিক জ্ঞানেরও বধ উপস্থিত হইবে। ইন্দ্রিয়ের দোষে ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের ত্রুটিতে যৌক্তিক জ্ঞানের এবং উভয় জ্ঞানের ত্রুটিতে ঔপদেশিক জ্ঞানের ত্রুটি হইয়া থাকে।

সেই জন্য সকলের সমান প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে না। সকলের সমান অনুমান শক্তি নাই এবং শাস্ত্রবাক্যও সকলে সমান বুঝে না।

বড়ই গোলযোগের কথা। সকলে সমান বুঝে না, অথচ বিশ্বাস ব্যবহার অনাশ্বস্ত হয় না! বিশ্বাস ব্যবহার অনাশ্বস্ত হয় না কেন? ইহাই ঠিক, ইহাই সত্য, ইহাই বাস্তব, ইহাই অবধারিত, এ ব্যবহার কিসে চলে? আমি যাহা দেখিলাম, তাহা মিথ্যা; কিন্তু তুমি যাহা দেখিলে তাহা সত্য; এ সিদ্ধান্তের প্রমাণ কি? প্রমাণ আছে। স্বজাতীয়-সম্বলন বা বহুর ঐক্য। বহুর ঐক্য হইতে দর্শনগত সত্যমিথ্যার অবধারণ হয়। বহুলোকের দেখা ঐক্য হইলেই সত্য; এবং এক জনের বিপরীত দর্শন অসত্য। আমিও রক্তবর্ণ দেখিলাম, তুমিও রক্তবর্ণ দেখিলে, আর এক জন আসিয়াও রক্তবর্ণ দেখিল, কেবল চতুর্থ ব্যক্তি তাহাতে কাল রং দেখিল। এই কাল দেখা মিথ্যা। হয় ত তাহার রক্তরূপবাহী শিরা বিকৃত আছে, তাই সে রাঙায় কাল দেখিয়াছে। সকল মনুষ্যই সূর্য্য-মণ্ডলকে আলোকময় দেখে; কিন্তু পেচক অন্ধকার দেখে। পেচক অন্ধকার দেখে, তাই বলিয়া কি সূর্য্যমণ্ডলকে অন্ধকারময় অবধারণ করিবে? ইতিপূর্ব্বে আমরা যে প্রমাজ্ঞানের কথা বলিয়াছি তাহার স্থূল তাৎপর্য্য—যথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানেরই অন্য নাম প্রমা। প্রমা বা যথার্থজ্ঞান নির্ব্বাচন করিতে গেলে আশঙ্কা ও ঐ সকল নিদর্শন উপস্থিত হয় সত্য; পরন্তু সে সকল শঙ্কা নিবারণার্থ সজাতীয়-সম্বলন-প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। আমরা এক প্রকার দেখি, পশুরা আর এক প্রকার দেখে, পক্ষীরা হয় ত অন্যপ্রকার দেখে, এই বিজাতীয়সম্বলন অস্মদাদির অগ্রাহ্য। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান ও আমাদের সত্যমিথ্যা অবধারণে পশ্বাদিজীবের জ্ঞান বাদ দেওয়া আছে। আমরা আমাদেরই অধিকারে থাকি, অন্যের অধিকারে যাই না। "মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্য।" শাস্ত্রে যে যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, তাহা

মানুষের জন্য। তাহাতে পশুর দর্শন বাদ আছে। অতএব, বহু মানুষ যাহা একরূপ দেখে সেই একরূপই তাহার সত্যরূপ ও তৎপ্রকারের সত্য মিথ্যাই মনুষ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত।

দেখিতেছি "বৃশ্চিকভিয়া আশীবিষমুখে পপাত।" বিছার ভয়ে সাপের মুখে পড়া ঘটনা হইল। বুদ্ধিবধ প্রসঙ্গে যথার্থ জ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া মূল প্রতিপাদ্যের মূলচ্ছেদ করা হইল। শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য আত্মযাথার্থ্য-নিরূপণ, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ তাহারই মূলে কুঠারাঘাত করিল। বহুলোকে যাহা একরূপ দেখে, তাহাই ঠিক; নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয় যাহা বুঝাইয়া দেয় তাহাই সত্য; এ লক্ষণ শাস্ত্রোক্ত আত্মযাথার্থ্যজ্ঞানে অব্যাপ্ত। শাস্ত্র বলেন—আত্মা অসঙ্গ ও চিৎস্বরূপ; কিন্তু সকল লোকেই জানে ও অনুভব করে, আত্মা সুখাদ্যনুষঙ্গী ও অহং-রূপী। অর্থাৎ আমি ইত্যাকারে প্রথিত। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, দৈবাৎ কখন কোন এক লোক অনেক কষ্টে "আমি অসঙ্গ" এইরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিলে, সেই জ্ঞান ঠিক হইবে কি না। আবহমান কাল হইতে সকল লোকে আপনাকে যেরূপে অবগত হইয়া আসিতেছে, সেইরূপ অবগতি আজ ঠিক কি না? বলিতে কি, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ অনুসারে সর্ব্ববিদিত আত্মজ্ঞানই সত্য হয়, কিন্তু কদাচিৎ কোন এক ব্যক্তির শাস্ত্রোক্ত আত্ম-জ্ঞান সত্য হওয়া দূরে থাকুক, বরং মিথ্যা বলিয়া গণ্য হওয়াই উচিত। কিন্তু মিথ্যা হওয়া কতদূর অসমঞ্জস ও কি পর্য্যন্ত ক্ষতিকর, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে সক্ষম। শাস্ত্র যে অসংখ্য লোকের সত্যজ্ঞান লোপ করিবে ও তাহাদিগকে ভ্রমে নিক্ষেপ করিবে, মিথ্যাজ্ঞান জন্মাইয়া অকারণ কষ্ট দিবে, লোকও লোভে লোভে আশায় আশায় সে সকল স্বীকার করিবে, ইহা অল্প আক্ষেপের ও ক্ষতির কথা নহে। যদিও এ সকল কথার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বে জ্ঞান-নির্ব্বাচন-প্রস্তাবে প্রদত্ত হইয়াছে ও পরেও হইবে, তথাপি, এখানেও এ সম্বন্ধে অল্প কিছু বলা আবশ্যক।

মনুষ্যের আবহমান কাল প্রচলিত স্বাভাবিক আত্মজ্ঞান যাহা আছে, তাহা স্থিরতররূপে অবস্থিত নহে। ইহাদের 'আমিজ্ঞানের' অবলম্বনের বা বিষয়ের স্থৈর্য্য দেখা যায় না। ইহারা এক বার এই স্থূল দেহকে 'আমি' বলে, আরবার এতদ্দেহস্থ ইন্দ্রিয়দিগকে 'আমি' বলে এই মাত্র আমাকে 'আমি স্থূল, আমি কৃশ' বলিয়া জানিতেছি, মুহূর্ত্ত পরেই আবার হয় ত আমি আমাকে অন্ধ, পঙ্গু, বধির বলিয়া জানিব। অতএব, মনুষ্যের আবহমানকাল প্রচলিত স্বাভাবিক আত্মজ্ঞান যাহা আছে তাহা অনবস্থিত ; সেজন্য তাহা সংশয়িত ও বিপর্য্যস্ত। যাহা সংশয়িত বা বিপর্য্যস্ত —তাহা মিথ্যা। শাস্ত্রসমর্পিত জ্ঞান তাহার বিপরীত ; সেজন্য তাহা সত্য। শাস্ত্রোক্ত আত্মজ্ঞান সমুদয় শাস্ত্রজ্ঞের নিকট সমান, অর্থাৎ একরূপ ও অবাধিত। তাহাতে কি সংশয়, কি বিপর্য্যয়, দুয়েব কিছুই থাকে না। সুতরাং তাহাই ঠিক ও অবশিষ্ট অঠিক। এ সম্বন্ধে আরও এক তত্ত্ব কথা আছে। আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক নহে। আত্মা ইন্দ্রিয়াধিকারে অতীত। ইন্দ্রিয়গণ কেবল বহির্বস্তুই দেখে, সর্ব্বান্তর আত্মবস্তু দেখে না। সেই কারণে আত্মা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের গ্রাহ্য না হইয়া প্রাতিভ জ্ঞানের গ্রাহ্য হন। প্রাতিভ-জ্ঞান সত্ত্বগুণের যৎপরোনাস্তি বিকাশে আবির্ভূত হয় ; সেজন্য তাহা নির্দ্দোষ ও সত্যগ্রাহী। প্রাতিভ-জ্ঞান কি তাহা বলিতেছি।

প্রাতিভ-জ্ঞান।

বুদ্ধির বিশেষ উন্মেষ দেখিলে, তাহাকে আমবা 'প্রতিভা' নামে খ্যাত করি। শীর্ষকোক্ত প্রাতিভ-জ্ঞান তাহার চরমোৎকর্ষ। এই জ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক, যৌক্তিক ও ঔপদেশিক জ্ঞান হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়-সংযোগাধীন জন্মলাভ করে, যে জ্ঞান হেতু দর্শনের অনন্তর আগমন করে, যে জ্ঞান বাক্য-শ্রবণে জন্মে, প্রাতিভ-

জ্ঞান সে সকলের অতিরিক্ত। অথচ নিতান্ত অকারণোৎপন্ন নহে। বিশ্বাস সহকারে নিরন্তর অনুশীলন, ধ্যান ও অনুসন্ধান করিতে করিতে কাহার কাহার ঐ জ্ঞান শীঘ্র বা সহসা প্রাদুর্ভূত হয়, কাহার বা কিছু বিলম্বে উৎপন্ন হয়। বায়ুর দ্বারা শুষ্কতৃণপুঞ্জের নীচে অলক্ষ্যে অগ্নিকণা প্রবেশিত হইলে, কালে সেই তৃণপুঞ্জ যেমন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ, প্রাতিভ-জ্ঞান ও ধ্যানসহকৃত ঐন্দ্রিয়ক যৌক্তিক ও ঔপদেশিক জ্ঞানরাশি হইতে সেই সকল জ্ঞানের সারভূত জ্ঞানান্তর-রূপে প্রাদুর্ভূত হয়। ইহারই প্রাদুর্ভাবে তত্ত্বচিন্তকগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। ধাতু, উপধাতু, প্রস্তর ও কাচ মলিন ও অমসৃণ অবস্থায় প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে না; কিন্তু পরিমার্জ্জনে নির্ম্মল ও মসৃণ (পলিশ) হইলে, কাচ প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, কাষ্ঠখণ্ডও প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি পুনঃ পুনঃ ধ্যানে ও একাগ্রতায় নির্ম্মলীকৃত হইলে চিত্ত-সত্ত্বে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাতিভ-জ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান, আধ্যাত্মিক চিন্তা, মনন ও নিদিধ্যাসন, এ সকল সমান কথা। ঈদৃশ নিদিধ্যাসন চিত্তের পরিমার্জ্জক অথবা দাহক। ইহারাই যথাযোগ্য আবৃত্তিতে বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে (পরিমার্জ্জনে) বুদ্ধির অজ্ঞানাবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন সর্ব্বাবভাসক সত্ত্ব একান্ত নির্ম্মল হয়। সত্ত্ব নির্ম্মল হইলেই জ্ঞান-সার প্রতিভা সহসা উন্মিষিত হয়। এই প্রণালীর জ্ঞান লৌকিক পরীক্ষকদিগের প্রতিভা ও বুদ্ধ্যুন্মেষ নামে খ্যাত। ইহাই যোগীদিগের যোগজ ধর্ম্ম ও যোগী প্রত্যক্ষ। এই প্রণালীর সত্য জ্ঞান পৌরাণিকদিগের দিব্যজ্ঞান, বৌদ্ধদিগের মনুষ্যোত্তরিধর্ম্ম সাক্ষাৎকার ও দার্শনিক পণ্ডিতদিগের অলৌকিক প্রত্যক্ষ। যে প্রক্রিয়ায় লৌকিক পরীক্ষকদিগের প্রতিভোন্মেষ হয়, প্রায় সেই প্রক্রিয়াতেই গীতনিপুণদিগের রাগ-স্বর-তাল-মূর্চ্ছনাদি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং তাহারই অনুরূপ প্রক্রিয়ায় যোগীদিগের ও জ্ঞানীদিগের আত্মজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত ইহলোকে যে কিছু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে সমুদায়ই প্রাতিভ জ্ঞানের প্রসাদাৎ। গ্যালিলিওর পার্থিব-গতি-জ্ঞান ও নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-জ্ঞান যদি সত্য সত্যই নূতন হয়, তবে, উক্ত দুই জ্ঞানকেও প্রাতিভ-জ্ঞান বলিতে পার। এ দেশের প্রাচীন ঋষিরা এই জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া বিশ্বমণ্ডল করামলকবৎ দেখিতেন ও প্রাচীন যোগী পতঞ্জলি মুনি "প্রাতিভাৎ বা সর্ব্বম্।" [বিজানাতি যোগী] এই সূত্রে উহার প্রভাব বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

সৎকার্য্যবাদ। *

"নাহসদুৎপাদোনৃশৃঙ্গবৎ।"

[কপিল-সূত্র।

সংক্ষেপে প্রমাণ-পরীক্ষা † সমাপ্ত করা হইয়াছে। অতঃপর

* "যৎ অস্তীতি প্রতীতিবিষয়ং তৎ সৎ।" যাহা আছে বলিয়া জ্ঞান হয় তাহার নাম সৎ। 'আছে' এই জ্ঞান প্রমাণ হওয়া আবশ্যক। সৎ ও সত্য তুল্য কথা। সদ্বিপরীতের নাম অসৎ বা অসত্য। যাহার রূপ নাই, আখ্যা নাই, যে নিজেও নাই, তাহার নাম অভাব ও অসত্য। যথা—নরশৃঙ্গ, শশ-বিষাণ, বন্ধ্যাপুত্র, ইত্যাদি।

† পূর্ব্বে তিনটী মাত্র প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে। যদিও মতবিশেষে অধিক প্রমাণের উল্লেখ আছে, তথাপি তাহা উল্লেখ মাত্র। সাংখ্যমতে "ন ন্যূনং নাতিরিক্তম্" তিনের অতিরিক্ত বা ন্যূন প্রমাণ নাই। অলৌকিক আর্য্যবিজ্ঞান বা যোগিপ্রত্যক্ষ যদিও অসাধারণ ফল প্রসব করে, তথাপি তাহা কথিত প্রমাণত্রয় হইতে ভিন্ন নহে। যোগীরা যোগ বলে, শিল্পীরা যন্ত্র বলে, অতিদূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থের ন্যায় দেখেন। পরমাণু বা তত্তুল্য সূক্ষ্ম বস্তুকে স্থূলবৎ প্রত্যক্ষ করেন। এ কথা মিথ্যা নহে; প্রত্যুত সত্য। পরন্তু তদ্বিধ

প্রমেয় [প্রমাণের বিষয়] পরীক্ষা। বলা বাহুল্য যে, প্রমেয় * অসংখ্য। সে জন্য মাত্র কতিপয় প্রধান প্রমেয় বর্ণিত হইবে। প্রমেয় বলিবার পূর্ব্বে সৎকার্য্যবাদ বর্ণন প্রয়োজনীয়। কারণ সৎকার্য্যবাদই সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রমেয়পরীক্ষার ভিত্তি।

দর্শনের উপায়ীভূত যোগ ও যন্ত্র, উভয়ের কেহই প্রমাণ নহে। তাহারা প্রমাণের সাধক বা সহায়। যোগ ও যন্ত্র ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলে সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধিই করে, অন্য কিছু করে না। এই তথ্য সাংখ্যাদি শাস্ত্রে "স্বচ্ছপ্রসাদ-স্বাভাব্যাৎ কাচাদীনাং চক্ষুষোঽবাধকত্বং দৃষ্টম্।" ইত্যাদি ক্রমে কথিত হইয়াছে।

অপিচ, যোগ ও যন্ত্র, উভয়ের মধ্যে অপর এক প্রভেদ আছে। যন্ত্র কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু যোগ অন্তরিন্দ্রিয়েরও শক্তি বৃদ্ধি করে। যন্ত্র সূক্ষ্মবস্তুর শরীরে স্থূলত্ব ভ্রম না জন্মাইয়া চক্ষুর্গোচরে নীত করে না, দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থের ন্যায় ভ্রম না জন্মাইয়া প্রত্যক্ষে উপনীত করিতে পারে না; কিন্তু যোগ তাহা পারে। যোগের তাদৃশী শক্তি আছে কি না, তাহা অস্মদাদির অনুপদেশ্য। তবে বৃদ্ধ্যারোহ করিবার নিমিত্ত যে কিছু যুক্তি আছে, তাহা পাতঞ্জল দর্শনে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আর এক কথা। ভারত যুদ্ধের সময় ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন। লিখিত আছে, সঞ্জয় তদ্দ্বারা দূরস্থ যুদ্ধকাণ্ড নিকটস্থের ন্যায় অবলোকন করিয়া তদ্‌বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রের গোচর করিতেন।' "নিকটস্থের ন্যায়" এই বাক্ ভঙ্গীর দ্বারা বোধ হয়, ঐ দিব্য চক্ষুঃ কোন প্রকার যোগ, অথবা যন্ত্র। কেহ কেহ দিব্য চক্ষুর স্থানে চশমা বলিতে ইচ্ছুক।

* প্রমা শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান। সেই যথার্থ জ্ঞান যে যে বস্তু অবগাহন করে সেই সেই বস্তুই প্রমেয়। এতাবতা বস্তু, পদার্থ, প্রমেয়, এই সমস্ত নাম একই অর্থের পরিচায়ক। ব্যবহারিক প্রমা এবং ব্যবহারিক প্রমেয় ব্যবহার কালেই উপযুক্ত, কিন্তু তাত্ত্বিক প্রমা ও তাত্ত্বিক প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞানের উপযুক্ত।

সাংখ্যমতে তাত্ত্বিক প্রমেয় [প্রমাণের বিষয়ীভূত তত্ত্ব] পঞ্চবিংশতির অতিরিক্ত নহে। যদ্যপি পশু পক্ষী, মনুষ্য, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা,—ঘট, পট, গৃহ, কুড্য প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই প্রমেয় এবং আধ্যাত্মিক মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও জীব প্রভৃতিও প্রমেয়; তথাপি ঐ সকলের অধিকাংশই ব্যবহারিক প্রমেয়, তাত্ত্বিক প্রমেয় নহে। তাত্ত্বিক প্রমেয় কি তাহা বলি। যাহা তত্ত্ব অর্থাৎ কোন মৌলিক পদার্থ বলিয়া প্রমাজ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই তাত্ত্বিক প্রমেয়। একই মৃত্তিকার বিকার ঘট, শরাব, উদঞ্চন প্রভৃতি নানা নামে ব্যবহৃত হইলেও তাহা যেমন মৃত্তিকা হইতে তত্ত্বান্তর নহে, তেমনি আন্তর ও বাহ্য পদার্থের ব্যবহার দশায় অসংখ্যতা দৃষ্ট হইলেও সে সকলের তত্ত্ব বা মূল অসংখ্য নহে। পদার্থ সকল ব্যবহার কালে একবিধ : পরন্তু তাহার তত্ত্ব অন্যবিধ।

কাহার মতে জগতের মূল তত্ত্ব এক অর্থাৎ ব্রহ্ম। কাহার মতে দুই অর্থাৎ প্রকৃতি আর পুরুষ। কাহার কাহার মতে জগতের তত্ত্ব অন্যবিধ। যতই মত থাকুক না, ব্যবহারের সমসংখ্যক তত্ত্ব কোন মতে স্বীকৃত হয় নাই। ব্যবহারেব কাল্পনিকতা ও মূলের তাত্ত্বিকতা সকল মতেই বর্ণিত আছে। ব্যবহারিক পদার্থের অসত্যভাব দেখাইবার নিমিত্ত ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে একটী আখ্যায়িকা অভিহিত হইয়াছে। আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এই—পুরা কালে উদ্দালক নামে এক ঋষি শ্বেতকেতু নামক আপন পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞ করিবার নিমিত্ত গুরুসন্নিধানে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। শ্বেতকেতু কিছু কাল পরে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, উদ্দালক তাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে কি না বুঝিবার অভিপ্রায়ে তাহার মুখজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন শ্বেতকেতুর তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, তদীয় অন্তঃকরণ কেবল বিদ্যাভিমানে পরিপূর্ণ হইয়াছে। বুঝিলেন, শ্বেতকেতু তত্ত্বজ্ঞ হইয়া আইসে নাই, একটী বিচারমল্ল হইয়া আসিয়াছে। উদ্দালক ইহাতে বিশেষ দুঃখিত হইলেন।

ভাবিলেন, এখন ইহাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। যে জিজ্ঞাসু নহে, যে নিজের জ্ঞানে সংশয়িত নহে, তাহাকে উপদেশ দেওয়া অনর্থক। যদি কোন প্রকারে ইহাকে ইহার নিজের অজ্ঞতা অনুভব করান যায়, তাহা হইলে ইহার বর্ত্তমান অজ্ঞান উপদেশ দ্বারা উপশান্ত হইতে পারে। উদ্দালক মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস শ্বেতকেতু! তুমি সমস্ত শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছ। কিন্তু এমন কোন পদার্থ জানিয়াছ যে, যাহা জানিলে সমস্তই জানা হয়?

শ্বেতকেতু বলিলেন, তাহা কিরূপে সম্ভবে?

উদ্দালক বলিলেন, একটী মৃন্ময় বস্তুর মূল জানিলে যেমন সমস্ত মৃন্ময় বস্তু জানা হয়, একটী নখনিকৃন্তনের তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে যেমন সমুদয় কার্ষ্ণা-য়স (ইস্পাত) জানা হয়, একটী কুণ্ডলের প্রকৃতি জানিলে যেমন সমুদায় হিরণ্ময় বস্তু জানা হয়, তেমনি, এই জগতের মূল উপাদান জানিলে সমুদায় তদুপাদেয় বিশ্ব জানা হয়। উদ্দালকের এবংবিধ উপদেশে শ্বেতকেতুর নিজ জ্ঞানশক্তির প্রতি সংশয় জন্মিল। তখন তাহার বিশ্ব-উপাদান জানিবার ইচ্ছা হইল। অনন্তর উদ্দালক তর্কসচিব উপদেশ দ্বারা তদীয় মনে বিশ্বজীব প্রকৃতির তত্ত্ব সঞ্চারিত করিতে পারিলেন।

অতএব, ব্যবহার কালে ঘটশরাবাদির পার্থক্য অনুভূত হইলেও তাহা তাত্ত্বিক জ্ঞানে অসত্য। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" বিকার সকল বাক্যসৃষ্ট অর্থাৎ কথামাত্র। নামের পারমার্থিকতা নাই। যাহা মূল তাহাই পরমার্থ। ঘট, শরাব, উদঞ্চন, এই সকল নাম মাত্র, মৃত্তিকাই ঐ সকলের তত্ত্ব। এ অভিপ্রায় কেবল উদ্দালকের নহে, সাংখ্যাচার্য্যদিগেরও বটে। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, কার্য্যকারণভাব অবলম্বন করিয়া জগতের মূলতত্ত্বে উপনীত হও। তাহা হইলে আপনার ও জগতের অনারোপিত রূপ বুঝিতে পারিবে। জগৎ ও আত্মা এই দুই পদার্থের তত্ত্ব বা অনারোপিত রূপ জ্ঞাত হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইবে।

দার্শনিকদিগের কথাগুলি শুনিতে যেমন, বুঝিতে তেমন নহে। অথবা বুঝিতে যেমন, পরীক্ষা করিতে তেমন নহে। সাংখ্যকার বলিলেন, কার্য্যকারণভাব অবলম্বন করিয়া মূল তত্ত্বে উপনীত হও। কিন্তু মূলতত্ত্বে গমন করিবার পরিস্কৃত পথ কৈ? জগতের ভাব, গতি, সংস্থান ও কার্য্য-কারণভাব এমনি বিচিত্র ও এমনি দুর্ব্বিজ্ঞেয় যে, নিম্নশ্রেণীর কার্য্য-কারণ-ভাব স্থির করাও কঠিন। আবার মনুষ্য-মনের সহিত এই জগতের এমনি বক্র সম্বন্ধ ও এমনি প্রতার্য্য-প্রতারকতা আছে যে, একটা সামান্য কার্য্যকারণভাব গড়িতে ও দেখিতে গেলে মতভেদ উপস্থিত হইয়া সংশয় সাগরে নিমগ্ন ও বিমোহিত করে। অনুকরণ ধ্বনির প্রতি মনোনিবেশ করিলে সেই ধ্বনিকে যখন যেরূপ ভাবা যায়, তখন সেইরূপ বোধ হয়। (ঢেঁকির কচ্‌কচির মত)। জগতের ও আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেও ঠিক সেইরূপ হয়। না হইবে কেন? জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার দুইটী একরূপ পাওয়া যায়। প্রজ্ঞা প্রত্যেক ব্যক্তিতেই আছে সত্য, পরন্তু তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিতেই বিভিন্ন। যাহার যেমন প্রজ্ঞা, সে তদনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বহু লোকে বহু প্রকার সিদ্ধান্ত করিবে, তন্মধ্যে কাহার সিদ্ধান্ত ঠিক তাহা কে বলিতে পারে? সাংখ্য বলেন, যাহা শাস্ত্রসংস্কৃত আত্মার প্রিয় তাহাই ঠিক্। সেই সিদ্ধান্তই ফল প্রসব করে, অপর সিদ্ধান্ত কল্যাণকামী পুরুষের অগ্রাহ্য।

উৎপত্তিঘটিত কার্য্যকারণ ভাব লইয়া অনেক গুলি মত আছে। কিন্তু যে সমস্ত মত অত্রৈকালিক, শাস্ত্রচর্চ্চা সংস্কৃত আত্মার ও সৎপুরুষের অপ্রিয়, সে সকল অসৎ। এক মত আছে, "অসতঃ সজ্জায়তে।" অবিদ্য-মান বা অভাব (না থাকা) হইতে সতের জন্ম হয়। এই মতের নাম অসৎকার্য্যবাদ।*

* ইহা বৌদ্ধ সম্মত। এতদ্ভিন্ন নাস্তিক বিশেষের মতে অসৎ অর্থাৎ নাম

আর এক মত আছে "একস্য সতো বিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং ন বস্তু সৎ" মূলে এক মাত্র সদ্বস্তু ছিল। এই দৃশ্যমান জগৎ তন্নিষ্ঠ মায়াশক্তির প্রতিভাস। এই মতের নাম বিবর্ত্তবাদ এবং এই মতেজগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য।

অন্য এক মত আছে "সতোঽসজ্জায়তে" পরমাণু প্রভৃতি সৎপদার্থ হইতে অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না এরূপ দ্ব্যণুকাদি উৎপন্ন হয়। ইহারই নাম অভাবোৎপত্তিবাদ।

আর এক মত আছে, "সতঃ সজ্জায়ত এব" সদ্বস্তু হইতে সদ্বস্তুই উৎপন্ন হয়। যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও ছিল—কারণদ্রব্যে ছিল। ইহাই সাংখ্যের সৎকার্য্যবাদ। সাংখ্যপ্রণেতা কপিল এই মতের অত্যন্ত পক্ষপাতী। মহর্ষি কপিল যুক্তিসহকারে দেখাইয়াছেন, "পূর্ব্ব পূর্ব্ব মত গুলি নিতান্ত সদোষ, অন্যথাভবিক, অত্রৈকালিক, সংস্কৃত আত্মার অপ্রিয়; সুতরাং অসৎ ও অগ্রাহ্য। যাহা জন্মিবে তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, এই সত্য, কল্যাণকামী পুরুষের অবশ্য গ্রহণীয়।

বলিতে পার যে, যাহা জন্মিবে, পূর্ব্বে তাহা কোথায় থাকে। প্রত্যুত্তর এই যে তাহা কারণদ্রব্যে লুক্কায়িত থাকে। ইহাতে যুক্তি কি? অভিনব উৎপত্তিতে আপত্তিই বা কি?

অভিনব উৎপত্তি পক্ষে আপত্তি—প্রথমতঃ সিদ্ধসাধন। অর্থাৎ যাহা আছে তাহার আবার উৎপত্তি কি? "ছিল না, হইল" এমন হইলেই

রূপ আখ্যা বিবর্জ্জিত (যাহা কিছুই নহে এরূপ) কারণ হইতে তত্তুল্য জগৎ জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, এখনও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। মধ্যে কেবল কতকগুলি মিথ্যার বিজৃম্ভণ দেখা যায়। এই মতে ঈশ্বর নাই, পরকালও নাই।

উৎপত্তি শব্দের প্রয়োগ সাধু হইতে পারে। থাকিলে তাহার নিমিত্ত যত্ন ও আয়াস প্রযুক্ত হইবে কেন? কারণ-দ্রব্যই বা কি করিবে?

প্রত্যুত্তর—সৎকার্য্য পক্ষে ও যত্নের প্রয়োজন আছে। লুক্কায়িত অর্থাৎ শক্তিরূপে অবস্থিতি অব্যক্ত কার্য্যকে ব্যক্ত করাই যত্নের ও আয়াসের ফল। অনভিব্যক্ত কার্য্য ব্যবহারের অনুপযোগী সুতরাং তাহা থাকা না থাকা সমান। মৃৎপিণ্ডে ঘট থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি ব্যতীত জলাহরণ সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং অভিব্যক্তির নিমিত্ত তাহাতে কারণসংযোগ আবশ্যক। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সদ্ভাব থাকিলেও যখন তাহার অভিব্যক্তি প্রয়োজনীয়, তখন আর কার্য্য প্রবৃত্তির ব্যাঘাতাদির আপত্তি হইতে পারে না এবং আয়াসের বৈফল্য শঙ্কাও স্থান পায় না। কার্য্যের অনাগতাবস্থা বা কারণব্যাপারের পূর্ব্বাবস্থা অথবা অব্যক্ত অবস্থার নাম অনুৎপত্তি। বর্ত্তমানাবস্থা বা ব্যক্তাবস্থার নাম উৎপত্তি। আর, অতীতাবস্থা বা কারণপ্রবেশাবস্থা বিনাশ। এইরূপ উৎপত্তি, অনুৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ ব্যতীত অন্যরূপ উৎপত্তি, অনুৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ নাই।

যাহাতে যাহা নাই বা থাকে না তাহা হইতে তাহা কদাচ হয় না। শত সহস্র শিল্পী একত্রিত হইলেও নীলকে পীত করিতে পারে না। অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিলেও এবং চিরকাল নিপীড়ন করিলেও কেহ বালুকা হইতে তৈল নিষ্কাশ করিতে পারিবেন না। পীত ও স্নেহ, নীলে ও বালুকায় না থাকায় তদ্দ্বয়, তদ্দ্বয় হইতে আবির্ভূত হয় না। অতএব, যে কার্য্য যে উপাদানে লুকায়িত থাকে, শক্তিরূপে নিহিত থাকে, সেই কার্য্যই সেই উপাদান হইতে হয়, কার্য্যান্তর হয় না। হইলে যে-সে দ্রব্যে যে-সে বিকার জন্মিত। তাহা যখন হয় না, জন্মে না, যখন বিশেষ বিশেষ উপাদান হইতেই হয়, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, কার্য্য মাত্রেই স্বীয় স্বীয় কারণে শক্তিরূপে থাকে, পরে তাহা

কর্ত্তার ব্যাপারে প্রকট প্রাপ্ত হয়। ইহাই কপিলের সৎকার্য্য বাদ। কপিল মুনি এই সৎকার্য্য বাদের অনুকূলে অনেক প্রকার যুক্তি দেখাইয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে সে সকল ত্যাগ করিলাম।*

সাংখ্যমতে কার্য্য দ্বিবিধ। অভিব্যজ্যমান ও উৎপদ্যমান। ধান্য হইতে তণ্ডুল গো হইতে দুগ্ধ—ইত্যাদি প্রকার কার্য্য অভিব্যজ্যমান। বীজ হইতে অঙ্কুর ভুক্তান্ন হইতে রস রক্তাদি, ইত্যাদিবিধ কার্য্য উৎপদ্যমান। দ্বিবিধ কার্য্যই শক্তিরূপে স্বীয় আকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকাশ কোথাও অভিব্যক্তি, কোথাও বা উৎপত্তি নামে অভিহিত হয়।

কার্য্য-শক্তির জ্ঞান কাহার বা কার্য্য নিষ্পত্তির অনন্তর জন্মে, কাহার বা পূর্ব্বেই জন্মে। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।" পরে জন্মে জড়বুদ্ধি মনুষ্যের, পূর্ব্বে জন্মে পরীক্ষক মনুষ্যের। সেই জন্যই পরীক্ষক পুরুষেরা কার্য্যোন্নতি করিতে পারেন, জড় বুদ্ধিরা পারে না।

---

* "ত্রিবিধবিরোধাপত্তেশ্চ" "নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ" "উপাদাননিয়মাৎ "সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাহসম্ভবাৎ" শক্তস্য শক্যকরণাৎ" "কারণভাবাচ্চ" নাভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাহব্যবহারৌ" "নাশঃ কারণলয়ঃ" এই সকল কপিল সূত্রের মর্ম্ম লইয়া ইহা লিখিত হইল। বস্তুতঃ মৃত্তিকায় যদি ঘটশক্তি না থাকিত তাহা হইলে কদাচ মৃত্তিকার দ্বারা ঘট প্রস্তুত করা যাইত না। মৃত্তিকার ঘট জন্মাইবার শক্তি আছে বলিয়াই মৃত্তিকায় ঘট জন্মে এবং লোকেও ঘট গড়িবার জন্য মৃত্তিকা গ্রহণ করে। যাহারা জানে, মৃত্তিকা ঘট জন্মায় না, কদাচ তাহারা ঘট গড়িবার জন্য মৃত্তিকা গ্রহণ করে না। এ সকল দেখিয়া বুঝা উচিত যে, প্রকৃতিতে যদি জগৎ-রচনা শক্তি না থাকিত তাহা হইলে কদাচ প্রকৃতি হইতে জগৎ রচিত হইত না। প্রকৃতিতে জগৎশক্তি আছে বলিয়াই প্রকৃতি জন্মায়। সাংখ্য যে পরে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব লোপ করিবেন, সেই স্থানেই তাহার সূত্রপাত হইল।

সাংখ্যমতে কারণ দুই প্রকার। এক প্রকারের নাম নিমিত্ত কারণ, অন্য প্রকারের নাম উপাদান কারণ।* কারণ শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে, "যেন বিনা যৎ ন ভবতি তৎ তস্য কারণম্"। অর্থাৎ যাহা ব্যতীত যাহা আত্মলাভ করে না, সে তাহার কারণ। এ লক্ষণ অনুসারে নানা পদার্থ কারণ সংজ্ঞা পাইতে পারে সত্য; পরন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অধিকরণ ও সম্প্রদান প্রভৃতি নামে পর্য্যাপ্ত হইয়া যায় এবং অপর একটী অপাদান আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই অপাদান সাংখ্যভাষায় উপাদান ও ন্যায়ভাষায় সমবায়ী নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। উপাদান কারণের সহিত নিমিত্ত কারণের প্রভেদ এই যে, প্রত্যেক জায়মান কার্য্যে উপাদানের অনুবর্ত্তন থাকে, কিন্তু নিমিত্তের অনুবর্ত্তন থাকে না। ঘটের উপাদান মৃত্তিকা এবং নিমিত্ত দণ্ড.চক্র সলিল ও সূত্র প্রভৃতি। বলয়াদি কার্য্যের উপাদান সুবর্ণ; তাহার নিমিত্ত—সন্দংশ, (সাঁড়াশী) ও ভস্ত্রা (যাঁতা) প্রভৃতি। ঘটে মৃত্তিকা থাকে কিন্তু নিমিত্ত কারণের সংস্রব থাকে না। কেননা, নিমিত্ত কারণ কেবল সম্বন্ধের দ্বারা কার্য্য জন্মাইয়া কৃতার্থ হয়, সেইজন্য আর

* কারণ-জ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হওয়া সুকঠিন। কোন কার্য্য উৎপন্ন হইলে তাহার কারণ অসাধারণ করা বরং সহজ কিন্তু ভবিষ্যৎ কার্য্যের কারণ অবধারণ করা সহজ নহে। পরন্তু বড় কঠিন। তাহা সুনিপুণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই পারেন, যুক্তি-কুশল ধ্যান-পারগ ব্যক্তিও কথঞ্চিৎ পারেন।

কার্য্যের নির্ণয় কালে অন্বয় ও ব্যতিরেক, উভয় পথই অবলম্বন করিতে হয়। কোন্‌টী থাকাতে কার্য্যটী জন্মিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে এবং কোন্‌টী না থাকিলে তাহা হইত না, তাহাও দেখিতে হইবে। "যাহা না থাকিলে হইত না" এই অংশটী নিকট সম্বন্ধ অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ কুম্ভকারের পিতামহ না থাকিলে ঘট হইত না, এই আপত্তিতে কুম্ভকারপিতামহকে ঘট-কারণ বলা ন্যায্য হইবে না।

তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে না। ফল কথা এই যে, যে দ্রব্যের গাত্রে কার্য্য জন্মে বা যে দ্রব্য বিকৃত হইয়া কার্য্য জন্মায়, সেই দ্রব্য উপাদান। কারণে যে কার্য্যশক্তি থাকে, তাহা উপাদান কারণেই থাকে, নিমিত্ত কারণে নহে।

সাংখ্যমতে জগতের উপাদন প্রকৃতি। প্রকৃতিতে অনন্ত ও অপ্রমেয় কার্য্য-জনন শক্তি ছিল অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিতান্ত সূক্ষ্ম বীজরূপে লুক্কায়িত ছিল, তাই তাহা অভিব্যক্ত হইয়া এই বিচিত্র জগৎ জন্মাইয়াছে। প্রকৃতি কি? কি প্রকারে তাহা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে? এ সকল কথা উত্তর ভাগে বিবৃত করিতেছি।

উত্তর ভাগ।



তত্ত্বসঙ্কলন।

প্রথম ভাগে প্রমাণ, প্রমাণের সংখ্যা ও তৎপ্রসঙ্গপ্রাপ্ত অনেক কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রমেয় তত্ত্বে হস্তার্পণ করিতে হইবে। প্রমেয় তত্ত্ব বলিতে গেলে প্রথমতঃ তত্ত্ব সমুদায়ের একটি স্থূল সঙ্কলন ও জগতের উৎপত্তিঘটিত একটি সামান্য ছবি প্রদর্শন করা আবশ্যক হয়।

একদা এক ঋষি—দর্শন ও পুরাণ রচয়িতা ঋষিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইঁহারা জগৎ গড়া পণ্ডিত। ঈশ্বর জগৎ-নির্ম্মাণ করুন বা না করুন ইঁহারা করেন।" কথাটা উপেক্ষণীয় নহে। সত্য সত্যই দেখা যায়, যিনি যখন লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই তখন জগৎ গড়িয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ রোগ সকল দেশের লোকেরই আছে।

উপরোক্ত কথা যাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে, তিনি বোধ হয় জৈমিনি মতের ব্যক্তি। কারণ, একমাত্র জৈমিনি মুনি জগতের উৎপত্তি অস্বীকার করেন। জৈমিনির মতে জগতের সার্ব্বাত্মিক উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। জৈমিনি বলেন' "ন কদাচিদনীদৃশম্" জগৎ এখন যে অবস্থায় ও যে নিয়মে চলিতেছে পূর্ব্বেও এই নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। এতদপেক্ষা কোন নূতনবিধ অবস্থা বা ঘটনা জগতের সম্বন্ধে ঘটিয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না। এখন যেমন আমরা এক বৃক্ষের অভাব, অন্য বৃক্ষের উদ্ভব,—এক জীবের মৃত্যু, অপর জীবের জন্ম—এক পদার্থের ধ্বংস, অপর পদার্থের উৎপত্তি,—এক প্রদেশের উদয়, অপর প্রদেশের বিলয় প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপ অনাদি অতীত কালের লোকেরাও দেখিয়াছিলেন এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ কালের লোকেরাও দেখিবেন। সর্ব্বধ্বংসরূপ মহা-

প্রলয় কস্মিন্ কালে হয় নাই, হইবেওনা। * ঈদৃশ প্রকাণ্ড ও অনন্ত বিশ্বের যে এক সময়ে নামগন্ধও ছিল না, অকস্মাৎ উৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা প্রমানাসহ সুতরাং অসম্ভব। শাস্ত্রে যে মহাপ্রলয় বর্ণিত আছে, তাহা প্রকৃত মহাপ্রলয় নহে। তাহা খণ্ড প্রলয়।

জৈমিনেয়দিগের মতে জগতের গতি যেরূপ হয় হউক, কিন্তু আর আর ঋষিগণের মতে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। আমারা যাঁহার মত প্রকাশ করিতেছি, তাঁহার মতেও জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সুতরাং তদীয় মতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, কি প্রকারে ও কি কৌশলে, কাহার শক্তিতে হয় বা হইয়াছে, তাহা আমরা অল্প কথায় পাঠকগণের গোচর করিব। স্থূলতঃ কতিসংখ্যক তত্ত্বের দ্বারা (কারণ-দ্রব্যের দ্বারা) এই প্রকাণ্ড জগৎ জন্ম লাভ করিয়াছে, কোন্ তত্ত্ব হইতে কোন্ তত্ত্বের জন্ম হইয়াছে, এ সকল দৃশ্যের আদি কারণ কি? এই অংশত্রয় মাত্র বলিব, অন্য কিছু বলিব না। নদ, নদী, সাগর, শৈল, লতা ও গুল্ম প্রভৃতি কি কৌশলে কাহার শক্তিতে ও কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, এ সমস্ত বলিব না। কাপিল মতের জগৎ রচনায় ঐ সমস্ত নাই। অর্থাৎ কপিল ততদূর বলেন নাই।

"বলেন নাই কেন? কপিল কি ততদূর বুঝিতেন না?

বুঝিতেন না এ কথা আমরা কি করিয়া বলিতে পারি। একজন সর্ব্বজ্ঞ ঋষি যে একটা গাছ হয় কেমন করিয়া তাহা জানিতেন না, এরূপ ভাবা নিতান্ত অসঙ্গত। আমরা এই মাত্র বুঝি ও বলিতে বাধ্য যে, ঐ সকল বলিবার বিশিষ্ট প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন নাই বলিয়াই কপিল

---

* এ সম্বন্ধে নব্য ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানবাদীদিগের সহিত বিশেষ ঐকমত্য দেখা যায়। ইহাঁদিগকে Materialists বলে। ইহাঁদের কথা তদ্দেশীয়দিগের নিকট নূতন হইলেও এতদ্দেশীয়দিগের নিকট নহে।

বলেন নাই। নদ হয় কি প্রকারে? নদী হয় কি প্রকারে? পর্ব্বত হয় কি প্রকারে? এ সকল জানা পুরুষের মোক্ষ বা আত্মোদ্ধারের সাধক নহে। সেই কারণে কপিল ঐ সকল কথা বলেন নাই। আত্মা ও জগৎ, এতদুভয়ের যাথার্থ্য অনুভব করাইয়া বিবেক জ্ঞান জন্মানই কপিলের অভিপ্রেত। যাহা যাহা তদুভয়ের অনুপযোগী তাহা তাহা তিনি বলিবেন কেন? কপিল বলেন, সংসারের বা গৃহকার্য্যের উপকরণ স্বরূপ এই জড়পিণ্ডের গুণাগুণ ও স্থিতিপ্রকার জানিলে কি হইবে? যাহা এ সকলের তত্ত্ব তাহাই জ্ঞান—জানিলে ত্রাণ পাইবে? যাহাদের কুতূহল নিবৃত্তি করাই অভিলষিত, শিল্পসাধন করাই পুরুষার্থ, যাহারা জন্ম জন্ম বদ্ধ থাকিতে ক্লেশবোধ করে না, তাহারাই পাথর হয় কেমন করিয়া তাহা অনুসন্ধান করুক, কিন্তু যাহারা জ্ঞানাভ্যাস করিবে, অধ্যাত্মতত্ত্বে নিমগ্ন থাকিয়া বদ্ধ আত্মাকে মুক্ত করিবে, তাহারা ও সকল জানিবে না। কপিল এই ভাব হৃদিস্থ করিয়া যে যে অংশ উপদেশ করিয়াছেন, সেই সেই অংশই আমাদের বর্ণনীয়।

আমরা যাহাকে মৌলিক পদার্থ * বলি—বৌদ্ধেরা যাহাকে ধাতু বলেন—সাংখ্যাচার্য্যেরা তাহাকে তত্ত্ব বলেন। 'তত্ত্ব' শব্দের সাধারণ অর্থ

* মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ উপাদান দ্রব্য। যাহার পরিণামে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা তাহার মূল বা উপাদান। মৃৎপিণ্ডের পরিণামে ঘটের উৎপত্তি হয় বলিয়া ঘটের মূল বা উপাদান মৃত্তিকা। মৃত্তিকাই তত্ত্ব; ঘট পৃথক তত্ত্ব নহে। সাংখ্যকার বলেন, মৃত্তিকা ও ঘট একই তত্ত্ব। তত্ত্বনির্ণয় প্রাকৃতিক কার্য্যের দ্বারাই হয়, জৈবিক কার্য্যের দ্বারা নহে। ঘট পট গৃহ অট্টালিকা প্রভৃতিকে জৈবিক কার্য্য বলা যায়। তত্ত্ব গণনার শেষ ভূমি পঞ্চবিধ মহাভূত। সেই পাঁচ ভূতের ন্যূনাধিক ভাব ও সংযোগ বিয়োগ বশতঃ যে সকল দৃশ্য সমুদ্ভূত হয় তাহার আর তত্ত্ব সংজ্ঞা নাই।

এই যে, যাহা যাহার যোনি বা মূল, তাহা তাহার তত্ত্ব। যথা—ঘটের তত্ত্ব মৃত্তিকা, কুণ্ডলের তত্ত্ব সুবর্ণ, ইত্যাদি। অপিচ, যে পদার্থ চিরনিত্য এবং কস্মিন্ কালেও যাহা বিকৃত হয় না, তাদৃশ পদার্থও তত্ত্বশব্দের বাচ্য। তত্ত্ব শব্দের উভয়বিধ অর্থ একত্রিত করিলে তত্ত্বের দুইটি শ্রেণী হয়। এক নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব, আর এক সবিকার সক্রিয় তত্ত্ব। "যে যাহার মূল" এই লক্ষণ অনুসারে সবিকার সংগৃহীত হয়। আর "চিরকাল একরূপ আছে বা থাকে" এতদনুসারে নির্ব্বিকার কূটস্থ তত্ত্বের সংগ্রহ হয়। এই নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয়তত্ত্ব কাহার জনক নহে। কেননা তাহা অপরিণামী। যে পরিণত হয় না, সে কাহারও উপাদান বা জনক হয় না। যদি পরিণামী বা নিষ্ক্রিয় পদার্থ কাহার উৎপাদক না হইল, তাহা হইলে সবিকার সক্রিয় তত্ত্বই এই ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের উৎপাদক, ইহা প্রকারান্তরে বলা হইল।

সঙ্কলিত দ্বিবিধ তত্ত্ব পুনশ্চ চারি ভাগে বিভক্ত। প্রকৃতি ১, প্রকৃতি-বিকৃতি ২, কেবল বিকৃতি ৩, ও অনুভয়রূপ ৪। প্রকৃতি নহে বিকৃতিও নহে, এরূপ তত্ত্বই অনুভয়রূপ। এই চতুর্ব্বিধ তত্ত্বের প্রত্যেকের এইরূপ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে—

প্রকৃতি ১।* ইহাই মূল প্রকৃতি নামের নামী। প্রকৃতি-বিকৃতি ৭ (মহৎ, অহঙ্কার, আর পাঁচ প্রকার তন্মাত্রা।] কেবল বিকৃতি ১৬

যে কারণ-দ্রব্য রূপান্তর হইয়া কার্য্য নাম প্রাপ্ত হয় তাহাকে ধাতু বলা যায়। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মূল ভাব লক্ষ্য করিয়াই বৌদ্ধ ভাষায় ধাতু শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বৈয়াকরণিক পণ্ডিতেরাও ঐরূপ অর্থে ধাতু শব্দের ব্যবহার করেন। যথা—"শব্দযোনিস্তু ধাতবঃ" অর্থাৎ শব্দোৎপত্তির মূল স্থানের নাম ধাতু। ধাতু, উপাদান কারণ-দ্রব্য, ভূত, এ সকল তুল্যার্থক।

* ইহাকে Undifferentiated Cosmic Matter বলে।

(একাদশ ইন্দ্রিয় ও স্থূল ভূত পাঁচ)। অনুভয়রূপ ১। এই শেষোক্ত তত্ত্ব আত্মা নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহাকেই নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব বলা হইয়াছে। জগৎ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে রচিত। পঞ্চবিংশতির ন্যূন অথবা অধিক তত্ত্ব নাই।

সেশ্বর সাংখ্য বলেন, আছে। সে তত্ত্ব ঈশ্বরনামে প্রসিদ্ধ। "ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্ট ঈশ্বরঃ"। প্রাকৃতিক সুখ-দুঃখাদি বিবর্জ্জিত এবং কর্ম্মজনিত পাপপুণ্যে অলিপ্ত অথচ সমস্ত জগতের নিয়ন্তা এমন এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিরনিত্য তত্ত্ব আছে, তাহাকে আমরা ঈশ্বর বলি। *

প্রকৃতি।

সঙ্কলিত তত্ত্ব সমুদায়ের মধ্যে প্রথমোল্লিখিত তত্ত্বের নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি বুঝিবার নিমিত্ত সকলেই আগ্রহ করিবেন এবং সকলেই হয় ত বলিবেন, "প্রকৃতি কি? কি প্রকার পদার্থের নাম প্রকৃতি? সাংখ্য-বক্তা কপিল বলেন, প্রকৃতি এই জড়জগতের বীজ এবং তাহা নিতান্ত সহজে হৃদ্গত করান যায় না। সংসারী আত্মার জ্ঞান তাহাকে সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না। না পারার কারণ এই যে, সে পদার্থ এখন রূপান্তরে অবস্থান করিতেছে। এখন তাহার জগদবস্থা, আত্মাও এখন স্বরূপে অবস্থিত নহেন। আত্মা এখন সংসারী। প্রকৃতি এখন স্থূলাস্থূল বহুবিধ আকার ধারণ করিয়াছেন, তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুবিধ গুণের উদ্ভব হইয়াছে, আত্মাও এখন ইন্দ্রিয় সহায় হইয়াছেন, প্রকৃতির বৃথা আলিঙ্গনে বিমোহিত হইয়া কাল কর্ত্তন করিতেছেন?

* ইহা বৈদান্তিকের মায়াকবলিত পরব্রহ্মের সহিত সমান।

প্রকৃতি, জগতের মূল, জগতের বীজ, জগতের অব্যক্ত অবস্থা এ সকল সমান কথা। সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা, প্রকৃতি বা অব্যক্ত তত্ত্বটী অত্যন্ত দুর্লক্ষ্য, ব্যাপক, শব্দস্পর্শাদিগুণবর্জ্জিত; ও দিকে অসংসারী অবস্থার আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্লেপ, কেবল ও চিৎস্বরূপ। সংসারী আত্মার পক্ষে মূলপ্রকৃতির ও আপনার অসংসারী রূপ বুদ্ধ্যারোহ করা বড়ই কঠিন যে কখন দুগ্ধ দেখে নাই, দধি দেখে নাই, নবনীতও দেখে নাই, কেবল ঘৃতমাত্র দেখিয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তিকে ঘৃতের প্রকৃতি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান দুগ্ধের আকার অনুভব করান সহজ ব্যাপার নহে। তাহা যেরূপ কঠিন বর্ত্তমান জগৎ-দ্রষ্টাকে ইহার মূল অনুভব করান তদপেক্ষা অধিক কঠিন। যদিও দৃষ্টান্ত বলে, উপদেশ কৌশলে, তাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে কথঞ্চিৎ দুগ্ধ-চ্ছায়া সন্নিপাত করা যাইতে পারে; তথাপি জগদ্বীজ প্রকৃতির স্বরূপ বুঝান যাইতে পারে না।

"তবে কি তাদৃক্ পদার্থের উপদেশ ও জানিবার চেষ্টা বৃথা?" না, বৃথা না। তবে কি না প্রকৃতি বুঝিতে হইলে অধিকারী হওয়া আবশ্যক। অগ্রে অধিকার অর্জ্জন কর পরে চেষ্টা করিও। তখন বুঝিতে পারিবে, প্রকৃতি কি? অধিকারীত্ব নিয়ম কেবল প্রকৃতি-জ্ঞানের নিমিত্ত নহে, পরন্তু সকল বিষয়েই অধিকারী হওয়া নিয়মিত। অনধিকারী পুরুষ শত চেষ্টা করিলেও ফললাভ করিতে পারে না, কিন্তু অধিকারী হইলে অত্যল্প চেষ্টায় সফলপ্রযত্ন হয়। এ বিষয়ে একটি রূপক কথা আছে, তাহা বলিতেছি। প্রকৃতি কুলকামিনী-স্থানীয়া এবং সংসারী আত্মা স্বামি স্থানীয়। প্রকৃতি সর্ব্বদাই স্বামি-পুরুষের নিকট আত্মশরীর আবৃত রাখিয়া হর্ষ শোকাদি জন্মাইতেছে, পুরুষও সেই আবৃতাঙ্গীর বৃথা আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়া বৃথা হর্ষ শোকাদি অনুভব করিতেছেন। এ অবস্থায় যদি কদাচিৎ কেহ প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ করেন; তাহা হইলে তাঁহার সে অভি-লাষ সহজে পূর্ণ হইবে না। অনেক উপায়, অনেক সাধ্যসাধনা ও নিয়ম

অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রে অধিকারী হইতে হইবে, পরে উপায় অবলম্বনে দেখিতে পাইবে। কীদৃক্ উপায় অবলম্বন করিলে প্রকৃতিদর্শনে অধিকারী হওয়া যায়, তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ আহার শুদ্ধি, ব্যবহার শুদ্ধি, ত্রিবিধ সংঘাতশুদ্ধি, দেশ, কাল ও সৎপাত্রাদির লাভ, সঙ্গত্যাগ, ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রতচর্য্যা, এই সমুদায়ের সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করা ও গুরুসেবা প্রভৃতি সৎকর্ম্মনিচয়ে রত থাকা কর্ত্তব্য। * তৎপরে তত্ত্বান্বেষণ আবশ্যক। তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে সহসা একদিন চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইবে। চিত্ত যখন যার পর নাই সুপ্রসন্ন অর্থাৎ পরম নির্ম্মল হইবে, তখন প্রকৃতির আলিঙ্গন অর্থাৎ বিষয়ানুভব জনিত সুখ আর ভাল লাগিবে না। তখন এ সকল সুখ সুখ বলিয়া গণ্য হইবে না, প্রত্যুত

* আহারশুদ্ধি—হিত, পরিমিত ও মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র দ্রব্য ভোজন। যাহা মনঃস্বাস্থ্যকর ভোজন তাহা হিত,—যাহা আরোগিতার কারণ তাহা পরিমিত,—যাহা রজস্তমোগুণের নাশক ও সত্ত্বগুণের উত্তেজক তাহা মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র। ঘৃত, দুগ্ধ ও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ফল মূল ভক্ষণ করিলে সত্ত্বগুণ উত্তেজিত হয়। মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ করিলে রজোগুণ (চাঞ্চল্য) পরিবর্দ্ধিত হয়। মদ্য এবং আম মাংসাদির সেবায় তমোগুণের আবির্ভাব হয়। খাদ্যাখাদ্যের সহিত মনের সম্পূর্ণ যোগ আছে; সুতরাং মনঃসাধ্য ধর্ম্মের সহিতও ভক্ষ্যাভক্ষ্যের সম্বন্ধ আছে।

ব্যবহার শুদ্ধি—যথেচ্ছ ব্যবহার না করা অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত সুব্যবহার করা। ব্যবহারের সহিতও মনের বিশেষ সম্পর্ক আছে, সেজন্য ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের সহিতও আছে।

ত্রিবিধসংঘাতশুদ্ধি—সংঘাত শব্দে ইন্দ্রিয়যুক্তদেহ বুঝায়। তৎসম্বন্ধীয় ত্রিবিধ অর্থাৎ বাক্, কায় ও মন। এগুলির শুদ্ধি অর্থাৎ সংস্কার করণ, মিথ্যা বাক্য ও বহু বাক্য না বলা বাক্‌শুদ্ধি। ত্রিকালীন স্নান মার্জ্জন, ধৌত বস্ত্র

'কিসে ইহার পরিহার হইবে'—'কিসে ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়' এইরূপ চেষ্টাই জন্মিবে। যখন দেখিবে, চিত্ত দুঃখমিশ্রিত সাংসারিক সুখে অত্যন্ত বিরত হইয়াছে ও 'আমি' কি? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তখনই জানিবে—তুমি প্রকৃতি দেখিবার অধিকারী হইয়াছে। তখন যে প্রকৃতি দেখিবার চেষ্টা হইবে সে চেষ্টা বৃথা হইবে না, প্রত্যুত ফলবতীই হইবে। তাদৃশ তপঃসম্পন্ন শ্রদ্ধাবান্ দুঃখজিহীর্ষু উপায়জিজ্ঞাসু আস্তিক পুরুষই প্রকৃতি দেখিবার অধিকারী।

এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, প্রকৃতি ঐন্দ্রিয়ক-জ্ঞানের গোচর নহেন। অর্থাৎ তাঁহাকে চক্ষুরাদির দ্বারা দেখা যায় না। প্রকৃতি-দর্শনের নিমিত্ত তিনটি মাত্র উপায় নির্দ্ধারিত আছে। শ্রবণ, মনন ও

পরিধান ও বিণ্মূত্রাদির অস্পর্শ শরীরশুদ্ধি। মিথ্যাভিলাষ, মিথ্যা কল্পনা, বিষয়াসক্তি ও কাম-ক্রোধাদির পরিত্যাগ মনঃশুদ্ধি।

দেশ—নদীতীর, নিরুপদ্রব অরণ্য ও বিজন গৃহ ইত্যাদি।

কাল—উষাকাল ও তদতিরিক্ত মনঃস্থৈর্য্যকর কাল।

পাত্র—গুরু, ধার্ম্মিক, অকুটিল হিতৈষী ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ।

সঙ্কল্প-ত্যাগ—ভোগবাসনা পরিত্যাগ।

ইন্দ্রিয়সংযম—উদ্দাম হস্তীর ন্যায় বিষয়ে ধাবমান ইন্দ্রিয়দিগকে তত্তৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করা।

ব্রতচর্য্যা—অহিংসা পূর্ব্বোক্ত আহারসংযমাদিনিয়ম প্রতিপালন করা, দয়া দাক্ষিণ্য মৈত্রীভাব ও পাপক্ষয়কারী চান্দ্রায়ণাদি।

সার্ব্বভৌমত্ব,—সকলদেশে সকলকালে ও সর্ব্বদা ঐ সকল নিয়ম প্রতি-পালন করা। (এক দিন বা দুদিন করিলে হইবে না।)

গুরুসেবা—গুরুর অভিমত কার্য্য করা। গুরু সন্তুষ্ট হইলে তিনি মন খুলিয়া উপদেশ দিবেন।

নিদিধ্যাসন। প্রকৃতি পরিজ্ঞানের নিমিত্ত যে সকল আপ্ত বাক্য আছে তৎসমুদায়ের অর্থাবধারণ করা শ্রবণ। অনন্তর অবধৃত অর্থকে অনুকূল যুক্তির দ্বারা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য করা মনন। পরে সেই দৃঢ়ীকৃত অর্থের নিরন্তর ধ্যান করা নিদিধ্যাসন। এই নিদিধ্যাসন সাংখ্যে তত্ত্বাভ্যাস নামে খ্যাত। তত্ত্বাভ্যাস বার বার বহুবার করিতে করিতে চিত্তের জড়ত্ববিনাশ হয়, সত্ত্বোৎকর্ষ হয়, মনের প্রকাশশক্তি বৃদ্ধি পায়। তখন সেই সূক্ষ্মা প্রকৃতি নির্ম্মল আদর্শে (অণুবীক্ষণ কাচে) সূক্ষ্ম পদার্থ দর্শনের ন্যায় অনায়াসে দেখা যাইতে পারে। বিন্দুপরিমাণ তৈল নির্ম্মল জলে নিপতিত হইলে তাহা প্রসৃত হইয়া সমস্ত জল ব্যাপিয়া থাকে, কিন্তু আবিল জলে নিপতিত হইলে প্রসৃত হয় না, অধিকন্তু তাহা পতন স্থানেই থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি মনও নির্ম্মল ও সমধিক প্রকাশ-শক্তি-সম্পন্ন না হইলে তাহাতে সূক্ষ্ম বস্তুর উপদেশ প্রতিবিম্বিত হয় না; অধিকন্তু তাহা পরাহত হইয়া যায়।

প্রকৃতি পরিজ্ঞানের নিমিত্ত যে সকল আপ্ত বাক্য ও যুক্তি কথা আছে, সে সকল এই—

"নেদমমূলম্ভবতি।" "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ প্রজাঃ।" যাহা যাহা জন্মে তাহা তাহা প্রজা। যাহা যাহা প্রজা তাহা তাহা জন্মবান্। যাহা জন্মে তাহার মূল আছে। জগৎ ও জন্মিয়াছে, সে জন্য জগতেরও মূল আছে। সে মূল কি? সে মূল প্রকৃতি। প্রকৃতি মূল কারণের সংজ্ঞা, অন্য কিছু নহে। এই মূল সত্ত্বাদি দ্রব্যত্রয়ের সমাহার। শাস্ত্রও বলেন, "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।" 'লোহিত' রজঃ, 'শুক্ল' সত্ত্ব, 'কৃষ্ণ' তমঃ এই সম্মিলিত তিন দ্রব্য আদি-তত্ত্ব বা মূল। সেই মূল হইতে এই অসংখ্য বিচিত্র প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন পিতামাতার অধিকাংশ গুণ তদুৎপন্ন পুত্রে অনুক্রান্ত হয়, তেমনি প্রকৃত্যুৎপন্ন জগতে তদীয় অধিকাংশ গুণ অনুক্রান্ত

হইয়াছে। "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" সত্ত্ব নামক, রজো-নামক, তমো-নামক, দ্রব্যত্রয়ের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যত্রয় যখন সমভাবে বা অন্যূনাতিরিক্ত ভাবে অবস্থান করে, তখন তাহা প্রকৃতি-পদাভিধেয় হয়। প্রকৃতি, প্রধান, অব্যক্ত, জগদ্যোনি, জগদ্বীজ, এ সকল পর্য্যায় শব্দ। যখন তাহার ন্যূনাধিক্য ঘটনা হয়, অর্থাৎ একটি প্রবৃদ্ধ হইয়া অন্যটীকে অভিভূত করে, অল্পে অল্পে তখন তাহার নানা পরিণাম আরম্ভ হয়। প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহৎতত্ত্ব দ্বিতীয় পরিণামের নাম অহংতত্ত্ব, তৃতীয় পরিণামের নাম ইন্দ্রিয় ও পরমাণু। চতুর্থ পরিণাম জগৎ। এতদপেক্ষা অন্য কোন বিশিষ্ট পরিণাম আছে কি না, তাহা শাস্ত্রে লেখা নাই। যদি থাকে, তবে সে পরিণামের ফল কি তাহা কে বলিবে? একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে ও দার্শনিকদিগের লিখনভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয়, এতদপেক্ষা বিশিষ্ট পরি-ণাম হয় না ও হইবে না। অর্থাৎ বর্ত্তমান জগতের পরিবর্ত্তে অন্য কোন নূতন তত্ত্ব আগমন করিবে না। "নাহপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে" প্রকৃতি ক্ষণকালও পরিণতা না হইয়া থাকিতে পারেন না। সেই জন্য তিনি সর্ব্বদাই পরিণতা হইতেছেন। এখনও হইতেছেন এবং তাহাতেই অল্পে অল্পে জগৎ জীর্ণ হইতেছে। জীর্ণতার সমাপ্তি হইলেই আবার সাম্যাবস্থা আসিবে, কিছুকাল পরে আবার এইরূপ জগদবস্থা হইবে।

উক্ত আপ্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থে বুঝা গেল যে সত্ত্ব রজঃ, তমঃ, এই সম্মিলিত তিনটি দ্রব্যের বা তিনটি অবয়বযুক্ত একটি অনশ্বর দ্রব্যের পারিভাষিক নাম প্রকৃতি *। ইনি অনাদি ও অনন্ত; কোনও কালে

---

* সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনটি যদি দ্রব্যই হইল, তবে উহাদিগকে গুণ বলে কেন? (যথা—'সত্ত্বগুণ' ইত্যাদি—) বলিবার কারণ আছে। শাস্ত্রকারেরা উপ-করণ দ্রব্যকে গুণ ও অঙ্গ বলেন। সত্ত্বাদি দ্রব্যও আত্মার সুখ দুঃখের উপকরণ তাই তাহারা গুণ। পশু রজ্জুবদ্ধ হয়, আবার তদভাবে মুক্ত হয় সে কারণে রজ্জু গুণ। পুরুষও সত্ত্বাদি গুণে বদ্ধ ও তদ্বিচ্ছেদে মুক্ত হন। তদনুসারেও সত্ত্বাদি গুণ।

ইনি 'নাই' হন না। অর্থাৎ তাঁহার অভাব হয় না। যেমন সূক্ষ্মতম বীজ হইতে ফলপত্রাদিসম্পন্ন প্রকাণ্ড মহীরুহ জন্মে, তেমনি, জগৎ-বীজ প্রকৃতি হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডমহীরুহ জন্মিয়াছে। †

প্রকৃতির নিম্নপরিণাম গুলির অর্থাৎ জগতীস্থ পদার্থ রাশির কার্য্য-কারণ-ভাব পরীক্ষা করিতে গেলে তন্মধ্য হইতে চারিটি সত্য লব্ধ হয়। প্রথম—কারণ-দ্রব্যের যে কিছু গুণ সে সমস্ত কার্য্যদ্রব্যে অনুক্রান্ত হওয়া। * দ্বিতীয়—যে যখন বিনষ্ট হয় সে তখন স্বীয় কারণ-দ্রব্যেই বিলীন হয়। দীপ নির্ব্বাপিত হইল, কিন্তু সেই শিখাকার অগ্নিপিণ্ড কোথায় গেল? দেখা যায়, বাতাশ লাগিয়া বা বাতাশ অভাবে নিবিয়া গেল। নিবিয়া গেল অর্থাৎ পিণ্ডাকৃতি অগ্নি অদৃশ্য হইল বা বাতাশে মিলিয়া গেল। নিবিয়া যাওয়া ব্যাপারটির প্রতি প্রণিধান প্রয়োগ করিলেই বুঝা যায় যে, যে বায়ু অগ্নিপ্রজ্বলনের কারণ, দীপ নামক অগ্নি-পিণ্ডটি সেই কারণ-বায়ুতেই লীন হইয়াছে, অন্য কিছু হয় নাই। অতএব যে যখন বিনষ্ট হয় সে তখন আপন কারণেই বিলীন হয়। কারণে বিলীন হওয়া বা পুনঃ কারণাপন্ন হওয়া বিনাশ। তৃতীয়—কার্য্য-অপেক্ষা কারণের সূক্ষ্মতা। দেখুন, বৃহত্তম ন্যগ্রোধবৃক্ষের কারণীভূত ন্যগ্রোধবীজ তদপেক্ষা কত সূক্ষ্ম। চতুর্থ—কার্য্য আপনার কারণকে

† ন্যায় বৈশেষিক, বৌদ্ধ ও চার্ব্বাক প্রভৃতি, ভূতগ্রাম অর্থাৎ চতুর্বিধ পরমাণুকে (পার্থিব তৈজস বায়বীয় ও আপ্য) জগতের মূল বলেন। কপিল তাহা না বলিয়া সত্ব, রজঃ, তমঃ এই দ্রব্যত্রয়কে মূল বলিলেন। কপিল বলেন পরমাণু প্রকৃতি নামক মূল পদার্থের চতুর্থ বিকার। পরমাণু নদ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থূল কার্য্যের কারণ; মহত্তত্ত্ব নামক বুদ্ধির ও অহংতত্ত্ব নামক তদ্বিকারের কারণ নহে।

* সাংসিদ্ধিক গুণ ব্যতীত আগন্তুক বা নৈমিত্তিক গুণ অনুক্রান্ত হয় না।

ক্রোড়ীকৃত করিতে পারে না কিন্তু কারণ তাহা পারে। ঘট সমস্ত মৃত্তিকা ব্যাপিয়া নাই কিন্তু মৃত্তিকা সমস্ত ঘট ব্যাপিয়া আছে। এই নিয়ম চতুষ্টয় হইতেই প্রকৃতিজ্ঞানের উপযুক্ত যুক্তি উৎপন্ন হয়।

আর এক কথা। যখন পরিদৃশ্যমান স্থূল পদার্থের মূল অন্বেষণ করিলে ও পাঁচ মহাভূতের মূল চিন্তা করিলে সূক্ষ্ম ভূত বুদ্ধিস্থ হয় এবং সূক্ষ্মভূতের উপাদান অন্বেষণ করিলে অহংতত্ত্ব নামক পদার্থের প্রকাশ পাওয়া যায়, তখন, চিন্তা করিলে অবশ্যই অহংতত্ত্বমূলে মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব মূলে নিতান্ত অব্যক্ত প্রকৃতি নামক জগদ্-বীজ সংলগ্ন থাকা, দেখিতে পাইবে। যে প্রক্রিয়ায় অহং তত্ত্বের মূল অন্বেষণ করিতে হয়। সে প্রক্রিয়া এই—অহংতত্ত্বেরও মূল অর্থাৎ উপাদান আছে। ভাবিয়া দেখ, জীবমাত্রেরই 'অহং' এই অভিমান আছে এবং তাহার মূলে অপর এক প্রকার ভাব সংলগ্ন আছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও নিশ্চয়াত্মক। তাহা 'আমি' ও 'আমি আছি' এই অবিচাল্য ভাব। ভাবটি জীব মাত্রেরই আছে ও তাহা স্বতঃসিদ্ধ। 'আমি আছি' এ ভাব কেহ চেষ্টা করিয়া জন্মায় না। কোন প্রমাণদ্বারাও কেহ অবধারণ করে না। সেই জন্যই বলিলাম, উহা স্বতঃসিদ্ধ। স্বতঃসিদ্ধ বুদ্ধি যে দ্রব্যের পরিণাম সেই দ্রব্যই বুদ্ধিতত্ত্ব নামে পরিভাষিত। বুদ্ধিতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব একই জিনিস এবং মহত্তত্ত্বই যাবৎ বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির বা জ্ঞানের বীজ। প্রত্যেক জীবের মহান্ যদি একত্রিত হয়, তবে তাহা সমষ্টিবুদ্ধি ও বুদ্ধিতত্ত্ব নামের অভিধেয়। পৌরাণিক পণ্ডিতেরা এই বুদ্ধিতত্ত্বকে রূপকচ্ছলে ব্রহ্মা ও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি উপনাম প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের ক্ষয়োদয় আছে সুতরাং মূলও আছে। সে মূল মূলা প্রকৃতি। এইস্থানেই মূল কল্পনার বিশ্রাম, অতঃপর আর মূল কল্পনা নাই। অনবস্থা ভয়ে কোনও ঋষি মূলের কল্পনা করেন নাই।*

* যদি মূল কল্পনার শেষ না হয়, স্রোতের ন্যায় ক্রমাম্বয়ে চলিতে

পূর্ব্বোক্ত বিচারের অপর নিষ্কর্ষ এই যে, ভৌতিক কার্য্য অপেক্ষা তাহাদের উপাদান স্থূল ভূত ও ব্যাপক ও সূক্ষ্ম। তদপেক্ষা সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয় ব্যাপক ও সূক্ষ্ম। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অহংতত্ত্ব ব্যাপক ও সূক্ষ্ম। অহং তত্ত্ব অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা মূলপ্রকৃতি ব্যাপিনী ও সূক্ষ্মা। * মূল প্রকৃতির ব্যাপকত্বের উপমা নাই, সূক্ষ্মতারও দৃষ্টান্ত নাই। মূলপ্রকৃতির ব্যাপকতাকে শাস্ত্রকারেরা পূর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, সর্ব্বমূর্ত্ত-সংযোগী প্রভৃতি নাম দিয়াছেন। এ সূক্ষ্মতা ক্ষুদ্রতা অনুসারী নহে, দুর্লক্ষ্য অনুসারী। কারণ-পদার্থ সূক্ষ্ম ও তন্মধ্যে কার্য্য অব্যক্ত আকারে অবস্থান করে, এ কথা ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের আখ্যায়িকার দ্বারা বুঝান আছে। যথা—

উদ্দালক নামে এক ঋষি, তিনি শ্বেতকেতু নামক আপন পুত্রকে তত্ত্বজ্ঞ করিবার নিমিত্ত, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্, কারণের কারণ, ইন্দ্রিয় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, অথচ তাঁহা হইতে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে, ইত্যাদি প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। শ্বেতকেতু

থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অনবস্থা বলে। এই অনবস্থিতি (দুষ্ট তর্ক) নিতান্ত হেয়। অগ্রে বীজ? কি অগ্রে বৃক্ষ সংশয় হইলে দৃষ্টানুসারে বৃক্ষকেই বীজ কারণ বলা উচিত। আদি সৃষ্টিকালে ভগবানের মহিমায় বা ইচ্ছায় বিনা বীজে বৃক্ষ হইয়াছিল, এইরূপই অনুমান করা উচিত। তাহা না করিলে চিরকাল ঐ তর্ক বা অনুসন্ধান করিতে হইবেক অথচ স্থির হইবে না যে, আগে বীজ কি আগে বৃক্ষ।

* পুরাণে বর্ণিত আছে, জল ভূমি অপেক্ষা দশ গুণ অধিক ও সূক্ষ্ম। তেজঃ জল অপেক্ষা দশ গুণ অধিক ও সূক্ষ্ম। বায়ু তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক ও সূক্ষ্ম। আকাশ বায়ু অপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক ও সূক্ষ্ম। এতদ্বিধ আকাশপ্রকৃতির উদরে অবস্থান করিতেছে। ভাবিয়া দেখ, প্রকৃতি কত বড় ও কত সূক্ষ্ম।

বালক, অমার্জ্জিতবুদ্ধি, সেই কারণে সে তাদৃশ মহান্ ভাব হৃদয়স্থ করিতে পারিল না। উদ্দালক তদ্দর্শনে তাহার বুদ্ধি উদ্ভাবনের নিমিত্ত লৌকিক দৃষ্টান্ত অবলম্বন করতঃ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে লাগিলেন। একদা, সম্মুখে এক বৃহৎ ন্যগ্রোধবৃক্ষ দেখিতে পাইয়া শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "বৎস শ্বেতকেতু! সম্মুখস্থ ঐ বৃহত্তম বৃক্ষের একটি ফল আহরণ কর।

শ্বেতকেতু ফল আনিল।

উদ্দালক কহিলেন, "ভিন্দ্ধি"—উহা ভাঙ্গ।

শ্বেতকেতু ভাঙ্গিলেন।

উদ্দালক কহিলেন, "কিং নিভালয়সে?" কি দেখিতে পাও?

শ্বেতকেতু বলিলেন, "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ।"

উদ্দালক কহিলেন,—"উহারও একটী ভাঙ্গ।"

শ্বেতকেতু ভাঙ্গিলেন।

উদ্দালক এবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দেখিতে পাও?" শ্বেতকেতু এবার তন্মধ্যে অন্য কিছু না দেখিয়া বলিলেন, "কিছুই না"। উদ্দালক কহিলেন, "কিছুই না নহে; কিছু আছে। সম্মুখস্থ ঐ ন্যগ্রোধবৃক্ষের সদৃশ একটী বৃক্ষ উহার মধ্যে আছে। অব্যক্ত অবস্থায় আছে, তাই তাহা দেখিতে পাইতেছ না। বৎস! তুমি যাহাকে বীজ বলিতেছ, কালে উহাই বৃহত্তম বৃক্ষের আকার ধারণ করিবে। তুমি না দেখ, অন্যে দেখিবে।"

উদ্দালক আর একদিন ভাবিলেন, দেখা যায় না বলিয়া অবিশ্বাস করা ও এক উপায়ে যাহা নির্ণীত না হয়, তাহা ভিন্ন উপায়ে নির্ণীত হইতে পারে, ইহা না জানা, এ উভয়ই অজ্ঞতা মূলক। সুতরাং অগ্রে এই বিষয়টী বুঝাইতে হইবে। এক দিন তিনি একখণ্ড সৈন্ধব লইয়া বলিলেন "বৎস! এই লবণ খণ্ড উদকপাত্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখ, কাল প্রাতে আবার আনিও।"

শ্বেতকেতু তাহাই করিল। প্রাতে উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "উদক হইতে লবণখণ্ড আহরণ কর।" শ্বেতকেতু দেখিলেন, লবণ খণ্ড নাই। সুতরাং কহিলেন, "লবণ খণ্ড নাই।" উদ্দালক বলিলেন, "আছে। তুমি দেখিতে পাইতেছ না।" শ্বেতকেতু বলিলেন 'থাকিলে অবশ্যই দেখা যাইত।" উদ্দালক বলিলেন, "অনেক বস্তু চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, অথচ সে সকল আছে। তাহার অস্তিত্ব অন্য উপায়ে জানা যায়। তুমি ঐ জলে আচমন কর, লবণ আছে কি না জিহ্বার দ্বারা জানিতে পারিবে।" শ্বেতকেতু আচমণ করিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন লবণ আছে। আর এক আকারে আছে।

অতএব প্রকৃতির সূক্ষ্মতা, ব্যাপকতা, তাহার অস্তিত্ব ও স্থিতিপ্রকার অবগত হইবার নিমিত্ত যোগ বল ও তাঁহার সাধনসম্পৎ আসাদন করা চাই। নচেৎ ইচ্ছা করিলেই যে প্রকৃতি দেখিতে পাইবে তাহা পাইবে না। সহজজ্ঞানেও তাহা আয়ত্ত হইবে না। যোগবল ও সাধনসম্পন্ন না হইয়া যিনি প্রকৃতি দেখিতে চাহেন, কি আত্মা দেখিতে চাহেন, তিনি মূঢ়। চক্ষে দেখা গেল না ও তর্কে পাওয়া গেল না, তাই বলিয়া যিনি ভাবেন 'নাই', তিনি তদপেক্ষা অধিক মূঢ়।

এ পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও যুক্তি যাহা প্রদর্শিত হইল তদ্দ্বারা এইটুকু রহস্য পাওয়া যাইতেছে যে, আত্মা ভিন্ন আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ প্রকৃতি। মূল প্রকৃতি যার পর নাই সূক্ষ্ম ও আদিম, সেই আদিম প্রকৃতি ক্রমে বিকৃত হইয়া এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছে ও এখনও তিনি ব্রহ্মাণ্ডা-কারে অবস্থান করিতেছেন। প্রকৃতি বুঝিতে হইলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যাহা এই জগতের সূক্ষ্ম বীজ, তাহাই প্রকৃতি। যাহা তাহার বিকার তাহা জগৎ। জগতের মূল অবস্থার বা অব্যক্ত অবস্থার নাম প্রকৃতি, আর ব্যক্তাবস্থার বা সবিকার অবস্থার নাম জগৎ। প্রকৃতির অর্থ ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। প্রকৃতির অবস্থাগত ভেদ অনুসারে

প্রকৃতির ধর্ম্ম বা স্বভাব অত্যন্ত পৃথক্। তাহার অব্যক্তাবস্থা নির্ধর্ম্মক। অব্যক্তাবস্থায় কোন বিশেষ ধর্ম্মের প্রকাশ থাকে না। যতপরিণাম হইতে থাকে, ততই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রকট হইতে থাকে। প্রকৃতি বুঝিবার আরও একটি সংকীর্ণ পথ আছে তাহা এই—

কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যে কিছু দৃশ্য—সমুদায়ের মূল স্থূলভূত। স্থূলভূতের মূল সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূতের মূল অহংতত্ত্ব। অহংতত্ত্বের মূল মহত্তত্ত্ব। যাহা মহত্তত্ত্বের মূল, তাহাই প্রকৃতি।

প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জগতের অব্যক্তাবস্থা প্রকৃতি, আর তাহারই ব্যক্তাবস্থা জগৎ। অব্যক্তাবস্থার ধর্ম্ম ব্যক্তাবস্থার ধর্ম্ম হইতে পৃথক্। সেই ত্রিগুণা প্রকৃতি তখন ও এখন সকল সময়েই ত্রিগুণা। গুণ সকল সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন নামে খ্যাত। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অবস্থা-দ্বয়ের সমস্ত ধর্ম্ম দুই শ্রেণী করিয়া বুঝিতে হয়। এক শ্রেণীতে সাধারণ ধর্ম্ম, আর এক শ্রেণীতে অসাধারণ ধর্ম্ম। সাংখ্যশাস্ত্রের স্থূল সিদ্ধান্ত এই যে, কতকগুলি ধর্ম্ম ব্যক্তাবস্থায় থাকে, অব্যক্তাবস্থায় থাকে না। কতকগুলি ধর্ম্ম অবক্তাবস্থায় থাকে, ব্যক্তাবস্থায় থাকে না। আবার কতকগুলি ধর্ম্ম উভয় অবস্থাতেই থাকে। এইরূপ থাকা না থাকা অনুসারে প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা সাধর্ম্ম্য নির্ণীত হইয়া থাকে। যাহা কেবল অব্যক্তাবস্থাতেই থাকে, ব্যক্তাবস্থায় থাকে না, তাহা অব্যক্তাবস্থার অসাধারণ ধর্ম্ম। সুতরাং তাহাই অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য। যাহা কেবল ব্যক্তাবস্থায় থাকে, অব্যক্তাবস্থায় থাকে না, তাহা ব্যক্তা-বস্থায় অসাধারণ ধর্ম্ম। সুতরাং সেই অসাধারণ ধর্ম্ম ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য।

আর যাহা সকল অবস্থাতেই থাকে, তাহা প্রকৃতি বিকৃতি উভয় অবস্থার সাধারণ ধর্ম্ম। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহা অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য তাহা ব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য এবং যাহা ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য তাহা অব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য। অপিচ যাহা প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য তাহা আত্মার বৈধর্ম্ম্য। এইরূপ সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-নির্ণয়ের প্রয়োজন আত্মোদ্ধার বা মুক্তি। প্রকৃতির আবেশে আত্মার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন আছে, আমি কিংস্বরূপ তাহা আমি বুঝিতেছি না, না বুঝিয়া বৃথা দুঃখী হইতেছি। আত্মাকে মিথ্যা দুঃখ হইতে মুক্ত করাই আত্মোদ্ধার ও মুক্তি।

ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য।

প্রত্যেক ব্যক্ত সহেতুক (সকারণ), অনিত্য (নশ্বর), অব্যাপী (পরিমাণ আছে), সক্রিয় (চলন আছে), অনেক (বহুসংখ্যক) আশ্রিত (কারণদ্রব্য আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন ও স্থিত হয়), লিঙ্গ (কারণ থাকার অনুমাপক), সাবয়ব (অংশ করা যায় বা অংশ আছে) এবং পরতন্ত্র অর্থাৎ কারণের অধীন। এই গুলি ব্যক্তাবস্থায় সাধর্ম্ম্য এবং অব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য।

অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য।

অহেতুক, নিত্য, ব্যাপক, নিষ্ক্রিয়, গতি, চলন বা (কম্পন নাই) অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়ব অপরতন্ত্র অর্থাৎ কারণের অধীন নহে। এই গুলি অব্যক্তাবস্থার-সাধর্ম্ম্য ও ব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য।*

উভয় অবস্থার সাধর্ম্ম্য।

ত্রৈগুণ্য (গুণত্রয়ের অবস্থিতি) অবিবেকিত্ব (কারণভাব পরিত্যাগ না করা), বিষয় (জ্ঞানগম্য হওয়া) সামান্য (প্রতিবন্ধক অভাবে ব্যক্তিমাত্রের

* ব্যক্ত শব্দে বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে সমুদায় ভৌতিক কাণ্ড অর্থাৎ জড় বস্তু বুঝিতে হইবে।

গম্য), প্রসবধর্ম্মী (কার্য্যশক্তি বিশিষ্ট)। এইগুলি ব্যক্ত রাশিতেও আছে, অব্যক্ত অবস্থাতেও আছে। এই সকল ধর্ম্ম প্রকৃতির স্বরূপ শক্তিতে আরূঢ় থাকায় ইহাদের দ্বারা মাত্র প্রকৃতির অবস্থাভেদ ও আত্মার স্বতন্ত্রতা নির্ণীত হয়; কিন্তু যদ্দ্বারা আত্মার ভোগসিদ্ধি হইতেছে, জগতের কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিতেছে, সে সকল ধর্ম্ম তাঁহার অবয়ব শক্তিতে অবস্থিত। কি কি ধর্ম্ম অবয়ব শক্তিতে বিরাজিত তাহা বলিতেছি।

প্রকৃতির একটী অবয়বের নাম সত্ত্ব। এই সত্ত্ব লঘু; প্রকাশ ও সুখ-শক্তিবিশিষ্ট। [প্রসন্নতা, স্বচ্ছতা, প্রীতি, তিতিক্ষা ও সন্তোষাদি বহু ভেদ থাকিলেও সামান্যতঃ সুখাত্মক বলা হইল] আর একটী অবয়ব রজঃ। এই রজঃ গুরুলঘুর সমাবেশ সাধক, উপষ্টম্ভক, বাধা ও বলের সমাবেশ কারক, চলনশীল ও দুঃখাত্মক। [ইহারও শোকাদি নানা প্রভেদ আছে)। আর একটী অবয়ব তমঃ। এই তমঃ গুরু, আবরক অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ধক ও মোহরূপী। [এই তমোগুণের নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি বহু ভেদ থাকিলেও সংক্ষেপের নিমিত্ত মোহাত্মক বলা হইল)। প্রোক্ত গুণান্বিত তিন দ্রব্য যখন সমভাবে থাকে, তখন প্রকৃতিপদাভিধেয় ও বর্ণনার অযোগ্য হইয়া থাকে। বৈষম্য বা বিকৃত হইতে আরম্ভ হইলে প্রকৃতিতে সেই সেই ধর্ম্ম উদ্ভূত বা প্রব্যক্ত হয় এবং বর্ণনীয়ও হয়। সেই কারণে সত্ত্বাদি দ্রব্যের ক্রমানুযায়ী অন্য নাম শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ।*

* এই স্থলে কোন কোন পণ্ডিত বলেন, সত্ত্বাদি দ্রব্য যখন সমভাবে থাকে, তখন তাহাদের কোন প্রকার বর্ণ, রূপ বা রঙ্ থাকে না। তখন তাহা "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" অবস্থায় থাকে। পরে যখন তাহারা বিসমতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের রূপমাত্রা প্রব্যক্ত হয়। সেই প্রব্যক্ত রূপ বা রঙ্ যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ। এতদনুসারে বলা যাইতে পারে, মূল রঙ্ বা মূল বর্ণ তিনটি। ঐ তিনের মিশ্রণে অন্যান্য রূপের, বর্ণের বা রঙের উৎপত্তি হইয়াছে। এ বিষয় পরমাণুবর্ণনকালে বিশদীকৃত হইবে।

লঘু। যে ধর্ম্মের দ্বারা উদ্গমন বা ঊর্দ্ধগতি হয় সেই ধর্ম্ম লঘু নামে পরিভাষিত। অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন, বাষ্পের উদ্গতি, বায়ুর তীর্য্যক্‌গতি, ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ, সমস্তই সত্বের কার্য্য সুতরাং সত্বদ্রব্য লঘু।

প্রকাশ। যাহার দ্বারা জ্ঞানের আবরণ (অজ্ঞান, ঢাকা) নষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়ে ও চিত্তে বস্তুপ্রতিবিম্ব গৃহীত হয়, তাহা প্রকাশ নামের নামী। তেজের প্রকাশ (আলোক) সত্ব, বুদ্ধির প্রকাশ সত্ব, স্ফটিকের ও কাচের প্রতিবিম্বগ্রাহিত্ব ও বস্তুপ্রকাশকত্ব, জ্ঞানের অজ্ঞান নাশকত্ব, সমস্তই সত্বের মহিমা, ইহা অবধারণ করিবে।

সুখ। এটী স্পষ্ট কথা, কাজেই ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই।

উপষ্টম্ভক। যে শক্তিতে উত্তেজনা, প্রেরণা বা কার্য্যোন্মুখতা জন্মে সেই শক্তি উপষ্টম্ভক। চলনশীল বস্তুই উপষ্টম্ভক হয়। অগ্নি যে প্রসর্পিত হয়, বায়ু যে প্রবাহিত হয়, মন যে চঞ্চল থাকে, কার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, ইন্দ্রিয়গণ যে স্বীয় স্বীয় বিষয়ে ধাবিত হয়, রজের উপষ্টম্ভকতা তাহার কারণ।

গুরু। যাহা চলনের বা গতির বাধা দায়ক, নিরন্তর চলনের নিয়ামক তাহা গুরু। প্রকাশ হওয়া যাহার স্বভাব বা ধর্ম্ম, তাহাকে যে প্রকাশ হইতে দেয় না, অভিভূত রাখে তাহাও গুরু। আবরণ, অন্ধকার, অজ্ঞান, এ সকল তমোগুণের গুরুধর্ম্মের মহিমা। সত্ব ও তমঃ নিশ্চল, রজঃ তাহাদিগকে পরিচালিত করে। অতএব, চলনস্বভাব রজঃ যাহাতে সর্ব্বথা বা অনিয়মে পরিচালিত না হয়, তমঃ তাহার উপায় বিধান করে। রজঃ পরিচালক সত্য; পরন্তু তাহার তমঃ সত্বকে যথেচ্ছ পরিচালন করিবার সামর্থ্য নাই। প্রত্যুত তমঃ স্বীয় গুরুতার দ্বারা রজের পরিচালনা শক্তি পরিমিত করিয়া রাখে, অপরিমিত হইতে দেয় না।*

---

* বস্তুর তমঃ-অংশই গুরু। তমঃ স্বীয় গুরুধর্ম্মের দ্বারা পরিচালক রজঃকে নিয়মযুক্ত করিয়া রাখে, এলোথেল হইতে দেয় না। রজঃ দ্রব্য তমঃ কর্ত্তৃক

মোহ। বুঝিতে না পারা ও বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া মোহধর্ম্ম।

সুখ, দুঃখ, মোহ—প্রকাশ, প্রবৃত্তি, নিয়ম,—লঘু, মধ্য, গুরু, — এই সকল ধর্ম্ম ব্যক্ত প্রকৃতিতে ব্যক্ত ভাবে আছে এবং পূর্ব্বেও অব্যক্ত প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে ছিল। ইহাই সাংখ্য শাস্ত্রের অভিমত সিদ্ধান্ত।

সাঙ্খ্যাচার্য্যদিগের অন্য সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতির ত্রিগুণতানিবন্ধন জগতের প্রত্যক্ষ বস্তুই ত্রিগুণ। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মরাশি অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহ,—প্রকাশ, প্রবৃত্তি নিয়ম,—লঘু, মধ্য গুরু,—ইত্যাদি ইত্যাদি ধর্ম্ম সকল জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই আছে। এমন কি একটা সামান্য তৃণ-শরীরেও ঐ সমস্ত গুণ অল্লাধিক পরিমাণে আছে। সে তারতম্যের কারণ গুণসংযোগের তারতম্য। জগতে যে ত্রৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যই তাহার কারণ। প্রকৃতিই সকল জগতের কারণ—জগৎ তাঁহার কার্য্য। কারণে যাহা না থাকে, পূর্ব্বপ্রদর্শিত নিয়মানুসারে তাহা কার্য্যেও থাকিতে পারে না। গুণত্রয়ের কথিতপ্রকার ধর্ম্ম ব্যতীত আরও কয়েকটী বিশেষ ধর্ম্ম আছে—যাহা থাকাতে জগতের এত বিচিত্রতা। সে ধর্ম্ম অভিভাব্য-

নিয়মিত হইয়া, সত্ত্বকে এবং তমকে পরিচালন করে। উদ্গমন-স্বভাবহেতু সত্ত্বের পরিচালনা উর্দ্ধে ও তির্য্যক্ দিকেই হয় সত্য; কিন্তু তমোদ্রব্যের শক্তিতে উর্দ্ধের বিপরীত দিকেও চালিত হয়। অপিচ, স্বজাতীয় স্বজাতীয়ে মিলিতে চায়—স্বজাতীয় স্বজাতীয়ের পোষণ করিতে চায়—ইহাও নিয়ম শব্দের অর্থ। প্রোক্ত নিয়মের প্রভাবে পতন, উদ্গমন, তির্য্যক্‌গমন, ভ্রমণ, রেচন ও স্পন্দন প্রভৃতি ক্রিয়াভেদ ও তাহার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। পৃথিবী ভূত তমঃপ্রধান; সেই কারণে পার্থিব-বস্তু পৃথিবীর সহিত মিলিতে চায় বা পৃথিবী পার্থিব বস্তুকে ক্রোড়ীকৃত করিতে চায়। প্রোক্ত কারণে নৈয়ায়িকগণ বলেন, পতনের কারণ গুরুত্ব। "পতনের কারণ গুরুত্ব, আর পতনের কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ" দু-ই সমান কথা।

অভি-ভাবক-ভাব। গুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, খাট করে, নিয়মযুক্ত করে, এবং সকলেই সকলকে বাধা দিবার চেষ্টা করে, এই ভাব। সত্ত্ব প্রবল হইলে যথাসম্ভব রজঃ ও তমঃ অভিভূত হয়। তমঃ প্রবল হইলে তাহা রজঃ ও সত্ত্বকে অভিভূত বা বাধ্য করে। এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করার নাম অভিভাব্য-অভিভাবক-ভাব। সত্ত্বাদি তিন গুণ সকলেই সকলের অভিভাব্য ও অভিভাবক অথচ পরস্পর পরস্পরের সহচর। কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকে না। তমঃ আছে সত্ত্ব নাই, সত্ত্ব আছে রজঃ নাই, এরূপ হয় না। তিনই তিনের সহচর। সমস্ত বস্তু ত্রিগুণ সত্য, পরন্তু সমত্রিগুণ নহে। সমান তিন গুণ জগৎ-অস্থায় থাকে না। ন্যূনাধিক ভাবে থাকে বলিয়াই জগৎ এত বিচিত্র। এক্ষণে সংশয় হইতে পারে যে, যদি প্রত্যেক বস্তুতে সুখ দুঃখ ও মোহ সংলগ্ন থাকে তাহা হইলে তাহার বিপরীত অনুভব হয় কেন? সকলেই অনুভব করেন, সুখ দুঃখ আত্মার হয়, মনে নহে। সুতরাং সংশয় তাহা কি বাহ্যবস্তুতে? না মনে? না আত্মার?

নৈয়ায়িক বলেন, আত্মায়। সুখ দুঃখ আত্মায় সদা কাল থাকে না, বিষয়সংযোগাধীন উৎপন্ন হয়।

মীমাংসক ও বৈদান্তিক বলেন, সুখ দুঃখ মনে। সুখ দুঃখ কেন, ইচ্ছাদি গুণও মনোধর্ম্ম। বিষয়সংযোগের অনন্তর ঐ সকল মনোধর্ম্ম বিকাশিত হয় মাত্র।

কপিল বলেন, আত্মা ভিন্ন সমুদয় পদার্থে সুখদুঃখাদি বিদ্যমান আছে। বহিস্থ দ্রব্যের সুখাদি ও আন্তঃকরণিক সুখাদি প্রক্রিয়া বিশেষে স্থূল বা পরিপুষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়। তাহা বৈষয়িক বা বৈকারিক সুখ। তদ্ভিন্ন বিষয় নিরপেক্ষ সত্ত্বপরিণামজনিত আর এক প্রকার সুখ আছে তাহা কখনও কখনও সমাধি অবস্থায় হইয়া থাকে। এ সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই।

আপত্তিকারীরা হয় ত বলিবেন, যদি বাহ্য বস্তুতেও সুখ দুঃখ থাকে তাহা হইলে বাহ্য বস্তু সদাকাল আছে ও তাহার সহিত সম্বন্ধও অনবরত হইতেছে, তবে কেন সর্ব্বদা সকলের সমানরূপে যুগপৎ সুখ দুঃখ না হয়? হওয়াই ত উচিত? তাহা যখন হয় না, তখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বহির্ব্বস্তুতে বস্তুতঃ সুখ দুঃখ নাই। সুখ দুঃখ যদি বহির্বস্তুতে থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই 'অহং সুখী' এই অনুভবের ন্যায় 'স্বর্গ সুখী' 'চন্দন সুখী' বিষাদি দুঃখী' এইরূপ অনুভব হইত। তাহা যখন হয় না, তখন বহির্বস্তুতে সুখ দুঃখ এ কথা অগ্রাহ্য। এই বিষয়ে কপিল বলেন, দিবান্ধ উলুক ও বসুমিত্র (প্যাচা ও ছুঁচা) প্রভৃতি অনেক প্রাণী সূর্য্যমণ্ডলে ঘোর অন্ধকার দেখে। তাই বলিয়া যেমন সূর্য্যমণ্ডলে আলোকের অভাব কল্পনা কর না, সেইরূপ, অমুক্ত পুরুষের 'আমি সুখী' আমি দুঃখী এই আকারের অনুভব দেখিয়া সে গুলিকে কেবল মাত্র আত্ম-নিষ্ঠ বলিতে পার না। অসংস্কৃত বা অপকজ্ঞান জীবের অনুভব যদি তাত্ত্বিক পথ প্রদর্শন করিত তাহা হইলে 'আমি গৃহী' 'আমি ধনী' এই অনুভব-দ্বারাও ধনের ও গৃহের আত্ম-লগ্নতা সিদ্ধ হইত। আরও দেখ, সকলের সকল বস্তুতে ও একই বস্তু অথচ তাহাতে সকলের সকল সময়ে সমান সুখ দুঃখ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন রুচি দৃষ্ট হয়। সেই সেই দর্শনে স্থির হয় যে, দুঃখাদি চিত্তেও আছে, বাহ্যবস্তুতেও আছে। বহিঃস্থ সুখাদি ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অন্তঃস্থ সুখাদি গুণের উদ্রেক করে, করিলে তাহা ভোগ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

প্রক্রিয়া।—স্বজাতীয় বস্তু স্বজাতীয়ের উত্তেজক, উদ্দীপক ও পরিপূরক। শরীরের জলাংশ ক্ষীণ হইলে বাহিরের জলাংশ তাহার পূরণ করে। জলময় চন্দ্রের সন্নিকর্ষে পৃথিবীর জল উচ্ছ্বলিত হয়, পৃথিবীর জল উচ্ছ্বলিত হইলে শরীরের জলও উদ্বেলিত হয়। এই পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারিবে, বাহ্যবস্তুনিষ্ঠ সুখধর্ম্মক সত্ত্ব আর অন্তঃকরণ-

নিষ্ঠ সুখধর্ম্মক সত্ত্ব, ইন্দ্রিয় দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। অনন্তর অন্তঃকরণনিষ্ঠ সত্ত্বাংশ সুখাকারা বৃত্তি (মনের এক প্রকার বিকার) প্রসব করে। তমোগুণের উদ্রেকে দুঃখাকারা বৃত্তি হইয়া থাকে। অনুকূল বৃত্তি সকল সুখ,প্রতিকূল বৃত্তি সকল দুঃখ ও অজ্ঞানবৃত্তিসমূহ মোহ নামে পরিভাষিত হয়। সকলের সকল বস্তু দর্শনে ও সকলের সকল সময়ে সমান সুখ দুঃখ না হইবার কারণ এই যে, বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধক (সংযোগ বিশেষ) মনের সমপরিণাম অবরুদ্ধ রাখে। কাষ্ঠ সংযোগে অগ্নি উদ্দীপ্ত হয় কিন্তু আর্দ্রকাষ্ঠ সংযোগে নহে। আর্দ্রকাষ্ঠ অগ্নির অভিভবই করে, উদ্দীপন করে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি বিষয়সংযোগও অবস্থা অনুসারে অন্তঃকরণকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পরিণামিত করে। যদিও বস্তু এক; কিন্তু তাহার গ্রহীতা অন্তঃকরণ নানা। নানা অন্তঃকরণের নানা অবস্থা, নানা ভাব, পরিণামপ্রণালীও নানাবিধ। সেই কারণে এক দ্রব্যের দ্বারা মনুষ্যের সকল সময়ে সমান সুখ দুঃখ ভোগ ঘটে না। এই স্থলে মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, রূপযৌবনসম্পন্না একই স্ত্রী, স্বামীকে সুখী করে এবং সেই সময়েই সপত্নীকে দুঃখিনী করে, এবং অন্যকে (যে তাহাকে পাইতেছে না তাহাকে) মুগ্ধ করে। তৎপ্রতি হেতু এই যে তাহাদের মন ও মানসিক অবস্থা ভিন্ন। মন ও মানস অবস্থা (অভিসন্ধি) ভিন্ন বলিয়াই স্বনিষ্ঠ সত্ত্বাদি গুণের উদ্রেক অনুদ্রেক ও অন্যোন্যোদ্রেক ঘটনা হয়। কাহার রজঃ কাহার তম ও কাহার সত্ত্ব উত্তেজিত হয়। সুতরাং সুখ, দুঃখ ও মোহের ভিন্নতা ঘটে। ফল কথা এই যে, সুখদুঃখাদি যাহাতেই থাকুক, তাহা যে আত্মায় নহে, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুখ দুঃখ কোথায়? কাহার ধর্ম্ম? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে মার্কণ্ডেয় মুনি বলিয়াছিলেন, "তৎ সত্ত্ব চেতস্যথবাপি দেহে সুখানি দুঃখানি চ কিং মমাহত্র।" মর্ম্মার্থ এই যে সুখদুখাদি দেহে থাকুক আর চিত্তে থাকুক

তাহাতে আমার কি? আমি নির্গুণ। মার্কণ্ডেয় মুনি যে জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন সেই জ্ঞান যদি আমাদের হয় তাহা হইলে আমরা অনায়াসে মুক্ত হইতে পারি। মোক্ষসুখ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, অভূতপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয়।

প্রকৃতির পরিণাম।

বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি পরিণামশীলা। এমন কি 'নাঽপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে।' প্রকৃতি ক্ষণমাত্রও পরিণতা না হইয়া থাকিতে পারেন না। এখনও পরিণামিনী, পূর্ব্বেও পরিণামিনী, পরেও পরিণামিনী। যখন জগৎ ছিল না, প্রকৃতির যে অবস্থা মহাপ্রলয়, ও অব্যক্ত ও প্রধান-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত সে অবস্থাতেও প্রকৃতির পরিণামের বিরাম ছিল না। পরিণামবাদী কপিল বলেন, পরিণাম দ্বিবিধ। সদৃশ পরিণাম ও বিসদৃশ পরিণাম। পরিণাম পরিবর্ত্তন অবস্থান্তর, স্বরূপ প্রচ্যুতি, এ সকল কথা একই অর্থে প্রয়োজিত হয়। আরও পরিস্কার কথা—এক ভাবে না থাকাই পরিণাম। মহাপ্রলয় কালে যে পরিণাম হয় সে পরিণাম সদৃশ পরিণাম। সত্ত্ব সত্ত্বরূপে রজঃ রজোরূপে, তমঃ তমোরূপে পরিণত হইলে, তাহাকেই সদৃশ পরিণাম বলা যায়। যখন বিসদৃশ পরিণাম আরব্ধ হয় তখনই জগৎ রচনার আরম্ভ। জগৎ অবস্থা আসিলে প্রকৃতি নূতন নূতন বিসদৃশ পরিণাম প্রসব করিতে থাকেন। বিসদৃশ পরিণামের বিবরণ এই যে, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি গুণের উৎপত্তি ও তাহারই বিনিময়ে বা পরস্পরানুপ্রবেশে বিভিন্ন বস্তুর জন্ম।

উক্ত দ্বিবিধ পরিণাম সর্ব্বকালের নিমিত্ত নিয়মিত। অতি দূর

অতীতকাল হইতে—অনন্ত ভবিষ্যৎকালের নিমিত্ত নিয়মিত। স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানে * যাহাকে অপরিণামী ভাবিতেছি তাহাও প্রকৃত অপরিণামী নহে। চন্দ্র সূর্য্য জল বায়ু প্রভৃতির কেহই অপরিণামী নহে। তবে কিনা, ঐ সকল প্রাকৃতিক জড়পদার্থের পরিণাম অত্যন্ত মৃদু ও সূক্ষ্ম। বস্তুর তীব্র পরিণাম অতি শীঘ্র অনুভূত হয়। চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী,মহাজল ও মহাবায়ু প্রভৃতি মৃদু পরিণামে আবদ্ধ থাকায় তাহাদের জীর্ণতা অনুভব-গোচরে না আসিলেও যুক্তিগোচরে আইসে। মৃদুপরিণামের চরম-সীমাই সদৃশ পরিণাম বুঝিবার দৃষ্টান্ত। তীব্রপরিণামের এত তীব্রতা আছে যে, পূর্ব্বক্ষণে সমুৎপন্ন বস্তুর পরিণাম পরক্ষণেই অনুভূত হয়। আবার মৃদুপরিণামেব এত মৃদুতা আছে যে, তাহা বহু সহস্র বৎসরেও অনুভূত হয় না। সেই জন্য বলিলাম, মৃদু পরিণামের চরম সীমাই সদৃশ পরিণাম। সদৃশ ও বিসদৃশ এই দ্বিবিধ পরিণাম থাকাতেই প্রকৃতিতে কখন প্রলয় ও কখন জগৎ জন্মিতেছে। গুণপরিণামের তারতম্য অনুসারে অচিরাৎ কোন কোন বিকার বা পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়; আবার কোন কোন বস্তুর পরিণাম হয় ত আমাদের জীবনে অনুভূত না হইয়া আমাদের অধস্তন সন্তানদিগের অনুভূতিগোচরে উপস্থিত হইবে। প্রকৃতিরই বিশেষ বিশেষ পরিণামের নাম জন্ম,

* যাহা স্বাভাবিক জ্ঞান, তাহা আপাত জ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ। পুরাতন ঋষিরা এই অবিচারিত অসংস্কৃত স্বাভাবিক জ্ঞানকে প্রমা বলিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলেন, মনুষ্যের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে অনেক ভূল বা মিথ্যা প্রবিষ্ট থাকে। সে দোষ যোগ ও অধ্যয়নাদির দ্বারা বিদূরিত করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতবিশেষ ও সমাধি নামক যোগবিশেষ অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে তীক্ষ্ণ, ও নির্ম্মল করিতে পারিলে তখন যে তত্ত্বানুসন্ধান-প্রবৃত্তি জন্মিবে সেই প্রবৃত্তিই সত্যের দিকে নত হইবে। ইন্দ্রিয়গণ তখন

মৃত্যু, জরা, উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জীর্ণতা, নবতা, মধ্যতা ও দৃঢ়তা ইত্যাদি। কাল সূর্য্যকে আমরা যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বুঝিতে হইবে, আজ তাহার সে অবস্থা নাই। পরিণাম হইয়াছে। কাল যে জগৎপ্রাণ বায়ু সেবন করিয়াছি, আজ তাহারও পরিণাম হইয়াছে। আদিসর্গ কালে পৃথিবীর বা পৃথিবীস্থ প্রাণীর যেরূপ স্বভাবাদি ছিল, কপিলের সময়ে যেরূপ ছিল, আজ আমাদের সময়ে তাহা নাই—পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের সময়ে যাহা চলিতেছে—আমাদের সন্তানবর্গের সময়ে হয় ত তাহাও থাকিবে না, পরিবর্ত্তিত হইবে। বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ঋষিরা যে কলিধর্ম্মের কথা বা ভবিষ্য কথা বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা অবিশ্বাস্য বা অসম্ভাব্য মনে করা উচিত নহে। কলিকালের মানুষ দুর্ব্বল দুর্ব্বলেন্দ্রিয় অল্পায়ু হ্রস্বকায় চতুর ধূর্ত্ত শঠ মিথ্যাপরায়ণ স্ত্রৈণ প্রতারক ও প্রত্যক্ষবাদী হইবে, পৃথিবী অল্পফলা হইবেন, এ সব কথা বলা প্রাকৃতিক পরিণামজ্ঞানে সুবিশারদ সত্যকালের ঋষিদিগের পক্ষে কদাচ অসম্ভাব্য নহে। অধিক কি বলিব, পরিণামস্বভাবা প্রকৃতির, তদুৎপন্ন পৃথিবীর ও তদাশ্রিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বস্তুর অনির্ব্বাচ্য পরিণামের কথা মনে মনে ভাবনা করাও কঠিন ব্যাপার। এই বিষয়টী ভাবিতে বা ধ্যান করিতে গেলে বিস্ময় সাগরে ডুবিতে হয়, কিছুতেই আশ্বাস থাকে না। আবার অনাশ্বাসও হয় না। যাহাই হউক, অব্যক্তশব্দিত মূল প্রকৃতির ধর্ম্ম ও তাহার নিগূঢ় ভাব, যাহা সাঙ্খ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন কালে বুঝিয়াছিলাম তাহা

সত্যকেই গ্রহণ করিবে ; ভুল বা মিথ্যা গ্রহণ করিবে না। অধিক কি বলিব, ঋষিরা এবংবিধ বিশ্বাসের উচ্চ শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে অসুর, আর ধ্যানাধ্যয়নভাবনাদির দ্বারা সুসংস্কৃত ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বসমক্ষে বলিলাম। ইহার আধক থাকিতেও পারে, পরন্তু তাহা আমার অবিদিত।

তিষ্ঠতু। কপিল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "প্রকৃতি জড়া, অস্বাধীনা অথচ জগতের নির্ম্মাণকর্ত্রী"। এ সিদ্ধান্ত কেমন হইল? দেখা যায় —জড়বস্তু আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয় না। যদি কদাচিৎ কখন কোন জড় স্বয়ংপ্রবৃত্ত হয়, হইলে তাহার সে প্রবৃত্তি সর্ব্বথা অনিয়মিত অর্থাৎ শৃঙ্খলা বিহীন। জ্ঞান-শক্তি না থাকিলে কেহ কখন নিয়মিত কার্য্য করিতে পারে না। এমন নিয়মযুক্ত ও এমন কৌশলযুক্ত জগতের নির্ম্মাণ কি ইচ্ছাদিগুণ শূন্য জড়স্বভাবা প্রকৃতির দ্বারা সম্ভবে? জ্ঞানশূন্যা প্রকৃতি ইহার কর্ত্রী হইলে এত দিন ইহা উৎসন্ন অথবা বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত। হয় ত নিয়মিতরূপে চন্দ্রসূর্য্যাদি পরিভ্রমণ করিত না। মানুষের পুত্র মানুষ ও বৃক্ষের অঙ্কুর বৃক্ষ না হইয়া হয় ত একটা কিম্ভূত কিমাকার ঘটনা হইত। অতএব নিয়ম পরিপাটি দেখিয়া অবশ্য অনুমান করিতে হইবে এবং মানিতেও হইবে যে অব্যাহতেচ্ছ জ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান্ কোন এক কর্ত্তৃপুরুষ ইহার অধিষ্ঠাতা বা নিয়ামক আছেন। তিনিই প্রকৃতির দ্বারা সুনিয়মে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং স্থিতি বিধানও করিতেছেন।

কপিল বলেন না। রথ একটি অচেতন বস্তু চেতনাবান্ পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে যেমন স্বেচ্ছানুসারে নিয়মিতরূপে গতিমান্ করে, অথবা সুবর্ণ খণ্ড এক জড় দ্রব্য, কোন কুশলী স্বর্ণকার অধিষ্ঠাতা বা কর্ত্তা হইয়া তাহাকে যেমন কুণ্ডলাদি আকারে পরিণামিত করে, প্রকৃতির সম্বন্ধে সেরূপ প্রেরণকর্ত্তা কেহ নাই। সেরূপ অধিষ্ঠাতার অনুমান নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতি জড় তাই বলিয়া রথনিয়ন্তা সারথির ন্যায় তাঁহার কোন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা থাকার কল্পনা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃতি অস্বাধীনা বলিয়া তাঁহাকে পরিণামিত করিবার জন্য

স্বর্ণকায়ের ন্যায় পৃথক ব্যক্তি থাকার প্রয়োজন হয় না। অনাদি অনন্ত পুরুষগণই তাঁহার অধিষ্ঠাতা ও নিজ শক্তিই তাঁহার পরিণামের প্রযোজক। "তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।" যেমন সন্নিধান বশতঃ ইচ্ছাদিগুণশূন্য জড়স্বভাব অয়স্কান্তমণি লৌহের সম্বন্ধে সচেতন অধিষ্ঠাতার ন্যায় কার্য্যকারী হয় সেইরূপ, সান্নিধ্যবিশেষ বশে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় আত্মাই তাদৃশী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতার বা প্রেরকের কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম।*

যেমন লৌহ ও চুম্বক উভয়েই জড়স্বভাব, ইচ্ছাদি গুণশূন্য ও স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত অথচ পরস্পর সন্নিহিত হইবামাত্র পরস্পর পরস্পরের শরীরে বিক্রিয়া (লৌহশরীরে চলন, আর চুম্বকশরীরে আকর্ষভাব) উপস্থিত করে, সেইরূপ আত্মা নিষ্ক্রিয় নিরিচ্ছ হইলেও এবং প্রকৃতি জড়া ও স্বতঃপ্রবৃত্তিরহিতা হইলেও সন্নিধান বিশেষের বলে প্রকৃতি শরীরে পরিণাম শক্তির উদয় হইয়া থাকে। জড়স্বভাব বলিয়া অনিয়মিত পরিণামের আশঙ্কা অলীক আশঙ্কা। কেন না, নিয়মিতরূপে পরিণত হওয়াই প্রকৃতির স্বভাব। তদনুসারে প্রত্যেক বস্তুই নিয়মিত পরিণামের অধীন। দুগ্ধের দধিভিন্ন কর্দ্দম পরিণাম হয় না। চূণযুক্ত হরিদ্রা রক্তবর্ণই হয়, কৃষ্ণবর্ণ হয় না। প্রকৃতির ও প্রাকৃতিক পদার্থের নিয়মিত পরিণামের বিষয়ে বিজ্ঞান জ্যোতিষ ও বৈদ্যক প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র সাক্ষ্য দিতে সমর্থ। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন "সলিলবৎ প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ" মেঘ নির্ম্মুক্ত সলিল এক, একরূপ ও এক রস; কিন্তু সেই এক ও একরসাত্মক জল পৃথিবীতে আসিয়া নানাবিধ পার্থিব

---

* 'নিরিচ্ছে সংহিতে রত্নে যথা লোহঃ প্রবর্ত্ততে।
সত্তামাত্রেণ দেবেন তথা বাহয়ং জগজ্জনঃ।
অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্য নষ্ট হইয়া একবার পরিণাম আরব্ধ হইলে তাহা হইতে ক্রমশ: সম বিষম প্রভৃতি নানা প্রকার কার্য্য চলিতে থাকে, বিশৃঙ্খল হয় না।

বিকারের সংযোগে (তাল ও তালী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বীজভাবাপন্ন বিকারের সহিত সংযুক্ত হইয়া) ভিন্ন ভিন্নরূপে ও ভিন্ন ভিন্ন রসে পরিণত হইয়া থাকে তালবীজ বা তালবৃক্ষ যাহাকে আকর্ষণ করল তাহা এক রস হইল; নারিকেল যাহা আকর্ষণ করিল তাহা অন্যরস হইল। অতএব একই জল যেমন কারণবিশেষের সংসর্গে ভিন্ন ভিন্ন ফলে ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর ও অম্ল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের উৎপত্তি করে, সেইরূপ প্রকৃতিনিষ্ঠ গুণত্রয়ের এক এক গুণের অভিভব ও এক এক গুণের সমুদ্ভব (বৃদ্ধি বা প্রাবল্য) হওয়াতে প্রবলের সহযোগে দুর্ব্বল গুণ গুলি বিকৃত হইয়া যায়। অতএব প্রকৃতির নিয়মিত পরিণামের জন্য প্রকৃতির স্বীয় শক্তি বা স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব ব্যতীত স্বতন্ত্র প্রেরক থাকা অকল্পনীয়।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—মহত্তত্ত্ব।

প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহত্তত্ত্ব। ইহা সৃষ্টিপ্রারম্ভে অসংসারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিধি বশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রস্ফুরিত হয়। কথিত আছে, রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন ও তমোগুণে সংহার। এ কথা ইহাই বুঝাইয়া দেয় যে, পূর্ব্বে গুণ সমুদায়ের সাম্য-ভঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে রজোগুণ সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত করিয়াছিল। তাই সত্ত্বগুণ সর্ব্বপ্রথমে মহত্তত্ত্ব আকারে [মহত্তত্ত্ব যার পর নাই নির্ম্মল বিকাশ) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। মহত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রাণিনিচয়ের বুদ্ধির বীজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। তাহাতে দৃষ্ট হইবে, সমস্ত বিশেষ বিশেষ বুদ্ধির বিকাশস্থান অন্তঃকরণ। আরও দৃষ্ট হইবে যে, প্রত্যেক অন্তঃকরণ হরি-হর মূর্ত্তির ন্যায় দ্বিমূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছে। তাহার এক মূর্ত্তি বা এক পরিণাম 'মনন' ও 'অধ্যবসায়' নামে ও দ্বিতীয়

মূর্ত্তি বা পরিণাম 'অভিমান' ও 'অহং' নামে পরিচিত হইয়াছে। "আমি" "আমি আছি" "বস্তু" "বস্তু আছে" "আমার" "আমার কৃতিসাধ্য" ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়াত্মক বিকাশের নাম অধ্যবসায় ও জ্ঞানশক্তি। এই জ্ঞানশক্তি সহজাততত্ত্বরূপে জীবের অন্তরাত্মায় নিরন্তর সংলগ্ন আছে। জ্ঞানশক্তির সমষ্টিই মহান্। মহান্ ও পূর্ণজ্ঞান সমান কথা। পূর্ণ জ্ঞান-শক্তি সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব শব্দের অভিধেয়। যে মহান্ পুরুষ এই মহান্ বুদ্ধিতত্ত্বে পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হন সেই মহাপুরুষই সাংখ্য-শাস্ত্রের ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, কার্য্যব্রহ্ম ও ঈশ্বর। ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, চন্দ্র-লোক, সূর্য্য-লোক, গ্রহ-লোক, নক্ষত্র-লোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমস্ত লোকের সমস্ত পদার্থই এই মহান্ পুরুষের অধীন। এই মহত্তত্ত্ব নামক ব্যাপক বুদ্ধি আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চন্দ্রলোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, সূর্য্যলোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, পশুর জ্ঞান, পক্ষীর জ্ঞান, ইত্যাদি ক্রমে সেই সেই দেহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা যেমন এই হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহের উপর "আমি" ও "আমার" এই অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছি, এইরূপ, হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর সম্পূর্ণ বুদ্ধিতত্ত্বের বা অন্তঃকরণ সমষ্টির উপর "আমি" ও "আমার" ইত্যাকার অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছেন। আমাদের দেহের উপর যেমন আমাদেরই কর্ত্তৃত্ব, এইরূপ, সমষ্টি অন্তঃকরণের উপর হিরণ্যগর্ভের কর্ত্তৃত্ব আছে। আমরা যেমন আমাদের হস্ত পদাদি যথেচ্ছ প্রেরণ করি, এইরূপ, হিরণ্য-গর্ভও সমস্ত অন্তঃকরণকে যথেচ্ছ প্রেরণ করেন। সেই জন্য তাঁহাকে আমরা অন্তর্য্যামী বলি। এ সকল কথা কপিল মহর্ষির গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে না থাকিলেও অন্য আর্য্য গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে অভিহিত আছে। কপিল কেবল "মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ।" এই বলিয়া মহত্তত্ত্ব জিনিস বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগকে বুঝিতে হইলে, সর্ব্বদা

সমুৎপন্না বিষয়োপরক্তা বুদ্ধির অবগাহ্য খণ্ড খণ্ড বিষয় রাশি পরিত্যাগ করিয়া, ছাড়িয়া দিয়া, নিরবচ্ছিন্ন, কেবল অথবা বিশুদ্ধ বুদ্ধিই মহত্তত্ত্ব এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রথমে কেবল চিদাত্মা পুরুষ ছিলেন, এ সকল ছিল না, সুতরাং প্রকৃতির প্রথম বিকাশে অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব নামক বুদ্ধিতে চিদাত্মার অনুরঞ্জনা ব্যতীত অন্য পদার্থের অনুরঞ্জনা ছিল না, তাহার পরিচ্ছেদকও ছিল না, না থাকায় তাহা অপরিচ্ছিন্না ছিল। পরে প্রকৃতি হইতে যতই স্থূল সূক্ষ্ম বিকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ততই তাহা বিষয়-পরিচ্ছিন্না ও মলিনা হইয়াছে। প্রকৃতির প্রথম বিকার বা প্রথম স্ফূর্ত্তি, যাহার সাঙ্কেতিক নাম মহত্তত্ত্ব, তাহাই জগদ্-বীজ ও মহান্। সৃষ্টির আরম্ভ ও মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি সমান কথা। রাম না হইতে রামায়ণের ন্যায় জ্ঞেয় না হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব হওয়াই মহত্তত্ত্বের অপর লক্ষণ। জ্ঞেয় না থাকা অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ, এই বিষয়টী যেরূপে অনুভব করিতে হইবে তাহা মহর্ষি মনু উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥"

এ জগৎ আগে প্রকৃতিলীন ছিল। প্রকৃতিলীন থাকাই লয় ও প্রলয়। সে অবস্থা তখন লোকের অজ্ঞাত, অলক্ষ্য ও অপ্রতর্ক্য। অর্থাৎ তখন প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাব্দ এ সকল প্রমাণ ছিল না এবং প্রমাণের বিষয় প্রমেয় পদার্থ তাহাও ছিল না সে অবস্থা প্রায় মহাসুষুপ্তির সদৃশ।

যেমন আমাদের প্রগাঢ় সুষুপ্তি ভাঙ্গিবা মাত্র নেত্র উন্মীলিত হইতে না হইতে সহসা অজ্ঞান তমঃ বিদূরিত ও জ্ঞানবিকাশ উপস্থিত হয়, তেমনি, নিতান্ত দুর্লক্ষ্য প্রলয়রূপ জগৎসুষুপ্তি ভাঙ্গিবা মাত্র প্রকৃতিগর্ভে সূক্ষ্ম জগতের অভিব্যঞ্জক (অঙ্কুর স্বরূপ), তমোভঙ্গ কারক, সৃষ্টিসামর্থ্য-

যুক্ত ভগবান্ স্বয়ম্প্রভ হিরণ্যগর্ভের বা মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল। যেমন জগৎসুষুপ্তি ভাঙ্গিল, অমনি মহান্ বিকার আসিল, সূক্ষ্ম জগৎ অলক্ষ্যে তদগাত্রে অঙ্কিত হইল। মনুর এই উক্তিতে মহত্তত্ত্বের অল্প কিছু ভাব অনুভবারূঢ় করা যাইতে পারে। মহত্তত্ত্ব, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, এ সকল সমান কথা।* এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, জ্ঞানশক্তির অনুগামী ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছাশক্তির অনুগামী ক্রিয়াশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির অনুগামী সৃজনশক্তি।

দ্বিতীয় পরিণাম—অহংতত্ত্ব।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম পরিণামের অর্থাৎ "আমি আছি" ইত্যাদি সহজাত নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির একদেশে যে "অহংবৃত্তি" সংলগ্ন আছে তাহাই সাংখ্যের অহংতত্ত্ব। এই অহংবৃত্তি যাহাতে বা যাহার পরিণামে উদয় হয় তাহাই সাঙ্খ্যের অহংতত্ত্ব। এই অহংতত্ত্ব প্রত্যেক আত্মার আশ্রিত। এই অহং এক একটি গণনায় ব্যষ্টি ও সমস্ত গণনায় সমষ্টি। অহং অভিমান ও অহংতত্ত্ব নামভেদমাত্র। মহত্তত্ত্বের সহিত অহংতত্ত্বের প্রভেদ এই যে, মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত "আমি" অলক্ষ্যোৎপন্ন, আর অহংতত্ত্বের "আমি" লক্ষ্যপূর্ব্বক উৎপন্ন। অহংএর প্রধান লক্ষ্য জীবাত্মা বা আত্মার জীবভাব।

তৃতীয় পরিণাম—ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা।

বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহংতত্ত্ব। এই অহংতত্ত্ব হইতে যে বিচিত্র পরিণাম ঘটিয়াছে তাহা সাঙ্খ্যশাস্ত্রে এইরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

* "মনোমহান্ মতিব্র্রহ্মা পূর্ব্বদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ" ইত্যাদি।

অহঙ্কার তত্ত্বের দুই পরিণাম। ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা। যেমন এক দুগ্ধ হইতে দ্বিবিধ পরিণাম বা বিকার অর্থাৎ আমিক্ষা (ছানা) ও বাজিন (ছানার জল) উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, এক অহংতত্ত্বের পরিণামে দ্বিবিধ বিকার উৎপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা। ইন্দ্রিয়গণ স্বচ্ছ ও প্রকাশ-স্বভাব; তন্মাত্রাপ্রবাহ * অস্বচ্ছ ও অপ্রকাশস্বভাব। উভয়ের আকারও ভিন্ন। ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা তুল্যাকার ও তুল্যস্বভাব না হইবার কারণ এই যে, অহংতত্ত্বস্থিত রজোগুণ অহংতত্ত্বকে ঐরূপ বিভিন্ন আকারে ও স্বভাবে বিকৃত করিয়াছিল। এস্থলে প্রশ্নকর্ত্তার বুঝা উচিত যে, প্রাকৃতিক পরিণাম অত্যন্ত বিচিত্র ও বোধাতীত।

কপিল ঋষি ঐ পর্য্যন্ত বলিয়া বলিয়াছেন, "ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ" "অবুদ্ধিপূর্ব্বকস্ত্বেষঃ।" এই পর্য্যন্তই অবুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৃষ্টি। অতঃপর ব্রাহ্মী সৃষ্টি। আমরা যেমন সলিল, সূত্র ও মৃত্তিকাদি লইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক ঘটপটাদি নির্ম্মাণ করি, সেইরূপ, ব্রহ্মা বা ঈশ্বর প্রকৃতি-সৃষ্ট প্রোক্ত উপাদান লইয়া নিয়মিতরূপে বিবিধ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বয়ংজাত প্রাকৃতিক উপাদান লইয়া সে সকলকে বুদ্ধিপূর্ব্বক নিয়মিত করা এবং সুকৌশলে ও সুশৃঙ্খলে জগৎ রচনা করা ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। ব্রাহ্মী সৃষ্টির অনেক কাল পরে জৈবিক সৃষ্টি প্রারব্ধ হইয়াছিল। জৈবিক সৃষ্টি কি? জৈবিক সৃষ্টি গৃহাদিনির্ম্মাণ।

অহংতত্ত্বজাত একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রার পরিচয় এক প্রকার প্রদত্ত হইল। সম্প্রতি প্রতিজ্ঞা অনুসারে মনের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাউক।

* এই তন্মাত্রা বেদান্তাদি শাস্ত্রে ভূতসূক্ষ্ম ও ন্যায়াদি শাস্ত্রে পরমাণু, এই দুই বিভিন্ন আখ্যায় খ্যাত হইতে দেখা যায়। অনুমান হয়, সাংখ্যের তন্মাত্রা-প্রবাহই ইংরাজদিগের 'ইথার্।'

মনের সাবয়বত্ব ও সূক্ষ্মত্ব।

"জায়তে, অস্তি, বৰ্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিপরিণমতে,
"নশ্যতি, ইতিষড়্‌ভাববিকারাঃ" [যাস্ক।

'ভাব' শব্দে জায়মান বস্তু। যে যে বস্তু জন্মে, তাহার তাহারই বৃদ্ধি হ্রাস, পরিবর্ত্তন ও বিনাশ আছে। বস্তুর এবংবিধ অবশ্যম্ভাবী পরিণামকে দার্শনিক পণ্ডিতেরা ভাব-বিকার শব্দে উল্লেখ করেন। ভাব-বিকার-গ্রস্ত নহে, এমন জন্যবস্তু অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ নাই। সাংখ্যমতে আত্মা ব্যতীত নির্ব্বিকার পদার্থ নাই। দৃশ্যবস্তুতে যে বিকার ধর্ম্ম আছে তাহা সর্ব্ব-প্রত্যক্ষ। সাংখ্য বলেন মনও জন্মবান্, সে জন্য মনও ভাববিকারগ্রস্ত।

প্রাকৃতিক-কাণ্ড নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। দুর্ব্বোধ্যতার বিষয় বর্ণন করি, প্রণিধান কর। সামান্য তৃণগুচ্ছ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যে কিছু পদার্থ, একমাত্র মনই সমুদায়ের পরীক্ষক। কিন্তু মনের পরীক্ষক কে? চিন্তা করিতে গেলে মোহ উপস্থিত হয়। যদি বল, মন আপনিই আপনার পরীক্ষক, আমরা বলি, তাহা সঙ্গত নহে। আপনি আপনার প্রমাণ, আপনি আপনার পরীক্ষক, এ কথা বলা আর আপনি আপনার স্কন্ধে আরোহণ করিতেছে, বলা তুল্য কথা। মন কি? তাহার স্বরূপ কি? শক্তি কি? এবং সংস্থানই বা কিরূপ? মনের উপর এ সকল নির্ণয়ের ভারার্পণ করিতে গেলে আপনি আপনার স্কন্ধারোহণ করার তুল্য দোষ স্বতঃসিদ্ধ ভাবে আসিয়া পড়িবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট-বুদ্ধি (যাহার যেরূপ আকার, যাহার যেরূপ গুণ, তত্তাবতের সুস্পষ্ট জ্ঞান) জন্মায় না। একমাত্র মনই বিশিষ্ট বুদ্ধির জনক। এই কথা স্থির থাকিলে মনের পরীক্ষক অলভ্য হইয়া পড়ে।

কপিল বলেন, না—অলভ্য হইবে না। প্রণিধানপর হইলে দেখিতে পাইবে। যখন আত্মার ও মনের বিষয় চিন্তা করা যায়, তখনই দেখা যায়,

মন ও আত্মার স্পষ্ট ভিন্নভাব দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা বলেন, মন ও আত্মা একই বস্তু, তাঁহারাও আত্মার ও মনের বিচারকালে আত্মাকে ভিন্ন না রাখিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। তাঁহারা যখন যখনই মনের অনুসন্ধান করেন, তখন তখনই তাঁহাদের মন আত্মা হইতে পৃথক্ হয়, পৃথক্ হইয়া আত্মার স্বরূপ পরীক্ষা করে। কিন্তু বিচারশক্তির অভাব বা ভ্রমবশতঃ তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারেন না। সেই জন্যই তাঁহারা মুখে বলেন "মনের নামান্তর আত্মা, আর আত্মার নামান্তর মন"।

কেহ কেহ বলেন, "দীপের ন্যায় মনের স্ব-পর-প্রকাশকত্ব শক্তি আছে। দীপ যেমন আপনাকে ও আপরাপর প্রকাশ্য বস্তুকে প্রকাশ করে, সেইরূপ, মনও আপনার ও আপনার স্বরূপসত্তার অবধারণ করে। যাঁহারা কখন কিছু ভাবেন না, কেবল কিসে বাদী জয় করিব, তাহারই উপায় চিন্তা করেন, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদিগকে পারা ভার। বিচারমল্লদিগের বাক্‌বৈদগ্ধ্য নিতান্ত অসার। তাঁহাদিগের তাদৃশ মুগ্ধতার কারণ আর কিছুই নাই, কেবল মন ও আত্মার ঘনিষ্ঠতা অথবা নৈকট্য। মনের সহিত আত্মার এতদূর নৈকট্য আছে যে, স্বতন্ত্র-আত্মাস্তিত্ব-বাদীরাও কখন কখন মনকে আত্মা বলিয়া ফেলেন। এই বিষয়ে অনেক বক্তব্য থাকিলেও সে সকল আত্মার স্বরূপ বর্ণন কালে বলা হইবে। এ সন্দর্ভে কেবল মনের স্বরূপাবধারণ কথাই বলিব, অন্য কিছু বলিব না।

"মন কি? কিংবিধ পদার্থের নাম মন?"

এই জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে কপিল বলেন, মন একটি দেহস্থ বস্তু। মন দেহাশ্রিত পদার্থ বটে, কিন্তু তাহা অস্থিমাংসাদির ন্যায় নহে। মন অহংদ্রব্যের পরিণামবিশেষে উৎপন্ন হইলেও তাহা ক্ষণধ্বংসী নহে। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত উহার স্থায়িত্ব থাকে। প্রাণসংযোগ বিনষ্ট হইলে যখন এ শরীর নিপতিত থাকে, তখন মন তাহাতে থাকে না।

অস্থিমাংসাদির ন্যায় তন্মধ্যে অবস্থিত থাকে না। শরীর বিনাশ' নামক বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মন শীঘ্র সেরূপ বিকার প্রাপ্ত হয় না। মরণের পর মন কি হয় তাহা জন্মান্তর নামক প্রস্তাবে বলিব।

নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্তে মন নিত্য ও নিরবয়ব। মনের অবয়ব নাই সুতরাং উৎপত্তিও নাই। অবয়ব না থাকায় মনের উপচয় অপচয়ও নাই। তবে যে আহারাদিজনিত মনের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে, তাহা মনের নহে, মনের গোলকের অর্থাৎ অবস্থিতি স্থানের। গোলকের উপচয় মনের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বাল্যে ইন্দ্রিয়স্থানের অপুষ্টতা বশতঃ ইন্দ্রিয়শক্তির অল্পতা থাকে, যৌবনে সেই সেই স্থান পুষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়শক্তিও পূর্ণ হয়, আবার বার্দ্ধক্যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহাই পূর্ব্বোক্ত নির্ণয়ের নিদর্শন। নিরবয়ব পদার্থের আবার বিনাশ কি? অবয়বের বিভাগ হওয়াই ধ্বংস, সেই জন্য নিরবয়ব মনের ধ্বংস নাই।

মন এক প্রকার নিরবয়ব দ্রব্য। দ্রব্য বলিলে আমাদের সহজ জ্ঞানে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলভাবের উদয় হয়, দ্রব্যের স্বরূপ বস্তুতঃ তাহা নহে। যাহাতে বা যাহার গুণ বা ধর্ম্ম থাকে তাহা দ্রব্য। এ লক্ষণ সাবয়ব ও নিরবয়ব উভয়েই বিদ্যমান থাকে।

মন সূক্ষ্ম। এমন কি, মন বায়বীর পরমাণুতুল্য। তাদৃশ সূক্ষ্মতা· নিবন্ধন মন যুগপৎ অর্থাৎ এককালে দুই বা ততোধিক বস্তু গ্রহণ পারে না। সেই কারণে এক সময় দুই বস্তুর জ্ঞান হয় না। "অন্যত্র-মনা অভূবং নাশ্রৌষম্"—আমি অন্যমনস্ক ছিলাম তজ্জন্য শুনিতে পাই নাই। এক দিকে মন থাকিলে যে অন্য দিকে তাহার ঔদাস্য থাকে, তৎপ্রতি কারণ, মনের পরমাণুতুল্যতা। মন যখন এক ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হইয়া তদিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয়ে নিমগ্ন থাকে, তখন আর তাহার এমন কোন প্রদেশ (অংশ) থাকে না যে, সে অন্য প্রদেশে বা বস্তুতে সংযুক্ত

হইয়া তদ্‌-বস্তু ভালমন্দ বিবেচনা করিবে। স্থূল বা সাবয়ব-বস্তুই দুই বা ততোধিক বস্তুতে সংযুক্ত হইতে পারে। কারণ, তাহার অনেক প্রদেশ (স্থান) আছে। কিন্তু মন এত সূক্ষ্ম যে একের সহিত সংযুক্ত হইবার কালেও সে তন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়। সেই কারণেই মনুষ্যের এক-কালে দুই বা ততোধিক জ্ঞান জন্মে না। তবে যে ভোজনাদি কালে আমরা যুগপৎ স্পর্শন ও রাসন (আস্বাদ) জ্ঞান জন্মে বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা আমাদের ভ্র ম। বস্তুতঃ তাহা ক্রমশঃ হয়, যুগপৎ হয় না। যেমন এক শত পদ্মপত্র একটা সূচীর দ্বারা বেগে বিদ্ধ করিলে তাহা যুগপৎ বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ ভ্রম।

এ-ত গেল নৈয়ায়িকদিগের মত। কিন্তু সাংখ্যের মত অন্যবিধ। সাংখ্য বলেন, মন অনিত্য। মন উৎপন্ন বস্তু, সেই কারণে তাহা অনিত্য। তাই বলিয়া মন ঘটপটাদির ন্যায় ক্ষণবিনাশী নহে। মন জীবের জীবত্ব লোপ অর্থাৎ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

মন সাবয়ব। মন যদি নিরবয়ব হইত তাহা হইলে সে কাহারও সহিত সংযুক্ত হইতে পারিত না। মনের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, তদীয় আধার স্থানেরই হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেই হ্রাস বৃদ্ধি মনে আরোপিত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে প্রমাণ ও অনুকূল যুক্তি নাই। মন সূক্ষ্ম বটে, তাই বলিয়া পরমাণুতুল্য নহে। ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেই যে পরমাণুর ন্যায় পরিমাণে সূক্ষ্ম ও নিরবয়ব হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। বায়ু যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু, তাই বলিয়া কি বায়ুর অবয়ব নাই? বায়ুও সাবয়ব, তাহাও পুঞ্জীভূত পরমাণু প্রবাহ *।

* অনেকে মনে করেন, ত্বক্‌ দ্বারা বায়ুর প্রত্যক্ষ হয়। বস্তুতঃ তাহা হয় না। স্পর্শের দ্বারা অনুমিত হয় মাত্র। ত্ব · ন্দ্রিয় যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বায়ুকে গ্রহণ করিত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই অন্য দ্রব্যের ন্যায় শরীরে বায়ুস্পর্শ অনুভূত হইত। জগৎ বায়ুসমুদ্রে অবস্থিত। স্পর্শগুণ বায়ুতে সর্ব্বদা অভিব্যক্ত থাকে না

এককালে দুই বা ততোধিক জ্ঞান হইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। "ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তি।" ইন্দ্রিয়বৃত্তি অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান স্থলবিশেষে ক্রমে হয়, স্থল বিশেষে অক্রমে অর্থাৎ এক কালে হয়। মন সাবয়ব কি নিরবয়ব? নশ্বর কি অনশ্বর? এক কালে বহু জ্ঞান হয় কি না? ইত্যাদি কথা লইয়া শাস্ত্রের স্থানে স্থানে তর্ক বিতর্ক আছে, সে সকলের সিদ্ধান্ত মাত্র অনুভাষিত করিলাম। আরও কথা এই যে, যুক্তির উপরেই নৈয়ায়িকদিগের নির্ভর; কিন্তু সাঙ্খ্যাচার্য্যদিগের নির্ভর আপ্তবাক্য। যুক্তি তাহার সাহায্যকারী মাত্র। অতএব প্রধান আপ্ত-বাক্য বেদ যখন বলিয়াছেন মন সাবয়ব, তখন বুঝা উচিত যে, সাঙ্খ্য-মতে মন সাবয়ব। ছান্দোগ্য ষষ্ঠাধ্যায়ে এ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে, এস্থলে তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিলাম।

উদ্দালক শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মবিৎ করিবার মানসে প্রতিদিন বিবিধ সোদাহরণ প্রশ্নের অবতারণা করিতেন। এক দিন বলিলেন "ন নাঽস্য কশ্চনাঽমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতি।" বৎস! আমাদের বংশের কোন ব্যক্তি অশ্রুত ও অবিজ্ঞাত পদার্থের উদ্‌ঘোষণ করেন নাই। অর্থাৎ সকলেই সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। শ্বেতকেতু বলিলেন, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? শ্বেতকেতুর এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে উদ্দালক বাহ্যভূতের রহস্য উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ অধ্যাত্ম ভূতের তত্ত্ব কথন কালে বলিলেন,

এবং ত্বগিন্দ্রিয়ও সর্ব্বদা স্পর্শ গ্রহণ করে না। বেগই বায়ুতে স্পর্শ গুণের উদ্রেক করে, এবং তাহার আঘাতই ত্বকে স্পর্শগ্রাহিক শক্তি উদ্ভাবিত করে। বায়ুতে বেগ উপস্থিত হইলে সেই বেগযুক্ত বায়ু ত্বক্‌কে চাপিয়া ধরে, ত্বক্ তখন বায়ুর স্পর্শ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়। বায়ুতে যদি স্পর্শগুণ সর্ব্বদা অভিব্যক্ত থাকিত, ত্বকের যদি চাপ ব্যতিরেকে স্পর্শগ্রহণের সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে তালবৃন্তের প্রয়োজন হইত না।

"অয়মন্নং হি সৌম্য! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্।" হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতু! মন অন্নময় অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের পরিণাম বিশেষ। প্রাণ জলময় অর্থাৎ পেয় পরিণামোৎপন্ন। বাক্ তেজোময়ী অর্থাৎ স্নেহদ্রব্যের পরিণামে উৎপন্না। শ্বেতকেতু এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "ভূয় এব মা ভগবান্, বিজ্ঞাপয়তু।" আবার বলুন, আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

অনন্তর শ্বেতকেতুর বোধের নিমিত্ত উদ্দালক ঋষি ঐ সকল কথা বিস্তার করিয়া বলিতে লাগিলেন। "পৃথিবীধাতু, অপ্ধাতু ও তেজোধাতু। ধাতুর নামান্তর ভূত এবং পৃথিবী ধাতুর নামান্তর অন্ন। আকাশ, বায়ু ও ঐ ত্রিবিধ ভূত পরস্পর অনুবিদ্ধ হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। প্রোক্ত ত্রিধাতু বা পঞ্চধাতু আত্মাভিন্ন সমস্ত পদার্থের উপাদান ও পোষক। বহিঃস্থ অন্নাদি ধাতু আধ্যাত্মিক ধাতুতে সংযুক্ত বা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সে সকলের স্থিতি ও পুষ্টি করিতেছে। তাহার প্রণালী এই—

ভুক্তান্ন জঠরাগ্নির দ্বারা পচ্যমান হইয়া প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যাহা স্থূলতম ভাগ (অন্নমল), তাহা পুরীষ। যাহা মধ্যম তাহা মাংস। যাহা সূক্ষ্ম তাহা ইন্দ্রিয় ও মন। এইরূপ পীয়মান অপ্ধাতুও ত্রিধা বিভক্ত হয়। তাহার স্থূল ভাগ মূত্র, মধ্যম ভাগ রক্ত ও সূক্ষ্ম ভাগ প্রাণ। ভক্ষিত তেজোধাতু ও ত্রিধা বিভক্ত ছিল। তাহার স্থূল ভাগ অস্থি, মধ্যম ভাগ মজ্জা ও সূক্ষ্ম ভাগ বাগিন্দ্রিয়। যেমন মথ্যমান দধি হইতে তদন্তর্গত সূক্ষ্ম ধাতু বা সার (নবনীত) সম্ভূয়ভাবে উদ্গত হয়, সেইরূপ, তেজ, অপ্ ও অন্ন,—এই ত্রিবিধ দ্রব্য ঔদর্য্যাগ্নি (অন্তরাগ্নি) ও বায়ুর দ্বারা মথিত হইলে তাহাদের সারাংশ ঊর্দ্ধে উদ্গত হয়। অনন্তর তাহা নাড়ীপথে সেই সেই স্থানে শিরা-প্রশিরার দ্বারা নীত হইয়া সেই সেই পদার্থের উৎপত্তি স্থিতি ও পুষ্টি করিতে থাকে। উদান নামক বায়ু সার উদ্গত করায়, অপান নামক বায়ু অসার নিঃসারিত

করে, এবং ব্যান নামক বায়ু সমুত্থিত সার সমুদায়কে রস রক্তাদি আকারে পরিণামিত করিয়া শরীরের সর্ব্বদিকে লইয়া যায়। হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতু! তাই বলিতেছিলাম, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় ও বাক্য তেজোময়। যদি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও, তবে পঞ্চদশ দিন কি অন্ন, কি জল, কি তেজ, কিছুই উপযোগ করিও না। ষোড়শ দিনে আমার নিকট আসিও।

শ্বেতকেতু পঞ্চদশ দিন অনাহারের পর পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পিতা কহিলেন "ঋচঃ সৌম্য! যজূংষি সামানি চাধ্যেষি?" শ্বেতকেতু! তোমার ঋক্, যজুঃ, সাম অধ্যয়ন করা হইয়াছে? শ্বেতকেতু বলিলেন "ন চেমাঃ প্রতিভান্তি ভোঃ"—হে পিতঃ! আজ আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না।"—ঋষি কহিলেন, "যেমন কাষ্ঠাভাবে মহৎ পরিমাণ অগ্নিও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, আবার খদ্যোৎপরিমিত জলদঙ্গারে কাষ্ঠযোগ করিলে তাহা হইতে সুমহৎ প্রজ্বলন উপস্থিত হয়, সেইরূপ আহারাভাবে তোমার ইন্দ্রিয় ও মন ক্ষীণ হইয়াছে, নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছে, কিছু উপযোগ কর, করিলে পুনঃ প্রজ্বলিত হইবে। তখন সমুদয় আবার তোমার স্মরণ পথে আসিবে।" ঋষি উদ্দালক এইরূপে আহারের হ্রাস বৃদ্ধিতে মনের হ্রাসবৃদ্ধি হওয়া দেখাইয়া মনের সাবয়বত্ব ও সাবয়বত্ব নিবন্ধন জন্যত্ব অবধারণ করাইয়াছিলেন। সাংখ্য এই মতের অনুগামী, সুতরাং সাংখ্য মতে মন সাবয়ব ও নশ্বর। নশ্বর হইলেও তাহা নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর নহে। সাংখ্য বলেন, মন সাক্ষাৎ মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহে দেহে বিরাজ করিতেছে। আমার আত্মায়, তোমার আত্মায় ও অন্যের আত্মায় অবস্থান করিতেছে। মোক্ষ অথবা মহাপ্রলয় ব্যতীত তাহার 'বিনাশ' নামক বিকারের কাল আসিবে না।

মনের স্থান কোথায়? মন কোথায় থাকিয়া স্বীয় কার্য্য করে? শাস্ত্রকারেরা তাহাও চিন্তা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কতক বলা হইয়াছে,

অবশিষ্ট এখন বলি। তান্ত্রিক ও পৌরাণিক গ্রন্থে দেখা যায়, মনের স্থান ভ্রূযুগলের অভ্যন্তর। দেহব্যাপিনী অনন্ত নাড়ীর মধ্যে তিনটি প্রধানা নাড়ী। তাহাদের নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। এই নাড়ীত্রিতয় নাভি, মতান্তরে হৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া মূলাধারে গিয়াছে। তথা হইতে ত্রিধারা ক্রমে তিন দিকে অর্থাৎ উভয় পার্শ্ব ও মধ্যাস্থি বা মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত আবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ তিন প্রধান নাড়ীর অনেক শত শাখানাড়ী আছে। তাহাদিগের আবার অনেক প্রশাখা আছে। ফল, সমস্ত শরীরটা প্রায় শিরাব্যাপ্ত। অশ্বত্থপত্র জীর্ণ হইলে তাহা যেমন তন্তুময় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ শরীরও তন্তুময় অর্থাৎ শিরাময়। উক্ত ত্রিনাড়িকার মধ্যে মৃণালতন্তুর অপেক্ষাও সূক্ষ্ম স্নেহময় তন্তু গুচ্ছাকারে আছে। আশ্রয়ীভূত শিরার সহিত সেই সকল স্নেহতন্তু ব্রহ্মরন্ধ্রের নিম্নে গিয়া স্থগিত হইয়াছে। যে স্থানটীতে স্নেহময় তন্তুগুচ্ছ স্থগিত হইয়াছে, সেই স্থানটী গ্রন্থিল অর্থাৎ গাঁইটযুক্ত। তাহা মস্তিষ্কে বা মস্তক ঘৃতে ডুবান আছে। এই তন্তুগ্রন্থির বৃন্তভাগ আজ্ঞাচক্র ও ঊর্দ্ধভাগ সহস্রার চক্র। মন এই আজ্ঞাচক্রে বাস করতঃ আপন কার্য্য করে। মন যখন চিন্তাকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে, তখন মস্তকস্থ সমুদয় স্নায়ুমণ্ডল স্পন্দিত হইতে থাকে এবং চোখ মুখ ভ্রূ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থান বিকৃত ও কুঞ্চিত হইতে থাকে।

বৈদিক উপাসকদিগের মধ্যে কাহার কাহার এ বিষয়ে মত ভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন, মনের স্থান মস্তক নহে, মনের স্থান হৃদয়। হৃদয়াভ্যন্তরে যে অপূপাকার মাংসখণ্ড আছে, যাহাকে হৃৎপদ্ম বলে, সেই মাংসখণ্ডের উদরাকাশই মনের বাসভূমি। তাঁহাদের অনুভব এই যে, মনুষ্য যে কিছু ধ্যান বা চিন্তা করে, তাহা হৃদয়ে রাখিয়াই করে এবং তাহাদের ধ্যেয় বস্তু সকল হৃদয়াকাশেই প্রতিবিম্বিত ও বিবৃত হয়। সেই সেই কারণে মন স্থান মস্তকে নহে; পরন্তু হৃদয়ে।

পরমাণু।

বৈশেষিক দর্শনে যাহা পরমাণু নামে ব্যবহৃত হয়, অনুমান হয় তাঁহাই সাংখ্যদর্শনের তন্মাত্রা। এই তন্মাত্রা বা পরমাণু স্থূল ভূতপঞ্চকের ও ভৌতিক জগতের উপাদান কারণ। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পুঞ্জীভূত হইলে তাহা স্থূলতার উৎপত্তি করে, আবার সেই সেই অংশ প্রক্রিয়া বিশেষে বিশ্লিষ্ট হইলে সে স্থৌল্যের বিনাশ হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই পরিদৃষ্ট মূল হইতে পরমাণুর অস্তিত্ব ও ভূত ভৌতিকের উৎপত্তি অবধারিত হইতে পারে।

সাঙ্খ্যের 'তন্মাত্রা' শব্দ যৌগিক। তৎ+মাত্র অর্থাৎ কেবল তাহাই বা কেবল সেইটুক। এতদনুসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি লক্ষ্য করিয়া 'তৎ' শব্দের ও অন্য কিছু নহে, কেবল তাঁহাই, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে মাত্রা শব্দের প্রয়োগ করা হয়। নৈয়ায়িক যেমন পার্থিব-পরমাণু, আপ্য-পরমাণু ও তৈজস-পরমাণু প্রভৃতি বিশেষ নাম ব্যবহার করেন, সেইরূপ সাঙ্খ্যাচার্য্যেরাও গন্ধ-তন্মাত্রা, রস-তন্মাত্রা ও রূপ-তন্মাত্রা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। কখন বা সূক্ষ্মতম গন্ধরসাদির আধারীভূত সেই সেই দ্রব্যকে * স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করিয়া পৃথিবী-তন্মাত্রা, জল-তন্মাত্রা ও তেজস্তন্মাত্রা ইত্যাদিক্রমে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

সাঙ্খ্যোক্ত তন্মাত্রা শব্দের ন্যায় বৈশেষিকাদির কথিত পরমাণুশব্দও যৌগিক। পরম+অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম। পরিমাণ তিন প্রকার

* বৌদ্ধদর্শন বলেন, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক দ্বারা রূপাদি পঞ্চক গৃহীত হয়, সুতরাং রূপাদি পঞ্চকই আছে। তাহাদের আধার দ্রব্যনামক কোন বস্তু নাই। দ্রব্য কি? দ্রব্য কিছুই নহে। তাহা খপুষ্প তুল্য মিথ্যা। যাহা দেখি তাহা রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহা শুনি তাহা শব্দ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইত্যাদি।

অণু, মধ্যম ও মহৎ। তাহার প্রথমটি ক্ষুদ্রতাবোধক; আর তৃতীয়টি বৃহৎবোধক। প্রথম পরিমাণ ও তৃতীয় পরিমাণ যদি যৎপরোনাস্তি হইয়া উঠে, তাহা হইলে তদ্বোধের নিমিত্ত ঐ অণু ও মহৎ শব্দের পূর্ব্বে একটি পরম শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অতএব যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম বস্তুর নাম 'পরমাণু' এবং যৎপরোনাস্তি বৃহৎ পরিমাণের নাম 'পরম-মহৎ' ব্রহ্ম, ঈশ্বর, এবং আকাশাদির পরিমাণ এই শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ ইহাঁদের যদি পরিমাণ থাকে তবে তাহা পরম মহৎ। পরমাণুর অন্য নাম পরিমণ্ডল ও মূলধাতু। শাস্ত্রান্তরে ইহা সূক্ষ্মভূত নামে পরিভাষিত হইয়াছে।

পরমাণু অনুমেয়।

তন্মাত্রা ও পরমাণু দু-ই অনুমেয় পদার্থ। পরমাণুর অনুমান এইরূপ —স্থূল বস্তু মাত্রেই বিভাজ্য। যাহা বিভাজ্য তাহার অংশ আছে। বস্তু বিভক্ত হইলে তাহাকে পৃথক্ পৃথক্ অংশে ব্যবস্থিত হইতে দেখা যায়। আরও দেখা যায়। প্রত্যেক বিভক্ত অংশ প্রত্যেক বিভাজ্য অপেক্ষা সূক্ষ্মাকার ধারণ করে। ক্রমে যখন সূক্ষ্মতা ইন্দ্রিয় শক্তি অতিক্রম করে তখনও বিভাগ হয়; কিন্তু সে বিভাগ মাত্র বুদ্ধির বা যুক্তির দ্বারা। তাই বলিয়া চিরকাল বসিয়া ভাগ কল্পনা করিতে পারিবে না, কোন এক উপযুক্ত স্থানে বিরত হইতে হইবে। যেখানে ক্ষুদ্রতা কল্পনার বিশ্রাম বা শেষ হইবে সেই স্থানটি অবিভাজ্য ও অবয়বশূন্য এবং তাহাই পরমাণু। ইহাকে তন্মাত্রা বলিতেও পারি। নৈয়ায়িক বলেন,—এতাদৃশ পরমাণুর বা পরিমণ্ডল পদার্থের দ্বারা এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে।*

* স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য" "অত্রেদমনুমানং—অপকর্ষকাষ্ঠাপন্নানি স্থূলভূতানি স্ববিশেষগুণবদ্দ্রব্যোপাদানানি স্থূলত্বাৎ ঘটপটাদিবৎ"—ইত্যাদি।

বলা হইল যে, যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম পদার্থের নাম তন্মাত্রা ও পরমাণু। কিন্তু সে সূক্ষ্মতা ইন্দ্রিয়াধিকারের কত দূর নিম্নে তাহা বলা হয় নাই। প্রস্তাবের অপূর্ণতা দোষ পরিহারের নিমিত্ত তাহারও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। এ বিষয়ে অনেক মত আছে। তন্মধ্যে কোন এক মতে ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধিকার হইতে অষ্টাদশ ভূমি (ডিগ্রী) নিম্নে ক্ষুদ্রতা কল্পনার সমাধি। কোন মতে ত্রিংশৎ। এই মত সাংখ্য ও বৈদ্যক সম্মত।* কথা গুলির মর্ম্ম এই যে. যখন ত্রিশটী পরমাণু সংহত হয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের অধিকারে আইসে। অর্থাৎ তখন তাহা দেখিবার যোগ্য হয়। যোগ্য হয় বটে; কিন্তু স্বচ্ছ কাচ অথবা সুস্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণ সহযোগে। তদ্দ্বয়ের অনুগ্রহ ব্যতীত সংহতত্রিংশৎ পরমাণুও দেখা যায় না। প্রাতঃ-সূর্য্যালোক যখন গবাক্ষ-রন্ধ্র দিয়া ধারাকারে নিস্রুত হইতে থাকে, তখন সেই চাক্ষুষ-তেজের অপীড়ক সুস্নিগ্ধ কিরণস্রোতে শত শত ত্রসরেণু নামক সংহত ত্রিংশৎ পরমাণু ভাসিতে দেখা যায়। পরিমাণুতত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, সংহত ত্রিংশৎ পরমাণুই ত্রসরেণু। আর এক মত আছে। তন্মধ্যে ৬০ পরমাণু সংহত হইলে তবে তাহা দেখা যায়। পরমাণুর সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে ইহার অধিক দূর উক্তি আর নাই। এ সম্বন্ধে সাংখ্যের মত এই যে, তন্মাত্রা আমাদের অপ্রত্যক্ষ ঘটে; কিন্তু তাহা যোগীদিগের ও দেবতা-দিগের প্রত্যক্ষ। দেবতারা ও যোগীরা তাহা দেখিতে পান ও তাহার ব্যবহার করিতেও পারেন।

পরমাণুর জাতি বা শ্রেণী।

নৈয়ায়িক বলেন,—আকাশ যেমন অসীম, অনন্ত, পরমাণুও তেমনি অগণনীয়, অসীম ও অনন্ত। মহাপ্রলয়ে গ্রহ নক্ষত্র তারকা ও সাগর

* "জালান্তরগতে সূর্য্য-করে ধ্বংসী বিলোক্যতে। ত্রসরেণুস্তু বিজ্ঞেয়-স্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ।" [বৈদ্যক।

শৈল প্রভৃতি সমস্ত বিশ্ব বিধ্বস্ত হইলে সে সকলের পরমাণু আকাশ গর্ভে নিহিত বা লুক্কায়িত থাকে। পরমাণুর দ্বারা জগতের রচনা হইয়াছে সত্য ; পরন্তু এখনও আকাশের উদরে এত পরমাণু অদৃশ্য ভাবে রহিয়াছে যে সে সকলের দ্বারা এখনও এতদপেক্ষা অনেক বড় আর একটা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইতে পারে। * পরমাণুর উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতগণ বলেন, পরমাণুর ইয়ত্তা নাই। অপিচ সংখ্যাগত ইয়ত্তা না থাকিলেও তাহাদের জাতিগত বা শ্রেণীগত ইয়ত্তা আছে। যথা—পার্থিব (১) আপ্য (২), তৈজস (৩) ও বায়বীয় (৪)। †

এই স্থানে অপর এক ভাবিবার বিষয় আছে। যথা—ইহ জগতে যে কিছু আছে সমস্তই মানবেন্দ্রিয়ের ভোগ্য। কারণ, যাহা থাকে তাহা কোন না কোন সংস্রবে মানবীয় জ্ঞানের বিষয় হয়। সে বিধায় সে সকল ভোগ্য। যাহা মানবেন্দ্রিয়ের অতীত, তাহা অভোগ্য অর্থাৎ তাহা না থাকাই অবধারিত। এই যুক্তি লভ্য মতে বিশ্বাস করিয়া চিন্তা কর, মনুষ্যজীবের কয়টি ইন্দ্রিয় ও তাহার অধিকারে কি কি জ্ঞেয় বা ভোগ্য আছে। প্রণিধান পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে পাইবে, মনুষ্যের পাঁচের অধিক ইন্দ্রিয় নাই। শ্রোত্র (১) ত্বক্ (২) চক্ষু (৩) রসনা (৪) ও ঘ্রাণ (৫)। অন্য ইন্দ্রিয় থাকিলেও তাহারা জ্ঞানসাধন বা ভোগসাধন নহে। সে সকল কেবল কার্য্য-সাধক ইন্দ্রিয়। এগুলি কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে খ্যাত। ভাবিয়া দেখ, শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কয় শ্রেণীর ভোগ

* অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে—এখনও নাকি 'ইথার' দ্বারা কএকটী গ্রহ নির্ম্মিত হইতেছে।

† ইহা বহুবাদিসম্মত। অপিচ, বৌদ্ধমতে আকাশ পদার্থ নহে। আবরণাভাবই আকাশ অর্থাৎ কিছু না থাকাই আকাশ। যে মতে আকাশ পদার্থ সে মতে তাহা প্রথম ভূত। ভূত বলিয়া তাহার মাত্রাভাব আছে। অর্থাৎ তাহা শব্দতন্মাত্রা নামে খ্যাত।

ও জ্ঞান সম্পন্ন হয়। ধীরতা সহকারে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দ (১), স্পর্শ (২), রূপ (৩), রস (৪), গন্ধ (৫), এই পাঁচ শ্রেণীর জ্ঞান বা ভোগ ব্যতীত, ছয় শ্রেণীর জ্ঞান ও ভোগ নাই। পাঁচের অধিক জ্ঞেয় বা ভোগ্য নাই বলিয়াই মানুষের পাঁচ ইন্দ্রিয়, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় নাই। পাঁচের অধিক জ্ঞেয় ও ভোগ্য থাকিলে অবশ্যই পাঁচের অধিক ইন্দ্রিয় থাকিত।* যে হেতু পাঁচের অধিক জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই; সেই হেতু মন, বিশ্বাস করে, যে পাঁচের অধিক জ্ঞেয় বা ভোগ্য নাই। ইহাই এতদ্দেশীয় ঋষিদিগের পঞ্চভূত বাদের মূল।

ভূতনির্ব্বাচন।

দেখা যায়, কোথাও রূপ আছে, রস নাই। কোথাও রস আছে গন্ধ নাই। কোথাও স্পর্শ আছে' গন্ধাদি নাই। সেই সেই দর্শনে স্থির হয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি পরস্পর নিতান্ত ভিন্ন ও সকলগুলিই স্বপ্রধান। যে হেতু সকলগুলি স্বপ্রধান, সেই হেতু উহাদের প্রত্যেকের নাম ও পৃথক। গুণ বলিয়া উহাদের আধার বা আশ্রয় আছে এবং সেগুলিও অত্যন্ত পৃথক্। ঐ সকল বিশেষ বিশেষ গুণ যে যে দ্রব্যের আশ্রিত, সেই সেই দ্রব্য এতদ্দেশীয় শাস্ত্রে ভূত সংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট। গতিকে অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ ও মৃত্তিকা, এই পাঁচটি মাত্র ভূত, অধিক ভূত নাই। বিশেষ গুণ দৃষ্টে বস্তুর পার্থক্য ও তাহার লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অপিচ, অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই দ্বিবিধ পরীক্ষা প্রয়োগে দেখা যায় বা পাওয়া যায়, আকাশের বিশেষ, গুণ শব্দ, বায়ুর

* জনৈক থিওসপীসৃট ইংরাজ ব্যক্ত করেন যে, মহাত্মাদিগের অলৌকিক কার্য্যশক্তি দেখিয়া ভূত ভৌতিকের অতিরিক্ত ধর্ম্ম ও মানবাত্মার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা ততোধিক ইন্দ্রিয় থাকার আশা করা যাইতে পারে। আরও বলেন যে, শিশুরা প্রথম বয়সে দুই প্রকারে নিজের বিদ্যমানতা অনুভব করে। সর্ব্বদা হস্তপদাদি

বিশেষ গুণ স্পর্শ, তেজের বিশেষ গুণ রূপ, জলের বিশেষ গুণ রস এবং পৃথিবীর বিশেষ, গন্ধ।*

সঞ্চালন দ্বারা এক প্রকার এবং সেই সঞ্চালন ক্রিয়ায় হস্তপদাদির অপরিবর্ত্তন বা বৈলক্ষণ্য ঘটনা না হওয়ায় অন্য এক প্রকার। হস্তপদাদির আকৃতির বৈলক্ষণ্য হয় না অথচ দূর নিকটাদি সম্বন্ধে হস্তাদির পরিবর্ত্তন হয়। ভাবিয়া দেখ, পরিবর্ত্তন অপরিবর্ত্তন এই দুই ক্রিয়া ও ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক, তদ্দ্বয়ের জ্ঞান অন্ধকার আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধ হইলেও উক্ত স্থলে কেমন সমাবেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ সমাবেশ সূত্র অবলম্বন করিয়া অভ্যন্তরে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও বাহিরে অতিরিক্ত ভূতধর্ম্ম থাকা ও অধিকন্তু আকাশের চতুর্থ গুণ (fourth dimension of space) থাকা অনুমিতি হয়। সেই অতিরিক্ত গুণ জানা না থাকাতেই আমরা বস্তুর আকৃতি বজায় রাখিয়া পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার যোজনা করিতে পারি না। যাহারা ঐ রহস্য বিদিত আছে, তাহারা সেই সেই কার্য্যকে অলৌকিক বলিয়া মনে করে না। ইউরোপবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ প্রেতসিদ্ধ ব্যক্তি এক গাছী রজ্জুর উভয় প্রান্ত বদ্ধ করিয়া (গেরো দিয়া) কেবল মাত্র স্পর্শ দ্বারা ঐ রজ্জুর মধ্যভাগে অন্য এক গেরো দিয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। অপিচ, এক অঙ্গুলি পরিমিত ব্যাস এরূপ একটি রিং (কড়া) প্রকাণ্ড একটী টেবিলের আকৃতি বজায় রাখিয়া তাহার মধ্যদণ্ডে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া জনৈক ডাক্তার অনুমান করিয়াছিলেন যে, ঐ অদ্ভুত ব্যাপার আকাশীয় চতুর্থ শক্তি জানা থাকিলে সম্পন্ন করা যায়। সেই শক্তি বা গুণ আমরা জ্ঞাত নহি, তাই আমরা আশ্চর্য্য হই, অলৌকিক ও অদ্ভুত মনে করি। বস্তুতঃ উহা অলৌকিক নহে। যাঁহারা আকাশীয় চতুর্থ গুণ জ্ঞাত আছেন ঐ কার্য্য তাঁহারা সহজে সম্পন্ন করিতে পারেন। এই স্থলে থিওসফিস্ট্ পণ্ডিতকে ও ডাক্তার মহাশয়কে আমরা বলি, ভূতনিবহের সে সকল গুণ ভূতবশী যোগীদিগের প্রত্যক্ষে ভাসমান থাকে, অস্মদাদির নহে।

* বৌদ্ধ মতে শব্দ গুণ বায়ুর। তন্মতে আকাশ অপদার্থ।

সাধারণ ভৌতিক গুণ।

বস্তু ব্যবহারের কতকগুলি কাল্পনিক ভাব আছে, তাহাও 'গুণ' নামে অভিহিত হয়। যথা—'সংখ্যা' 'পরত্ব' ও 'অপরত্ব' প্রভৃতি। এতজ্জাতীয় গুণ ব্যবহারমূলক ও উপাধিপক্ষপাতী। যাহা পারিণামিক গুণ তাহা দ্বিবিধ। সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। যাহা স্বতঃসিদ্ধ, আশ্রয় বস্তু থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না, যাহা অযুতসিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বদাই যুক্তভাবে থাকে, যাহা আশ্রয়ের সহিত একত্র উৎপন্ন একত্র অবস্থিত ও একত্র বিধ্বস্ত হয়, তাহা সাংসিদ্ধিক নামে খ্যাত। যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও জলের দ্রবত্ব।

যাহা আগমাপায়ী অর্থাৎ নিমিত্ত বশতঃ উৎপন্ন হয়, ধ্বস্ত হয়, তাহা নৈমিত্তিক। যেমন জলের কাঠিন্য (করকা) ও বায়ুর শৈত্য। অসাধারণ ও সাধারণ গুণের তালিকা এইরূপে চিত্রিত হইতে পারে।

পৃথিবীভূতে	রূপ,	রস,	গন্ধ,	স্পর্শ,	শব্দ।
জলভূতে	ঐ	ঐ	০	ঐ	ঐ
তেজোভূতে	ঐ	০	০	ঐ	ঐ
বায়ুভূতে	০	০	০	ঐ	ঐ
আকাশভূতে	০	০	০	০	ঐ

পৃথিবীতে	সংযোগ,	বিভাগ	গুরুত্ব।
জলে	ঐ	ঐ	ঐ
তেজে	ঐ	ঐ	০
বায়ুতে	ঐ	ঐ	০
আকাশে	ঐ	০	০

পৃথিবীতে		স্নেহ,	সংস্কার।
জলে	ঐ	ঐ	ঐ
তেজে	ঐ	০	ঐ
বায়ুতে	০	০	ঐ
আকাশে	০	০	

রূপ।—দর্শনশাস্ত্রে রূপবিষয়ে এইরূপ বিচার আছে। চক্ষু যাহা গ্রহণ করে এবং যাহা শ্বেত পীত লোহিত ইত্যাদি শব্দে উল্লিখিত হয়, তাহা রূপশব্দের অভিধেয়। এই রূপ আবার কোথাও বর্ণ ও চলিত ভাষায় রঙ্ নামে কথিত হয়। শ্বেতবর্ণ রক্তবর্ণ শাদা রঙ্ কাল রঙ্ ইত্যাদি। বর্ণ অনেকবিধ হইলেও মূল বর্ণ তিনটির অতিরিক্ত নহে। শ্বেত *(১) লোহিত (২) ও কৃষ্ণ (৩)। এই তিন মূল বর্ণের নামান্তর অমিশ্র বর্ণ। এতদ্ভিন্ন যাহা মিশ্রণে জন্মে তাহা মিশ্র বর্ণ বলিয়া বিখ্যাত আছে। মিশ্রবর্ণই অনেক।

মূল বর্ণ যে তিনটীর ন্যূন নহে, অতিরিক্তও নহে, তাহার কারণ এই যে, বর্ণ-গুণটি ভৌতিক। আকাশ-ভূতের ও বায়ুভূতের বর্ণ (রঙ্) নাই, কেবল পৃথিব্যাদি তিন ভূতেরই আছে, সেই কারণে মূল বর্ণ তিন।

কোন্ ভূত হইতে কোন্ রঙ্ জন্মে, তাহার সিদ্ধান্ত—পৃথিবী হইতে কৃষ্ণ, জল হইতে শ্বেত ও অগ্নি হইতে লোহিত। যথা—

"যদগ্নেরোহিতংরূপং তত্তেজসঃ, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য—"

[ছান্দোগ্য।

ঐ তিন বর্ণের বিশেষ বিশেষ যোগে, বিশেষ বিশেষ বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। *

---

* কোন রং না থাকাই শ্বেত বা শাদা, আধুনিকদিগের এ নির্ণয় অভ্রান্ত নহে। প্রতিপক্ষে অনেক যুক্তি ও তর্ক আছে।

* নেপথ্যবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যা বলেন, মূলবর্ণ ৪। তৎপরে মিশ্রবর্ণ। মিশ্র-বর্ণ দুই বিভাগে বিভক্ত। সংযোগজ এবং উপবর্ণ। দুয়ের সংযোগে সংযোগজ ও বহুর সংযোগে উপবর্ণ। এই সকল বর্ণের ভাগ ও সংযোগ পরিণাম এইরূপ অভিহিত আছে। "রক্তঃ পীতঃ সিতো নীলো বর্ণাশ্চৈতে স্বভাবতঃ। সংযোগজ-স্তথা চান্যে উপবর্ণাস্তথাঽপরে॥ সিত-নীল-সমাযোগাৎ পাণ্ডুবর্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। সিত-রক্ত-সমাযোগাৎ পদ্মবর্ণ ইতি স্মৃতঃ॥ পীত-নীল-সমাযোগাৎ কাপিশো

(২) গুরুত্ব।—গুরুত্ব গুণটি ক্ষিতি ও জল উভয়বর্ত্তী। অন্য কোন ভূতে ইহার সত্তা নাই। সেই জন্যই পৃথিবীর অভিমুখে পার্থিব এবং জলময় বস্তুর গতি হইয়া থাকে। সে গতির নাম পতন ও স্যন্দন। তেজে ও বায়ুভূতে আদৌ গুরুত্ব নাই। অধিকন্তু তদ্দ্বয়ে গুরুত্বের বিপরীত লঘুত্বই আছে। সেই জন্যই তাহাদের ও তজ্জাত পদার্থের পৃথিবীর বিপরীত দিকে (উর্দ্ধ) গতি হইয়া থাকে। এ গতির নাম উৎপতন। কখন কখন উল্কা, বজ্র এবং অন্যান্য তেজোময় বস্তুকে যে পৃথিবীর অভিমুখে আসিতে দেখি, তাহা গুরুত্ব প্রেরিত নহে। তাহা বেগ প্রেরিত। অধঃসংযোগ অর্থাৎ পৃথিবীতে সংলগ্ন হইবার জন্য উপরিস্থ বস্তুর যে গতি হয় তাহা 'পতন' নামে প্রসিদ্ধ। পতনের প্রতি দ্বিবিধ কারণ আছে। গুরুত্ব ও বেগ। উল্কা ও বজ্রাগ্নি প্রভৃতি যে পৃথিবীতে

নাম জায়তে। রক্ত-পীত-সমাযোগাৎ গৌর ইত্যভিধীয়তে। এতে সংযোগজা বর্ণা উপবর্ণাস্তথাপরে। ত্রিচতুর্ব্বর্ণসংযুক্তা বহবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ বলাবলাত্ত-যেদ্বর্ণস্তস্য ভাগোভবেত্তথা। তুর্ব্বলস্য চ ভাগৌ দ্বৌ নীলং মুক্তা প্রদাপয়েৎ॥ নীলস্যৈকোভবেদ্ভাগঃ————। বলবান্ সর্ব্ববর্ণানাং নীল এব প্রকীর্ত্তিতঃ।" ইত্যাদি।

এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, জগতে বস্তু নিচয় সূর্য্যের নিকট হইতে আপন আপন বর্ণ পায়। সূর্য্য কিরণে সকল রঙই আছে, তাহাই উদ্ভিজ্জাদিতে সংক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে বর্ণবান্ করে। তাঁহাদের অন্য এক সম্প্রদায় বলেন যে, 'ইথার' নামক পদার্থই রঙের কারণ। যিনি যাহাই বলুন, আমাদের তেজোভূতরূপ-তন্মাত্রা অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ নহেন। সূর্য্যও আমাদের মতে তেজোভূত অথবা মণ্ডল। ছান্দোগ্য উপনিষদে ও মহাভারতীয় সূর্য্যস্তোত্রে সূর্য্যে সর্ব্বপ্রকার রঙ্ থাকা ও সূর্য্যরশ্মির অনুরঞ্জনায় উদ্ভিজ্জাদির বর্ণ প্রাপ্তি হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিস্তৃতি ভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করিলাম না।

আইসে, তাহার কারণ বেগ; গুরুত্ব নহে। গুরুত্ব গুণটি কিন্তু বল্লভাচার্য্য বলেন, স্পর্শের অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও গুরুত্বানুভব হইতে পারে।*

দ্রবত্ব।—দ্রবত্ব ভূতত্রয়ে অবস্থিত। ভূতত্রয়,—ক্ষিতি, জল ও তেজঃ। দ্রবত্ব দ্বিবিধ। সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। জলে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব। অন্য দুইটিতে নৈমিত্তিক দ্রব্যত্ব। নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্ত বশতঃ উৎপন্ন। 'স্যন্দন' অর্থাৎ চুঁইয়ে পড়া দ্রবত্ব গুণেরই কার্য্যান্তর। সক্তু (ছাতু) প্রভৃতি দ্রব্য যে জলসংযোগে পিণ্ডাকৃতি হয় তাহা স্নেহসংযুক্ত দ্রবত্বের প্রভাব।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা সুবর্ণকে অগ্নিমূলক জানিয়া সুবর্ণের নাম "অগ্নিভূ" ও অগ্নির অন্য নাম "হিরণ্যরেতা" রাখিয়াছিলেন। সুবর্ণের আর একটী নাম "অষ্টাপদ।" সুবর্ণ আট স্থানে থাকে বলিয়া অষ্টাপদ। কালায়স অর্থাৎ বিশুদ্ধ লৌহ যদি কোন সুযোগ্য রসায়নজ্ঞ পণ্ডিতের হস্তে নিপতিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত তিনি তাহা হইতে সুবর্ণ বাহির করিতে পারিবেন। তাঁহারা মৃত্তিকা-বিশেষ লইয়া সুবর্ণের ও বায়ু-বিশেষ লইয়া বহ্নির উৎপাদন করিতে সক্ষম। তাঁহারা জানেন যে, তৈজস-পরমাণুর সাঙ্কর্য্যদশা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকানিহিত আছে; বায়ু-মিশ্রিত হইয়াও আছে। বায়ুতে যাহা আছে, সাঙ্কর্য্য ভঙ্গ করিতে পারিলে তাহা বহ্নিরূপে পরিণত হইবে। যাহা মৃত্তিকায় আছে,

* পৃথিবী আপনার তুল্যগুণাক্রান্ত বস্তুর সহিত মিলিতে চায় ও বিজাতীয় গুণাক্রান্ত বস্তুকে বিপরীত দিকে প্রেরণ করিতে চায়। এই জন্য যাহা কেবল তেজ, কি কেবল বাষ্প, তাহার গতি উর্দ্ধদিকে। যাহাতে পৃথিবীর কি জলের সম্পর্ক আছে তাহা পৃথিবীর দিকেই আইসে এবং কখন কখন তাহাদের তির্য্যক্ গতিও হয়।

প্রক্রিয়াবিশেষ প্রয়োগ করিতে পারিলে তাহা ধাতুরূপে পরিণত হইবে।* অতএব, আর্য্যজাতির সিদ্ধান্তে জলাদি পদার্থ মিশ্র হইলেও তাহা "ভূত।"

মিশ্রণের পরিণাম।

যে মতে সকল বস্তুই পঞ্চাত্মক সে মতে সৃষ্টিকালে যে ভূতে, যে যে ভূত যে যে ভাগে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল বেদান্ত শাস্ত্রে তাহা লিখিত আছে। যথা—

আকাশে বায়ুর ১=৮; অগ্নির ১=৮; জলের ১=৮ ও পৃথিবীর ১=৮। বায়ুতে আকাশের ১=৮; তেজের ১=৮; জলের ১=৮ ও পৃথিবীর ১=৮। অগ্নিতে আকাশের ১—৮; বায়ুর ১=৮ ও জলের ১=৮ ও পৃথিবীর ১=৮। জলে—আকাশের ১=৮; বায়ুর ১=৮; তেজের ও পৃথিবীর ১=৮। পৃথিবীতে আকাশের ১=৮; বায়ুর ১=৮; তেজের ১=৮; জলের ১=৮। এক মতে অগ্নি জল ও পৃথিবী এবং অন্য এক মতে জল, বায়ু ও পৃথিবী; এই তিন ভূতই সাঙ্কর্য্যবিশিষ্ট। এতন্মতে ভাগেরও তারতম্য আছে।

যথা—জলে বায়ুর এক চতুর্থাংশ ও পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ। বায়ুতে জলের এক চতুর্থাংশ ও পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ। পৃথিবীতেও জলের এক চতুর্থাংশ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কোন কোন শাস্ত্রে আকাশ ব্যতীত অন্য

* অনুমান হয়, বিবরিত তথ্যই পূর্ব্বকালের "কিমিয়া" বিদ্যার বীজ। কিমিয়া শব্দ ও সংস্কৃত ভাষার "আর কলা" শব্দ একমূলে উৎপন্ন। আর শব্দ এখন পিত্তল অর্থে রূঢ়; পরন্তু পূর্ব্বে ধাতু অর্থে পরিচিত ছিল। চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যার মধ্যে যে ধাতুবাদ নামক কলা আছে তাহাই "আর কলা" নামে ব্যবহৃত হইত। অগ্রে আর কলা, 'আল্-কেমি' বা 'আল্-চেমি' তৎপরে তাহার কিমিয়া নাম হইয়াছিল। মুদায় শব্দের প্রথম অর্থ ধাতুকরণ।

চারি ভূতের সম্মিশ্রণ পক্ষে প্রত্যেক ভূতের এক এক ষষ্ঠাংশ এক এক ভূতে প্রবিষ্ট থাকার কথা লিখিত আছে।*

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, প্রথমোৎপন্ন অমিশ্র ভূত কীদৃশ? ইহার প্রত্যুত্তর—যখন কোনও ভূত অমিশ্র নাই, তখন অবশ্যই অমিশ্র ভূতের স্বরূপ এক্ষণে অজিজ্ঞাস্য। বলিলেও তাহা অনুভবগম্য হইবে না। যদি প্রত্যেক ভূতের সাঙ্কর্য্যভঙ্গ অর্থাৎ মিশ্রাংশ দূর করিয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিতাম। অতএব প্রথমোৎপন্ন অসংহতাবস্থ ভূতের স্বরূপ বিষয়ক প্রশ্ন এখন বৃথা। সাংখ্যকার এই অসংহতাবস্থ সূক্ষ্মভূতের বিষয়ে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। "শব্দস্পর্শবিহীনং তৎ রূপাদিভিরসংযুতম্।" তন্মাত্রাবস্থায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শ কিছুই থাকে না। পরে তাহা আবির্ভূত হয়। যেমন হরিদ্রা ও চূর্ণ এই দুয়ের মধ্যে কাহার রক্তভাব না থাকিলেও সংযোগবলে রক্তগুণ আবির্ভূত হয়, সেইরূপ, তন্মাত্রাবস্থায় রূপ-রসাদি অব্যক্ত থাকিলেও সে সকল ব্যক্ত অবস্থায় আবির্ভূত হয়। ন্যায় মতও প্রায় ঐরূপ। কোন কোন মতের আচার্য্যেরা বলেন শব্দ স্পর্শাদি গুণ পরমাণুতে থাকে বটে, কিন্তু অনুদ্ভূত ভাবে থাকে। পরমাণু যেমন ইন্দ্রিয়ের অতীত তেমনি তদাশ্রিত গুণও ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

পরমাণুর স্বভাব।

"চতুষ্টয়ে চ পরমাণবঃ পৃথিব্যাদয়ঃ খরস্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাঃ।"

বস্তুর অনাগমাপায়ী ধর্ম্ম 'স্বভাব' নামে উক্ত হয়। অনাগমাপায়ী ধর্ম্ম কি তাহা বলি। যাহা আইসে না, যায়ও না, যাহা চিরকালই থাকে

* "দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।"—ইত্যাদি।

তাহাই "অনাগমাপায়ী"। ইহারই অন্য নাম স্বভাব, অযুতসিদ্ধ ও সাংসিদ্ধিক। পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারি ভূত যথাক্রমে খর, স্নেহ, উষ্ণ ও ঈরণস্বভাবান্বিত। পৃথিবী খরস্বভাব অর্থাৎ কঠিন। জল স্নিগ্ধ-স্বভাব। তেজ উষ্ণ-স্বভাব। বায়ু ঈরণ-স্বভাব অর্থাৎ চলৎশক্তি বিশিষ্ট। যাবৎ কাঠিন্যের প্রতি পৃথিবী, যাবৎ আর্দ্রীভাবের বা ক্লিন্ন ভাবের প্রতি জল, যাবৎ শুষ্কভাবের ও পাক-ভাবের প্রতি তেজঃ এবং যাবৎ ক্রিয়াভাবের প্রতি বায়ুই প্রধান কারণ। এতদ্ভিন্ন, 'বিকরণ-যোগ্যতা' নামক আর একটি ধর্ম্ম আছে। যদ্দ্বারা সমুদায় বস্তু বিকৃত হয়, সে ধর্ম্মটি ভূতচতুষ্টয়ের সাধারণ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম থাকাতেই ভূত সকল নিজে নিজে বিকৃত ও পরিণত হয়, অন্যকেও বিকৃত ও পরিণামিত করে। এই ধর্ম্মের প্রভাবেই পৃথিবী নিজের কাঠিন্য তেজে সংক্রামিত করিতে পারে। কাষ্ঠাদি পদার্থে বিজাতীয় তেজ অর্থাৎ অগ্নি-সংযোগ করিলে তন্নিষ্ঠ সমুদায় পরমাণু যে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, তাহা উক্ত ধর্ম্মের মহিমা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। প্রকৃতি অবধি পরমাণু পর্য্যন্ত পদার্থ বিচারিত হইল; এক্ষণে আত্মবিচারের কাল উপস্থিত। সুতরাং এক্ষণে তাহাই করা যাউক।

আত্মা।

কপিল পদার্থনির্ণয়ের মূলপত্তনকালে "কোন পদার্থ প্রকৃতি (কারণ); কোন পদার্থ বিকৃতি (কার্য্য); কোন পদার্থ অনুভয়রূপ (প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে); এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করতঃ কিয়দ্দূরে গিয়া প্রকৃতিকে অব্যক্ত, বিকৃতিকে ব্যক্ত, উভয়াত্মক পদার্থকে ব্যক্তাব্যক্ত এবং অনুভয়রূপ পদার্থকে 'জ্ঞ' সংজ্ঞা প্রদান করিয়া, পশ্চাৎ তাহাদের সংখ্যা, লক্ষণ ও পরীক্ষা উপদেশ করিয়াছেন। প্রকৃতি বিকৃতি ও উভয়াত্মক পদার্থ বলা হইয়াছে, কেবল অনুভয়রূপ জ্ঞ-পদার্থ বলিতে অবশিষ্ট আছে। এই অনু-

স্বরূপ জ্ঞ-পদার্থ, পুরুষ ও আত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বিখ্যাত। এই আত্মা চর্ম্ম-চক্ষুর গোচর, হস্ত পদের অগ্রাহ্য ও মনের অগম্য বলিয়া প্রবাদ আছে। এই 'জ্ঞ' পদার্থ চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিবিধ সম্প্রদায়ের নিকট বিবিধরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তন্মধ্যে সাংখ্যসম্প্রদায়ের সম্মত 'জ্ঞ' (আত্মা) যে ভাবে ও যেরূপে প্রকাশ পায় তাহাই এক্ষণে প্রথম বক্তব্য।

কপিল বলেন 'অস্তি হ্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ"—নাস্তিত্বসাধক প্রমাণ না থাকায় মনুষ্য আত্মনাস্তিক হইতে পারে না। 'আমি' "আমি আছি" "আমার", এই আত্মানুভাবক প্রত্যয় (জ্ঞান) প্রাণীমাত্রেরই আছে। যাহার আত্মা আছে, তাহারই ঐ জ্ঞান আছে। যাহার ঐ জ্ঞান আছে, তাহারই আত্মা আছে। কোন জীবন্ত বা আত্মশালী "আত্মা নাই' বলিয়া মস্তকোত্তোলন করিতে পারেন না। সে জন্য "আত্মা যে আছে" এ কথা বলা বাহুল্য।

"বিশেষানবধারণাত্তদ্বিশেষাববোধনমেব শাস্ত্রকৃত্যম্।" আত্মা আছে, তদ্বিষয়ক সামান্য জ্ঞানও আছে। পরন্তু তাহার বিশেষ জ্ঞান নাই। "আমি আছি" এইমাত্র জ্ঞান আছে কিন্তু "আমি কি? কিংস্বরূপ?" তাহা কাহারও বিদিত নাই। ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যাসক্তস্বভাব হওয়াতেই অযোগী ব্যক্তি আত্মযাথার্থ্যজ্ঞানে বঞ্চিত আছে। অত্যন্ত সংযোগ বলে লৌহ ও অগ্নি যেমন একীভূত হইয়া যায়, মনুষ্যও সেইরূপ ভ্রমবশতঃ ও অতিসান্নিধ্য প্রযুক্ত অনাত্ম পদার্থে একীভূত হইয়া আমি আমি করিতেছে। কখন বহিঃস্থ মাংসপিণ্ডে আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমার পুত্র, আমার কলত্র' বলিয়া ব্যাকুল হইতেছে, কখন বা ইন্দ্রিয়ে প্রলিপ্ত হইয়া 'আমি অন্ধ' 'আমি বধির' ভাবিয়া দুঃখী হইতেছে; কখন এই স্থূল দেহে আত্মভাব স্থাপন করিয়া 'আমি কৃশ, আমি স্থূল' 'আমি গেলাম' 'আমি মরিলাম' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। কখন বা নিঃসম্পর্ক ধনরত্নাদির উপর আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সে সকলের জন্য কাতর হইতেছে। বলিতে

কি, যখন উল্লিখিত প্রকারে ‘আমি’ ব্যবহারের আদৌ স্থিরতা নাই, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে,মানুষ আপনাকে চিনে না। চিনিলে ঐরূপ হইত না। বিবেচনা কর,ইন্দ্রিয়ই যদি আমি হই,তাহা হইলে শরীরচ্ছেদে কাতর হই কেন? অধিক কি বলিব, আমরা এই দণ্ডে যাহাকে আমি বলিতেছি, হয় ত তিলার্দ্ধ পরে আবার তাহাকেই ‘আমার’ বলিব। অতএব, মনুষ্যের আমি জ্ঞান থাকিলেও তাহা প্রমাণ নহে। সেই কারণে করুণাধার আত্মজ্ঞ মহর্ষিরা লোকহিতার্থ বিবিধ অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রণয়ন করতঃ তদ্দ্বারা প্রকৃত আত্মতত্ত্ব উপদেশ (বিতরণ) করিয়া গিয়াছেন।

আত্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব কালের লোকেরা আপনা আপনি সিদ্ধান্ত করিতেন না। যাঁহারা আত্মবিৎ বলিয়া খ্যাত ছিলেন ধ্যান-নিমীলিতনেত্রে দীর্ঘকাল আত্মধ্যান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত যোগী ঋষি অন্বেষণ করিয়া, তাঁহাদের নিকট উপনীত হইতেন। পরে ব্রহ্মচর্য্যের ও প্রবল আত্মবিবিদিষার বলে গুরুর উপদেশ-কৌশলে তাঁহারা আপনার অনারোপিত জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। এক সময়ে এক আত্মজিজ্ঞাসু রাজা এক ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঋষি তাঁহাকে নানা কৌশলে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া পরিশেষে এইকথা বলিয়াছিলেন।

“ত্বং কিমেতচ্ছিরঃ কিন্তু শিরস্তব তথোদরম্।
কিমু পাদাদিকং ত্বং বৈ তবৈতদ্ধি মহীপতে! ॥”

এই মস্তক কি তুমি? না তোমার মস্তক? এই উদর কি তুমি? না তোমার উদর? এই হস্ত ও পদ প্রভৃতি প্রত্যেক অবয়ব কি তুমি? না এ সকল তোমার?

ঋষি এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া পরে বলিলেন—

“সমস্তাবয়বেভ্যস্ত্বং পৃথগ্‌ভূয় ব্যবস্থিতঃ।
কোঽহমিত্যত্র নিপুণো ভূত্বা চিন্তয় পার্থিব ॥”

মহারাজ! এই দৃশ্য অবয়বের কোনটীই তুমি নহ। তুমি ঐ সমুদায়ে

আত্ম-সম্বন্ধ আরোপ করিয়া বৃথা ক্লেশ পাইতেছ। উহার কিছুই তুমি নহ, তুমি ঐ সকল হইতে ভিন্ন। কে তুমি তাহা নিপুণ হইয়া চিন্তা কর, যোগ আশ্রয় কর, ইন্দ্রিয়ের বহির্গমন রুদ্ধ কর, বুদ্ধিকে অভ্যন্তরে নিবিষ্ট কর, দেখিতে পাইবে 'তুমি কে'। "গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।" আত্মা * স্বীয় পার্শ্বচর অজ্ঞানে সর্ব্বদাই আবৃত আছেন। সেই কারণে অযোগী, অব্রহ্মচারী ও অবিবেকী পুরুষের নিকট তিনি প্রকাশ পান না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" তাঁহাকে বাক্পাণ্ডিত্যে পাওয়া যায় না। 'শরীরপরিকর্ত্তনৈঃ" শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া তন্মধ্যে অন্বেষণ করিলেও দেখিতে পাইবে না। আত্মা হস্তপদাদি অবয়ব, তদ্ঘটিত দেহ, তত্রস্থ পঞ্চধা প্রাণ, একাদশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি অহঙ্কার এ সকলের অতিরিক্ত। এই অতিরিক্ত পদার্থের স্ফূর্ত্তি, ভান বা সাক্ষাৎকার লাভের একমাত্র উপায় ধ্যান। ধ্যানের আলম্বন আপ্তবাক্য। অনুকূল-তর্ক বা বিচার তাহার বিঘ্ননিবারক। "ইদং তদিতি নির্দ্দেষ্টুং গুরুণাপি ন শক্যতে।" মনে করিও না যে গুরু কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির ন্যায় 'এই আত্মা দেখ' বলিয়া অঙ্গুলি দিয়া আত্মা দেখান। শিষ্য আত্মবিৎ গুরুর উপদেশ অবলম্বন করিয়া অনুকূল তর্কে বিঘ্ন দূর করিয়া অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনাদি বিচ্যুত করিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ধ্যাননিষ্ঠ হওয়ার পরে পূর্ব্বোক্ত প্রাতিভ জ্ঞান প্রাপ্তে তদ্দ্বারা আপনার স্বরূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হন। কপিল এ কথার কিয়দংশ "দেহাদি-ব্যতিরিক্তোহসৌ" এই সূত্রে উপদেশ করিয়াছেন। সূত্রটীর অক্ষরার্থ এই যে, এই স্থূল দেহ, পঞ্চ প্রাণ, এতন্নিষ্ঠ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহং

* "অন্যোহন্তরাত্মা মনোময়ঃ" "মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাৎ" "অহং সঙ্কল্পবানিত্যাদ্যনুভবাত্মন এবাত্মা" "ইন্দ্রিয়াভাবেহপি স্বপ্নস্মৃত্যোর্দর্শনাৎ" ইত্যাদি।

এ সকলের কিছুই আত্মা নহে। আত্মা এ সকল হইতে অত্যন্ত পৃথক।

স্থূল শরীর, প্রাণবায়ু, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এ সকল আত্মা নহে সত্য; কিন্তু মন যে আত্মা নহে তাহার প্রমাণ কি? জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি যে কিছু চেতন গুণ, সঙ্কল্প, বিকল্প, অবধারণ প্রভৃতি যে কিছু চেতন-কার্য্য, সমস্তই সমনস্ক পদার্থে দৃষ্ট হয়, অন্যত্র নহে। ইন্দ্রিয় নির্ব্যাপার হইলেও, প্রাণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেও, মন নিবৃত্ত থাকে না। স্বপ্ন, স্মৃতি ও অনুধ্যানাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। মন যদি প্রসুপ্ত হয়, বিলীন হয়, বা ধ্বস্ত হয়, তাহা হইলে সমুদায় ব্যবহার লুপ্ত হইয়া যায়। এই অন্বয় ব্যতিরেক প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীত হইবে, মনই আত্মা। আত্মা তদতিরিক্ত নহে। মন বস্তুতঃ মস্তিষ্কের বা মস্তক-ঘৃতের গুণ অর্থাৎ শক্তি-বিশেষ। আলোক যেমন আপনার সত্তাস্ফূর্ত্তি বজায় রাখিয়া অন্যের সত্তাস্ফূর্ত্তি উপলব্ধি করায়, তেমনি, মনও আপনার সত্তাস্ফূর্ত্তি স্থির রাখিয়া ইন্দ্রিয়দৃষ্ট বাহ্য পদার্থের সত্তাস্ফূর্ত্তি অবধারণ করে। অসংখ্যশক্তিসম্পন্ন মন বিশেষ বিশেষ শক্তি বা গুণ অনুসারে বিশেষ বিশেষ আখ্যা প্রাপ্ত হন। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, আত্মা ও অন্তঃকরণ। সঙ্কল্পবিকল্প শক্তি লইয়া মন, কর্ত্তৃ ভোক্তৃ শক্তি লইয়া বুদ্ধি, স্বীয় সত্তাস্ফূর্ত্তি শক্তি লইয়া আত্মা। দেখা যায়, যাহারই মস্তক আছে, মস্তিষ্ক আছে, তাহারই মন বা আত্মা আছে। যাহার মস্তক নাই, মস্তিষ্ক নাই, তাহার মন ও আত্মা নাই। বৃক্ষাদির মস্তক নাই সে জন্য তাহাদের মন বা আত্মা নাই। মনো-গোলকের তারতম্য থাকাতে সকলের মন বা আত্মা সমান ক্ষমতাধারী নহে। পশুপক্ষ্যাদির মানস-গোলক অপূর্ণ, সে জন্য তাহাদের মন বা আত্মা অপূর্ণ অর্থাৎ নিকৃষ্ট। কীটপতঙ্গাদির তদপেক্ষা অপূর্ণ। সেজন্য তাহাদের মন বা আত্মা তাহাদেরই অনুরূপ। এমন সকল প্রাণী আছে যে যাহাদের জীবনীশক্তি মাত্র আছে অন্য কিছুই নাই। সেরূপ প্রাণীর

মন বা আত্মা নাই বলিলেও বলা যায়। অতএব, আত্মা ও মন, নামে ভিন্ন পরন্তু বস্তুতে এক।* এই স্থলে কেবল ঋষিরা নহে, বৌদ্ধেরাও বলেন মন আত্মা নহে। মন জড়বস্তু। জড় স্বয়ং প্রেরিত হইতে পারে না। এই বিষয়ে বৌদ্ধগণ বলেন, বিজ্ঞান নামে এক জগদ্ব্যাপী পদার্থ আছে তাহাই আত্মা। সেই পদার্থই মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পরিচালক। তাহারই দ্বারা সমস্ত চেতন-কার্য্য চলিতেছে। সে পদার্থ ভৌতিক অর্থাৎ সংহত ভূতের শক্তিবিশেষ।

পুরাতন পণ্ডিতেরা আত্মাসম্বন্ধে ঐরূপ বিবিধ মত উত্থাপন করতঃ তাহা অবৈদিক বলিয়া পরিত্যাগ ও খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। পরমতের

* এই সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়—সমুদায় বিশ্বের মূলতত্ত্ব চার শ্রেণীর পরমাণু ও তদুত্থ বা তজ্জনিত শক্তি। শক্তি ·পদার্থই পরিচালক, উৎপাদক ও পরিবর্ত্তক। উক্ত চারি শ্রেণীর পরমাণু ও তদাশ্রিত শক্তি এই পাঁচ পদার্থে জগৎ চলিতেছে। সেই শক্তি, ভূত সকলের সংযোগবিশেষে ও বিকারবিশেষে, বিশেষ বিশেষ আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সে পদার্থ কখন মেঘের জ্যোতিঃ অর্থাৎ বিদ্যুৎ, কখন বজ্র, কখন তাপ, কখন উষ্মা, কখন বেগ ও কখন বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই পদার্থের বলেই বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বতাদি স্থাবর জীবের স্থিতি ও সেই পদার্থই জঙ্গম জীবের জীবন। সেই পদার্থ এই শরীরে চৈতন্য নামে বিকশিত হয়। জঙ্গম শরীরস্থ চিৎশক্তি যখন লুপ্ত হয় তখন আর জঙ্গমের জঙ্গমত্ব থাকে না। জ্ঞান থাকে না, বুদ্ধি থাকে না, ইন্দ্রিয় থাকে না, উষ্মা থাকে না, তাপ থাকে না, বল থাকে না, বীর্য্য থাকে না, কিছুই থাকে না। দেহ পচিতে আরম্ভ হয়। মরণকালে জীবন্ত শরীরের তাপ, উষ্মা, বল, কার্য্যশক্তি, সমস্ত একত্রিত হইয়া একটি অপূর্ব্ব আকার ধারণ করে ও ইরম্মদের ন্যায় ঝটিতি নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিবিয়া যায়। তাহারই নাম মরণ। এক সম্প্রদায় বলেন, নিবিয়া যায় না, তাহার ঊর্দ্ধগতি হয়। পূর্ব্বোক্ত মত সংসারমোচকদিগের এবং পরোক্ত মত মাধ্যমিক বৌদ্ধদিগের। মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা বলেন, আমি-আমি-আমি ইত্যাকার ধারাবাহী আলয় বিজ্ঞানের

ভ্রমত্ব প্রদর্শন ব্যতীত স্বমত সুদৃঢ় হয় না। কপিল মহর্ষিও চিদাত্মবাদ রক্ষার নিমিত্ত উল্লিখিত মত সমূহের প্রতি দোষারোপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এক্ষণে কপিলসম্মত আত্মা যৎস্বরূপ তাহা বলিতেছি।

কপিল বলেন, মনকে আত্মা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মুমুক্ষু জীবের উচিত নহে। ঋষিরা ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও প্রজ্ঞা উৎপাদন দ্বারা জানিয়াছিলেন,—আত্মা নিত্য, শুদ্ধস্বভাব ও চিৎস্বরূপ। আত্মা যে, মন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র তাহা মননশীল জ্ঞানী মনুষ্যের অনুভবসিদ্ধ। সে অনুভবের পদবী এই—

মন যখন স্থিরভাবে আপনাকে দর্শন করে, তখন সে উপলব্ধি করে, "আমি আত্মা নহি, আমি আত্মার অধীন। আমি আত্মার ভোগোপকরণ

অর্থাৎ মূল চেতনের বিনাশ নাই। জলপ্রবাহস্থ জল-লহরীর প্রত্যেক লহরীর বিনাশ বা পরিণাম থাকিলেও, যেমন একটির পর একটি তৎপরে আর একটি পর পর অনুস্যূত বা সংলগ্ন হইয়া থাকে, বিজ্ঞানাত্মা ঠিক্ সেইরূপ। সংসার-মোচকেরা বলেন, যে সংযোগে চেতনাগ্নি জ্বলিয়াছিল, সে সংযোগ নষ্ট হইলে চেতনাও নিবিয়া যায়। যে সময়ে এই সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, সে সময়ে তাহাদের মধ্যে এক কঠোর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কোন ব্যক্তি দুশ্চিকিৎস্য রোগে কষ্ট পাইতেছে বা কাহারও পিতা মাতা অনিবার্য্য জরায় আক্রান্ত হইয়াছে, কোন উপায়ে তাহাদের ক্লেশ দূর হইবার নহে, এমত দেখিলে, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক মারিয়া ফেলা হইত। তাহাদের মনোভাব এই যে, সেই কার্য্যে তাহাদিগকে দুঃখ হইতে মুক্ত করা হইল। এই সংবাদটী বাচস্পতি মিশ্র—'যথা ঘটে ভগ্নে জলস্য মোক্ষস্তথা দেহে ভগ্নে আত্মনঃ সংসারনাশঃ" এইরূপ কথায় প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রুতিও ক্ষণিকাত্মবাদীদিগের মত "বিজ্ঞানঘন এবাত্মা স এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং প্রাচীন আচার্য্যেরাও এ সম্বন্ধে "যথা মদ্যবীজানাং প্রত্যেকমবর্ত্তমানাপি সমুদায়শক্ত্যা মদশক্তির্দৃশ্যতে" "তচ্চ সংহতভূতধর্ম্মঃ" ইত্যাদি প্রকার কথা বলিয়াছেন।

মাত্র। আমি সক্রিয় ও সবিকার, কিন্তু আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার। কোনও কালে বা কোনও অবস্থায় আত্মার বিকার দেখিলাম না। সংশয়, নিশ্চয়, বিপর্য্যয়, সন্ধান, নির্ব্বাচন, এ সমস্ত আমাতেই হইতেছে ও যাইতেছে। আত্মা ঐ সকলের দর্শক বা সাক্ষী মাত্র।"

মন যখন আপনার নির্ণয়ে বা নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হয় তখন সে উক্ত প্রকারে আত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায়। আত্মা হইতে পৃথক্ না হইয়া আপনাকে নির্ব্বাচন করিতে পারে না। উপর উপর ভাসা ভাসা না দেখিয়া একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি অবলম্বন কর, দেখিতে পাইবে, জ্ঞান ব্যবহার কিরূপে চলিতেছে। 'আমার মন' ব্যতীত 'আমি মন' এ কথা কেহ কখন বলেন নাই। তদাকার জ্ঞানও হয় না। 'আমার মন' এই স্বতঃ উৎপন্ন জ্ঞানের ব্যবহারপরম্পরা লক্ষ্য করিলে আত্মার সহিত মনের দ্রষ্টৃ দৃশ্যভাব ব্যতীত ঐক্য সম্বন্ধ প্রকাশ পাইবে না। আত্মা দ্রষ্টা, মন দৃশ্য। আত্মার সহিত যদি মনের ঐরূপ স্থিরতর সম্বন্ধ না থাকিত তাহা হইলে মানুষ অবশ্য কখন না কখন 'আমার মন' ইহার পরিবর্ত্তে "আমি মন' এইরূপ বলিয়া ফেলিত। কিন্তু মানুষ তাহা ভ্রমেও বলে না। সেরূপ নহে বলিয়াই সেরূপ জানে না এবং জানে না বলিয়াই বলে না। এ জন্যও বিশ্বাস করা উচিত যে, মন আত্মা নহে। আরও এক বিবেচনা আছে। আরও এক অনুসন্ধান আছে—"আমার" ইত্যাকার সাকাঙ্ক্ষ প্রত্যয় মানব মনে চিরনিরূঢ় আছেএবং তাহার সম্পূরণ নিমিত্ত অনেক গুলি বিশেষণ বা সম্বন্ধ-পূরক বস্তু তন্নিকটে থাকিতে দেখা যায়। সেই কারণে সেই সাকাঙ্ক্ষ বিজ্ঞান এক সময়ে একরূপ থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। কখন আমার মন, কখন আমার জ্ঞান, আমার বুদ্ধি, আমার হস্ত, আমার পদ, ইত্যাকার একটী সমন্বিত-জ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞান প্রসব করে। পরন্তু যখন 'আমি জ্ঞান' উত্থিত হয় তখন তাহাতে কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সেই জন্য 'আমি

এই আত্মসত্তা-বোধক জ্ঞান নিরাকাঙ্ক্ষ এবং তাহাতে কোন বিশেষণ বা সম্বন্ধ-পূরক বস্তুর অন্বয় থাকে না। এ অনুসারে 'আমি' স্বয়ং, স্বতন্ত্র ও স্বতঃসিদ্ধ। অপিচ "আমি" এই বোধটী মনের চিরনিরূঢ় ও স্বতঃসিদ্ধ ভাব বিশেষ। সেজন্য তাহা বৃত্তি। যেহেতু মনোবৃত্তি, সেই হেতু সে আমি প্রকৃত আমি হইতে ভিন্ন। যাহা প্রকৃত আমি, তাহা আমি-ইত্যাকার মনোবৃত্তিসমারূঢ় কেবল চৈতন্য। বৃত্তিরূপ আমিত্বের প্রকাশক কেবল চৈতন্যই প্রকৃত আমি এবং তদনুসারে আমার নাম আত্মা। আত্মা চেতন ও অসঙ্গ।

আত্মা চৈতন্যরূপী, মন জড়রূপী। চৈতন্যের স্বভাব প্রকাশ, জড়ের স্বভাব অপ্রকাশ। মন যে জড় বা অপ্রকাশ-স্বভাব, তাহা অনুভব ও যুক্তি উভয়সিদ্ধ। মন যদি আত্মার ন্যায় প্রকাশ-স্বভাব হইত, তাহা হইলে মনুষ্য সুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মুগ্ধাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইত না। কেন না, যাহা যাহার স্বভাব, কদাচ তাহার তাহা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না। ঔষ্ণ্য নাই অথচ অগ্নি আছে, এরূপ হয় না। অতএব সুপ্তি মূর্চ্ছাদি মানস অপ্রকাশ অবস্থা দেখিয়া মনের জড়ত্ব অবাধে নির্ণীত হইতে পারে।

আপত্তি করিতে পার যে, আত্মাকে প্রকাশরূপী বলিলে যে ফল, মনকে প্রকাশরূপী বলিলেও সেই ফল। সুপ্তি মূর্চ্ছা প্রভৃতি অপ্রকাশ অবস্থা দেখিয়া যেমন মনের অপ্রকাশত্ব অবধারণ কর, তেমনি আত্মারও জড়ত্ব অবধারণ করিতে পার।

কপিল বলেন, না। আত্মার প্রকাশ স্বভাব কোনও সময়ে তিরোহিত হয় না। একটু অধিক ঘটনা এইযে, মনঃসংযুক্ত আত্মার প্রকাশ দ্বিগুণিত। দিবসে গৃহভিত্তিতে যে আলোক থাকে, স্বচ্ছ-কাচ দ্বারা যখন বাহিরের আলোক তাহাতে প্রতিক্ষেপ করা যায়, তখন সেই ভিত্তিস্থ সাধারণ আলোক দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। এই দ্বিগুনিত আলোক অতি তীব্র ও অত্যধিক উজ্জ্বল। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, মনঃসংযোগকালের

প্রকাশ দ্বিগুণিত। দ্বিগুণিত বলিয়া জাগ্রৎকালের চৈতন্য অধিক বিস্পষ্ট অর্থাৎ জাজ্বল্যমান। কাচস্থানীয় মন যখন তমোগুণোদ্রেক বশতঃ মলিন থাকে, আত্ম-প্রকাশের প্রতিবিম্ব গ্রহণে অক্ষম থাকে, তখন আত্মার প্রকাশ বিলুপ্তপ্রায় বা অল্পতা ঘটনা হয়। তাই সুষুপ্তি মূর্চ্ছাদি কালের একগুণ প্রকাশ। জাগ্রৎকালের দ্বিগুণিত প্রকাশ তখন কমিয়া গিয়া একগুণিত হয়, কাযেই আমরা বলি মূর্চ্ছায় জ্ঞান থাকে না। কিন্তু তখনও আত্মা স্বীয় একগুণিত প্রকাশে বিরাজিত থাকেন। যদি বল সে অবস্থাতেও আত্মার প্রকাশ সত্তাস্ফূর্ত্তি থাকে এ সিদ্ধান্তে প্রমাণ কি? প্রমাণ—সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ও মূর্চ্ছিত ব্যক্তির সুপ্তিভঙ্গের ও মূর্চ্ছাভঙ্গের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অনুভব। "আমি অজ্ঞান ছিলাম—কিছুই জানিতে পারি নাই।" এই অনুভবের একদেশে যে "আমি" ও "ছিলাম" অংশ আছে, তাহাই তাৎকালিক আত্ম-সত্তার বা আত্মপ্রকাশ থাকার অনুমাপক। তৎকালে যদি কোন প্রকার সত্তাস্ফূর্ত্তি না থাকিত, তাহা হইলে কদাচ জীবের ঐরূপ স্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থিত হইত না। পূর্ব্বানুভবজন্য সংস্কারের বলেই স্মরণাত্মক জ্ঞান উদিত হয়, এ নিয়ম স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তখন আমি নিজ স্বাভাবিক প্রকাশে অবস্থিত ছিলাম। বিষয়ের অস্ফুরণ, মনের অপ্রকাশ, অজ্ঞান, এ সকল তুল্য কথা। মন যে তৎকালে আত্মপ্রতিবিম্ব গ্রহণে অক্ষম ছিল, বিষয় গ্রহণে বিরত ছিল, তাহা আর কেহ দেখে নাই, কেবল আত্মা তাহা দেখিয়াছিলেন। আত্মা তখন দেখিতেছিলেন—মন এখন তমসাচ্ছন্ন। আত্মা তমসাচ্ছন্ন মনকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই সুপ্তিভঙ্গের পর তাহা স্মরণ বা অনুমান করিতে পারক হন। এ নিদর্শনেও আত্মার পার্থক্য বুদ্ধ্যারোহ হইতে পারে। অতএব নাস্তিক তার্কিকগণের মন আপনার সত্তাস্ফূর্ত্তি বজায় রাখিয়া অন্যকেও প্রকাশ করে, একমাত্র মনের বলেই জীব সব্যাপার, মনের অভাবে নির্ব্যাপার, সুতরাং "মন আত্মা"

এ সকল কথা নিতান্ত হেয়। নাস্তিকগণ মনে করেন, "চৈতন্যং সংহতভূত-ধর্ম্মঃ" আত্মা দেহাকারে পরিণত ভূতরাশির সংযোগোৎপন্ন চৈতন্য নামক গুণ বা শক্তি। কিন্তু কপিল বলেন, "ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ।" দেহ ভৌতিক হইলেও আত্মা নামের নামী চৈতন্য তাহার ধর্ম্ম বা গুণ নহে। চৈতন্য অপরিণামী, অতিরিক্ত ও নিত্য বস্তু। যেহেতু প্রত্যেক ভূতই অচেতন; পরীক্ষা করিলে যখন কোনও ভূতে চৈতন্যের অবস্থান দৃষ্ট হয় না, সেই হেতু চৈতন্যপদার্থ ভূতের অথবা ভৌতিকের সাংযোগিক অথবা নৈমিত্তিক গুণ নহে। চৈতন্য এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থ।

চৈতন্য স্বাভাবিক বা সাংসিদ্ধিক ধর্ম্ম না হয় না হউক, নৈমিত্তিক বা আগন্তুক ধর্ম্ম হইবার বাধা কি? গুড়, তণ্ডুল, মধু প্রভৃতি মদ্যোপকরণ সমূহের প্রত্যেক উপকরণে মাদকতা না থাকিলেও প্রক্রিয়া বিশেষে সংহত হইলে তাহা হইতে যেমন এক অপূর্ব্ব শক্তি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, ভূতনিচয়ের প্রত্যেকে চৈতন্যাবস্থান না থাকিলেও সংযোগ বিশেষের বলে তাহা হইতে অপূর্ব্ব চিচ্ছক্তি জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। সাংখ্যাদি শাস্ত্র বলেন, যাহা প্রত্যেকে না থাকে, তাহা সমুদায়েও থাকে না। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষ সমর্থক নহে। মদ্যবীজের প্রত্যেক দ্রব্য পরীক্ষা করিলে জানা যায়, সেই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্যে সূক্ষ্ম মাদকতা শক্তি আছে। প্রয়োগবিশেষে তাহা সংহত হইয়া পরিপুষ্ট হয় মাত্র। মাদক গুণ প্রত্যেক দ্রব্যে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ভাগে ছিল, তাই বোধগম্য হইত না। এখন তাহা সংহত ও স্থূল হইয়াছে, কাযেই তাহা উপলব্ধিপথে আসিয়াছে। যাহা ভূতের ও ভৌতিকের উপলব্ধা, তাহা ভূতাতিরিক্ত। ভূতাতিরিক্তের ভূতধর্ম্ম হওয়ার সম্ভাবনা কি? অপিচ, সহস্র প্রকার পরীক্ষা প্রয়োগ করিলেও কোনও ভূতে চৈতন্য লুক্কায়িত থাকা নিশ্চিত হইবে না। তাহাতেও চৈতন্য পদার্থের

ভূত ভৌতিক ধর্ম্মতা নিবারিত ও তদনুগুণে মনোধর্ম্মতা স্থিরীকৃত হয়। চেতনা এক জড় বিপরীত; জড়ের প্রকাশক, স্বতন্ত্র, অবিনাশী, অনুৎপন্ন সুতরাং নির্ব্বিকার পদার্থ। এই জড়বিপরীত ও জড়ের সত্তাস্ফূর্ত্তিদায়ক স্বতঃসিদ্ধ চৈতন্য আত্মা নামে প্রসিদ্ধ এবং মন প্রভৃতি তাহারই অনুবল প্রাপ্ত হইয়া চেতনাবৎ কার্য্যকারী হয়।

আত্মা বহু।

সাংখ্যমতে পূর্ব্বোক্তবিধ চিদাত্মা অসংখ্য। অপিচ, প্রত্যেক চিদাত্মা বিভু অর্থাৎ পরিপূর্ণ বা মহান্ ব্যাপী। অথচ পরস্পর পরস্পরের অবিরোধী। যেমন গৃহে অনেক শত দীপ জ্বলিলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের অবিরোধে অবস্থান করে, কেহ কাহাকে বাধা দেয় না, সকলেরই সর্ব্বত্রই ব্যাপ্তি থাকে, তেমনি, জীবভাবাপন্ন অসংখ্য আত্মাও পরস্পর পরস্পরে অবিরোধে অবস্থিত আছে; অথচ কাহার ব্যাপ্তির ব্যাঘাত নাই। একটি দীপ জ্বালিত কি নির্ব্বাপিত করিলে যেমন অন্য দীপ জ্বালিত ও নির্ব্বাপিত হয় না, সেইরূপ এক আত্মার বন্ধনে ও মোক্ষে আত্মান্তরের বন্ধ বা মোক্ষ হয় না। আত্মা প্রতি শরীরে বিভিন্ন, সুতরাং সুখ, দুঃখ, শোক, সন্তাপ, জন্ম, মরণ, সমুদায় ব্যবহার সুব্যবস্থায় চলে এবং কোন প্রকার আপত্তি স্থান পায় না। এ বিষয়ে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব মীমাংসা, সকলেই একমত; কেবল বৈদান্তিক প্রতিকূল। বৈদান্তিক বলেন—আত্মা এক, বহু নহে। একই আত্মা মনের নানাত্বে নানারূপে প্রকাশিত। সুতরাং জীব অসংখ্য; আত্মা অসংখ্য নহে। একই আত্মা দেহপরিচ্ছেদে নানা দেহে ভেদ প্রাপ্তের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। এ সম্বন্ধের যুক্তি ও তর্ক বেদান্ত-দর্শনে দ্রষ্টব্য। বেদান্তের অভিপ্রায় এই যে, আকাশের ন্যায় ব্যাপক এক আত্মা অসংখ্য অন্তঃকরণে অসংখ্য প্রতিবিম্ব অর্পণ করিয়াছেন, সেই অসংখ্য প্রতিবিম্বযুক্ত অন্তঃকরণ গুলিই জীব নামে পরিচিত।

ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ।

কেহ কেহ মনে করেন (রামানুজ প্রভৃতি) "তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ।" জীব সকল ঈশ্বরাংশ। অন্তে বলেন, জীব ঈশ্বরোৎপন্ন অথচ ঈশ্বরের অংশ। প্রথমোক্ত মতে সূর্য্যকিরণের সহিত সূর্য্যের যেরূপ অংশাংশি-ভাব জীবের সহিত ঈশ্বরের সেইরূপ অংশাংশিভাব। সুতরাং জীবও ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। ঈশ্বর সূর্য্যস্থানীয়; জীব তন্নিঃসৃত অংশুস্থানীয়। দ্বিতীয় মতে জীব অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়। অন্যে বলেন, জীব মহাপ্রলয়ে ও মোক্ষে ঈশ্বরে বিলীন হয়। এই মতে নির্ব্বাণ মুক্তির বিরোধ নাই। প্রথমোক্ত মতে জীবের সহিত ঈশ্বরের সেব্যসেবক, প্রভুভৃত্য, অথবা পতিপত্নীর ন্যায় ভোক্তৃভোগ্য-ভাব ব্যবস্থাপিত আছে। এই মতে ঈশ্বরে জীবের লয় না। কিরণ যেমন সূর্য্যে পুনর্গমন করে না, সেইরূপ, জীবও ঈশ্বরে প্রলীন হয় না। সুতরাং এতন্মতে জীব মোক্ষদশায় ঈশ্বরপার্ষদ ব্যতীত অন্য কিছু হয় না। নির্ব্বাণ এতন্মতের বিরোধী। এই মতদ্বয় সাংখ্যসম্মত নহে। সাংখ্যে যখন ঈশ্বরের উল্লেখ নাই, তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, সাংখ্য মতে জীব ঈশ্বরের অংশও নহে, ঈশ্বর হইতে উৎপন্নও নহে। সাংখ্যাধ্যায়ীরা বলেন, আত্মা যদি ঈশ্বরাংশ হয়, তবে, তৎসদৃশ শক্তি জীবের নাই কেন? অগ্নির অংশে স্ফুলিঙ্গ; ঐ স্ফুলিঙ্গে যেমন কিছু না কিছু অগ্নি-শক্তি আছে, আত্মা ঈশ্বরাংশ হইলে অবশ্যই আত্মায় অল্প কিছু ঐশীশক্তি থাকিত। যখন তাহা নাই, ঈশ্বরশক্তি ও জীবশক্তি যখন সুমেরুসর্ষপের-ন্যায় প্রভেদযুক্ত, তখন আর আত্মাকে ঈশ্বরাংশ বলিয়া মত রক্ষা করিতে পার না। "আত্মা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন" এ মতেও অনেক বাধা আছে। উৎপন্ন বস্তু মাত্রই ধ্বস্ত হইয়া যায়, ইহা যুক্তিদৃঢ় সিদ্ধান্ত। আত্মা ঈশ্বরজাত ইহা সত্য হইলে, আত্মা ধ্বস্ত হয়, ইহাও সত্য হইবে। ধ্বস্ত

হয় একথা নাস্তিক ভিন্ন অন্য কেহ বলেন না। আস্তিকগণ কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম প্রভৃতি দোষ দেখাইয়া আত্মার উৎপত্তি বিনাশ মতের মূল শিথিল করিয়া দেন।

পরকাল ও আত্মার অমরত্ব।

যাহা দেখা যায় না, তাহাতেই লোকের সংশয়, মতভেদ ও বিবাদ। পরকাল দেখা যায় না; তাই তাহাতে সংশয় ও মতবিবাদ। পরকাল-ঘটিত প্রশ্ন আদিম জীবের হৃদয়েও উদিত হইত, ভবিষৎ জীবেরও হইবে। ঐ প্রশ্ন চিরকালই থাকিবে, কস্মিন্ কালেও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে না। কিন্তু সরল বিশ্বাসীর নিকট চিরকালই ঐ প্রশ্ন বিদূরিত থাকিবে।

বাজশ্রবা নামক জনৈক ঋষি সর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সমাপন করিয়া দক্ষিণা দান আরম্ভ করিলে "অমুককে অমুক দাও—অমুককে অমুক দাও" এইরূপ একটা কোলাহল উত্থিত হইল। তদবসরে তদীয় শিশুসন্তান নচিকেতা পিতৃসন্নিধানে গমন করিয়া বলিল, "আমায় কাহাকে দিবেন।" নচিকেতা একবার, দুইবার ও ততোধিক বার ঐরূপ কহিলে বাজশ্রবা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমায় যমকে দিব।" যম সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। নচিকেতা পিতৃবাক্য সত্য বিবেচনায় পশ্চাৎ অনুসরণ করত যমের নিকট উপস্থিত হইলে যম নচিকেতাকে বিবিধ প্রলোভন বাক্যে প্রবোধিত করতঃ কহিলেন, "নচিকেতঃ! আমি তুষ্ট হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া বিদায় হও।"

নচিকেতা গো হিরণ্যাদি পার্থিব বস্তু পরিত্যাগ করিয়া গুহ্যতম অতীন্দ্রিয়-বিজ্ঞান ঘটিত পাঁচটী বর প্রার্থনা করিলেন। তন্মধ্যে পরলোক-বিজ্ঞান তাঁহার তৃতীয় বর।

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরাস্তৃতীয়ঃ।"

হে যম! মৃত মনুষ্যের সম্বন্ধে অনেকেই অনেক প্রকার সংশয় করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, মরণের পর আত্মা থাকে; কেহ বলেন, না—কিছুই থাকে না। মরণই শেষ। অতএব আমায় তাহাই বিজ্ঞাপিত করুন—যাহাতে আমি আপনার প্রসাদে উহার যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইতে পারি।

যম কহিলেন,—

"দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি স বিজ্ঞেয়োঽণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতোবৃণীষ্ব মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্।"

নচিকেতঃ! তুমি এই বর পরিত্যাগ কর। এবং এক্ষণে ঐ বিষয়ের নিমিত্ত অনুরোধ করিও না। ইহা সহজ-বোধ্য নহে; দেবতারাও এই বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন। এ হেতু অন্য বর প্রার্থনা কর।

যম নচিকেতাকে প্রলোভিত করত তাঁহার চিত্ত পরীক্ষার্থ হস্তী, অশ্ব, বৃষ, স্ত্রী, পুত্র, পশু ও হিরণ্যাদি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু নচিকেতা তাহাতে বিমোহিত বা লুব্ধ না হইয়া, পুনঃ পুনঃ পরলোকবিষয়ক রহস্য জানিতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। অবশেষে যম তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন।

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥"

অর্থাৎ পরলোকসত্তা, সাংসারিক সুখে নিমগ্ন মূঢ় জীবের নিকট স্ফূর্ত্তি পায় না। তাদৃশ ব্যক্তিরা পুনঃ পুনঃ আমার বশতাপন্ন হয়।

যম এইরূপে কথাবতরণ করিয়া নচিতাকে যে সকল কথায় পরলোক-সত্তা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সে সকল কথা প্রায়ই আত্মা নামক প্রস্তাবে

বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রেত্যভাব প্রস্তাবে অভিহিত হইবে। ভাবিয়া দেখুন, এখানেও পরলোকের কথা অল্প কিছু বলা হইয়াছে। যম বলিলেন, লোক অজ্ঞানবিমূঢ় থাকায় পরলোকতত্ত্ব বুঝিতে পারে না এবং সেই কারণে সে পুনঃ পুনঃ আমার বশতাপন্ন হয়। ঐ কথায় আত্মার মরণাভাব অর্থাৎ জন্ম ও মরণ দেহাশ্রিত, এই রহস্যই উপদিষ্ট হইয়াছে। আত্মার অমরত্ব, দেহব্যতিরিক্তত্ব ও স্বতন্ত্রত্ব ঐ সকল কথায় কথিত হইয়াছে। ঐ কথাই পরলোকের অস্তিত্ব-নির্ণায়ক। আত্মা জীর্ণ হন না, মরেন না, দেহে অধিষ্ঠিত থাকেন,দেহেরই পরিবর্ত্তন হয়, পরন্তু তিনি অপরিবর্ত্তনস্বভাব, ইহা যুক্তিতে স্থির হইলে অবশ্যই তৎসঙ্গে পরলোক-সত্তা স্থিরীকৃত হইবে। পরলোক কি? পরলোক দেহান্তরপ্রাপ্তি। এ দেহ পরিত্যাগ বা বিনাশের পর, অন্য প্রকার দেহ হওয়াই পরলোক। লোক শব্দে ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ। লোক শব্দের স্থানবিশেষ অর্থও আছে সত্য; পরন্তু তাহা গৌণ, মুখ্য নহে।

যুক্তি—জরা ও মরণ দেহের আশ্রিত। দেহই জীর্ণ হয়, দেহই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমি কৃশ, আমি সুন্দর, আমি স্থূল, আমি বৃদ্ধ, আমি জীর্ণ, ইত্যাদিবিধ অনুভব অধ্যাসমূলক। আত্মা শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত হইয়াই ঐ ঐরূপ অনুভব করেন। তাদৃশ অনুভব চিরাভ্যস্ত হওয়ায় স্বভাবস্থ হইয়া যায়। সেই চিরাভ্যস্থ বা স্বভাববদ্ধ অভ্যাস সাধনার দ্বারা বিনষ্ট করিতে পারিলে, তখন 'আমি কৃশ' 'আমি বৃদ্ধ' 'আমি জীর্ণ' ভাবিয়া হৃষ্ট বা বিষণ্ণ হইতে হয় না। মনুষ্য যখন 'আমি বৃদ্ধ' ভাবিয়া বিষণ্ণ হয়, তখন তাহার শরীরের সহিত অধ্যাস থাকে। থাকিলেও তদভ্যন্তরে একটু একটু আত্মার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। যে বৃদ্ধ হইয়াছে, সে কখনই সহজ জ্ঞানে মনে করে না যে, 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি'। যখন শরীরের প্রতি লক্ষ্য করে, 'ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা ও বলহীনতা অনুভব করে, তখনই সে 'আমি বৃদ্ধ' হইয়াছি ভাবিয়া

বিষণ্ণ হয়। যখন দৈহিক বিকৃতির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন সে ভাবে না যে "আমি বৃদ্ধ"। ইহাই অজর অমর আত্মার দেহাতিরিক্ততার ও স্বতন্ত্রতার চিহ্ন। সেই জন্যই বৃদ্ধকালে মনুষ্যের মন বালকোচিত ভাবপ্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধদিগের এই অবৃদ্ধভাবই আত্মার অমরত্বের এবং পরলোকাস্তিত্বের অন্যতম সাক্ষী। যদিও অপ্রত্যক্ষ রহস্য প্রত্যক্ষের ন্যায় তৃপ্তিকর ও বিশ্বাসজনক নহে, তথাপি তাহা মন হইতে এককালে যাইবার নহে। সেই জন্যই মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য নাস্তিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"পরলোকেঽপি সন্দেহে কুর্য্যঃ কর্ম্মাদি মানবাঃ।
নাস্তি চেৎ ন হি নো হানিরস্তি চেন্নাস্তিকোহতঃ॥"

পরলোক আছে কি নাই? এরূপ সন্দেহ হইলে 'আছে' এই বিশ্বাসে পারলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।' যদি 'না থাকিল' আস্তিকের ক্ষতি কি? কিন্তু যাঁহারা 'পরলোক নাই' ভাবিয়া যথেচ্ছাচরণে রত হন, পরলোক থাকিলে তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষতির ও কষ্টের সম্ভাবনা আছে।

প্রেত্যভাব বা জন্মান্তর।

মরণের পর জন্ম, জন্মের পর মরণ, এতদ্রূপ জন্মমরণ প্রবাহের নাম প্রেত্যভাব *। প্রেত্যভাব ও জন্মান্তর তুল্য কথা। পূর্ব্ব প্রস্তাবে আত্মাকে অজর অমর বলা হইয়াছে, পরলোক আছে বলাও হইয়াছে।

* অদূরদর্শী লোক মনে করে, আদিকালে মনুষ্যসংখ্যা খুব কম ছিল, পরে দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া প্রচুর হইয়াছে, ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইবে। নূতন নূতন আত্মা না জন্মিলে এরূপ মনুষ্যবৃদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? পরন্তু তাহাদিগের ইহাও বুঝা উচিত যে, আদিম কালে যেমন মনুষ্যজীব অল্প ছিল, তেমনি পশ্বাদি বন্য জীব ও কীটপতঙ্গাদি ক্ষুদ্র জীব অধিক ছিল। জীব নরক ভোগ

কিন্তু পরলোক কি তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। ইহলোকচ্যুত অজর অমর আত্মা সুখদুঃখবর্জ্জিত থাকেন না, অবশ্যই কোন না কোন রূপ ভোগ অনুভব করেন, ইহা মানিতে হইবে। না মানিলে ইহলোকে বসতি কালে নানাপ্রকার অনাশ্বাস ও অত্যাচার ঘটিবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবেন না। অপিচ 'আত্মা অজর অমর' এ সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে জন্মান্তর বা পুনর্দেহ প্রাপ্তি, এ সিদ্ধান্তও সত্য হইবে। কেন? তাহা বিবেচনা করুন।

মনুষ্য মরিল; শরীর পড়িয়া রহিল। অশরীর আত্মা থাকিল বা চলিয়া গেল। কোথায় গেল? কোথায় থাকিল? তাহা লইয়া বিবাদ করিবার আবশ্যক নাই। এই মাত্র অন্বেষণ করিতে হইবে যে, শরীর পরিচ্যুত আত্মা আকাশের ন্যায় সুখদুঃখবর্জ্জিত হইলেন? কি ইহলোকের ন্যায় অথবা ইহলোক অপেক্ষা অধিকতর ভোগভাগী হইলেন? ভোগভাগী হইলেন এ কথা বলিতে পারিবে না। মত রক্ষার নিমিত্ত

অন্তে তির্য্যক্ শরীর পায়, পরে আবার মনুষ্য জীব হয়। এই নিয়মের অনুবর্ত্তনই মনুষ্য জীব বাড়িয়াছে এবং পশ্বাদি ও কীট পতঙ্গাদির জীব কমিয়াছে। এরূপ বা এরূপ ঘটনা হওয়ার বাধা কি? পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এতদধিক মনুষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, আবার সময়ে সময়ে কমিয়া গিয়াও থাকে। মধ্যে মধ্যে মনুষ্য জীবের বাহুল্যে ও তাহাদের দৌরাত্ম্যে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হন, তাই ভগবানও মধ্যে মধ্যে ভূভার হরণ জন্য এক এক বার অবতীর্ণ হন। যাঁহারা ভাবেন, আত্মা অমর, মরণের পরেও থাকে, কিন্তু পুনর্জ্জন্ম হয় না, শ্রুতি যুক্তি উভয় প্রমাণ তাঁহাদের প্রতিপক্ষ। জন্মে, অথচ অমর এরূপ উদাহরণ নাই। অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাঁহারা যুক্তি উদ্ভাবন পূর্ব্বক পুনর্জন্ম নিষেধ করিতে অসমর্থ। সুতরাং তাঁহাদের প্রোক্ত অভিপ্রায় মোহমূলক ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

অথবা অন্ধ বিশ্বাসের দাস হইয়া বলিলেও তাহা সত্য হইবে না। কারণ, শরীর ব্যতীত যে সুখদুঃখ ভোগ হইতে পারে, কস্মিন্ কালেও তাহার উদাহরণ দেখাইতে পারিবে না। শরীরোৎপত্তি হয় না অথচ আত্মার অনন্ত সুখ ও অনন্ত উন্নতি হয়, এ কথা নিষ্প্রমাণ। আত্মা অজর অমর ইহা বিশ্বাস করিলে অমরতার অনুরূপ সুখদুঃখ ভোগভাগিতাও বিশ্বাস করিতে হইবে। রূপ দেখিতে চাহি চক্ষু চাহি না, এ প্রার্থনা সিদ্ধ হইবার নহে। এমন কি, "সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্।" ভোগস্থান স্থূল শরীর না থাকিলে সূক্ষ্মশরীরে পরিস্ফুট ভোগ সম্ভবে না; অতএব, আত্মা লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট থাকিয়া পুনঃ পুনঃ স্থূল শরীর পরিগ্রহ করে ও পুনঃ পুনঃ তাহা পরিত্যাগ করে। অমুক্ত আত্মার সুখদুঃখবিহীন হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই কারণে অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, আত্মার কখন তির্য্যক্‌শরীর, কখন মনুষ্যশরীর, কখন দেবশরীর, কখন বা পশু-শরীর হয়।

"যোনিমধ্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্।"

মনুষ্য ইহশরীরে যেরূপ কর্ম্মে ও জ্ঞানে নিমগ্ন থাকে, দেহান্ত হইলে পুনর্ব্বার সেই সকলের অনুরূপ দেহ ধারণ ঘটনা হয়। কর্ম্মবিশেষে স্থাবরশরীর, কর্ম্মবিশেষে পশ্বাদিশরীর এবং কর্ম্মবিশেষে দেবশরীর হইয়া থাকে। এ বিষয়ে জন্মান্তর অস্বীকারকারী নাস্তিক ও জন্মান্তরবাদী আস্তিক, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল আপত্তি ও প্রত্যাপত্তি আছে— তাহার কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট করা গেল।

আপত্তি। আত্মা অজর, অমর। সুতরাং এই আত্মা পূর্ব্বে এইরূপ একটা দেহ পাইয়াছিল। ইহা যদি সত্য হয় তবে সে কথা স্মরণ হয় না কেন? যখন জন্মান্তরীয় কোন বিষয়ই স্মরণ হয় না, তখন কিসে বিশ্বাস হইবে যে আমি ছিলাম ও আমার পূর্ব্বজন্ম ছিল?

প্রত্যাপত্তি। তোমার বয়স যখন এক বৎসর তখন তুমি কিরূপ ছিলে বলিতে পার? শৈশব কালের কথা দূরে থাক্—কালকার সমগ্র কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পার? যখন তাহা পার না তখন জন্মান্তরের কথা মনে পড়ে না কেন? এ আপত্তি করিতে পার না *

আপত্তি। জন্মান্তরবাদীরা বলেন, মানুষ মরিয়া অশ্ব হইতে পারে। সে কথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? অশ্ব হইতে অশ্বই হয়, মানুষ হয় না। মানব হইতেও অশ্ব হয় না। এ সকল দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, মানবাত্মা অশ্ব হয় না।

প্রত্যাপত্তি। শরীরোৎপত্তির বীজ আত্মা নহে, দেহও নহে। শরীরোৎপত্তির বীজ কর্ম্মাশয় অর্থাৎ অনুষ্ঠিত জ্ঞানের ও কর্ম্মের পুঞ্জীভূত সংস্কার। সেই কারণে, মানবদেহ পাইয়া জীব যদি নিরন্তর অশ্ব ধ্যান করে, কি অশ্বশরীর জন্মিবার অন্যবিধ কারণ কূট সংগ্রহ করে, তাহা হইলে ভাবী জন্মে তাহার অশ্বশরীর না হইবে কেন?

* জীব ইহ দেহে যদি মরণকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মজ্ঞানাদি সমানরূপে অটল ও অব্যাহত রাখিতে পারে তাহা হইলে তৎসমুদায় কর্ম্ম ও জ্ঞান জন্মান্তরেও অনুবৃত্ত হয়, লোপ হয় না। তাদৃশ জীব জাতিস্মর নামে প্রসিদ্ধ।

অনেক দিন অমনোযোগী থাকিলে ভুলিতে হয়। ভয়, ত্রাস ও যন্ত্রণাদির দ্বারা অভিভূত হইলেও পূর্ব্বানুভূত বিষয় ভুলিতে হয়। রোগ বিশেষের আক্রমে মনুষ্যের পূর্ব্বাভ্যস্ত জ্ঞানের বিলোপ হইতে দেখা যায়। মনুষ্য যখন ইহ শরীরেই সামান্য সামান্য কারণে পূর্ব্বানুভূত বিস্মৃত হয়, অত্যল্প যাতনায় অভিভূত হইয়া উপার্জ্জিত জ্ঞান রাশি বিস্মৃতি সাগরে বিসর্জ্জন দেয়, তখন যে, সে জন্মান্তরানুভূত বিষয় জন্মান্তরে ভুলিবে তাহা বলাই বাহুল্য। প্রথমে উৎকটতর মরণযন্ত্রণা, তৎপরে সে দেহের পরিত্যাগ, তৎপরে অন্য এক নূতন শরীর গ্রহণ, ইত্যাদি ইত্যাদি গুরুতর কারণ পূর্ব্বজন্ম ভুলাইবার জন্য বিদ্যমান আছে।

আপত্তি। মানিলাম, পূর্ব্বজন্মে মানুষ ছিল, কর্ম্মবশে ইহজন্মে সে অশ্ব হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত মনুষ্যোচিত জ্ঞান কোথায় গেল? অশ্বশরীরোচিত জ্ঞানই বা তাহার কোথা হইতে আসিল?

প্রত্যাপত্তি। "কারণানুবিধায়িত্বাৎ কার্য্যাণাং তৎস্বভাবতা। নানা-যোন্যাকৃতীঃ সত্ত্বো ধত্তেঽতোদ্রুতলোহবৎ।" যাহা যাহা হইতে জন্মে, তাহা তাহার স্বভাব হয়। এই নিয়মের অনুগুণে নানা যোনি হইতে নানা আকারের জীব জন্মিতেছে। দ্রবীকৃত লৌহ ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অন্যাকার হয় না। জীব যখন যে যোনিতে উৎপন্ন হয়, তখন সেই যোনির অনুরূপ আকার ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়। প্রাক্তন সংস্কার অধিক পরিমাণে অভিভূত হইয়া থাকে, সেই কারণে অশ্বের মানবীয় জ্ঞান লুপ্ত থাকে ও অশ্বের আকার ও স্বভাব ব্যতীত মানবের আকার ও স্বভাব হয় না।

আপত্তি। অনুমান হয়, মানব আত্মা ক্রমোন্নতিস্বভাবাপন্ন। ক্রমে উন্নত ভিন্ন অবনত হয় না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। তাহা শৈশব কৌমার, পৌগণ্ড, যৌবন এই সকল অবস্থা। এই সকল অবস্থা ক্রমো-ন্নতির অবস্থা। যখন দেখা যাইতেছে আত্মা এরূপে ক্রমেই উন্নত হয়, অবনত হয় না, তখন যে মরিয়া আবার জন্মিবে, আবার শিশু হইবে,—আবার অজ্ঞানের দশায় ও অনুন্নতির দশায় পড়িবে, ইহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য।

প্রত্যাপত্তি তোমাদের বিশ্বাসকে ধন্য! যুক্তিকেও ধন্য! বালক হইতে যুবা পর্য্যন্ত দেখাইয়া বলিলে, আত্মা ক্রমোন্নতিস্বভাব। কিন্তু বৃদ্ধের উল্লেখ ত করিলে না। বৃদ্ধ হইলে, অতি বৃদ্ধ হইলে, মনুষ্য যে ভীমরথী হয়, তাহা কি দেখ নাই? সে অবস্থা বাল্য অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও অবনতির অবস্থা? তদ্দৃষ্টান্তে বুঝা উচিত যে, সংসারী আত্মা ক্রমো-ন্নতিস্বভাব নহে, কিন্তু উন্নত্যবনতি উভয়বিধস্বভাবাপন্ন। সেই জন্যই সংসারী আত্মা (জীব) স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান কর্ম্ম অনুসারে কখন উন্নত

হয়, কখন বা অবনত হয়, কখন উৎকৃষ্ট দেহ পায়, কখন বা নিকৃষ্ট দেহ পায়। অতএব, 'জন্মান্তর নাই" এ পক্ষে কোন সত্যপূর্ণ সদ্যুক্তি নাই। বরং জন্মান্তরের অস্তিত্বপক্ষে অনেক সদ্যুক্তি আছে। যথা—

"সর্ব্বস্য প্রাণিনামিয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি মা ন ভূবম্ ভূয়াসমেবেতি। ন চাননুভূতমরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবত্যাশীঃ। এতয়া চ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে।"

—ব্যাস।

১। প্রাণি-মাত্রেরই একটি নিত্য ও নিয়মিত অভিনিবেশ অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রার্থনা আছে। তাহার আকার—আমি যেন মরি না ও থাকি। জীবমাত্রেই মরিতে চায় না। মরণের প্রতি তাহাদের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়। যত প্রকার ভয় বা ত্রাস আছে, সর্ব্বাপেক্ষা মরণ-ত্রাস অধিক বলবান ও অনিবার্য্য। মরণ-ত্রাস সদ্যোজাত শিশুতেও দৃষ্ট হয়। যে কখন মরণযাতনা অনুভব করে নাই, অন্যের মরণ দেখে নাই, শুনেও নাই, কোনও প্রকারে মরণ ত্রাস অনুভব করে নাই, তাদৃশ ব্যক্তির অন্তরেও মারকবস্তু দর্শনে ত্রাস জন্মে। কেন, তাহা বলিতেছি। মরণে যদি ক্লেশ থাকে, এবং যদি তাহা আর কখন অনুভূত হইয়া থাকে, তবেই মারক বস্তু দর্শনে ত্রাস কম্পাদি উপস্থিত হইতে পারে; নচেৎ পারে না। সুতরাং বিশ্বাস করা উচিত যে, জন্মান্তরীয় মরণদুঃখ ভোগের বা অনুভবের সংস্কার তাহার অন্তরিন্দ্রিয়ে লুক্কায়িত ছিল, অদ্য তাহা অজ্ঞাতসারে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভীত ও কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষতঃ সদ্যোজাত বালকের মরণত্রাসের সঙ্গে ইহজন্মের সম্বন্ধ দেখা যায় না। তাহাতেও জন্মান্তর অনুমিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে ত্রিকাল-দর্শী ঋষিমাত্রেই অনুভব করেন ও বলেন, জীবের জীবস্বভাবের অন্তর্গত মরণ-ত্রাসই পূর্ব্বজন্ম থাকার চিহ্ন।*

* সদ্যোজাত শিশু পূর্ব্বদেহে মরণ ক্লেশ অনুভব করিয়াছিল, এ হেতু তজ্জনিত

২। ইচ্ছা। ইচ্ছা একটি আত্মগুণ বা আত্মলগ্ন শক্তিবিশেষ। ভাবিয়া দেখ, কিরূপ কারণে তাহা উদিত হইয়া থাকে। ইচ্ছার জনক সৌন্দর্য্য জ্ঞান। ভাল বলিয়া অনুভব না হইলে এবং ইহা আমার অনুকূল বা উপকারক, এ বোধ না হইলে, কোন ক্রমে তদ্বিষয়ে ইচ্ছোদ্রেক হইবে না। ইচ্ছার ন্যায় ভয়, ত্রাস, প্রবৃত্তি, প্রভৃতি সমুদায় অন্তর্বৃত্তির প্রতি ঐ নিয়ম চিরপ্রতিষ্ঠিত। অতএব, সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও ত্রাস প্রভৃতির সহিত যখন ইহজন্মের সেরূপ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না, তখন অবাধে বলিতে ও মানিতে পারা যায় যে, সে সকলের সহিত পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সেই সেই সংস্কার তাহাকে সেই সেই বিষয়ে রুচি, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি জন্মাইয়া চরিতার্থ হয়। অতএব, সদ্যোজাত শিশুর প্রথম স্তন্যপানপ্রবৃত্তিও জন্মান্তর থাকার দ্বিতীয় চিহ্ন।

৩। শতবর্ষ বয়সের বৃদ্ধও শরীরনিরপেক্ষ জ্ঞানে আপনার বৃদ্ধত্ব অনুভব করে না। সে যখন নিজ শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের প্রতি লক্ষ্য করে, তখনই সে বুঝে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। এ নিয়ম বালকেও

সংস্কার তাহার চিত্তে আহিত ছিল, এক্ষণে মারক পদার্থ দর্শনে তাহার সেই সংস্কার অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতসারে ও অপরিস্ফুটরূপে উদ্বুদ্ধ হইল, অমনি ত্রাস জন্মিল, চিত্ত কাঁপিয়া উঠিল। সে ত্রাস কোন সাক্ষাৎ কারণে উপস্থিত হয় নাই, মাত্র সংস্কার প্রভাবে উদিত হইয়াছে। সেই কারণে তাহা পূর্ব্ব মরণ-ক্লেশের প্রতিছায়াস্বরূপ। সেই জন্যই "আমি আর একবার মরিয়াছিলাম, মরণের বড় ক্লেশ।" ইত্যাদি প্রকার বৃত্তান্ত বা ক্লেশের সমুদয় আকার স্মরণ হয় না। তাহা না হইবার হেতু এই যে, সে উদ্বোধ কোন সাক্ষাৎকারণে উপস্থিত হয় নাই। যে সকল অভ্যস্ত বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত কেবল মাত্র অন্তর্নিহিত সংস্কারের স্বতঃ উদ্বোধ প্রভাবে উদিত হয়, সে সকল যার পর নাই অস্পষ্ট। তাহা প্রতিচ্ছায়া বা আভাসমাত্র। অত্যন্ত বিস্মৃত বিষয়ের ঐরূপ উদ্বোধই হইয়া থাকে, পরিপুষ্ট উদ্বোধ হয় না।

বিদ্যমান আছে। আত্মা অজর অমর বলিয়াই ঐরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। আত্মা বৃদ্ধ হয় না, মরেও না, তদাশ্রিত দেহই বৃদ্ধ হয় ও মরে। সুতরাং আত্মার অমরত্ব ও দেহের পরিবর্ত্তন, এই দুয়ের দ্বারাও জন্মান্তর থাকা অনুমিত হয়।

৪। বিদ্যা বুদ্ধি সকলের সমান না হওয়াও জন্মান্তর থাকার অন্যতম চিহ্ন। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা দশবৎসরেও সামান্য রঘুবংশ কাব্য বুঝিতে অক্ষম; কিন্তু তাঁহারা যার পর নাই কঠিন ভাগবত শাস্ত্র সহজে বুঝিতে পারেন।

৫। আগ্রহ অর্থাৎ ঝোঁক। ইহার অন্য এক নাম প্রবৃত্তিনির্ব্বন্ধ। এই আগ্রহও জন্মান্তর থাকার অনুমাপক। এক এক বিষয়ে এক এক জনের এমন এক এক অনিবার্য্য ঝোঁক থাকে যে, যষ্টির আঘাত করিলেও সে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। তাদৃশ আগ্রহ বা ঝোঁক পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বা অভ্যাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

৬। জীববিশেষের স্বভাব ও কর্ম্মবিশেষ পূর্ব্বজন্মজ থাকা সপ্রমাণ করিতে সমর্থ। সদ্যঃপ্রসূত শাখামৃগের শাখা আক্রমণ ও সদ্যঃপ্রসূত গণ্ডারশিশুর পলায়নবৃত্তান্ত ভাবিয়া দেখিলে অবশ্যই পূর্ব্বজন্মের প্রতি অবিশ্বাস দূরে পলায়ন করিবে। বিশেষতঃ খড়্গী পশুর স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে, জন্মান্তর আছে।

কেবল আমরা বলি না, অনেক পশুতত্ত্ববিৎ ইংরাজপণ্ডিত বলিয়াছেন যে, গণ্ডারী শাবক প্রসব করিয়া কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হইয়া থাকে। যখন সে সন্তানের গাত্র লেহন করিতে যায়, তখন আর তাহাকে দেখিতে পায় না। কারণ এই যে, গণ্ডারশিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পলায়ন করে। ৫।৭ দিন পরে আবার উভয়ে উভয়ের অন্বেষণ করিয়া একত্রিত হয়। এই বৃত্তান্ত দেখিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, স্বভাবের সামর্থ্যেই হউক, আর ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশলেই হউক, আর জন্মান্তরীয়

সংস্কারের বলেই হউক, গণ্ডার শিশু বুঝিতে পারে, আমার মা আমাকে লেহন করিবে, করিলে আমার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইবে। পাছে মা গা চাটে, সেই ভয়ে গণ্ডারশাবক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পলায়ন করে; পরে গাত্রচর্ম্ম ৫।৭ দিনে কাঠিন্য প্রাপ্ত হইলে তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে খুঁজিয়া লয়। বস্তুতঃই গণ্ডারীর জিহ্বায় এত ধার যে, বৃক্ষ লেহন করিলে বৃক্ষের ত্বক্ উঠিয়া যায়। গণ্ডার পশুর এই অদ্ভুত স্বভাব পূর্ব্বজন্ম থাকার অনুমাপক। পূর্ব্বজন্ম না থাকিলে গণ্ডার পশু কদাচ ঐ স্বভাব পাইত না। এইরূপ এইরূপ এত উদাহরণ বিদ্যমান আছে যে, সে সকলের রহস্য চিন্তা করিলে স্থিরবুদ্ধি মনুষ্যমাত্রেই জন্মান্তর বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন না।

জন্ম, মরণ, জীবন।

আত্মা যদি অজর অমর হইল, তবে মরে কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিলে এক সঙ্গে জন্ম মরণ ও জীবন তিনেরই বর্ণন বা মীমাংসা হইয়া আইসে। ঋষি মাত্রেই বলেন, "নাহয়ং হন্তি ন হন্যতে।" আত্মা কাহাকেও মারেন না, নিজেও মরেন না; কারণ, 'মরণ' নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। যে ঘটনাকে মরণ বলিয়া জান তৎপ্রতি লক্ষ্য কর, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিবেক বুদ্ধি পরিচালন কর, বুঝিতে পারিবে মরে কে। মরণ কি তাহা বিবেচনা কর। কতকগুলি তৃণ, কাষ্ঠ ও রজ্জু প্রভৃতি অবয়ব একত্রিত করিয়া একটি অবয়বী (গৃহাদি) নির্ম্মাণ করিলে। জল, বায়ু ও মৃত্তিকা আহরণ করিয়া অন্য একটী অবয়বী (ঘটাদি) প্রস্তুত করিলে। ক্ষিতি, জল ও বীজ একত্রিত হইল, তাহাতে অঙ্কুর জন্মিল, তাহা হইতে শাখা পল্লবাদি উৎপন্ন হইল। বলিবে, বৃক্ষ জন্মিয়াছে। কিছুদিন পরে সে সকলের সে সকল অবয়ব বিশ্লিষ্ট হইল অথবা সে সকল অবয়বের সংযোগ বিধ্বস্ত হইল। বলিলে কি-না, গৃহ ভগ্ন হইয়াছে, ঘট

ধ্বস্ত হইয়াছে, এবং বৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে। ভাবিয়া দেখ কিরূপ ঘটনার উপর তোমরা ভঙ্গ, ধ্বংস ও মরণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছ। বলিতে কি, অবয়বের শৈথিল্য, বিকার, অথবা সংযোগধ্বংস, এই অন্যতমের উপরেই তোমরা মরণাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলে। যদি তাহাই করিয়া থাক, তবে তাহা নির্জীব পদার্থ হইতে উঠাইয়া সজীব পদার্থে আনয়ন কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে. জীবন্ত পদার্থের মরণ কি? জন্ম মরণ আর কিছু নহে, অবয়বের অপূর্ব্বসংযোগভাব জন্ম এবং তাহার বিয়োগ ভাব মরণ। "মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ।" মরণ ও আত্যন্তিক বিস্মরণ সমান কথা। যে কারণকূট জীবকে দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়া ছিল, সেই কারণকূট বা সংযোগবিশেষ বিনষ্ট হইলে অত্যন্ত বিস্মরণ বা মহাবিস্মরণ নামক মরণ হয়। মরণ হইলে দেহাদির অন্য প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। অতএব, অবয়ব সকলের অপূর্ব্বসংযোগের নাম জন্ম এবং বিয়োগবিশেষের নাম মরণ। এই তথ্য সাংখ্যাচার্য্যেরা "অপূর্ব্ব-দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতবিশেষেণ সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ" এইরূপ এইরূপ কথায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে অবধারণ হইতেছে যে, মরণ সাবয়ব বস্তুরই হয়, নিরবয়ব বস্তুর নহে। নিরবয়বের অবয়ব নাই, সুতরাং মরণও নাই। আত্মা নিরবয়ব, সে জন্য আত্মার মরণ নাই। নিতান্ত সূক্ষ্ম ও নিরবয়ব ইন্দ্রিয়গণেরও মরণ নাই।

আত্মা মরে না, ইন্দ্রিয় মরে না, এই সিদ্ধান্তই যদি সত্য হয়; তাহা হইলে অমুক মরিয়াছে, আমি মরিব, আমি মরিলাম, এরূপ না বলিয়া "দেহ মরিয়াছে", "দেহ মরিবে", এইরূপ বলাই ত উচিত? কিন্তু কৈ? কেহই ত সেরূপ বলে না। না বলিবার কারণ কি? কারণ আছে। লোকে এই দৃশ্যমান সংঘাতের অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় প্রাণ, মন, এই সকলের সম্মিলন ভাবের বিনাশ লক্ষ্য করিয়াই 'মরণ' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। পরন্তু প্রাণসংযোগের ধ্বংসই উক্ত শব্দের প্রধান লক্ষ্য।

প্রাণব্যাপার নিবৃত্ত না হইলে অন্য গুলির সম্বন্ধ নিবৃত্ত হয় না। 'জীবন" 'মরণ' এই শব্দদ্বয়ের ধাতব অর্থ অন্বেষণ করিলেও কথিত অর্থ প্রতীত হয়। 'জীব' ধাতুর অর্থ প্রাণ-ধারণ ও 'মৃ' ধাতুর অর্থ প্রাণ পরিত্যাগ সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, প্রাণ যতক্ষণ দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতে মিলিত থাকে, ততক্ষণই তাহার জীবন এবং তাহার বিচ্ছেদ হইলেই মরণ। কাজেই বলিবে ও বলিব; মরণে আত্মার বিনাশ হয় না—দেহের সহিত তাহার বিচ্ছেদ হয় মাত্র। নূতন আত্মা হয় না, নূতন শরীর উৎপন্ন হয় মাত্র। আমি মরিলাম ও অমুক মরিল, এ সকল শব্দের অর্থ ঔপচারিক। আত্মার অধ্যাস থাকাতেই দেহাদিসংঘাত অহংপ্রত্যয়গম্য হয় এবং সেই কারণে সেই সেই প্রকারের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাণসংযোগের ধ্বংসই যথার্থ মরণ।*

* তৃণকাষ্ঠাদি সংহত করিয়া তাহার যে দৃঢ়তা ও ব্যবহারোপযোগিতা সম্পাদন করা যায় তাহার নাম গৃহীর জীবন। সেই দৃঢ়তার এবং সেই ব্যবহারোপযোগিতার যে অবস্থানকাল তাহা তাহার আয়ু। জীবদেহের জীবন বা আয়ু তাহারই অনুরূপ।

শ্বাস প্রশ্বাস যাহার কার্য্য তাহা 'প্রাণ' শব্দের বাচ্য। পরন্তু প্রাণ যে কি পদার্থ তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে মতভেদ জন্মিয়াছে। কেহ বলেন, উহা বাহ্য বায়ু। কেহ বলেন, উহা ইন্দ্রিয় সমষ্টির ব্যাপার বিশেষ। কেহ বলেন, উহা এক প্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ। প্রথম মতের সিদ্ধান্ত এইরূপ—"শরীরে যে তেজ বা উষ্মা জল ও আকাশ বা অবকাশ আছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস তৎ-ত্রিতয়ের সাংযোগিক কার্য্য। দৈহিক উষ্মা বা তাপ রসরক্তাদিরূপ জলকে উত্তেজিত করে। তদুভয়ের সংঘর্ষজনিত ক্রিয়াবিশেষ (বেগ) উদরকন্দরস্থ আকাশে গিয়া পরিপুষ্ট হয়। ঐ পরিপুষ্ট সাংযোগিক ক্রিয়া, ফুস্‌ফুস্ নামক সঙ্কোচ-বিকাশশীল যন্ত্রকে সঙ্কুচিত ও বিকসিত করে। বিকাশ ক্রিয়ায় বাহ্য বায়ুর পরিগ্রহ বা পূরণ হয়, পরে সঙ্কোচক্রিয়ায় তাহার ত্যাগ বা বহির্গতি জন্মে। প্রাণযন্ত্রের ঐরূপ ক্রিয়ায় ভক্ষ্য দ্রব্য সকল পরিপাক প্রাপ্ত ও তৎপ্রভব রসরক্তাদি দেহের সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। দেহের হ্রাস, বৃদ্ধি, জন্ম ও

সূক্ষ্মশরীর ও পরলোকগতি

যাহা সর্ব্বব্যাপী বা পূর্ণ তাহার আবার গতি কি? পূর্ণের গতি অর্থাৎ যাতায়াত করিবার স্থান কৈ? যাহার যাতায়াত করিবার স্থান থাকে তাহা পূর্ণ নহে। যে বস্তু পূর্ণস্বভাব তাহার গমনাগমন অসম্ভব। পরিচ্ছিন্ন বা খণ্ড পদার্থেরই যাতায়াত, পরিপূর্ণ পদার্থের নহে। আত্মা পূর্ণস্বভাব; সেজন্য তাঁহার গত্যাগতি নাই।

তবে যাতায়াত করে কে? কে-ই বা জন্ম মরণ-প্রবাহ ভোগ করে? স্থূল শরীর পড়িয়া থাকে, আত্মারও যাওয়া আসা নাই; তবে যায় কে? আসেই বা কে? এই প্রশ্নের উত্তর দানার্থ সাংখ্য বলেন. (কেবল সাংখ্য নহে, সকল শাস্ত্রই বলেন) দৃশ্যমান স্থূল দেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম শরীর আছে, সেই সূক্ষ্ম শরীর বারবার যাতায়াত করে। যাবৎ না মুক্তি হয়, যাবৎ না প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হয়, তাবৎ তাহা থাকে ও ইহলোক পরলোক গমনাগমন করে। "উপাত্তমুপাত্তং ষাট্‌কৌষিকং শরীরং গৃহ্লাতি, হায়ং হায়ংঞ্চোপাদত্তে।"

মরণাদি যে কিছু ঘটনা সমস্তই ঐ প্রাণযন্ত্রের অধীন। প্রাণোৎপত্তির মূল কারণ জল ও তেজ। তদ্বয়ের অন্যথা হইলে প্রাণকার্য্য রুদ্ধ হয়। তৎসঙ্গে অন্যান্য সংযোগও বিধ্বস্ত হয় সুতরাং প্রাণীর প্রাণধ্বংসরূপ মরণ জন্মে। প্রাণ নাভিকন্দর হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ফুসফুস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে, সেজন্য তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যথা—হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে আপন, ইত্যাদি।

যাঁহারা বলেন, প্রাণ ইন্দ্রিয় সমষ্টির অনুব্যাপার, তাঁহাদের মতের মর্ম্মকথা এই।—যেমন পিঞ্জরস্থ অনেকগুলি পক্ষীর প্রাতিস্বিক ব্যাপার পুঞ্জীভূত হইয়া একটি অনুব্যাপার বা বেগরূপ ব্যাপার উপস্থিত করে ও তদ্বলে পিঞ্জর পরিচালিত হয়, সেইরূপ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দর্শন, শ্রবণ ও মননাদির প্রত্যেক প্রত্যেক ব্যাপারের অনুব্যাপাররূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটী ব্যাপার উপস্থিত হইয়া প্রাণযন্ত্র উত্তেজিত বা পরিচালিত করিয়া

জীব যে বার বার ষাট্‌কৌষিক শরীর গ্রহণ করে, বার বার তাহা পরিত্যাগ করে, তাহাই জীবের যাতায়াত ও ইহ-পর-লোক-সঞ্চরণ। দৃশ্যমান স্থূল শরীর শাস্ত্রীয় ভাষায় ষাট্‌কৌষিক শরীর নামে বিখ্যাত।* ষাট্‌কৌষিক শরীর শুক্র-শোণিতের পরিণামে উৎপন্ন। সূক্ষ্ম শরীর সেরূপ নহে। সূক্ষ্ম শরীর অন্তঃকরণের অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয় নিচয়ের সমষ্টি বা তদ্দ্বারা রচিত। সুতরাং তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। যেহেতু যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম সেই হেতু তাহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য অক্লেদ্য ও অদৃশ্য। যাহার মূর্ত্তি নাই, অবয়ব নাই, কেবল জ্ঞানময় পদার্থ কে কাহাকে দেখিতে পায়? কে-ই বা তাহাকে ছেদ ভেদ দাহ কবিতে পারে? বায়ু যেমন অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অদৃশ্য; সূক্ষ্ম শরীরও তদ্রূপ। আদি সৃষ্টিকালে প্রকৃতি হইতে প্রত্যেক আত্মার নিমিত্ত এক একটী সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রকৃতির পুনঃসাম্যাবস্থা বা জীবের মুক্তি না

থাকে। এই মতের ফলব্যাখ্যা এই যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সতেজ থাকিতে প্রাণব্যাপার বন্ধ হয় না। মরণকালে অগ্রে ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ, পরে প্রাণত্যাগ হইয়া থাকে।

তৃতীয় পক্ষ বলেন, প্রাণ বাহ্যবায়ু নহে, ইন্দ্রিয় ব্যাপারও নহে। ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় ইহাও একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, জীবের সহিত একযোগে বাস করে। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-শক্তি প্রাণের দ্বারা উৎপন্ন ও সংরক্ষিত হয়। প্রাণ যতক্ষণ সতেজ থাকিবে ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করিতে পারিবে। প্রাণ যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ রসরক্তাদি সমুৎপন্ন ও সঞ্চালিত হইয়া দেহ রক্ষা কবিবে। প্রাণ যে অঙ্গ পরিত্যাগ করিবে সে অঙ্গ তৎক্ষণাৎ শুষ্ক (পক্ষাঘাতাদি প্রাপ্ত) হইবে। প্রাণই উৎক্রান্তির কারণ। অর্থাৎ মনুষ্য যখন মরে, তখন প্রাণ ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া উৎক্রান্ত অর্থাৎ নিষ্ক্রান্ত হয়।

* ত্বক্, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই ছয়টী কোষ অর্থাৎ আত্মার আবরণ। সেই জন্য ষট্‌কোষাত্মক স্থূল দেহ ষাট্‌কৌষিক নামে খ্যাত।

হওয়া পর্য্যন্ত সে সকল সূক্ষ্ম শরীর থাকিবে ও পুনঃ পুনঃ তদ্‌গাত্রে ষাট্‌কৌষিক শরীর জন্মিবে †

দৃশ্যমান দেহের অভ্যন্তরে যে একটি সূক্ষ্ম দেহ আছে তাহার প্রমাণ কি? সাংখ্য বলেন, যোগীদিগের অনুভব ও তাঁহাদের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ তাহার প্রমাণ। কিরূপ কার্য্যকলাপ সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্বসাধক তাহা যোগী না হইলে বুঝিতে পারা যায় না। যোগীরা যোগ-সাধন করিয়া সূক্ষ্ম শরীরটীকে এত আয়ত্ত করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা মাংসলিপ্ত অস্থিপঞ্জরের দৃশ্যশরীর হইতে বহির্গত হইয়া স্বেচ্ছামত বিচরণ ও পরশরীরে প্রবেশ করিতে পারেন। "পরকায়প্রবেশন" নামক সে যোগ এক্ষণে লুপ্ত। এক্ষণে কেবল যুক্তির দ্বারা সূক্ষ্মশরীরসদ্ভাব বোধগম্য করিতে হয়। কিরূপ যুক্তিতে সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে তাহা বলিতেছি, প্রণিহিত হও। ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞানাজ্ঞান, বৈরাগ্যা-বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য (ধন রত্ন নহে, ক্ষমতারূপ ঐশ্বর্য্য ও অক্ষমতারূপ অনৈশ্বর্য্য) ও লজ্জা ভয় প্রভৃতি যে সকল গুণ মানবীয় আত্মাকে বস্ত্রকুসুমন্যায়ে * নিরন্তর অধিবাসিত করিতেছে, সে সমস্তই বুদ্ধিপদার্থ মধ্যে গণনীয়। কারণ এই যে, বুদ্ধিরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিবিধ নামের নামী। বুদ্ধি নিরাশ্রয়ে থাকিবার নহে; অবশ্য তাহার আশ্রয় আছে। অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে, বুদ্ধি মাংসলিপ্ত অস্থিপঞ্জরে অবস্থিত নহে। নিরুপাধিক আত্মা-

† সূক্ষ্ম শরীরের নামান্তর লিঙ্গ শরীর। কোন মতে ইহার অবয়ব সপ্তদশ, মত বিশেষে ইহা ষোড়শাবয়ব; মতান্তরে পঞ্চদশাবয়ব। সকল মতেই ইহা প্রাণ, মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রচিত। বেদান্ত চৈতন্যাধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম শরীরকেই জীব বলেন।

* বস্ত্রে পুষ্প স্পর্শ হইতে থাকিলে যেমন বস্ত্রখানি পুষ্পসৌরভে সুবাসিত হয়, তাহার ন্যায়।

তেও অবস্থিত নহে। নিরুপাধিক আত্মা নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও নির্ধর্ম্মক; সুতরাং বুদ্ধির পৃথক্ আশ্রয় কল্পনীয় না অনুমেয়। যাহা বুদ্ধির আশ্রয় তাহাই সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীরেই বুদ্ধির স্থিতি ও উৎপত্তি।

সাংখ্যকার বলেন, চিত্র যেমন আশ্রয় ব্যতীত স্থিতি লাভ করে না, ছায়া যেমন মূর্ত্ত পদার্থ ব্যতীত থাকিতে পারে না, সেইরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ নানাপ্রভেদবতী বুদ্ধিও কোন এক উপযুক্ত আশ্রয় বা আধার ব্যতীত থাকিতে পারে না। সেই হেতু এই মাংসলিপ্ত অস্থিরচিত দৃশ্য দেহের অন্তরালে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত শরীর থাকা অনুমিত হয়। স্থূলশরীর দশায় কর্ম্ম জ্ঞান সমস্তই সেই শরীর সহায়ে উৎপন্ন হয় এবং তদুভয়ের সংস্কার (ছাপ বা দাগ) তাহাতেই স্থিতি লাভ করে। জন্ম মরণের অন্তরাল অবস্থায় অর্থাৎ স্থূল শরীর বিযুক্ত হইয়াছে অথচ অভিনব অপর স্থূল শরীর উৎপন্ন হয় নাই, সে অবস্থাতেও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সংস্কার তাহাতে আবদ্ধ থাকে। ইহ-জন্মে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তত্তাবতের

ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি জ্ঞান পদার্থের উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে ন্যায়শাস্ত্রের মত অন্যবিধ। আত্মা এক প্রকার দ্রব্য, পরন্তু তাহা জড় ও নিষ্ক্রিয়। মনও এক প্রকার দ্রব্য, অধিকন্তু তাহা জড় ও সক্রিয়। ঐ দুই পদার্থ যখন সংযুক্ত হয় তখনই আত্মাতে জ্ঞান গুণ উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরও ঐ নিয়মে উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়া থাকে এবং তাহা আকাশের ন্যায় জড় আত্মায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নাস্তিক চূড়ামণি চার্ব্বাকের মত এই যে, জ্ঞান, বুদ্ধি, চৈতন্য, এ সকল একই বস্তু, উহা মস্তিষ্ক বা মস্তকযন্ত্রের গুণ। মস্তিষ্কই জ্ঞানের উৎপত্তির ও স্থিতির স্থান। এ বিষয়ে সাঙ্খ্যাধ্যায়ীদিগের অভিপ্রায় এই যে, চৈতন্য নামক জ্ঞান যদি দেহের অবয়ব বিশেষের গুণ হইত, তাহা হইলে অবয়ব সত্ত্বে চৈতন্যের বিলোপ হইত না। বস্তু থাকিতে গুণের অত্যন্ত অভাব হওয়া অসম্ভব। মৃতমস্তকে মস্তিষ্ক থাকিতেও যখন জ্ঞানের অভাব হয়, তখন তাহা মস্তিষ্কগুণ নহে। "ন হি স্বভাবো-ভাবানাং ব্যাবর্ত্তেতৌষ্ণবদ্রবেঃ"।

সংস্কার লিঙ্গ শরীরে আবদ্ধ হইতেছে ও থাকিয়া যাইতেছে। বুদ্ধির আবির্ভাবপ্রভাবে দৃশ্য দেহটী স্পন্দিত হয় মাত্র। এবং তাহার সংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার (ধর্ম্মাধর্ম্ম) ইহাতে আবদ্ধ হয় না। সেই কারণে স্থূলদেহের ধ্বংসে ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সংস্কার বিলুপ্ত হয় না এবং ইহজন্মের কার্য্যরুচি পূর্ব্বজন্মের সংস্কারানুরূপই হইয়া থাকে। "মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে" মাতৃ পিতৃজাত অর্থাৎ শুক্রশোণিতের দ্বারা উৎপন্ন এই ষাট্‌কৌষিক স্থূল দেহ "বিড়ন্তা ভস্মান্তা রসান্তা বা" অর্থাৎ পড়িয়া থাকে। পচিয়া যায়, মৃত্তিকা হয়, ভস্ম হয়, শৃগাল কুকুরাদির ভক্ষ্য হয়, বিষ্ঠাও হয়। কিন্তু "সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তাঃ" তন্মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর নিয়তকালবর্ত্তী। তাহা মোক্ষ অথবা প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে। "উপাত্তমুপাত্তং ষাট্‌কৌষিকং শরীরং জহাতি হায়ং হায়ঞ্চোপাদত্তে।" বার বার ষাট্‌কৌষিক শরীর গ্রহণ করে ও বার বার তাহা হইতে বিযুক্ত হয়। ষাট্‌কৌষিক শরীর উৎপন্ন হওয়া জন্ম এবং তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়া মরণ।

মরণ-প্রণালী

জীব জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার কর্ম্মে ব্যাসক্ত হইয়াছে। অসংখ্য-প্রকার জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে। সে সকলের সংস্কার সূক্ষ্মশরীরে পর পর হইয়াছে। জরা উপস্থিত। জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায়, সর্পের নির্ম্মোকত্যাগের ন্যায়, পুনরপি জরাজীর্ণ দেহের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। আর আয়ুঃ নাই, এখন মুমূর্ষু ; যে বাহ্য বায়ু এত দিন শারীর বায়ুকে অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, যে বাহ্য তেজ দৈহিক তাপ সমান রাখিয়া আসিয়াছে, এখন সে বায়ু ও সে তেজ শারীর বায়ুর ও শারীর তেজের প্রতিকূল। সেই কারণে এখন ভুক্তদ্রব্যের যথাযথ পাক ও রস রক্তাদির উৎপত্তি ও সঞ্চরণ অবরুদ্ধ হইয়াছে। দেখিয়া লোক বলিতে লাগিল, অমুক মুমূর্ষু।

অবিলম্বে শারীর তেজ ও বাহ্যতেজ উভয়ের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল। অমনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল শীতল হইয়া পড়িল। লোকে বলিতে লাগিল—অমুক হিমাঙ্গ হইয়াছে, আর বাঁচিল না। এই সময় মুখ্য প্রাণ আপনার বৃত্তি (কার্য্য) গুটাইয়া লইলেন ও বলবৎ বেগ ধারণ করিলেন। শ্বাসোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইল, দেখিয়া লোকে বলিতে লাগিল, শ্বাস বা টান হইয়াছে। শ্বাস বা টান চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গুলিকে টানিতে লাগিল। তাহারাও আপন আপন স্থান ত্যাগ করিয়া প্রাণে আসিয়া মিশিল। লোকে দেখিল মুমূর্ষুর চক্ষে জাল পড়িয়াছে, মুমূর্ষু দেখিতে পায় না। মুখ্য প্রাণ এই অবসরে ইন্দ্রিয়ময় সূক্ষ্ম শরীর সঙ্কোচ করিয়া লইয়া স্বস্থান নাভি পরিত্যাগ করিয়া কণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকে বলিতে লাগিল, কণ্ঠশ্বাস হইয়াছে—আর বিলম্ব নাই। মুখ্য প্রাণ এই স্থানে থাকিয়া চিত্তকে আকর্ষণ করিল চিত্তও স্থানচ্যুত হইল ও প্রাণে আসিয়া মিশিল। লোকে বলিল আর জ্ঞান নাই—নামাও। এই অবকাশে মুখ্য প্রাণ স্বীয় উদ্‌গমন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চৈতন্যাধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম শরীর লইয়া বহির্গত হইল ও ষাট্‌কৌশিক বা স্থূল শরীর পড়িয়া রহিল।*

*শাস্ত্রে লিখিত আছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা মুখ, নাভি, মলদ্বার, প্রস্রাব-দ্বার, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি, ব্রহ্মরন্ধ্র;—এই কয়েকটী স্থান প্রাণনির্গমনের দ্বার। যে স্থান দিয়া মনুষ্যের প্রাণ নির্গত হয়, সে স্থান কোন এক বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হয়। চক্ষু দিয়া নির্গত হইলে চক্ষু শিথিল হইয়া থাকে। মুখ দিয়া নিগত হইলে মুখ ফাঁক হইয়া থাকে। লিঙ্গ দিয়া নিগত হইলে লিঙ্গচ্ছিদ্র বিস্ফারিত হয়। উত্তম জন্ম হইবার হইলে উর্দ্ধ ছিদ্র এবং অধম জন্ম হইবার হইলে অধশ্ছিদ্র দিয়া প্রাণত্যাগ হয়। উর্দ্ধ ছিদ্রের মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রই শ্রেষ্ঠ এবং অধশ্ছিদ্রের মধ্যে পাদাঙ্গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধম। ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া প্রাণত্যাগ হওয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির লক্ষণ এবং পদাঙ্গুলি দিয়া প্রাণ বহির্গত হওয়া নরকগমনের লক্ষণ।

জন্মমরণের অন্তরাল

অন্তরাল শব্দে মধ্যকাল। মরণ হইয়াছে অথচ শরীরোৎপত্তি হয় নাই, এই মধ্যবর্ত্তী অবস্থা বিষয়ে বেদান্তাদি শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় এ স্থলে তাহারও অল্প কিছু বক্তব্য, অবতারণা করিতেছি।

অভিনিবেশ, ধ্যান ও অভ্যাস, এ সকলের ফলাফল অনুসন্ধান করিলে অন্তরাল অবস্থার সুস্পষ্ট চিত্র অনুভূত হইতে পারে। ভাবিয়া দেখ, কোন এক ব্যক্তির ছয় দণ্ড বেলা হইলে নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে সেইরূপ অভ্যাস করিয়াছে। অভ্যাসের বলে তাহার প্রতিদিনই ছয় দণ্ড বেলার সময় নিদ্রাত্যাগ হয়। অথচ সে ব্যক্তি যদি এমন মনে করে যে "আমি কল্য ছয় দণ্ড রাত্রি থাকিতে উঠিব" তাহা হইলে নিশ্চয় ঠিক ছয় দণ্ড রাত্রি থাকিতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ধ্যান বা অভিনিবেশ অভ্যাসকে অতিক্রম করিয়া প্রভুত্ব করিতে সমর্থ। আহার, বিহার, বিসর্গ (মলমূত্র ত্যাগ) ও অন্যান্য দৈহিক ক্রিয়া সমস্তই অভ্যাস, ধ্যান ও অভিনিবেশের প্রভাবে নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহিত হয়। শরীর-সত্ত্বে যে সকল ধ্যান, অভিনিবেশ ও অভ্যাস উপার্জ্জন করা যায়, শরীর পাত হইলে সে সকল ধ্যান অভিনিবেশ ও অভ্যাস সংস্কারীভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবকে অনুরূপ নিয়মের অধীনে রাখে ও পরিবর্ত্তিত করে। ইহ-শরীরে কোন এক বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিলেও তাহা এক সময়ে না এক সময়ে

সেই জন্যই মুমূর্ষুর উত্তরাধিকারীরা মুমূর্ষুর পদাঙ্গুলি চাপিয়া রাখে। কিন্তু তাহারা জানে না যে সূক্ষ্মতম প্রাণ চাপিয়া রাখিবার বস্তু নহে। হঠাৎ মরণে ও উক্ত ব্যবস্থার অন্যথা হয় না। শিরশ্ছেদ ও বজ্রপতনাদির দ্বারা হঠাৎ মরণ হইলেও কথিত প্রকার নিয়ম প্রতিপালিত হয়, পরন্তু তাহা অতিশীঘ্র নির্ব্বাহ হইয়া যায়। এরূপ শীঘ্র যে, যেন সমস্ত ক্রিয়াগুলি একযোগেই হইয়াছে।

পুনরুদিত হয়। সে উদয়ের বীজ অনুষ্ঠিত জ্ঞান কর্ম্মের সংস্কার। সে সংস্কার সূক্ষ্ম শরীরে থাকে এবং পরে তাহারই বলে তাহা উদ্বুদ্ধ হয়। স্থিতসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে স্মরণ ও প্রতিজ্ঞা নামক জ্ঞান জন্মে। তৎসঙ্গে মনোভাব ও অবস্থা ও পরিবর্ত্তিত হয়। ইহজন্মে যে জন্মান্তরীয় সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, সে উদ্বোধ ইহলোকে স্বভাব ও প্রকৃতি ইত্যাদি নামে পরিচিত। মরণকালে স্থূল দেহ পতিত থাকে, কিন্তু তদ্দেহের অর্জ্জিত সংস্কার সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বনে বিদ্যমান থাকে, বৃথা বিনষ্ট হয় না। সেই জন্যই মরণের পর তদ্দেহের অর্জ্জিত জ্ঞান কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি তাহার অভিনব অবস্থা উপস্থাপিত করিয়া থাকে। মৃত্যু যন্ত্রণা তদ্দেহের পরিচিত সমুদায় বস্তু ভুলাইয়া দেয় এবং ভবিষ্যৎ দেহ ও ভবিষ্যৎ দেহের ভোগ্য ও ভোগসম্বন্ধীয় ভাবনা বিজ্ঞানে পর্য্যবসিত করে। যত প্রকার যাতনা থাকুক, মরণ যাতনা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট। কোন প্রকার উৎকট রোগ হইলে, কি মূর্চ্ছাদি দুরন্ত অবস্থা ভোগ হইলে তদ্দ্বারা যেমন পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানের অন্যথা হয়, পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয়ও ভুলিয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যুযন্ত্রণাও মুমূর্ষুর বিদ্যমান সমুদায় ভাব বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন ও অভিনব ভাবনার উত্থাপন করিয়া থাকে। জীব সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে, যেরূপ ধ্যান করিয়াছে, যেরূপ অভিনিবেশে নিমগ্ন থাকিয়া কালযাপন করিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই অনুরূপ নূতন এক পরিবর্ত্তন—নূতন এক ভাবনা—উপস্থিত হয়। শাস্ত্রীয় ভাষায় তাহাকে ভাবনাময় শরীর বলে। মৃত্যুকালে ভাবনাময় শরীর হয়, এ কথার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতে যাহার ব্যাঘ্রদেহ উৎপন্ন হইবে, মরণ কালে তাহার ব্যাঘ্রোঽহং ভাবনা উপস্থিত হয়। উৎকট মরণযন্ত্রণা তাহার তদ্দেহের সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া ভাবনাময় বিজ্ঞান উৎপাদন করে। এই ভাবনাবিজ্ঞান বা ভাবশরীর স্বাপ্ন শরীরের অনুরূপ। আমরা যেমন স্বপ্ন দেখি, তেমনি স্থূলদেহচ্যুত ভাবদেহীরা প্রথমতঃ অস্পষ্ট পরজন্মের

স্ফূরণ সন্দর্শন করে। অনন্তর যথাকালে তাহাদের ষাট্‌কৌষিক শরীর উৎপন্ন হয়।*

"যোনিমন্যে প্রপদন্তে শরীরাত্বয় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেহনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥" (স্মৃতিঃ।

ভাবনাময় দেহের অন্য নাম আতিবাহিক দেহ। আতিবাহিক দেহ অল্পকাল থাকে। তৎপরে পূর্ব্বপ্রজ্ঞানুসারে ষাট্‌কৌষিক ভোগদেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কেহ বা মানব দেহ. কেহ বা তির্য্যক্ দেহ, কেহ বা দেবদেহ পায়। পুণ্যাধিক্য থাকিলে পুণ্যশরীর অর্থাৎ দেবাদি শরীর, পাপাধিক্য থাকিলে তির্য্যক্ শরীর, পাপপুণ্যের বল সমান থাকিলে মানব শরীর উৎপন্ন হয়। যত কাল না স্থূল শরীর উৎপন্ন হইবে, ততকাল ভাবনাময় শরীরে অর্থাৎ আতিবাহিক ভাবদেহে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে। সে ভোগ স্বপ্নভোগের ন্যায় অস্পষ্ট। স্বপ্নও ভাবনাময়। "প্রায়ণকালে যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণ আয়াতি।" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে পাওয়া যায় যে, মৃত্যুকালে যে

* এরূপ দেখা গিয়াছে যে, উৎকট রোগে পড়িয়া অভ্যস্ত বিদ্যা এমন কি চিরাভ্যস্ত ভাষা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে এবং যাহা কস্মিন্ কালেও শুনে নাই, তাহাও তাহারা উচ্চারণ করিয়াছে। এ ঘটনা দেখিলে কে না বলিবে যে পূর্ব্ব জন্মের আয়ত্ত ভাষাই তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে? মরণ-যন্ত্রণা চির পরিচিত জগৎ ভুলাইয়া দেয়, উপরোক্ত ঘটনা সে বিষয়ের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। শাস্ত্রে যে জন্ম ও মরণ তৃণ-জলৌকার ন্যায় হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা ভাবনাময় শরীর বিষয়ক। অর্থাৎ জলৌকা যেমন এক তৃণ ছাড়িয়া অন্য তৃণ ধারণ করে, অথবা অন্য তৃণ না ধরিয়া গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে না, তেমনি, জীবও অন্য শরীর গ্রহণ না করিয়া এ শরীর ত্যাগ করে না। সে অন্য শরীর ষাট্‌কৌষিক শরীর নহে, পরন্তু তাহা ভাবনাময় শরীর। ষাট্‌কৌষিক শরীর লাভ সকলের ভাগ্যে শীঘ্র ঘটে না।

ভাবের স্ফূর্ত্তি হইবে সেই ভাব প্রবল হইয়া তাহাকে তদনুরূপ গতি প্রদান করিবে। মুমূর্ষুর উত্তরাধিকারীরাও সেই অভিপ্রায়ে ঈশ্বরের নাম মুমূর্ষুর কর্ণগোচর করিতে চেষ্টা পায়। ঈশ্বরের নাম শুনাইলে যদি তৎকালে তাহার চিত্তে ঈশ্বর ভাবের উদয় হয় তাহা হইলে সে নিশ্চিত কৃতার্থ হইবে। তাহার ভাবনা শরীর হয় ত ঈশ্বরভাবে রচিত হইবে। এ দেশে যে অন্তর্জলী করিবার ও নাম শুনাইবার রীতি আছে, তাহার মূল অন্য কিছু নহে। ইহাই তাহার মূল। যদিও তৎ-স্বজনগণ আশায় আশায় মুমূর্ষুকে ঈশ্বর নাম শুনায় ও অন্তর্জলী করিয়া তাদার পদাঙ্গুলি চাপিয়া রাখে, কিন্তু রাখিলে কি হইবে? পূর্ব্বের ধ্যান পূর্ব্বের অভিনিবেশ পূর্ব্বের অভ্যাস না থাকিলে তৎকালে ঈশ্বরবিষয়ক ভাবশরীর ও আশানুরূপ প্রাণ বিনির্গম হওয়ার সম্ভাবনা নাই। চৈতন্যবিম্বিত সূক্ষ্ম-দেহ অর্থাৎ জীবাত্মা কথিতপ্রকারে ষাট্‌কৌষিক শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে আতিবাহিক শরীরে "আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ" অবস্থায় থাকে, পরে তাহাকে যথাকালে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাহারা অত্যন্ত পাপাচারী তাহারা মরণের পর এই পৃথিবীতে আতিবাহিক শরীরে কিছুদিন থাকিয়া পরে তমঃ প্রধান বৃক্ষ-লতাদি জড় শরীর গ্রহণ করে। যাঁহারা ঋষি তপস্বী জ্ঞানী—তাঁহারা দেবযান পথে ঊর্দ্ধলোকগামী হইয়া ক্রমে ব্রহ্মলোকে গিয়া উন্নীত হন। যাঁহারা সৎকর্ম্মনিষ্ঠ—তাঁহারা পিতৃযান পথে ঊর্দ্ধগামী হইয়া পিতৃলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর সুখভোগাবসানে তাহারা পুনর্ব্বার পিতৃযান পথের ব্যুৎক্রমে অর্থাৎ ক্রম-বিপর্য্যয় নিয়মে ইহলোকে অবতরণ করিয়া, ক্রমানুসারে মানব শরীর প্রাপ্ত হয়। যাহারা মানব কি পশু শরীর পায়, তাহারা প্রথমে আকাশে, পৃথিবীতে, পরে পার্থিব রসের সঙ্গে শস্যাদির মধ্যে, তৎপরে খাদ্যরূপে মনুষ্যের কি অন্য কোন জীবের শরীরে পুনঃ প্রবেশ করিয়া কিছু দিন অবস্থান করে।

অতঃপর রস রক্তাদি ক্রমে শুক্র ধাতুতে এবং স্ত্রীশরীরে প্রবেশ করিয়া আর্ত্তব রক্তে অবস্থান করে। পরে স্ত্রীপুরুষ সংযোগ উপলক্ষ্যে গর্ভযন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া ষাট্‌কৌষিক দেহ প্রাপ্ত হয়।*

জন্মপ্রণালী।

রেত ও রক্ত এই দুই পদার্থ স্থূল শরীরের উপাদান অথবা বীজ।*

---

* জীব, খাদ্যের সঙ্গে যে শরীরে প্রবেশ করে সেই শরীরের অনুরূপ সংস্কার তখন হইতে জন্মিতে থাকে। যে পূর্ব্বে মানব দেহে ছিল, কর্ম্মের প্রেরণায় সে, যদি বানর শরীরে গিয়া নিপতিত হয়, তবে বানর-শরীর প্রবেশ মাত্রেই তাহার মানবোচিত সংস্কারের অভিভব এবং বানরোচিত সংস্কারের সঞ্চার আরব্ধ হইয়া থাকে। সেই জন্যই সদ্যঃপ্রসূত বানর-শিশু অর্দ্ধ প্রসূত অবস্থায় শাখা আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়।

* রেতঃ—শুক্রধাতু। রক্ত—স্ত্রীদিগের আর্ত্তব-রক্ত। আর্ত্তব-রক্তের আর একটি নাম "জীবরক্ত"। জীব আর্ত্তব-রক্তে প্রবিষ্ট হইয়া রেতঃসংযোগের সাহায্যে শরীর ধারণ করে বলিয়াই আর্ত্তব শোণিতের নাম "জীবরক্ত"। রেতঃ ও রক্ত উভয়ই বীজ বটে; কিন্তু সকল রেতের ও সকল রক্তের বীজত্ব নাই। কুণপ, গ্রন্থিল, পূয-নিভ ও মূত্র-পুরীষসন্ধি প্রভৃতি দুষ্ট রেতে ও দুষ্ট শোণিতে সন্তান হয় না। সুতরাং তাদৃশ রেত ও রক্ত শরীরোৎপত্তির বীজ নহে।

শল্যতন্ত্রে একটী আশ্চর্য্য কথা লিখিত আছে। "দুই ঋতুমতী স্ত্রী যদি কোন কৌশল উদ্ভাবন করিয়া মিথুন-ধর্ম্মে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে যাহার গর্ভাশয়ে শোণিত প্রবেশ করিবে তাহার গর্ভ হইবে। এই পদ্ধতির সন্তান অনস্থি হয়।" পুরাণ-শাস্ত্র এ বিষয়ের পোষকতা করিয়া বলেন, ভগীরথের জন্ম ঐরূপে হইয়াছিল। আরও এক আশ্চর্য্য কথা লিখিত আছে। "ঋতুকালে নারীদিগের যদি স্বপ্ন-মৈথুন ঘটে তাহা হইলে গর্ভস্থ আর্ত্তব-রক্ত জমাট বাঁধিয়া গর্ভাকার ধারণ করে। এই স্বাপ্নদোষিক গর্ভ এক প্রকার রোগ বটে; পরন্তু কখন কখন তাদৃক্ গর্ভ হইতেই বিকৃতাকার জীব প্রসূত হয়।"

স্ত্রী ও পুরুষ মিথুন ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পুরুষের রেতঃ অন্তর্ব্বায়ু কর্ত্তৃক উপস্থ পথে প্রেরিত ও গর্ভযন্ত্রে নিষিক্ত হয়। সেই বায়ুসম্মূর্চ্ছিত রেতঃ গর্ভাশয়স্থ জীবরক্তের সহিত ক্ষীরনীরবৎ মিশ্রিত হইয়া বুদ্বুদাকার ধারণ করে। এই বুদ্বুদ "গর্ভাঙ্কুর" ও "কলল" নামে প্রখ্যাত। কলল দেখিতে ক্লেদের মত ও পিচ্ছিল। ক্লেদাত্মক কলল ক্রমে ঔদর্য্য বায়ু ও জাঠরতাপ দ্বারা পরিপাক হইতে থাকে। তাহাতে তাহার ঘনতা জন্মে। ঘনতা জন্মিতে প্রায় এক মাস লাগে, সেজন্য প্রথম মাসিক গর্ভের নাম "কলল"।*

শাস্ত্রকারেরা বলেন শুক্রের ভাগ অধিক হইলে পুরুষ, শোণিতের ভাগ অধিক হইলে নারী, শুক্র শোণিতের সমানতা ঘটিলে নপুংসক দেহ উৎপন্ন হয়। গর্ভাশয়গত মিশ্রিত শুক্র ও শোণিত অন্তর্বায়ুকর্ত্তৃক দ্বি-ভাগে বিভক্ত হইলে এককালে দুই জীব অর্থাৎ যমজ সন্তান জন্মিয়া থাকে। পুংসন্তান পিতার আকৃতি ও স্ত্রী-সন্তান মাতার আকৃতি পাওয়া সুসম্ভব। অধিকন্তু তাহারা পিতা মাতার আয়ু, আহার বিহার, চেষ্টা ও মনোবৃত্তি প্রভৃতির সাদৃশ্য পাইয়া থাকে। সন্তান যে অন্ধ পঙ্গু, বধির, বিকৃতাঙ্গ ও বিকৃতাকার হয়, তাহাতে স্ত্রীর অপরাধই অধিক। স্ত্রী-পুরুষের বিহারদোষেও সন্তানে কতকগুলি ভাবদোষ বর্ত্তে; পুরুষ অথচ স্ত্রীর আকৃতি, ইঙ্গিতে ও চেষ্টায় স্ত্রীর মত। স্ত্রী অথচ পুরুষাকার ইঙ্গিতে ও চেষ্টায় পুরুষের মত। এ সকল বিহার দোষে ঘটিয়া থাকে। নারী হয় ত পুরুষের ন্যায় প্রবৃত্তা হইলেন, পুরুষ হয় ত নারীর ন্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ষণ্ডতা দোষ নিঃশুক্র অথবা শুক্রবহ শিরার দোষ ও বিহার দোষ উভয় কারণে জন্মে। এ সকল রহস্য বিশেষ করিয়া জানিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদ দেখা আবশ্যক।

* জীবের গর্ভপ্রবেশ সম্বন্ধে দুই প্রকার মত আছে। এক মত এই যে, চৈতন্যনামক ষষ্ঠ ধাতু অর্থাৎ জীব শরীর বায়ু আশ্রয় করিয়া স্ত্রী পুরুষ সংযোগ কালে গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হয়। বেদবাদীরা বলেন, স্বর্গ-চ্যুত জীবেরাই আকাশ, বায়ু ও মেঘ প্রভৃতি আশ্রয় অবলম্বন করিয়া

"দ্বিতীয়ে ত্বর্ব্বুদম্"। দ্বিতীয় মাসে তাহা অর্ব্বুদাকার প্রাপ্ত হয়। "ঈষৎকঠিনমাংসপিণ্ডরূপমর্ব্বুদম্।" অর্ব্বুদ অল্প কঠিন ও পিণ্ডাকৃতি-মাংসের ন্যায়।*

অবশেষে জলের সঙ্গে শস্যাদির মধ্যে প্রবেশ করে; পরে তদবলম্বনে প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট হয়। ক্রমে রস, রক্ত, মাংসাদি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শুক্র ধাতুতে গিয়া (মতান্তরে স্ত্রী শোণিতে গিয়া) অবস্থিতি করে। তাদৃশ চেতনাধিষ্ঠিত রেতঃ স্ত্রীশরীরে জীবরক্তের সহিত একত্র হইলে তখন তাহা হইতে তাহার শরীর রচনা আরব্ধ হয়। নাস্তিকদিগের মত এই যে, চেতনা নামক ষষ্ঠ ধাতু কি জীব, কোথা হইতে আইসে না এবং কোথাও যায়ও না। সংসৃষ্ট শুক্র-শোণিত ঔদর্য্য তাপাদির দ্বারা পাক-প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে দেহাঙ্কুর জন্মে। তদাধারে চৈতন্য নামক এক অভিনব পদার্থ আবির্ভূত হয়। সুতরাং সেই চৈতন্য গর্ভপক্ক শুক্র শোণিতের গুণবিশেষ। যেমন পচ্যমান গুড় ও তণ্ডুলাদির অভিনব গুণ মদশক্তি; তেমনি পচ্যমান শুক্র-শোণিতের গুণ চিতিশক্তি। বেদবাদীরা এই মতকে অসত্য বলিয়া উপেক্ষা করেন ও বলেন, সংযুক্ত শুক্র-শোণিতে যদি তদ্দণ্ডে জীবসঞ্চার বা চৈতন্য ধাতুর অধিষ্ঠান না হইত, তাহা হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ পচিয়া যাইত ও মূত্রাদির ন্যায় গর্ভচ্যুত হইয়াও যাইত। জীবসঞ্চার থাকে বলিয়াই তাহা পচিয়া যায় না ও অন্য কোন প্রকার বিকারগ্রস্তও হয় না। সকল ঋতুতে সন্তান না হওয়ার কারণ জীব সংযোগ না থাকা। যে বার পুংশুক্রে অথবা জীবরক্তে জীবের অধিষ্ঠান থাকে—সেই বার গর্ভ হয়, অন্যান্য বার বিফল হয়।

* শল্যবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, "যদি পিণ্ডঃ মান্, স্ত্রী চেৎ পেশী, নপুংসকঞ্চেদর্ব্বুদম্।"—পুরুষ হইবার হইলে পিণ্ড, স্ত্রী হইবার হইলে পেশী, নপুংসক হইবার হইলে অর্ব্বুদ হয়। পিণ্ড পেশী, অর্ব্বুদ দেখিতে কিরূপ তাহা দ্বিতীয় মাসের গর্ভ-চিত্র না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না। স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক, সকলকারই দ্বিতীয় মাসিক অবস্থা কিছু কিছু প্রভিন্ন। শস্ত্র-বৈদ্যকে আরও লিখিত আছে যে, "তস্য খল্বেবম্প্রবৃত্তস্য শুক্রশোণিতস্যাভিপচ্যমানস্য ক্ষীরস্যেব সন্তানিকাঃ সপ্ত ত্বচো ভবন্তি।" দুগ্ধের পাক আরম্ভ হইলে তাহাতে যেমন স্তরে স্তরে সন্তানিকা অর্থাৎ

"তৃতীয়ে ত্বঙ্কুরাঃ পঞ্চ।" তৃতীয় মাসে তাহাতে হস্ত, পদ ও মস্তকের অঙ্কুর অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রবিভাগ সকল নিষ্পন্ন হয়। এই তৃতীয় মাসে ইন্দ্রিয়দিগের গোলক অর্থাৎ স্থান সকল রচিত হইতে থাকে এবং সূক্ষ্মরূপে বহিরিন্দ্রিয়সংযোগও হইয়া থাকে।

"চতুর্থে ব্যক্ততা তেষাম্।" চতুর্থ মাসে সেই অঙ্কুরীভূত কর-চরণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল প্রব্যক্ত হইতে থাকে। এই চতুর্থ মাসেই অভিপ্রায় জনক অন্তরিন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হয় এবং সেই কারণেই চতুর্থ মাসের ভ্রূণে চলনক্রিয়া হইতে থাকে।

"প্রবুদ্ধং পঞ্চমে চিত্তম্।" পঞ্চম মাসে মনের অর্থাৎ বোধশক্তির উদ্রেক হয় ও জ্ঞানবহা শিরার রচনা সমাপ্ত হয়।

"ষষ্ঠেঽস্থিস্নায়ুনখরকেশরোমবিবিক্ততা।" ষষ্ঠ মাসে অস্থি ও অস্থিবন্ধনের স্নায়ু উৎপন্ন হইতে থাকে। বল ও বর্ণাদির সঞ্চার হয় ও নখ রোমাদি ও বিস্পষ্ট হয়।

"সপ্তমে ত্বঙ্গপূর্ণতা।" সপ্তম মাসে মনের প্রাদুর্ভাব হয়। অর্থাৎ সঙ্কল্প শক্তি অথবা সচেতনতা জন্মে। বায়ুবাহী নাড়ী, অস্থিবন্ধনের স্নায়ু ও বাত-পিত্তশ্লেষ্ম-বাহিনী শিরার রচনাও সমাপ্ত হয়। অপিচ, সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

"অষ্টমে ত্বক্‌শ্রুতী স্যাতাম্।" অষ্টম মাসে স্পর্শ গুণের গ্রাহক ত্বক্ ও

পরলে পরলে সর পড়ে, সেইরূপ, শুক্রশোণিতের পাক আরম্ভ হইলেও তাহাতে সাতটী সন্তানিকা জন্মে। সেই সাত সন্তানিকা ভবিষ্যতে সাত কোষ অর্থাৎ রস রক্ত মাংস প্রভৃতি স্থান হইয়া দাঁড়াইবে। রসের সন্তানিকা বা ত্বক্ একটী, রক্তের সন্তানিকা একটি ও মেদ প্রভৃতির এক একটি। যোগীশ্বর বলেন, কদলী বৃক্ষ যেমন বহু ত্বক্ বিশিষ্ট, তেমনি, শরীরও সপ্তত্বক্ বিশিষ্ট। ত্বগাবৃত কদলীকাণ্ডের অভ্যন্তরে যেমন একটি মাইজ্ থাকে, সেইরূপ, সপ্তত্বগাবৃত দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মা থাকেন।

শ্রবণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। প্রকৃতরূপের মাংস জন্মে। স্মরণশক্তি প্রবল হয়। জীবনী শক্তির উপাদান স্বরূপ "ওজ" ধাতুও এই অষ্টম মাসে উৎপন্ন হয়। "ওজ" ধাতু ঈষৎ পীত বর্ণ, স্বচ্ছ ও লালবৎ তরল। ইহা শিশুদিগের হৃদয়ে থাকে।

"হৃদি তিষ্ঠতি যৎ শুদ্ধমীষদুষ্ণং সুপীতকম্।
ওজঃ শরীরে সংখ্যাতং তন্নাশান্নাশমৃচ্ছতি॥"

স্বচ্ছ, তরল, অল্প উষ্ণ ও পীতবর্ণ "ওজ" হৃদয়দেশে থাকে। এই "ওজ" নষ্ট হইলেই মরণ হয়। তাদৃশ ওজ অষ্টম মাসে নিতান্ত তরল ও চঞ্চল অবস্থায় অর্থাৎ অতি টল্‌টলে অবস্থায় থাকে। সেই জন্য 'আটাশে' ছেলে প্রায় বাঁচে না। সূতি-বায়ুর প্রবল বেগে নিতান্ত তরল "ওজ" প্রায়ই অপহৃত হইয়া যায়, সেই কারণে বাঁচে না। ফল, ওজ-চ্যুত না হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে বাঁচে, নচেৎ মরিয়া যায়।

"নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ সূতি-মারুতৈঃ।
নিঃসার্যাতে বাণ ইব যন্ত্রচ্ছিদ্রেণ বালকঃ॥"

অনন্তর গর্ভস্থ দেহী নবম মাসে কিংবা দশম মাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পুষ্টিভাব লাভ করিয়া প্রবল প্রসব-বায়ুর দ্বারা ধনুর্মুক্ত বাণের ন্যায় যোনিচ্ছিদ্র দিয়া নির্গত হয়। দ্বাদশ মাস প্রসব কালের উর্দ্ধ সীমা।*

* যোগশাস্ত্রে এতৎসম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য কথা লিখিত আছে। কথা এই যে, অষ্টম মাসে মনঃ-প্রাদুর্ভাব হওয়ার পর অবধি যত দিন না ভূমিষ্ঠ হয় তত দিন জীব পূর্ব্বজন্মের স্মরণ ও গর্ভবাসের কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করতঃ ক্লেশ পাইতে থাকে। কি করে, মুখ জরায়ুর দ্বারা আচ্ছন্ন, কণ্ঠ কফপূর্ণ, বায়ুর পথ নিরুদ্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কারণে রোদনাদি করিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বানুভূত নানাজন্মের নানা প্রকার যন্ত্রণা মনে করতঃ অতি উদ্বেগের সহিত বাস করিতে থাকে। "জাতঃ স বায়ুনা স্পৃষ্টো ন স্মরতি পূর্ব্বং জন্ম মরণং কর্ম্ম চ শুভাশুভম্"। যেই মাত্র ভূমিষ্ঠ হয়, অমনি সে সমস্ত ভুলিয়া যায়; বাহ্য বায়ুই তাহার

গর্ব্ভে দেহ-রচনা।

জাঠর তাপ ও জাঠর বায়ুর প্রভাবে গর্ব্ভাশয়গত সম্মিশ্রিত শুক্র-শোণিতের পাক আরম্ভ হয়। পাক-প্রারম্ভে প্রথমতঃ তাহাতে সাতটি সন্তানিকা জন্মে। অগ্নির উত্তাপ লাগিলে দুগ্ধে যে পরলে পরলে বা স্তরে স্তরে সর পড়ে, উল্লিখিত সন্তানিকা প্রায় তাহারই অনুরূপ।

পুরাতন স্মৃতি বিনাশ করিয়া ফেলে। বোধ হয়, বাহ্য বায়ুর এই অদ্ভুত প্রভাবকেই পৌরাণিকেরা মায়া বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শুকদেব নাকি এই মায়ার ভয়ে ভূমিষ্ঠ হইতে চাহেন নাই, ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত গর্ভবাস করিয়াছিলেন।

জীব গর্ভবাস কালে আহার করে না ও তাহাদের মলমূত্রাদি ত্যাগ করাও ঘটে না। বালকের নাভিনাড়ী ধাত্রীর রসবহা নাড়ীর সহিত আবদ্ধ থাকে, তদ্দ্বারা ধাত্রীর আহার-রস বালকশরীরে সঞ্চারিত হয়। তাহাতেই তাহারা জীবিত থাকে এবং দিন দিন বাড়িতে থাকে। শিশু-শরীরে প্রবিষ্ট ধাত্রীর আহার রস হইতে যে মল সঞ্চার হয়, তাহা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নিঃসৃত হয়

যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আছে গর্ভস্থ বালক ঈষৎ ভুগ্নভাবে উপবিষ্টের ন্যায় অবস্থান করে। তাহারা হস্ত দুই খানি অনন্তরিত অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্ন ভাবে, চক্ষু কর্ণ আবৃত করিয়া ললাটে স্থাপন পূর্ব্বক মাতার পৃষ্ঠাভিমুখে অধোবদনে উপু হইয়া উপবিষ্ট থাকে। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে বায়ু তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত করে ও মস্তক অধঃ ও পদ উর্দ্ধে উৎসারণ করে। ব্যতিক্রম হইলে ধাত্রী ও শিশু উভয়েই কষ্ট পায়। এ বিষয়ের প্রমাণ—

"ভুগ্নোঽনন্তরিতপাণিভ্যাং শ্রোত্ররন্ধ্রে পিধায় সঃ।
উদ্বিগ্নোগর্ভসংবাসাদাস্তে গর্ভাশয়ে স্থিতঃ॥
স্মরন্ পূর্ব্বানুভূতাংস্তু নানাজাতীশ্চ যাতনাঃ।
মোক্ষোপায়মভিধ্যায়ন্ বর্ত্ততেঽভ্যাসতৎপরঃ॥
মাতুরসরহা নাড়ীমনুবদ্ধাপরাভিধা।
নাভেশ্চ নাড়ী গর্ভস্য মাত্রাহাররসাবহা॥

সম্মিশ্রিত শুক্রশোণিত টুকু তরল ও পিচ্ছিল ছিল, এক্ষণে জঠর-বায়ু ও জঠর-তাপ উভয়সংযোগে তাহাতে শুরীভূত দুগ্ধসন্তানিকার ন্যায় পর পর সাতটি সন্তানিকা উৎপন্ন হইল। ভবিষ্যতে এই সাত সন্তানিকা রস রক্তাদির আধার সাত কোষ হইবে। আত্মা শুক্রে অথবা শোণিতে আবিষ্ট ছিলেন, এক্ষণে গর্ভাশয়প্রবেশে শুক্রশোণিতস্থ সূক্ষ্ম ভূত সহ সম্মূৰ্চ্ছিত অর্থাৎ ক্ষীর-নীর-বৎ একীভূত হইয়া গেলেন। সুতরাং গর্ব্ভপ্রবিষ্ট শুক্রশোণিতে চৈতন্য সংযোগ থাকায় তাহা পচিয়া গেল না, মলমূত্রাদির ন্যায় বহিশ্চ্যুত হইয়াও গেল না, ক্রমেই পরিবর্ত্তন বা পরিণাম হইতে চলিল। সজীব পদার্থের ন্যায় বৃদ্ধি ও রূপান্তর হইতে লাগিল। বায়ু-ধাতু তাহার শোষণক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুরূপ বিভাগ সকল নিষ্পন্ন করিতে লাগিল, তাপ বা তেজোধাতু সে সকলের পরিপাক করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং জলধাতু তাহা ক্লিন্ন রাখিতে লাগিল। পৃথিবী ধাতু কাঠিন্য উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইল এবং আকাশ ধাতু তাহাকে বৃদ্ধির অর্থাৎ বাড়িবার স্থান দিতে লাগিল।

পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ত্বকের বা সন্তানিকার পাক নিষ্পন্ন হইলে সপ্তপ্রকার কলা উৎপন্ন হইল। কাষ্ঠচ্ছেদ করিলে যেমন তাহার সার ও অসার দৃষ্ট হয়, সার অসারের মর্য্যাদা অর্থাৎ সীমাভাগও দৃষ্ট হয়, দেহস্থ কলা

কৃতাঞ্জলির্ললাটেঽসৌ মাতৃপৃষ্ঠমভিস্থিতঃ।
অধ্যাস্তে সঙ্কুচদ্গাত্রো গর্ভোদক্ষিণপার্শ্বগঃ॥
বামপার্শ্বে স্থিতা নারী ক্লীবং মধ্যস্থিতং মতম্।
ক্রিয়তেঽধঃ শিরঃ সূতিমারুতৈঃ প্রবলৈস্ততঃ॥
নিঃসার্য্যতে রুজদ্গাত্রোযন্ত্রচ্ছিদ্রেণ বালকঃ।
জাতমাত্রস্য তস্যাঽথ প্রবৃত্তিস্তন্যগোচরা॥
প্রাগ্‌জন্মবোধসংস্কারাদিতি জীবস্য নিত্যতা।”

ইত্যাদিবিধ অনেক প্রকার উক্তি আছে।

প্রায় তাহারই অনুরূপ। অর্থাৎ কলা সকল শরীরস্থ মাংসাদির ও আশ্রয় সকলের সীমাস্বরূপ এবং দেখিতে কাষ্ঠসারের সদৃশ। মাংসচ্ছেদ করিলেই তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে সকল এখন স্নায়বিক পদার্থে বিজড়িত, জরায়ুব্যাপ্ত ও শ্লেষ্মায় সমাচ্ছন্ন। এই কলা সাত প্রকার। বৈদ্যকে তাহা মাংসধরা (১) রক্তধরা (২), মেদোধরা (৩), শ্লেষ্মধরা (৪) মলধরা (৫), পিত্তধরা (৬), ও শুক্রধরা (৭) এই সপ্ত নামে প্রখ্যাত।

জলক্লিন্ন কর্দ্দমে যেমন মৃণাল উৎপন্ন হয়, হইয়া কর্দ্দমের উপরে ও মধ্যে প্রতানিত (লতাইয়া যাওয়াকে প্রতানিত বলে) হইতে থাকে, সেইরূপ প্রথমোক্ত মাংসধরা কলা হইতে শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও স্রোতোবহা নাড়ী উৎপন্ন হইয়া ইতস্ততঃ প্রতানিত হইতে থাকে। রক্তধরা কলায়, উৎপন্ন রক্ত অবস্থান করে ও উর্দ্ধাধঃ প্রেরিত হয়। ক্ষীরি-বৃক্ষ ছেদন করিলে যেমন ছিন্ন স্থান দিয়া ক্ষীর নির্গত হয়, সেইরূপ, মাংসস্থ রক্তধরা কলা ছিন্ন হইলেও ক্ষত স্থান দিয়া রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে। মেদোধরা কলায় মেদের উৎপত্তি ও স্থিতি, শ্লেষ্মধরা কলায় তৈলতুল্য পিচ্ছিল শ্লৈষ্মিক পদার্থ বিধৃত ও মলধরা কলায় মলবিভাগ ও মলবিধারণ হইয়া থাকে। পিত্তধরা কলা পক্কাশয়গত ভুক্তদ্রব্যের ও তৎপরিপাকপ্রভব রসের গ্রহণ ও ধারণ করে এবং শুক্রধরা কলা চরম ধাতু উৎপাদন ও বিধারণ করে। *

* মেদ, মজ্জা ও বসা এই তিনটিই তৈলবৎ পদার্থ। স্থূলাস্থিগত স্নেহের অর্থাৎ তৈলবৎ পদার্থের নাম মজ্জা; মাংসান্তর্গত তৈলবৎ পদার্থের নাম বসা, সূক্ষ্মাস্থিস্থিত ঈষৎ রক্তবর্ণ স্নেহ পদার্থের নাম মেদ।

দেহ বড় হইলে ভিন্ন ভিন্ন কলা ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পর্য্যবসিত হয়। মাংস, রক্ত, মেদ ও শুক্র; এই চারি প্রকার কলা দেহব্যাপক বলিলেও বলা যায়, কিন্তু অপর তিনটি সেরূপ নহে। শ্লেষ্মধরা

সকলেই জানেন যে, প্লীহা, যকৃৎ, ক্লোম ও ফুস্‌ফুস প্রভৃতি যন্ত্র থাকাতেই ভুক্তান্নের পরিপাক, তাহা হইতে রস রক্তাদির উৎপত্তি, এবং তাহার বিশেষ বিশেষ পরিণাম হইয়া থাকে। কিন্তু এ দেহ যখন জননী-জঠরে রচিত হইয়াছিল, তখন ইহার রস রক্ত মাংসাদি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হইয়াছিল। তখন উল্লিখিত যন্ত্র সকল ছিল না; সুতরাং সে সকলের সাহায্যে রসরক্তাদি জন্মিত না, অধিকন্তু তখন উল্লিখিত যন্ত্রগুলি মাতার আহারীয় রসের পরিণামজাত রসরক্তাদির দ্বারা গঠিত হইয়াছিল।

মাতার আহারীয় রসের পরিণামজাত বিশুদ্ধরক্তে পাক বিশেষের দ্বারা যকৃৎ ও প্লীহা যন্ত্র নির্ম্মিত হয় ও তাদৃশ রক্তের ফেন ভাগ ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্র উৎপাদন করে। রক্তের কিট্টে অর্থাৎ মলিনাংশে উণ্ডুক (মলাধার) নির্ম্মিত হয়। শোণিত ও শ্লেষ্মা এতদুভয়ের স্বচ্ছাংশ পিত্ততেজে পাকপ্রাপ্ত ও বায়ুর দ্বারা বিভক্ত হইয়া অন্ত্র, বস্তি ও গুদপ্রবেশ উৎপাদন

কলা দেহের যাবতীয় সন্ধি স্থানে, মলধরা এবং পিত্তধরা কোষ্ঠমধ্যে অবস্থিত। রথচক্রের ঘূর্ণন স্থান তৈলাক্ত থাকিলে যেমন চক্রগুলি উত্তমরূপে ঘুরে, তদ্রূপ, পিচ্ছিল শ্লেষ্মধরা কলা থাকাতেই দেহের সন্ধিস্থান গুলি সুখে পরিচালিত করা যায়। ভুক্ত দ্রব্য কোষ্ঠমধ্যে উপস্থিত হইলে তাহা পিত্তধরা কলার দ্বারা বিধৃত হয় এবং তত্রস্থ পিত্ত তেজ বা পাচক-রস তাহা (ভুক্ত দ্রব্য) জীর্ণ করে। ঘৃত যেমন সমুদায় দুগ্ধ-ব্যাপক, ইক্ষুরস যেমন সমস্ত ইক্ষুব্যাপক, শুক্রধরা কলা তদ্রূপ সর্ব্বদেহ-ব্যাপক। সর্ব্বদেহব্যাপক হইলেও তাহার নির্দ্দিষ্ট একটি আধার স্থান আছে। সে স্থানটী দ্ব্যঙ্গুল পরিমিত ও বস্তিকোটরের দক্ষিণে ও নিম্নে অবস্থিত। স্ত্রীসংযোগকালে প্রসন্নচিত্ত পুরুষের কৃৎস্ন-দেহ-ব্যাপক শুক্রধাতু সেই দ্ব্যঙ্গুল পরিমিত স্থানে আসিয়া সংহত হয়, হইয়া মূত্রপথ দ্বারা নির্গত হয়। পুরুষের শুক্র-স্রাবের দ্বার মূত্রপ্রণালী কিন্তু স্ত্রীদিগের রজোনির্গমনের দ্বার স্বতন্ত্র। পুরুষের দেহ নবদ্বার বিশিষ্ট, পরন্তু স্ত্রীদেহ দ্বাদশ-দ্বারবিশিষ্ট।

করে। উদর প্রদেশে যখন শ্লেষ্মার, রক্তের ও মাংসের পাক আরম্ভ হইয়াছিল, তখন তন্নিতয় হইতে সুবর্ণসার সদৃশ তদীয় অংশ বিশেষ উত্থিত হইয়া তদ্দ্বারা জিহ্বার গঠন সমাপ্ত করিয়াছিল। তাপসংযুক্ত বায়ুর প্রচলনে স্রোতঃস্থান (মূত্রপ্রণালী প্রভৃতি) জন্মিয়াছিল এবং তাদৃশ বায়ুই মাংসমধ্যে প্রবেশ করিয়া পেশী সকল উৎপাদন করিয়াছিল। মেদের স্নেহভাগ পাকপ্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা স্নায়ুর সৃষ্টি করিয়াছিল। এক উপাদানে জন্ম হইলেও পাক ও কার্য্য অনুসারে শিরা ও স্নায়ু প্রভিন্ন। শিরার পাক মৃদু, স্নায়ুর পাক খর। রক্ত ও মেদ, এতদুভয়ের প্রসন্নাংসে বুক্ক। মাংস কফ, রক্ত মেদ, এই চতুষ্টয়ের প্রসন্নাংশ একত্রিত হইয়া বৃষণ। রক্ত ও কফের প্রসন্নাংশে হৃদয়, হৃদয়ের নিম্নে বামভাগে প্লীহা ও ফুস্‌ফুস্, দক্ষিণভাগে যকৃৎ ও ক্লোম অবস্থিত আছে। হৃদয়ের গঠন পুণ্ডরীকতুল্য। তন্মধ্যে অঙ্গুলিপ্রমাণ ফাঁক। এই ফাঁক হৃদয়াকাশ নামে প্রখ্যাত। ইহাই ঋষিদিগের মতে চেতনাস্থান অর্থাৎ জীবের বাসস্থান। "জাগ্রতস্তদ্বিকসতি স্বপতশ্চ নিমীলতি।" হৃদয়পুণ্ডরীক যত ক্ষণ বিকসিত থাকে তত ক্ষণ জাগ্রৎ, নিমীলিত হইলে নিদ্রা।*

গর্ভাশয়প্রবিষ্ট এক বিন্দু রেতঃ এবংপ্রকারে প্রবৃদ্ধ ও হস্তাদিমান্ এক অপূর্ব্ব দেহী হইয়া পড়ে। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া দিন দিন বাড়ীতে থাকে।

---

* প্রত্যেক ইন্দ্রিয়স্থান হইতে জ্ঞানবাহিনী শিরা উৎপন্ন হইয়া মনঃস্থানে গিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়স্থানে ক্রিয়া উপস্থিত হইবামাত্র তাহা সেই সকল শিরার দ্বারা মনের নিকট অর্পিত হয় তাহাকেই আমরা জ্ঞান হওয়া বলি। জ্ঞানবহা শিরা শ্লেষ্মার দ্বারা রুদ্ধ হইলে নিদ্রা উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে তাদৃশী নিদ্রা শ্রান্তির ফল ও স্বাভাবিক বলিয়া অভিহিত আছে। কেহ কেহ বলেন, মন মেধ্যানাড়ীসংযুক্ত, অন্যে বলেন, পুরীতৎ নাড়ী প্রবিষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়বিশ্রামাত্মাত্মিকা নিদ্রা আবিষ্ট হইয়া থাকে। মেধ্যা ও পুরীতৎ এই দুই নাড়ী নিস্তক।

কালে তাহা প্রকাণ্ড শূর-বীরও হয়, আবার অল্পকাল পরেই জীর্ণ শীর্ণ হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়।

"এতস্মাং কিমিবেন্দ্রজালমপরং যদ্‌গর্ভবাসস্থিতম্,
রেতশ্চেততি হস্তমস্তকপদং প্রোদ্ভূতনানাঙ্কুরম্।
পর্য্যায়েণ শিশুত্বযৌবনজরারোগৈরনেকৈর্বৃতম,
পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথা গচ্ছত্যথাগচ্ছতি।"

শারীর-সংখ্যা।

দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, ত্বক্, কলা, ধাতু, মল, দোষ, যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্, উণ্ডুক, হৃদয়, আশয়, অন্ত্র, বুক, স্রোত, কণ্ডরা, জাল, কূর্চ্চ, রজ্জু সেবনী, সংঘাত, সীমন্ত, অস্থি, সন্ধি, স্নায়ু, পেশী, মর্ম্ম, শিরা ও ধমনী প্রভৃতি।

অঙ্গ—২ হস্ত, ২ পদ, ১ মধ্য (ধড়), ১ মস্তক। এই ছয়টী অঙ্গ ও এতৎসংশ্লিষ্ট অবয়বগুলি প্রত্যঙ্গ। যথা, হস্ত-সংশ্লিষ্ট অঙ্গুলি। অঙ্গুলি-গুলি প্রত্যঙ্গ মধ্যে গণনীয়।

ধাতু—রস, রক্ত, মাংস মেদ, মজ্জা, শুক্র। এই ছয় প্রকার আগমাপায়ী পদার্থ ধাতু সংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট। *

* লিখিত আছে, ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে গিয়া পিত্ততেজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। সেই পিত্ততেজ জঠরাগ্নি ও পাচকাগ্নি নামে বিখ্যাত। ভুক্তদ্রব্য জঠ-রাগ্নি ও জাঠর বায়ু কর্তৃক মথিত হইয়া যে বিকারভাব বা জীর্ণভাব ধারণ করে, বৈদ্যক শাস্ত্রে তাহা পরিপাক অভিধায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিপাক প্রভব ভুক্ত সার রস শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ পিচ্ছিল ও তরল। এই রস যকৃৎযন্ত্রে গিয়া রঞ্জকাগ্নির দ্বারা লোহিত বর্ণ হয়। ভুক্তসার রস, রসের সার রক্ত। ঘর্ম্মাদি তাহার মল। রক্ত স্বস্থানস্থ তাপ দ্বারা পাক প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সারাংশে মাংস উৎপাদন করে, সে জন্য রক্তের সার মাংস। মাংসও আবার স্বকোষস্থ উষ্মায় পাক প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় সার দ্বারা মজ্জা উৎপাদন করে। মজ্জাও স্বকোষস্থ তাপে পাক প্রাপ্ত

মল—ভুক্তদ্রব্যের কিট্ট অর্থাৎ অসার ভাগ। বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি মল নামে বিখ্যাত। দোষ—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। এই ত্রিবিধ পদার্থ দোষ নামে পরিচিত।

যকৃৎ—যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, উণ্ডুক ও হৃদয়ের বৃত্তান্ত বলা হইয়াছে।

আশয়—আশ্রয় স্থান আশয় নামে খ্যাত। ইহা ৭ প্রকার। বাতাশয় পিত্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়. রক্তাশয়. আমাশয়, পক্বাশয়, ও মূত্রাশয়। অষ্টম—স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়।

অন্ত্র—পুরুষের অন্ত্র (নাড়ীবিশেষ, আঁত) সার্দ্ধত্রিব্যাম এবং স্ত্রীলোকের অন্ত্র ত্রিব্যাম। প্রসারিত দুই বাহু, বক্ষ সহ মাপিলে যে পরিমাণ পাওয়া যায়, তাহা চলিত ভাষায় 'বেঁও,' সংস্কৃত ভাষায় 'ব্যাম' নামে প্রসিদ্ধ।

বুক্ক—বৃক্ক বা বুক, অগ্রমাংস নামে খ্যাত।.

স্রোত—নির্গম পথের নাম স্রোত; ইহা নালী ও প্রণালী উভয় নামে প্রখ্যাত। নালী ৯ প্রকার। কর্ণ ২, নেত্র ২, বদন ১, নাসা ২, মলদ্বার ১, লিঙ্গ বা মূত্রনালী ১, স্ত্রীলোকের স্তনে ২ ও অধোদেশে ১, অর্থাৎ স্তন্যবহা প্রণালী ২, রজোবহা প্রণালী ১।

কণ্ডরা - ইহা সংখ্যায় ১৬ ও হস্ত পদ গ্রীবা ও পৃষ্ঠস্থানবর্ত্তী।

জাল—মাংসজাল, শিরাজাল, স্নায়ুজাল ও অস্থিজাল। জালসকল মণিবন্ধে ও গুল্‌ফে আশ্লিষ্ট ও বাঁধাবাঁধি আছে।

কূর্চ্চ—দুই হস্তে ২, দুই পদে ২, গ্রীবায় ১, লিঙ্গপ্রদেশে অর্থাৎ মেঢ়ে ১।

হইয়া স্বকীয় সারে শুক্র জন্মায়। সেজন্য মজ্জার সারাংশ শুক্র। ইহা চরম ধাতু। এ বিষয়ে বৈদ্যক বলেন, আহার-রসের শুক্র পরিণাম হইতে অন্ততঃ দিন লাগে। বেদবাদীরা বলেন, সপ্তাহ লাগে। ১২ অঞ্জলি রক্তে অর্দ্ধাঞ্জলি মাত্র শুক্র জন্মিতে পারে।

রজ্জু—যদ্দ্বারা দেহের বৃহৎ মাংস সকল আবদ্ধ আছে তাহা রজ্জু। চারিটী রজ্জু প্রধান। তদ্ভিন্ন বাহ্যে ২৬; অভ্যন্তরে ২। অথবা যদ্দ্বারা পৃষ্ঠবংশ ও পেশী বাঁধা আছে তাহাই দেহের রজ্জু।

সেবনী—অপভাষা শেলাই। ইহা সংখ্যায় ৭। মস্তকে ৫, জিহ্বায় ১ ও শেফে ১।

সংঘাত—টিপির মত স্থান সংঘাত। যথা—অস্থিসংঘাত, তাহার সংখ্যা ১৪। সে সকল গুল্ফ জানু, বংক্ষণ, সকৃথি, বাহু, শির ও ত্রিকপ্রদেশে অবস্থিত।

সীমন্ত - ইহা অস্থিসংঘাতের সহিত সমান। অস্থিসংঘাত ও সীমন্ত একত্র অবস্থিত আছে।

অস্থি—অস্থি কি তাহা সকলেই জানেন। বেদবাদীদিগের মতে অস্থির সংখ্যা ৩৬০। পরন্তু শল্যশাস্ত্রমতে ৩০০। বেদবাদীরা দন্ত ও নখকে অস্থি মধ্যে গণনা করেন। শল্যশাস্ত্র বলেন, দন্ত ও নখ অস্থি নহে। কোন কোন অস্থি প্রথমে পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন হয়, পরন্তু দেহের বৃদ্ধি সহকারে তাহা আবার যুড়িয়া এক হয়। শল্যশাস্ত্র তাহা এক বলিয়া গণ্য করেন। সেই কারণে প্রথমোক্ত মতে অস্থি-সংখ্যা ৩৬০ ও শেষোক্ত মতে ৩০০।

স্থালাস্থি ৩২, ইহা দন্তমূলে অবস্থিত—দন্তাধার অস্থি।

দন্ত ৩২,

নখ ৩২,

শলাকাস্থি ২০, ইহা হস্ত, পদ, অঙ্গুলিমূল, এই সকল স্থানে অবস্থিত শলাকার ন্যায় লম্বা বলিয়া নাম শলাকাস্থি।

অঙ্গুল্যস্থি ৬০ প্রত্যেক অঙ্গুলিতে ৩ খানি হিসাবে ৬০ খানি।

পার্ষ্ণি ২, পায়ের পিছু দিক্ পার্ষ্ণি। দুই পায়ে ২।

গুল্ফাস্থি ৪, পায়ের গোড় গুল্ফ। দুই গুল্ফে ৪।

অরত্নিকাস্থি	৪,	হাতের কণুই থেকে কব্জী পর্য্যন্ত অরত্নি। অরত্নিকাস্থি দুই হস্তে ৪ খানি।
জঙ্ঘাস্থি	৪	হাটু থেকে পায়ের গাইট পর্য্যন্ত জঙ্ঘা। জঙ্ঘাস্থি দুই পায়ে ৪।
জানুপ্রদেশে	২,	উরু ও জঙ্ঘার সংযোগ স্থান জানু। দুই জানুতে ২।
গলপ্রদেশে	২,	
উরু-ফলক	২,	ইহা উরুস্থলের ফলকাকার অস্থি। ২ উরুতে ২
অংসাস্থি	২,	বাহুমূলের উর্দ্ধভাগ (কাঁধ) অংস নামে প্রসিদ্ধ। দুই অংসে ২।
অক্ষাস্থি	২,	ইহা শঙ্খাস্থির নীচে অবস্থিত।
তালুকাস্থি	২,	
শ্রোণিফলক	২,	শ্রোণি=নিতম্ব। দুই খানি চ্যাপ্টা অস্থিতে নিতম্ব নিৰ্ম্মিত।
ভগাস্থি	১,	ইহাকে ত্রিকাস্থিও বলে।
পৃষ্ঠবংশাস্থি	৩৫,	ধড়ের পশ্চাদ্ভাগ পৃষ্ঠ। অর্থাৎ পিঠের দাঁড়া।
গ্রীবায়	১৫,	ইহার উপরে মাথাটী বসান আছে।
জত্রুদেশে	২,	বক্ষঃ ও অংশ দুএর সংযোগস্থান জত্রু।
চিবুকাস্থি	১,	ভাষা কথায় এই স্থানটীকে দাড়ি বলে।
হন্মূলে	২,	হন্মূল অর্থাৎ হনুমূল বা চিবুকমূল।
ললাটাস্থি	২,	
অক্ষিকোষ	২,	ইহাকে অক্ষিকোটরও বলে।
গণ্ডাস্থি	২,	কপোল ও চক্ষুর মধ্যভাগ গণ্ড।
ঘনাস্থি	২,	নাসিকার অস্থির নাম ঘনাস্থি।
পার্শ্বকাস্থি	২,	কক্ষের অধোভাগ পাঁজরার অস্থি।
স্থালকাস্থি ও	১,	পার্শ্বকাস্থির আধারাস্থি সকল স্থালকাকার বলিয়া স্থালকাস্থি।

অর্ব্বুদাস্থি	৭২,	নানাস্থানীয় ও বক্রানুবক্র প্রভৃতি নানা আকারের অস্থি। এ সকল অস্থি সূক্ষ্ম উপাস্থি মধ্যে গণ্য।
শঙ্খাস্থি	২,	ইহা ভ্রূ ও কর্ণের মধ্যবর্ত্তী।
কপালাস্থি	৪,	ইহা মস্তকের অস্থি।
বক্ষস্থলে	১৭,	

বৈদ্যক মতে অস্থি সকল পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত।—কপালাস্থি (১) রুচকাস্থি (২), তরুণাস্থি (৩), বলয়াস্থি (৪) ও নলকাস্থি (৫)। জানু, নিতম্ব, আস্ত, গণ্ড, তালু, শঙ্খ ও মস্তকাস্থি সকল কপালশ্রেণীর অস্থি। দন্তাধার অস্থি রুচকশ্রেণী মধ্যে গণনীয়। নাসা, কর্ণ ও অক্ষিকোষের অস্থি তরুণশ্রেণীর অস্থি। হস্ত, পদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষাস্থির কিয়দংশ বলয় এবং অবশিষ্ট নলক। কোন্ স্থানের অস্থি কি আকারের তাহা নাম দ্বারা অনুভূত হইতে পারে।

বৈদ্যকে উক্ত হইয়াছে, দন্তাধার অস্থির নাম রুচক; কিন্তু বৈদিক মতে তাহা স্থালক। বৈদ্যক মতে যাহা শঙ্খাস্থি, তাহার কতকগুলি ফলকাস্থি। "শলাকাস্থি" ও "অরত্নিকাস্থি" এই দুই নাম কোন কোন বৈদ্যকে একেবারেই নাই।

উল্লিখিত ৩৬০ খানি অস্থির দ্বারা মানবদেহ রচিত হইয়াছে। অস্থিপঞ্জরের চারিদিক্ মাংসলিপ্ত ও শিরাদির দ্বারা আবদ্ধ। এই দেহ মাংস-শিরাদি শূন্য হইলে কঙ্কাল ও পঞ্জর আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

ছোট বড় নানা আকারের ৩৬০ খানি অস্থি নানা স্থানে নানাভাবে সংযুক্ত হইয়া এই সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত দেহ বিরচিত হইয়াছে; পরন্তু যে যে স্থানে অস্থিতে অস্থিতে সংযোগ অর্থাৎ যোড় আছে সে সকল স্থান অস্থিসন্ধি নামের নামী। সকল স্থানের অস্থিসন্ধি সমান আকারের নহে, ভিন্ন ভিন্ন আকারের। অস্থিসন্ধি প্রথমতঃ দ্বিবিধ। সচল ও অচল। পুনশ্চ তাহা নববিধ। যথা,—কোর (১); উদূখল

(২); সামুদ্গ (৩); প্রতর (৪); তুন্ন বা সূন্ন (৫); সেবনী (৬); বায়সতুণ্ড বা কাকতুণ্ড (৭); মণ্ডল (৮); এবং শঙ্খাবর্ত্ত (শঙ্খ—শাঁক) (৯)। কোন্ স্থানের অস্থিসন্ধি কিরূপ গঠনের তাহা "নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ" প্রদত্ত নাম দ্বারাই প্রায় বুঝা যায়। অস্থিসন্ধি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের হাওয়াতে মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন দেহচেষ্টা নির্ব্বাহ করিতে পারে। পরন্তু ষষ্ট্যধিক ত্রিশত (৩৬০) অস্থিনির্ম্মিত মানবদেহে ২১০ দুই শত দশটী যোড় আছে। কোথায় কত ও কিরূপ ভাবের যোড়, তাহা বর্ণনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, অস্থিসন্ধির সংখ্যা ২১০, কিন্তু স্নায়ু ও শিরাদির সন্ধি অসংখ্য। স্নায়ুর সংখ্যা ৯০০ নয় শত; পরন্তু তাহা চারি প্রকারের। প্রতানবতী স্নায়ু (১); বৃত্তা স্নায়ু (২); পৃথুস্নায়ু (৩); সুষির স্নায়ু (৪)। শরীরের কোন্ স্থানে কিরূপ আকারের স্নায়ু আছে তাহা বলিতে গেলে পুস্তক বাড়িয়া যায়; কাযেই তাহা ত্যাগ করা গেল।

পেশীর সংখ্যা ৫০০, স্ত্রীলোকের ৫২০।

মর্ম্ম।—মর্ম্ম চারি প্রকার এবং তাহার সংখ্যা ১০৭। মাংসমর্ম্ম (১), শিরামর্ম্ম (২), স্নায়ুমর্ম্ম (৩) ও অস্থিমর্ম্ম (৪)।

শিরা।—শিরার সংখ্যা এত যে তাহা নির্ণয় হইবার নহে। "দ্রুমপত্রসেবনীনামিব।" বৃক্ষের পাতার বুনান যেরূপ, মানব দেহে শিরাজাল সেইরূপ। বৃক্ষের পাতা পচিয়া তাহার অসার ভাগ নির্গলিত হইয়া গেলে দেখিতে যেরূপ হয়, এই মানব দেহ মাংসনির্গলিত হইলেও সেইরূপ দেখাইতে পারে। অসংখ্য শিরার মধ্যে প্রধান শিরা ৭০০।

উদ্যানে যেমন জলপ্রণালী থাকে, জলসেচকেরা কোন এক মূল স্থানে জল দেয়, আর সেই জল প্রণালীর দ্বারা উদ্যানের সমস্ত ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয়, মানব দেহের শিরা তাহারই অনুরূপকার্য্যকারী।* শিরা সকল

* উদর কন্দরে যে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকে রস রক্ত উৎপন্ন হয় তাহা এই

সোজা চলিয়া যায় নাই, বৃক্ষপত্রের বুনানের ন্যায় প্রতানীভূত অর্থাৎ উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্, সকল দিকেই চলিয়া গিয়াছে। প্রধান ৭০০ শিরা নাভিকন্দ হইতে অধঃ উর্দ্ধ ও তির্য্যক্‌ভাবে প্রতানিত হইয়া সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়াছে। শিরার বিষয় বিস্তার করিয়া বলিতে হইলে একটী স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া উঠে, সেজন্য এই স্থানেই বিরত হওয়া গেল।

ধমনী।- ধমনী ও শিরা এই দু-য়ের যে প্রভেদ আছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে! বেদবাদীরা বলেন, শিরা ও ধমনী একই পদার্থ, কেবল নাম মাত্রে বিভিন্ন। বৈদ্যক বলেন, ধমনী পৃথক্ পদার্থ। ধমনীর সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি। ধমনীও শিরার ন্যায় নাভিকন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল পদার্থ মৃতদেহ শোধন দ্বারা অর্থাৎ শবচ্ছেদ প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। শবচ্ছেদ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত ও স্থুল পদ্ধতি এইরূপ—

"অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ব্যতিক্রম বা হানি হয় নাই, বিষের দ্বারা মরণ হয় নাই, দীর্ঘ্যকালব্যাপী রোগে মরে নাই, বয়ঃক্রম শতবর্ষ হয় নাই, অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধ নহে,—এরূপ একটী মৃতদেহ আহরণ করিবে। উদর হইতে অন্ত্র ও পুরীষ বাহির করিবে। পরে সমুদায় শবশরীর "মুঞ্জ" নামক তৃণ, "কুশ" 'শণ-বল্কল" দ্বারা জড়িত করিবে। স্রোত না থাকে এরূপ স্থিরজল নদীতে ফেলিয়া রাখিবে। এই কার্য্য গোপনভাবে করিতে হইবে। ৭ দিন অতীত না হয়, এরূপ সময়ের মধ্যে দেখিবে, শব সম্যক্ কুথিত হইয়াছে কি না। অর্থাৎ পচিয়াছে কি না। পচিয়াছে দেখিলে তাহা উঠাইয়া উশীর তৃণের অথবা কাঁচা বাঁশের ছালের কুচী (ব্রস)

শিরা দ্বারাই সমস্ত শরীরে পরিচালিত হইয়া শরীর রক্ষা করে। এই বৈদ্যকোক্ত বাক্যে জানা গেল যে, পূর্ব্বে এ দেশে রক্তসঞ্চালন তথ্যও (রক্তের চলাচল) পরিজ্ঞাত ছিল।

প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা অল্পে অল্পে কুথিত শবশরীর ঘর্ষণ করিবে ও গুরু-শাস্ত্রোপদিষ্ট নিয়মে অল্পে অল্পে দেখিতে থাকিবে। বৎস সুশ্রুত! এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে, যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সমস্তই প্রত্যক্ষ গোচরে আসিবে। সমস্তই দেখিতে পাইবে, কেবল আত্মা দেখিতে পাইবে না। সূক্ষ্মতম আত্মা চক্ষুর গোচর নহেন এবং তৎকালে তিনি তদ্দেহে থাকেন না। "ন শক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুং দেহে সূক্ষ্মতমোবিভুঃ।"

শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও পেশী প্রভৃতির সূক্ষ্ম প্রসূক্ষ্ম শাখা অসংখ্য ও সে সকল পদার্থও চর্ম্মচক্ষুর অগোচর। শারীর পদার্থের বিভাগ অসংখ্য ও নিতান্ত দুর্বিজ্ঞেয়। শাস্ত্রে অবধারিত আছে, শরীরে উনত্রিশ লক্ষ নব শত ষট্পঞ্চাশৎ শ্মশ্রু ও কেশ তিন লক্ষ বিদ্যমান আছে।

শরীরে রস রক্তাদি কি পরিমাণে থাকে তাহাও নির্ণীত আছে। ভুক্তদ্রব্যের পরিণামে সমুৎপন্ন রসের ভাগ ৯ অঞ্জলি; পার্থিব পরমাণুর সংশ্লেষ বশতঃ জলীয় ভাগ ১০ অঞ্জলি, পুরীষ ৭ অঞ্জলি, রক্ত ৮ অঞ্জলি, শ্লেষ্মা ৬ অঞ্জলি পিত্ত ৫ অঞ্জলি মূত্র ৪ অঞ্জলি; বসা ৩ অঞ্জলি; মেদ ২ অঞ্জলি, মজ্জা ১ অঞ্জলি, মস্তক-ঘৃত বা মস্তিষ্ক অর্দ্ধাঞ্জলি এবং রেতঃ অর্দ্ধাঞ্জলি। সমধাতু দেহীর দেহে ঐ সকল পদার্থ প্রায় উক্ত পরিমাণে

* শব স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, এই ব্যবস্থা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, আদিম কালে শবচ্ছেদ বিদ্যা জ্ঞাত ছিল না। যাহাদের মনে এরূপ জ্ঞান আবদ্ধ আছে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি ভ্রান্ত। প্রদর্শিত অস্থি, তৎসংখ্যা, তত্তাবয়বের আকার প্রকার, শরীরস্থ শিরা, স্নায়ু ও ধমনী প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থের যেরূপ অব্যভিচারী নির্ণয় দৃষ্ট হয়, তাহাতে পূর্ব্ব কালের বৈদ্যেরা শবচ্ছেদ করিতেন না বা জানিতেন না, এইরূপ মনে করা যায় না। অন্যূন ৪০০ বৎসরের বৃদ্ধ সুশ্রুত মুনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, বৈদ্য শবচ্ছেদ করিয়া শারীর পদার্থ প্রত্যক্ষ করিবেন, অনন্তর তাহাতে নৈপুণ্যলাভ করিয়া চিকিৎসা-প্রবৃত্ত হইবেন।

ও বিষম-ধাতু দেহীর দেহে ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। অঞ্জলি শব্দের অর্থ এস্থলে অর্দ্ধ সের।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, সাঙ্খ্যশাস্ত্র বলিতে গিয়া শারীর শাস্ত্র বলিলে কেন? উত্তর এই যে—

"ইত্যেতদস্থিরং বর্ম্ম যস্ত মোক্ষায় কৃত্যসৌ।"

এই শরীর কেবল বিষ্ঠা, মূত্র, রেতঃ, অস্থি, মাংস ও স্নায়ু প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত, নিতান্ত অশুচি, ক্ষণভঙ্গুর, এ রহস্য শুনিলে ও জ্ঞাত হইলে যদি ভাগ্যবশতঃ কাহারও বিবেক বৈরাগ্যাদি জন্মে তাহা হইলে সে কৃতার্থ হইবে।

"সর্ব্বাশুচিনিধানস্য কৃতকস্য বিনাশিনঃ।
শরীরকস্যাপি কৃতে মূঢ়াঃ পাপানি কুর্ব্বতে॥"

সর্ব্বপ্রকার অশৌচের আধার, কৃতঘ্ন, ক্ষণধ্বংসী ও কুৎসিত শরীরের উপর বৃথা আত্মাভিমান স্থাপন করিয়া মূঢ় জীব কি না পাপ করিতেছে! অতএব, 'শরীর কি' তাহা বুঝাইয়া দিলে জীব যদি ভাগ্য বশতঃ ইহার অসারতা বুঝিতে পারে তাহা হইলে সে ধন্য হইবে, দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইবে। এই অভিপ্রায়েই যোগশাস্ত্রে শরীরতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহা যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে অবশ্যই তাহা সাঙ্খ্যশাস্ত্রের অনুমোদিত।

ঈশ্বর।

সাঙ্খ্য দুই প্রকার। সেশ্বর ও নিরীশ্বর। এক্ষণে যাহা যোগশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা সেশ্বর এবং যাহা কপিলের ও কপিলের শিষ্য প্রশিষ্যের অভিহিত তাহা নিরীশ্বর। কপিল নিরীশ্বরবাদী বলিয়া বিখ্যাত সত্য; কিন্তু তিনি বাস্তবিক নিরীশ্বর ছিলেন কি না, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণ, এই সকল গ্রন্থে কপিলসম্বন্ধে যেরূপ ইতিহাস প্রকটিত আছে তাহা দেখিলে কপিল ঈশ্বরনাস্তিক

ছিলেন বলা দূরে থাকুক, তিনি সম্পূর্ণ আস্তিক, ঈশ্বরের প্রধান ভক্ত বা অবতার না বলিয়া থাকা যায় না। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ দেখিলে অনুভব হয়, তিনি এক জন ঈশ্বরনাস্তিকের অগ্রগণ্য। কপিলের গ্রন্থে যে যে স্থানে যে যে ভাবের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় কথা আছে তাহা একত্রিত করিয়া দেখাইতেছি।

প্রথমাধ্যায়ের ৯২ সূত্র "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" এই সূত্রটী প্রত্যক্ষলক্ষণের একটী আপত্তি নিরাসের জন্য উত্থাপিত। পূর্ব্ব সূত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবধারণের নিমিত্ত 'ইন্দ্রিয় ও বহির্বস্তু, দুয়ের সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ" এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অস্মদাদির ন্যায় ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নাই অথচ তিনি সর্ব্বদর্শী, সমুদায় বস্তু তদীয় প্রত্যক্ষে ভাসমান, সুতরাং কথিত প্রত্যক্ষ লক্ষণ ঈশ্বরীয় জ্ঞানে অব্যাপ্ত। কপিল বাদিগণের ঐ আপত্তির প্রত্যাপত্তি করণার্থ ৯২ সূত্রটী বলিয়াছেন। অভিসন্ধি এই যে, ঈশ্বর প্রমাণগম্য নহেন, সেজন্য তাহা লক্ষ্যবহির্ভূত। ঈশ্বর যখন প্রামাণিক পদার্থ নহেন তখন তাহার আবার বিচার কি? ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু আভাস দিয়াছেন যে, এ স্থলে ঈশ্বরাপলাপ করা কপিলের উদ্দেশ্য নহে; বাদীর মুখস্তম্ভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ঈশ্বর নাই বলার অভিপ্রায় থাকিলে 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" এরূপ না বলিয়া "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ বিস্পষ্ট উক্তি করিতেন। ভাষ্যকার যাহাই বলুন, আমরা বুঝি, "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" "ঈশ্বরাভাবাৎ" ফলকল্পে তুল্য। পরে আর তিন সূত্রটী আছে তাহা এই—

"মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ॥" ৯৩॥

"উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্।" ৯৪॥

"মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা॥" ৯৫॥

৯৩। কপিল ঈশ্বরাস্তিককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমার ঈশ্বর মুক্তস্বভাব? না বদ্ধস্বভাব? তিনি সংসারী না অসংসারী? মুক্ত-

স্বভাব বলিলেও অভিমতসিদ্ধি হইবে না, বদ্ধস্বভাব বলিলে ত হইবেই না।

৯৪। মুক্তস্বভাব বলিলে তাঁহাতে ইচ্ছা, যত্ন, প্রবৃত্তি ও অভিমানাদি নাই বলিতে হইবে। বলিলে তাঁহাতে কর্ত্তৃত্ব বা সৃষ্টিক্ষমতার অভাব প্রবর্ত্তিত হইবে। ঐ সকল আছে বলিলে তাঁহাকে অস্মদাদির ন্যায় বদ্ধ বলিতে হইবে এবং বদ্ধ বলিলে অস্মদাদির ন্যায় মুগ্ধতা হেতু তাঁহাকে সৃষ্টিকার্য্যে অক্ষম ও অসর্ব্বজ্ঞ বলিতেও হইবে।

৯৫। তবে যে লোক ও শাস্ত্র ঈশ্বর ঈশ্বর করে? করে সত্য, পরন্তু সে ঈশ্বর অন্য কোন ঈশ্বর নহে, সে ঈশ্বর উপাসনাসিদ্ধ মুক্ত আত্মা। মুক্ত আত্মার প্রশংসার্থ ও তদ্বিষয়ে লোকের রুচি উৎপাদনার্থ শাস্ত্রের নানা স্থানে নানা কথা লিখিত আছে। সেরূপ ঈশ্বর প্রমাণে প্রমিত। সাঙ্খ্যকার বলেন, পুরাণোক্ত হরি হর ব্রহ্মা প্রভৃতি ঐ প্রকারের ঈশ্বর। ইহাদিগকে আমরা "জন্য ঈশ্বর" বলি। তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব জন্য অর্থাৎ উপাসনাপ্রভাবে উৎপন্ন। তদ্ভিন্ন অন্য কোন স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই। স্বতন্ত্র ঈশ্বর থাকা প্রমাণসিদ্ধ নহে।

নিত্য ঈশ্বর নাই কিন্তু জন্য ঈশ্বর আছেন, ইহাই যে কালের অভিমত সে বিষয়ে সংশয় নাই। তৃতীয়াধ্যায়ে একটী সূত্র আছে, তাহাতে ঠিক ঐরূপ মত প্রকাশ পাওয়া যায়। "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।" (৩,৫৭) এরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ জন্য ঈশ্বর সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধ।

পঞ্চমাধ্যায়ে অপর কতিপয় সূত্র আছে সে গুলিও নিত্য ঈশ্বরের নিষেধক। যথা—

"নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ।" (২)
"স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ।" (৩)
"লৌকিকেশ্বরবদিতরথা।" (৪)
"পারিভাষিকো বা।" (৫)

"ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ।" (৬)

"তদ্‌যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ।" (৭)

"প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ।" (৮)

"নিমিত্তমাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্।" (৯)

"প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।" (১০)

"সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্।" (১১)

"শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য।" (১২)

এই পুস্তকের শেষভাগে সমুদায় কপিল সূত্র অনুবাদ সহ সন্নিবেশ করা হইয়াছে। তাহাতে এই সকল সূত্রের অর্থ পাইবেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে কপিল ঐ পর্য্যন্তই বলিয়াছেন, অধিক বলেন নাই। ঐ সকল সূত্র দেখিয়া যিনি যেরূপ ভাবেন, ভাবুন, কিন্তু আমরা ভাবি, তিনি যখন বার বার "প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ" বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার অন্তরে ঈশ্বরভাব ছিল না। কিন্তু সাঙ্খ্যসপ্ততির ভাষ্য-লেখক গৌড়পাদ ভাষ্যশেষে ঈশ্বরবিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে সাংখ্যের ঈশ্বরনাস্তিকখ্যাতি তিরোহিত হইতে পারে।

পতঞ্জলি প্রভৃতি সেশ্বর সাঙ্খ্য ঈশ্বরের সদ্ভাবপক্ষে কোন প্রকার আশঙ্কা করেন নাই এবং সদ্ভাবসমর্থনার্থ তর্কপ্রণালীও অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার অস্তিত্ব যেন স্বতঃসিদ্ধ, তিনি যেন সকলকার জ্ঞানে নিশ্চিত ও বিরাজিত আছেন, পরন্তু জীবেরা যেন তাঁহার স্বরূপ জানিয়াও জানে না, অথচ তাহা তাহাদের জানা আবশ্যক। মাত্র এই টুকু বুঝাইবার নিমিত্ত পতঞ্জলি একটি সূত্রে ঈশ্বরলক্ষণ বলিয়াছেন। সূত্রটী এই—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" সূত্রের অর্থ এই যে, ক্লেশ, কর্ম্ম, জাতি ও আয়ুর্ভোগ প্রভৃতি জীবধর্ম্ম যাহাতে নাই, ঐ সকল যাহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না, মানবাত্মার

নেতা সেই অমানবাত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা নামক পুরুষ ঈশ্বরপদের অভি-ধেয়। যে সকল দোষ মানবাত্মায় আছে সে সকল যদি বর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে সেই মানবাত্মা ঈশ্বরাত্মা বুঝিবার দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারে।

যুক্তি ও তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত করা স্বল্পায়াস সাধ্য নহে, স্বল্পকথার কার্য্যও নহে। নাস্তিক দমনের সময় কুমারিল ভট্ট, উদয়ন আচার্য্য ও শঙ্কর স্বামী যে সকল তর্ক উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, সে সকল তর্ক এখনও অনেক নাস্তিক দমন করিতে পারে। কিন্তু এরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সে সকল সমাবিষ্ট করা অসম্ভব।

সাংখ্যের মুক্তি।

মুক্তি সম্বন্ধে সাংখ্যের অভিপ্রায় এই যে, আত্মাতে যে সুখদুঃখমোহাদি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহা তিরোহিত হইলেই আত্মার মুক্তি হয়। মহর্ষি কপিল গ্রন্থশেষে সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা— "তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ।" যে কোন প্রকারেই হউক, প্রাকৃতিক সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরম পুরুষার্থ। ফল কথা এই যে, জড় সম্বন্ধ রহিত অর্থাৎ কেবল হওয়াই সাংখ্যমতের মুক্তি।

মুক্তি হইলে আত্মা কিরূপ অবস্থায় থাকে তাহা বর্ণনাতীত। বদ্ধ অবস্থায় জীব তাহা বুঝিতে পারে না। ইহলোকে তাহার কোন সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত নাই। একটী দৃষ্টান্ত আছে, তদ্দ্বারা মুক্ত অবস্থাটী সামান্যাকারে অনুভবগম্য করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তটী সুষুপ্তি অর্থাৎ নিঃস্বপ্ন নিদ্রা। জীব যেমন সুষুপ্তিকালে প্রাকৃতিক সুখদুঃখে মুক্ত হয়, কেবলীভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি মুক্তিকালেও হয়। প্রভেদ এই যে, সুষুপ্তিকালে আত্মা তমসাচ্ছন্ন থাকেন, মুক্তি হইলে সে আবরণ থাকে না: সুষুপ্তির বিরাম আছে, ভঙ্গি আছে; মুক্তির বিরাম ও ভঙ্গি কিছুই নাই। সুষুপ্তির পর উত্থান হয়, উত্থান হইলে আবার সুখ দুঃখ জন্মে, পরন্তু মুক্তি হইলে

আর তাহা হয় না। অর্থাৎ সে পূর্ব্বাবস্থা আর আইসে না। মুক্তির সহিত সুষুপ্তির এই মাত্র প্রভেদ। এ প্রভেদ না থাকিলে সুষুপ্তি মুক্তির সম্যক্ দৃষ্টান্ত হইতে পারিত। কপিল স্বীয় গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা—"সুষুপ্তিসমাধ্যোর্ব্রহ্মরূপতা।" অর্থ এই যে, জীব সুষুপ্তিকালে ও সমাধিকালে ব্রহ্মরূপে অবস্থিত থাকে। সুতরাং বুঝা গেল, সুখ দুঃখবর্জ্জিত হওয়াই সাঙ্খ্যের মুক্তি। তাহা দেহ থাকিতে হয় না, দেহপাতের পর নিষ্পন্ন হয়। দেহ থাকা অবস্থায় বন্ধনের মূলোচ্ছেদ হয় বটে; পরন্তু তাহার আভাস বা সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে। সে সংস্কার দেহ পাতের পর বিলুপ্ত হইয়া যায়। অসঙ্গ চিৎস্বরূপ আত্মা তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন অর্থাৎ তখন আর তাঁহাতে কোনও প্রাকৃতিক ভাব প্রতিবিম্বিত হয় না। সেই কারণে সেই অবস্থা কৈবল অর্থাৎ একরূপ। একরূপ বলিয়া গুণাতীত। সর্ব্বদুঃখবিমোচনাত্মক কৈবল্য মোক্ষের পর্য্যায়ান্তর অর্থাৎ অন্য নাম। এই কৈবল্য বেদান্তের মুক্তি ও বুদ্ধের নির্ব্বাণ। অন্যান্য মতের মুক্তিও এইরূপ; পরন্তু বেদান্ত মতের মুক্তিতে কিছু আনন্দ সংযোগ থাকার উল্লেখ আছে। আত্মার স্বরূপ স্বভাবতঃই আনন্দঘন সুতরাং মুক্ত হইলে নির্ব্বিকার ও আনন্দঘন হন। সাঙ্খ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ মুক্তাত্মার সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন, তাহার সহিত বৈদান্তিক মতের মুক্তির প্রায় মিল আছে। তিনি বলিয়াছেন "তেন নিবৃত্তপ্রসবমর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্। প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বচ্ছঃ।" অর্থ এই যে, বিবেক-জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহার প্রভাবে প্রকৃতির প্রসব-শক্তি নিবৃত্তা হয় অর্থাৎ যে আত্মার প্রকৃতি দর্শন হয়, প্রকৃতি আর সে আত্মার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম-ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য জ্ঞানাজ্ঞান প্রসব করেন না। সুতরাং আত্মা তখন রজঃ কি তমঃ কি অন্য কোন গুণে কলুষিত হন না। কেবল বা একক হন। দর্শক পুরুষের ন্যায় উদাসীন থাকেন। অর্থাৎ এই মুক্ত আত্মা তখন বন্ধ্যা প্রকৃতিকে দেখিতে থাকেন, তাহাতে লিপ্ত হন না।

মানুষ ঐ ভাবের মুক্তি পাইতে পারে কি না, সে বিচার স্বতন্ত্র। ফল, সমস্ত আস্তিক ঋষি বলেন, পারে। পরন্তু তাহা সাধনসাধ্য। সমুদায় যোগী ঋষি ও দর্শনজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন, মনুষ্য সাধনবলে আপনাকে সুখদুঃখবৰ্জ্জিত করিতে পারে।

পদার্থসঙ্কলন।

প্রমাণকাণ্ডের প্রারম্ভাবধি এ যাবৎ সাংখ্যের অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও এমন সকল বিষয় বলিতে অবশিষ্ট আছে, যে সকল বিস্তৃতরূপে বর্ণন করাও আবশ্যক। অথচ তৎসমুদায় বিষয় বিস্তৃত বর্ণন করিতে গেলে পুস্তক বাড়িয়া যায়, আবার বৰ্জ্জিত করিয়া গেলে পাঠকবর্গের মনঃক্ষোভ বা অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। সেই কারণে সে গুলির একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা তালিকা মাত্র প্রদান করিয়া পুস্তক সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইলাম। যে তালিকা প্রদত্ত হইল, ভরসা করি, পাঠকবর্গ তদ্দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রের অবশিষ্টাংশের স্থূল স্থূল সিদ্ধান্ত হৃদ্গত করিতে পারিবেন।

১। ভৌতিক সৃষ্টি ও সৃষ্ট শরীর। সৃষ্টি দুই প্রকার। প্রত্যয়-সৃষ্টি ও তান্মাত্রিক সৃষ্টি। প্রকৃতি হইতে অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি পর্য্যন্ত প্রত্যয়সৃষ্টি। তন্মাত্রা বা পরমাণু হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক দৃশ্য সৃষ্টির নাম তান্মাত্রিক সৃষ্টি। ইহাকে ভৌতিক সৃষ্টি বলে। এই ভৌতিক সৃষ্টিও অধিকাংশই শরীর অর্থাৎ আত্মার ভোগায়তন।

২। প্রধানকল্পে তিন শ্রেণীর শরীর আছে। দৈব, তৈর্য্যক্ ও মানুষ। এই তিনের অবান্তর প্রভেদ অসংখ্য।

৩। দৈব শরীর অর্থাৎ দেবতা-শ্রেণীর শরীর ৮ আট প্রকার।

ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, বারুণ, গন্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ। এই আট শ্রেণীর দেহ পরস্পর বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত ও বিভিন্নশক্তিসম্পন্ন। *

৪। তৈর্য্যক্ শরীর অর্থাৎ নারকী শরীর। ইহাও প্রধানরূপে পাঁচ প্রকার। পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর। চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে যাহারা হিংস্র তাহারা পশু, আর যাহারা অহিংস্র তাহারা মৃগ। বৃক্ষ লতা ও পর্ব্বতাদি স্থাবর শ্রেণীর অন্তর্গত এবং প্রকার স্থাবর ভিন্ন সমস্তই জঙ্গম বলিয়া গণ্য।

৫। মানুষ দেহ একই প্রকার। বাস্তব পক্ষে ইহাদের অবান্তর জাতি বা প্রভেদ নাই। *

* ব্রহ্মলোকস্থ জীবের শরীর ব্রাহ্ম, ইন্দ্রলোকস্থ ঐন্দ্র, ইত্যাদি। এতন্মতে রাক্ষস নামক প্রাণী স্বতন্ত্র; মনুষ্যজাতীয় নহে। মনুষ্য জাতির এক শাখা— যাহারা অসভ্য ও আমমাংসভক্ষক—তাহারা এক প্রকার রাক্ষস বটে; কিন্তু তাহারা জাতিরাক্ষস নহে। জাতিরাক্ষস স্বতন্ত্র। ইহারা মনুষ্য অপেক্ষা সমধিকশক্তিশালী ও প্রভাব সম্পন্ন। বোধ হয় এক্ষণে তাহাদের বংশ লুপ্ত হইয়াছে। যে সকল প্রাচীন জীববংশ একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, এই রাক্ষস নামক জাতি তাহার অন্যতম।

* এতদ্দারা দুইটী নূতন সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে। তাহার একটী এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি অবান্তর জাতি সকল প্রাকৃতিক জাতি নহে; প্রত্যুত কাল্পনিক জাতি। আদৌ এক জাতি ছিল, পশ্চাৎ কর্ম্মানুসারে সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দল হইয়াছে। প্রাকৃতিক জাতি হইলে তদ্বোধক কোন কোন প্রাকৃতিক চিহ্ন থাকিত। সাংখ্যদর্শনের টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ব্রাহ্মণত্বাদ্যবান্তরজাতিভেদাবিবক্ষয়া সংস্থানস্য চ চতুর্ষ্বপি জাতিষ্ববিশেষাৎ।" দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, রাক্ষস জাতি স্বতন্ত্র, মনুষ্যের শাখা নহে। বোধ হয়, সে জাতি লুপ্ত হইয়াছে, অথবা আমাদের অজ্ঞাত প্রদেশে আছে।

৬। শরীর অনুসারে উল্লিখিত প্রাণিবর্গের জ্ঞানের ও চৈতন্যের তারতম্য আছে। জীব সকল ইহলোকের জ্ঞান, কার্য্য ও উপাসনাদির অনুরূপ সংস্কারের বশীভূত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে গিয়া বার বার উৎপন্ন হয়। এক লোকের জীব অন্য লোকস্থ জীব অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে সমধিক উৎকর্ষাপকর্ষযুক্ত। যেমন মর্ত্ত্যলোকস্থ জীব অপেক্ষা ইন্দ্রলোকস্থ জীব অনেকাংশে উৎকৃষ্ট এবং তাঁহাদের নিকট ইহারা অত্যন্ত অপকৃষ্ট।

৭। মানব লোকের উর্দ্ধবর্ত্তী লোক সর্ব্বপ্রধান। ইন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোকে কি ব্রহ্মলোকে যে সকল জীবের জন্ম হয়, তাঁহাদের চৈতন্য এবং তাঁহাদের প্রভাব মর্ত্ত্য জীব অপেক্ষা যথেষ্ট উৎকর্ষ সম্পন্ন। পশু, মৃগ তির্য্যক্ ও স্থাবর জীব তমঃপ্রধান অর্থাৎ জড়ভাবাপন্ন। ইহাদের চৈতন্য স্ফূর্ত্তি নিতান্ত অল্প কোন কোন দেহে এত তমঃপ্রাবল্য আছে যে, তৎদেহের চৈতন্য আদৌ ব্যক্ত হইতে পায় না। এত অব্যক্ত যে, সে দেহে যেন চেতনা নাই বলিয়া অনুভূত হয়। বৃক্ষ ও পর্ব্বত প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। মানবদেহে রজস্তমঃসত্ত্ব সমবল। ধর্ম্মাধর্ম্ম, ক্ষমতা অক্ষমতা ও সুখ দুঃখ, সমস্তই আছে সত্য, পরন্তু দুঃখের ভাগ, অধর্ম্মের ভাগ ও অক্ষমতার ভাগ অধিক।

৮। মধ্যবর্ত্তী লোকে অর্থাৎ মানব লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল জীব ধর্ম্মতৎপর হয়, তাহারা ক্রমে উর্দ্ধতন লোকে যাইতে পারে। যাহারা অধর্ম্মের বশ হয় তাহারা ক্রমে অধোগামী হয় অর্থাৎ তির্য্যক্ অথবা স্থাবর শ্রেণীতে গিয়া জন্ম লাভ করে। ধর্ম্মাধর্ম্ম সমান থাকিলে পুনর্ব্বার মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। যাহাদের বিবেক জন্মে, তাহাদের লোকান্তর ভোগ করিতে হয় না। তাঁহাদের মোক্ষ নামক সদ্গতি হয়। আত্মতত্ত্ব যত কাল অজ্ঞাত থাকে, ততকাল চক্রবৎ পরিবর্ত্তন ও বন্ধন। স্বর্গলোকে গেলেও তাহা বন্ধন।

৯। যত দিন না বিবেক-জ্ঞান আবিভূর্ত হয়, তত দিন কর্ম্ম ও উপাসনাদি করা আবশ্যক। দীর্ঘকাল ক্রিয়ানিষ্ঠ অথবা ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া থাকিতে পারিলে এক সময়ে না এক সময়ে বিবেক জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা আছে।

১০। এই মতের উপাসক শ্রেণী এই—অব্যক্তচিন্তক (প্রকৃতি উপাসক), মহাভূতচিন্তক বা ভূতবশী (সূক্ষ্ম ভূত বা পরমাণু বিষয়ে সিদ্ধ), ইন্দ্রিয়চিন্তক (অর্থাৎ মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিষয়ে সিদ্ধ), বুদ্ধিচিন্তক (সমষ্টি বুদ্ধির বা হিরণ্যগর্ব্ভের উপাসক *) এবং দক্ষিণক (দক্ষিণাদান সাধ্য কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধ)। দক্ষিণক যোগীরা বলেন, বিবেক জ্ঞান উপার্জ্জনে অক্ষম হইলে উপাসনাতৎপর হইবে, তাহাতে দক্ষিণাযুক্ত যাগ, হোম, পূজা, জপ ও অন্যান্য কর্ম্মে রত থাকিবে।

১১। অধিক কাল যোগে মগ্ন থাকিলে ঐশ্বর্য্য † উপস্থিত হয়। ঐ ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া লোভ করিলে মুক্তির পথ অবরুদ্ধ হয়। ঐশ্বর্য্য লব্ধ-অবস্থায় সকল ইচ্ছাই সফল হয়;কিন্তু অনৈশ্বর্য্য অবস্থায় তাহা হয় না।

* সমষ্টি বুদ্ধি অর্থাৎ সকল প্রাণীর বুদ্ধি। সকল প্রাণীর সহিত সকল প্রাণীর বুদ্ধির যোগ আছে। এই বিষয়ে পুরাতন যোগীদিগের আংশিক সাদৃশ্য নব্য ভূতযোগীতে দেখা যায়।

† ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরভাব। অসাধারণ নিয়মন-শক্তি ও কর্তৃত্ব-শক্তি ঐশ্বর্য্য নামে খ্যাত। ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিতত্ত্বের সার। সে জন্য তাহা বুদ্ধিধর্ম্ম। বুদ্ধি ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য নানাবিধ। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, গরিমা, মহিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও যত্রকামাবসায়িত্ব। অণিমা—ইচ্ছামাত্রে পরমাণু তুল্য হইয়া প্রস্তরাদিমধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি। লঘিমা—ইচ্ছামাত্রে ভার-শূন্য হইয়া ঊর্দ্ধগমনের শক্তি। লঘিমাপ্রাপ্ত যোগী সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোকে গমন করিতে পারে। প্রাপ্তি—যদ্দ্বারা ইচ্ছামাত্রে দূরস্থ বস্তু পাওয়া যায়। প্রাপ্তি-সিদ্ধযোগী অঙ্গুলির দ্বারা চন্দ্র স্পর্শ করিতে সমর্থ। গরিমা—ইচ্ছামাত্রেই

১২। ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, শক্তি, অশক্তি, সন্তোষ, অসন্তোষ,—সমস্তই বুদ্ধির প্রভেদ। সমুদায়ে ৫০ পঞ্চাশৎ প্রকার বুদ্ধি প্রভেদ আছে। ৫০ প্রকার বুদ্ধিধর্ম্মের বিশেষ বিবরণও আছে। এমন কি, এক এক প্রকার বুদ্ধি প্রভেদের উপর মহর্ষি পঞ্চশিখাচার্য্যের এক একটি পৃথক্ গ্রন্থ ছিল।

১৩। যে অজ্ঞান বা অবিবেক জীবকে গ্রাস করিয়া আছে, তাহার স্বরূপ অনেক প্রকার; পরন্তু প্রধানরূপে ৬ প্রকার। তাহাদের নাম—অবিদ্যা, অস্মিতা, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, ও অন্ধতামিস্র। অবিদ্যা প্রভৃতির লক্ষণ কপিলসূত্রের অনুবাদে বলা হইয়াছে, দৃষ্ট করুন।

১৪। সন্তোষ ৯ নয় প্রকার। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক সন্তোষ ৪ ও বাহ্যসন্তোষ ৫। প্রকৃতি-সন্তোষ, উপাদান-সন্তোষ, কাল-সন্তোষ, ভাগ্য-সন্তোষ, এই চারি প্রকার সন্তোষ আধ্যাত্মিক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচ প্রকার বিষয়াভিমান জনিত সন্তোষ বাহ্যসন্তোষ নামে অভিহিত।

১৫। সন্তোষের বিপরীত অসন্তোষ। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার অসন্তোষ বৈরাগ্যের কারণ।

১৬। বৈরাগ্য পাঁচ প্রকার। পাঁচ প্রকার বৈরাগ্যের নাম ও লক্ষণ পশ্চাৎ বলা হইবে। অর্থাৎ কপিলসূত্রের অনুবাদে বলা হইবে।

১৭। সিদ্ধি আট প্রকার। তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী প্রধান

সুমেরুতুল্য ভারী হইবার সামর্থ্য। মহিমা—ইচ্ছামাত্রে মহান্ হওয়ার সামর্থ্য। প্রাকাম্য—ইচ্ছার উদ্রেক হইলে তাহার ব্যাঘাত না হওয়া। প্রাকাম্যসিদ্ধ পুরুষের ইচ্ছায় অলাবু জলমগ্ন ও প্রস্তর ভাসমান হয়। বশিত্ব—সমস্ত ভূত ও ভৌতিক বশীভূত রাখিবার শক্তি। ঈশিত্ব—ভূত ভৌতিক নিয়মনের সামর্থ্য। যত্রকামাবসায়িত্ব—বস্তু সকল ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তন করিবার সামর্থ্য।

সিদ্ধি ৩। অবশিষ্ট অপ্রধান সিদ্ধি ৫। পাতঞ্জলদর্শনের অনুবাদ পুস্তকে এগুলির বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

১৮। কপিল অষ্টাঙ্গ যোগ ও তাহাদের ফল অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন; সুতরাং সে সকল উত্তম রূপে বলিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে পাতঞ্জলদর্শন বলিতে হয়। পরন্তু তাহা এই একই গ্রন্থে আলোচনা করা সঙ্গত ও সম্ভবপর হয় না। সে হেতু পাতঞ্জল পুস্তক পৃথক্ অনুভাষিত ও প্রকাশিত করিয়াছি। কপিল কি কি পদার্থ বলিয়াছেন এবং সে সকল কি প্রণালী অবলম্বনে কথিত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য করাইবার নিমিত্ত ষড়ধ্যায়ী সাঙ্খ্যপ্রবচন সূত্রের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রতিসূত্রের নিম্নে প্রদান করিয়াছি—তাহাও পাঠ করুন। আর এবার নূতন সংস্করণে ছাত্রদিগের পাঠ্য উপযোগী করিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে বিজ্ঞান ভিক্ষু বিরচিত "প্রবচন ভাষ্য" সংযোজিত করা হইল।

সাংখ্য-দর্শনম্

[প্রবচনভাষ্যসহিতম্]

ভূমিকা

একোঽদ্বিতীয় ইতি বেদবচাংসি পুংসি
সর্ব্বাভিমান-বিনিবর্ত্তনতোঽস্য মুক্ত্যৈ।
বৈধর্ম্ম্যলক্ষণভিদা বিরহং বদন্তি
নাখণ্ডতাং খ ইব ধর্ম্মশতাবিরোধাৎ ॥

তস্য শ্রুতস্য মননার্থমথোপদেষ্টুং
সদ্‌যুক্তিজালমিহ সাংখ্যকৃদাবিরাসীৎ ॥

নারায়ণঃ কপিলমূর্ত্তিরশেষদুঃখ-
হানায় জীবনিবহস্য নমোঽস্তু তস্মৈ ॥

নানোপাধিষু যন্নানারূপং ভাত্যনলার্কবৎ।
তৎ সমং সর্ব্বভূতেষু চিৎ সামান্যমুপাস্মহে ॥

ঈশ্বরানীশ্বরত্বাদি চিদেকরসবস্তুনি।
বিমূঢ়া যত্র পশ্যন্তি তদস্মি পরমং মহঃ ॥

কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞান-সুধাকরম্।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ ॥

চিদচিদ্‌গ্রন্থিভেদেন মোচয়িষ্যে চিতোঽপি চ।
সাংখ্যভাষ্যমিষেণাস্মাৎ প্রীয়তাং মোক্ষদো হরিঃ ॥

তৎ ত্বমেব ত্বমেবৈতদেবং শ্রুতিশতোদিতম্।
সর্ব্বাত্মনামবৈধর্ম্ম্যং শাস্ত্রস্যাস্যৈব গোচরঃ ॥

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি-শ্রুতিষু পরমপুরুষার্থসাধনস্যাত্মসাক্ষাৎকারস্য হেতুতয়া শ্রবণাদিত্রয়ং বিহিতম্। তত্র শ্রবণাদ্যুপায়াকাঙ্ক্ষায়াং স্মর্য্যতে—"শ্রোতব্যঃ শ্রুতি-বাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন-হেতবঃ।" ইতি। ধ্যেয়ো যোগশাস্ত্রপ্রকারেণেতি শেষঃ। তত্র শ্রুতিভ্যঃ শ্রুতেষু পুরুষার্থতদ্ধেতুজ্ঞানতদ্বিষয়াত্মস্বরূপাদিষু শ্রুত্যবিরো-ধিনীরুপপত্তীঃ ষড়ধ্যায়ীরূপেণ বিবেকশাস্ত্রেণ কপিলমূর্ত্তির্ভগবানুপদিদেশ। নন্বু ন্যায়বৈশেষিকাভ্যামপ্যেতেষর্থেষু ন্যায়ঃ প্রদর্শিত ইতি তাভ্যামস্য গতার্থত্বং, সগুণনির্গুণত্বাদিবিরুদ্ধরূপৈরাত্মসাধকতয়া তদ্‌যুক্তিভিরত্রত্য-যুক্তীনাং বিরোধেনোভয়োরপি দুর্ঘটং চ প্রামাণ্যমিতি। মৈবম্, ব্যবহারিক-পারমার্থিকরূপবিষয়ভেদেন গতার্থত্ব-বিরোধয়োরভাবাৎ। ন্যায়-বৈশেষিকাভ্যাং হি সুখিদুঃখ্যাদ্যনুবাদতো দেহাদিমাত্রবিবেকেনাত্মা প্রথমভূমিকায়ামনুমাপিতঃ, একদা পরসূক্ষ্মে প্রবেশাসম্ভবাৎ। তদীয়ং চ জ্ঞানং দেহাদ্যাত্মতানিরসনেন ব্যাবহারিকং তত্ত্বজ্ঞানং ভবত্যেব। যথা পুরুষে স্থাণুভ্রমনিরাসকতয়া করচরণাদিমত্ত্বজ্ঞানং ব্যবহারতস্তত্ত্বজ্ঞানং, তদ্বৎ। অতএব "প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু। তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥" ইতি গীতায়াং কর্ত্তৃত্বাভিমানিনস্তার্কিক-স্যাকৃৎস্নবিত্ত্বমেব কৃৎস্নবিৎ-সাংখ্যাপেক্ষয়োক্তম্, ন তু সর্ব্বথৈবাজ্ঞত্বমিতি। তথা তদীয়মপি জ্ঞানমপরবৈরাগ্যদ্বারা পরম্পরয়া মোক্ষসাধনং ভবত্যেবেতি। তজ্জ্ঞানাপেক্ষয়াপি চ সাংখ্যজ্ঞানমেব পারমার্থিকং পরবৈরাগ্যদ্বারা সাক্ষান্মোক্ষসাধনং চ ভবতি। উক্তগীতাবাক্যেনাত্মা-কর্ত্তৃত্ববিত্ত্বস্যৈব কৃৎস্নবিত্ত্বসিদ্ধেঃ। "তীর্ণো হি তদা ভবতি হৃদয়স্য শোকান্ কামাদিকংঅন এব মন্যমানঃ। সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব স যত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবতি" ইত্যাদি-তাত্ত্বিকশ্রুতিশতৈঃ। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" "নির্ব্বাণময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োঽমলঃ। দুঃখাজ্ঞানময়া ধর্ম্মাঃ প্রকৃতেস্তে তু নাত্মনঃ॥"ইত্যাদিতাত্ত্বিকস্মৃতিশতৈশ্চ। ন্যায়বৈশেষিকোক্তজ্ঞানস্য পরমার্থভূমৌ বাধিতত্বাচ্চ।

ন চৈতাবতা ন্যায়াদ্যপ্রামাণ্যম্, বিবক্ষিতার্থে দেহাদ্যতিরেকাংশে বাধাভাবাৎ, ' যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ" ইতি ন্যায়াৎ। আত্মনি সুখাদিমত্ত্বস্য লোকসিদ্ধতয়া তত্র প্রমাণান্তরানপেক্ষণেন তদংশস্যানুবাদত্বান্ন শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিষয়ত্বমিতি।

স্যাদেতৎ। ন্যায়বৈশেষিকাভ্যামত্রাবিরোধো ভবতু। ব্রহ্মমীমাংসাযোগাভ্যাং তু বিরোধোঽস্ত্যেব, তাভ্যাং নিত্যেশ্বরসাধনাৎ, অত্র চেশ্বরস্য প্রতিষিধ্যমানত্বাৎ। ন চাত্রাপি ব্যবহারিকপারমার্থিকভেদেন সেশ্বরনিরীশ্বরবাদয়োরবিরোধোঽস্ত, সেশ্বরবাদস্যোপাসনাপরত্বসম্ভবাদিতি বাচ্যম্। বিনিগমকাভাবাৎ। ঈশ্বরো হি দুর্জ্ঞেয় ইতি নিরীশ্বরত্বমপি লোকব্যবহারসিদ্ধমৈশ্বর্য্যবৈরাগ্যায়ানুবদিতুং শক্যতে— আত্মনঃ সগুণত্বমিব, ন তু কাপি শ্রুত্যাদাবীশ্বরঃ স্ফুটং প্রতিষিধ্যতে, যেন সেশ্বরবাদস্যৈব ব্যবহারিকত্বমবধার্য্যেতেতি। অত্রোচ্যতে। অত্রাপি ব্যবহারিকপারমার্থিকভাবো ভবতি। "অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্" ইত্যাদিশাস্ত্রৈর্নিরীশ্বরবাদস্য নিন্দিতত্বাৎ। অস্মিন্নেব শাস্ত্রে ব্যবহারিকস্যৈবেশ্বরপ্রতিষেধস্যৈশ্বর্য্যবৈরাগ্যাদ্যর্থমনুবাদস্যৌচিত্যাৎ। যদি হি লোকায়তিকমতানুসারেণ নিত্যৈশ্বর্য্যং ন প্রতিষিধ্যেত, তদা পরিপূর্ণনিত্যনির্দ্দোষৈশ্বর্য্যদর্শনেন তত্র চিত্তাবেশতো বিবেকাভ্যাসপ্রতিবন্ধঃ স্যাদিতি সাংখ্যাচার্য্যাণামাশয়ঃ। সেশ্বরবাদস্য ন কাপি নিন্দাদিকমস্তি। যেনোপাসনাদিপরতয়া তৎ শাস্ত্রং সঙ্কোচ্যেত। যত্তু—"নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্। অত্র বঃ সংশয়ো মা ভূজ্জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্॥" ইত্যাদি বাক্যম্, তদ্বিবেকাংশ এব সাংখ্যজ্ঞানস্য দর্শনান্তরেভ্য উৎকর্ষং প্রতিপাদয়তি, ন ত্বীশ্বরপ্রতিষেধাংশেঽপি। তথা

পরাশরাদ্যখিলশিষ্টসংবাদাদপি সেশ্বরবাদস্যৈব পারমার্থিকত্বমবধার্য্যতে। অপি চ, "অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্যযোগয়োঃ। ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোঽংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ॥ জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোঽংশো ন কশ্চন। শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥" ইতি পরাশরোপপুরাণাদিভ্যোঽপি ব্রহ্মমীমাংসায়া ঈশ্বরাংশে বলবত্ত্বং। তথা—"ন্যায়তন্ত্রাণ্যনেকানি তৈস্তৈরুক্তানি বাদিভিঃ। হেত্বাগমসদাচারৈর্যদ্যুক্তং তদুপাস্যতাম্॥" ইতি মোক্ষধর্ম্মবাক্যাদপি পরাশরাদ্যখিলশিষ্টব্যবহারেণ ব্রহ্মমীমাংসান্যায়বৈশেষিকাদ্যুক্ত ঈশ্বর-সাধকন্যায় এব গ্রাহ্যো বলবত্ত্বাৎ। তথা "যং ন পশ্যন্তি যোগীন্দ্রাঃ সাংখ্যা অপি মহেশ্বরম্। অনাদিনিধনং ব্রহ্ম তমেব শরণং ব্রজ।" ইত্যাদিকৌর্ম্মাদিবাক্যৈঃ সাংখ্যানামীশ্বরাজ্ঞানস্যৈব নারায়ণাদিনা প্রোক্তত্বাচ্চ। কিঞ্চ ব্রহ্মমীমাংসায়া ঈশ্বর এব মুখ্যো বিষয় উপক্রমাদিভিরবধৃতঃ। তত্রাংশে তস্য বাধে শাস্ত্রস্যৈবাপ্রামাণ্যং স্যাদ্, যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি ন্যায়াৎ। সাংখ্যশাস্ত্রস্য তু পুরুষার্থতৎসাধনপ্রকৃতিপুরুষবিবেকাবেব মুখ্যো বিষয় ইতীশ্বরপ্রতিষেধাংশবাধেঽপি নাপ্রামাণ্যং, যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি ন্যায়াৎ। অতঃ সাবকাশতয়া সাংখ্যমেবেশ্বরপ্রতিষেধাংশে দুর্ব্বলমিতি।

ন চ ব্রহ্মমীমাংসায়ামপীশ্বর এব মুখ্যো বিষয়ঃ, ন তু নিত্যৈশ্বর্য্যমিতি বক্তুং শক্যতে। স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গরূপপূর্ব্বপক্ষ-স্যানুপপত্ত্যা নিত্যৈশ্বর্য্যবিশিষ্টস্যৈব ব্রহ্মমীমাংসাবিষয়ত্বাবধারণাৎ। ব্রহ্ম-শব্দস্য পরব্রহ্মণ্যেব মুখ্যতয়া তু "অথাতঃ পরব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি ন সূত্রিত-মিতি। এতেন সাংখ্যবিরোধাৎ ব্রহ্মযোগদর্শনয়োঃ কার্য্যেশ্বরপরত্বমপি ন শঙ্কনীয়ম্। প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্যাপত্ত্যা রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানমিত্যাদি-ব্রহ্মসূত্রপরম্পরানুপপত্তেশ্চ। তথা স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনা-নবচ্ছেদাদিতি যোগসূত্রতদীয়ব্যাসভাষ্যাভ্যাং স্ফুটমীশনিত্যতাব-

গমাচ্চেতি। তস্মাদভ্যুপগমবাদপ্রৌঢ়িবাদাদিনৈব সাংখ্যস্য ব্যাবহারিকেশ্বর-প্রতিষেধপরতয়া ব্রহ্মমীমাংসাযোগাভ্যাং সহ ন বিরোধঃ। অভ্যুপগমবাদশ্চ শাস্ত্রে দৃষ্টঃ। যথা বিষ্ণুপুরাণে—"এতে ভিন্নদৃশাং দৈত্যা বিকল্পাঃ কথিতা ময়া। কৃত্বাভ্যুপগমং তত্র সঙ্ক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম"॥ ইতি। অস্তু বা পাপিনাং জ্ঞানপ্রতিবন্ধার্থমাস্তিকদর্শনেষপ্যংশতঃ শ্রুতিবিরুদ্ধার্থব্যবস্থাপনম্। তেষু তেষ্বংশেষপ্রামাণ্যং চ। শ্রুতিস্মৃত্যবিরুদ্ধেষু প্রামাণ্যমস্ত্যেব। অতএব পদ্মপুরাণে ব্রহ্মযোগদর্শনাতিরিক্তানাং নিন্দাপ্যুপপদ্যতে। যথা তত্র পার্ব্বতীং প্রতীশ্বরবাক্যম্—"শৃণু দেবি, প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্। যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥ প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্। মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্ব্বিপ্রৈঃ সংপ্রোক্তানি ততঃ পরম্॥ কণাদেন তু সংপ্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ। গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন বৈ॥ দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদময়ার্থতঃ। নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্॥ ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতম্। দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা॥ বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্। মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ॥ ময়ৈব কথিতং দেবি, কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা। অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্॥ কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে। সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে॥ পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে। ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া॥ সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে। বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্॥ ময়ৈব কথিতং দেবি, জগতাং নাশকারণাৎ।" ইতি। অধিকং তু ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রপঞ্চিতমস্মাভিরিতি। তস্মাদাস্তিকশাস্ত্রস্য ন কস্যাপ্যপ্রামাণ্যং বিরোধো বা, স্বস্ববিষয়েষু সর্ব্বেষামবাধাদ্ অবিরোধাচ্চেতি।

নম্বেবং পুরুষবহুত্বাংশেঽপ্যস্য শাস্ত্রস্যাভ্যুপগমবাদত্বং স্যাৎ। ন স্যাৎ,

অবিরোধাৎ। ব্রহ্মমীমাংসায়ামপি "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি-সূত্রজাতৈর্জ্জীবাত্মবহুত্বস্যৈব নির্ণয়াৎ। সাংখ্যসিদ্ধপুরুষাণামাত্মত্বং তু ব্রহ্মমীমাংসয়া বাধ্যত এব। "আত্মেতি তুপয়ন্তি" ইতি তৎসূত্রেণ পরমাত্মন এব পরমার্থভূমাবাত্মত্বাবধারণাৎ। তথাপি চ সাংখ্যস্য নাপ্রামাণ্যম্। ব্যবহারিকাত্মনো জীবস্যেতরবিবেকজ্ঞানস্য মোক্ষসাধনত্বে বিবক্ষিতার্থে বাধাভাবাৎ। এতেন শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধয়োর্নানাত্মৈকাত্মত্বয়ো-র্ব্যাবহারিকপারমার্থিকভেদেনাবিরোধ ইতি ব্রহ্মমীমাংসায়াং প্রপঞ্চিত-মস্মাভিরিতি দিক্।

নম্বেবমপি তত্ত্বসমাসাখ্যসূত্রৈঃ সহাস্যাঃ ষড়ধ্যায্যাঃ পৌনরুক্ত্যমিতি চেৎ। নৈবম্। সঙ্ক্ষেপবিস্তররূপেণোভয়োরপ্যপৌনরুক্ত্যাৎ। অত এবাস্যাঃ ষড়ধ্যায্যা যোগদর্শনস্যেব সাংখ্যপ্রবচনসংজ্ঞা যুক্তা। তত্ত্বসমাসাখ্যং হি যৎ সংক্ষিপ্তং সাংখ্যদর্শনং, তস্যৈব প্রকর্ষেণাস্যাং নির্ব্বচনমিতি। বিশেষস্ত্বয়ং যৎ ষড়ধ্যায্যাং তত্ত্বসমাসাখ্যোক্তার্থবিস্তরমাত্রং, যোগদর্শনে অভ্যামভ্যুপগমবাদপ্রতিষিদ্ধস্যেশ্বরস্য নিরূপণেন ন্যূনতাপরিহারোঽপীতি।

অস্য চ সাংখ্যসংজ্ঞা সান্বয়া। "সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিং চ প্রচক্ষতে। তত্ত্বানি চ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" ইত্যাদিভ্যো ভারতাদিবাক্যেভ্যঃ। সংখ্যা সম্যগ্বিবেকেনাত্মকথনমিত্যর্থঃ। অতঃ সাংখ্যশব্দস্য যোগরূঢ়তয়া "তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্" ইত্যাদিশ্রুতিষু, "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।" ইত্যাদিস্মৃতিষু চ সাংখ্যশব্দেন সাংখ্যশাস্ত্রমেব গ্রাহ্যম্, ন পুনরর্থান্তরং কল্পনীয়মিতি।

তদিদং মোক্ষশাস্ত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রবচ্চতুর্ব্যূহম্। যথা হি রোগ আরোগ্যং রোগনিদানং ভৈষজ্যমিতি চত্বারো ব্যূহাঃ সমূহাশ্চিকিৎসা-শাস্ত্রস্য প্রতিপাদ্যাস্তথৈব হেয়ং হানং হেয়হেতুর্হানোপায়শ্চেতি চত্বারো ব্যূহা মোক্ষশাস্ত্রস্য প্রতিপাদ্যা ভবন্তি, মুমুক্ষুভিজ্জিজ্ঞাসিতত্বাৎ। তত্র ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ম্। তদত্যন্তনিবৃত্তির্হানম্। প্রকৃতিপুরুষসংযোগদ্বারা চাবিবেকো হেয়হেতুঃ। বিবেকখ্যাতিস্তু হানোপায় ইতি। ব্যূহশব্দেন চৈষামুপকরণসংগ্রহঃ। তত্র চাদৌ ফলত্বেনাভ্যর্হিতং হানং, তৎপ্রতিযোগি-বিধয়ৈব চ হেয়ং প্রতিপাদয়িষ্যন্ শাস্ত্রকারঃ শিষ্যাবধানায় শাস্ত্রারম্ভং প্রতিজানীতে॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যম্ঃ—অথশব্দোঽয়মুচ্চারণমাত্রেণ মঙ্গলরূপঃ। অতএব "মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ" ইতি স্বয়মেব পঞ্চমাধ্যায়ে বক্ষ্যতি। অর্থস্ত্বত্রাথশব্দস্যাধিকার এব। প্রশ্নানন্তর্য্যাদীনাং পুরুষার্থেন সহান্বয়াসম্ভবাৎ। জ্ঞানান্তানন্তর্য্যস্য চ সূত্রৈরেব বক্ষ্যমাণতয়া তৎপ্রতিপাদনবৈয়র্থ্যাৎ। অধিকারভিন্নার্থত্বে শাস্ত্রারম্ভপ্রতিজ্ঞান্তলাভপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাৎ পুরুষার্থস্যোপক্রমোপসংহারদর্শনাদধিকারার্থত্বমেবোচিতম্। "তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ" ইত্যুপসংহারো ভবিষ্যতীতি। অধিকারশ্চাধিক্যেন প্রাধান্যেনারম্ভণম্। আরম্ভশ্চ যদ্যপি সাক্ষাচ্ছাস্ত্রস্যৈব, তথাপি তদ্দ্বারা শাস্ত্রার্থতদ্বিচারয়োরপীতি। তথা চ সাধনাদ্যুপকরণসহিতো যথোক্তপুরুষার্থোঽধিকৃতঃ প্রাধান্যেন নিরূপয়িতুমস্মাভিঃ প্রারব্ধ ইতি সূত্রবাক্যার্থঃ।

ত্রিবিধমাধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকং চ দুঃখম্। তত্রাত্মানং স্বসঙ্ঘাতমধিকৃত্য প্রবৃত্তমিত্যাধ্যাত্মিকম্—শারীরং মানসং চ। তত্র

সূত্রার্থঃ—'অথ' শব্দের উচ্চারণ মঙ্গলজনক, তাহার অর্থ আরম্ভ। ব্যাখ্যা—মোক্ষ শাস্ত্র আরম্ভ করা গেল। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তিন প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ উপশম হওয়ার নাম অত্যন্ত (পরম) পুরুষার্থ। কখন কোন প্রকার দুঃখ হইবে না, অনন্ত কাল দুঃখাস্পৃষ্ট থাকিব, এইরূপ আশাই দুঃখনাশআশার শেষ সীমা। সেই সীমা লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—তিন প্রকার দুঃখ সমূলে উন্মূলিত করিতে হইবে, তাহা হইলে পরম পুরুষার্থ লাভ হইবে। এই পরম পুরুষার্থ মুক্তি নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১ ॥

শারীরং ব্যাধ্যাদ্যুখম্, মানসং কামাদ্যুখং। তথা ভূতানি প্রাণিনোঽধিকৃত্য প্রবৃত্তমিত্যাধিভৌতিকম্—ব্যাঘ্রচোরাদ্যুখম্। দেবানগ্নিবায্বাদীনধিকৃত্য প্রবৃত্তমিত্যাধিদৈবিকম্—দাহশীতাদ্যুখমিতি বিভাগঃ। যদ্যপি সর্ব্বমেব দুঃখং মানসং, তথাপি মনোমাত্রজন্যত্বাজন্যত্বাভ্যাং মানসত্বামানসত্ববিশেষঃ। এষাং ত্রিবিধদুঃখানাং যাত্যন্তনিবৃত্তিঃ স্থূলসূক্ষ্মসাধারণ্যেন নিশেষতো নিবৃত্তিঃ, সোঽত্যন্তঃ পরমঃ পুরুষার্থঃ পুরুষাণাং বুদ্ধেরিষ্ট ইত্যেবান্তরবাক্যার্থঃ। তত্র স্থূলং দুঃখং বর্ত্তমানাবস্থং, তচ্চ দ্বিতীয়ক্ষণাদুপরি স্বয়মেব নঙ্ক্ষ্যতি। অতো ন তত্র জ্ঞানাপেক্ষা অতীতং তু প্রাগেব নষ্টমিতি ন তত্র সাধনাপেক্ষেতি পরিশেষাদনাগতাবস্থসূক্ষ্মদুঃখনিবৃত্তিরেব পুরুষার্থতয়া প্রকৃতে পর্য্যবস্যতি। তথা চ যোগসূত্রম্ "হেয়ং দুঃখমনাগতম্" ইতি। নিবৃত্তিশ্চ ন নাশোঽপি ত্বতীতাবস্থা, ধ্বংসপ্রাগভাবয়োরতীতানাগতাবস্থাস্বরূপত্বাৎ, সৎকার্য্যবাদিভিরভাবানঙ্গীকারাৎ। নন্বু কদাচিদপ্যবর্ত্তমানমনাগতং, দুঃখমপ্রামাণিকম্। অতঃ খপুষ্পনিবৃত্তিবৎ তন্নিবৃত্তের্ন পুরুষার্থত্বং যুক্তমিতি। মৈবম্। সর্ব্বত্র হি স্বস্বকার্য্যজননশক্তির্যাবদ্দ্রব্যস্থায়িনীতি পাতঞ্জলে সিদ্ধং, দাহাদিশক্তিশূন্যস্যাগ্ন্যাদেঃ কাপ্যদর্শনাৎ। সা চ শক্তিরনাগতাবস্থতত্তৎকার্য্যরূপা। ইয়মেব চোপাদানকারণস্বরূপযোগ্যতেত্যপি গীয়তে। অতো যাবচ্চিত্তসত্তা, তাবদেবানাগতদুঃখসত্তানুমীয়তে, তন্নিবৃত্তিশ্চ পুরুষার্থ ইতি। জীবন্মুক্তিদশায়াং চ প্রারব্ধকর্ম্মফলাতিরিক্তানাং দুঃখানামনাগতাবস্থানাং বীজাখ্যানাং দাহঃ, বিদেহকৈবল্যে তু চিত্তেন সহ বিনাশ ইত্যবান্তরবিশেষঃ। বীজদাহশ্চাবিদ্যাসংস্কার্য্যচ্ছেদমাত্রং, জ্ঞানস্যাবিদ্যামাত্রোচ্ছেদকত্বস্য লোকে সিদ্ধত্বাৎ। অতএব চিত্তেন সহৈব দুঃখস্য নাশঃ। জ্ঞানস্য সাক্ষাদ্দুঃখাদিনাশকত্বে প্রমাণাভাবাদিতি। নন্বু তথাপি দুঃখনিবৃত্তির্ন পুরুষার্থঃ সম্ভবতি, দুঃখস্য চিত্তধর্ম্মত্বেন পুরুষে তন্নিবৃত্ত্যসম্ভবাৎ। দুঃখনিবৃত্তিশব্দস্য দুঃখানুৎপাদার্থকত্বেঽপি পুরুষে তস্য নিত্যসিদ্ধত্বাৎ। যৎ তু, কণ্ঠচামীকরবৎ সিদ্ধেঽপ্য-

সিদ্ধত্বভ্রমাৎ পুরুষার্থতা স্যাদিতি। তন্ন, এবমপি পুমান্নির্দুঃখ ইতি শ্রবণ-মননোত্তরং দুঃখহানার্থং নিদিধ্যাসনাদৌ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। বহ্বায়াস-সাধ্যে হ্যপায়ে ফলনিশ্চয়াদেব প্রবৃত্তির্ভবতি প্রকৃতে তু শ্রবণমননাভ্যাং সিদ্ধত্বজ্ঞানাম্নাপ্রামাণ্যজ্ঞানানাস্কন্দিতঃ ফলস্যাসিদ্ধত্বনিশ্চয়োঽস্তীতি। কিঞ্চ ভবতু কদাচিদ্ভ্রমাদিনা পুরুষেচ্ছাবিষয়ত্বং দুঃখাভাবস্য শ্রুতিস্তু মোহনাশিনী কথং সিদ্ধস্য ফলত্বং প্রতিপাদয়েৎ। "তরতি শোকমাত্মবিদ্" "বিদ্বান্ হর্ষশোকৌ জহাতি"ইত্যাদিরিতি। অত্রোচ্যতে। ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্‌যোগস্তদ্‌যোগাদৃত ইতি হেয়হেত্ববধারকসূত্রেণৈবায়ং পূর্ব্বপক্ষঃ সমাধাস্যতে। তথাহি। প্রতিবিম্বরূপেণ পুরুষেঽপি সুখদুঃখে স্তঃ। অন্যথা তয়োর্ভোগ্যত্বানুপপত্তেঃ। সুখাদিগ্রহণং হি ভোগঃ। গ্রহণং চ তদাকারতা। সা চ কূটস্থচিতৌ বুদ্ধেরর্থাকারবৎ পরিণামো ন সম্ভবতীত্যগত্যা প্রতিবিম্বস্বরূপতায়ামেব পর্য্যবস্যতি। অয়মেব বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবিম্বো বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্রেতি যোগসূত্রেণোক্তঃ। সত্ত্বেঽনুতপ্যমানে তদাকারানুরোধাৎ পুরুষোঽপ্যনুতপ্যত ইব দৃশ্যত ইতি যোগভাষ্যে চ তদাকারানুরোধশব্দেন বিশিষ্যৈব তাপাদিদুঃখস্য প্রতিবিম্ব উক্তঃ। অতএব চ পুরুষস্য বুদ্ধিবৃত্ত্যুপরাগে স্ফটিকং দৃষ্টান্তং সূত্রকারো বক্ষ্যতি কুসুমবচ্চ মণিরিতি। বেদান্তিভিরপি চেতনেঽধ্যাস্তত্তয়ৈব দৃশ্যভানমূচ্যতে। স চাধ্যাসঃ প্রতিবিম্বং বিনা ন ঘটেত জ্ঞানমাত্রস্যাধ্যাসত্বে আত্মাশ্রয়াৎ। অধ্যাসাজ্-জ্ঞানং জ্ঞানমেব চাধ্যাস ইতি। তদেতৎ স্মর্য্যতেঽপি। "তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ। ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥" ইতি অত্র হি দৃষ্টিশব্দো বুদ্ধিবৃত্তিসামান্যপরো যুক্তিসাম্যাৎ। প্রতিবিম্বশ্চ তত্তদুপাধিষু বিম্বাকারশ্চিত্তপরিণাম ইতি। তস্মাৎ প্রতিবিম্বরূপেণ পুরুষে দুঃখসম্বন্ধো ভোগাখ্যোঽস্তি। অতস্তেনৈব রূপেণ তন্নিবৃত্তেঃ পুরুষার্থত্বং যুক্তম্। অতএব দুঃখং মা ভুঞ্জীয়েতি প্রার্থনাপ্যাপামরং দৃশ্যতে। তচ্চ দুঃখভোগনিবৃত্তেঃ পুরুষার্থত্বমন্যশেষতয়া ন সম্ভবতীতি সৈব স্বতঃ

পুরুষার্থঃ। দুঃখ নিবৃত্তিস্তু কণ্টকাদি নিবৃত্তিবৎ তাদর্থ্যেন ন স্বতঃপুরুষার্থঃ এবং সুখমপি ন স্বতঃ পুরুষার্থঃ। কিন্তু তদ্ভোগ এব স্বতঃ পুরুষার্থত্বং যাতীতি। তদিদং দুঃখভোগনিবৃত্তেঃ পুরুষার্থত্বং যোগভাষ্যে ব্যাসদেবৈরুক্তম্। তস্মিন্ নিবৃত্তে পুরুষঃ পুনরিদং তাপত্রয়ং ন ভুঙ্‌ক্তে ইতি। অতঃ শ্রুতাবপি দুঃখনিবৃত্তেঃ পুরুষার্থত্বং বিষয়তাসম্বন্ধেনৈব-বোধ্যম্। তদেতদ্‌যোগবার্ত্তিকে প্রপঞ্চিতমস্মাভিরিতি দিক্। তদেব মনেন সূত্রেণ ব্যূহদ্বয়ং সংক্ষেপেণোদ্দিষ্টং বিস্তরস্তনয়োঃ পশ্চাদ্ভবিতেতি॥ ১॥

অতঃ পরং বক্ষ্যমাণস্য হানোপায়ব্যূহস্যাকাঙ্ক্ষার্থং তদিতরেষাং হানোপায়ত্বং প্রত্যাচষ্টে সূত্রজাতেন।

ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ॥ ২॥

লৌকিকাদুপায়াদ্ধনাদেরত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিসিদ্ধির্নাস্তি। কুতঃ। ধনাদিনা দুঃখে নিবৃত্তে পশ্চাদ্ধনাদিক্ষয়ে পুনরপি দুঃখানুবৃত্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" ইত্যাদিঃ॥ ২॥

নন্বেবং ধনাদ্যর্জ্জনস্য কুঞ্জরশৌচবদ্দুঃখানিবর্ত্তকত্বে কথং তত্র প্রবৃত্তিস্তত্রাহ—

সূত্রার্থঃ—শাস্ত্রীয় উপায় ব্যতীত দৃষ্ট উপায়ে অর্থাৎ লোকবিদিত উপায়ে (ধনাদির দ্বারা), পরমপুরুষার্থ লাভ করা যায় না। লোকবিদিত উপায়ে যে দুঃখ নিবৃত্তি হয় তাহা আত্যন্তিক নহে। কারণ, আবার সেই বা তৎসদৃশ অন্য দুঃখ আইসে। (দুঃখের মূলোচ্ছেদ হয় না॥ ২॥

প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বম্ ॥ ৩ ॥

দৃষ্টসাধনজন্যায়াং দুঃখনিবৃত্তাবত্যন্তপুরুষার্থত্বমেব নাস্তি। যথা-কথঞ্চিৎ পুরুষার্থত্বং ত্বস্ত্যেব। কুতঃ—প্রাত্যহিকস্য ক্ষুদ্দুঃখস্য নিরাকরণবদেব তেন ধনাদিনা দুঃখনিরাকরণস্য চেষ্টনাদন্বেষণাদিত্যর্থঃ। অতো ধনাদ্যর্জ্জনে প্রবৃত্তিরুপপদ্যত ইতি ভাবঃ। কুঞ্জরশৌচাদিকমপ্যাপাত-দুঃখনিবর্ত্তকতয়া মন্দপুরুষার্থো ভবত্যেবেতি ॥ ৩ ॥

স চ দৃষ্টসাধনজো মন্দপুরুষার্থো বিজ্ঞৈর্হেয় ইত্যাহ।—

সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপি সত্তাসম্ভবাদ্ধেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ ॥৪॥

স চ দৃষ্টসাধনজো দুঃখপ্রতীকারো দুঃখাদুঃখবিবেকশাস্ত্রাভিজ্ঞৈর্হেয়ো দুঃখপক্ষে নিক্ষেপণীয়ঃ। কুতঃ সর্ব্বাসম্ভবাৎ। সর্ব্বদুঃখেষু দৃষ্টসাধনৈঃ প্রতীকারাসম্ভবাৎ। যত্রাপি সম্ভবস্তত্রাপি প্রতিগ্রহপাপাদ্যুত্থদুঃখাবশ্যক-ত্বমাহ। সম্ভবেঽপীতি। সম্ভবেঽপি দৃষ্টোপায় নান্তরীয়কাদিদুঃখ-সম্পর্কাবশ্যম্ভাবাদিত্যর্থঃ। তথা চ যোগসূত্রম্। "পরিণামতাপসংস্কার-দুঃখৈর্গুণ বৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিন" ইতি ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থঃ—যেমন ভোজন দ্বারা প্রতিদিন ক্ষুধা নিবারণ করা যায়, তেমনি, ধনাদির দ্বারা সম্ভবতঃ স্থূল দুঃখ নিবারণ করা যায়। সেই কারণে পুরুষের ধনাদি অর্জ্জনে ও ধনাদির দ্বারা দুঃখপ্রতিকারে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সে বিধায় তাহা পুরুষার্থ। (তাহাতে সাময়িক দুঃখ নিবৃত্তি হয় বটে, পরন্তু সে নিবৃত্তি পরম নহে ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থঃ—লৌকিক উপায়ে সকল দুঃখের প্রতিকার হয় না। হইলেও তাহা আত্যন্তিক নহে। (কেননা, সেই সেই দুঃখ আবার হয়)। সেই কারণে প্রমাণজ্ঞ অর্থাৎ বিবেকী লোকেরা (বিচারবিৎ পুরুষেরা) লৌকিক উপায় ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন করেন ॥ ৪ ॥

নন্থ দৃষ্টসাধনজন্যে সর্ব্বস্মিন্নেব দুঃখপ্রতীকারে দুঃখসম্ভেদনিয়মোহপ্রয়োজকঃ। তথা চ স্মর্য্যতে—"যন্নদুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। অভিলাষোপনীতং চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥" ইতি। তত্রাহ—

উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

দৃষ্ট সাধনাসাধ্যস্য মোক্ষস্য দৃষ্টসাধনসাধ্যরাজ্যাদিভ্য উৎকর্ষাৎ হেতুদুঃখসম্ভাবধার্য্যতে। অপিশব্দাৎ ত্রিগুণাত্মকত্বাদেরপি। মোক্ষস্যোৎকর্ষে প্রমাণং সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেরিতি। ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। "অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ" ইত্যাদিনা বিদেহকৈবল্যস্যোৎকর্ষশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

নন্থ মা ভবতু দৃষ্টসাধনাদত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিঃ। অদৃষ্টসাধনাৎ তু বৈদিককর্ম্মণঃ স্যাৎ। অপাম সোমমমৃতা অভূমেত্যাদিশ্রুতেরিতিতত্রাহ—

অবিশেষশ্চোভয়োঃ ॥ ৬ ॥

উভয়োরেব দৃষ্টাদৃষ্টয়োরত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যসাধকত্বে যথোক্তত্তদ্ধেতুত্বে চাবিশেষ এব মন্তব্য ইত্যর্থঃ। এতদেব কারিকায়ামুক্তম্। "দৃষ্টবদানু

সূত্রার্থ:—মোক্ষ যে দৃষ্ট উপায়লভ্য রাজ্য-ধনাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা শ্রুতির দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রুতি মুক্তিকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ:—লৌকিক ধনাদি ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড উভয়েই সমান। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ধনাদির দ্বারাও হয় না, যাগ যজ্ঞাদির দ্বারাও হয় না। এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, বেদবিচারজনিত বিবেক জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুতে মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ করা যায় না। সম্প্রতি বন্ধন কি তাহা বলা যাউক। মুক্তি বন্ধন সাপেক্ষ; সুতরাং মুক্তি বলাতেই বন্ধন বলা হইয়াছে। দুঃখ নিবৃত্তিই মুক্তি, এই কথা বলাতে বলা হইয়াছে যে, দুঃখসংযোগই বন্ধন। বন্ধন কি স্বাভাবিক? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর—॥ ৬ ॥

শ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।" ইতি। গুরোরনুশ্রূয়ত ইত্যনুশ্রবো বেদঃ। তদ্বিহিতযাগাদিরানুশ্রবিকঃ। স দৃষ্টোপায়বদেবাশুদ্ধ্যা হিংসাদিপাপেন বিনাশিসাতিশয়ফলকত্বেন চ যুক্ত ইত্যর্থঃ। নমু বৈধহিংসায়াঃ পাপজনকত্বে বলবদনিষ্টানমুবন্ধীষ্টসাধনত্বরূপস্ত বিধ্যর্থস্তানুপপত্তিরিতি চেন্ন। বৈধহিংসাজন্যানিষ্টস্যেষ্টোৎপত্তিনান্তরীয়কদুঃখাধিকদুঃখাজনকত্বরূপস্য বলবদনিষ্টানমুবন্ধিত্বস্য বিধ্যংশস্যাক্ষতেঃ। যৎ তু বৈধহিংসাতিরিক্তহিংসায়া এব পাপজনকত্বমিতি তদসৎ সঙ্কোচে প্রমাণাভাবাৎ। যুধিষ্ঠিরাদীনাং স্বধর্ম্মেঽপি যুদ্ধাদৌ জ্ঞাতিবধাদিপ্রত্যবায়পরিহারায় প্রায়শ্চিত্তশ্রবণাচ্চ। "তস্মাদ্যাস্যাম্যহং তাত! দৃষ্টেমং দুঃখসন্নিধিম্। ত্রয়ীধর্ম্মমধর্ম্মাঢ্যং কিম্পাকফলসন্নিভম্॥" ইতি মার্কণ্ডেয়বচনাচ্চ। অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্য ইতি শ্রুতিস্তু বৈধাতিরিক্তহিংসানিবৃত্তেরিষ্টসাধনত্বমেব বক্তি ন তু বৈধহিংসায়া অনিষ্টসাধনত্বাভাবমপীত্যাদিকং যোগবার্ত্তিকে দ্রষ্টব্যমিতি দিক্। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুরিতি তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েত্যাদিশ্রুতিবিরোধেন তু সোমপানাদিভিরমৃতত্বং গৌণমেব মন্তব্যম্। "আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।" ইতি বিষ্ণুপুরাণাৎ॥ ৬॥

তদেবং দৃষ্টাদৃষ্টোপায়য়োঃ সাক্ষাৎপরমপুরুষার্থাসাধনত্বে সাধিতে তদুপায়াকাঙ্ক্ষায়াং বিবেকজ্ঞানমুপায়ো বক্তব্যঃ। তত্র বিবেকজ্ঞানমবিবেকাখ্যদুঃখহেতূচ্ছেদদ্বারৈব হানোপায় ইত্যাশয়েনাদাবপ্যবিবেকমেবেতরপ্রতিষেধেন হেয়হেতুতয়া পরিশেষয়তি প্রঘট্টকেন।—

ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ॥ ৭॥

দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তের্মোক্ষত্বস্যোক্ততয়া বন্ধোঽত্র দুঃখযোগ এব। তস্য

সূত্রার্থ—বন্ধন স্বাভাবিক নহে। স্বাভাবিক হইলে শাস্ত্রে যে মুক্তির

বন্ধস্য পুরুষে ন স্বাভাবিকত্বং বক্ষ্যমাণলক্ষণমস্তি যতো ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষায় সাধনোপদেশস্য শ্রৌতস্য বিধিরনুষ্ঠানং নিযোজ্যানাং ঘটতে। ন হ্যগ্নেঃ স্বাভাবিকাদৌষ্ণ্যান্মোক্ষঃ সম্ভবতি। স্বাভাবিকস্তু যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তমীশ্বরগীতায়াম্। "যদ্যাত্মা মলিনোঽস্বচ্ছো বিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ। ন হি তস্য ভবেন্মুক্তির্জ্জন্মান্তরশতৈরপি ॥" ইতি। যস্মিন্ সতি কারণবিলম্বাদ্বিলম্বো যস্যোৎপত্তৌ ন ভবতি তস্য তৎ স্বাভাবিকমিতি স্বাভাবিকত্বলক্ষণম্। নন্বু সর্ব্বদোপলম্ভাপত্তের্দুঃখস্য স্বাভাবিকত্বশঙ্কৈব নাস্তীতি চেন্ন। ত্রিগুণাত্মকত্বেন চিত্তস্য দুঃখস্বভাবত্বেঽপি সত্ত্বাধিক্যেনাভিভবাৎ সদা দুঃখানুপলব্ধিবদাত্মনোঽপি তদনুপলব্ধিসম্ভবাৎ। দুঃখস্বাভাবিকত্ববাদিভির্ব্বৌদ্ধৈশ্চিত্তস্যৈবাত্মতাভ্যুপগমাচ্চ। অথৈবমাত্মনাশাদেব মোক্ষোঽস্তু ইতি চেন্ন। অহং বদ্ধো বিমুক্তঃ স্যামিতি বন্ধসামানাধিকরণ্যেনৈব মোক্ষস্য পুরুষার্থত্বাদিতি ॥ ৭ ॥

ভবত্বননুষ্ঠানং তেন কিমিত্যত আহ—

স্বভাবস্যানপায়িত্বাদননুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যম্ ॥ ৮ ॥

স্বভাবস্য যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বান্মোক্ষাসম্ভবেন তৎসাধনোপদেশশ্রুতেরননুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

নন্বু শ্রুতিবলাদেবানুষ্ঠানং স্যাৎ তত্রাহ—

উপায়নির্দ্দেশ আছে এবং তাহার যে বিধান অর্থাৎ অনুষ্ঠান প্রণালী কথিত আছে, তাহা বৃথা হইয়া যায়। অর্থাৎ বন্ধন স্বাভাবিক হইলে শাস্ত্রে মোক্ষের উপায় অভিহিত হইত না। কারণ, স্বাভাবিক ধর্ম্মের অপগম হয় না, ইহা অবধারিত। অগ্নির উষ্ণতা স্বাভাবিক, তাহা কিছুতে নিবারিত হয় না। হইলে তৎসঙ্গে অগ্নিও অভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—স্বভাব অপবাহিত হয় না। যত কাল দ্রব্য ততকালই থাকে। দুঃখসংযোগরূপ বন্ধন স্বাভাবিক হইলে তাহা যাবৎ পুরুষ

নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ ॥ ৯ ॥

নাশক্যাম্নফলায়োপদেশস্যানুষ্ঠানং সম্ভবতি। যত উপদিষ্টেঽপি বিহিতেঽপ্যশক্যস্যোপায়ে স উপদেশো ন ভবতি। কিন্তুপদেশাভাস এব বাধিতমর্থং বেদোঽপি ন বোধয়তীতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ অত্র শঙ্কতে।—

শুক্লপটবদ্বীজবচ্চেৎ ॥ ১০ ॥

নমু স্বাভাবিকস্যাপ্যপায়ো দৃশ্যতে। যথা শুক্লপটস্য স্বাভাবিকং শৌক্ল্যং রাগেণাপনীয়তে। যথা চ বীজস্য স্বাভাবিক্যপ্যঙ্কুরশক্তিরগ্নিনাপনীয়তে। অতঃ শুক্লপটবদ্বীজবচ্চ স্বাভাবিকস্য বন্ধস্যাপ্যপায়ঃ পুরুষে-সম্ভবতীতি তদ্বদেব তৎসাধনোপদেশঃ স্যাদিতি চেদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ সমাধত্তে।—

(আত্মা) তাবৎ থাকিবে, কিছুতেই তাহা যাইবে না। না গেলে কাযেই শ্রৌত উপদেশ প্রতিপালিত হইবে না; এবং তন্নিবন্ধন শ্রুতি অপ্রমাণিতা হইবে। ৮

সূত্রার্থ—অশক্য বিষয়ে অর্থাৎ পারা যায় না এমন বিষয়ে উপদেশ বিধান হয় না। উপদেশ (উপায় নির্দ্দেশ) করিলেও তাহা প্রকৃত বা সফল উপদেশ নহে। তাহা উপদেশাভাস। (সেরূপ উপদেশ করা না করা সমান ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—যদি বল, শুক্লবস্ত্রের ও বীজের দৃষ্টান্তে স্বভাবের অপগম সাধিত হইতে পারে? বস্ত্রের শৌক্ল্যশক্তি ও বীজের অঙ্কুরশক্তি, রঙের ও যোগিসংকল্পের দ্বারা অপনীত হইতে দেখা যায়। তদ্দৃষ্টান্তে বন্ধন স্বাভাবিক হইলেও তাহা সাধনের দ্বারা অপনীত হইতে পারে, বলিলে ক্ষতি কি? ॥ ১০ ॥

শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ ॥ ১১ ॥

উক্তদৃষ্টান্তয়োরপি নাশক্যায় স্বাভাবিকায়াপায়োপদেশো লোকানাং ভবতি। কুতঃ—শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাম্। দৃষ্টান্তদ্বয়ে হি শৌক্ল্যাদেরাবির্ভাবতিরোভাবাবেব ভবতঃ। ন তু শৌক্ল্যাঙ্কুরশক্ত্যোরভাবো ভবতি। রজকাদিব্যাপারৈর্যোগিসঙ্কল্পাদিভিশ্চ রক্তপটভৃষ্টবীজয়োঃ পুনঃ শৌক্ল্যাঙ্কুরশক্ত্যাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ। নন্বেবং পুরুষেঽপি দুঃখশক্তিতিরোভাব এব মোক্ষোঽস্ত্বিতি চেন্ন দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তেরেব লোকে পুরুষার্থত্বানুভবাৎ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ পুরুষার্থত্বসিদ্ধেশ্চ। ন তু দৃষ্টান্তয়োরিব তিরোভাবমাত্রস্যেতি। কিঞ্চ দুঃখশক্তিতিরোভাবমাত্রস্য মোক্ষত্বে কদাচিদ্‌যোগীশ্বরসঙ্কল্পাদিনা শক্ত্যুদ্ভবস্য ভৃষ্টবীজেষিব মুক্তেষ্বপি সম্ভাবনা-নির্মোক্ষাপত্তিরিতি ॥ ১১ ॥

স্বভাবতোবন্ধং নিরাকৃত্য নিমিত্তেভ্যোঽপি বন্ধমপাকরোতি সূত্র-জাতেন। পুরুষে দুঃখস্য নৈমিত্তিকত্বেঽপি জ্ঞানাদ্যপায়োচ্ছেদ্যত্বং ন ঘটতে। অনাগতাবস্থসূক্ষ্মদুঃখস্য যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাদিত্যাশয়েন নৈমিত্তিকত্বং নিরাক্রিয়তে।

সূত্রার্থঃ—প্রত্যুত্তর—তাহা নহে। কারণ, শক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব ব্যতীত অন্য কিছু হয় না। অর্থাৎ নিরন্বয় বিনাশ হয় না। বস্ত্রের শৌক্ল্যশক্তি ও বীজের অঙ্কুরশক্তি তিরোহিত হয়, সমূলে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না। কারণ, রজকের ব্যাপারে ও যোগিসংকল্পে তাহার পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব, শুক্লপটের ও বীজের দৃষ্টান্তে অশক্য বিষয়ক উপদেশের বিধান সাধিত হইতে পারে না।

বন্ধনের স্বাভাবিকত্ব শঙ্কা নিবারিত হইল। এক্ষণে কালাদিকৃত আশঙ্কা নিবারিত হইবে। ১১ ॥

ন কালযোগতো ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ ॥ ১২ ॥

নাপি কালসম্বন্ধনিমিত্তকঃ পুরুষস্য বন্ধঃ। কুতঃ—ব্যাপিনো নিত্যস্য কালস্য সর্ব্বাবচ্ছেদেন সর্ব্বদা মুক্তামুক্ত সকল পুরুষ সম্বন্ধাৎ। সর্ব্বাবচ্ছেদেন সকলপুরুষাণাং বন্ধাপত্তেরিত্যর্থঃ। অত্র চ প্রকরণে কালদেশকর্ম্মাদীনাং নিমিত্তত্বসামান্যং না লপ্যতে শ্রুতিস্মৃতিযুক্তিভিঃ সিদ্ধত্বাৎ। কিন্তু যন্নৈমিত্তিকত্বং পাবকরূপাদিবন্নিমিত্তজন্যত্বং তদেব বন্ধে প্রতিষিধ্যতে পুরুষে বন্ধস্যৌপাধিকত্বাভ্যুপগমাৎ। নন্ু কালাদিনিমিত্তকত্বেঽপি সহকার্য্যন্তরসম্ভবাসম্ভবাভ্যাং ব্যবস্থা স্যাদিতি চেৎ। এবং সতি যৎ সংযোগে সত্যবশ্যং বন্ধস্তস্যৈব সহকারিণি লাঘবাদ্বন্ধো যুক্তঃ পুরুষে বন্ধব্যবহারস্যৌপাধিকত্বেনাপ্যুপপত্তেরিতি কৃতং নৈমিত্তিকত্বেনেতি ॥ ১২ ॥

ন দেশযোগতোঽপ্যস্মাৎ ॥ ১৩ ॥

দেশযোগতোঽপি ন বন্ধঃ। কুতঃ—অস্মাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্তঃমুক্তামুক্তসর্ব্বপুরুষসম্বন্ধাৎ মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ :—কালসম্বন্ধ থাকায় বন্ধন, এমন হইতেও পারে না। কারণ, সর্ব্বব্যাপী কালের সহিত মুক্ত অমুক্ত সমুদায় পুরুষের সম্বন্ধ আছে। (অভিপ্রায়—বন্ধন কালকৃত হইলে মুক্তি কথা অর্থশূন্য হয়। কারণ, কাল সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ :—বন্ধন পূর্ব্বোক্ত হেতুতে দেহসম্বন্ধকৃতও নহে। (ভাবার্থ এইযে, পুরুষ পরিপূর্ণ, সর্ব্বব্যাপী, সে বিষয়ে তাহার দেহগণের সহিত সামান্যতঃ সম্বন্ধ আছেই। কাযেই এতৎপক্ষে মুক্তিতে অপ্রসিদ্ধতা, দোষের আপত্তি আছে ॥ ১৩ ॥

নাবস্থাতো দেহধর্ম্মত্বাৎ তস্যাঃ॥ ১৪॥

সঙ্ঘাতবিশেষরূপতাখ্যা দেহরূপা যাবস্থা ন তন্নিমিত্ততোঽপি পুরুষস্য বন্ধঃ। কুতঃ—তস্যা অবস্থায়া দেহধর্ম্মত্বাৎ। অচেতনধর্ম্মত্বাদিত্যর্থঃ। অন্যধর্ম্মস্য সাক্ষাদন্যবন্ধকত্বেঽতিপ্রসঙ্গাৎ। মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তেরিত্যর্থ॥ ১৪॥

ননু পুরুষস্যাপ্যবস্থায়াং কিং বাধকং তত্রাহ—

অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি॥ ১৫॥

ইতি শব্দো হেত্বর্থে। পুরুষস্যাসঙ্গত্বাদবস্থায়া দেহমাত্রধর্ম্মত্বমিতি পূর্ব্বসূত্রেণান্বয়ঃ। পুরুষস্যাবস্থারূপবিকারস্বীকারে বিকারহেতুসংযোগাখ্যঃ সঙ্গঃ প্রসজ্যেতেতিভাবঃ। অসঙ্গত্বে চ শ্রুতিঃ। স যদত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবতি অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইতি। সঙ্গশ্চ সংযোগমাত্রং ন ভবতি। কাল দেশসম্বন্ধস্য পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ। শ্রুতিস্মৃতিষু পদ্মপত্রস্থজলেনেব পদ্মপত্রস্যাসঙ্গতায়াঃ পুরুষাসঙ্গতায়াং দৃষ্টান্ততাশ্রবণাচ্চ॥ ১৫॥

ন কর্ম্মণা, অন্যধর্ম্মত্বাদতিপ্রসক্তেশ্চ॥ ১৬॥

ন হি বিহিতনিষিদ্ধকর্ম্মণাপি পুরুষস্য বন্ধঃ। কর্ম্মণামনাত্মধর্ম্মত্বাৎ। অন্যধর্ম্মেণ সাক্ষাদন্যস্য বন্ধে চ মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তেঃ। ননু স্বস্বোপাধি-

---

সূত্রার্থ:—অবস্থা বিশেষে বন্ধন ঘটনা হইয়াছে, সে কথাও বলিবার উপায় নাই। কারণ, তাহা দেহের; পুরুষের নহে। পুরুষ অসঙ্গস্বভাব ও অপরিণামী। (অবস্থা এ স্থলে দেহরূপ পরিণাম॥ ১৪॥

সূত্রার্থ:—"এই পুরুষ অসঙ্গ" এই শ্রুতি পুরুষের অসঙ্গত্বে প্রমাণ। তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় নির্লিপ্ত ও কূটের ন্যায় নির্ব্বিকার॥ ১৫॥

সূত্রার্থ:—পুরুষ বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের দ্বারাও বদ্ধ নহে। কারণ কর্ম্ম দেহের (চিত্তের) ধর্ম্ম। একের ধর্ম্মে অপরের বন্ধন স্বীকার করা

কর্ম্মণা বন্ধাঙ্গীকারে নায়ং দোষ ইত্যাশয়েন হেত্বন্তরমাহ। অতি-প্রসক্তেশ্চেতি। প্রলয়াদাবপি দুঃখযোগরূপবন্ধাপত্তেশ্চেত্যর্থঃ। সৎ-কার্য্যত্বরবিলম্বতো বিলম্বকল্পনং চ প্রাগেব নিরাকৃতং ন কালযোগ ইত্যাদিসূত্র ইতি॥ ১৬॥

নন্বেবং দুঃখযোগরূপোঽপি বন্ধঃ কর্ম্মসামানাধিকরণ্যানুরোধেন চিত্তস্যৈবাস্তু। দুঃখস্য চিত্তধর্ম্মতায়াঃ সিদ্ধত্বাৎ। কিমর্থং পুরুষস্যাপি কল্প্যতে-বন্ধ ইত্যাশঙ্কায়ামাহ—

বিচিত্রভোগানুপপত্তিরন্যধর্ম্মত্বে॥ ১৭॥

দুঃখযোগরূপবন্ধস্য চিত্তমাত্রধর্ম্মত্বে বিচিত্রভোগানুপপত্তিঃ। পুরুষস্য হি দুঃখযোগং বিনাপি দুঃখ সাক্ষাৎকারাখ্যভোগস্ব কারে সর্ব্বপুরুষ-দুঃখাদীনাং সর্ব্বপুরুষভোগ্যতা স্যান্নিয়ামকাভাবাৎ। ততশ্চায়ং দুঃখ-ভোক্তায়ং চ সুখভোক্তেত্যাদিরূপভোগবৈচিত্র্যং নোপপদ্যেতেত্যর্থঃ। অতো ভোগবৈচিত্র্যোপপত্তয়ে ভোগনিয়ামকতয়া দুঃখাদিযোগরূপো বন্ধঃ পুরুষেঽপি স্বীকার্য্যঃ। স চ পুরুষে দুঃখযোগঃ প্রতিবিম্বরূপ এবেতি প্রাগেবোক্তম্। প্রতিবিম্বশ্চ স্বোপাধিবৃত্তেরেব ভবতীতি ন সর্ব্বপুংসাং সর্ব্বদুঃখভোগ ইতি ভাবঃ। চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্যানাদিঃ স্বস্বামিভাবঃ সম্বন্ধো হেতুরিতি যোগভাষ্যাদয়ং সিদ্ধান্তঃ সিদ্ধঃ। চিত্তে চ পুরুষস্য স্বত্বং স্বভুক্তবৃত্তিবাসনাবত্ত্বমিতি। যৎ তু চিত্তস্যৈব বন্ধমোক্ষৌ ন (· । শ্রুতিস্মৃতিষু গীয়তে তদ্বিম্বরূপদুঃখযোগরূপং পারমার্থিকং বন্ধমাদায় বোধ্যম্॥ ১৭॥

সাক্ষাৎ প্রকৃতিনিমিত্তকত্বমপি বন্ধস্যাপাকরোতি।—

পক্ষে অতিব্যাপ্তি দোষ আছে। অর্থাৎ তবে মুক্ত পুরুষ বদ্ধ না হয়, কেন? এইরূপ আপত্তি হয়। সে আপত্তি অনিবার্য্য॥ ১৬॥

সূত্রার্থ:—বন্ধন (দুঃখ) কেবলমাত্র মনের ধর্ম্ম হইলে ভোগবৈচিত্র্য

প্রকৃতিনিবন্ধনাচ্চেৎ, ন তস্যা অপি পারতন্ত্র্যম্ ॥ ১৮ ॥

ননু প্রকৃতিনিমিত্তো বন্ধো ভবত্বিতি চেন্ন। যতস্তস্যা অপি বন্ধকত্বে সংযোগপারতন্ত্র্যমুত্তরত্র বক্ষ্যমাণমস্তি। সংযোগবিশেষং বিনাপি বন্ধকত্বে প্রলয়াদাবপি দুঃখবন্ধ প্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। প্রকৃতিনিবন্ধনা চেদিতি পাঠে তু প্রকৃতিনিবন্ধনা চেদ্বন্ধনেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অতো যৎপরতন্ত্রা প্রকৃতির্বন্ধকারণং সম্ভবেৎ তস্মাদেব সংযোগবিশেষাদৌপাধিকো বন্ধোঽগ্নিসংযোগাজ্জলৌষ্ণ্যবদিতি। স্বসিদ্ধান্তমনেনৈব প্রসঙ্গেনান্তরাল এবাবধারয়তি।

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোগাদৃতে ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ তদ্যোগাদৃতে প্রকৃতিসংযোগং বিনা ন পুরুষস্য তদ্যোগো বন্ধসম্পর্কোঽস্তি। অপি তু তত এব বন্ধঃ। বন্ধস্যৌপাধিকত্বলাভায় নঞ্দ্বয়েন বক্রোক্তিঃ। যদি হি বন্ধঃ প্রকৃতিসংযোগজন্যঃ স্যাৎ পাকজরূপবৎ তদা তদ্বদেব তদ্বিয়োগেঽপ্যনুবর্ত্তেত। ন চ দ্বিতীয়-

উপপন্ন হয় না। (সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকারের নাম ভোগ, সুতরাং পুরুষের সহিত সে সকলের কোন না কোন রূপ সম্পর্ক ঘটনা হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অন্যথা সকল পুরুষ সকল দুঃখ ভোগ না করে কেন ? এইরূপ আপত্তি উঠিবে ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ :—প্রকৃতি আছে, এইমাত্র কারণে পুরুষ বদ্ধ নহে। কারণ, প্রকৃতিও কোন কিছুর (সংযোগের) অধীন না হইয়া বন্ধন (পুরুষে দুঃখার্পণ) করিতে পারে না ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ :—নিত্যশুদ্ধাদিস্বভাব পুরুষের বন্ধন (দুঃখযোগ) প্রকৃতি যোগ ব্যতীত সম্ভব হয় না।

(কেহ কেহ বলেন, অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান কারণে আত্মার বন্ধন। সে কথা সঙ্গত নহে। কেন ? তাহা বলিতেছেন ॥ ১৯ ॥

ক্ষণাদের্দুঃখনাশকত্বং কস্মাৎ কারণনাশস্য কার্য্যনাশকত্বয়াঃ কৢপ্তত্বেন তেনৈবোপপত্তাবস্মাভিস্তদকল্পনাৎ। বৃত্তিহি দুঃখাদেরুপাদানম্‌। অতো দীপশিখাবৎ ক্ষণভঙ্গুরায়া বৃত্তেরাশুবিনাশিত্বেনৈব তদ্ধর্ম্মাণাং দুঃখেচ্ছাদীনাং বিনাশঃ সম্ভবতীতি। অতঃ প্রকৃতিবিয়োগে বন্ধাভাবাদৌপাধিক এব বন্ধো ন তু স্বাভাবিকো নৈমিত্তিকো বেতি। তথা সংযোগনিবৃত্তিরেব সাক্ষান্মোক্ষোপায় ইত্যপি বক্রোক্তিফলম্‌। তথা চ স্মৃতিঃ— "যথা জলদগৃহাশ্লিষ্টগৃহং বিচ্ছিদ্য রক্ষ্যতে। তথা সদোষপ্রকৃতিবিচ্ছিন্নোয়ং ন শোচতি ॥" ইতি বৈশেষিকাণামিব পারমার্থিকো দুঃখযোগ ইতি ভ্রমো মা ভূদিত্যেতদর্থং নিত্যেত্যাদি। যথা স্বভাবশুদ্ধস্য স্ফটিকস্য রাগযোগো ন জপাযোগং বিনা ঘটতে তথৈব নিত্যশুদ্ধাদিস্বভাবস্য পুরুষস্যোপাধিসংযোগং বিনা দুঃখসংযোগো ন ঘটতে স্বতো দুঃখাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং সৌরে। "যথা হি কেবলো রক্তঃ স্ফটিকো লক্ষ্যতে জনৈঃ। রঞ্জকাদ্যুপধানেন তদ্বৎ পরমপুরুষঃ ॥" ইতি। নিত্যত্বং কালানবচ্ছিন্নত্বম্‌। শুদ্ধাদিস্বভাবত্বং চ নিত্যশুদ্ধত্বাদিকম্‌। তত্র নিত্যশুদ্ধত্বং সদা পাপপুণ্যশূন্যত্বম্‌। নিত্যবুদ্ধত্বমলুপ্তচিদ্রূপত্বম্‌। নিত্যমুক্তত্বং সদা পারমার্থিকদুঃখাযুক্তত্বম্‌। প্রতিবিম্বরূপদুঃখযোগস্ত্বপারমার্থিকো বন্ধ ইতি ভাবঃ। আত্মনো নিত্যশুদ্ধত্বাদৌ চ শ্রুতিঃ। অয়মাত্মা সন্মাত্রো নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সত্যো মুক্তো নিরঞ্জনো বিভুরিত্যাদিঃ। নন্বস্য মননশাস্ত্রত্বাদত্রার্থে যুক্তিরপি বক্তব্যেতি চেৎ সত্যম্‌। ন তদ্‌যোগস্তদযোগাদৃত ইত্যনেন নিত্যশুদ্ধত্বাদৌ যুক্তিরপ্যুক্তৈব। তত্রাহি আত্মনো নিত্যত্ববিভুত্বাদিকং তাবন্ন্যায়াদিদর্শনেম্বেব সাধিতম্‌। তত্র নিত্যস্য বিভোরাত্মনো যদ্‌যোগং বিনা দুঃখাদ্যখিলবিকারৈর্যোগো ন ভবতি তস্যৈবান্তঃকরণস্য তদুপাদানকারণত্বমেব যুক্তং লাঘবাৎ। সর্ব্ববিকারেম্বন্তঃকরণস্যৈবান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং চ। ন পুনরন্তর্ব্বিকারেষু মনসো নিমিত্তত্বমাত্মনশ্চোপাদানত্বং যুক্তং কারণদ্বয়কল্পনে গৌরবাৎ। নন্বহং সুখী দুঃখী করোমীত্যা-

ন্যস্তুক্তবাদাত্মনো বিকারোপাদানত্বসিদ্ধিরিতি চেন্ন। অহং গৌর ইত্যাদি-ভ্রমশতান্তঃপাতিত্বেনাপ্রামাণ্যশঙ্কাস্কন্দিততয়োক্তপ্রত্যক্ষাণামুক্ততর্কানুগৃহীতানুমানাপেক্ষয়া দুর্ব্বলত্বাৎ। আত্মনশ্চিন্মাত্রত্বে তু যুক্তিরগ্রে বক্ষ্যত ইতি দিক্। অস্য সূত্রস্যৈবার্থঃ কারিকয়াপ্যুক্তঃ। "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্। গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥" ইতি। কর্ত্তৃত্বমত্র দুঃখিত্বাদিসকলবিকারোপলক্ষণম্। তথা যোগসূত্রেঽপ্যস্য সূত্রস্যৈবার্থ উক্তঃ। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুরিতি। গীতায়াং চ—"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।" ইতি। প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতৌ সংযুক্তঃ। তথা চ শ্রুতাবপি। "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ।" ইতি। ন চ কালাদিবদেব প্রকৃতিসংযোগোঽপি মুক্তামুক্তপুরুষসাধারণতয়া কথং বন্ধহেতুরিতি বাচ্যম্। জন্মাপরনাম্নঃ স্বস্ববুদ্ধিভাবাপন্নপ্রকৃতিসংযোগবিশেষস্যৈবাত্র সংযোগশব্দার্থত্বাৎ। যোগভাষ্যে ব্যাসৈস্তথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ। বুদ্ধিবৃত্ত্যুপাধিনৈব পুরুষ দুঃখযোগাচ্চ। বৈশেষিকাদিবদেব ভোগজনকতাবচ্ছেদকত্বেনান্তঃকরণসংযোগে বৈজাত্যং চাস্মাভিরপীষ্টম্। অতো ন সুষুপ্ত্যাদৌ ভোগপ্রসঙ্গঃ। স্বস্বভুক্তবৃত্তিবাসনাবত্ত্বঞ্চ যৎকিঞ্চিদ্‌বৃত্তিতৎসংস্কারপ্রবাহাঽপ্যনাদিরতঃ স্বস্বামিভাবব্যবস্থেতি। কশ্চিৎ তু প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংযোগাঙ্গীকারে পুরুষস্য পরিণামসঙ্গৌ প্রসজ্যেয়াতাম্। অতোঽত্রাবিবেক এব যোগশব্দার্থো ন তু সংযোগ ইতি। তন্ন—তদ্‌যোগোঽপ্যবিবেকাদিতি সূত্রেণাবিবেকস্য যোগহেতুতায়া এব সূত্রকারেণ বক্ষ্যমাণত্বাৎ। "স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ" "তস্য হেতুরবিদ্যে"তিসূত্রাভ্যাং পাতঞ্জলেঽপি সংযোগহেতুত্বস্যৈবাবিদ্যায়া উক্তত্বাচ্চ। কিঞ্চ বিবেকাভাবরূপস্যাবিবেকস্য সংযোগত্বে প্রলয়াদাবপি প্রকৃতিপুরুষসংযোগসত্ত্বেন ভোগাদ্যাপত্তিঃ। মিথ্যাজ্ঞানরূপস্যাবিবেকস্য চ সংযোগত্বে আত্মাশ্রয়ঃ পুম্প্রকৃতিসংযোগস্যাজ্ঞানাদিহেতুত্বাদিতি। তস্মাদবিবেকাতিরিক্তো যোগো বক্তব্যঃ। স চ সংযোগ

এবান্যস্যাপ্রামাণিকত্বাৎ। সংযোগশ্চ ন পরিণামঃ সামান্যগুণাতিরিক্ত-ধর্ম্মোৎপত্তৈব্যেব পরিণামিত্বব্যবহারাৎ। অন্যথা কূটস্থস্য সর্ব্বগতত্বরূপ-বিভুত্বানুপপত্তেঃ। নাপি সংযোগমাত্রং সঙ্গঃ পরিণামহেতুসংযোগস্যৈব সঙ্গশব্দার্থতায়া বক্তব্যত্বাদিতি। নমু তথাপি কথং নিত্যয়োঃ বিভ্বোঃ প্রকৃতিপুরুষয়োর্ম্মহদাদিহেতুরনিত্যঃ সংযোগো ঘটেত ইতি চেন্ন। প্রকৃতেঃ পরিচ্ছিন্না পরিচ্ছিন্নত্রিবিধগুণসমুদায়রূপতয়া পরিচ্ছিন্নগুণাবচ্ছেদেন পুরুষ-সংযোগোৎপত্তেঃ সম্ভবাৎ। শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বাৎ প্রকৃতিসংযোগস্যো-ভয়োরিতি। এতচ্চ যোগবার্ত্তিকে প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ। অপরস্তু ভোগ্য-ভোক্তৃযোগ্যতৈবানয়োঃ সংযোগ ইত্যাহ। তদপি ন—যোগ্যতায়া নিত্যত্বে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বানুপপত্তেঃ। অনিত্যত্বে কিমপরাদ্ধং সংযোগেন পরিণামিত্বাপত্তেঃ সমানত্বাৎ। ভোগ্যভোক্তৃযোগ্যতায়াঃ সংযোগরূপত্বস্য সূত্রাদিষনুক্তত্বেনাপ্রামাণিকত্বাচ্চেতি। তস্মাৎ সংযোগবিশেষ এবাত্র বন্ধাখ্যহেয়হেতুতয়া সূত্রকারাভিপ্রেত ইতি স্বয়ং বন্ধহেতুরবধারিতঃ॥ ১৯॥

ইদানীং নাস্তিকাভিপ্রেতা অপি বন্ধহেতবো নিরাকর্ত্তব্যাঃ। তত্র—"ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।" ইত্যনুশাসনাদিসিদ্ধাঃ ক্ষণিকবিজ্ঞানাদ্বৈতবাদিনো বৌদ্ধপ্রভেদা এবমাহুঃ। নাস্তি প্রকৃত্যাদি বাহ্যং বস্বন্যৎ। যেন তৎসংযোগাদৌপাধিকস্তাত্বিকো বা বন্ধঃ স্যাৎ। কিন্তু ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্তানমাত্রমদ্বিতীয়ং তত্ত্বম্ অন্যৎ সর্ব্বং সাংবৃত্তিকং সংবৃত্তিশ্চাবিদ্যা মিথ্যাজ্ঞানাখ্যা তত এব বন্ধ ইতি। তথা চ তৈরুক্তম্—"অভিন্নোঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসনিদর্শনৈঃ। গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তি-ভেদবানিব লক্ষ্যতে।" ইতি। তন্মতমাদৌ নিরাক্রিয়তে।—

নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ॥ ২০॥

অপিশব্দঃ পূর্ব্বোক্তকালাদ্যপেক্ষয়া। অবিদ্যাতোঽপি ন সাক্ষাদ্বন্ধযোগঃ।

সূত্রার্থঃ—মিথ্যা জ্ঞান বাসনার নাম অবিদ্যা, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

অদ্বৈতবাদিনাং তেষামবিদ্যায়া অপ্যবস্তুত্বেন তয়া বন্ধানৌচিত্যাৎ। ন হি স্বাপ্নরজ্জ্বা বন্ধনং দৃষ্টমিত্যর্থঃ। বন্ধোঽপ্যবাস্তব ইতি চেন্ন। স্বয়ং সূত্রকারেণ নিরাকরিষ্যমাণত্বাৎ। বিজ্ঞানাদ্বৈতশ্রবণোত্তরং বন্ধনিবৃত্তয়ে যোগাভ্যাসাভ্যুপগমবিরোধাচ্চ। বন্ধমিথ্যাত্বশ্রবণেন বন্ধনিবৃত্ত্যাখ্যফলসিদ্ধত্বনিশ্চয়াৎ তদর্থং বহ্বায়াসসাধ্যযোগাঙ্গানুষ্ঠানাসম্ভবাদিতি ॥ ২০ ॥

বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ ॥ ২১ ॥

যদি চাবিদ্যায়া বস্তুত্বং স্বীক্রিয়তে তদা স্বাভ্যুপগতস্যাবিদ্যানৃতস্য হানিরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ ॥ ২২ ॥

কিঞ্চাবিদ্যায়া বস্তুত্বে ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্তানাদ্বিজাতীয়ং দ্বৈতং প্রসজ্যেত। তচ্চ ভবতামনিষ্টমিত্যর্থঃ, সন্তানান্তঃপাতিব্যক্তীনামানন্ত্যাৎ সজাতীয়দ্বৈতমিষ্যত এবেত্যাশয়েন বিজাতীয়েতি বিশেষণম্। নন্ববিদ্যায়া অপি জ্ঞানবিশেষত্বাদবিদ্যয়াপি কথং বিজাতীয়দ্বৈতমিতি চেন্ন। জ্ঞানরূপাবিদ্যায়া বন্ধোত্তরকালীনতয়া বাসনারূপাবিদ্যায়া এব তৈর্বন্ধ-

---

বন্ধকারণ হইতে পারে না। অবিদ্যা বস্তু নহে, মিথ্যা বা তুচ্ছ, সে কারণ, তাহার দ্বারা বন্ধন, এ কথা অযুক্ত ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ:—বস্তু বলিলে সিদ্ধান্ত ক্ষতি হইবে। (অবিদ্যা বস্তু নহে, এই যে তন্মতীয় সিদ্ধান্ত, এ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ:—তাহাতে বিজাতীয় দ্বৈত থাকার আপত্তিও হয়। (অবিদ্যাবাদীরা বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু মানেন না। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানাদ্বৈতই তত্ত্ব। অবিদ্যা বিজ্ঞানজাতীয় নহে অথচ তাহা তত্ত্ব অর্থাৎ বস্তুভূত, এরূপ হইলে কাযেই বিজ্ঞানের বিজাতীয় অন্য পদার্থ থাকা স্বীকার করা হয় ॥ ২২ ॥

তেতুত্বাভ্যুপগমাৎ। বাসনা তু জ্ঞানাদ্বিজাতীয়ৈবেতি। এভিশ্চ সূত্রৈর্ব্রহ্মমীমাংসাসিদ্ধান্তো নিরাক্রিয়ত ইতি ভ্রমো ন কর্ত্তব্যঃ। ব্রহ্মমীমাংসায়াং কেনাপি সূত্রেণাবিদ্যামাত্রতো বন্ধস্যানুক্তত্বাৎ। অবিভাগো বচনাদিত্যাদিসূত্রৈর্ব্রহ্মমীমাংসায়া অভিপ্রেতস্যাবিভাগলক্ষণাদ্বৈতস্যাবিদ্যাদিবাস্তবত্বেঽপ্যবিরোধাচ্চ। যৎ তু বেদান্তিব্রুবাণামাধুনিকস্য মায়াবাদস্যাত্র লিঙ্গং দৃশ্যতে তৎ তেষামপি বিজ্ঞানবাদ্যেকদেশিত্বয়া যুক্তমেব। "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ। ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥" ইত্যাদি পদ্মপুরাণস্থশিববাক্যপরম্পরাভ্যঃ। ন তু তদ্বেদান্তমতম্। "বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।" ইতি তদ্বাক্যশেষাদিতি। মায়াবাদিনোঽত্র ন চ সাক্ষাৎ প্রতিবাদিত্বং বিজাতীয়েতিবিশেষণবৈয়র্থ্যাৎ। মায়াবাদে সজাতীয়াদ্বৈতস্যাপ্যনভ্যুপগমাদিতি। তস্মাদত্র প্রকরণে বিজ্ঞানবাদিনাং বন্ধহেতুব্যবস্থৈব সাক্ষান্নিরাক্রিয়তে। অনয়ৈব চ রীত্যা নবীনানামপি প্রচ্ছন্নবৌদ্ধানাং মায়াবাদিনামবিদ্যামাত্রস্য তুচ্ছস্য বন্ধহেতুত্বং নিরাকৃতং বেদিতব্যম্। অস্মন্মতে ত্ববিদ্যায়াঃ কূটস্থনিত্যতারূপপারমার্থিকত্বাভাবেঽপি ঘটাদিবদ্বাস্তবত্বেন বক্ষ্যমাণসংযোগদ্বারা বন্ধহেতুত্বে যথোক্তবাধানবকাশঃ। এবং যোগমতে ব্রহ্মমীমাংসামতেঽপীতি" ২২॥ শঙ্কতে—

বিরুদ্ধোভয়রূপা চেৎ॥ ২৩॥

নম্বু বিরুদ্ধং যদুভয়ং সদসচ্চ সদসদ্বিলক্ষণং বা তদ্রূপৈবাবিদ্যা বক্তব্যা, অতো ন তয়া পারমার্থিকাদ্বৈতভঙ্গ ইতি চেদিত্যর্থঃ। স্বয়ং তু সদসত্বং প্রপঞ্চস্য যদ্বক্ষ্যতি তত্র সত্বাসত্বে ব্যক্তাব্যক্তত্বরূপত্বাদ্বিরুদ্ধে এব ন ভবত ইতি সূচয়িতুং বিরুদ্ধপদোপাদানম্॥ ২৩॥

পরিহরন্তি—

সূত্রার্থ:—যদি বল আমরা তাহাকে বিরুদ্ধ উভয়রূপিণী অর্থাৎ সত্য মিথ্যা দ্বিরূপিণী বলি॥ ২৩॥

ন তাদৃক্পদার্থাপ্রতীতেঃ ॥ ২৪ ॥

সুগমম্। অপি চাবিদ্যায়াঃ সাক্ষাদেব দুঃখযোগাখ্যবন্ধহেতুত্বে জ্ঞানেনাবিদ্যাক্ষয়ানন্তরং প্রারব্ধভোগানুপপত্তিঃ। বন্ধপর্য্যায়স্য দুঃখ-ভোগস্য কারণনাশাদিতি। অস্মদাদিমতে তু নায়ং দোষঃ সংযোগদ্বারৈবা-বিদ্যাকর্ম্মাদীনাং বন্ধহেতুত্বাৎ। জন্মাখ্যশ্চ সংযোগঃ প্রারব্ধসমাপ্তিং বিনা ন নশ্যতীতি ॥ ২৪ ॥

পুনঃ শঙ্কতে—

ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ ॥ ২৫ ॥

নন্বু বৈশেষিকাদ্যাস্তিকবন্ন বয়ং ষট্ষোড়শাদিনিয়তপদার্থবাদিনঃ। অতোঽপ্রতীতোঽপি সদসদাত্মকঃ সদসদ্বিলক্ষণো বা পদার্থোঽবিদ্যেত্য-ভ্যুপেয়মিতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

পরিহরতি—

অনিয়তত্বেঽপি নাযৌক্তিকস্য সংগ্রহোঽন্যথা বালোন্মত্তাদিসমত্বম্ ॥ ২৬ ॥

পদার্থনিয়মো মাস্তু তথাপি ভাবাভাববিরোধেন যুক্তিবিরুদ্ধস্য সদ-

সূত্রার্থ:—আমরা দেখিতেছি, তোমরা তাহাও বলিতে পার না। কারণ, সেরূপ পদার্থ প্রতীত হয় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্ত না থাকায় সেরূপ পদার্থ অসিদ্ধ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ:—তোমরা হয় ত বলিবে, আমরা বৈশেষিকাদির ন্যায় ষট্পদার্থবাদী অথবা ষোড়শপদার্থবাদী নহি। [অভিপ্রায় এই যে, যাহারা নিয়ম বাঁধিয়া পদার্থের সংখ্যা নির্দ্দেশ করে তাহাদের মতে অতিরিক্ত স্বীকার দোষাবহ। অনিয়ত পদার্থবাদী আমাদের মতে অতিরিক্ত স্বীকার দূষ্য নহে।] ইহার প্রত্যুত্তর—॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ:—নিয়মিত পদার্থ স্বীকৃত নাই বলিয়া অযৌক্তিক (যুক্তি

সদাত্মকপদার্থস্য সংগ্রহো ভবদ্বচনমাত্রাচ্ছিষ্যাণাং ন সম্ভবতি। অন্যথা বালকাদ্যুক্তস্যাপ্যযৌক্তিকস্য সংগ্রহঃ স্যাদিত্যর্থঃ। শ্রুত্যাদিকং চাস্মিন্নর্থে স্ফুটং নাস্তি যুক্তিবিরোধেন চ সন্দিগ্ধশ্রুতেরর্থান্তরসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। "নাসদ্রূপা ন সদ্রূপা মায়া নৈবোভয়াত্মিকা। সদসদ্ভ্যামনির্ব্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী॥" ইত্যাদিসৌরাদিবাক্যানাং ত্বয়মর্থঃ। "বিকারজননীং মায়ামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্।" ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধা মায়াখ্যা প্রকৃতিঃ পরমার্থাসতী ন ভবতি পূর্ব্বপূর্ব্ববিকাররূপৈঃ প্রতিক্ষণমপায়াৎ। নাপি পরমার্থাসতী ভবত্যর্থাক্রিয়াকারিত্বেন শশশৃঙ্গবিলক্ষণত্বাৎ। নাপি তদুভয়াত্মিকা বিরোধাচ্চ। অতঃ সদসদ্ভ্যামনির্ব্বাচ্যা সত্যেবেত্যসত্যেবেতি চ নির্দ্ধার্য্যোপদেষ্টুমশক্যা। কিন্তু মিথ্যাভূতা লয়াখ্যব্যাবহারিকাসত্ত্ববতী পরিণামিনিত্যতারূপব্যাবহারিকসত্ত্ববতী চেতি। এতচ্চাগ্রে প্রপঞ্চয়িষ্যাম ইতি দিক্। এতৎপ্রকরণোপন্যস্তানি চ সর্ব্বাণ্যেব দূষণান্যাধুনিকেঽপি মায়াবাদে যোজনীয়ানি॥ ২৬॥

অপরে নাস্তিকা আহুঃ ক্ষণিকা বাহ্যবিষয়াঃ সন্তি তেষাং বাসনয়া জীবস্য বন্ধ ইতি তদপি দূষয়তি।

নাঽনাদিবিষয়োপরাগনিমিত্তকোঽপ্যস্য॥ ২৭॥

অস্যাত্মনঃ প্রবাহরূপেণানাদির্যা বিষয়বাসনা তন্নিমিত্তকোঽপি বন্ধো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। নিমিত্ততোঽপ্যস্যেতি পাঠস্তু সমীচীনঃ॥ ২৭॥

অত্র হেতুমাহ।—

বিরুদ্ধ) পদার্থ সংগ্রহ করিতে পার না। করিলে বালকের ও উন্মত্তের সমান হইবে।

[কেহ কেহ বলেন, বাহিরে যে ক্ষণভঙ্গুর দৃশ্য দেখা যায় তাহারই বাসনাত্মক সংস্কার বন্ধনের হেতু। সম্প্রতি সেই মত নিরাকৃত হইতেছে]॥ ২৬॥

সূত্রার্থঃ—প্রবাহরূপে অনাদি, এরূপ বিষয় বাসনা হইতেও পুরুষের

ন বাহ্যাভ্যন্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবেঽপি দেশব্যবধানাৎ শ্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব ॥ ২৮ ॥

তন্মতে পরিচ্ছিন্নো দেহান্তঃস্থ এবাত্মা তস্যাভ্যন্তরস্য ন বাহ্যবিষয়েণ সহো পরঞ্জ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি সম্ভবতি। কুতঃ—স্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব দেশব্যবধানাদিত্যর্থঃ। সংযোগে সত্যেব হি বাসনাখ্য উপরাগো দৃষ্টঃ। যথা মঞ্জিষ্ঠাবস্ত্রয়োঃ যথা বা পুষ্পস্ফটিকয়োরিতি। অপিশব্দেন স্বমতেঽপি সংযোগাভাবাদিঃ সমুচ্চীয়তে। স্রুঘ্নপাটলিপুত্রৌ বিপ্রকৃষ্টৌ দেশবিশেষৌ ॥ ২৮ ॥

নন্বু ভবতামিন্দ্রিয়াণামিবাস্মাকমাত্মনো বিষয়দেশে গমনাদ্বিষয়-সংযোগেন বিষয়োপরাগো বক্তব্যস্তত্রাহ।—

দ্বয়োরেকদেশলব্ধোপরাগান্ন ব্যবস্থা ॥ ২৯ ॥

দ্বয়োর্ব্বদ্ধমুক্তাত্মনোরেকস্মিন্ বিষয়দেশে লব্ধবিষয়োপরাগান্ন বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থা স্যাৎ। মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অত্র শঙ্কতে—

বন্ধন নহে। (বাসনা ও উপরাগ সমান কথা। দৃশ্য দর্শনের সংস্কার বিশেষ উপরাগ ও বাসনা নামে খ্যাত ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থঃ—দেশ ব্যবধান থাকায় শ্রুঘ্নদেশস্থ ও পাটলিপুত্রস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের ন্যায় বহিঃস্থের ও অন্তঃস্থের উপরজ্য-উপরঞ্জক-ভাব অসম্ভব। অভিপ্রায় এই যে, সংযোগ ব্যতীত কেহ কাহার বাস্য ও বাসক হয় না। বস্ত্র ও কুসুম সংযুক্ত হইলেই কুসুম বস্ত্রের বাসক ও বস্ত্র কুসুমের বাস্য হয়; অসংযুক্ত থাকিলে হয় না। অতএব, আত্মা অন্তরে, বিষয় বাহিরে, মধ্যে শরীর; সুতরাং ব্যবধান থাকায় সংযোগ হয় না; সংযোগ না হওয়ায় বাস্য বাসক বা উপরজ্য উপরঞ্জক হয় না ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থঃ—আত্মাও ইন্দ্রিয়ের ন্যায়, বিষয় দেশে যায় বলিলে বদ্ধ মুক্ত

অদৃষ্টবশাচ্চেৎ ॥ ৩০ ॥

নন্বেকদেশসম্বন্ধেন বিষয়সংযোগসাম্যেঽপ্যদৃষ্টবশাদেবোপরাগলাভ ইতি চেদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

পরিহরতি—

ন দ্বয়োরেককালাযোগাদুপকার্য্যোপকারকভাবঃ ॥ ৩১ ॥

ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাদ্দ্বয়োঃ কর্ত্তৃভোক্ত্রোরেককালাসত্ত্বেন নোপকার্য্যোপকারকভাবঃ। ন কর্ত্তৃনিষ্ঠাদৃষ্টেন ভোক্তৃনিষ্ঠো বিষয়োপরাগঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ শঙ্কতে—

পূর্ব্বকর্ম্মবদিতি চেৎ ॥ ৩২ ॥

নন্থ যথা পিতৃনিষ্ঠেন পুত্রকর্ম্মণা পুত্রস্যোপকারো ভবতি তদ্বদ্ব্যধিকরণেনৈবাদৃষ্টেন বিষয়োপরাগঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

দৃষ্টান্তাসিদ্ধ্যা পরিহরতি।—

উভয়েরই বিষয়োপরাগ হইতে পারে, তাহাতে বন্ধ মুক্তি ব্যবস্থা রহিত হয়। অর্থাৎ মুক্তাত্মাও বদ্ধ হইতে পারে ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ:—বাসনা বা উপরাগ অদৃষ্টাধীন জন্মে বলিবে, তাহাও পারিবে না। (মুক্তাত্মার অ ষ্ট থাকে না, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে তাহার বিষয়োপরাগ হয় না, এ কথা তোমরা বলিতে পার না ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ:—তোমাদের মতে কর্ত্তা ও ভোক্তা এই দুএর সহাবস্থিতি না হওয়ায় উপকার্য্য-উপকারক-ভাব ঘটে না। অর্থাৎ তোমাদের মতে সব ক্ষণিক দ্বিতীয় ক্ষণে থাকে না, সুতরাং যে কালে কর্ত্তা থাকে সে কালে ভোক্তার অভাব হয়। কাযেই তোমাদের মতে কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট হওয়া ও থাকা ঘটে না ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ:—তোমরা হয় ত বলিবে, পিতা পুত্রের সংস্কারার্থ

**নাস্তি হি তত্র স্থির একাত্মা যো গর্ভা-
ধানাদিনা সংস্ক্রিয়তে ॥ ৩৩ ॥**

পুত্রেষ্ট্যাপি তন্মতে পুত্রস্যোপকারো ন ঘটতে হি যস্মাৎ তত্র তন্মতে গর্ভাধানমারভ্য জন্মপর্য্যন্তং স্থায়ী এক আত্মা নাস্তি যো জন্মোত্তরকালীন-কর্ম্মাধিকারার্থং পুত্রেষ্ট্যা সংস্ক্রিয়েতেতি দৃষ্টান্তস্যাপ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অস্মন্মতে তু স্থৈর্য্যাভ্যুপগমাৎ তত্রাপ্যদৃষ্টসামানাধিকরণ্যমেবাস্তি পুত্রেষ্ট্যা জনিতেন পুত্রোপাধিনিষ্ঠাদৃষ্টেনৈব পুত্রোপাধিদ্বারা পুত্রস্যোপ-কারাদিত্যস্মন্মতেঽপি ন দৃষ্টান্তাসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

নমু বন্ধস্যাপি ক্ষণিকত্বাদনিয়তকারণকোঽভাবকারণকো বা বন্ধোঽস্তি-ত্যাশয়েনাপরো নাস্তিকঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে।

স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বম্ ॥ ৩৪ ॥

বন্ধস্যেতি শেষঃ। ভাবস্তূক্ত এব। অত্রায়ং প্রয়োগঃ বিবাদাস্পদং বন্ধাদি ক্ষণিকং সত্বাদ্দীপশিখাদিবদিতি। ন চ ঘটাদৌ ব্যভিচারস্তস্যাপি পক্ষসমত্বাৎ। এতদেবোক্তং স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেরিতি ॥ ৩৪ ॥

সমাধত্তে—

জাতকর্ম্মাদি কার্য্য করে, তজ্জনিত শুভাদৃষ্ট পুত্রের উপকার সাধন করে, তদ্দৃষ্টান্তে কর্ত্তৃনিষ্ঠ অদৃষ্ট ভোক্তার অদৃষ্ট জন্মাইবে ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ :—কিন্তু আমরা বলিব. তোমরা 'তাহা বলিতে পার না।) গর্ভাধানাদির দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারে, তোমাদের মতে সেরূপ স্থায়ী আত্মা স্বীকার নাই ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ :—তোমাদের মতে সমুদয় কার্য্যই (জন্যবস্তু) অস্থির অর্থাৎ ক্ষণিক; এক ক্ষণের অধিক থাকে না। সুতরাং বন্ধনও ক্ষণিক। (পরকীয় মতে যে জন্য বস্তুর ক্ষণিকত্ব অবধারণ আছে, এই অবসরে তাহা নিরাকৃত হউক ॥ ৩৪ ॥

ন প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ ॥ ৩৫ ॥

ন কস্যাপি ক্ষণিকত্বমিতি শেষঃ। যদেবাহমদ্রাক্ষং তদেবাহং স্পৃশামীত্যাদিপ্রত্যভিজ্ঞয়া স্থৈর্য্যসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বস্য বাধাৎ। প্রতিপক্ষানুমানেনেত্যর্থঃ। তদ্‌যথা বস্ত্বাদি স্থিরং সত্ত্বাদ্ঘটাদিবদিতি। অস্যমত এবানুকূলতর্কসত্ত্বেন ন সৎপ্রতিপক্ষতা। প্রদীপাদৌ চ সূক্ষ্মানেকক্ষণানাকলনেন ক্ষণিকত্বভ্রম এব পরেষামিতি ॥ ৩৫ ॥

শ্রুতিন্যায়বিরোধাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ তম এবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যাদিশ্রৌতাদিযুক্তিভিশ্চ কার্য্যকারণাত্মকাখিলপ্রপঞ্চে ক্ষণিকত্বানুমানস্য বিরোধান্ন ক্ষণিকত্বং কস্যাপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

প্রদীপশিখাদিদৃষ্টান্তে ক্ষণিকত্বাসিদ্ধেশ্চ ন ক্ষণিকত্বানুমানমিত্যর্থঃ ॥৩৭॥

কিঞ্চ ক্ষণিকতাবাদিনাং মৃদ্ঘটাদিস্থলেঽপি কার্য্যকারণভাবঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যন্যথানুপপত্তিসিদ্ধো নোপপদ্যেতেত্যাহ।

সূত্রার্থ :—বন্ধন কেন, কোন বস্তু ক্ষণিক নহে। ক্ষণিকত্ব পক্ষ প্রত্যভিজ্ঞাবাধিত। জ্ঞাত জ্ঞানের নাম প্রত্যভিজ্ঞা, তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রমাণ। যে আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি সেই আমিই তাহা দেখিতেছি, এই একটী প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান, এইরূপ জ্ঞান দ্রষ্টার ও দৃশ্যের স্থায়িত্ব সাধক প্রমাণ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ :—ক্ষণিক বাদ শ্রুতি যুক্ত উভয়-প্রমাণ-বিরুদ্ধ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ :—দীপের দৃষ্টান্তে সমুদয় পদার্থের ক্ষণিকত্ব অনুমান সিদ্ধ হয় না। কারণ] মূল দৃষ্টান্তটী অসিদ্ধ। [দীপ ক্ষণিক কি স্থায়ী তাহা স্থির না থাকায় সংশয়ভুক্ত ; সুতরাং তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত উভয়বাদিসম্মত হওয়া আবশ্যক ॥ ৩৭ ॥

যুগপজ্জায়মানয়োর্ন কার্য্যকারণভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

কিং যুগপজ্জায়মানয়োঃ কার্য্যকারণভাবঃ কিং বা ক্রমিকয়োঃ। তত্র নাদ্যো বিনিগমকাভাবাদিভ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

নান্ত্য ইত্যাহ—

পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ ॥ ৩৯ ॥

পূর্ব্বস্য কারণস্যাপায়কাল উত্তরস্য কার্য্যস্যোৎপত্ত্যনৌচিত্যাদপি ন ক্ষণিকবাদে সম্ভবতি কার্য্যকারণভাবঃ। উপাদানকারণানুগতত্বৈব কার্য্যানুভবাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

উপাদানকারণমধিকৃত্যৈব দূষণান্তরমাহ।

তদ্ভাবে তদযোগাদুভয়ব্যভিচারাদপি ন ॥ ৪০ ॥

যতঃ পূর্ব্বস্য ভাবকাল উত্তরস্যাসম্বন্ধোঽত উভয়ব্যভিচারাদন্বয়ব্যতিরেক-ব্যভিচারাদপি ন কার্য্যকারণভাব ইত্যর্থঃ। তথাহি যদোপাদেয়োৎপত্তি-

---

সূত্রার্থ :—[অগ্রপশ্চাদ্ভাব ব্যতীত কার্য্যকারণ ব্যবস্থা হয় না বা থাকে না। ক্ষণিকবাদী মৃত্তিকার ও ঘটের অগ্রপশ্চাদ্ভাব আছে বলিতে পারেন না। নাই বলিতেও পারেন না। তন্মতে আছে বলা যুক্তিবিরুদ্ধ এবং নাই বলিলেও] এক সময়োৎপন্ন বস্তু দ্বয়ের কোন্‌টী কার্য্য ও কোন্‌টী কারণ তাহা স্থির হয় না ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ :—ক্ষণধ্বংশ-বাদের সিদ্ধান্তে, কারণ পদার্থ দ্বিতীয় ক্ষণে থাকে না। সুতরাং কারণের অভাব ক্ষণে উত্তরের অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি হওয়া অযুক্ত বা অসম্ভব হয় ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ :—যে ক্ষণে কারণের অবস্থিতি, সে ক্ষণে অনুৎপন্নতা বিধায় কার্য্যের সহিত তাহার অসম্বন্ধ। সুতরাং ক্ষণিক বাদে অন্বয় ও ব্যতিরেক এই দুই যুক্তির ব্যভিচার থাকায় কে কাহার কারণ তাহা অবধারিত হয় না। কার্য্যকারণভাবের বোধক অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তি

স্তদোপাদানং যদা চোপাদানাভাবস্তদোপাদেয়োৎপত্ত্যভাব ইত্যন্বয়ব্যতি-রেকৈনৈবোপাদানোপাদেয়য়োঃ কার্য্যকারণভাবগ্রহো ভবতি। তত্র ক্ষণিকত্বেন ক্রমিকয়োস্তয়োর্ব্বিরুদ্ধকালতয়াম্বয়ব্যতিরেকব্যভিচারাভ্যাং ন কার্য্যকারণভাবসিদ্ধিরিতি ॥ ৪০ ॥

নম্বু নিমিত্তকারণস্যেবোপাদানকারণস্যাপি পূর্ব্বভাবমাত্রেণৈব কারণতাস্তু তত্রাহ।—

পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বভাবমাত্রাভ্যুপগমে চেদমেবোপাদানমিতি নিয়মো ন স্যান্নিমিত্তকারণানামপি পূর্ব্বভাবাবিশেষাৎ। উপাদাননিমিত্তয়োর্ব্বিভাগঃ সর্ব্বলোকসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

অপরে তু নাস্তিকা আহুঃ। বিজ্ঞানাতিরিক্তবস্ত্বভাবেন বন্ধোঽপি বিজ্ঞানমাত্রং স্বপ্নপদার্থবৎ। অতোঽত্যন্তমিথ্যাত্বেন ন তত্র কারণমস্তীতি। তন্মতমপাকরোতি।

এইরূপ—যাহার বিদ্যমানে যাহার উৎপত্তি ও অবিদ্যমানে অনুৎপত্তি সে তাহার কারণ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ :—পূর্ব্বক্ষণে থাকে, তাই বলিয়াই কারণ, সে কথা বলিলে অমুক উপাদান-কারণ ও অমুক নিমিত্ত-কারণ, এ বিভাগ থাকে না। [ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা এবং নিমিত্ত কারণ দণ্ডাদি। এ ব্যবস্থা থাকে না, নষ্ট হইয়া যায়।

এক্ষণে বিজ্ঞানবাদীর মতে দোষার্পণ করা যাইতেছে। বিজ্ঞানবাদীরা বলে, বাস্তব পক্ষে বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নাই। সুতরাং বন্ধনও স্বাপ্ন পদার্থের ন্যায় মিথ্যা অর্থাৎ নাই। তাই কপিল বলিতেছেন—॥ ৪১ ॥

ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ ॥ ৪২ ॥

ন বিজ্ঞানমাত্রংতত্ত্বং বাহ্যার্থানামপি বিজ্ঞানবৎ প্রতীতিসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

নন্থ লাঘবতর্কেণ স্বপ্নাদিদৃষ্টান্তৈর্দৃশ্যত্বহেতুকমিথ্যাত্বানুমানেন বাহ্যবস্ত্বনুভবো বাধনীয়োঽত্র ভবতাং শ্রুতিস্মৃতী অপি স্তঃ চিদ্বীদং সর্ব্বং তস্মাদ্বিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংসৃতিরিত্যাদী ইত্যতো দূষণান্তরমাহ ।—

তদভাবে তদভাবাচ্ছূন্যং তর্হি ॥ ৪৩ ॥

তর্হি বাহ্যাভাবে শূন্যমেব প্রসজ্যেত ন তু বিজ্ঞানমপি। কুতঃ—তদভাবে তদভাবাদ্বাহ্যাভাবে বিজ্ঞানস্যাপ্যভাবপ্রসঙ্গাদ্বিজ্ঞানপ্রতীতেরপি বাহ্যপ্রতীতিবদবস্তুবিষয়ত্বানুমানসম্ভবাৎ। বিজ্ঞানপ্রামাণ্যস্য ক্বাপ্যসিদ্ধত্বাচ্চ, তথা বিজ্ঞানে প্রমাণানামপি বাহ্যতয়াপলাপাচ্চেত্যর্থঃ। নন্বনুভবে কস্যাপি বিবাদাভাবেন নাস্তি তত্র প্রমাণাপেক্ষেতি চেন্ন শূন্যবাদিনামেব তত্র বিবাদাৎ। অথাসতাপি প্রমাণেন বস্তু সিধ্যতি বিষয়াবাধস্যৈব প্রামাণ্যপ্রযোজকত্বান্ন তু প্রমাণপারমার্থিকত্বস্যেতি চেন্ন। এবং সত্যসৎপ্রমাণস্য সর্ব্বত্র সুলভত্বেন ক্বাপ্যর্থে প্রমাণান্বেষণস্যাযোগাৎ। অথাসন্মধ্যেঽপি ব্যাবহারিক সত্বরূপো বিশেষঃ প্রমাণাদিষ্বেষ্টব্য ইতি চেৎ। আয়াতং মার্গেণ। কিং পুনরিদং ব্যাবহারিকত্বম্। যদি

সূত্রার্থঃ—বিজ্ঞানই তত্ত্ব, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই, তাহা নহে। কারণ বিজ্ঞানের ন্যায় বাহ্যবস্তুও প্রতীত হয় ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থঃ—বাহ্যবস্তু না থাকে ত বিজ্ঞানও নাই। বাহ্যবস্তু নাই, বিজ্ঞানও নাই, তবে কি শূন্যই তত্ত্ব? যেমন প্রতীত হয় বলিয়া বিজ্ঞান থাকা স্বীকার কর, তেমনি প্রতীত হয় বলিয়া বাহ্যবস্তু থাকাও স্বীকার কর। না করিবে কেন? ॥ ৪৩ ॥

পরিণামিত্বং তদাস্মাভিরপীদৃশমেব সত্বং গ্রাহ্যগ্রাহকপ্রমাণানামিষ্টং শুক্তি-রজতাদিতুল্যত্বস্যৈব প্রপঞ্চেঽস্মাভিঃ প্রতিষেধাৎ। যদি পুনঃ প্রতীয়-মানতামাত্রং তদাপি তাদৃশৈরেব প্রমাণৈর্ব্বাহ্যার্থস্যাপি সিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। লাঘবতর্কানুগৃহীতেন যথাকথঞ্চিদনুমানেনৈব বাধস্তু বিজ্ঞানেঽপি সমান ইতি। এতেনাধুনিকানাং বেদান্তিব্রুবাণামপি মতং বিজ্ঞানবাদতুল্য-যোগক্ষেমতয়া নিরস্তম্। বিজ্ঞানমাত্রসত্যতাপ্রতিপাদকশ্রুতিস্মৃতয়স্তু কূটস্থত্বরূপাং পারমার্থিকসত্তামেব বাহ্যানাং প্রতিষেধন্তি। ন তু পরিণামিত্বরূপাং ব্যাবহারিকসত্তামপি। "যৎ তু কালান্তরেণাপি নান্য-সংজ্ঞামুপৈতি বৈ। পরিণামাদিসম্ভূতাং তদ্বস্তু নৃপ তচ্চ কিম্॥ বস্তু রাজেতি যল্লোকে যৎ তু রাজভটাদিকম্। তথান্যচ্চ নৃপেত্থং তু ন সৎ সঙ্কল্পনাময়ম্॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণাদিভ্যঃ পরিণামিত্বস্যৈবাসত্তাত্বাব-গমাদিতি। সঙ্কল্পনাময়মীশ্বরাদিসঙ্কল্পরচিতম্। এতেন "বিজ্ঞানময়মে-বৈতদশেষমবগচ্ছত।" ইত্যাদিনা বিষ্ণুপুরাণে মায়ামোহরূপিণা বিষ্ণুনা-সুরেভ্যোঽপি তত্ত্বমেবোপদিষ্টম্। তে ত্বনধিকারাদিদোষৈর্ব্বিপরীতার্থ-গ্রহণেন বিজ্ঞানবাদিনো নাস্তিকা বভূবুরিত্যবগন্তব্যম্। তদেতৎ সর্ব্বং ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে মায়াবাদনিরসনপ্রসঙ্গতো বিস্তারিতমস্মাভিঃ॥ ৪৩॥

নন্বেবং ভবতু শূন্যমেব তত্ত্বং তদা সুতরামেব বন্ধকারণান্বেষণং ন যুক্তং তুচ্ছত্বাদিতি নাস্তিকশিরোমণিঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে।

শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্য॥ ৪৪॥

শূন্যমেব তত্ত্বং যতঃ সর্ব্বোঽপি ভাবো বিনশ্যতি যশ্চ বিনাশী স মিথ্যা স্বপ্নবৎ। অতঃ সর্ব্ববস্তূনামাদ্যন্তয়োরভাবমাত্রত্বান্মধ্যে ক্ষণিকসত্বং সাংবৃত্তিকং ন পারমার্থিকং বন্ধাদি। ততঃ কিং কেন বধ্যেতেত্যাশয়ঃ।

সূত্রার্থঃ—শূন্যই তত্ত্ব, এ কথাও শুনা যায়। অর্থাৎ শূন্যবাদী দলও আছে। শূন্যবাদীরা বলে), শূন্যই তত্ত্ব অর্থাৎ সার বা স্থায়ী।

ভাবানাং বিনাশিত্বে হেতুর্ব্বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্যেতি। বিনাশস্য বস্তু-স্বভাবত্বাৎ। স্বভাবং তু বিহায় ন পদার্থস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

পরিহরতি।—

অপবাদমাত্রমবুদ্ধানাম্ ॥ ৪৫ ॥

ভাবত্বাদ্বিনাশিত্বমিতি মূঢ়ানামপবাদমাত্রং মিথ্যাবাদ এব। নাশ-কারণাভাবেন নিরবয়বদ্রব্যাণাং নাশাসম্ভবাৎ। কার্য্যাণামপি বিনা-শাসিদ্ধেশ্চ। ঘটো জীর্ণ ইতি প্রত্যয়বদেব ঘটোঽতীত ইত্যাদিপ্রতীত্যা ঘটাদেরতীতাখ্যায়া অবস্থায়া এব সিদ্ধেঃ। অব্যক্ততায়াশ্চ কার্য্যাতীত-তাভ্যুপগমেঽস্মন্মতপ্রবেশ এব। কিঞ্চ বিনাশস্য প্রপঞ্চতত্ত্বতাভ্যুপ-গমেঽপি বিনাশ এব বন্ধস্য পুরুষার্থঃ সম্ভবত্যেবেতি। কশ্চিৎ তু ব্যাচষ্টে। শূন্যং তত্ত্বমিত্যজ্ঞানাং কুৎসিতবাদমাত্রং ন পুনরত্র যুক্তি-রস্তি। প্রমাণসত্ত্বাসত্ত্ববিকল্পাসহত্বাৎ। শূন্যে প্রমাণাঙ্গীকারে তেনৈব শূন্যতাক্ষতিঃ। অনঙ্গীকারেপ্রমাণাভাবান্ন শূন্যসিদ্ধিঃ স্বতঃ সিদ্ধৌ চ চিদ্রূপতাদ্যাপত্তিরিত্যর্থ ইতি। ন চ। "ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ সর্ব্বশূন্যং নিরালম্বং স্বরূপং যত্র চিন্ত্যতে। অভাবযোগঃ স প্রোক্তো যেনাত্মানং প্রপশ্যতি॥" ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামপি শূন্যং তত্ত্বতয়া প্রতিপাদ্যত ইতি বাচ্যম্। পুরুষাণাং নিরোধাদ্যভাবস্যৈব তাদৃশীষু

দেখ, ভাবমাত্রই বিনাশী। বিনাশ ভাব বস্তুর ধর্ম্ম। যাহা যাহা আছে বা হয়, সমস্ত ভাব নামের নামী। বিনাশ ও শূন্য তুল্যার্থ। আগে শূন্য, শেষেও শূন্য, সুতরাং মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ কাল আছে বলিয়া বোধ হয়, গতিকে তাহাও শূন্য। ফলিতার্থ—শূন্যই পরমার্থ ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থঃ—ভাবমাত্রেই বিনাশশীল, মূঢ়দিগের এ কথা মিথ্যা।

[নাশকারণ না থাকায় নিরবয়ব দ্রব্যের নাশ হয় না ॥ ৪৫ ॥

শ্রুতিষু তত্ত্বতয়োক্তত্বাৎ। পূর্ব্বোত্তরবাক্যাভ্যাং পুরুষস্যৈব প্রকরণাৎ। বিলীনবিশ্বচিদাকাশস্যৈবৈতাদৃশস্মৃতিষু তত্ত্বতয়া প্রতিপাদনাচ্চ—"ত্রৈলোক্যং গগনাকারং নভস্তুল্যং বপুঃ স্বকম্। বিয়দ্গামি মনো ধ্যায়ন্ যোগী ব্রহ্মৈব গীয়তে।" ইত্যাদিবাক্যান্তরৈরেকবাক্যত্বাৎ। খ বাশশূন্যয়োঃ পর্য্যায়ত্বাদিতি। মনোমহত্তত্ত্বাদ্যখিলান্তঃকরণং বিয়দ্গামি চিদাকাশে লীনম্ ॥ ৪৫ ॥ দূষণান্তরমাহ—

উভয়পক্ষসমানক্ষেমত্বাদয়মপি ॥ ৪৬ ॥

ক্ষণিকবাহ্যবিজ্ঞানোভয়পক্ষয়োঃ সমানক্ষেমত্বাৎ তুল্যনিরসনহেতুকত্বাদয়মপি পক্ষো বিনশ্যতীত্যনুষঙ্গঃ। ক্ষণিকপক্ষনিরাসহেতুর্হি প্রত্যভিজ্ঞানুপপত্ত্যাদিঃ শূন্যবাদেঽপি সমানঃ। তথা বিজ্ঞানপক্ষনিরাসহেতুর্ব্বাহ্য প্রতীত্যাদিরপ্যত্র সমান ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

যদ্যপি দুঃখনিবৃত্তিরূপতয়া তৎসাধনতয়া বা শূন্যতৈবাস্তু পুরুষার্থ ইতি তৈর্ম্মন্যতে তদপি দুর্ঘটমিত্যাহ—

অপুরুষার্থত্বমুভয়থা ॥ ৪৭ ॥

উভয়থা স্বতঃ পরতশ্চ শূন্যতায়াঃ পুরুষার্থত্বং ন সম্ভবতি। স্বনিষ্ঠত্বেনৈব সুখাদীনাং পুরুষার্থত্বাৎ। স্থিরস্য চ পুরুষাস্যানভ্যুপগমাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

তদেবং বন্ধকারণবিষয়ে নাস্তিকমতানি দূষিতানি। ইদানীং পূর্ব্বনিরস্তাবশিষ্টাস্তাস্তিকসম্ভাব্যান্যপ্যন্যানি বন্ধকারণানি নিরস্যন্তে।

সূত্রার্থ :—এই শূন্যবাদ পূর্ব্বোক্ত পক্ষদ্বয়ের ন্যায় নিরসনীয়। অর্থাৎ যে যুক্তিতে পূর্ব্বোক্ত মত দ্বয় নিরস্ত হইয়াছে সেই যুক্তিতেই শূন্যবাদ নিরস্ত করিবে ॥ ৪৬ ॥

সূত্রার্থ :—শূন্যবাদ স্বতঃ পরতঃ উভয় প্রকারেই অপুরুষার্থ অর্থাৎ

ন গতিবিশেষাৎ ॥ ৪৮ ॥

প্রকরণাদ্‌বন্ধো লভ্যতে। ন গতিবিশেষাৎ শরীরপ্রবেশাদি-রূপাদপি পুরুষস্য বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ অত্র হেতুমাহ—

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ ॥ ৪৯ ॥

নিষ্ক্রিয়স্য বিভোঃ পুরুষস্য গত্যসম্ভবাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

নন্থ শ্রুতিস্মৃত্যোরিহলোকপরলোকগমনাগমনশ্রবণাৎ পুরুষস্য পরিচ্ছিন্নত্বমেবাস্তু। তথা চ শ্রুতিরপি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মেত্যাদি-রিত্যাশঙ্কামপাকরোতি।

মূর্ত্তত্বাদ্‌ঘটাদিবৎ সমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ ॥ ৫০ ॥

যদি চ ঘটাদিবৎ পুমান্ মূর্ত্তঃ পরিচ্ছিন্নঃ স্বীক্রিয়তে। তদা সাবয়বত্ব-বিনাশিত্বাদিনা ঘটাদিসমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

গতিশ্রুতিমুপপাদয়তি।

কোন পুরুষের ইষ্ট নহে। (বন্ধন সম্বন্ধে যে অন্যান্য মত আছে, এক্ষণে সে গুলিও নিরস্ত হইতে চলিল ॥ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ:—গতিবিশেষের অর্থাৎ শরীর প্রবেশের দ্বারা বন্ধন, তাহাও নহে ॥ ৪৮ ॥

সূত্রার্থ:—আত্মা বিভু ও নিষ্ক্রিয়, সে জন্য তাঁহার গতি অসম্ভব ॥ ৪৯ ॥

সূত্রার্থ:—যদি আত্মাকে ঘটাদির ন্যায় মূর্ত্ত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বল, তাহা হইলে ঘটাদিসমধর্ম্মী বলিতে হইবে। তাহা অপসিদ্ধান্ত অর্থাৎ অস্বীকার্য্য। স্বীকার্য্য হইলে আত্মা সাবয়ব ও অনিত্য হইবেন ॥ ৫০ ॥

গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ ॥ ৫১ ॥

যা চ গতিশ্রুতিরপি পুরুষেঽস্তি সা বিভুত্বশ্রুতিস্মৃতিযুক্ত্যনুরোধেনাকাশস্যেবোপাধিযোগাদেব মন্তব্যেত্যর্থঃ। তত্র চ প্রমাণম্। "ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা। ঘটো নীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ ॥" "বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ।" ইত্যাদিশ্রুতিঃ। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরিত্যাদিকা চ স্মৃতিঃ। মধ্যমপরিমাণত্বে সাবয়ববত্বাপত্ত্যা বিনাশিত্বমণুত্বে চ দেহব্যাপিজ্ঞানাদ্যনুপত্তিরিত্যাদিশ্চ যুক্তিরিতি। অতএব। "প্রকৃতিঃ কুরুতে কর্ম্ম শুভাশুভফলাত্মকম্। প্রকৃতিশ্চ তদশ্নাতি ত্রিষু লোকেষু কামগা ॥" ইত্যাদিস্মৃতিভিঃ প্রকৃতেরেব বিশিষ্য ক্রিয়ারূপা গতিঃ স্মর্য্যতঃ ইতি ॥ ৫১ ॥

ন কর্ম্মণাপ্যতদ্ধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৫২ ॥

কর্ম্মণা দৃষ্টেনাপি সাক্ষান্ন পুরুষস্য বন্ধঃ। কুতঃ। পুরুষধর্ম্মত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বং বিহিতনিষিদ্ধব্যাপাররূপেণ কর্ম্মণা বন্ধো নিরাকৃতঃ। অত্র তু তজ্জন্যাদৃষ্টেনেত্যার্থিকবিভাগাদপৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৫২ ॥

নম্বন্যধর্ম্মেণাপ্যন্যস্য বন্ধঃ স্যাৎ তত্রাহ—

সূত্রার্থ :—শ্রুতিতে যে আত্মার ইহ-পর-লোক সঞ্চরণের কথা আছে তাহা আকাশের দৃষ্টান্তে ঔপাধিক বলিলে সঙ্গত হইতে পারে।

আকাশ সর্ব্বব্যাপী—পূর্ণ, তাহার গতি নাই। অথচ তাহাতে ঘটাদি উপাধির গতি উপচরিত হয়। সেইরূপ, আত্মাতেও শরীরের গতি উপচরিত হইতে পারে ॥ ৫১ ॥

সূত্রার্থ :—এ স্থলে কর্ম্মশব্দে কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভব অদৃষ্ট। তাহাও সাক্ষাৎ বন্ধকারণ নহে। যে হেতু তাহা চিত্তধর্ম্ম. আত্মধর্ম্ম নহে। [যাহা যাহাতে থাকে তাহা তাহার ধর্ম্ম ॥ ৫২ ॥

অতিপ্রসক্তিরন্যধর্ম্মত্বে ॥ ৫৩ ॥

বন্ধতৎকারণয়োর্ভিন্নধর্ম্মত্বেঽতিপ্রসক্তিমুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তিরিত্যর্থঃ ॥৫৩॥

কিং বহুনা। স্বভাবাদিকর্ম্মান্তৈরন্যেন বা কেনাপি পুরুষস্য বন্ধোৎপত্তির্ন ঘটতে শ্রুতিবিরোধাদিতি সাধারণং বাধকমাহ—

নির্গুণাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেতি ॥ ৫৪ ॥

পুরুষবন্ধস্যানৌপাধিকত্বে সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চেত্যাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেত্যর্থঃ। ইতি শব্দো বন্ধহেতুপরীক্ষাসমাপ্তৌ ॥ ৫৪ ॥

সূত্রার্থ :—একের ধর্ম্ম অন্যের বন্ধন, এ পক্ষে অতিপ্রসক্তি দোষ আছে। অতিপ্রসক্তি=বাধক তর্ক। অন্য নাম অতিব্যাপ্তি। ইহারই বলে "মুক্তাত্মা পুনর্বদ্ধ হন, না হইবে কেন?" এইরূপ আপত্তি উত্থিত হইবে ॥ ৫৩ ॥

সূত্রার্থ :—বন্ধন ঔপাধিক নহে; কিন্তু সত্য অথবা স্বাভাবিক, এ পক্ষও শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মা কেবল ও নির্গুণ। সুতরাং তাঁহাতে বন্ধনাদি বাস্তব নহে। সূত্রস্থ ইতিশব্দ সমাপ্তিদ্যোতক। ইতিশব্দ দিয়া বলা হইয়াছে, এই স্থানে বন্ধনের কারণ পরীক্ষা সমাপ্ত হইল।

বন্ধনের সত্যত্ব, স্বাভাবিকত্ব; নৈমিত্তিকত্ব কালকৃতত্ব, ও কর্ম্মজন্যত্ব প্রভৃতি নিষেধ করায় অবশেষ ন্যায়ে পাওয়া গেল, বা নির্ণীত হইল প্রকৃতি সংযোগই বন্ধনের মুখ্য বা সাক্ষাৎ কারণ। প্রকৃতি সংযোগ স্বাভাবিক কি না, নৈমিত্তিক কি না, ইত্যাদি আপত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রকৃতিসংযোগ পক্ষে পূর্ব্বোক্ত দোষ সঙ্কুল অর্পিত হইতে পারে না। কেন? তাহা বলিতেছি ॥ ৫৪ ॥

তদেবং ন স্বভাবতো বদ্ধস্যেত্যাদিনা প্রঘট্টকেনেতরপ্রতিষেধতঃ প্রকৃতিপুরুষসংযোগ এব সাক্ষাদ্বন্ধহেতুরবধারিতঃ তত্রেয়মাশঙ্কা। নম্ন প্রকৃতিসংযোগোঽপি পুরুষে স্বাভাবিকত্বাদিবিকল্পগ্রস্তঃ কথং ন ভবতি সংযোগস্য স্বাভাবিকত্বকালাদিনিমিত্তকত্বে হি মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তিরিত্যাদিদোষা যথাযোগ্যং সমানা এবেতি। তামিমামাশঙ্কাং পরিহরতি।—

তদ্যোগোঽপ্যবিবেকান্ন সমানত্বম্॥ ৫৫॥

পূর্ব্বোক্ততদ্যোগোঽপি পুরুষস্যাবিবেকাদ্বক্ষ্যমাণাদবিবেকাদেব হি নিমিত্তাৎ সংযোগো ভবতি। অতো নোক্তদোষাণাং সমানত্বমস্তীত্যর্থঃ। স চাবিবেকো মুক্তেষু নাস্তীতি ন তেষাং পুনঃ সংযোগো ভবতীতি। নন্ববিবেকোঽত্র ন প্রকৃতিপুরুষাভেদসাক্ষাৎকারঃ। সযোগাৎ প্রাগসত্ত্বাৎ। কিন্তু বিবেকপ্রাগভাবে ঽবিবেকাখ্যজ্ঞানবাসনা বা, তদুভয়মপি ন পুরুষধর্ম্মঃ। কিন্তু বুদ্ধিধর্ম্ম এবেত্যন্যধর্ম্মেণান্যত্র সংযোগেঽতিপ্রসঙ্গদোষসাম্যমস্ত্যেবেতি চেৎ। নৈবম্। বিষয়তাসম্বন্ধেনাবিবেকস্য পুরুষধর্ম্মত্বাৎ। তথা চ প্রকৃতির্বুদ্ধিরূপা সতী যস্মৈ স্বামিপুরুষায় তত্ত্বং বিবিচ্য ন দর্শিতবতী স্ববৃত্তিদর্শনার্থং তদীয়বুদ্ধিরূপেণ তত্রৈব পুরুষে সংযুজ্যত ইতি ব্যবস্থয়াতিপ্রসঙ্গাভাবাৎ। তদুক্তং কারিকয়া - "পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥" ইতি। স্বামিনে পুরুষায় প্রধানেন দর্শয়িতুং তয়োঃ কৈবল্যার্থং চেত্যর্থঃ। অবিবেকস্য বৃত্তিরূপত্বং তু "বাঙ্মাত্রং ন তু তত্ত্বং চিত্তস্থিতেঃ"

সূত্রার্থঃ - পুং-প্রকৃতি-সংযোগ অবিবেকমূলক ও অনাদি। পুরুষ যে প্রকৃতির সহিত অবিবিক্ত আছেন, সেই থাকাই তাঁহার বন্ধনের (সংসারের) হেতু। মুক্ত পুরুষে অবিবেক থাকে না, কাজেই তাহাতে পুনঃ প্রকৃতি-সংযোগ হয় না। অতএব, এতৎপক্ষ ও পূর্ব্বোক্ত পক্ষ সমান নহে॥ ৫৫॥

ইত্যাগামিসূত্রে বক্ষ্যামঃ। অবিবেকস্য সংযোগদ্বারৈব বন্ধকারণং প্রলয়ে বন্ধাদর্শনাৎ, অবিবেকনাশেঽপি জীবন্মুক্তস্য দুঃখভোগদর্শনাচ্চ। ততঃ সাক্ষাদেবাবিবেকো বন্ধকারণং প্রাঙ্নোক্তঃ। নন্ত ভোগ্যভোক্তৃভাবনিয়ামকত্বেন কৢপ্তস্যানাদিস্বস্বামিভাবস্য কর্ম্মাদীনাং বা সংযোগহেতুত্বমস্তু কিমিত্যবিবেকোঽপি সংযোগহেতুরিষ্যত ইতি চেন্ন। "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু॥" ইতি গীতায়াং সঙ্গাখ্যাভিমানস্য সংযোগহেতুত্বস্মরণাৎ। বক্ষ্যমাণাদিবাক্যযুক্তিভ্যশ্চ, অন্যথা জ্ঞানতো মোক্ষস্য শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধস্যানুপপত্তেশ্চ। অথৈবমপি স্বোপাধিকর্ম্মাদিকমপি সংযোগকারণং ভবতি। তদ্বিহায় কথমবিবেক এব কেবলং তত্র কারণমুচ্যত ইতি। উচ্যতে—অবিবেকাপেক্ষয়া কর্ম্মাদীনামপি পরম্পরয়ৈব পুরুষসম্বন্ধঃ। তথাবিবেক এব পুরুষেণ সাক্ষাচ্ছেত্তুং শক্যতে কর্ম্মাদিকং ত্ববিবেকাখ্যহেতুচ্ছেদদ্বারৈব, ইত্যাশয়েনাবিবেব এব মুখ্যতঃ সংযোগহেতুতয়োক্ত ইতি। অয়ং চাবিবেকোঽগৃহীতাসংসর্গকমুভয়জ্ঞানমবিদ্যাস্থলাভিষিক্ত এব বিবক্ষিতঃ। "বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ" "বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ"ইত্যাগামিসূত্রদ্বয়াৎ "তস্য হেতুরবিদ্যা,"ইতি যোগসূত্রেঽপ্যবিদ্যায়া এব পঞ্চপর্ব্বায়া বুদ্ধিপুরুষসংযোগহেতুত্বাবচনাচ্চ অন্যথাখ্যাত্যনভ্যুপগমমাত্র এব যোগতোঽত্র বিশেষৌচিত্যাৎ। ন পুনরবিবেকোঽত্রাভাবমাত্রং বিবেকপ্রাগভাবো বা। মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তেঃ জীবন্মুক্তস্যাপি ভাবিবিবেকপ্রাগভাবেন ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিদ্বারা পুনর্ব্বন্ধপ্রসঙ্গাচ্চ। তথাগামিসূত্রস্থধ্বান্তদৃষ্টান্তানুপপত্তেশ্চ। অভাবস্য ধ্বান্তবদাবরকত্বাসম্ভবাৎ। তথা বুদ্ধিহ্রাসাবপ্যবিবেকস্য শ্রূয়মাণৌ নোপপদ্যয়াতামিতি। অস্মন্মতে চ বাসনারূপস্যৈবাবিবেকস্য সংযোগাখ্যজন্মহেতুতয়া তমোবদাবরকত্ববুদ্ধিহ্রাসাদিকমপ্যস্যৈবোপপদ্যতে "তস্য হেতুরবিদ্যা"ইতি পাতঞ্জলসূত্রে চ ভাষ্যকারৈরবিদ্যাশব্দেনাবিদ্যাবীজং ব্যাখ্যাতম্। জ্ঞানস্য সংযোগোত্তরকালীনত্বেন

সংযোগাজনকত্বাদিতি। অপি চ "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে" ইত্যাদি-বাক্যেঽভিমানাখ্যসংযোগস্যৈব প্রকৃতিস্থতাখ্যসংযোগহেতুত্বাবগম্যতে। অতএব চাবিদ্যা নাভাবঃ অপি তু বিদ্যাবিরোধিজ্ঞানান্তরমিতি যোগভাষ্যে ব্যাসদেবৈঃ প্রযত্নেনাবধৃতম্। তস্মাদবিবেকাবিদ্যয়োস্তুল্যযোগক্ষেম তয়াবিবেকস্যাপি জ্ঞানবিশেষত্বমিতি সিদ্ধম্। অয়ং চাবিবেকস্ত্রিধা সংযোগাখ্যজন্মহেতুঃ, সাক্ষাৎ, ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিদ্বারা, রাগাদিদৃষ্টদ্বারা চ ভবতি। "সতি মূলে তদ্বিপাকঃ" ইতি যোগসূত্রাৎ "কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যত" ইতি স্মৃতেঃ। "বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ" ইতি ন্যায়সূত্রাচ্চ। তদুক্তং মোক্ষধর্ম্মেঽপি। "ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ নোপসর্পন্ত্যতর্ষুলম্। হীনশ্চ করণৈ-র্দ্দেহী ন দেহং পুনরর্হতি॥ তস্মাৎ তর্ষাত্মকাদ্রাগাদ্বীজাজ্জায়ন্তি জন্তবঃ।" ইতি। রাগস্ত্ববিবেককার্য্য ইতি যোগসূত্রাভ্যামপ্যেতৎ প্রত্যেতব্যং সমানতন্ত্রন্যায়াৎ। তচ্চ সূত্রদ্বয়ং "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ"। "সতি মূলে তদ্বি-পাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" ইতি, ক্লেশশ্চাবিদ্যাদিপঞ্চকমিতি। অবিবেকস্য বন্ধজননে দ্বারজাতং চ পিণ্ডীকৃত্যোশ্বরগীতায়ামুক্তম্। "অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং তস্মাদ্দুঃখং তথেতরৎ। রাগদ্বেষাদয়ো দোষাঃ সর্ব্বে ভ্রান্তিনিবন্ধনাঃ॥ কার্য্যো হ্যস্য ভবেদ্দোষঃ পুণ্যাপুণ্যমিতি শ্রুতিঃ। তদ্বশাদেব সর্ব্বেষাং সর্ব্বদেহসমুদ্ভবঃ॥" ইতি। এতদেব ন্যায়ে সূত্রিতম্। "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তি-দোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ" ইতি তদেবং সংযোগাখ্যজন্মদ্বারা বন্ধাখ্যহেয়স্য মূলকারণমবিবেক ইতি। হেয়হেতুঃ প্রতিপাদিতঃ॥ ৫৫॥

ইতঃ পরং ক্রমপ্রাপ্তং হানোপায়ব্যূহমতিবিস্তরেণাশাস্ত্রসমাপ্তি প্রতি-পাদয়তি। অন্তরান্তরা চোক্তব্যূহানপি বিস্তারয়িষ্যতি।—

নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ॥ ৫৬॥

শুক্তিরজতাদিস্থলে লোকসিদ্ধং যন্নিয়তকারণং বিবেকসাক্ষাৎকারস্তস্মাৎ

সূত্রার্থ:—সেই অবিবেক নির্দ্দিষ্ট কারণে, একটী মাত্র উপায়ে, উচ্ছেদ

তস্যাবিবেকস্যোচ্ছিত্তির্ভবতি ধ্বান্তবৎ। যথা ধ্বান্তমালোকাদেবনিয়ত-কারণান্নশ্যতি নোপায়ান্তরেণ তথৈবাবিবেকোঽপি বিবেকাদেব নশ্যতি ন তু কর্ম্মাদিভ্যঃ সাক্ষাদিত্যর্থঃ। তদেতদুক্তং যোগসূত্রেণ "বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ' ইতি "কর্ম্মাদীনি তু জ্ঞ নস্যৈব সাধনানি "যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদবিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ"ইতি যোগসূত্রেণ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান এবযোগাঙ্গান্তর্গতসর্ব্বকর্ম্মণাং সাধনত্বাবধারণাদিতি। প্রাচীনাস্তু বেদান্তিনো মোক্ষেঽপি কর্ম্মণো জ্ঞানাঙ্গত্বমাহুঃ। 'বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ, অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"ইতি শ্রুতৌ "সহকারিত্বেন চ"ইতি বেদান্তসূত্রে চাঙ্গাঙ্গিভাবেন জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সহকারিত্বাবধারণাৎ। "জ্ঞানিনাজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণম্। তাবদ্বর্ণাশ্রমপ্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্ম মুক্তয়ে॥" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। "উপমর্দ্দং চ"ইতি বেদান্তসূত্রেণ তু কর্ম্মত্যাগো যোগারূঢ়স্য ন্যায়প্রাপ্তোঽনূদ্যত এব জ্ঞানস্য মুখ্যতো মোক্ষহেতুত্বং ব্যবস্থাপয়িতুম্। যদি হি বিক্ষেপকত্বাৎ কর্ম্ম জ্ঞানাভ্যাসস্য বিরোধি ভবেৎ তদা গুণলোপে ন গুণিন ইতি ন্যায়েন প্রধানরক্ষার্থমঙ্গভূতং কর্ম্মৈব ত্যাজ্যং জড়ভরতাদিবদিত্যাশয়াদিতি। তেষাং

প্রাপ্ত হয়। সে উপায় বিবেক। যেমন ধ্বান্ত অর্থাৎ অন্ধকার কেবল মাত্র আলোকের উদয়ে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তেমনি অবিবেকও বিবেকের উদয়ে নষ্ট হয়,* অন্য কোন উপায়ে নহে॥ ৫৬॥

* যদিও অবিবেক ও বিবেক এই দুই পদার্থের লক্ষণ পরে ও মধ্যে মধ্যে বলা যাইবে, তথাপি এস্থলে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। অগৃহীতাসংসর্গক অবিদ্যাস্থলাভিষিক্ত একপ্রকার অসত্য জ্ঞান। আমি অসঙ্গস্বভাব ও কেবল চৈতন্য, এ জ্ঞান তিরোহিত ও বুদ্ধিপ্রভৃতিকে পর্য্যবসিত বা অভিভূত হইয়া প্রকাশ পাইলে তাহা অবিবেক আখ্যায় পরিভাষিত হয়। অবিবেক কথার স্পষ্ট কথা—মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্তি। বিবেক তাহার নাশক। বিবেক শব্দের স্পষ্টার্থে আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রমিতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মতেঽপি বিবেকদ্বারতাং বিনাঽবিবেকনাশকত্বং কর্ম্মণো নৈব সিদ্ধ্যতীতি ন তদ্বিরোধঃ। অত্র সূত্রে ধ্বান্তস্যালোকনাশ্যত্ববচনাৎ তমোঽপি দ্রব্যমেব। ন ত্বালোকাভাবঃ। অসতি বাধকে নীলং তম ইত্যাদি প্রত্যয়ানাং ভ্রমত্বানৌচিত্যাৎ। ন চ ক্লৃপ্তৈর্নেবোপপত্তাবতিরিক্তকল্পনাগৌরবমেব বাধকমিতি বাচ্যম্। এবং চ সতি বিজ্ঞানমাত্রেণৈব স্বপ্নবৎ সর্ব্বব্যবহারোপপত্তাবতিরিক্তকল্পনাগৌরবেণ বাহ্যার্থপ্রতীতেরপি বাধাপত্তেঃ। তস্মাদত্র প্রামাণিকত্বাদ্গৌরবং ন দোষায়েতি। নন্বু বিবেকজ্ঞানং বিনাপ্যবিবেকাখ্যজ্ঞানব্যক্তীনাং স্বস্বতৃতীয়ক্ষণেঽবশ্যং বিনাশাজ্জ্ঞানস্য তন্নাশকত্বং কিমর্থমিষ্যত ইতি চেৎ। অবিবেকশব্দেন তদ্বাসনায়া এব পূর্ব্বসূত্রে ব্যাখ্যাতত্বাৎ। অনাগতাবস্থস্যাবিবেকস্যাস্মন্মতে নাশসম্ভবাচ্চেতি ॥ ৫৬ ॥

নন্বু প্রকৃতিপুরুষাবিবেক এব চেত্থং সংযোগদ্বারা বন্ধহেতুস্তয়োর্ব্বিবেক এব চ মোক্ষহেতুস্তর্হি দেহাদ্যভিমানসত্ত্বেঽপি মোক্ষঃ স্যাৎ। তচ্চ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়বিরুদ্ধমিতি তত্রাহ।—

প্রধানাবিবেকাদন্যাবিবেকস্য তদ্ধানে হানং ॥ ৫৭ ॥

পুরুষে প্রধানাবিবেকাৎ কারণাদ্যোঽন্যাবিবেকো বুদ্ধ্যাদ্যবিবেকো

সূত্রার্থঃ - পুরুষ যে প্রধানের (প্রকৃতির) সহিত অবিবিক্ত (একীভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই অবিবিক্ততাই অন্যান্য অবিবেকের মূল। মূল অবিবেক নষ্ট হইলে শাখাভূত অন্যান্য অবিবেক তিরোহিত হয়। অন্যান্য অবিবেক অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির সহিত একীভাব। ভাবিয়া দেখুন, আত্মাকে শরীর হইতে বিবিক্ত করিতে পারিলে শরীরস্থ রূপাদিতে অবিবেক থাকে কি না। তেমনি আত্মাকে কুটস্থাদি ধর্ম্মে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত করিতে পারিলে, প্রকৃতির আলিঙ্গন ছাড়াইতে পারিলে, তখন, আপন আপনাকে প্রকৃতিপ্রভব পদার্থে অভিমানশূন্য দেখিতে পায়। অভিমানশূন্য হওয়া ও বিবিক্ত হওয়া সমান কথা। ৫৭ ॥

জায়তে কার্য্যাবিবকস্ত কার্য্যতন্মানাদিকারণাবিবেকমূলকত্বাৎ তস্ত প্রধানা-বিবেকহানে সত্যবশ্যং হানমিত্যর্থঃ। যথা শরীরাদাত্মনি বিবিক্তে শরীরকার্য্যেষু রূপাদিষবিবেকো ন সম্ভবতি তথা কূটস্থত্বাদিধর্ম্মৈঃ প্রধানাৎ পুরুষে বিবিক্তে তৎকার্য্যেষু পরিণামাদিধর্ম্মকেষু বুদ্ধ্যাদিষভিমানো নোৎপত্তুমুৎসহতে তুল্যন্যায়াৎ কারণনাশাচ্চেতি ভাবঃ। তদেতৎ স্মর্য্যতে। "চিত্রাধারপটত্যাগে ত্যক্তং তস্ত হি চিত্রকম্। প্রকৃতে-র্ব্বিরমে চেত্থং ধ্যায়িনাং কে স্বরাদয়ঃ॥" ইতি বিরমো বিরামস্ত্যাগঃ। আদিশব্দেন দ্রব্যরূপা অপি বিকারা গ্রাহ্যা ইতি। যচ্চ বুদ্ধিপুরুষ-বিবেকাদেব মোক্ষ ইত্যপি কচিদুচ্যতে। তত্র স্থূলসূক্ষ্মবুদ্ধিগ্রহণাৎ প্রকৃতেরপি গ্রহণম্। অন্যথা বুদ্ধিবিবেকেঽপি প্রকৃত্যভিমানসম্ভবাদিতি। নম্ন বুদ্ধ্যাদ্যভিমানাতিরিক্তে প্রকৃত্যভিমানে কিং প্রমাণমহমজ্ঞ ইত্যাদ্য-খিলাভিমানানাং বুদ্ধ্যাদিবিষয়ত্বেনৈবোপপত্তেরিতি চেন্ন॥ "মৃত্বা মৃত্বা পুনঃ সৃষ্টৌ স্বর্গী স্যাং মা চ নারকী॥" ইত্যাদ্যভিমানানাং প্রধানবিষয়ত্বং বিনানুপপত্তেঃ। অতীতানাং বুদ্ধ্যাদ্যখিলকার্য্যানাং পুনঃ সৃষ্ট্যভাবাৎ প্রধানস্ত ত্বিদমেব প্রলয়ানন্তরং জন্ম যদ্‌বুদ্ধ্যাদিরূপৈকপরিণামত্যাগেনা-পরবুদ্ধ্যাদিরূপতয়া পরিণমনমিতি। ন চাত্মনি জন্মাদিজ্ঞানমভিমান এব ন ভবতি পুরুষস্যাপি লিঙ্গশরীরসংযোগরূপয়োর্জ্জন্মমরণয়োঃ পারমার্থিক-ত্বাদিতি বাচ্যম্। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ। নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ॥" ইত্যাদিবাক্যৈর্জ্জন্মাদিপ্রতিষেধেনোৎপত্তিবিনাশাভিমান-রূপস্যাত্মনি জন্মাদিজ্ঞানস্য সিদ্ধেঃ, অপ্রসক্তস্য প্রতিষেধাযোগাৎ। কিঞ্চ বুদ্ধ্যাদিষু পুরুষাণামভিমানোঽনাদির্ব্বক্তুং ন শক্যতে বুদ্ধ্যাদীনাং কার্য্য-ত্বাৎ। অতঃ কার্য্যেঽভিমানব্যবস্থার্থং নিয়ামকাকাঙ্ক্ষায়াং কারণাভিমান এব নিয়ামকতয়া সিধ্যতি লোকে দৃষ্টত্বাৎ কল্পনায়াশ্চ দৃষ্টানুসারিত্বাৎ। যথা লোকে দৃষ্টঃ ক্ষেত্রাভিমানাৎ ক্ষেত্রজন্যধান্যাদিষভিমানঃ। সুবর্ণাভি-মানাচ্চ তজ্জন্যকটকাদিষভিমানঃ। তয়োর্নিবৃত্ত্যা চ তয়োর্নিবৃত্তিরিতি।

"প্রধানাভিমানতদ্বাসনয়োশ্চ বীজাঙ্কুরবদনাদিত্বান্ন তদভিমানে নিয়মকান্তরাপেক্ষেতি ॥ ৫৭ ॥

এবং প্রতিপাদিতে চতুর্ব্যূহে পুনরিয়মাশঙ্কা। নমু পুরুষে চেদ্‌বন্ধমোক্ষৌ বিবেকাবিবেকৌ স্বীকৃতৌ তর্হি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্থেতি স্বোক্তিবিরোধঃ। তথা চ—"ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ॥ ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেতি তাং পরিহরতি।—

বাঙ্মাত্রং ন তু তত্ত্বং চিত্তস্থিতেঃ ॥ ৫৮ ॥

বন্ধাদীনাং সর্ব্বেষাং চিত্ত এবাবস্থানাৎ তৎ পুরুষে বাঙ্মাত্রং সর্ব্বং স্ফটিকলৌহিত্যবৎ প্রতিবিম্বমাত্রত্বান্ন তু তত্ত্বং তস্য ভাবঃ অনারোপিতং জপালৌহিত্যবদিত্যর্থঃ। অতো নোক্তবিরোধ ইতি ভাবঃ। "স সমানঃ সম্ভূতো লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব"ইত্যাদিশ্রুতয়স্তত্র প্রমাণম্। পুরুষঃ সমানো লোকয়োরেকরূপঃ। ইবশব্দাভ্যাং নানারূপত্বস্যৌপাধিকত্বমুক্তম্। তথা চোক্তম্—"বন্ধমোক্ষৌ সুখং দুঃখং মোহাপত্তিশ্চ মায়য়া। স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী॥" ইতি মায়য়া মায়াখ্যপ্রকৃত্যৌপাধিকীত্যর্থঃ। নন্বেবং তুচ্ছস্য বন্ধস্য হানং কথং পুরুষার্থঃ কথং বান্যধর্ম্মাভ্যামবিবেকবিবেকাভ্যামন্যস্য বন্ধমোক্ষস্বীকারে কর্ম্মাদিভিরিব নাব্যবস্থেতি চেদত্রোক্তপ্রায়মপি

সূত্রার্থঃ—অবিবেক বল, আর বন্ধন বল, সমস্তই চিত্তে অবস্থিত। যেহেতু চিত্তে অবস্থিত, সেই হেতু সে সকল পুরুষে তত্ত্ব অর্থাৎ সত্য নহে। সে সকল কথামাত্র অর্থাৎ উপচার কথা। ঐ সকল পুরুষে অর্থাৎ আত্মায় লক্ষণা বা উপচার ক্রমে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, বন্ধনাদি স্বচ্ছস্বভাব পুরুষে স্ফটিকে লৌহিত্য প্রতিবিম্বের ন্যায় অবাস্তব বা মিথ্যা ॥ ৫৮ ॥

পুনঃ প্রপঞ্চ্যতে। যদ্যপি দুঃখযোগরূপো বন্ধো বৃত্তিরূপৌ চ বিবেকাবিবেকৌ চিত্তস্যৈব তথাপি পুরুষে দুঃখপ্রতিবিম্ব এব ভোগ ইত্যবস্তুত্বেঽপি তদ্ধানং পুরুষার্থঃ। দুঃখং মা ভুঞ্জীয়েতি প্রার্থনাৎ। এবং যস্মৈ পুরুষায় প্রকৃতিরবিবেকেনাত্মানং দর্শিতবতী তদ্বাসনাবশাৎ তমেব সংযোগদ্বারা বধ্নাতি নান্যম্। তথা যস্মৈ বিবেকেনাত্মানং দর্শিতবতী তমেব স্ববিয়োগদ্বারা মোচয়তি বাসনোচ্ছেদাদিতি ব্যবস্থাপি ঘটত ইতি। কর্ম্মাদিভির্ব্বন্ধাভ্যুপগমে ত্বেবং ব্যবস্থা ন ঘটতে। কর্ম্মাদীনাং সাক্ষিভাস্যত্বাভাবেন সাক্ষাৎ পুরুষেষ্বপ্রতিবিম্বনাদিতি ॥ ৫৮ ॥

নন্থ বন্ধাদিকং চেৎ পুরুষে বাঙ্মাত্রং তর্হি শ্রবণেন যুক্ত্যা বা তস্য বাধো ভবতু কিমর্থং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ সাক্ষাৎকারপর্য্যন্তং বিবেকজ্ঞানমুপদিশ্যতে মোক্ষহেতুতয়েতি। তত্রাহ—

যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে ॥ ৫৯ ॥

যুক্তির্ম্মননম্। অপিশব্দঃ শ্রবণসমুচ্চয়ার্থঃ। বাঙ্মাত্রমপি পুরুষস্য বন্ধাদিকং শ্রবণমননমাত্রেণ ন বাধ্যতে সাক্ষাৎকারং বিনা, যথা দিঙ্মূঢ়স্য জনস্য বাঙ্মাত্রমপি দিগ্বিপরীত্যং শ্রবণযুক্তিভ্যাং ন বাধ্যতে সাক্ষাৎকারং বিনেত্যর্থঃ। প্রকৃতে চেদমেব বাধ্যত্বং যৎ পুরুষে বন্ধাদিবুদ্ধিনিবৃত্তির্ন্ত্বভাবসাক্ষাৎকারঃ শ্রবণাদিনা তদুৎপত্তিসম্ভাবনায়া অপ্যভাবাদিতি। অথবেত্থং ব্যাখ্যেয়ম্। নন্থ "নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তিঃ" ইত্যনেন বিবেক-

সূত্রার্থঃ—অবিবেক কেবলমাত্র শাস্ত্রশ্রবণে ও যুক্তি অবলম্বনে (মননে) বিদূরিত হয় না। তাহার উচ্ছেদ সাক্ষাৎকারসাপেক্ষ। যেমন দিগ্‌যাথার্থ্য সাক্ষাৎকার ব্যতীত দিগ্‌ভ্রান্তের দিগ্‌ভ্রম তিরোহিত হয় না, তেমনি, বিবেকসাক্ষাৎকার ব্যতীত অবিবেকের উচ্ছেদ হয় না। এক্ষণে প্রকৃতির অস্তিত্বে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ৫৯ ॥

জ্ঞানমবিবেকোচ্ছেদকমুক্তম্। তজ্জ্ঞানং কিং শ্রবণাদিসাধারণমুতাস্তি কশ্চিদ্বিশেষ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। যুক্তিতোঽপীত্যাদিসূত্রম্। অবিবেকো যুক্তিতঃ শ্রবণতশ্চ ন বাধ্যতে নোচ্ছিদ্যতে বিবেকাপরোক্ষং বিনা দিঙ্মোহবদিত্যর্থঃ সাক্ষাৎকারভ্রমে সাক্ষাৎকারবিশেষদর্শনস্যৈব বিরোধিত্বাদিতি ॥ ৫৯ ॥

তদেবং বিবেকসাক্ষাৎকারান্মোক্ষং প্রতিপাদ্যোত্তরং বিবেকঃ প্রতিপাদনীয়ঃ। তত্রাদৌ প্রকৃতিপুরুষাদীনাং বিবেকতঃ সিদ্ধৌ প্রমাণান্যুপন্যস্যন্তে।

অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধো ধূমাদিভিরিব বহ্নেঃ ॥ ৬০ ॥

অচাক্ষুষাণামপ্রত্যক্ষাণাম্। কেচিৎ তাবৎ পদার্থাঃ স্থূলভূততৎকার্যদেহাদয়ঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধা এব। প্রত্যক্ষেণাসিদ্ধানাং প্রকৃতিপুরুষাদীনামনুমানেন বোধঃ পুরুষনিষ্ঠফলসিদ্ধির্ভবতি যথা ধূমাদিভিজ্জনিতেনানুমানেন বহ্নেঃ সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অনুমানাসিদ্ধমপ্যাগমাৎ সিদ্ধ্যতীত্যপি বোধ্যম্। অস্য শাস্ত্রস্যানুমানপ্রাধান্যাৎ তু কেবলানুমানস্য মুখ্যত্বেনৈবোপন্যাসো ন ত্বাগমস্যানপেক্ষেতি। তথাচ কারিকা—"সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ। তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্ ॥" ইতি। অনেন চ সূত্রেণেদং মননশাস্ত্রমিত্যবগম্যতে ॥ ৬০ ॥

উক্তপ্রমাণৈঃ সাধ্যস্য বিবেকস্য প্রতিযোগ্যনুযোগিপদার্থানাং সংগ্রহসূত্রং বক্ষ্যমাণানুমানোপযোগিকার্যকারণভাবমপি প্রদর্শয়তি।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণ্যুভয়মি-

---

সূত্রার্থ :—যেমন ধূমাদি দর্শনে অদৃষ্টচর বহ্নির বোধ হয়, সেইরূপ, অনুমান প্রমাণে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের (প্রকৃতি প্রভৃতির) বোধ অস্তিত্বসিদ্ধি) হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

ত্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ ॥ ৬১ ॥

সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি, ন বৈশেষিকা গুণাঃ সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ। লঘুত্বচলত্বগুরুত্বাদিধর্ম্মকত্বাচ্চ। তেষত্র শাস্ত্রে শ্রুত্যাদৌ চ গুণশব্দঃ পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষপশুবন্ধকত্রিগুণাত্মকমহদাদিরজ্জুনির্ম্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে। তেষাং সত্ত্বাদিদ্রব্যাণাং যা সাম্যাবস্থাঽন্যূনানতিরিক্তাবস্থা ন্যূনাধিকভাবেনাসংহতাবস্থেতি যাবৎ। অকার্য্যাবস্থেতি নিষ্কর্ষঃ। আকার্য্যাবস্থোপলক্ষিতং গুণসামান্যং প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। যথাশ্রুতে বৈষম্যাবস্থায়াং প্রকৃতিনাশপ্রসঙ্গাৎ। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি এষৈব প্রকৃতিঃ সদা। এষৈব সংসৃতির্জ্জন্তোরস্যাঃ পারে পরং পদম্ ॥" ইত্যাদিস্মৃতিভির্গুণমাত্রস্যৈব

সূত্রার্থঃ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের সমানাবস্থা প্রকৃতি নামে পরিচিত।*

জগদ্বীজ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহান্ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের কার্য্য বা পরিণাম অহঙ্কারতত্ত্ব। অহঙ্কারতত্ত্বের পরিণাম দ্বিবিধ। তন্মাত্রা পাঁচ ও দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়। তন্মাত্রা পঞ্চক হইতে পঞ্চস্থূলভূত। এইরূপে প্রকৃতি সহ প্রাকৃতিক পদার্থ ২৪ ও পুরুষ পদার্থ এক। সমুদায়ে পঁচিশ তত্ত্ব আছে ॥ ৬১ ॥

* এ গুণ ন্যায় বৈশেষিকাদি সম্মত গুণ নহে। তৎসম্মত গুণ দ্রব্যাশ্রিত। কিন্তু এ গুণ দ্রব্যস্থানীয়। পশুবন্ধন রজ্জুকে গুণ বলে, এ গুণও পুরুষ পশু বন্ধনের রজ্জুর স্বরূপ। তাই সত্ত্বাদি তিন পদার্থের গুণ সংজ্ঞা। সত্ত্বাদি গুণ যখন ঠিক সমান থাকে, বৃদ্ধি হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, তখন কোনও প্রকার বিকার থাকে না। অর্থাৎ সৃষ্টি থাকে না। পরে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটনা অনুসারে সৃষ্টি হয়। সেই যে অকার্য্যাবস্থা বা অসৃষ্টি অবস্থা, অথবা তদুপলক্ষিত সত্ত্বাদি, তাহাই এতৎশাস্ত্রের প্রধান প্রকৃতি ও জগদ্বীজ।

প্রকৃতিত্ববচনাচ্চ। সত্ত্বাদীনামনুগমায় সামান্যেতি। পুরুষব্যাবর্ত্তনায় গুণেতি। মহদাদিব্যাবর্ত্তনায় চোপলক্ষিতান্তমিতি। মহাদাদয়োঽপি হি কার্য্যসত্ত্বাদিরূপাঃ পুরুষোপকরণতয়া গুণাশ্চ ভবন্তীতি। তদত্র প্রকৃতেঃ স্বরূপমেবোক্তম্। অস্যা বিশেষস্তু পশ্চাদ্বক্ষ্যতে। প্রকৃতেঃ কার্য্যো মহান্ মহত্তত্ত্বম্। মহদাদীনাং স্বরূপং বিশেষশ্চ বক্ষ্যতে। মহতশ্চ কার্য্যোঽহঙ্কারঃ। অহঙ্কারস্য কার্য্যদ্বয়ং তন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং চ। তত্রো-ভয়মিন্দ্রিয়ং বাহ্যাভ্যন্তরভেদেনৈকাদশবিধম্ তন্মাত্রাণাং কার্য্যাণি পঞ্চ স্থূলভূতানি। স্থূলশব্দাৎ তন্মাত্রাণাং সূক্ষ্মভূতত্বমভ্যুপগতম্। পুরুষস্তু কার্য্যকারণবিলক্ষণ ইতি। ইত্যেবং পঞ্চবিংশতির্গণঃ পদার্থব্যূহ এতদতি-রিক্তঃ পদার্থো নাস্তীত্যর্থঃ। অথবা সত্ত্বাদীনাং প্রত্যেকব্যক্ত্যানন্ত্যাং গণশব্দো বক্তি। অয়ং চ পঞ্চবিংশতিকো গণো দ্রব্যরূপ এব। ধর্ম্ম-ধর্ম্ম্যভেদাৎ তু গুণকর্ম্মসামান্যাদীনামত্রৈবান্তর্ভাবঃ। এতদতিরিক্তপদার্থ-সত্ত্বে হি ততোঽপি পুরুষস্য বিবেক্তব্যতয়া তদসংগ্রহন্যূনতাপদ্যেত। এতেন সাংখ্যানামনিয়তপদার্থাভ্যুপগম ইতি মূঢ়প্রলাপ উপেক্ষণীয়ঃ। দিক্কালৌ চাকাশমেব। "দিক্কালাবাকাশাদিভ্য" ইত্যাগামিসূত্রাৎ। অত এব পদার্থাঃ পরস্পরপ্রবেশাপ্রবেশাভ্যাং ক্বচিৎ তত্র একমেব ক্বচিৎ তু ষট্ ক্বচিচ্চ ষোড়শ ক্বচিচ্চ সংখ্যান্তরৈরপ্যুপদিশ্যন্তে। বিশেষস্তু সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যমাত্র ইতি মন্তব্যম্। তথা চোক্তং ভাগবতে—"একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানী-তরাণি চ। পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ॥ ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্। সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্বিদুষাং কিমশোভনম্॥" ইতি। এতে চ পদার্থাঃ শ্রুতিষ্বপি গণিতাঃ যথা গর্ভো-পনিষদি। "অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারা" ইতি। প্রশ্নোপনিষদি চ "পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ"ইত্যাদিনা। এবং মৈত্রেয়োপনিষদাদিষ্বপি। অষ্টৌ চ প্রকৃতয়ঃ কারিকয়া ব্যাখ্যাতাঃ। "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ

পুরুষঃ"॥ ইতি। একমেবাদ্বিতীয়ং তত্ত্বমিতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রবাদস্তু সর্ব্ব-তত্ত্বানাং পুরুষে বিলাপনেন শক্তিশক্তিমদভেদেনেত্যবিরোধঃ। লয়শ্চ সূক্ষ্মীভাবেনাবস্থানং ন তু নাশ ইতি তদুক্তম্। "আসীজ্‌জ্ঞানমথোপার্থ একমেবাবিকল্পিতম্।' অবিকল্পিতমবিভক্তম্। এতচ্চ ব্রহ্মমীমাংসা-ভাষ্যেঽদ্বৈতপ্রসঙ্গতো বিস্তরেণোপপাদিতম্। বিশেষস্ত্বয়ং যৎ সেশ্বর-বাদেঽন্যতত্ত্বানাং তত্রৈবাবিভাগাদীশ্বরচৈতন্যমেবৈকং তত্ত্বম্। নিরীশ্বর-বাদে তু ত্রিবেণীসদনোন্যাবিভক্তত্বয়ৈকস্মিন্ কূটস্থে তেজোমণ্ডল-বদাদিত্যমণ্ডলে প্রকৃত্যাখ্যসূক্ষ্মাবস্থয়া মহদাদেরবিভাগাদাত্মৈবৈকং তত্ত্ব-মিতি তথা চ বক্ষ্যতি। "নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ"ইতি ॥৬১॥ এতেষু পদার্থেষ্বচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধং প্রতিপাদয়তি সূত্রজাতেন।—

স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য ॥ ৬২ ॥

বোধ ইত্যনুবর্ত্তত স্থূলং তাবচ্চাক্ষুষমেব তচ্চ তন্মাত্রকার্য্যতয়োক্তম্। ততঃ স্থূলভূতাৎ কার্য্যাৎ তৎকারণতয়া তন্মাত্রানুমানেন স্থূলবিবেকতো বোধঃ ইত্যর্থঃ। আকাশসাধারণ্যায় স্থূলত্বমত্র বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণকত্ব' শান্তাদিবিশেষবত্ত্বং বা। তন্মাত্রাণি চ যজ্জাতীয়েষু শান্তাদিবিশেষত্রয়ং ন তিষ্ঠতি তজ্জাতীয়ানাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানামাধারভূতানি সূক্ষ্ম দ্রব্যাণি স্থূলানামবিশেষাঃ। "তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রাস্তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা। ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষিণঃ॥" ইতি বিষ্ণু-পুরাণাদিভ্যঃ। অস্যায়মর্থঃ তেষু তেষু ভূতেষু তন্মাত্রাস্তিষ্ঠন্তীতি কৃত্ব ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদাদ্দ্রব্যাণামপি তন্মাত্রতা স্মৃতা। তে চ পদার্থাঃ শান্তঘোর-মূঢ়াখ্যৈঃ স্থূলগতশব্দাদিবিশেষৈঃ শূন্যা একরূপত্বাৎ। তথা চ শান্তাদি-

---

সূত্রার্থঃ—কার্য্য দেখিলে কারণের অনুমান হয়। এই নিয়মে, স্থূল ভূতের অর্থাৎ এই সকল দৃশ্য পৃথিব্যাদি দর্শনে এ সকলের কারণীভূত পঞ্চ তন্মাত্রার (সূক্ষ্মভূতের) বোধ (অস্তিত্বনির্ণয়) হয়॥ ৬২॥

বিশেষশূন্যশব্দাদিমত্ত্বমেব ভূতানাং শব্দাদিতন্মাত্রত্বমিত্যাশয়ঃ। অতোঽবিশেষিণোঽবিশেষসংজ্ঞিতা ইতি। শান্তং সুখাত্মকং, ঘোরং দুঃখাত্মকং, মূঢ়ং মোহাত্মকম্। তন্মাত্রাণি চ দেবাদিমাত্রভোগ্যত্বেন কেবলং সুখাত্মকান্যেব সুখাধিক্যাদিতি। অত্রেদমনুমানম্। অপকর্ষকাষ্ঠাপন্নানি স্থূলভূতানি স্ববিশেষগুণবদ্দ্রব্যোপাদানকানি স্থূলত্বাদ্ঘটপটাদিবদিতি। অত্রানবস্থাপত্ত্যা সূক্ষ্মমাদায়ৈব সাধ্যং পর্য্যবস্যতি। অনুকূলতর্কশ্চাত্র কারণগুণক্রমেণ কার্য্যগুণোৎপত্তের্বাধকব্যতিরেকেণাপরিহার্য্যত্বম্। শ্রুতিস্মৃতযশ্চেতি। প্রকৃতেঃ শব্দস্পর্শাদিমত্ত্বে তু বাধকমস্তি। "শব্দস্পর্শবিহীনং তদ্রূপাদিভিরসংযুতম্। ত্রিগুণং তজ্জগদ্যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণাদিবাক্যজাতম্। বুদ্ধ্যহঙ্কারয়োশ্চ শব্দস্পর্শাদিমত্ত্বে ভূতকারণশ্রুতিস্মৃতয় এব বাধিকাঃ সন্তি বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যজাতীয়বিশেষগুণবত্ত্বস্যৈব ভূতলক্ষণত্বেন তয়োরপি ভূতত্বাপত্ত্যা স্বস্য স্বকারণত্বানুপপত্তেরিতি। নন্বেবং কারণদ্রব্যেষু রূপাদ্যভাবে তন্মাত্ররূপাদেঃ কিং কারণমিতি চেৎ স্বকারণদ্রব্যাণাং ন্যূনাধিকভাবেনান্যোঽন্যং সংযোগবিশেষ এব, হরিদ্রাদীনাং সংযোগস্য তদুভয়ারব্ধদ্রব্যে রক্তরূপাদিহেতুত্বদর্শনাৎ। দৃষ্টানুসারেণ স্বাশ্রয়হেতুসংযোগানামেব রূপাদিহেতুত্বসম্ভবে তার্কিকাণাং পরমাণুষু রূপকল্পনং তু হেয়ম্। সজাতীয়কারণগুণস্যৈব কার্য্যগুণারম্ভকত্বেতি তু তেষামপি ন নিয়মঃ। ত্রসরেণুমহত্ত্বাদাববয়ববহুত্বাদেরেব তৈরপি হেতুত্বাভ্যুপগমাদিতি দিক্। ইন্দ্রিয়ানুমানং চাকাশানুমানবদ্দর্শনস্পর্শনবচনাদিভিঃ প্রত্যক্ষাভির্বৃত্তিভিরেবেতি তদত্র নোক্তম্। তত্ত্বান্তরেণ তত্ত্বান্তরানুমানানামেব প্রকৃতত্বাদিতি ন ন্যূনতা। তন্মাত্রাণাং চোৎপত্তৌ যোগভাষ্যোক্তপ্রক্রিয়ৈব গ্রাহ্যা। যথাহঙ্কারাচ্ছব্দতন্মাত্রং ততশ্চাহঙ্কারসহকৃতাচ্ছব্দতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শগুণকং স্পর্শতন্মাত্রম্। এবং ক্রমেণৈকৈকগুণবৃদ্ধ্যা তন্মাত্রাণ্যুৎপদ্যন্ত ইতি। যা তু—"আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ। বল-

বানভবদ্বায়ুস্তস্য স্পর্শো গুণো মতঃ॥" ইত্যাদিনা বিষ্ণুপুরাণে স্পর্শাদি-তন্মাত্রসৃষ্টিরাকাশাদিস্থূলভূতচতুষ্টয়াদুক্তা। সা ভূতরূপেণ পরিণমনরূপৈব মন্তব্যা। আকাশাদীনি জলান্তানি হি স্থূলভূতানি স্বস্বোত্তরভূতরূপেণ স্বানুগততন্মাত্রাঃ স্বোপষ্টম্ভতঃ পরিণময়ন্তীতি॥ ৬২॥

বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাং তৈশ্চাহঙ্কারস্য॥ ৬৩॥

বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যামিন্দ্রিয়াভ্যাং তৈঃ পঞ্চতন্মাত্রৈশ্চ কার্য্যৈস্তৎকারণতয়া-হঙ্কারস্যানুমানেন বোধ ইত্যর্থঃ। অহঙ্কারশ্চাভিমানবৃত্তিকমন্তঃকরণদ্রব্যং নত্বভিমানমাত্রং দ্রব্যস্যৈব লোকে দ্রব্যোপাদানত্বদর্শনাৎ। সুষুপ্ত্যাদাবহ-ঙ্কারবৃত্তিনাশেন ভূতনাশপ্রসঙ্গাদ্বাসনাশ্রয়ত্বেনৈবাহঙ্কারাখ্যদ্রব্যসিদ্ধেশ্চেতি। অত্রেত্থমনুমানম্। তন্মাত্রেন্দ্রিয়াণ্যভিমানবদ্দ্রব্যোপাদানকান্যভিমানকার্য্য-দ্রব্যত্বাৎ। যন্নৈবং তন্নৈবম্। যথা পুরুষাদিরিতি। নন্বভিমানবদ্দ্রব্যমেবা-সিদ্ধমিতি চেদহং গৌর ইত্যাদিবৃত্ত্যুপাদানতয়া চক্ষুরাদিবৎ তৎসিদ্ধেঃ। অনেন চানুমানেন মন আত্মতিরেকমাত্রস্য তৎকারণতয়া প্রসাধ্যত্বাৎ। অত্র চায়মনুকূলস্তর্কঃ "বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যস্তাবদ্ভূতাদি-সৃষ্টেরভিমানপূর্ব্বকত্বাদ্বুদ্ধিবৃত্তিপূর্ব্বকসৃষ্টৌ কারণতয়াভিমানঃ সিদ্ধঃ। তত্র চৈকার্থসমবায়প্রত্যাসত্ত্যৈবাভিমানস্য সৃষ্টিহেতুত্বং লাঘবাৎ কল্প্যত ইতি। নন্বেবং কুলালাহঙ্কারস্যাপি ঘটোপাদানত্বাপত্ত্যা কুলালমুক্তৌ তদন্তঃকরণনাশে তন্নির্ম্মিতঘটনাশঃ স্যাৎ। ন চৈতদ্যুক্তম্। পুরুষান্তরেণ স এবায়ং ঘট ইতি প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাদিতি। মৈবম্। মুক্তপুরুষভোগ-হেতুপরিণামস্যৈব তদন্তঃকরণমোক্ষোত্তরমুচ্ছেদাৎ। নতু পরিণাম-সামান্যস্যান্তঃকরণস্বরূপস্য বোচ্ছেদঃ "কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্য-

সূত্রার্থঃ—তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয় (বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়) এই দুএর দ্বারা তদ্দ্বয়ের কারণ অহঙ্কার তত্ত্বের অস্তিত্বানুমান হয়॥ ৬৩॥

সাধারণত্বাৎ”ইতি যোগসূত্রে মুক্তপুরুষোপকরণস্যাপ্যন্যপুরুষার্থসাধকত্ব-সিদ্ধেরিতি। অথবা ঘটাদিষ্বপি হিরণ্যগর্ভাহঙ্কার এব কারণমস্তু ন কুলালাহঙ্কারস্তথাপি সামান্যব্যাপ্তৌ ন ব্যভিচারঃ সমষ্টিবুদ্ধ্যাদ্যুপাদানিকৈব হি সৃষ্টিঃ পুরাণাদিষু সাংখ্যযোগয়োশ্চ প্রতিপাদ্যতে ন তু তদংশব্যষ্টি-বুদ্ধ্যাদ্যুপাদানিকা যথা মহাপৃথিব্যা এব স্থাবরজঙ্গমাদ্যুপাদানত্বং ন তু পৃথিব্যংশলোষ্ট্রাদেরিতি ॥ ৬৩ ॥

তেনান্তঃকরণস্য ॥ ৬৪ ॥

তেনাহঙ্কারেণ কার্য্যেণ তৎকারণতয়া মুখ্যস্যান্তকরণস্য মহদাখ্যবুদ্ধেরনু-মানেন বোধ ইত্যর্থঃ। অত্রাপ্যয়ং প্রয়োগঃ। অহঙ্কারদ্রব্যং নিশ্চয়বৃত্তি-মদ্দ্রব্যোপাদানকং নিশ্চয়কার্য্যদ্রব্যত্বাৎ। যন্নৈবং তন্নৈবং যথা পুরুষাদি-রিতি। অত্রাপ্যয়ং তর্কঃ সর্ব্বোঽপি লোকঃ পদার্থমাদৌ স্বরূপতো নিশ্চিত্য পশ্চাদভিমন্যতে। অয়মহং ময়েদং কর্ত্তব্যমিত্যাদিরূপেণেতি তাবৎ সিদ্ধমেব। তত্রাহঙ্কারদ্রব্যকারণাকাঙ্ক্ষায়াং বৃত্ত্যোঃ কার্য্যকারণ-ভাবেন তদাশ্রয়য়োরেব কার্য্যকারণভাবো লাঘবাৎ কল্প্যতে কারণস্য বৃত্তি-লাভেন কার্য্যবৃত্তিলাভস্যৌৎসর্গিকত্বাদিতি। শ্রুতাবপি “স ঈক্ষাঞ্চক্রে” “তদৈক্ষত”ইত্যাদৌ সর্গাদ্যুৎপন্নবুদ্ধিত এব তদিতরাখিলসৃষ্টিরবগম্যতে ইতি। যদ্যপ্যেকমেবান্তঃকরণং বৃত্তিভেদেন ত্রিবিধং লাঘবাৎ, “গুণক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাদুর্ব্বভূব হ। মনো মহাংশ্চ বিজ্ঞেয় একং তদ্বৃত্তি-ভেদতঃ॥” ইতি লৈঙ্গাৎ। “পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে” ইতি বেদান্ত-সূত্রেণ প্রাণদৃষ্টান্তবিধয়া মনসোঽপি বৃত্তিমাত্রভেদেন বহুত্বসিদ্ধেশ্চ। অন্যথা নিশ্চয়াদিবৃত্তিভিরিব ভ্রমসংশয়নিদ্রাক্রোধাদিবৃত্তিভিরপি স্বসম-সংখ্যানন্তান্তঃকরণাপত্তেঃ। বুদ্ধ্যাদিষ্বব্যবস্থয়া মন আদিপ্রয়োগস্য পাত-

সূত্রার্থঃ—অহঙ্কারের দ্বারা তদীয় কারণ অন্তঃকরণের অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব-নামক বুদ্ধিদ্রব্যের অস্তিত্ব নির্ণীত হয় ॥ ৬৪ ॥

মূলাদিসর্ব্বশাস্ত্রেষ্বনুপপত্তেশ্চ। তথাপি বংশপর্ব্বস্বিবাবান্তরভেদমাশ্রিত্যান্তঃকরণত্রয়ে ক্রমঃ কার্য্যকারণভাবশ্চোক্তঃ যোগোপযোগিশ্রুতিস্মৃতিপরিভাষানুসারাদিতি মন্তব্যম্। তদুক্তং বাশিষ্ঠে। "অহমর্থোদয়ো যোঽয়ং চিত্তাত্মা বেদনাত্মকঃ। এতচ্চিত্তদ্রুমস্যাস্য বীজং বিদ্ধি মহামতে॥ এতস্মাৎ প্রথমোদ্ভিন্নাদঙ্কুরোঽভিনবাকৃতিঃ। নিশ্চয়াত্মা নিরাকারো বুদ্ধিরিত্যভিধীয়তে॥ অস্য বুদ্ধ্যভিধানস্য যাঙ্কুরস্য প্রপীনতা। সঙ্কল্পরূপিণী তস্যাশ্চিত্তচেতোমনোঽভিধা॥" ইতি। অহমর্থোঽন্তঃকরণসামান্যম্। অত্র বাক্যে বীজাঙ্কুরন্যায়েনৈকস্যৈবান্তঃকরণবৃক্ষস্য বৃত্তিমাত্ররূপেণ চিত্তাদ্যাখ্যাবস্থাভেদাঃ ক্রমিকাস্ত্রিবিধাঃ পরিণামা উক্তা ইতি। সাংখ্যশাস্ত্রে চ চিন্তাবৃত্তিকস্য চিত্তস্য বুদ্ধাবেবান্তর্ভাবঃ। অহঙ্কারস্য চাত্র বাক্যে বুদ্ধাবন্তর্ভাবঃ॥ ৬৪॥

ততঃ প্রকৃতেঃ ॥ ৬৫ ॥

ততো মহত্তত্ত্বাৎ কার্য্যাৎ কারণতয়া প্রকৃতেরনুমানেন বোধ ইত্যর্থঃ। অন্তঃকরণসামান্যস্যাপি কার্য্যত্বং তাবদেকদা পঞ্চেন্দ্রিয়জ্ঞানানুৎপত্ত্যা মধ্যমপরিমাণতয়া দেহাদিবদেব সিদ্ধং শ্রুতিস্মৃতিপ্রামাণ্যাচ্চ। তস্য চ প্রকৃতি কার্য্যত্বেঽয়ং প্রয়োগঃ। সুখদুঃখমোহধর্ম্মিণী বুদ্ধিঃ সুখদুঃখমোহধর্ম্মকদ্রব্যজন্যা কার্য্যত্বে সতি সুখদুঃখমোহাত্মকত্বাৎ কান্তাদিবদিতি কারণগুণানুসারেণৈব কার্য্যগুণৌচিত্যাৎ চাত্রানুকূলতর্কঃ শ্রুতিস্মৃতয়োঽপীতি মন্তব্যম্। ননু বিষয়েষু সুখাদিমত্ত্বে প্রমাণং নাস্তি। অহং সুখীত্যাত্মেবানুভবাৎ তৎ কথং কান্তাদিবিষয়ো দৃষ্টান্ত ইতি চেন্ন। সুখাদ্যাত্মকবুদ্ধিকার্য্যতয়া স্রক্‌সুখং চন্দনসুখমিত্যাদ্যনুভবেন চ বিষয়াণামপি সুখাদিধর্ম্মকত্বসিদ্ধেঃ শ্রুতিস্মৃতিপ্রামাণ্যাচ্চ।

সূত্রার্থ :—মহত্তত্ত্বের দ্বারা মূলকারণ প্রকৃতির অনুমান কর। অর্থাৎ অনুমান প্রমাণে প্রকৃতি কি তাহা বুঝিয়া লও॥ ৬৫॥

কিঞ্চ যন্নান্বয়ব্যতিরেকৌ সুখাদিনা সহ দৃশ্যেতে তস্যৈব সুখাদ্যুপাদানত্বং কল্প্যতে, তস্য নিমিত্তত্বং পরিকল্প্যান্যস্যোপাদানত্বকল্পনে কারণদ্বয়কল্পনা-গৌরবাৎ। অপি চান্যোঽন্যসংবাদেন প্রত্যভিজ্ঞয়া চ বিষয়েষু সর্ব্বপুরুষ-সাধারণস্থিরসুখসিদ্ধিঃ। তৎসুখগ্রহণায়াস্মন্ময়ে বৃত্তিনিয়মাদিকল্পনাগৌরবং চ ফলমুখত্বান্ন দোষাবহম্। অন্যথা প্রত্যভিজ্ঞয়াবয়ব্যসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ তৎ-কারণাদিকল্পনাগৌরবাদিতি। বিষয়েঽপি সুখাদিকং চ মার্কণ্ডেয়ে প্রোক্তম্। "তৎ সত্ত্ব চেতস্যথবাপি দেহে সুখানি দুঃখানি চ কিং মমাত্র।" ইতি। অহং সুখীত্যাদিপ্রত্যয়স্তু অহং ধনীত্যাদি প্রত্যয়-বৎ স্বস্বামিভাবাখ্যসম্বন্ধবিষয়কস্তেষাং প্রত্যয়ানাং সমবায়সম্বন্ধবিষয়কত্ব-ভ্রমনিরাসার্থং তু সুখিদুঃখিমূঢ়েভ্যঃ পুরুষো বিবিচ্যতে শাস্ত্রেম্বিতি। শব্দাদিষু চ সুখাদ্যাত্মতাব্যবহার একার্থসমবায়াৎ। অস্তু বা শব্দাদিষু সাক্ষাদেব সুখমুক্তপ্রমাণেভ্যঃ। বিষয়গতসুখাদেশ্চ বুদ্ধিমাত্রগ্রাহ্যত্বং ফলবলাৎ। যৎ তু বিষয়াসম্প্রয়োগকালে শান্তিসুখং সাত্ত্বিকং সুষুপ্ত্যাদৌ ব্যজ্যতে তদেব বুদ্ধিধর্ম্ম আত্মসুখমুচ্যত ইতি। যদ্যপি বৈশেষিকাদ্যা অপি তার্কিকাঃ প্রপঞ্চেঽন্যথাপি কার্য্যকারণব্যবস্থামনুমিমতে তথাপি বহুলশ্রুতিস্মৃত্যুপোদ্বলনেনাস্মাভিরনুমিতৈব ব্যবস্থা মুমুক্ষুভিরুপাদেয়া মূলশৈথিল্যদোষেণ পরানুমানানাং দুর্ব্বলত্বাৎ। অতএব "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইতি বেদান্তসূত্রেণাপ্রতিষ্ঠাদোষতঃ কেবলতর্কোঽপাস্তঃ। তথা মনু-নাপি—"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" ইতি বেদাবিরুদ্ধতর্কস্যৈবার্থনিশ্চায়কত্বমুক্তম্। তস্মাৎ—"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।" ইত্যাদি-বাক্যেভ্যঃ শ্রবণসমানার্থকমেব মননং বলবৎ। অন্যাকারং মননং তু পরেষাং দুর্ব্বলম্। এবং পুরুষেঽপি সুখদুঃখাদিমত্ত্বেন তেষামনুমানং বহুলশ্রুত্যাদিবিরোধাদ্দুর্ব্বলমিতি দিক্। প্রকৃতিগতবিশেষং চ পশ্চা-দ্বক্ষ্যামঃ॥ ৬৫॥

নন্বখিলজড়েভ্যঃ পুরুষবিবেক এব মুক্তৌ হেতুস্তৎ কিমর্থং জড়ানামন্যোঽন্যবিবেকোঽত্র দর্শিত ইতি চেৎ। প্রকৃত্যাদিতত্ত্বোপাসনয়া সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং বিবেকস্যাপ্যপেক্ষিতত্বাদিতি। কার্য্যকারণমুদ্রয়া প্রকৃতিপর্য্যন্তস্যানুমানেন বিবেকতঃ সিদ্ধিরুক্তা যথোক্তকার্য্যকারণভাবশূন্যস্য পুরুষস্য প্রকারান্তরেণানুমানতস্তথা সিদ্ধিমাহ।—

সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য॥ ৬৬॥

সংহননমারম্ভকসংযোগঃ স চাবয়বাবয়ব্যভেদাৎ প্রকৃতিকার্য্যসাধারণঃ। তথা চ সংহতানাং প্রকৃতিতৎকার্য্যাণাং পরার্থত্বানুমানেন পুরুষস্য বোধ ইত্যর্থঃ। তদ্‌যথা বিবাদাস্পদং প্রকৃতিমহদাদিকং পরার্থং স্বেতরস্য-ভোগাপবর্গফলকং সংহতত্বাৎ শয্যাসনাদিবদিত্যনুমানেন প্রকৃতেঃ পরোঽসংহত এব পুরুষঃ সিদ্ধ্যতি, তস্যাপি সংহতত্বেঽনবস্থাপত্তেঃ। পাতঞ্জলে চ "পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ"ইতি সূত্রকারেণানুমানং কৃতং তৎ তু যথাশ্রুতমেবাত্মাবয়বসাধারণম্। ইতরসাহিত্যেনার্থক্রিয়াকারিত্বস্যৈব সংহত্যকারিতাশব্দার্থত্বাৎ। পুরুষস্য বিষয়প্রকাশরূপায়াং স্বার্থক্রিয়ায়াং নান্যাপেক্ষতে। নিত্যপ্রকাশরূপত্বাৎ। পুরুষস্যার্থসম্বন্ধমাত্রে বুদ্ধিবৃত্ত্যপেক্ষণাৎ

সূত্রার্থ:—সংযুক্ত দুই বা ততোধিক পদার্থই সংহত নামের নামী। সাবয়ব পদার্থই সংহত। যাহা যাহা সংহত, তাহা তাহা পরার্থ। অর্থাৎ পরের প্রয়োজনীয় (পরের ভোগ্য)। [প্রকৃতি ও প্রত্যেক প্রাকৃতিক সংহত সুতরাং পরার্থ। সে পর কে? না পুরুষ। এইরূপে পুরুষের (আত্মার) অনুমান কর। সর্ব্বত্রই মিলিত সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ বিদ্যমান আছে। সেজন্য সমস্তই সংহত। পুরুষ বা আত্মা তদতিরিক্ত। প্রকৃতি তাঁহারই ভোগ্যা এবং পুরুষ তাহার ভোক্তা। প্রকৃতি পুরুষের ভোগের ও মোক্ষের জন্যই ব্যবস্থিত আছে]॥ ৬৬॥

সম্বন্ধস্থ নাসাধারণ্যার্থক্রিয়েতি। অত্র চ "ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিস্তুতয়োঽনুকূলতর্কাঃ। অন্যচ্চ সুখাদিমৎ প্রধানাদিকং যদি স্বস্য সুখাদিভোগার্থং স্যাৎ তদা তস্য সাক্ষাৎ স্বজ্ঞেয়ত্বে কর্ম্মকর্তৃবিরোধঃ, ন হি ধর্ম্মিভানং বিনা সুখস্য ভানং সম্ভবতি। অহং সুখীত্যেবং সুখানুভবাদিতি। অপি চ সংহন্যমানানাং বহূনাং গুণানাং তৎকার্য্যাণাং চানেকবিকারাণামনেকচৈতন্য-গুণকল্পনায়াং গৌরবেণ লাঘবাদেক এব চিৎপ্রকাশরূপঃ পুরুষঃ সর্ব্বা-সংহতেভ্যঃ পরঃ কল্পয়িতুং যুজ্যত ইতি। অনেন সূত্রেণ নিমিত্তকারণতয় পুরুষানুমানমুক্তং পুরুষার্থস্যাখিলবস্তুসংহননিমিত্তত্ববচনাৎ। অতএব সর্গাদ্যুৎপন্নং পুরুষং প্রকৃত্য বিষ্ণুপুরাণাদৌ স্মর্য্যতে। "নিমিত্তমাত্র মেবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি। প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ॥ গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতান্মুনে। গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে দ্বিজোত্তম॥" ইত্যাদিক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠানং চাসমাপ্তপুরুষার্থস্য সংযোগমাত্রং গুণব্যঞ্জনং মহত্তত্ত্বং কারণতয়া ত্রিগুণাত্মপ্রধানব্যঞ্জকত্বাদিতি। তদেব-মচাক্ষুষাণামনুমানেন সিদ্ধিরুক্তা॥ ৬৬॥

ইদানীং সর্ব্বকারণত্বোপপত্তয়ে প্রকৃতিনিত্যত্বমুপপাদ্যতে পুরুষকৌটস্থ্য-সিদ্ধ্যর্থম্।

মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্॥ ৬৭॥

ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং মূলমুপাদানং প্রধানং মূলশূন্যম্। অনবস্থাপত্ত্যা তত্র মূলান্তরাসম্ভবাদিত্যর্থঃ॥ ৬৭॥

সূত্রার্থ :—যাহা প্রকৃতি পুরুষ ছাড়া অন্যান্য তত্ত্বের মূল অর্থাৎ উপাদান কারণ, তাহা অমূল। তাহার আর মূল নাই। অর্থাৎ প্রকৃতির আর মূল নাই। প্রকৃতি অনাদি ও নিত্যা॥ ৬৭॥

নমু "তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম।" ইত্যাদিনা প্রধানস্যাপি পুরুষাদুৎপত্তিশ্রবণাৎ পুরুষ এব প্রকৃতের্মূলং ভবতু পুরুষস্য নিত্যতয়া চ নানবস্থাঽবিদ্যাদ্বারকতয়া চ ন পুরুষকৌটস্থ্যহানিঃ। তথা চ স্মর্য্যতে। "তস্মাদজ্ঞানমূলোঽয়ং সংসারঃ পুরুষস্য হি।" ইতি। ইত্যাশঙ্ক্যাহ।

পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্ ॥ ৬৮ ॥

অবিদ্যাদিদ্বারেণ পরম্পরয়া পুরুষস্য জগন্মূলকারণত্বেঽপ্যেকস্মিন্নবিদ্যাদৌ যত্র কুত্রচিন্নিত্যে দ্বারে পরম্পরায়াঃ পর্য্যবসানং ভবিষ্যতি পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ। অতো যত্র পর্য্যবসানং সৈব নিত্যা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

নন্বেবং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানীতি নোপপদ্যতে মহত্তত্ত্বকারণাব্যক্তাপেক্ষয়াপি জড়তত্ত্বান্তরাপত্তেরিত্যাশয়েন মূলসমাধানমাহ।—

সমানঃ প্রকৃতের্দ্বয়োঃ ॥ ৬৯ ॥

বস্তুতস্তু প্রকৃতের্মূলকারণবিচারে দ্বয়োর্বাদিপ্রতিবাদিনোরাবয়োঃ সমানঃ পক্ষঃ। এতদুক্তং ভবতি যথা প্রকৃতেরুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে এবমবিদ্যায়া অপি। "অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ।"

সূত্রার্থ :—ইহার কারণ অমুক, তাহার কারণ অমুক, এইরূপে কারণপরম্পরা অনুসন্ধান আরম্ভ করিলে যেখানে গিয়া অর্থাৎ যে নিত্য পদার্থে গিয়া তাহার পরিসমাপ্তি হইবে সেই নিত্য পদার্থই এতৎ শাস্ত্রের প্রকৃতি। প্রকৃতি মূল কারণের একটী সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম ॥ ৬৮ ॥

সূত্রার্থ :—প্রকৃতির অর্থাৎ মূল কারণের অনাদি নিত্যতার বিচার আরব্ধ হইলে বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই সমান পথ লইতে হয়। অর্থাৎ কেহ কাহাকে দোষ দিয়া নিস্কৃতি পাইতে পারেন না ॥ ৬৯ ॥

ইত্যাদিবাক্যৈঃ। অত একস্যা অবশ্যং গৌণ্যুৎপত্তির্বক্তব্যা। তত্র চ প্রকৃতেরেব পুরুষসংযোগাদিভিরভিব্যক্তিরূপা গৌণ্যুৎপত্তির্যুক্তা। "সংযোগলক্ষণোৎপত্তিঃ কথ্যতে কর্ম্মজ্ঞানয়োরিতি" কৌর্ম্মবাক্যে প্রকৃতিপুরুষয়োর্গৌণোৎপত্তিস্মরণাৎ। অবিদ্যায়াশ্চ ক্বাপি গৌণোৎপত্ত্যশ্রবণাৎ তস্যা অনাদিত্ববাক্যানি তু প্রবাহরূপেণৈব বাসনাদ্যনাদিবাক্যবদ্ব্যাখ্যেয়ানীতি। অবিদ্যা চ মিথ্যাজ্ঞানরূপা বুদ্ধিধর্ম্ম ইতি সূত্রিতমতো ন তত্ত্বাধিক্যম্। অথবা দ্বয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সমান এব ন্যায় ইত্যর্থঃ। "যতঃ প্রধানপুরুষৌ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্। কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু॥" ইত্যাদিবাক্যৈঃ পুরুষস্যাপ্যুৎপত্তিশ্রবণাদিতি ভাবঃ। তথা চ পুরুষস্যেব প্রকৃতেরপি গৌণ্যেবোৎপত্তিঃ; নিত্যত্বশ্রবণাদিত্যপি সমানমিতি। তস্মাৎ প্রকৃতিরেবোপাদানং জগতঃ, প্রকৃতিধর্ম্মশ্চাবিদ্যা জগন্নিমিত্তকারণং তথা পুরুষোঽপীতি সিদ্ধম্। যৎ তু "অবিদ্যামাহুরব্যক্তং সর্গপ্রলয়ধর্ম্মিণম্। সর্গপ্রলয়নির্ম্মুক্তং বিদ্যাং বৈ পঞ্চবিংশকম্॥" ইতি মোক্ষধর্ম্মে প্রকৃতিপুরুষয়োরবিদ্যাবিদ্যেতি বচনং তৎ তদুভয়বিষয়তয়োপচরিতমেব পরিণামিত্বেন হি পুরুষাপেক্ষয়া প্রকৃতিরসতীতি তস্যা অবিদ্যাবিষয়ত্বমুক্তম্। এবমেব তস্মিন্ প্রকরণে স্বস্বকারণাপেক্ষয়া ভূতাস্তং কার্য্যজাতমবিদ্যোত্যুক্তং স্বস্বাপেক্ষয়া চ স্বস্বকারণং বিদ্যেতি। পুরুষস্য পরিণামরূপং জগদুপাদানত্বং তু প্রকৃত্যুপাধিকমেব কর্ত্তৃত্বাদিবচ্ছ্রুতিস্মৃত্যোরুপাসার্থমেবানূদ্যতে। অন্যথা "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাপত্তেরিতি মন্তব্যম্। মায়াশব্দেন চ প্রকৃতিরেবোচ্যতে মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাদিতি শ্রুতৌ। "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।" ইতি পূর্ব্বপ্রক্রান্ত মায়ায়াঃ প্রকৃতিস্বরূপতাবচনাৎ। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রাকৃতং তু গুণত্রয়ম্। এতন্ময়ী চ প্রকৃতির্ম্মায়া যা বৈষ্ণবী শ্রুতা॥ লোহিতশ্বেতকৃষ্ণেতি তস্যাস্তাদৃগ্বহুপ্রজাঃ।" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। ন তু জ্ঞাননাশ্যাবিদ্যা মায়াশব্দার্থো নিত্যত্বানুপপত্তেঃ কিঞ্চাবিদ্যায়া গ্রব্যত্বে শব্দমাত্রভেদো

গুণত্বে চ তদাধারতয়া প্রকৃতিসিদ্ধিঃ পুরুষস্য নির্গুণত্বাদিভ্যঃ। অথ দ্রব্যগুণকর্ম্মবিলক্ষণৈবাস্মাভিরবিদ্যা বক্তব্যেতি চেন্ন তাদৃক্‌পদার্থাপ্রতীতেঃ-রুক্তত্বাদিতি ॥ ৬৯ ॥

নম্বেবং চেৎ প্রকৃতিপুরুষাস্বনুমানপ্রকারোঽস্তি তর্হি সর্ব্বেষামেব কথং বিবেকমননং ন জায়তে তত্রাহ।—

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রবণাদাবিব মননেঽপ্যধিকারিণস্ত্রিবিধা মন্দমধ্যমোত্তমা ইত্যতো ন সর্ব্বেষামেব মনননিয়মঃ কুতর্কাদিভির্মন্দমধ্যমযোর্ব্বাধসৎপ্রতিপক্ষতা-সম্ভবাদিত্যর্থঃ। মন্দৈর্হি বৌদ্ধাদ্যুক্তকুতর্কজাতেনোক্তানুমানানি বাধ্যন্তে। মধ্যমৈশ্চ বুদ্ধাদ্যুক্তৈরেব বিরুদ্ধাসল্লিঙ্গৈঃ সৎপ্রতিপক্ষিতানি ক্রিয়ন্তে। অত উত্তমাধিকারিণামেবৈতাদৃশমননং ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৭০ ॥

প্রকৃতেঃ স্বরূপং গুণসাম্যং প্রাগেবোক্তম্। সূক্ষ্মভূতাদিকং চ প্রসিদ্ধ-মেবাস্তীতি অবশিষ্টয়োর্ম্মহদহঙ্কারয়োঃ স্বরূপমাহ সূত্রভ্যাম্।

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ ॥ ৭১ ॥

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনো মননবৃত্তিকম্। মননমত্র নিশ্চয়স্ত-দ্বৃত্তিকা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ। "যদেতদ্বিস্তৃতং বীজং প্রধানপুরুষাত্মকম্। মহত্ত-

সূত্রার্থ :—প্রকৃতি পুরুষের অনুমান প্রক্রিয়া থাকিলেও এবং তাহা উপদেশ করিলেও নিয়মিতরূপে সকলের জ্ঞানে সমান প্রতিভাত হয় না। কারণ এই যে, অনুমন্তার অনুমানে বুঝাইবার ও বুঝিবার অধিকারী এক প্রকার নহে। তিন প্রকার। উত্তম, অধম, মধ্যম। (উত্তমাধি-কারীরাই বুঝে, অধম ও মধ্যম অধিকারীরা কুতর্কে অভিভূত হয়)॥ ৭০ ॥

সূত্রার্থ :—প্রকৃতির যাহা আদ্য কার্য্য, প্রথম বিকাশ বা প্রথম পরিণাম, তাহারই মহত্তত্ত্ব আখ্যা (নাম) দেওয়া হইয়াছে। তাহাই মন অর্থাৎ

ত্ত্বমিতি প্রোক্তং বুদ্ধিতত্ত্বং তদুচ্যতে॥" ইত্যাদিবাক্যেভ্যো বুদ্ধেরে-বান্তকার্য্যত্বাবগমাৎ॥ ৭১॥

চরমোঽহঙ্কারঃ॥ ৭২॥

তস্যানন্তরো যঃ সোঽহঙ্করোতীত্যহঙ্কারোঽভিমানবৃত্তিক ইত্যর্থঃ॥ ৭২॥

যতোঽভিমানবৃত্তিকোঽহঙ্কারোঽতস্তৎকার্য্যত্বমুত্তরেষামুপপন্নমিত্যাহ॥

তৎকার্য্যত্বমুত্তরেষাম্॥ ৭৩॥

সুগমম্। এবং ত্রিসূত্রীং ব্যাখ্যায় পৌনরুক্ত্যাশঙ্কাপাস্তা॥ ৭৩॥

নন্বেবং প্রকৃতিঃ সর্গকারণমিতি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধ ইত্যাশঙ্কায়ামাহ।—

আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ॥ ৭৪॥

পারম্পর্য্যেঽপি সাক্ষাদহেতুত্বেঽপ্যাদ্যায়াঃ প্রকৃতের্হেতুতা অহঙ্কারাদিষু মহদাদিদ্বারাস্তি। যথা বৈশেষিকমতেঽণূনাং ঘটাদিহেতুতা দ্ব্যণুকাদি-দ্বারৈবেত্যর্থঃ॥ ৭৪॥

মনন-বৃত্তিক অন্তঃকরণ। (এ স্থলে মনন শব্দের অর্থ নিশ্চয়। অন্তঃকরণের বা বুদ্ধির যে অংশে নিশ্চয়রূপা বৃত্তি জন্মে সেই অংশের নাম মহান্ ও মহত্তত্ত্ব। বৃত্তিশব্দের অর্থ পরিণাম বিশেষ। নিশ্চয়াকারে পরিণাম হয় বলিয়াই তাহা বৃত্তি॥ ৭১॥

সূত্রার্থ:—মননের অব্যবহিত পরেই অহঙ্কার জন্মে। অহং-অভি-মানবৃত্তিক বুদ্ধ্যংশই অহঙ্কারতত্ত্ব॥ ৭২॥

সূত্রার্থ:—উদ্ভব অর্থাৎ অবশিষ্ট অহঙ্কারের কার্য্য। অর্থাৎ তন্মাত্রা ও বিবিধ ইন্দ্রিয় অহংমূলক—অহংতত্ত্ব হইতে জন্মিয়াছে॥ ৭৩॥

সূত্রার্থ:—প্রকৃতি, তৎপরে মহৎ, তৎপরে অহংকার, এইরূপ ক্রম পরম্পরা থাকিলেও প্রকৃতিকে সেই সেই বিকারের দ্বারা বিশ্বসৃষ্টির মূল বা আদি কারণ বলা যায়। বৈশেষিক যেমন পরমাণু পুঞ্জকে আদ্য কারণ বলেন, সাংখ্যও তেমন প্রকৃতিকে আদ্য কারণ বলেন॥ ৭৪॥

নমু প্রকৃতিপুরুষয়োরুভয়োরেব নিত্যত্বাৎ প্রকৃতেরেব কারণত্বে কিং নিয়ামকং তত্রাহ।—

পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য হানেঽন্যতরযোগঃ ॥ ৭৫ ॥

দ্বয়োরেব পুম্প্রকৃত্যোরখিলকার্য্যপূর্ব্বভাবিত্বেঽপ্যেকতরস্য পুরুষস্য-পরিণামিত্বেন কারণতাহান্যান্যতরস্যাঃ কারণত্বোচিত্যমিত্যর্থঃ। পুরুষস্যা-পরিণামিত্বে চেদং বীজম্। পুরুষস্য সংহত্যকারিত্বে পরার্থত্বাপত্ত্যান-বস্থা। অসংহত্যকারিত্বে সর্ব্বদা মহদাদিকার্য্যপ্রসঙ্গঃ। প্রকৃতিদ্বারা পরি-ণামকল্পনে চ লাঘবাৎ তস্যা এব পরিণামে হস্তু পুরুষে তু স্বামিত্বেন স্রষ্টৃ-ত্বোপচারো যথা যোধেষু বর্ত্তমানৌ জয়পরাজয়ৌ রাজন্যুপচর্য্যেতে তৎফল-সুখদুঃখভোক্তৃত্বেন তৎস্বামিত্বাদিতি। কিঞ্চ ধর্ম্মিগ্রাহকমানেন কারণ-তয়ৈব প্রকৃতেঃ সিদ্ধৌ নান্যকারণাকাঙ্ক্ষাস্তি। যথা ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমা-ণেন দ্রষ্টৃতয়া পুরুষসিদ্ধৌ নান্যদ্রষ্ট্রাকাঙ্ক্ষেতি। অপি চ পুরুষস্য পরিণা-মিত্বে কদাচিচ্চক্ষুর্ম্মন-আদিবদন্ধ্যত্বমপি স্যাৎ। তথা চ বিদ্যমানমপি সুখদুঃখাদিকং ন জ্ঞায়েতে ততশ্চাহং সুখী ন বেত্যাদিসংশয়াপত্তিঃ। অতঃ সদা প্রকাশস্বরূপত্বানপায়েন পুরুষস্যাপরিণামিত্বং সিদ্ধ্যতি। তদুক্তং যোগসূত্রেণ "সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ" ইতি। তদ্ভাষ্যেণ চ "সদা জ্ঞানবিষয়ত্বং তু পুরুষস্যাপরিণামিত্বং পরিদীপয়তি" ইতি। সদা প্রকাশস্বরূপত্বেঽপি যথা নৈকদা বিশ্বপ্রকাশত্বং তথা বক্ষ্যামঃ ॥ ৭৫ ॥

সূত্রার্থঃ—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, উভয়েই সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান, তথাপি, সৃষ্টিকার্য্যের প্রতি অক্রিয়ত্ব বিধায় পুরুষে কারণভাবের অভাব আছে। সুতরাং কারণভাব প্রকৃতিতেই পর্য্যবসন্ন। (কারণ মাত্রেই কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে ও কার্য্যমূলে সংলগ্ন থাকে। এতন্নিয়মানুসারে পুরুষও উপাদান কারণ হইতে পারিত যদি পুরুষ পরিণামী হইত। নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় পদার্থ কিছু জন্মায় না] ॥ ৭৫ ॥

প্রকৃতের্যুগপৎ কারণত্বোপপত্তয়ে বিভুত্বমপি প্রতিপাদয়তি।—

পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্॥ ৭৬॥

সর্ব্বোপাদানং প্রধানং ন পরিচ্ছিন্নং ব্যাপকমিত্যর্থঃ। সর্ব্বোপাদনত্বমত্র হেতুগর্ভবিশেষণম্। পরিচ্ছিন্নে তদসম্ভবাদিতি। নমু প্রকৃতেরপরিচ্ছিন্নত্বং নোপপদ্যতে প্রকৃতির্হি সত্ত্বাদিগুণত্রয়াদতিরিক্তা ন ভবতি "সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ"ইত্যাগামিসূত্রাৎ। যোগসূত্রভাষ্যাভ্যাং স্পষ্টমবধৃতত্বাচ্চ। তেষাং চ সত্ত্বাদীনাং লঘুত্বচলত্বগুরুত্বাদয়ো ধর্ম্মা বক্ষ্যমাণা বিভুত্বে সতি বিরুধ্যন্তে সৃষ্ট্যাদিহেতবঃ সংযোগবিভাগাদয়শ্চ নোপপদ্যন্ত ইতি। অত্রোচ্যতে। পরিচ্ছিন্নত্বমত্র দৈশিকাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বং তদভাবশ্চ ব্যাপকত্বম্। তথা চ জগৎকারণত্বস্য দৈশিকাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বমেবেতি প্রকৃতের্ব্যাপকত্বমিতি পর্য্যবসিতম্। যথ প্রাণস্য স্থাবরজঙ্গমাদ্যখিলশরীরব্যাপকত্বং প্রাণত্বসামান্যেনোচ্যতে প্রাণব্যক্তীনাং সর্ব্বদেহাসম্বন্ধাৎ। তদ্বৎ প্রকৃতের্ব্যাপকত্বমিতি। প্রকৃতেরক্রিয়ত্বকত্বাদিকং চ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যসূত্রে প্রতিপাদয়িষ্যামঃ॥ ৭৬॥

ন কেবলং সর্ব্বোপাদানত্বাৎ। অপি তু।

তদুৎপত্তিশ্রুতেশ্চ॥ ৭৭॥

তেষাং পরিচ্ছিন্নানামুৎপত্তিশ্রবণাচ্চ। "অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্"ইত্যাদিশ্রুতিষু মরণধর্ম্মকত্বেন পরিচ্ছিন্নস্যোৎপত্ত্যবগমাৎ। শ্রুত্যন্তরেভ্যশ্চেত্যর্থঃ॥ ৭৭॥

সূত্রার্থ ঃ—যেহেতু প্রকৃতি সমুদায় বিশ্বের উপাদান, সেই হেতু তাহা পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিত নহে। তাহা ব্যাপী পূর্ণ, অসীম॥ ৭৬॥

সূত্রার্থ ঃ—যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা উৎপত্তিমৎ, ইহা শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন, অল্প বা পরিচ্ছিন্ন মাত্রেই মরণশীল এমন অনেক

ইদানীং প্রকৃতিকারণতোপপত্তয়েঽভাবাদিকারণতাং নিরস্যতি ।

নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ ॥ ৭৮ ॥

অবস্তুনোঽভাবাৎ বস্তুসিদ্ধির্ভাবোৎপত্তিঃ । শশশৃঙ্গাজ্জগদুৎপত্ত্যা মোক্ষাদ্যনুপপত্তেঃ । তদদর্শনাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

নন্বু জগদপ্যবস্ত্বেবাস্তু স্বপ্নাদিবদিতি তত্রাহ ।—

অবাধাদদুষ্টকারণজন্যত্বাচ্চ নাবস্তুত্বম্ ॥ ৭৯ ॥

স্বপ্নপদার্থস্যেব প্রপঞ্চস্য বাধঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্নাস্তি । তথা শঙ্খ-পীতিমাদেরিব দুষ্টেন্দ্রিয়াদিজন্যত্বমপি নাস্তি দোষকল্পনে প্রমাণাভাবাদি-ত্যতো ন কার্য্যস্যাবস্তুত্বমিত্যর্থঃ । নন্বু "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং

লোক আছে, যাহারা অভাব ও অবিদ্যা প্রভৃতিকে জগৎকারণ বলে। স্বমত রক্ষার্থ সে সকল মত খণ্ডন করা কর্ত্তব্য বিধায় বলিতেছেন]—॥ ৭৭ ॥

সূত্রার্থ :—অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় নিতান্ত তুচ্ছ অভাব প্রভৃতি হইতে ভাব-জগতের সিদ্ধি (উৎপত্তি) হইতে পারে না ॥ ৭৮ ॥

সূত্রার্থ :—বলিবে যে, জগৎ স্বাপ্নপদার্থের ন্যায় অবস্তু, অর্থাৎ মিথ্যা, অবস্তু হইতে অবস্তু জন্মিবার বাধা কি ? রজ্জুতে ত অবস্তু (মিথ্যা) সর্প জন্মে। তাহাও বলিতে পার না। কারণ, জগতের বাধ দেখা যায় না ও ইহা সর্পভ্রান্তির ন্যায় দুষ্টকারণজন্যও নহে। (সর্পভ্রম দেখিবার, সময়ের ও সাদৃশ্যের দোষেই হয়) সুতরাং ইহা অবস্তু নহে, কিন্তু বস্তু। স্বপ্নদৃষ্ট ও ভ্রান্তিদৃষ্ট থাকে না, ক্ষণকাল পরেই বাধ প্রাপ্ত হয়। বাধ ও লয় সমান কথা। জগৎ স্বপ্নসদৃশ বা ভ্রান্তিমূলক হইলে অবশ্যই বাধ প্রাপ্ত হইত। স্বপ্তি মূর্চ্ছাদি কালেও ইহার প্রকৃত বাধ হয় না। হইলে "সেই গৃহই এই" এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা (জ্ঞান) হইত না ॥ ৭৯ ॥

মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্”ইত্যাদিশ্রুতিভিরেব প্রপঞ্চস্য বাধো বাধ্যস্চা-বিদ্যাখ্যদোষোঽপি স্বকারণেঽস্তীতি চেন্ন। মৃদ্দৃষ্টান্তসিদ্ধান্যথানুপপত্ত্যা স্বকারণাপেক্ষয়াঽস্থৈর্য্যরূপাসত্ত্বপরত্বাৎ তাদৃশবাক্যানাম্, অন্যথা সৃষ্ট্যাদি-বাক্যবিরোধাচ্চ। কিঞ্চ শ্রুত্যা প্রপঞ্চবাধে আত্মাশ্রয়ঃ শ্রুত্যাপি প্রপ-ঞ্চান্তর্গততয়া বাধেন তদ্বোধিতার্থে পুনঃ সংশয়াপত্তিশ্চেতি। অতএব বাধাভাবাদিবৈধর্ম্ম্যাদুপলম্ভাচ্চ জাগ্রৎপ্রপঞ্চস্য স্বপ্নখপুষ্পাদিতুল্যত্বমতি-নির্ব্বিন্ধেন প্রত্যাচষ্টে বেদান্তসূত্রদ্বয়ম্। “বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ”ইতি উপলব্ধেশ্চ”ইতি চ। বা নেতি নেতীত্যেবংবিধবাক্যানি চ বিবেক-পরাণ্যেব ন তু স্বরূপতঃ প্রপঞ্চনিষেধপরাণি “প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি”ইতি বেদান্তসূত্রাৎ। এবমন্যান্যপি বাক্যানি ব্রহ্মমীমাংসা-ভাষ্যেঽস্মাভির্ব্ব্যাখ্যাতানি ॥ ৭৯ ॥

নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিরিতি যদুক্তং তত্র হেতুমাহ।—

ভাবে তদ্‌যোগেন তৎসিদ্ধিরভাবে
তদভাবাৎ কুতস্তরাং তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৮০ ॥

ভাবে কারণস্য সদ্রূপত্বে তদ্‌যোগেন সত্তাযোগেন কার্য্যসিদ্ধির্ঘটেত কারণস্যাভাবেঽসদ্রূপত্বে তু তদভাবাৎ কার্য্যস্যাপ্যসত্ত্বাৎ কথং বস্তুভূত-কার্য্যসিদ্ধিঃ কারণসরূপস্যৈব কার্য্যস্যৌচিত্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

সূত্রার্থঃ—যাহাকে কারণ বলিবে তাহা থাকা উচিত। কারণ যদি ভাব পদার্থ হয়, অর্থাৎ যদি তাহা থাকে তবেই তৎসম্বন্ধ ভাবকার্য্য (পদার্থ) জন্মিতে পারে। কারণ যদি অভাবই হয়, অর্থাৎ যদি তাহা না-ই হয় বা না থাকে, তবে কি করিয়া সে কার্য্য জন্মাইবে? সিদ্ধান্ত— অবিদ্যমানের সম্বন্ধ নাই, সম্বন্ধাভাবে কার্য্যোৎপত্তির অভাব হয়। ইহা অখণ্ডনীয় নিয়ম ॥ ৮০ ॥

নন্থ তথাপি কর্ম্মৈবাবশ্যকত্বাজ্জগৎকারণমস্তু কিং প্রধানকল্পনয়েতি তত্রাপ্যাহ।—

ন কর্ম্মণ উপাদানত্বাযোগাৎ ॥ ৮১ ॥

কর্ম্মণোঽপি ন বস্তুসিদ্ধির্নিমিত্তকারণস্য কর্ম্মণো ন মূলকারণত্বং গুণানাং দ্রব্যোপাদানত্বাযোগাৎ। কল্পনা হি দৃষ্টানুসারেণৈব ভবতি বৈশেষিকোক্তগুণানাং চোপাদানত্বং ন কাপি দৃষ্টমিত্যর্থঃ। অত্র কর্ম্ম-শব্দোঽবিদ্যাদীনামপ্যুপলক্ষকো গুণত্বাবিশেষেণ তেষামপ্যুপাদানত্বাযোগাৎ। চক্ষুষঃ পটলাদিবদবিদ্যায়াশ্চেতনগতদ্রব্যত্বে তু প্রধানস্য সংজ্ঞামাত্র-ভেদ ইতি ॥ ৮১ ॥

তদেবং পরিণামিত্বাপরিণামিত্বপরার্থত্বাপরার্থত্বাভ্যাং পুম্প্রকৃত্যো-র্বিবেকো দর্শিতঃ। ইদানীং বিবেকজ্ঞানস্যৈবাবিবেকনাশদ্বারা পরম-পুরুষার্থহেতুত্বং ন তু তত্র বৈদিককর্ম্মণাং সাক্ষাদ্ধেতুতাস্তীতি যৎ প্রাগুক্তম্-“অবিশেষশ্চোভয়োঃ”ইতি সূত্রেণ তদেব প্রপঞ্চয়তি সূত্রৈঃ।—

নানুশ্রবিকাদপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্বেনা-
বৃত্তিযোগাদপুরুষার্থত্বম্ ॥ ৮২ ॥

অপিশব্দেন ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিরিতি প্রাগুক্তদৃষ্টসমুচ্চয়ঃ। গুরোরনু-শ্রূয়ত ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বিহিতো যাগাদিরানুশ্রবিকং কর্ম্ম তস্মাদপি ন

সূত্রার্থ:—কর্ম্মই (শুভাশুভ অদৃষ্টই) জগৎকারণ, এই এক মত আছে। কিন্তু কর্ম্ম নিমিত্ত কারণ ব্যতীত উপাদান কারণ হইবার যোগ্য নহে। কর্ম্মশব্দ উপলক্ষণ, ফলতঃ মায়া ও অবিদ্যা প্রভৃতিও উপাদান হইবার যোগ্য নহে ॥ ৮১ ॥

সূত্রার্থ:—জগৎকারণ বিচারিত হইল। এক্ষণে যাহা পুরুষার্থ লাভের কারণ তাহা বিচারিত হইতে চলিল। লৌকিক ও আনুশ্রবিক। বৈদিক

পূর্ব্বোক্তপুরুষার্থসিদ্ধিঃ। যতঃ কর্ম্মসাধ্যত্বেন পুনরাবৃত্তিসম্বন্ধাদত্যন্ত-পুরুষার্থত্বাভাব ইত্যর্থঃ। কর্ম্মসাধ্যস্য চানিত্যত্বে শ্রুতিঃ। "তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইতি" ইতি। "ন কর্ম্মণাপ্যতদ্ধর্ম্মত্বাৎ"ইতি সূত্রেণ পূর্ব্বং কর্ম্মণা বন্ধো নিরাকৃত ইদানীং চ মোক্ষো নিরাক্রিয়ত ইত্যপৌনরুক্ত্যম্। অন্যধর্ম্মত্বেন পূর্ব্বোক্তহেতুনা বন্ধ ইব মোক্ষেঽপি কর্ম্মণো হেতুত্বং নিরাকৃতপ্রায়মিতি পুনরাশঙ্কৈব নোদেতীতি চেন্ন। বন্ধহেতুত্বনাবিবেকে সিদ্ধে তৎপুরুষীয়াবিবেক-জন্যত্বেন কর্ম্মণাং তদীয়ত্বব্যবস্থোপপত্তেরিতি ॥ ৮২ ॥

নন্বেবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যারূপেণোপাসনাখ্যকর্ম্মণা তীর্থমরণাদিকর্ম্মণা চ ব্রহ্মলোকং গতস্যানাবৃত্তিশ্রুতিঃ কথমুপপদ্যতে তত্রাহ।—

তত্র প্রাপ্তবিবেকস্যানাবৃত্তিশ্রুতিঃ ॥ ৮৩ ॥

তত্রানুশ্রবিককর্ম্মণি ব্রহ্মলোকগতানাং যানাবৃত্তিশ্রুতিঃ সা তত্রৈব প্রাপ্তবিবেকস্য মন্তব্যা অন্যথা হি ব্রহ্মলোকাদপ্যাবৃত্তিং প্রতিপাদয়তাৎ

ক্রিয়াকলাপ) হইতে পুরুষার্থ লাভ হয় না। আনুশ্রবিকের ফল সাধ্য অর্থাৎ নিষ্পাদ্য বা উৎপাদ্য। সে জন্য তাহা আবৃত্তিযোগী অর্থাৎ নশ্বর। কর্ম্মকর্ত্তা কিছু কাল কর্ম্মফল স্বর্গাদি ভোগ করে; পরে তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হয়। সেই জন্য তাহা অপুরুষার্থ অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ নহে। ফলিতার্থ—কর্ম্মপ্রভব শুভাদৃষ্ট স্বর্গের কারণ হইলেও তাহা মোক্ষের কারণ নহে ॥ ৮২ ॥

সূত্রার্থ—শ্রুতিতে যে ব্রহ্মলোকগামীর অপুনরাগমন (পুনর্জ্জন্ম না হওয়া) শুনা যায়, বুঝিতে হইবে যে, তাহা বিবেক-জ্ঞানের প্রভাব। যাহাদের সে স্থানে গিয়া বিবেক-জ্ঞান জন্মে তাহাদেরই অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি হয়। অতএব বিবেক-জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে ॥ ৮৩ ॥

বাক্যান্তরাণাং বিরোধ ইত্যর্থঃ। তথাপি সাপায়াবৃত্তিৰ্বিবেকজ্ঞানস্যৈব ফলং ন তু সাক্ষাদেব কর্ম্মণ ইতি। এতচ্চ ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রপঞ্চয়িষ্যতি। ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে চ তয়োর্বাক্যান্যাদাহৃত্যাস্মাভির্ব্যাখ্যাতানি ॥ ৮৩ ॥

কর্ম্মণস্তু ফলং তদাহ।—

দুঃখাদ্দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ ॥ ৮৪ ॥

আনুশ্রবিকাৎ তু হিংসাদিদোষেণ দুঃখাত্মকভোগেন চ দুঃখাদ্দুঃখং দুঃখধারৈব ভবতি ন তু জাড্যবিমোকোঽবিবেকনিবৃত্তির্দুঃখবিমোকস্তু দূর এব তিষ্ঠতি। যথা জাড্যার্ত্তস্য জলাভিষেকাদদুঃখানিবৃত্তিরেব ভবতি ন তু জাড্যবিমোক্ষ ইত্যর্থঃ। তদুক্তম্—"যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভঃ সুরয়া বা সুরাকৃতম্। ভূতহত্যাং তথৈবৈকাং ন যজ্ঞৈর্মার্ষ্টুমর্হতীতি ॥" শ্রূয়তে চ ব্রহ্মলোকস্থানাং বিষ্ণুপার্ষদানামপি জয়বিজয়াদীনাং পুনারাক্ষসযোনৌ দুঃখধারেতি। কারিকয়া চেদমুক্তম্। "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ" ইতি ॥ ৮৪ ॥

নমু নিষ্কামাদশ্বমেধাগক্ষপাদিরূপকর্ম্মণো ন দুঃখং প্রত্যুত মোক্ষঃ ফলং শ্রূয়ত ইতি তত্রাহ।—

কাম্যেঽকাম্যেঽপি সাধ্যত্বাবিশেষাৎ ॥ ৮৫ ॥

কাম্যেঽকাম্যে চ কর্ম্মণি দুঃখাদ্দুঃখং ভবতি। কুতঃ সাধ্যত্বাবিশেষাৎ। কর্ম্মসাধ্যস্য সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারকজ্ঞানস্যাপি ত্রিগুণাত্মকতয়া দুঃখাত্মকত্বাদিত্যর্থঃ।

সূত্রার্থ :—যেমন জলসেকে শীতার্ত্তের শীত নিবারিত হয় না, তেমনি, কর্ম্মের দ্বারা জাড্যবিমোচন অর্থাৎ অবিবেক নিবৃত্তি হয় না। জীব অনেক দুঃখে কর্ম্ম ও তৎফল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে। তাহাতে কেবল দুঃখ উপার্জ্জনই হয়, অন্য কিছু হয় না। [কর্ম্ম করা দুঃখ, তাহার ফল ভোগও দুঃখসমন্বিত] ॥ ৮৪ ॥

সূত্রার্থ :—নিষ্কাম কর্ম্মই কর, আর সকাম কর্ম্মই কর, উভয়ের ফল

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ কর্ম্মণো ন সাক্ষান্মোক্ষঃ ফলমিতি ভাবঃ। ত্যাগেনাভিমানত্যাগেন। একে কেচিদেবামৃতত্বমানশুঃ প্রাপ্তবন্তো ন সর্ব্বে। অভিমানত্যাগস্য তত্ত্বজ্ঞানজন্যতয়া দুর্লভত্বাদিত্যর্থঃ॥ ৮৫॥

নম্বু ভবন্মতেঽপি কথং জ্ঞানসাধ্যস্য ন দুঃখত্বং সাধ্যত্বাবিশেষাদিতি তত্রাহ।—

নিজমুক্তস্য বন্ধধ্বংসমাত্রং পরং ন সমানত্বম্॥ ৮৬॥

নিজমুক্তস্য স্বভাবমুক্তস্যাবিদ্যাখ্যকারণনাশেন যথোক্তবন্ধনিবৃত্তিমাত্রং পরমাত্যন্তিকং বিবেকজ্ঞানস্য ফলং ধ্বংসশ্চাবিনাশী ন তু কর্ম্মণ ইব সুখাদিকং ভাবরূপং কার্য্যং যেন নাশিতয়া দুঃখদং তৎ স্যাৎ। কর্ম্মণশ্চ দৃষ্টকারণং বিনা ন সাক্ষাদেবাবিদ্যানাশকত্বং ঘটত ইতি। অতো জ্ঞানস্যাক্ষয়ফলকত্বান্ন সমানত্বং জ্ঞানকর্ম্মণোরিত্যর্থঃ। জ্ঞানান্ন পুনরাবৃত্তিঃ সম্ভবতি। অবিবেকাখ্যকারণনাশাদিতি সিদ্ধম্। তদেবং বিবেকজ্ঞানমেবং সাক্ষাজ্জ্ঞানোপায় ইত্যুক্তম্॥ ৮৬॥

ইদানীং বিবেকজ্ঞানস্যাপি সাক্ষাদুপায়াঃ প্রমাণানি পরীক্ষ্যন্তে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভির্হি প্রমাণত্রয়েণাত্মজ্ঞান মিত্যবগম্যতে। কর্ম্মাদিকং ত্বন্যন্মন আদিপ্রমাণানাং শুদ্ধ্যাদিকরমেবেতি।

কর্ম্মনিষ্পাদ্যতা অংশে সমান। কর্ম্মের দ্বারা জন্মে বা উৎপন্ন হয় বলিয়া স্বর্গাদির ন্যায় ক্ষয়িষ্ণু॥ ৮৫॥

সূত্রার্থ:—আত্মা স্বভাবতোমুক্ত। সে জন্য বুঝা উচিত যে, বিবেকজ্ঞান বন্ধন মাত্র নিবৃত্তি করে, কিছু জন্মায় না। বন্ধন নিবৃত্তি বা অবিবেক নিবৃত্তি হইলে মুক্তি প্রকাশিত ও ব্যবস্থাপিত হয় মাত্র; উৎপন্ন হয় না। ছিল না হইল এমন হইলে উৎপত্তি বলা যায়॥ ৮৬॥

দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা তৎসাধকতমং যৎ তৎ ত্রিবিধং প্রমাণম্ ॥ ৮৭ ॥

অসন্নিকৃষ্টঃ প্রমাতর্য্যনারূঢ়োঽনধিগত ইতি যাবৎ। এবং ভূতস্যার্থস্য বস্তুনঃ পরিচ্ছিত্তিরবধারণং প্রমা, সা চ দ্বয়োর্বুদ্ধিপুরুষয়োরুভয়োরেব ধর্ম্মো ভবতু কিং বৈকতরমাত্রস্যোভয়থৈব তস্যাঃ প্রমায়া যৎ সাধকতমং ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং তচ্চ ত্রিবিধং বক্ষ্যমাণরূপেণেত্যর্থঃ। স্মৃতি-ব্যাবর্ত্তনায়ানধিগতেতি। ভ্রমব্যাবর্ত্তনায় বস্থিতি। সংশয়ব্যাবর্ত্তনায় ত্ববধারণমিতি। অত্র যদি প্রমারূপং ফলং পুরুষনিষ্ঠমাত্রমুচ্যতে তদা বুদ্ধিবৃত্তিরেব প্রমাণম। যদি চ বুদ্ধিনিষ্ঠমাত্রমুচ্যতে তদা তূক্তেন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষাদিরেব প্রমাণম্। পুরুষস্তু প্রমাসাক্ষ্যেব ন প্রমাতেতি। যদি চ পৌরুষেয়বোধো বুদ্ধিবৃত্তিশ্চোভয়মপি প্রমোচ্যতে তদা তূক্তমুভয়মেব প্রমাভেদেন প্রমাণং ভবতি। চক্ষুরাদিষু তু প্রমাণব্যবহারঃ পরম্পরয়ৈব সর্ব্বথেতি ভাবঃ। পাতঞ্জলভাষ্যে তু ব্যাসদেবৈঃ পুরুষনিষ্ঠবোধঃ প্রমেত্যুক্তঃ। পুরুষার্থমেব করণানাং প্রবৃত্ত্যা ফলস্য পুরুষনিষ্ঠতায়া এবৌচিত্যাৎ। অতোঽত্রাপি স এব মুখ্যঃ সিদ্ধান্তঃ। ন চ পুরুষবোধ-স্বরূপস্য নিত্যতয়া কথং ফলত্বমিতি বাচ্যম্। কেবলস্য নিত্যত্বেঽপ্যর্থো-

---

সূত্রার্থঃ—এক্ষণে বিবেক জ্ঞানের উপকারক প্রমাণ নির্ব্বাচিত হইবেক। বস্তু যাবৎ না বুদ্ধ্যারূঢ় হয় তাবৎ তাহা অসন্নিকৃষ্ট বা অসম্বন্ধ থাকে। অসন্নিকৃষ্ট বস্তু ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ বুদ্ধ্যারূঢ় হইলে যে তদ্বস্তুর পরিচ্ছেদ (ইয়ত্তাবধারণ বা স্বরূপনিশ্চয়) হয়, সেই পরিচ্ছেদ বা অবধারণ প্রমা নামে খ্যাত। প্রমা প্রমাতৃ-পুরুষের অথবা বুদ্ধির ধর্ম্ম। যাহা সেই বস্তু নিশ্চয়কারিণী প্রমার সাধক অর্থাৎ সাক্ষাৎ জনক তাহাই প্রমাণ নামে বিখ্যাত। প্রমাণ তিন প্রকার। অধিক নহে, ন্যূনও নহে। ইহা বহু বিস্তারে বলা হইয়াছে ॥ ৮৭ ॥

পরকৃত কার্য্যত্বাৎ। পুরুষার্থোপরাগস্যৈব বা ফলত্বাদিতি। অত্রেয়ং প্রক্রিয়া। ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়ার্থসন্নিকর্ষেণ লিঙ্গজ্ঞানাদিনা বাদৌ বুদ্ধেরর্থাকারা বৃত্তির্জায়তে তত্র চেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজা প্রত্যক্ষা বৃত্তিরিন্দ্রিয়বিশিষ্টবৃদ্ধ্যাশ্রিতা নয়নাদিগতপিত্তাদিদোষৈঃ পিত্তাদ্যাকারবৃত্ত্যুদয়াদিতি বিশেষঃ। সা চ বৃত্তিরর্থোপরক্তা প্রতিবিম্বরূপেণ পুরুষারূঢ়া সতী ভাসতে পুরুষস্যাপরিণামিতয়া বুদ্ধিবৎ স্বতোঽর্থাকারত্বাসম্ভবাৎ। অর্থাকারতায়া এব চার্থগ্রহণত্বাৎ। অন্যস্য দুর্ব্বচত্বাদিতি। তদেতদুক্তম্ "জপাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্ত্বভিমান"ইতি। যোগসূত্রং চ, "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র"ইতি। স্মৃতিরপি—"তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ। ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥" ইতি। যোগভাষ্যঞ্চ "বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষ"ইতি প্রতিধ্বনিবৎ প্রতিসংবেদঃ সংবেদনং প্রতিবিম্বরূপাশ্রয় ইত্যর্থঃ। এতেন পুরুষাণাং কূটস্থবিভুচিদ্রূপত্বেঽপি ন সর্ব্বদা সর্ব্বাভাসনপ্রসঙ্গঃ। অসঙ্গতয়া স্বতোঽর্থাকারত্বাভাবাৎ। অর্থাকারতাং বিনা চ সংযোগমাত্রেণার্থগ্রহণস্যাতীন্দ্রিয়াদিস্থলে বুদ্ধাবদৃষ্টত্বাদিতি। পুরুষে চ স্বস্ববুদ্ধিবৃত্তীনামেব প্রতিবিম্বার্পণসামর্থ্যমিতি ফলবলাৎ কল্প্যতে। যথা রূপবতামেব জলাদিষু প্রতিবিম্বনসামর্থ্যং নেতরস্যেতি। রূপবত্ত্বং চ ন সামান্যতঃ প্রতিবিম্বপ্রয়োজকং শব্দস্যাপি প্রতিধ্বনিরূপপ্রতিবিম্বদর্শনাৎ। ন চ শব্দজন্যং শব্দান্তরমেব প্রতিধ্বনিরিতি বাচ্যং স্ফটিকলৌহিত্যাদেরপি জপাসন্নিকর্ষজন্যতাপত্ত্যা প্রতিবিম্বমিথ্যাত্বসিদ্ধান্তক্ষতেরিতি। প্রতিবিম্বশ্চ বুদ্ধেরেব পরিণামবিশেষো বিম্বাকারো জলাদিগত ইতি মন্তব্যম্। কেচিৎ তু বৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতং সদেব চৈতন্যং বৃত্তিং প্রকাশয়তি তথা বৃত্তিগতপ্রতিবিম্ব এব বৃত্তৌ চৈতন্যবিষয়তা ন তু চৈতন্যে বৃত্তিপ্রতিবিম্বোঽস্তীত্যাহুঃ। তদসৎ। উপদর্শিতশাস্ত্রবিরোধেন কেবলতর্কস্যাপ্রয়োজকত্বাৎ। বিনিগমনাবিরহেণ বৃত্তিচৈতন্যয়োরন্যোন্যবিষয়তাখ্যসম্বন্ধরূপতয়ান্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যপ্রতিবিম্বসিদ্ধেশ্চ। বাহ্যস্থলেঽর্থাকারতায়া এব বিষয়তারূপত্ব—

সিদ্ধান্তরেঽপি তত্তদর্থাকারতায়া এব বিষয়তাখ্যৌচিত্যাচ্চেতি। যে তু তার্কিকা জ্ঞানস্য বিষয়তাং নেচ্ছন্তি তন্মতে জ্ঞানব্যক্তীনামনুগমকধর্ম্মাভাবেন ঘটবিষয়কং পটবিষয়কং জ্ঞানমিত্যাদ্যনুগতব্যবহারানুপপত্তিঃ। কেচিৎ তু তার্কিকা অন্যয়েবানুপপত্ত্যা বিষয়তামতিরিক্তপদার্থমাহুঃ। তদপ্যসৎ। অনুভূয়মানামর্থাকারতাং বিহায় বিষয়তান্তরকল্পনে গৌরবাদিতি। ননু তথাপি স্বস্বোপাধিবৃত্তিরূপৈব বৃত্তিচৈতন্যয়োরন্যোন্যবিষয়তাস্ত স্বোপাধি-বৃত্তিত্বেনৈবানুগমাদলমাকারাখ্যপ্রতিবিম্বদ্বয়েনেতি চেন্ন। প্রতিবিম্বং বিনা স্বত্বস্যাপি দুর্ব্বচত্বাৎ। স্বত্বং হি স্বভুক্তবৃত্তিবাসনাবত্ত্বম্। ভোগশ্চ জ্ঞানম্। তথা চ বিষয়তালক্ষণস্য বিষয়সামগ্রীঘটিতত্বেনাত্মাশ্রয়ঃ। তস্মাদ্‌চৈতন্যচৈতন্যয়োরন্যোন্যবিষয়তারূপোঽন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যপ্রতিবিম্বঃ সিদ্ধঃ। অধিকন্তু যোগবার্ত্তিকে দ্রষ্টব্যমিতি দিক্। অত্রায়ং প্রমাত্রাদিবিভাগঃ। "প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ। প্রমার্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥ প্রতিবিম্বিতবৃত্তীনাং বিষয়ো মেয় উচ্যতে। সাক্ষাদ্দর্শনরূপং চ সাক্ষিত্বং বক্ষ্যতি স্বয়ম্॥ অতঃস্যাৎ কারণাভাবাদ্‌বৃত্তেঃ সাক্ষ্যেব চেতনঃ। বিষ্ণ্বাদেঃ সর্ব্বসাক্ষিত্বং গৌণং লিঙ্গাদ্যভাবতঃ॥" ইতি॥ ৮৭॥

নন্ু "যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥" ইত্যাদিবাক্যেষূপমানাদি প্রকৃতি-পুরুষবিবেকে প্রমাণমুপন্যস্তং তৎ কথমুচ্যতে ত্রিবিধমিতি তত্রাহ।—

তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিঃ॥ ৮৮॥

ত্রিবিধপ্রমাণসিদ্ধৌ চ সর্ব্বস্যার্থস্য সিদ্ধের্ন প্রমাণাধিক্যং সিদ্ধ্যতি গৌরবাদিত্যর্থঃ। অতএব মনুনাপি প্রমাণত্রয়মেবোপন্যস্তম্। "প্রত্যক্ষ-

---

সূত্রার্থ:—প্রমাণ তিন প্রকার, ইহা স্থির হওয়ায় এবং তদ্দ্বারা সমস্ত বস্তু সিদ্ধ হওয়ায় (জানা যায় বলিয়া) অধিক প্রমাণ থাকা অসিদ্ধ॥ ৮৮॥

মনুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥" ইতি॥ উপমানৈতিহ্যাদীনাং চানুমানশব্দয়োঃ প্রবেশঃ। অনুপলব্ধ্যাদীনাং চ প্রত্যক্ষে প্রবেশ ইতি। উক্তবাক্যে চেদমনুমানমভিপ্রেতম্। আপাদতলমস্তকং কৃৎস্নং স্বব্যতিরিক্তেনৈকেন প্রকাশ্যং স্বয়মপ্রকাশত্বাৎ ত্রৈলোক্যবদিতি। তেজশ্চৈতন্যসাধারণং চ প্রকাশত্বমখণ্ডোপাধিঃ প্রকাশব্যবহারনিয়ামকতয়া সিদ্ধ ইতি॥ ৮৮॥

পুরুষনিষ্ঠা প্রমেতি মুখ্যসিদ্ধান্তমাশ্রিত্য প্রমাণানাংবিশেষলক্ষণানি বক্তুমুপক্রমতে।

যৎ সম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্॥৮৯॥

সম্বদ্ধং ভবৎ সম্বদ্ধবস্ত্বাকারধারি ভবতি যদ্বিজ্ঞানং বুদ্ধিবৃত্তিস্তৎপ্রত্যক্ষং প্রমাণমিত্যর্থঃ। অত্র সদিত্যন্তং হেতুগর্ভবিশেষণম্। তথা চ স্বার্থসন্নিকর্ষজন্যাকারস্যাশ্রয়ো বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণমিতি নিষ্কর্ষঃ। "বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতি"ইতিত্যাগামিসূত্রায় বৃত্তেঃ সন্নিকর্ষজন্যত্বমিত্যাকারাশ্রয়গ্রহণম্। চক্ষুরাদিদ্বারকবুদ্ধিবৃত্তিশ্চ প্রদীপস্য শিখাতুল্যা বাহ্যার্থসন্নিকর্ষানন্তরমেব তদাকারোল্লেখিনী ভবতীতি নাসম্ভবঃ॥ ৮৯॥

নন্ব যোগিনামতীতানাগতব্যবহিতবস্তুপ্রত্যক্ষেঽব্যাপ্তিঃ সম্বদ্ধবস্ত্বাকারাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য তস্যালক্ষ্যত্বেন সমাধত্তে।—

যোগিনামবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ॥ ৯০॥

ঐন্দ্রিয়কপ্রত্যক্ষমেবাত্র লক্ষ্যং যোগিনশ্চাবাহ্যপ্রত্যক্ষকাঃ। অতো ন দোষো ন তৎপ্রত্যক্ষেঽব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ॥ ৯০॥

সূত্রার্থ:—বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃস্থ বুদ্ধি যে চক্ষুরাদি ষড়িন্দ্রিয়ের সম্পর্কে সম্পর্কিত বস্তুর আকার ধারণ করে, তাহাই এতৎ শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এ কথাও প্রথম ভাগে সবিস্তারে বলা হইয়াছে॥ ৮৯॥

সূত্রার্থ:—উপরোক্ত লক্ষণে জানা গেল যে, চক্ষুরাদির সহিত বস্তুর

বাস্তবং সমাধানমাহ।—

লীনবস্তুলব্ধাতিশয়সম্বন্ধাদ্বাদোষঃ॥ ৯১॥

অথবা তদপি লক্ষ্যমেব তথাপি ন দোষো নাব্যাপ্তিঃ যতো লীনবস্তুনু লব্ধযোগজধর্ম্মজন্যাতিশয়স্য যোগিচিত্তস্য সম্বন্ধো ঘটত ইত্যর্থঃ। অত্র লীনশব্দঃ পরাভিপ্রেতাসন্নিকৃষ্টবাচী সৎকার্য্যবাদিনাং হ্যতীতাদিকমপি স্বরূপতোঽস্তীতি তৎসম্বন্ধঃ সম্ভবেদিতি ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টেষু সম্বন্ধহেতু-বিধয়া লব্ধাতিশয়েতি বিশেষণম্। অতিশয়শ্চ ব্যাপকত্বং বৃত্তিপ্রতি-বন্ধকতমোনিবৃত্ত্যাদিশ্চেতি। ইদং চাত্রাবধেয়ম্। যৎসম্বদ্ধং সদিতি পূর্ব্বসূত্রে বুদ্ধেরর্থসন্নিকর্ষস্যৈব প্রত্যক্ষহেতুতালাভাৎ প্রত্যক্ষসামান্যে বাহ্যার্থসাধারণে বুদ্ধ্যর্থসন্নিকর্ষ এব কারণম্। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাস্তু চাক্ষুষাদি-প্রত্যক্ষেষু বিশিষ্যৈব কারণানি। নন্বেবমিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষযোগজধর্ম্মাস্ত-ভাবেঽপি বুদ্ধ্যা বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষাপত্তিঃ। নৈবম্। তমঃপ্রতিবন্ধেন তদানীং বুদ্ধিসত্ত্বস্য বৃত্ত্যসম্ভবাৎ। তচ্চ তমঃ কদাচিদর্থেন্দ্রিয়যোঃ সন্নি-কর্ষেণ কদাচিচ্চ যোগজধর্ম্মেণাপসার্য্যতে। অঞ্জনসংযোগেন নয়নমালিন্য-

---

সম্বন্ধঘটনা না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না। বলিতে পার, যোগীরা অতীত অনাগত ও ব্যবহিত বস্তু প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহাদের তাদৃশ প্রত্যক্ষে লক্ষণ যায় কৈ? প্রত্যুত্তর এই যে, যোগীরা বাহ্যদর্শী নহেন। সে জন্য উপরোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণ নির্দোষ।- [বাহ্যদর্শীদিগের প্রত্যক্ষেই প্রোক্ত নিয়ম প্রচলিত আছে॥ ৯০॥

সূত্রার্থঃ—অথবা এমন বলিলেও বলা যায় যে, লীন বস্তুতে অর্থাৎ অসন্নিকৃষ্ট পদার্থে যোগিচিত্তের সম্বন্ধ ঘটনা হয়। যোগবলে ও ধর্ম্মবলে তাঁহাদের চিত্তে এমন এক প্রকার আতিশয্য (উৎকর্ষ বিশেষ বা এক প্রকার সামর্থ্য) জন্মে, যে তদ্বলে তাঁহাদের চিত্ত লুকায়িত বস্তুতেও সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে॥ ৯১॥

বং। ন চৈবং তস্যেতোরেব তদস্তিতি ন্যায়েনেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদেরেব-বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষসামান্যহেতুতাস্তিতি বাচ্যং সুষুপ্ত্যাদৌ তমসো বুদ্ধি-বৃত্তিপ্রতিবন্ধকত্বসিদ্ধেঃ। "সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ। প্রস্বাপনং তু তমসা তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্॥" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ সুষুপ্ত্যাদৌ বৃত্তিপ্রতিবন্ধকান্তরাসম্ভবাচ্চ। চাক্ষুষবৃত্তাবপি তমসঃ প্রতিবন্ধদর্শনাচ্চ। যত্তু শুষ্কতার্কিকাঃ সুষুপ্তৌ বৃত্ত্যনুৎপাদার্থং জ্ঞানসামান্যে ত্বঙ্মনোযোগং কারণং কল্পয়ন্তি। তদসৎ। ত্বগিন্দ্রিয়োৎপত্তেঃ প্রাগপি কেবলবুদ্ধ্যা স্বয়ম্ভুবঃ সর্ব্বপ্রত্যক্ষশ্রবণাৎ। ত্বঙ্মনোযোগানুৎপাদেঽপি তমস এব নিমিত্ততয়া বক্তব্যত্বাচ্চ; কেবলতর্কস্যাপ্রতিষ্ঠাদোষগ্রস্তত্বাচ্চেতি দিক্॥ ৯১॥

নন্বু তথাপীশ্বরপ্রত্যক্ষেঽব্যাপ্তিঃ তস্য নিত্যত্বেন সন্নিকর্ষাজন্যত্বাদিতি তত্রাহ।—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ॥ ৯২॥

ঈশ্বরে প্রমাণাভাবন্ন দোষ ইত্যনুবর্ত্ততে। অয়ং চেশ্বরপ্রতিষেধ একদেশিনাং প্রৌঢ়বাদেনৈবেতি প্রাগেব প্রতিপাদিতম্। অন্যথা হীশ্বরাভাবাদিত্যেবোচ্যেত। ঈশ্বরাভ্যুপগমে তু সন্নিকর্ষজন্যজাতীয়ত্বমেব প্রত্যক্ষলক্ষণং বিবক্ষিতং সাজাত্যং চ জ্ঞানত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাত্যেতি ভাবঃ॥ ৯২॥

সূত্রার্থঃ - যদি কেহ বলেন, আপত্তি করেন, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, তাহা ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-প্রভব নহে; সুতরাং ইন্দ্রিয়সম্বন্ধপ্রভবত্বঘটিত প্রত্যক্ষ লক্ষণ ঈশ্বরপ্রত্যক্ষে অব্যাপ্ত। প্রৌঢ় বাদে বা বাদিবিজয়ের জন্য ঐ কথার প্রত্যুত্তর এই যে, ঈশ্বর অসিদ্ধ। [ঈশ্বর না থাকিলে ঈশ্বর-প্রত্যক্ষও থাকিবেক না, সুতরাং লক্ষ্যবহির্ভূত বলিয়া উক্তলক্ষণ তাঁহাতে অব্যাপ্ত নহে॥ ৯২॥

শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং কথমীশো ন সিদ্ধ্যতীত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তর্কবিরোধং লৌকিকমেব বাধকমাহ।—

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ॥ ৯৩॥

ঈশ্বরোঽভিমতঃ কিং ক্লেশাদিমুক্তো বা তৈর্বদ্ধো বা। অন্যতরস্যাপ্যসম্ভবান্নেশ্বরসিদ্ধিরিত্যর্থঃ॥ ৯৩॥

উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্॥ ৯৪॥

মুক্তত্বে সতি স্রষ্টৃত্বাক্ষমত্বং তৎপ্রযোজকাভিমানরাগাদ্যভাবাৎ। বদ্ধত্বেঽপি মূঢ়ত্বান্ন সৃষ্ট্যাদিক্ষমত্বমিত্যর্থঃ॥ ৯৪॥

নন্বেবমীশ্বরপ্রতিপাদকশ্রুতীনাং কা গতিস্তত্রাহ।—

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা॥ ৯৫॥

যথাযোগং কাচিৎ শ্রুতির্মুক্তাত্মনঃ কেবলাত্মসামান্যস্য জ্ঞেয়তাভিধানায় স ঋধিমাত্রৈশ্বর্য্যেণ স্তুতিরূপা প্ররোচনার্থা। কাচিচ্চ সঙ্কল্পপূর্ব্বকস্রষ্টৃত্বাদিপ্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ সিদ্ধস্য ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদেরেবানিত্যেশ্বরস্যাভিমানাদিমত্ত্বোঽপি গৌণনিত্যত্বাদিমত্ত্বান্নিত্যত্বাদ্যুপাসাপরেত্যর্থঃ॥ ৯৫॥

নন্থ তথাপি—প্রকৃত্যাদ্যখিলাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রূয়মাণং নোপপদ্যতে লোকে সঙ্কল্পাদিনা পরিণামনৈস্যবাধিষ্ঠাতৃত্বব্যবহারাদিতি তত্রাহ॥—

সূত্রার্থঃ—তোমার অভিমত ঈশ্বর মুক্ত কি বদ্ধ? উভয় প্রকারেই অসম্ভব। সুতরাং তাদৃশ ঈশ্বর অসিদ্ধ (প্রমাণপ্রাপ্য নহে)॥ ৯৩॥

সূত্রার্থঃ—যদি তিনি মুক্ত, তবে সৃষ্টিপ্রযোজক রাগাদি না থাকায় স্রষ্টা নহেন। যদি তিনি বদ্ধ, তবে অস্মদাদির ন্যায় অসর্ব্বজ্ঞ। সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যে অক্ষম॥ ৯৪॥

সূত্রার্থঃ—শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের কথা আছে তাহা মুক্তাত্মার ও সিদ্ধাত্মার প্রশংসা মাত্র। (মুক্তাত্মা ঋষিমণ্ডল। সিদ্ধাত্মা হরি হর ব্রহ্মাদি॥ ৯৫॥

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ ॥ ৯৬ ॥

যদি সঙ্কল্পেন স্রষ্টৃত্বমধিষ্ঠাতৃত্বমুচ্যতে তদায়ং দোষঃ স্যাৎ অস্মাভিস্তু পুরুষস্য সন্নিধানাদেবাধিষ্ঠাতৃত্বং স্রষ্টৃত্বাদিরূপমিষ্যতে মণিবৎ। যথায়স্কান্তমণেঃ সান্নিধ্যমাত্রেণ শল্যনিষ্কর্ষকত্বং ন সঙ্কল্পাদিনা তথৈবাদিপুরুষস্য সংযোগমাত্রেণ প্রকৃতের্মহত্ত্বরূপেণ পরিণমনম্॥ ইদমেব চ স্বোপাধিস্রষ্টৃত্বমিত্যর্থঃ। তথা চোক্তম্। "নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লোহঃ প্রবর্ত্ততে। সত্তামাত্রেণ দেবেন তথৈবেয়ং জগজ্জনিঃ। অত আত্মনি কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বং চ সংস্থিতম্। নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ॥" ইতি। "তদৈক্ষত বহু স্যাম্"ইত্যাদিশ্রুতিস্তু কূলং পিপতিষতীতিবদ্গৌণী প্রকৃতেরাসন্নবহুতরগুণসংযোগাৎ। অথবা বুদ্ধিপূর্ব্বকসৃষ্টিবিষয়মেতাদৃশবাক্যজাতং ন ত্বাদিসর্গপরং তস্যাবুদ্ধিপূর্ব্বকত্বস্মরণাদিতি ভাবঃ। যথা কৌর্ম্মে। "ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সংক্ষেপাৎ কথিতো ময়া। অবুদ্ধিপূর্ব্বকস্ত্বেষ ব্রাহ্মীং সৃষ্টিং নিবোধত।" ইতি। অস্য চ বাক্যস্যাদিপুরুষবুদ্ধ্যজন্যত্বেন সঙ্কোচে গৌরবমিতি ॥ ৯৬ ॥

ন কেবলং সর্গাদাবেব পুরুষস্য সংযোগমাত্রেণ স্রষ্টৃত্বাদিকমপি ত্বন্যেষ্বপি সঙ্কল্পাদিপূর্ব্বকেষু ভূতাদিষ্বপীদেষ বিশেষকার্য্যেষ্বপি সর্ব্বপুরুষাণামিত্যাহ।—

বিশেষকার্য্যেষ্বপি জীবানাম্ ॥ ৯৭ ॥

অধিষ্ঠাতৃত্বং সন্নিধানাদিত্যনুষজ্যতে। অন্তঃকরণোপলক্ষিতস্যৈব

সূত্রার্থ:—অধিষ্ঠাতৃত্ব = প্রকৃতিকে সৃষ্ট্যুন্মুখ বা পরিণামিত করা। তাহা অয়স্কান্ত মণির দৃষ্টান্তে আদি পুরুষের সন্নিধান প্রভাবেই নিষ্পন্ন হয়। তাহাতে ঈশ্বরের সঙ্কল্পের বা চেষ্টার আবশ্যক হয় না। অয়স্কান্ত শল্য নিষ্কাশ করে, অথচ তাহা সঙ্কল্পপূর্ব্বক নহে ॥ ৯৬ ॥

সূত্রার্থ:—বিশেষ বিশেষ কার্য্যে অর্থাৎ ঘট পটাদি ব্যষ্টি কার্য্যে

জীবশব্দার্থত্বং ষষ্ঠাধ্যায়ে বক্ষ্যতি তথা চ বিশেষকার্য্যেষ্বপি ব্যষ্টিসৃষ্টাবপি জীবানামন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিতচেতনানাং সন্নিধানাদেবাধিষ্ঠাতৃত্বং ন তু কেনাপি ব্যাপারেণ কূটস্থচিন্মাত্ররূপত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

নম্বু চেৎ সদা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরো নাস্তি তর্হি বেদান্তমহাবাক্যার্থস্য বিবেকস্যোপদেশেঽন্ধপরম্পরাশঙ্কয়াপ্রামাণ্যং প্রসজ্যেত তত্রাহ।—

সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাদ্বাক্যার্থোপদেশঃ ॥ ৯৮ ॥

হিরণ্যগর্ভাদীনাং সিদ্ধরূপস্য যথার্থস্য বোদ্ধৃত্বাৎ তদ্বক্তৃকাযুর্ব্বেদাদিপ্রামাণ্যেনাবধৃতাচ্চৈষাং বাক্যার্থোপদেশঃ প্রমাণমিতি শেষঃ ॥ ৯৮ ॥

নম্বু পুরুষস্য চেৎ সন্নিধিমাত্রেণ গৌণমধিষ্ঠাতৃত্বং তর্হি মুখ্যমধিষ্ঠাতৃত্বং কস্যেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ।—

অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্ ॥ ৯৯ ॥

অন্তঃকরণস্যানুপচরিতমধিষ্ঠাতৃত্বং সঙ্কল্পাদিদ্বারকং প্রত্যেতব্যম্। নম্বধিষ্ঠাতৃত্বং ঘটাদিবদচেতনস্য ন যুক্তং তত্রাহ। লোহবৎ তদুজ্জ্বলিত-

যে জীবের (অন্তঃকরণোপলক্ষিত চৈতন্যের) অধিষ্ঠাতৃত্ব (কর্তৃত্ব) দেখা যায়, তাহাও চেতন আত্মার সন্নিধান বশতঃ। ; চেতন আত্মার নিতান্ত সন্নিধানে অন্তঃকরণের অবস্থিতি। সেজন্য তৎপ্রযুক্ত হইয়াই অন্তঃকরণ ইচ্ছাদিরূপে পরিণত হইতেছে।] ॥ ৯৭ ॥

সূত্রার্থ :—পৃথক্ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর না থাকিলেও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সিদ্ধ আত্মা বোদ্ধা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানী (অভ্রান্ত পুরুষ) আছেন। তাঁহাদের উচ্চারিত যথার্থ বাক্য সকল উপদেশ অর্থাৎ প্রমাণ। সিদ্ধাত্মারা বলিয়াছেন, এবম্প্রণালীতে মুক্তি হয়। বস্তুতঃ তাহাই হয়। সিদ্ধ বাক্য অন্যথা হইবার নহে ॥ ৯৮ ॥

সূত্রার্থ :—অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি নিজে অচেতন, পরন্তু তাহা অগ্নি-

স্যাদিতি। অন্তঃকরণং হি তপ্তলোহবচ্চেতনোজ্জ্বলিতং ভবতি। অতস্তস্য চেতনায়মানতয়াধিষ্ঠাতৃত্বং ঘটাদিব্যাবৃত্তমুপপদ্যত ইত্যর্থঃ। নন্বেবং চৈতন্যেনান্তঃকরণস্যোজ্জ্বলনে চিতেঃ সঙ্গিত্বমগ্নিবদেব স্যাদিতি চেন্ন। নিত্যোজ্জ্বলচৈতন্যসংযোগবিশেষমাত্রস্য অথবা সংযোগবিশেষজন্যচৈতন্য-প্রতিবিম্বস্যৈবান্তঃকরণোজ্জ্বলনরূপত্বাৎ। ন তু চৈতন্যমন্তঃকরণে সংক্রামতি যেন সঙ্গিতা স্যাৎ। অগ্নেরপি হি প্রকাশাদিকং ন লোহে সংক্রামতি। কিন্ত্বগ্নিসংযোগবিশেষ এব লোহস্যোজ্জ্বলনমিতি। নন্বেবমপি সংযোগেন পরিণামিত্বমিতি চেন্ন সামান্যগুণাতিরিক্তধর্ম্মোৎপত্তাবেব পরিণামব্যব-হারাদিতি। অয়ং চ সংযোগবিশেষোঽন্তঃকরণস্যৈব সত্ত্বোদ্রেকরূপাৎ পরিণামাদ্ভবতীতি ফলবলাৎ কল্প্যতে পুরুষস্যাপরিণামিত্বেন সংযোগস্য তন্নিমিত্তকবিশেষাসম্ভবাদিতি। অয়মেব চ সংযোগবিশেষো বুদ্ধ্যাত্ম-নোরন্যোঽন্যপ্রতিবিম্বনে হেতুঃ। ননু প্রতিবিম্বহেতুতয়া সংযোগবিশেষা-বশ্যকত্বে প্রতিবিম্বকল্পনা ব্যর্থা প্রতিবিম্বকার্য্যস্যার্থজ্ঞানাদেঃ সংযোগ-বিশেষাদেব সম্ভবাদিতি। মৈবম্। বুদ্ধৌ চৈতন্যপ্রতিবিম্বশ্চৈতন্য-দর্শনার্থং কল্প্যতে দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ববৎ। অন্যথা কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধেন স্বস্য সাক্ষাৎ স্বদর্শনানুপপত্তেঃ। অয়মেব চ চিৎপ্রতিবিম্বো বুদ্ধৌ চিচ্ছায়াপত্তি-রিতি চৈতন্যাধ্যাস ইতি চিদাবেশ ইত্যাদি চোচ্যতে। যশ্চ চৈতন্যে বুদ্ধেঃ প্রতিবিম্বঃ স চারূঢ়বিষয়ৈঃ সহ বুদ্ধের্ভানার্থমিষ্যতে। অথাকারতয়ৈবার্থ-গ্রহণস্য বুদ্ধিস্থলে দৃষ্টত্বেন তাং বিনা সংযোগবিশেষমাত্রেণার্থভানস্য পুরুষেঽপ্যনৌচিত্যাৎ। অর্থাকারস্যৈবার্থগ্রহণশব্দার্থত্বাচ্চেতি। স চার্থা-কারঃ পুরুষে পরিণামো ন সম্ভবতীত্যর্থাৎ প্রতিবিম্বরূপ এব পর্য্যবস্য-

সহবাসে লৌহের ন্যায় আত্মচৈতন্যে উজ্জ্বলিত (তদাত্মরূপে প্রতি-বিম্বিত) অর্থাৎ চেতনায়মান হয়। যেহেতু চেতনায়মান হয় সেই হেতু তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব (সঙ্কল্পাদি পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব) ঘটনা হয়॥ ৯৯॥

তীতি দিক্। স চায়মন্যোঽন্যপ্রতিবিম্বো যোগভাষ্যে ব্যাসদেবৈঃ সিদ্ধান্তিতঃ। "চিতিশক্তিরপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃত্তিমনুপততি তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারিমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে" ইত্যাদিনা। যোগবার্ত্তিকে চৈতদ্বিস্তরতোঽস্মাভিঃ প্রতিপাদিতম্। কশ্চিৎ তু বুদ্ধিগতয়া চিচ্ছায়য়া বুদ্ধেরেব সর্ব্বার্থজ্ঞাতৃত্বমিচ্ছাদিভির্জ্ঞানস্য সামানাধিকরণ্যানুভবাদন্যস্য জ্ঞানেনান্যস্য প্রবৃত্ত্যনৌচিত্যাচ্চেত্যাহ। তদাত্মাজ্ঞানমূলকত্বাদুপেক্ষণীয়ম্। এবং হি বুদ্ধেরেব জ্ঞাতৃত্বে "চিদবসানো ভোগঃ" ইত্যাদ্যাগামিসূত্রদ্বয়বিরোধঃ পুরুষে প্রমাণাভাবশ্চ পুরুষলিঙ্গস্য ভোগস্য বুদ্ধাবেব স্বীকারাৎ। ন চ প্রতিবিম্বান্যথানুপপত্ত্যা বিম্বভূতঃ পুরুষঃ সেৎস্যতীতি বাচ্যম্। অন্যোঽন্যাশ্রয়াৎ পৃথগ্বিম্বসিদ্ধৌ বুদ্ধিস্থচৈতন্যস্য প্রতিবিম্বতাসিদ্ধিঃ প্রতিবিম্বতাসিদ্ধৌ চ তৎপ্রতিযোগিতয়া বিম্বসিদ্ধিরিতি। অস্মন্মতে চ জ্ঞাতৃতয়া পুরুষসিদ্ধ্যনন্তরং তস্য জ্ঞেয়ত্বান্যথানুপপত্ত্যা প্রতিবিম্বসিদ্ধৌ নান্যোঽন্যাশ্রয়ঃ। অথ বৃত্তিসাক্ষিতয়া বিম্বরূপশ্চেতনঃ সিদ্ধ্যতীতি চেৎ তর্হি সাক্ষিণ এব প্রমাতৃত্বমপ্যুচিতম্। উভয়োর্জ্ঞাতৃত্বকল্পনে গৌরবাৎ। বৃত্তিজ্ঞানঘটজ্ঞানয়োঃ সামানাধিকরণ্যানুভবাচ্চ। কিঞ্চৈবং সতি বুদ্ধেরেব ভোক্তৃত্বে "ভোক্তৃভাবাৎ" ইত্যাগামিসূত্রেণ ভোক্তৃতয়া পুরুষসাধনং বিরুদ্ধ্যেত। অথ বুদ্ধিগতচিচ্ছায়ারূপেণ সম্বন্ধেন বিম্বস্যৈব জ্ঞানং ন তু চিতৌ বুদ্ধিপ্রতিবিম্বং কল্প্যত ইত্যেতাবন্মাত্রে চেৎ তস্যাশয়ো বর্ণ্যেত। তদপ্যসৎ। সূর্য্যাদেঃ স্বপ্রতিবিম্বরূপসম্বন্ধেন জলাদিতৎস্থবস্তুভাসকত্বাদর্শনাৎ। কিরণৈরেব তদুভয়ভাসনাৎ। মরুমরীচিকাদৌ তু স্বাধ্যস্তজলাদিভাসকত্বং দৃষ্টমেবেতি দৃষ্টান্তসারেণাস্মাভিশ্চিতৌ বুদ্ধিপ্রতিবিম্ব এব সর্ব্বার্থভানহেতুতয়া সম্বন্ধঃ কল্পিত ইতি। যচ্চোক্তমন্যস্য জ্ঞানেনান্যস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিরিতি। তদপি ন "অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ।" ইত্যাগামিসূত্রেণ-

জ্ঞানপ্রবৃত্ত্যোর্বৈয়ধিকরণ্যস্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। বুদ্ধেঃ সম্বন্ধেন দেহক্রিয়ায়ামিবাত্রাপি সংযোগবিশেষাদেরেব নিয়ামকত্বাদিতি ॥ ৯৯ ॥

প্রত্যক্ষপ্রমাণং লক্ষয়িত্বানুমানং লক্ষয়তি।—

প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমনুমানম্ ॥ ১০০ ॥

প্রতিবন্ধো ব্যাপ্তিঃ, ব্যাপ্তিদর্শনাদ্ব্যাপকজ্ঞানমনুমানং প্রমাণমিত্যর্থঃ। অনুমিতিস্তু পৌরুষেয়ো বোধ ইতি ॥ ১০০ ॥

শব্দপ্রমাণং লক্ষয়তি—

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ১০১ ॥

আপ্তিরত্র যোগ্যতা বেদস্যাপৌরুষেয়তায়াঃ পঞ্চমাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণত্বাৎ। তথা চ যোগ্যঃ শব্দস্তজ্জন্যং জ্ঞানং শব্দাখ্যং প্রমাণমিত্যর্থঃ। ফলং চ পৌরুষেয়ঃ শাব্দো বোধ ইতি ॥ ১০১ ॥

প্রমাণপ্রতিপাদনস্য স্বয়মেব ফলমাহ—

সূত্রার্থ :—প্রতিবন্ধ শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি। দৃশ শব্দের অর্থ জ্ঞান। ব্যাপ্তিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের যে ব্যাপ্ত বস্তু দর্শনের পর ব্যাপকের জ্ঞান হয়, তাহাই অনুমান নামক দ্বিতীয় প্রমাণ। [অবতরণিকা ভাগে ইহা বহু বিস্তারে বলা হইয়াছে ॥ ১০০ ॥

সূত্রার্থ :—সূত্রস্থ আপ্তি শব্দের অর্থ যোগ্যতা। তাহা যাহাতে (যে বাক্যে বা যে শব্দে) আছে তাহা আপ্ত। যে উপদেশ (বাক্য বা শব্দ) আপ্ত, সেই উপদেশ শ্রবণের অনন্তর যে বোধরূপা মনোবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞান জন্মে, তাহাই শব্দ-নামক প্রমাণ। এতন্মতে বেদের ও তন্মূলক স্মৃত্যাদির উপদেশ ব্যতীত অন্য উপদেশ অনাপ্ত ॥ ১০১ ॥

উভয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাৎ তদুপদেশঃ ॥ ১০২ ॥

উভয়োরাত্মানাত্মনোর্ব্বিবেকেন সিদ্ধিঃ প্রমাণাদেব ভবতি। অতস্তস্য প্রমাণস্যোপদেশঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥

তত্র যেনানুমানবিশেষেণ প্রমাণেন মুখ্যতোঽত্র প্রকৃতিপুরুষৌ বিবিচ্য সাধনীয়ৌ তদ্বর্ণয়তি—

সামান্যতো দৃষ্টাদুভয়সিদ্ধিঃ ॥ ১০৩ ॥

অনুমানং তাবৎ ত্রিবিধং ভবতি। পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চেতি। তত্র প্রত্যক্ষীকৃতজাতীয়বিষয়কং পূর্ব্ববৎ। যথা ধূমেন বহ্ন্যনুমানম্। বহ্নিজাতীয়ো হি মহানসাদৌ পূর্ব্বং প্রত্যক্ষীকৃতঃ। ব্যতিরেকানুমানং শেষবৎ শেষোঽপূর্ব্বোঽর্থোঽস্য বিষয়ত্বেনাস্তীতি শেষবৎ; অপ্রসিদ্ধসাধ্যকমিতি যাবৎ। যথা পৃথিবীত্বেনেতরভেদানুমানম্। পৃথিবীতরভেদো হি প্রাগসিদ্ধঃ। সামান্যতো দৃষ্টং চ তদুভয়ভিন্নমনুমানম্। যত্র সামান্যতঃ প্রত্যক্ষাদিজাতীয়মাদায় ব্যাপ্তিগ্রহাৎ পক্ষধর্ম্মতাবলেন তদ্বিজাতীয়োঽপ্রত্যক্ষাদার্থঃ সিদ্ধ্যতি। যথা রূপাদিজ্ঞানে ক্রিয়াত্বেন করণবত্ত্বানুমানম্। অত্র হি পৃথিবীত্বাদিজাতীয়ং কুঠারাদিকরণমাদায় ব্যাপ্তিং গৃহীত্বা তদ্বিজাতীয়মতীন্দ্রিয়ং জ্ঞানকরণমিন্দ্রিয়ং সাধ্যত ইতি। তত্র সামান্যতো দৃষ্টাদনুমানাদ্দ্বয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তত্র প্রকৃতেঃ সামান্যতো দৃষ্টমনুমানম্। যথা মহত্তত্ত্বং সুখদুঃখমোহধর্ম্মকদ্রব্যোপাদানকং কার্য্যত্বে সতি সুখদুঃখমোহধর্ম্মকত্বাৎ সুবর্ণাদিজ-

সূত্রার্থঃ—আত্মা কি? অনাত্মা কি? প্রমাণ দ্বারা তাহার অবধারণ বা মীমাংসা হয়। সেই জন্য প্রমাণের উপদেশ করা হইল ॥ ১০২ ॥

সূত্রার্থঃ অনুমান তিন প্রকার। তন্মধ্যে সামান্যতোদৃষ্ট নামক অনুমানে প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের সিদ্ধি (অনুমান) হয় ॥ ১০৩ ॥

কুণ্ডলাদিবদিত্যাদি। পুরুষে তু যদ্যপ্যনুমানাপেক্ষা নাস্তি সর্ব্বসম্মতত্বাৎ তথাপি প্রকৃত্যাদিবিবেকে সামান্যতো দৃষ্টমেবাপেক্ষ্যতে। তদ্‌যথা— প্রধানং পরার্থং সংহত্যকারিত্বাদ্‌গৃহাদিবদিতি। অত্র হি প্রত্যক্ষসিদ্ধং দেহাদ্যর্থকত্বং গৃহাদিষু গৃহীত্বা তদ্বিজাতীয়ঃ পুরুষঃ প্রধানাদিপরত্বে-নানুমীয়তে। দেহাদীনাং চ ভোক্তৃত্বধর্মাবিবেকেন প্রাগ্‌গৃহীতমিতি উভয়-সিদ্ধিরিতি॥ ১০৩॥

যা প্রমাণস্য ফলভূতা প্রমাখ্যসিদ্ধিরুক্তা তয়া পুরুষস্য পরিণামাপত্তি-রিত্যাশঙ্কায়াং তস্যাঃ স্বরূপমাহ।

চিদবসানো ভোগঃ॥ ১০৪॥

পুরুষস্বরূপে চৈতন্যে পর্য্যবসানং যস্যৈতাদৃশো ভোগঃ সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। বুদ্ধিভোগস্য ব্যাবর্ত্তনায় চিদবসান ইতি। চিতঃ পরিণামিত্বসধর্ম্মত্বাদি-শঙ্কানিরাসায়াবসানপদম্‌। চিতৌ ভোগস্য স্বরূপে পর্য্যবসিতত্বান্ন কৌটস্থ্যাদিহানিরিত্যাশয়ঃ। তথাহি প্রমাণাখ্যবৃত্ত্যারূঢ়ং প্রকৃতিপুরুষা-দিকং প্রমেয়ং বৃত্ত্যা সহ পুরুষে প্রতিবিম্বিতং সদ্ভাসতে। অতোঽর্থো-পরক্তবৃত্তিপ্রতিবিম্বাবচ্ছিন্নং স্বরূপচৈতন্যমেব ভানং পুরুষস্য ভোগঃ প্রমাণস্য চ ফলমিতি। ততশ্চ প্রতিবিম্বরূপেণার্থসম্বন্ধে দ্বারতয়া বৃত্তীনাং করণত্বমিতি। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে। "গৃহীতানিন্দ্রিয়ৈরর্থানাত্মনে যঃ

সূত্রার্থ:—প্রোক্ত প্রমাজ্ঞান পুরুষাশ্রিত হইলেও পুরুষের বিকার বা পরিণাম ঘটনা করায় না। চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ। তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির অবসান অর্থাৎ প্রতিবিম্বপাত হওয়াই ভোগ। ঈদৃশ ভোগ প্রমাণ সমূহের ফল। [প্রমেয় বস্তু ও তদাকারা মনোবৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বরূপে ভাসমান (চৈতন্যে প্রকাশিত) হয়। এতৎ শাস্ত্রে তাহাই ভোগ, জ্ঞান ও বোধ নামে খ্যাত। [প্রতিবিম্বের দ্বারা বিম্বের অণুমাত্রও বিকৃতি হয় না। তাহার অনেক শত উদাহরণ আছে] ॥ ১০৪॥

প্রযচ্ছতি। অন্তঃকরণরূপায় তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ॥" ইতি। রাজ্ঞো হি করণবর্গঃ স্বামিনে ভোগ্যজাতং সমর্পয়তীতি দৃষ্টমিতি। ভোগ-শব্দার্থশ্চাভ্যবহরণম্। আত্মসাৎ করণমিতি যাবৎ। স চ দেহাদি-চেতনান্তেষু সাধারণঃ। বিশেষস্ত্বয়ম্। অপরিণামিত্বাৎ পুরুষস্য বিষয়-ভোগঃ প্রতিবিম্বাদানমাত্রম্। অন্যেষাং তু পরিণামিত্বাৎ পুষ্ট্যাদিরপীতি। অয়মেব চ পরিণামরূপঃ পারমার্থিকো ভোগঃ পুরুষে প্রতিসিদ্ধ্যতে "বুদ্ধেভোগ ইবাত্মনি"ইত্যাদিভিরিতি মন্তব্যম্। অস্মিন্ সূত্রে পুরুষস্যাপি ফলব্যাপ্যতা সিদ্ধা চিদবসানতায়া এবোভয়সিদ্ধিত্ববচনাদিতি॥ ১০৪॥

ননু কর্ত্তুরেব লোকে ক্রিয়াফলভোগো দৃষ্টঃ। যথা সঙ্করত এব সঙ্কা-রোত্থদুঃখভোগ ইতি। তৎ কথং বুদ্ধিকৃতধর্ম্মাদিফলস্য সুখাদ্যাত্মিকায়া অর্থোপরক্তবুদ্ধিবৃত্তেভোগঃ পুরুষে ঘটেতেত্যাশঙ্কায়ামাহ।—

অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ॥ ১০৫॥

বুদ্ধিকর্ম্মফলস্যাপি বৃত্তেরুপভোগস্তদকর্ত্তুরপি পুরুষস্য যুক্তঃ। অন্নাদ্য-বৎ। যথান্যকৃতস্যান্নাদেরুপভোগো রাজ্ঞো ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। অবি-বেকস্য স্বস্বামিভাবস্য বা ভোগনিয়ামকত্বাৎ তু নাতিপ্রসঙ্গঃ। ॥ ১০৫॥

সুখদুঃখাদেঃ কর্ম্মফলত্বমভ্যুপেত্য বুদ্ধিগতং কর্ম্মফলং পুরুষোভুঙ্ক্তে ইত্যুক্তম্ ইদানীং পুরুষগতভোগস্যৈব কর্ম্মফলত্বং স্বীকৃত্য বুদ্ধিকর্ম্মণঃ পুরুষ এব ফলমুৎপদ্যত ইতি মুখ্যসিদ্ধান্তমাহ।—

অবিবেকাদ্বা তৎসিদ্ধেঃ কর্ত্তুঃ ফলাবগমঃ॥ ১০৬॥

অথবা কর্ত্তরি ফলমেব ন ভবতি সুখং ভুঞ্জীয়েত্যাদিকামনাভির্ভোগ-

সূত্রার্থ:—যেমন একের কৃত অন্নে অন্যের ভোগ সিদ্ধ হয়, তেমনি বুদ্ধিকৃত কর্ম্মে অকর্ত্ত পুরুষেরও ভোগ হইতে পারে॥ ১০৫॥

সূত্রার্থ:—কিম্বা পুরুষের ভোগ হয় এ কথা (অবিবেক বশতঃ)

শৈয়ব ফলত্বাৎ। অতো ভোক্তৃনিষ্ঠমেব ফলং ভবতি শাস্ত্রবিহিতং ফল-মনুষ্ঠাতরীতি। শাস্ত্রেষু কর্ত্তুঃ ফলাবগমস্তু তৎসিদ্ধেরকর্তৃনিষ্ঠায়া ভোগাখ্যসিদ্ধেঃ কর্ত্তৃবুদ্ধাববিবেকাদিত্যর্থঃ। যোঽহং করোমি স এবাহং ভুঞ্জ ইতি হি লৌকিকানুভব ইতি। যা চ সুখং মে ভূয়াদিত্যাদিকামনা সা পুত্রো মে ভূয়াদিতিবৎ ফলসাধনত্বেনৈবোপপদ্যতে। ভোগস্ত নান্যস্য সাধনম্। অতঃ স এব ফলমিতি মুখ্যঃ সিদ্ধান্তঃ। ভোগস্য পুরুষ-স্বরূপত্বেঽপি বৈশেষিকাণাং মতে শ্রোত্রবৎ কার্য্যতা বোধ্যা সুখাদ্যব-চ্ছিন্নচিতেরেব ভোগত্বাৎ। অস্মিংশ্চ ভোগস্য ফলত্বপক্ষে দুঃখভোগা-ভাব এবাপবর্গো বোধ্যঃ। অথবা ভোগ্যতারূপস্বত্বসম্বন্ধেন সুখদুঃখা-ভাবয়োরেব ফলত্বমস্তু তেন সম্বন্ধেন ধনাদেরিব সুখাদেরপি পুরুষ-নিষ্ঠত্বাদিতি ॥ ১০৬ ॥

তদেবং প্রমাণানি প্রমাণফলভূতাং প্রমেয়সিদ্ধিং চ প্রতিপাদ্য প্রমেয়সিদ্ধেরপি ফলমাহ—

নোভয়ং চ তত্ত্বাখ্যানে ॥ ১০৭ ॥

প্রমাণেন প্রকৃতিপুরুষয়োস্তত্ত্বাখ্যানে তত্ত্বসাক্ষাৎকারে সত্যুভয়মপি সুখদুঃখে ন ভবতঃ। "বিদ্বান্ হর্ষশোকৌ জহাতি"ইতি শ্রুতের্ন্যায়া-চ্চেত্যর্থঃ ॥ ১০৭ ॥

উপচরিত। যে কর্ত্তা সেই ফলভোক্তা। পুরুষ কর্ম্ম করে সুতরাং পুরুষই ফলাফল ভোগ করে। এ অনুভবও অবিবেক বশতঃ। [বস্তুতঃ পুরুষ অকর্ত্তৃস্বভাব। বুদ্ধিই কর্ত্তৃধর্ম্মবতী। তদবিবেকে পুরুষে আরোপিত ভোগ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। ভোগ শব্দের অর্থ সুখ-দুঃখানুভব] ॥ ১০৬ ॥

সূত্রার্থ :—প্রমাণের দ্বারা প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপসাক্ষাৎকার হইলে তখন উক্ত উভয় অর্থাৎ সুখ দুঃখ ভোগ হয় না। [প্রকৃতি তখন, সে পুরুষের নিকট আপনার স্বরূপ গোপন করেন। কাজেই পুরুষ অসঙ্গ, কেবল ও ভোগ বিবর্জ্জিত হন] ॥ ১০৭ ॥

সঙ্ক্ষেপতো বিবেকেনানুমাপিতৌ প্রকৃতিপুরুষৌ তয়োঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োরনুমানেঽবান্তরবিশেষা ইতঃ পরমধ্যায়সমাপ্তিং যাবদ্বিচার্য্যান্তত্র চাদৌ প্রকৃত্যাদ্যনুমানেঘনুপলম্ভ বাধকমপাকরোতি

বিষয়োঽবিষয়োঽপ্যতিদূরাদের্হানোপাদানাভ্যামিন্দ্রিয়স্য ॥১০৮॥

ইন্দ্রিয়ানুপলভ্যতামাত্রতো ঘটাদ্যভাববৎ প্রত্যক্ষেণ চার্ব্বাকৈঃ প্রকৃত্যাদ্যভাবঃ সাধয়িতুং ন শক্যতে যতো বিদ্যমানোঽপ্যর্থ ইন্দ্রিয়াণাং কালভেদেন বিষয়োঽবিষয়শ্চ ভবতি। অতিদূরত্বাদিদোষাৎ। ইন্দ্রিয়-ঘাতেন্দ্রিয়গ্রহাভ্যাং চেত্যর্থঃ। সামগ্রীসমবধানে সত্যনুপলম্ভস্যৈবাভাব-প্রত্যক্ষহেতুতা। প্রকৃত্যাদ্যনুপলম্ভে তু বক্ষ্যমাণপ্রতিবন্ধান্ন সামগ্রীসম-বধানমিতি ভাবঃ। অতিদূরাদয়শ্চ দোষা বিশিষ্য কারিকয়া পরিগণিতাঃ- "অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ। সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানা-দভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥" ইতি। সমানাভিহারঃ সজাতীয়সংবলনম্। যথা মাহিষে গব্যমিশ্রণান্মাহিষত্বাগ্রহণমিতি॥ ১০৮॥

নন্বতিদূরত্বাদিষু মধ্যে প্রকৃত্যাদ্যনুপলম্ভে কিং প্রতিবন্ধকমিতি তত্রাহ—

সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধিঃ॥ ১০৯॥

তয়োঃ পূর্ব্বোক্তয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরনুপলব্ধিস্তু সৌক্ষ্ম্যাদিত্যর্থঃ। সূক্ষ্মত্বং চ নাণুত্বম্। বিশ্বব্যাপনাৎ। নাপি দুরূহত্বাদিকম্। দুর্ব্বচত্বাৎ।

সূত্রার্থ:—অতি দূরত্ব ও অতি সূক্ষ্মত্ব প্রভৃতি দোষ, ইন্দ্রিয়ের হানি ও অন্যমনস্কতাদি বশতঃ ইন্দ্রিয়ের ঔদাসীন্য, এই সকল কারণে বিষয়ও অবিষয় হয়। অর্থাৎ থাকিলেও তাহা জ্ঞানগোচরে আইসে না॥ ১০৮॥

সূত্রার্থ:—প্রকৃতি পুরুষ যে সহজে বোধগম্য হন না, তৎপ্রতি কারণ সূক্ষ্মতা। [সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ এস্থলে পরিমাণে ক্ষুদ্র নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রতিবন্ধক জাতিবিশেষ অথবা নিরবয়বদ্রব্যতা]॥ ১০৯॥

কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রমাপ্রতিবন্ধিকা জাতিঃ। যোগজধর্ম্মস্য চোত্তেজকতয়া প্রকৃতিপুরুষাদীনাং প্রত্যক্ষপ্রমা ভবতি। জাতিসাঙ্কর্য্যং চ ন দোষাবহম্। অথবা নিরবয়বদ্রব্যত্বমেবাত্র সূক্ষ্মত্বং যোগজধর্ম্মশ্চোত্তেজক এবেতি ॥ ১০৯ ॥

নন্বভাবাদেবানুপলব্ধিসম্ভবে কিমর্থং সৌক্ষ্ম্যং কল্প্যতে। অন্যথা চ শশশৃঙ্গাদেরপি সৌক্ষ্ম্যাদনুপলব্ধিঃ কিং ন স্যাদিতি তত্রাহ—

কার্য্যদর্শনাৎ তদুপলব্ধেঃ ॥ ১১০ ॥

কার্য্যান্যথানুপপত্ত্যা প্রকৃত্যাদিসিদ্ধৌ সত্যাং তেষাং সূক্ষ্মত্বং কল্প্যতে। অনুমানাৎ পূর্ব্বং চ সূক্ষ্মত্বাদিসংশয়েনাভাবানির্ণয়াদনুমানমুপপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

অত্র শঙ্কতে—

বাদিবিপ্রতিপত্তেস্তদসিদ্ধিরিতি চেৎ ॥ ১১১ ॥

নন্ কার্য্যং চেদুৎপত্তেঃ প্রাক্ সিদ্ধং স্যাৎ তদা তদাধারতয়া নিত্যা প্রকৃতিঃ সেৎস্যতি কার্য্যসাহিত্যেনৈব কারণানুমানস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ। বাদিবিপ্রতিপত্তেস্তু সৎকার্য্যস্যৈবাসিদ্ধিরিতি যদীত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥

অভ্যুপেত্য পরিহরতি—

তথাপ্যেকতরদৃষ্ট্যা একতরসিদ্ধের্নাপলাপঃ ॥ ১১২ ॥

মাস্তু সৎ কার্য্যং তথাপ্যেকতরস্য কার্য্যস্য দৃষ্ট্যান্যতরস্য কারণস্য

সূত্রার্থঃ—কার্য্য দৃষ্টে তাহার অর্থাৎ প্রকৃত্যাদির উপলব্ধি হয়। [প্রকৃত্যাদি অনুমান প্রমাণে প্রমিত হয় ॥ ১১০ ॥

সূত্রার্থঃ—যদি বল, কোন কোন বাদী বলেন, প্রকৃতি আবার কি! নিত্যা প্রকৃতি নাই। তাঁহাদের সেই নিষেধে নিত্যা প্রকৃতি অসিদ্ধ। তদুত্তরার্থ কপিল বলিতেছেন ॥ ১১১ ॥

সূত্রার্থঃ—যখন কার্য্যকারণের একত্ব অর্থাৎ কার্য্য দেখা যায়, তখন

সিদ্ধেরপলাপো নাস্ত্যেবেতি নিত্যং কারণং সিদ্ধমেব তত্ত এব চ পরিণামিনঃ সকাশাদপরিণামিতয়া পুরুষস্য বিবেকেন মোক্ষোপপত্তিরিত্যর্থঃ। অনেনৈবাভ্যুপগমবাদেন বৈশেষিকাস্থাস্তিকশাস্ত্রং প্রবর্ত্ততে। অতো ন সৎকার্য্যবাদিশ্রুতিস্মৃতিবিরোধেঽপি তেষামংশান্তরেষ্বপ্রামাণ্যমিতি মন্তব্যম্ ॥ ১১২ ॥

পরমার্থতঃ পরিহারমাহ—

ত্রিবিধবিরোধাপত্তেশ্চ ॥ ১১৩ ॥

(অথ) সর্ব্বং কার্য্যং ত্রিবিধং সর্ব্ববাদিসিদ্ধমতীতমনাগতং বর্ত্তমানমিতি। তত্র যদি কার্য্যং সদা সন্নেষ্যতে তদা ত্রিবিধত্বানুপপত্তিঃ। অতীতাদিকালে ঘটাত্যভাবেন ঘটাদেরতীতাদিধর্ম্মকত্বানুপপত্তেঃ। সদসতোঃ সম্বন্ধানুপপত্তেঃ। কিঞ্চ প্রতিযোগিত্বস্য প্রতিযোগিরূপত্বে তদ্দোষতাদবস্থ্যাৎ। অভাবমাত্রস্বরূপত্বে পটাদ্যভাবো ঘটাগুভাবঃ স্যাদভাবত্বাবিশেষাৎ। অভাবেঽপি স্বরূপতো বিশেষাঙ্গীকারে চাভাবত্বস্য পরিভাষা-

---

আর তাহাতে বিপ্রতিপত্তি কি? বিপ্রতিপত্তি নাই। সেই একতরের অর্থাৎ কার্য্যের দ্বারা কোন এক কারণের অস্তিত্ব সহজে সিদ্ধ হইবে; কেহই তাহার অপলাপ করিতে পারিবেন না। ॥ ১১২ ॥

সূত্রার্থ :—কার্য্য সৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে লুক্কায়িত ছিল; এরূপ হইলেই কার্য্যের ত্রিবিধত্ব ব্যবহার থাকে অর্থাৎ ভঙ্গ হয় না। কার্য্য বা জন্মবান্ বস্তুই অতীত, অনাগত ও বিদ্যমান অর্থাৎ বর্ত্তমান সংজ্ঞার সংজ্ঞী হয়। বস্তু না থাকিলে কি অতীতত্বাদি ধর্ম্ম ব্যবহৃত হইতে পারে? ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই ত্রিবিধ ব্যবহারের অবিরোধ করণার্থ কার্য্যের পূর্ব্বাস্তিত্ব স্বীকার্য্য। অর্থাৎ ঘট উৎপত্তির পূর্ব্বেও মৃত্তিকায় লুক্কায়িত ছিল, ইহা মানিতে হইবে ॥ ১১৩ ॥

মাত্রত্বপ্রসঙ্গাৎ। অথ প্রতিযোগোবাভাববিশেষক ইতি চেন্ন। অসতঃ প্রতিযোগিনঃ প্রাগভাবাদিষু বিশেষকত্বাসম্ভবাদিতি। তস্মান্নিত্যস্যৈব কার্য্যস্যাতীতানাগত বর্ত্তমানাবস্থাভেদা এব বক্তব্যাঃ। ঘটোঽতীতো ঘটো বর্ত্তমানো ঘটো ভবিষ্যন্নিতি প্রত্যয়ানাং তুল্যরূপতৌচিত্যাৎ। ন ত্বেকস্য ভাববিষয়ত্বমন্যয়োশ্চাভাববিষয়ত্বমিতি। তে এবাতীতানাগতত্বে অবস্থে ধ্বংসপ্রাগভাবব্যবহারং জনয়তস্তদতিরিক্তাভাবদ্বয়ে প্রমাণাভাবাদিতি দিক্। অধিকং তু পাতঞ্জলে দ্রষ্টব্যম্। এবমত্যন্তাভাবান্যোঽন্যাভাবাবপ্যধিকরণস্বরূপাবেব॥ ন চৈবং প্রতিযোগিসত্তাকালেঽপ্যধিকরণস্বরূপানপায়াদত্যন্তাভাবপ্রত্যয়প্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্। পরৈরপি প্রতিযোগিমতি দেশে তদত্যন্তাভাবাঙ্গীকারাৎ। প্রতিযোগিসম্বন্ধস্যাতীতানাগতাবস্থয়োরেব সাময়িকাত্যন্তাভাবত্বসম্ভবাচ্চ। তস্মান্নাস্মৎসিদ্ধান্তেঽভাবোঽতিরিক্তঃ। কিঞ্চ ঘটো ধ্বস্তো ঘটো ভাবী নায়ং ঘটো ঘটোঽত্র নাস্তীত্যাদিপ্রত্যয়নিয়ামকতয়া কিঞ্চিদস্ত্বাকাঙ্ক্ষায়াং তদ্ভাবরূপমেব কল্প্যতে লাঘবাৎ। অভাবস্যাদৃষ্টস্য কল্পনে গৌরবাদিতি মন্তব্যম্॥ ১১৩॥

ইতশ্চ সৎকার্য্যসিদ্ধিরিত্যাহ—

নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ॥ ১১৪

নরশৃঙ্গতুল্যস্যাসত উৎপাদোঽপি ন সম্ভবতীত্যর্থঃ॥ ১১৪॥

অত্র হেতুমাহ—

উপাদাননিয়মাৎ॥ ১১৫॥

মৃদেব ঘট উৎপদ্যতে তন্তুভ্যেব পট ইত্যেবং কার্য্যাণামুপাদানকারণ-

---

সূত্রার্থ:—যাহা নৃশৃঙ্গ বা খপুষ্প তুল্য অসৎ অর্থাৎ নিত্যাভাবগ্রস্ত (যাহা একেবারেই নাই, কস্মিন্ কালে বা কোনও রূপে নাই) তাহার উৎপত্তি অসম্ভব॥ ১১৪॥

সূত্রার্থ:—কার্য্য উপাদান দ্রব্যে লুক্কায়িত থাকে, তাই কার্য্য

প্রতি নিয়মোঽস্তি। স ন সম্ভবতি। উৎপত্তেঃ প্রাক্ কারণে কার্য্যা-সত্তায়াং হি ন কোঽপি বিশেষোঽস্তি যেন কশ্চিদেবাসন্তং জনয়েন্নে-তরমিতি। বিশেষাঙ্গীকারে চ ভাবত্বাপত্তের্গতিমসত্তয়া। (যতঃ) স এব চ বিশেষোঽস্মাভিঃ কার্য্যস্যানাগতাবস্থেত্যুচ্যত ইতি। এতেন যদ্বৈশেষিকাঃ প্রাগভাবমেব কার্য্যোৎপত্তিনিয়ামকং কল্পয়ন্তি তদপ্য-পাস্তম্। অভাবকল্পনাপেক্ষয়া ভাবকল্পনে লাঘবং। ভাবানাং দৃষ্টত্বাদ-ন্যানপেক্ষত্বাচ্চ। কিঞ্চাভাবেষু স্বতো বিশেষে ভাবত্বাপত্তিঃ। প্রতি-যোগিরূপবিশেষশ্চ প্রতিযোগ্যসত্তাকালে নাস্তি। অতোঽভাবানাম-বিশিষ্টতয়া ন কার্য্যোৎপত্তৌ নিয়ামকত্বং যুক্তমিতি ॥ ১১৫ ॥

উপাদাননিয়মে প্রমাণমাহ—

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ ॥ ১১৬ ॥

সুগমম্। উপাদানানিয়মে চ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বং সম্ভবে-দিত্যাশয়ঃ ॥ ১১৬ ॥

ইতশ্চ নাসদুৎপাদ ইত্যাহ—

শক্তস্য শক্যকরণাৎ ॥ ১১৭ ॥

কার্য্যশক্তিমত্ত্বমেবোপাদানকারণত্বম্। অন্যস্য দুর্ব্বচত্বাৎ, লাঘ-

উৎপাদনার্থ উপাদান (নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য) গ্রহণের নিয়ম আছে। ঘটের জন্য মৃত্তিকা ও পটের জন্য তন্তু গ্রহণ করে, অগ্নি অথবা জল গ্রহণ করে না ॥ ১১৫ ॥

সূত্রার্থ:—সকল বস্তুতে সকল সময়ে সকল কার্য্য সম্ভব হয় না। (জন্মে না) সুতরাং বুঝা উচিত যে, প্রত্যেক কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট উপাদান থাকাই নিয়মিত। উপাদান নিয়ম না থাকিলে, যে সে দ্রব্যে যখন তখন যে-সে জিনিষ জন্মান যাইত ॥ ১১৬ ॥

সূত্রার্থ:—উপাদান কি? উপাদান কার্য্যশক্তিমৎ বস্তু। যে কার্য্য

বাচ্চ। সা শক্তিঃ কার্য্যস্যানাগতাবস্থৈবেত্যতঃ শক্তস্য শক্যকার্য্য-করণান্নাসত উৎপাদ ইত্যর্থঃ। ১১৭॥

ইতশ্চ—

কারণভাবাচ্চ ॥ ১১৮ ॥

উৎপত্তেঃ প্রাগপি কার্য্যস্য কারণাভেদঃ শ্রূয়তে তস্মাচ্চ সৎ কার্য্যসিদ্ধ্যা নাসদুৎপাদ ইত্যর্থঃ। কার্য্যস্যাসত্বে হি সদসতোরভেদানুপপত্তিরিতি। উৎপত্তেঃ প্রাক্‌কার্য্যাণাং কারণাভেদে চ শ্রুতয়ঃ। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃত-মাসীৎ"। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ"। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ"। "আপ এবেদমগ্র আসুঃ"ইত্যাদ্যাঃ ॥ ১১৮॥

শঙ্কতে—

ন ভাবে ভাবযোগশ্চেৎ ॥ ১১৯ ॥

নন্বেবং কার্য্যস্য নিত্যত্বে সতি ভাবরূপে কার্য্যে ভাবযোগ উৎপত্তিযোগ্যো ন সম্ভবতি। অসতঃ সত্ত্ব এবোৎপত্তিব্যবহারাদিতি চেদি-ত্যর্থঃ ॥ ১১৯ ॥

পরিহরতি—

(উপাদানে) শক্ত অর্থাৎ শক্তিরূপে অবস্থিত না থাকে, সেই কার্য্য সেই কারণ হইতে হয় না অর্থাৎ শত শত ব্যাপার প্রয়োগেও তাহা হইতে তাহার বহিষ্কার করা যায় না। ১১৭॥

সূত্রার্থ :—কার্য্য মাত্রেই উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণভাবে থাকে। ইহাতেও বুঝা যাইতেছে যে, যাহা অত্যন্ত অসৎ তাহা জন্মগ্রহণ করে না॥ ১১৮॥

সূত্রার্থ :—বলিতে পার যে, কার্য্য যদি ভাবই হয় অর্থাৎ আছে বলিয়া অবধারণ থাকে, তাহা হইলে তাহার আবার ভাব যোগ কেন? অর্থাৎ উৎপাদন চেষ্টা কেন? যাহা আছে তাহা আবার হইবে কি॥ ১১৯॥

নাভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ ॥ ১২০ ॥

কার্য্যোৎপত্তের্ব্যবহারাব্যবহারৌ কার্য্যাভিব্যক্তিনিমিত্তকৌ। অভিব্যক্তিত উৎপত্তিব্যবহারোঽভিব্যক্ত্যভাবাচ্চোৎপত্তিব্যবহারাভাবঃ। ন অসতঃ সত্তয়েত্যর্থঃ। অভিব্যক্তিশ্চ ন জ্ঞানং কিন্তু বর্ত্তমানাবস্থা। কারণব্যাপারোঽপি কার্য্যস্য বর্ত্তমানলক্ষণপরিণামমেব জনয়তি। সতশ্চ কার্য্যস্য কারণব্যাপারাদভিব্যক্তিমাত্রং লোকেঽপি দৃষ্টম্। যথা শিলামধ্যস্থপ্রতিমায়া লৈঙ্গিকব্যাপারেণাভিব্যক্তিমাত্রং তিলস্থতৈলস্য চ নিষ্পীড়নেন ধান্যস্থতণ্ডুলস্য চাবঘাতেনেতি। তদুক্তং বাশিষ্ঠে। "সুষুপ্তাবস্থয়া চক্রপদ্মরেখাঃ শিলোদরে। যথা স্থিতা চিতেরন্তস্তথেয়ং জগদাবলী ॥" ইতি। প্রকৃতিদ্বারেণেত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

নন্থ ভবতূৎপত্তেঃ প্রাক্ সতো যথাকথঞ্চিদুৎপত্তিঃ। নাশস্বনাদিভাবস্য কথং স্যাদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

নাশঃ কারণলয়ঃ ॥ ১২১ ॥

লীঙ্ শ্লেষণ ইত্যনুশাসনাল্লয়ঃ সূক্ষ্মতয়া কারণেঽবিভাগঃ। স এবাতীতাখ্যো নাশ ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। অনাগতাখ্যস্তু লয়ঃ প্রাগভাব

সূত্রার্থ :—সে কথা বলিতে পার না। কার্য্যোৎপত্তির ব্যবহার ও অব্যবহার অভিব্যক্তির অধীন। কার্য্য অভিব্যক্ত হইলে অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থায় আসিলে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এবং অনভিব্যক্ত থাকিলে অনুৎপন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয় ॥ ১২০ ॥

সূত্রার্থ :—যেমন অভিব্যক্ত হওয়াকে উৎপত্তি, তেমনি, কারণে লয় হওয়াকে অর্থাৎ অবিভক্ত বা অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হওয়াকে নাশ বলা যায়। (অভিব্যক্তি, উৎপত্তি, বর্ত্তমানাবস্থা ও নাশ, লয়, অবিভাগাবস্থা, সমান অর্থে প্রয়োজ্য) ॥ ১২১ ॥

-ইত্যুচত ইতি শেষঃ। লীনকার্য্যব্যক্তেস্তু পুনরভিব্যক্তির্নাস্তি। প্রত্যভিজ্ঞাত্যাপত্ত্যা পাতঞ্জলে নিরাকৃতত্বাৎ। পরেষামিবাস্মাকমপ্যনাগতাবস্থায়াঃ প্রাগভাবাখ্যায়া অভিব্যক্তিহেতুত্বাচ্চেতি। নন্বতীতমপ্যস্তীত্যত্র কিং প্রমাণং ন হ্যনাগতসত্তায়ামিব শ্রুত্যাদয়োঽতীতসত্তায়ামপি স্ফুটমুপলভ্যন্ত ইতি। নৈবম্। যোগিপ্রত্যক্ষত্বান্যথানুপপত্ত্যানাগতাতীতয়োরুভয়োরেব সত্ত্বসিদ্ধেঃ। প্রত্যক্ষসামান্যে বিষয়স্য হেতুত্বাৎ। অন্যথা বর্ত্তমানস্যাপি প্রত্যক্ষেণাসিদ্ধ্যাপত্তেঃ। তস্মাদ্ধিয়ামৌৎসর্গিকপ্রামাণ্যেনাসতি বাধকে যোগিপ্রত্যক্ষেণাতীতমপ্যস্তীতি সিদ্ধ্যতি। যোগিনামতীতানাগতপ্রত্যক্ষে চ শ্রুতিস্মৃতীতিহাসাদিকং প্রমাণং যোগবার্ত্তিকে প্রপঞ্চিতমিতি দিক্। তদেবমভিব্যক্তিলয়াভ্যাং কার্য্যাণামুৎপত্তিনাশব্যবহারাবুক্তৌ। নন্বভিব্যক্তিরপি পূর্ব্বং সতী বাসতী বা। আদ্যে কারণব্যাপারাৎ প্রাগপি কার্য্যস্যাভিব্যক্ত্যা স্বকার্য্যজনকত্বাপত্তিঃ কারণব্যাপারশ্চ বিফলঃ। অন্ত্যে চাভিব্যক্তাবেব সৎকার্য্যসিদ্ধান্তক্ষতিঃ। অসত্যা এবাভিব্যক্তেরভিব্যক্ত্যঙ্গীকারাদিতি। অত্রোচ্যতে। কারণব্যাপারাৎ প্রাক্ সর্ব্বকার্য্যাণাং সদাসত্ত্বাভ্যুপগমেনোক্তবিকল্পানবকাশাদ্ঘটবৎ তদভিব্যক্তেরপি বর্ত্তমানাবস্থয়া প্রাগসত্ত্বেন তদসত্তানিবৃত্ত্যর্থং কারণব্যাপারাপেক্ষণাৎ। অনাগতাবস্থয়া চ সৎকার্য্যসিদ্ধান্তস্যাক্ষতেঃ। নন্বেকদা সদসত্ত্বয়োর্ব্বিরোধ ইতি চেৎ। প্রকারভেদস্যোক্তত্বাৎ। নন্বেবমপি প্রাগভাবানঙ্গীকারেণ প্রাগসত্ত্বমেব কার্য্যাণাং দুর্ব্বচমিতি। নৈবম্। অবস্থানামেব পরম্পরাভাবরূপত্বাদিতি॥ ১২১॥

নন্থ সৎকার্য্যসিদ্ধান্তরক্ষার্থমভিব্যক্তেরপ্যভিব্যক্তিরেষ্টব্যা। তথাচানবস্থেত্যাশঙ্ক্যাহ—

পারম্পর্য্যতোঽন্বেষণা বীজাঙ্কুরবৎ॥ ১২২॥

পারম্পর্য্যতঃ পরম্পরারূপেণৈবাভিব্যক্তেরনুধাবনং কর্ত্তব্যম্। বীজা-

স্ত্রার্থঃ—বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে কোথাও ক্রমপরম্পরায় এবং

ঙ্কুরবৎ প্রামাণিকত্বেন চাস্যা অদোষত্বাদিত্যর্থঃ। বীজাঙ্কুরাভ্যাং চাত্রায়মেব বিশেষো যদ্বীজাঙ্কুরস্থলে ক্রমিকপরম্পরয়ানবস্থা, অভিব্যক্তৌ চৈককালীনপরম্পরয়েতি। প্রামাণিকত্বন্তু তুল্যমেবেতি। সর্ব্বকার্য্যাণাং স্বরূপতো নিত্যত্বমবস্থাভির্ব্বিনাশিত্বং চেতি পাতঞ্জলভাষ্যে বদদ্ভির্ব্ব্যাসদেবৈরপীয়মনবস্থা প্রামাণিকত্বেন স্বীকৃতেতি। অত্র চ বীজাঙ্কুরদৃষ্টান্তো লোকদৃষ্ট্যোপন্যস্তঃ। বস্তুতস্তু জন্মকর্ম্মাদিবদিত্যত্রৈব তাৎপর্য্যম্; তেন বীজাঙ্কুরপ্রবাহস্যাদিসর্গাবধিকত্বেনানবস্থাবিরহেঽপি ন ক্ষতিঃ। আদিসর্গে হি বৃক্ষং বিনৈব বীজমুৎপদ্যতে হিরণ্যগর্ভসঙ্কল্পেন তচ্ছরীরাদিভ্য ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোঃ প্রসিদ্ধম্। "যথা হি পাদপো মূলস্কন্ধশাখাদিসংযুতঃ। আদিবীজাৎ প্রভবতি বীজান্যন্যানি বৈ ততঃ॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণাদিবাক্যৈরিতি॥ ১২২॥

বস্তুতস্ত্বনবস্থাপি নাস্তীত্যাহ—

উৎপত্তিবদ্বাদোষঃ॥ ১২৩॥

যথা ঘটোৎপত্তেরুৎপত্তিঃ স্বরূপমেব বৈশেষিকাদিভিরসদুৎপাদবাদিভিরিষ্যতে লাঘবাৎ তথৈবাস্মাভির্ঘটাভিব্যক্তেরপ্যভিব্যক্তিঃ স্বরূপমেবৈষ্টব্যা

কোথাও বা এককালীন প্রোক্ত অভিব্যক্তির তথ্য অনুসন্ধান করিবে। [ফলিতার্থ—কার্য্য মাত্রেই নিত্য। কিন্তু তাহা অবস্থার দ্বারা নশ্বর। অবস্থান্তর হইলেই তাহাতে নাশ বুদ্ধি জন্মে। বীজাঙ্কুর প্রবাহের আদ্য সীমা প্রথম সৃষ্টির পর ক্ষণ। প্রথমে সৃষ্টিতে বিনা বীজে স্রষ্টার সংকল্পে বৃক্ষ হইয়াছিল॥ ১২২॥

সূত্রার্থ:—বাদীর মতে যেমন ঘটোৎপত্তির উৎপত্তি ঘটোৎপত্তিরই স্বরূপ, তেমনি, এতন্মতেও অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি অভিব্যক্তিরই স্বরূপ সুতরাং অস্মৎসিদ্ধান্ত নির্দ্দোষ॥ ১২৩॥

লাঘবাৎ। অত উৎপত্তাবিবাভিব্যক্তাবপি নানবস্থাদোষ ইত্যর্থঃ। অথৈবমভিব্যক্তেরভিব্যক্ত্যনঙ্গীকারে কারণব্যাপারাৎ প্রাক্ তস্যাঃ সত্ত্বানুপপত্ত্যা সৎকার্য্যবাদক্ষতিরিতি চেন্ন। অস্মিন্ পক্ষে সত এবাভিব্যক্তিরিত্যেব সৎকার্য্যসিদ্ধান্ত ইত্যাশয়াৎ। অভিব্যক্তেশ্চাভিব্যক্ত্যভাবেন তস্যাঃ প্রাগসত্ত্বেঽপি নাসৎকার্য্যবাদত্বাপত্তিঃ। নন্বেবং মহদাদীনামেব প্রাগসত্ত্বমিষ্যতাং কিমভিব্যক্ত্যাখ্যাবস্থাকল্পনেনেতি চেন্ন। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ"ইত্যাদিশ্রুতিভিরব্যক্তাবস্থয়া সতামেব কার্য্যাণামভিব্যক্তিসিদ্ধেঃ তথাপ্যভিব্যক্তেঃ প্রাগভাবাদিস্বীকারাপত্তিরিতি চেন্ন। তিসৃণামনাগতাদ্যবস্থানামন্যোঽন্যস্যাভাবরূপতয়োক্তত্বাৎ। তাদৃশাভাবনিবৃত্ত্যৈব চ কারণব্যাপারসাফল্যাদিসম্ভবাৎ। অয়মেব হি সৎকার্য্যবাদিনামসৎকার্য্যবাদিভ্যো বিশেষো যৎ তৈরুচ্যমানৌ প্রাগভাবধ্বংসৌ সৎকার্য্যবাদিভিঃ কার্য্যস্যানাগতাতীতাবস্থে ভাবরূপে প্রোচ্যেতে। বর্ত্তমানতাখ্যা চাভিব্যক্ত্যবস্থা ঘটাদ্যতিরিক্তেষ্যতে, ঘটাদেরবস্থাত্রয়বত্ত্বানুভবাদিতি। অন্যৎ তু সর্ব্বং সমানম্। অতো নাস্ত্যস্মাস্বধিকশঙ্কাবকাশ ইতি দিক্॥ ১২৩॥

"কার্য্যদর্শনাৎ তদুপলব্ধেঃ"ইতি সূত্রেণ কার্য্যেণ মূলকারণমনুমেয়মিত্যুক্তং তত্র কিয়ৎপর্য্যন্তং কার্য্যমিত্যবধারয়িতুং সর্ব্বকার্য্যাণাং সাধর্ম্ম্যমাহ—

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্॥ ১২৪॥

কারণানুমাপকত্বাল্লয়গমনাদ্বাত্র লিঙ্গং কার্য্যজাতম্। নতু মহত্তত্ত্ব-

---

সূত্রার্থঃ—লয় অথচ কারণের অনুমাপক। এই দুই হেতুতে কার্য্য পদার্থের অন্য নাম লিঙ্গ। প্রত্যেক জন্য বস্তু লিঙ্গ। অথচ লক্ষণ এই যে, প্রত্যেক লিঙ্গই সকারণ অর্থাৎ সমূল। অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর। অব্যাপি অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী নহে। পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমাণে অল্প; সক্রিয় অর্থাৎ গতিযুক্ত। অনেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন। আশ্রিত অর্থাৎ স্বীয় অবয়বে অবস্থান করে॥ ১২৪॥

মাত্রমত্র বিবক্ষিতং হেতুমত্ত্বাদীনামখিলকার্য্যসাধারণ্যাৎ। "হেতুমদ-নিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্। সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্॥" ইতি কারিকায়ামপ্যত এব ব্যক্তাখ্যং সর্ব্বং কার্য্য-মেব লিঙ্গমিত্যুক্তম্। তথা চ তল্লিঙ্গং হেতুমত্ত্বাদিধর্ম্মকমিতি বাক্যার্থঃ। তত্র হেতুমত্ত্বং কারণবত্ত্বম্। অনিত্যত্বং বিনাশিতা। প্রধানস্য যা ব্যাপিতা পূর্ব্বোক্তা তদ্বৈপরীত্যমব্যাপিত্বম্। সক্রিয়ত্বমধ্যবসায়াদিরূপ-নিয়তকার্য্যকারিত্বং প্রধানস্য তু সর্ব্বক্রিয়াসাধারণ্যেন কারণত্বান্ন কার্য্যৈ-কদেশমাত্রকারিত্বম্। ন চ ক্রিয়া কর্ম্মৈব বক্তুং শক্যতে। প্রকৃতি-ক্ষোভাৎ সৃষ্টিশ্রবণেন প্রকৃতেরপি কর্ম্মবত্ত্বয়াত্র সক্রিয়ত্বাপত্তেরিতি। অনেকত্বং সর্গভেদেন ভিন্নত্বম্। স্বর্গদ্বয়াসাধারণ্যমিতি যাবৎ। ন পুনঃ সজাতীয়ানেকব্যক্তিকত্বম্। প্রকৃতাবতিব্যাপ্তেঃ। প্রকৃতেরপি সত্ত্বাদ্য-নেকব্যক্তিকত্বাৎ। "সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ"ইত্যাগামিসূত্রাদিতি। আশ্রিতত্বং চাবয়বেষ্বিতি॥ ১২৪॥

কার্য্যকারণয়োর্ভেদে হেতুমত্ত্বাদি সিদ্ধ্যতীত্যতঃ কারণারিক্তকার্য্য-সিদ্ধৌ প্রমাণান্যাহ—

আঞ্জস্যাদভেদতো বা গুণসামান্যাদেস্তৎসিদ্ধিঃ প্রধানব্যপদেশাদ্বা॥ ১২৫॥

তৎসিদ্ধির্লিঙ্গাখ্যকার্য্যস্য কারণাতিরেকতঃ সিদ্ধিঃ ক্বচিদাঞ্জস্যাৎ প্রত্যক্ষত এবানায়াসেন ভবতি। যথা স্থৌল্যাদিনা ধর্ম্মেণ তন্ত্বাদিভ্যঃ

সূত্রার্থঃ—লিঙ্গাপরনামা কার্য্য যে কারণ হইতে পৃথক্, তাহা স্থল বিশেষে অনায়াসে বোধগম্য করা যায়। অর্থাৎ তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আবার কোন কোন কার্য্য গুণসামান্যের অভেদে ও কোন কোন কার্য্য প্রধান ব্যপদেশ অনুসারে কারণাতিরিক্ত রূপে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ অনুমানের গোচর হয়॥ ১২৫॥

পটাদীনাম্। ক্বচিচ্চ গুণসামান্যাদেরভেদতো গুণসামান্যাত্মাত্মকত্বেন লিঙ্গেনানুমানেন ভবতি। যথাধ্যবসায়াদিগুণাত্মকত্বরূপেণ কারণবৈধর্ম্ম্যেণ মহদাদীনাম্। যথা চ মহাপৃথিবীত্বাদিসামান্যাত্মকতারূপেণ তন্মাত্রবৈধর্ম্ম্যেণ পৃথিব্যাদীনাম্। ক্বচিৎ ত্বাদিশব্দগৃহীতেন কর্ম্মাত্মাত্মকতাবৈধর্ম্ম্যেণ। যথা স্থিরাবয়বেভ্যোঽতিরিক্তস্য চঞ্চলাবয়বিনঃ। তথা প্রধানব্যপদেশাৎ প্রধানশ্রুতেরপি কারণাতিরিক্তকার্য্যসিদ্ধির্ভবতি। প্রধীয়তেঽস্মিন্ (হি) কার্য্যজাতমিতিহি প্রধানমুচ্যতে। তচ্চ কার্য্যকারণয়োর্ভেদাভেদৌ বিনা ন ঘটতে। অত্যন্তাভেদে স্বস্যাধারত্বাসম্ভবাদিত্যর্থঃ॥ ১২৫॥

কার্য্যাণাং সাধর্ম্ম্যরূপং লক্ষণং কারণাতিরিক্তকার্য্যেষু প্রমাণং চ সূত্রাভ্যাং দর্শিতম্ ইদানীং কার্য্যসধর্ম্মকতয়া কারণানুমানায় কার্য্যকারণয়োরপি সাধর্ম্ম্যং প্রদর্শয়তি—

ত্রিগুণাচেতনত্বাদি দ্বয়োঃ॥ ১২৬॥

দ্বয়োঃ কার্য্যকারণয়োরেব ত্রিগুণত্বাদিসাধর্ম্ম্যমিত্যর্থঃ। আদিশব্দগ্রাহ্যাশ্চ কারিকায়ামুক্তাঃ॥ "ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি। ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥" ইতি। ত্রয়ঃ সত্ত্বাদিদ্রব্যরূপা গুণা অত্র সন্তীতি ত্রিগুণম্। তত্র মহদাদিষু কারণরূপেণ সত্ত্বাদীনামবস্থানং গুণত্রয়সমূহরূপেণ তু প্রধানে সত্ত্বাদীনামবস্থানং বনে বৃক্ষবদেবাবগন্তব্যম্। অথবা সত্ত্বাদিশব্দেন সুখদুঃখমোহানামপি বচনাৎ কার্য্যকারণয়োস্ত্রিগুণত্বং সমঞ্জসমিতি। অবিবেকি-

সূত্রার্থঃ—কার্য্য ও কারণ উভয় নিষ্ঠ ধর্ম্ম—ত্রিগুণত্ব ও অচেতনত্ব প্রভৃতি। কার্য্যও ত্রিগুণ ও অচেতনস্বভাব এবং কারণও ত্রিগুণ ও অচেতনস্বভাব। [আদি শব্দের দ্বারা অবিবেকত্ব, বিষয়ত্ব ও প্রসবধর্ম্মিত্ব, এই কয়েকটার গ্রহণ হইয়াছে]॥ ১২৬॥

বিষয়োঽজ্ঞৈরেব দৃশ্যম্, ভোগ্যমিতি যাবৎ অবিবেকি চ বিষয়শ্চেতি তচ্ছেদে ত্ববিবেকিত্বং সম্ভূয়কারিত্বং বিষয়ত্বং তু ভোগ্যত্বমেব। সামান্যং সর্ব্বপুরুষসাধারণম্। পুরুষভেদেঽপ্যভিন্নমিতি যাবৎ। প্রসবধর্ম্মি পরিণামি। ব্যক্তং কার্য্যম্। প্রধানং কারণমিত্যর্থঃ। কার্য্যকারণয়োরন্যোঽন্যবৈধর্ম্ম্যমপি কারিকয়া দর্শিতং। "হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্। সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্॥" ইতি। অত্রৈকত্বং সর্গভেদেঽপ্যভিন্নত্বম্। অতঃ প্রকৃতেরনেকব্যক্তিকত্বেঽপি নৈকত্বক্ষতিঃ। "মহান্তং চ সমাবৃত্য প্রধানং সমবস্থিতম্। অনন্তস্য ন তস্যান্তঃ সংখ্যানং চাপি বিদ্যতে॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণেনাসংখ্যেয়ত্ব-বচনাৎ তু প্রধানস্য ব্যক্তিবহুত্বসিদ্ধিরিতি॥ ১২৬॥

প্রধানাখ্যানাং জগৎকারণগুণানামন্যোন্যবিবেকায় তেষামবান্তরমপি বৈধর্ম্ম্যং সিদ্ধান্তয়তি। বিবিধজগৎকারণত্বোপপত্তয়ে চ। ন হ্যেকরূপাৎ কারণাদ্বিচিত্রকার্য্যাণি সম্ভবন্তীতি।

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈগুর্ণানামন্যোঽন্যং বৈধর্ম্ম্যম্॥ ১২৭॥

গুণানাং সত্ত্বাদিদ্রব্যত্রয়াণামন্যোঽন্যং সুখদুঃখমোহাদ্যৈর্বৈধর্ম্ম্যং কার্য্যেষু তদ্দর্শনাদিত্যর্থঃ। সুখাদিকং চ ঘটাদেরপি রূপাদিবদেব ধর্ম্মোঽন্তঃ-

---

সূত্রার্থ:—প্রীতি, অপ্রীতি, বিষাদ, এই তিনের দ্বারা সত্ত্বরজস্তমো, গুণের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য (বিরুদ্ধ ধর্ম্ম) অবধারিত হয়। প্রীতি = সত্ত্বের স্বধর্ম্ম কিন্তু অপর দুই গুণের বৈধর্ম্ম্য। তিনই গুণ উক্ত প্রকারে পরস্পর বিধর্ম্মী। প্রসন্নতা, লঘুত্ব, অনভিসঙ্গ, প্রীতি, তিতিক্ষা, সন্তোষ, এ সমস্তই সত্ত্বধর্ম্ম, পরন্ত সংক্ষেপার্থ প্রীতি ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ রজঃ ও শৌচাদি নানা ভেদ বিশিষ্ট হইলেও সংক্ষেপার্থ অপ্রীতির (দুঃখের) উল্লেখ করা হইয়াছে। তমঃও নিদ্রা ও আলস্যাদি ভেদে অসংখ্য প্রকার॥ ১২৭॥

করণোপাদানত্বাদন্যকার্য্যাণামিত্যুক্তম্। অত্রাদিশব্দগ্রাহ্যাঃ পঞ্চশিখাচার্য্যৈরুক্তাঃ। যথা "সত্ত্বং নাম প্রসাদলাঘবাভিষঙ্গপ্রীতিতিতিক্ষাসন্তোষাদিরূপানন্তভেদং সমাসতঃ সুখাত্মকম্। এবং রজোঽপি শোকাদিনানাভেদং সমাসতো দুঃখাত্মকং। এবং তমোঽপি নিদ্রাদিনানাভেদং সমাসতো মোহাত্মকমিতি।" অত্র প্রীত্যাদীনাং গুণধর্ম্মত্ববচনাদাগামিসূত্রে চ লঘুত্বাদের্ব্বক্ষ্যমাণত্বাৎ সত্ত্বাদীনাং দ্রব্যত্বং সিদ্ধম্। সুখাদ্যাত্মকতা তু গুণানাং মনসঃ সঙ্কল্পাত্মকতাবদ্ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদাদেবোপপদ্যতে ন বৈশেষিকোক্তাঃ সুখাদয় এব সত্ত্বাদিগুণা ইতি। সত্ত্বাদিত্রয়মপি প্রত্যেকং ব্যক্তিভেদাদনন্তম্। অন্যথা হি বিভুমাত্রত্বে গুণবিমর্দ্দবৈচিত্র্যাৎ কার্য্যবৈচিত্র্যমিতি সিদ্ধান্তো নোপপদ্যতে বিমর্দ্দেঽবান্তরভেদাসম্ভবাৎ ॥ ১২৭ ॥

গুণানাং সত্ত্বাদীনামেকৈকব্যক্তিমাত্রত্বে বৃদ্ধিহ্রাসাদিকং নোপপদ্যতে তথা পরিচ্ছিন্নত্বে চ তৎসমূহরূপস্য প্রধানস্য পরিচ্ছিন্নত্বাপত্ত্যা শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমেকদাসংখ্যব্রহ্মাণ্ডাদিকং নোপপদ্যেত। অতোঽসংখ্যত্বে গুণানাং ত্রিত্বসংখ্যোপপাদনায় বিবেকার্থং চ তেষাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যে প্রতিপাদয়তি—

লঘ্বাদিধর্ম্মৈঃ সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যং চ গুণানাম্ ॥ ১২৮ ॥

অয়মর্থঃ লঘ্বাদীতি ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ। লঘুত্বাদিধর্ম্মেণ সর্ব্বাসাং

সূত্রার্থ :—প্রত্যেক সত্ত্বব্যক্তির, প্রত্যেক রজোব্যক্তির ও প্রত্যেক তমোব্যক্তির সাধর্ম্ম্য যথাক্রমে লঘুত্বাদি, উপষ্টম্ভকত্বাদি ও গুরুত্বাদি। পরন্তু ঐ সকল রজস্তমঃসত্ত্বের ব্যুৎক্রমে বৈধর্ম্ম্য। পদার্থভেদ অনুসারে সত্ত্বাদি গুণের ভেদ বা অনেকত্ব স্বীকার করা হয়। পরন্তু জাতি লক্ষ্য করিলে সত্ত্ব এক বৈ দুই নহে। সমানের ধর্ম্ম ইত্যর্থে সাধর্ম্ম্য। সমুদায় সত্ত্বের স্বধর্ম্ম লঘুত্ব ও প্রকাশকত্ব প্রভৃতি ও তদ্দ্বয় রজস্তমের বিধর্ম্ম। সমুদায় রজোগুণের স্বধর্ম্ম উপষ্টম্ভকত্ব এবং সমুদায় তমোগুণের স্বধর্ম্ম গুরুত্ব ও আবরকত্ব। উপষ্টম্ভক অর্থাৎ বৃদ্ধিহ্রাসকারক ॥ ১২৮ ॥

সত্ত্বব্যক্তীনাং সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যং চ রজস্তমোভ্যাম্। তথা চ পৃথিবী-ব্যক্তীনাং পৃথিবীত্বেনেব সত্ত্বব্যক্তীনামেকজাতীয়তয়ৈকতা সজাতীয়োপষ্টম্ভাদিনা বৃদ্ধিহ্রাসাদিকং চ যুক্তমিত্যাশয়ঃ। এবং চঞ্চলত্বাদিধর্ম্মেণ সর্ব্বাসাং রজোব্যক্তীনাং সাধর্ম্ম্যং সত্ত্বতমোভ্যাং চ বৈধর্ম্ম্যম্। শেষং পূর্ব্ববৎ। এবং গুরুত্বাদিধর্ম্মেণ সর্ব্বাসাং তমোব্যক্তীনাং সাধর্ম্ম্যং সত্ত্বরজোভ্যাং বৈধর্ম্ম্যম্। শেষং পূর্ব্ববদিতি। বৈধর্ম্ম্যস্য প্রাগেবোক্তত্বয়াত্র পুনর্বৈধর্ম্ম্যকথনং সম্পাতায়াতম্। অত্র বৈধর্ম্ম্যং চেতি পাঠঃ প্রামাদিক এবেতি। অত্র সূত্রে সত্ত্বাদীনাং কারণদ্রব্যাণাং প্রত্যেকমনেক-ব্যক্তিকত্বং সিদ্ধম্ অন্যথা লঘুত্বাদীনাং সাধর্ম্ম্যত্বানুপপত্তেঃ সমানানাং ধর্ম্মস্যৈব সাধর্ম্ম্যত্বাৎ। ন চ কার্য্যসত্ত্বাদীনামনেকতয়া লঘুত্বাদিকং সাধর্ম্ম্যং স্যাদিতি বাচ্যং ত্রিগুণাত্মকত্বেন ঘটাদীনামপি কার্য্যসত্ত্বাদিরূপতয়া লঘুত্বাদীনাং সত্ত্বাদিসাধর্ম্ম্যত্বানুপপত্তেঃ। তস্মাৎ কারণগুণানামেবাত্র সাধর্ম্ম্যাদিকমুচ্যত ইতি। সত্ত্বাদীনাং লঘুত্বাদিকং চোক্তং কারিকয়া: "সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ। গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ ॥" ইতি। অর্থতঃ পুরুষার্থনিমিত্তাৎ। নম্বেবং মূলকারণস্য পরিচ্ছিন্নাসংখ্যব্যক্তিকত্বে বৈশেষিকমতাদত্র কো বিশেষ ইতি চেৎ। কারণদ্রব্যস্য শব্দস্পর্শাদিরাহিত্যমেব। "শব্দস্পর্শবিহীনং তু রূপাদিভিরসংযুতম্। ত্রিগুণং তজ্জগদ্যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্।" ইতি বিষ্ণুপুরাণাদিভ্যঃ। এতচ্চ পাতঞ্জলেঽস্মাভিঃ প্রপঞ্চিতম্ ॥ ১২৮ ॥

নমু মহদাদীনাং স্বরূপতঃ সিদ্ধাবপি তেষাং প্রত্যক্ষেণোৎপত্ত্যদর্শনাৎ কার্য্যত্বে নাস্তি প্রমাণং যেন তেষাং হেতুমত্ত্বং সাধর্ম্ম্যং স্যাৎ তত্রাহ—

উভয়ান্যত্বাৎ কার্য্যত্বং মহদাদের্ঘটাদিবৎ ॥ ১২৯ ॥

মহদাদিপঞ্চভূতান্তং বিবাদাস্পদং তাবন্ন পুরুষো ভোগ্যত্বাৎ। নাপি

সূত্রার্থ:—মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত, এ সকল

প্রকৃতির্মোক্ষান্যথানুপপত্ত্যা বিনাশিত্বাৎ। অতঃ প্রকৃতিপুরুষভিন্নং তদ্ভিন্নত্বাচ্চ কার্য্যং ঘটাদিবদিত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥

নন্থ বিকারশক্তিদাহাদিনৈব মোক্ষাদ্যুপপত্তের্ব্বিনাশিত্বমপি তেষাম-সিদ্ধমিত্যাশঙ্কায়াং কার্য্যত্বে হেত্বন্তরাণ্যাহ—

পরিমাণাৎ ॥ ১৩০ ॥

পরিচ্ছিন্নত্বাদ্দৈশিকাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকজাতিমত্ত্বাদিত্যর্থঃ। তেন গুণব্যক্তীনাং কিয়তীনাং পরিচ্ছিন্নত্বেঽপি নতত্র ব্যভিচারঃ ॥১৩০॥ কিঞ্চ—

সমন্বয়াৎ ॥ ১৩১ ॥

উপবাসাদিনা ক্ষীণং হি বুদ্ধ্যাদিতত্ত্বমন্নাদিভিঃ সমন্বয়েন সমনুগতেন পুনরুপচীয়তে। অতঃ সমন্বয়াৎ কার্য্যত্বমনুমীয়ত ইত্যর্থঃ। নিত্যস্য হি নিরবয়বতয়াবয়বানুপ্রবেশরূপঃ সমন্বয়ো ন ঘটত ইতি। সমন্বয়ে চ শ্রুতিঃ প্রমাণং, মনঃ প্রকৃত্য। "এবং তে সৌম্য ষোড়শানাং কলানামেকা কলাঽতিশিষ্টাভূৎ সান্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্জ্বালীৎ"ইতি। যোগসূত্রং চ "জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ"ইতি ॥ ১৩১ ॥ কিঞ্চ—

প্রকৃতি নহে, পুরুষও নহে। উভয় হইতে ভিন্ন বলিয়া ঘটপাটাদির ন্যায় কার্য্য অর্থাৎ জন্মবান্ ও নশ্বর ॥ ১২৯ ॥

সূত্রার্থ :—ঐ সকল তত্ত্ব অপরিমিত নহে, কিন্তু পরিমিত। যেহেতু পরিমিত, সেই হেতু উহারা ঘটাদির ন্যায় কার্য্য অর্থাৎ জন্য পদার্থ ॥১৩০॥

সূত্রার্থ :—সমন্বয়বিশিষ্ট অর্থাৎ সজাতীয় সূক্ষ্ম অংশের অনুপ্রবেশে উপচিত (বর্দ্ধিত) হয়। সে হেতুতেও ঐ সকল পদার্থ অনিত্য। অর্থাৎ জন্মবান্। [বুদ্ধিতত্ত্বও উপবাসাদির দ্বারা ক্ষীণ হয়, আবার অন্নাদির দ্বারা উপচিত হয়। নিরবয়ব পদার্থের অবয়বানুপ্রবেশ রূপ বৃদ্ধি নাই, এবং অবয়বক্ষয়রূপ হ্রাসও নাই ॥ ১৩১ ॥

শক্তিতশ্চেতি ॥ ১৩২ ॥

করণতশ্চেত্যর্থঃ। পুরুষস্য যৎ করণং তৎ কার্য্যং চক্ষুরাদিবদিতি ভাবঃ। পুরুষে সাক্ষাদ্বিষয়ার্পকত্বং প্রকৃতের্নাস্তীতি প্রকৃতির্ন করণমিতি। অতো মহত্তত্ত্বস্য করণতয়া কার্য্যত্বে সিদ্ধে সুতরামন্যেষামপি কার্য্যত্বম্। ইতি শব্দশ্চ হেতুবর্গসমাপ্তিসূচনার্থঃ ॥ ১৩২ ॥

যদি চ মহদাদিমধ্যে কিঞ্চিদকার্য্যং স্বীক্রিয়তে তদাপি তদেব প্রকৃতিঃ পুরুষো বেতি সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্। প্রকৃতিপুরুষৌ প্রসাধ্য পরিণামিত্বা পরিণামিত্বাভ্যাং বিবেকখ্যাবিত্যত্রৈবাস্মাকং তাৎপর্য্যাদিত্যাহ—

তদ্ধানে প্রকৃতিঃ পুরুষো বা ॥ ১৩৩ ॥

তদ্ধানে কার্য্যত্বহানে যদি পরিণামী তদা প্রকৃতিঃ। যদি বাপরিণামী ভোক্তা তদা পুরুষ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৩ ॥

নন্বু নিত্যমপ্যুভয়ভিন্নং স্যাৎ তত্রাহ—

তয়োরন্যত্বে তুচ্ছত্বম্ ॥ ১৩৪ ॥

অকার্য্যস্য প্রকৃতিপুরুষভিন্নত্বে তুচ্ছত্বং শশশৃঙ্গাদিবৎ প্রমাণাভাবাৎ। অকার্য্যং হি কারণতয়া বা ভোক্তৃতয়া বা সিদ্ধ্যতি নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ১৩৪ ॥

সূত্রার্থঃ - এ স্থলে শক্তি শব্দে কারণ। কারণভাবও দেখা যায়। সেই হেতু মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত সমস্তই কার্য্য অর্থাৎ অনিত্য। যাহা কারণ, ভোগসমর্পক, তাহা কার্য্য অর্থাৎ সাদি, ইহা চক্ষুরাদি পদার্থের কারণভাবও সাদিত্ব দৃষ্টে অবধারিত হইতে পারে। প্রকৃতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোগ জন্মান না। সেই জন্য তিনি প্রোক্ত প্রকার কারণ নহেন ॥ ১৩২ ॥

সূত্রার্থঃ—যদি তাহা জন্য বস্তু না হয় অথচ পরিণামী হয়, তবে তাহা প্রকৃতি। অপিচ, পরিণামী না হইলে তাহা পুরুষ ॥ ১৩৩ ॥

সূত্রার্থঃ—অকার্য্য অর্থাৎ অজন্য পদার্থ অথচ তাহা প্রকৃতিও নহে, পুরুষও নহে, এরূপ বলিতে গেলে তাহাকে তুচ্ছ পদার্থ (তুচ্ছ—মিথ্যা— যেমন খ-পুষ্প) বলা হয়। অর্থাৎ নাই বলা হয় ॥ ১৩৪ ॥

তদেবং মহদাদিষু কার্য্যত্বং প্রসাধ্য সাম্প্রতং তৈঃ প্রকৃত্যনুমানেঽভুক্তং বিশেষমাহ—

কার্য্যাৎ কারণানুমানং তৎসাহিত্যাৎ ॥ ১৩৫ ॥

কার্য্যান্মহত্তত্ত্বাদের্লিঙ্গাৎ সামান্যতো দৃষ্টং কারণানুমানং যদুক্তং তৎ তাটস্থ্যনিবৃত্তয়ে তৎসাহিত্যাৎ কার্য্যসাহিত্যেনৈব কর্ত্তব্যম্ "সদেব সৌম্যে-দমগ্র আসীৎ তম এবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুত্যনুসারাৎ। তদ্‌যথা। মহদাদিকং স্বোপহিতত্রিগুণাত্মকবস্তূপাদানকম্। কার্য্যত্বাৎ। শিলা-মধ্যস্থপ্রতিমাবৎ। তৈলাদিবচ্চেত্যর্থঃ অত্রানুকূলতর্কঃ প্রাগেব দর্শিতঃ ॥ ১৩৫ ॥

তস্যাঃ প্রকৃতেঃ কার্য্যাদ্বৈধর্ম্ম্যাৎ বিবেকার্থমাহ—

অব্যক্তং ত্রিগুণাল্লিঙ্গাৎ ॥ ১৩৬ ॥

অভিব্যক্তাৎ ত্রিগুণান্মহত্তত্ত্বাদপি মূলকারণমব্যক্তং সূক্ষ্মং মহত্তত্ত্বস্য হি সুখাদিগুণঃ সাক্ষাৎ ক্রিয়তে প্রকৃতেশ্চ গুণোঽপি ন সাক্ষাৎ ক্রিয়ত ইতি। প্রধানং পরমাব্যক্তং মহত্তত্ত্বং তু তদপেক্ষয়া ব্যক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১৩৬ ॥

সূত্রার্থ :—কার্য্য মহত্তত্ত্বাদি। তাহা অবলম্বন করিয়া যে কারণের অনুমান করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে, তাহা কার্য্যের সহিত। অভিপ্রায় এই যে, কারণ ও কার্য্য অত্যন্ত পৃথক্ নহে। কার্য্য কারণদ্রব্যে অব্যক্তভাবে অন্তর্নিহিত থাকে; সুতরাং কার্য্যগর্ভ কারণই অনুমেয় হয়। যেমন প্রতিমাগর্ভ শিলা ও তৈলগর্ভ তিল ॥ ১৩৫ ॥

সূত্রার্থ :—ত্রৈগুণ্যবিশিষ্ট মহত্তত্ত্বের দ্বারা পরম অব্যক্ত প্রধানের অনুমান সিদ্ধ হয়। [প্রধাননিষ্ঠ সুখাদি গুণ সাক্ষাৎকৃত হয় না। কিন্তু মহত্তত্ত্বনিষ্ঠ সুখাদি সাক্ষাৎকৃত হইয়া থাকে। সেই জন্য, মহত্তত্ত্বের দ্বারা পরম কারণ প্রধান অনুমিত হয়] ॥ ১৩৬ ॥

নমু পরমর্ষিত্বং চেৎ তর্হি তত্ত্বাপলাপ এবোচিত ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি—

তৎকার্য্যতস্তৎসিদ্ধের্নাপলাপঃ ॥ ১৩৭ ॥

সুগমম্ ॥ ১৩৭ ॥

প্রকৃত্যনুমানগতা বিশেষা বিস্তরতো বিচারিতাঃ। ইতঃ পরমধ্যায়-সমাপ্তিপর্য্যন্তং পুরুষানুমানগতা বিশেষা বিচার্য্যাস্তত্র কল্পনাদৌ বিশেষমাহ—

সামান্যেন বিবাদাভাবাদ্ধর্ম্মবন্ন সাধনম্ ॥ ১৩৮ ॥

যত্র বস্তুনি সামান্যতো বিবাদো নাস্তি ন তস্য স্বরূপতঃ সাধনমপেক্ষ্যতে ধর্ম্মস্যেবেত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। যথা প্রকৃতেঃ সামান্যেনাপি সাধনমপেক্ষিতং ধর্ম্মিণ্যপি বিবাদাৎ। নৈবং পুরুষস্য সাধনমপেক্ষিতম্। চেতনাপলাপে জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গতো ভোক্তর্য্যহম্পদার্থে সামান্যতো বৌদ্ধানামপ্যবিবাদাৎ, ধর্ম্ম ইব। ধর্ম্মো হি সামান্যতো বৌদ্ধৈরপি স্বীক্রিয়তে তপ্তশিলারোহণা-দিষু ধর্ম্মত্বাভ্যুপগমাৎ। অতঃ পুরুষে বিবেকনিত্যত্বাদিসাধনমাত্রমনুমানং কার্য্যমিতি ॥ ১৩৮ ॥

সূত্রার্থ :—কার্য্যের দ্বারাই প্রধানের (আদিকারণের) অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় সুতরাং তাহা নাই বলিবার অযোগ্য ॥ ১৩৭ ॥

সূত্রার্থ :—সামান্যভাবে বিবাদ না থাকিলে সাধনপ্রতীক্ষা থাকে না। যেমন ধর্ম্ম। সামান্যতঃ ধর্ম্মে কাহার বিবাদ নাই সত্য, কিন্তু তাহার বিশেষভাবে বিবাদ আছে। কেহ বলিবেন, ইহা ধর্ম্ম, অন্যে বলিবেন, ইহাই ধর্ম্ম। সে স্থলে ধর্ম্মসম্ভাব প্রমাণসাপেক্ষ হইতেছে না, কিন্তু তাহার বিশেষ ভাবই প্রমাণ সাপেক্ষ হইতেছে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, জগৎকারণের বিশেষ ভাবই প্রমাণসাপেক্ষ। তাহার সামান্য

সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্যেত্যুক্তসূত্রেণাপি বিবেকানুমানমেবাভিপ্রেতম্। ন তু তত্র পুরুষস্য সর্ব্বথৈবাপ্রত্যক্ষত্বমভিপ্রেতমিতি। তত্র চাদৌ বিবেকপ্রতিজ্ঞাসূত্রম্—

শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্ ॥ ১৩৯ ॥

শরীরাদি প্রকৃত্যন্তং যচ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মকং বস্তু ততোঽতিরিক্তঃ পুমান্ ভোক্তেত্যর্থঃ। ভোক্তৃত্বং চ দ্রষ্টৃত্বমিতি ॥ ১৩৯ ॥

অত্র হেতুমাহ সূত্রৈঃ—

সংহতপরার্থত্বাৎ ॥ ১৪০ ॥

যতঃ সর্ব্বং সংহতং প্রকৃত্যাদিকং পরার্থং ভবতি শয্যাদিবৎ। অতোঽসংহতঃ সংহতদেহাদিভ্যঃ পরঃ পুরুষঃ সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ। অয়ং চ হেতুঃ সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্যেত্যত্র ব্যাখ্যাতঃ। উক্তস্যাপি হেতোঃ পুনরুপন্যাসো হেতুবর্গসঙ্কলনার্থঃ ॥ ১৪০ ॥ কিঞ্চ—

ভাব সর্ব্বসম্মত সুতরাং তাহা প্রমাণনিরপেক্ষ। অর্থাৎ সে অংশে প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নাই। এইরূপ আত্মার সামান্যভাবেও অনুমানাদি সাধনের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তাঁহার বিশেষ ভাবে অনুমানাদি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে।] ॥ ১৩৮ ॥

সূত্রার্থঃ—পুরুষ বা আত্মা শরীরাদির অতিরিক্ত। [প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত।] ॥ ১৩৯ ॥

সূত্রার্থঃ—সংহত পদার্থের পরার্থতা দৃষ্টে তিনি অনুমেয়। (প্রকৃতি হইতে দেহ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই সংহত। সংহত মাত্রেই পরভোগজনক। শয্যাদি সংহত ও ব্যতিরিক্ত পদার্থের; (চেতনের) ভোগ জনক। এ শরীরও সংহত; সে জন্য ইহা পরভোগের উপকরণ। সে পর পুরুষ অর্থাৎ আত্মা) ॥ ১৪০ ॥

ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ১৪১ ॥

সুখদুঃখমোহাত্মকত্বাদিবৈপরীত্যাদিত্যর্থঃ। শরীরাদীনাং হি যঃ সুখাদ্যাত্মকত্বং ধর্ম্মঃ স সুখাদিভোক্তরি ন সম্ভবতি। স্বয়ং সুখাদিগ্রহণে কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধাৎ। ধর্ম্মিপুরস্কারেণৈব সুখাদ্যনুভবাদিতি। নতু বুদ্ধি-বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতং স্বসুখাদিকং পুরুষেণ গৃহ্যতাং স্ববদিতি চেন্ন। এবং সতি বুদ্ধেরেব সুখাদিকল্পনৌচিত্যাৎ। পুরুষগতসুখাদেবুর্দ্ধৌ প্রতিবিম্ব-কল্পনে গৌরবাৎ। অহং সুখী দুঃখী মূঢ় ইত্যাদিপ্রত্যয়াস্তু ন পুরুষে সুখাদিসাধকাঃ। তৎস্বামিত্বেনাপ্যুপপত্তেঃ, বুদ্ধেঃ সুখাদিমত্বেনাপ্যুপ-পত্তেশ্চ। লৌকিক্যাং হৃৎসম্বন্ধাবচ্ছেৎ বুদ্ধিরপি বিষয়ো মিথ্যাজ্ঞান-বাসনাদিরূপদোষানুবৃত্তেস্তৎপ্রতিবিম্বকল্পনায়াং চ গৌরবাদিতি। আদি-শব্দেন চাত্র ত্রিগুণমবিবেকি বিষয় ইতি কারিকোক্তাবিবেকিত্বাদয়ো গ্রাহ্যাঃ। তথা রূপাদয়ঃ শরীরাদিধর্ম্মা গ্রাহ্যাঃ ॥ ১৪১ ॥

কিঞ্চ—

অধিষ্ঠানাচ্চেতি ॥ ১৪২ ॥

ভোক্তুরধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চাধিষ্ঠেয়েভ্যঃ প্রকৃত্যাদিভ্যোঽতিরিক্ততেত্যর্থঃ। অধিষ্ঠানং হি ভোক্তুঃ সংযোগঃ স চ প্রকৃত্যাদীনাং ভোগহেতুপরিণামেষু কারণম্। ভোক্তুরধিষ্ঠানাৎ ভোগায়তননির্ম্মাণমিতি বক্ষ্যমাণসূত্রাৎ। সংযোগশ্চ ভেদে সত্যেব ভবতীতি ভাবঃ। ইতি শব্দো হেতু-সমাপ্তৌ ॥ ১৪২ ॥

সূত্রার্থ :—সুখ দুঃখ-মোহ, এই তিন গুণ। পুরুষ ইহার বিপরীত অর্থাৎ অতীত বা সে সকলের অতিরিক্ত ॥ ১৪১ ॥

সূত্রার্থ :—অধিষ্ঠান অর্থাৎ ভোগ্য পদার্থের সহিত ভোক্তার সংযোগ বা সম্বন্ধ এই সম্বন্ধও শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষের বোধক। সূত্রস্থ ইতি শব্দ হেতুপ্রদর্শন সমাপ্তির সূচক ॥ ১৪২ ॥

উক্তানুমানেঽনুকূলতর্কং প্রদর্শয়তি সূত্রাভ্যাম্—

ভোক্তৃভাবাৎ ॥ ১৪৩ ॥

যদি হি শরীরাদিস্বরূপ এব ভোক্তা স্যাৎ তদা ভোক্তৃত্বমেব ব্যাহন্যেত। কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধাৎ। স্বস্য সাক্ষাৎ স্বভোক্তৃত্বানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। অনুপপত্তিশ্চ পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতা। অত্র সূত্রে পুরুষস্য ভোগঃ স্বীকৃত ইতি স্মর্ত্তব্যম্। অপরিণামিনশ্চ পুরুষস্য ভোগঃ"চিদবসানো ভোগঃ"ইত্যত্র ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১৪৩ ॥

কিঞ্চ—

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ১৪৪ ॥

শরীরাদিকমেব চেদ্ভোক্তৃ স্যাৎ তদা ভোক্তুঃ কৈবল্যার্থং দুঃখাত্যন্তোচ্ছেদার্থং কস্যাপি প্রবৃত্তির্নোপপদ্যেত। শরীরাদীনাং বিনাশিত্বাৎ প্রকৃতশ্চে ধর্ম্মিগ্রাহকমানেন দুঃখস্বাভাব্যসিদ্ধ্যা কৈবল্যাসম্ভবাৎ। ন হি স্বভাবস্যাত্যন্তোচ্ছেদো ঘটত ইত্যর্থঃ। অত্র কৈবল্যার্থং প্রকৃতেরিতি সূত্রপাঠঃ প্রামাদিকত্বাদুপেক্ষণীয়ঃ। "সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ। পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥" ইতি কারিকাতঃ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চেতি পাঠাৎ। অর্থাসঙ্গতেশ্চেতি ॥ ১৪৪ ॥

সূত্রার্থঃ—ভোক্তৃভাব অর্থাৎ ভোক্তৃত্ব। পৃথক্ পুরুষ থাকায় প্রতি ভোক্তৃ-ভাবও অন্যতম হেতু। অভিপ্রায় এই যে, এক ভোক্তা, অন্য সমুদয় তাহার ভোগ্য ॥ ১৪৩ ॥

সূত্রার্থ:—কৈবল্য=কেবল হওয়া। পুরুষই কেবল (সুখদুঃখাদি-রহিত বা সুখাদিবর্জ্জিত (মুক্ত)] হইবার জন্য প্রবৃত্ত। এ হেতুতেও [পুরুষ বা আত্মা শরীরাদির অতিরিক্ত ॥ ১৪৪ ॥

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতিরিক্ততয়া পুরুষঃ সাধিতঃ। ইদানীং পুরুষগতো বিশেষো বিবেকস্ফুটীকরণায়ানুমীয়তে—

জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ ॥ ১৩৫ ॥

বৈশেষিকা আহুঃ প্রাগপ্রকাশরূপস্য জড়স্যাত্মনো মনঃসংযোগজ-জ্ঞানাখ্যঃ প্রকাশো জায়ত ইতি তন্ন। লোকে জড়স্যাপ্রকাশস্য লোষ্টাদেঃ প্রকাশোৎপত্ত্যদর্শনেন তদযোগাৎ। অতঃ সূর্য্যাদিবৎ প্রকাশস্বরূপ এব পুরুষ ইত্যর্থঃ। তথা চ স্মৃতিঃ। "যথা প্রকাশতমসোঃ সম্বন্ধো নোপপদ্যতে। তদ্বদৈক্যং ন শংসন্ধং প্রপঞ্চপরমাত্মনোঃ॥" ইতি। "যথা দীপঃ প্রকাশাত্মা হ্রস্বো বা যদি বা মহান্। জ্ঞানাত্মানং তথা বিদ্যাৎ পুরুষং সর্ব্বজন্তুষু॥" ইতি চ। প্রকাশত্বং চ তেজঃসত্ত্বচৈতন্যেষ্বনুগতম-খণ্ডোপাধিরনুগতব্যবহারাদিতি ॥ ১৪৫ ॥

নন্থ প্রকাশস্বরূপত্বেঽপি তেজোবদ্ধর্ম্মধর্ম্মিভাবোঽস্তি ন বা তত্রাহ—

নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্ম্মা ॥ ॥ ১৪৬ ॥

সুগমম্। পুরুষস্য প্রকাশরূপত্বে সিদ্ধে তৎসম্বন্ধমাত্রেণান্যব্যবহারোপ-পত্তৌ প্রকাশাত্মকধর্ম্মকল্পনাগৌরবমিত্যপি বোধ্যম্। তেজসশ্চ প্রকা-

সূত্রার্থ :—জড়ের প্রকাশ অযুক্ত। পুরুষ জড় নহে। সেজন্য তাহা প্রকাশ অর্থাৎ জড়প্রকাশক চেতন। [বৈশেষিক মতে আত্মা অপ্রকাশক-স্বভাব অর্থাৎ জড়। মনের সহিত সংযোগ হওয়ায় তাহাতে (আত্মায়) জ্ঞান নামক প্রকাশ উৎপন্ন হয়। কপিল বলিলেন, জড়ের প্রকাশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, না হওয়ায় আত্মার জড়ত্ব যুক্তিবাহির্ভূত।]॥ ১৪৫ ॥

সূত্রার্থ :—চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য। তাহা পুরুষের ধর্ম্ম নহে। কারণ, পুরুষ নির্গুণ (ধর্ম্ম ও গুণ সমান কথা)। বৈশেষিক মতে জ্ঞান আত্ম-গুণ; কিন্তু কপিল বলিলেন, জ্ঞান তাঁহার স্বরূপ॥ ১৪৬ ॥

শাখ্যরূপবিশেষাগ্রহেঽপি স্পর্শপুরস্কারেণ গ্রহাৎ প্রকাশতেজসোর্ভেদঃ সিদ্ধ্যতি। আত্মনস্তু জ্ঞানাখ্যপ্রকাশাগ্রহকালে গ্রহণং নাস্তীত্যতো লাঘবাদ্ধর্মধর্মিভাবশূন্যং প্রকাশরূপমেবাত্মদ্রব্যং কল্প্যতে। তস্য চ ন গুণত্বম্, সংযোগাদিমত্ত্বাৎ অনাশ্রিতত্বাচ্চেতি। তথা চ স্মর্য্যতে। 'জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্ম্মো ন গুণো বা কথঞ্চন। জ্ঞানস্বরূপ এবাত্মা নিত্যঃ পূর্ণঃ সদা শিবঃ॥" ইতি। নমু নির্গুণত্ব এব কা যুক্তিরিতি চেৎ। উচ্যতে। পুরুষস্যেচ্ছাদ্যাস্তাবন্নিত্যা ন সম্ভবন্তি জন্যতাপ্রত্যক্ষাৎ। জন্য-গুণাঙ্গীকারে পরিণামিত্বাপত্তিঃ। তথা চোভয়োরেব প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরিণামহেতুত্বকল্পনে গৌরবম্। আন্ধ্যপরিণামেন কদাচিদজ্ঞত্বস্যাপত্ত্যা জ্ঞানেচ্ছাদিগোচরসংশয়াপত্তিশ্চ। তথা জড়প্রকাশাযোগস্যোক্তত্বাদপি ন নিত্যস্যানিত্যজ্ঞানসম্ভব ইতি। ইচ্ছাদিকমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং মনস্যেব লাঘবাৎ সিদ্ধ্যতি। মনঃসংযোগস্যাত্মনশ্চোভয়োস্তদ্ধেতুত্বে গৌরবাৎ, গুণশব্দশ্চ বিশেষগুণবাচীত্যুক্তমেব। অত আত্মা নির্গুণঃ। অপি চ যে তার্কিকা আত্মনঃ কর্তৃত্বমিচ্ছন্তি তেষাং মোক্ষানুপপত্তিঃ। অহং কর্ত্তেতি বুদ্ধেরেব গীতাদিষ্বদৃষ্টোৎপত্তিহেতুতয়োক্তত্বাৎ। তস্যাশ্চ তন্মতে মিথ্যাজ্ঞানত্বাভাবেন তত্ত্বজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাসম্ভবাৎ। অতঃ শ্রুত্যুক্ত-মোক্ষানুপপত্ত্যাত্মনোঽকর্তৃত্বমস্যাভিরিষ্যতে। অকর্তৃত্বে চাদৃষ্টসুখাদ্যভাবঃ। ততশ্চ মনসঃ কৃত্যাদিহেতুত্বে কল্পনীয়ে লাঘবাদদৃষ্টগুণত্বাবচ্ছেদেনৈতৎ কল্প্যতে। অত আত্মা নির্গুণ ইতি। যথোক্তস্য চ পরমসূক্ষ্মস্যাত্মনঃ স্বরূপং বাশিষ্ঠে করামলকবৎ প্রোক্তং বিবিচ্য প্রতিপাদিতম্। যথা—"অসত্ত্বাত সর্ব্বত্র দিগ্ভূম্যাকাশরূপিণি। প্রকাশ্যে যাদৃশং রূপং প্রকাশস্যামলং ভবেৎ। ত্রিজগৎ ত্বমহং চেতি দৃশ্যে সত্তামুপাগতে। দ্রষ্টুঃ স্যাৎ কেবলী-ভাবস্তাদৃশো বিমলাত্মনঃ॥" ইতি॥ ১৪৬॥

নম্বহং জানামীতি ধর্ম্মধর্মিভাবানুভবাৎ পুরুষস্য চিদ্ধর্ম্মকত্বং সিদ্ধ্যতি গৌরবস্য প্রামাণিকত্বেনাদোষত্বাদিতি তত্রাহ—

শ্রুত্যা সিদ্ধস্য নাপলাপস্তৎপ্রত্যক্ষবাধাৎ ॥ ১৪৭ ॥

ভবেদেবং যদি কেবলতর্কেণাস্মাভির্নির্গুণত্বাচ্চিদ্ধর্ম্মত্বাদিকং প্রসাধ্যতে। কিন্তু শ্রুত্যাপি। অতঃ শ্রুত্যা সিদ্ধস্য নির্গুণত্বাদের্নাপলাপঃ সম্ভবতি তৎপ্রত্যক্ষস্য গুণাদিপ্রত্যক্ষস্য শ্রুত্যৈব বাধাৎ। অহং গৌর ইত্যাদি-প্রত্যক্ষবদিত্যর্থঃ। অন্যথা হি গৌরোঽহমিতি প্রত্যক্ষবলেন দেহাতি-রিক্তাত্মসাধিকা অপি যুক্তয়ো বাধিতাঃ স্যুরিতি জিতং নাস্তিকৈঃ। নির্গুণত্বে চ শ্রুতয়ঃ "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ"ইত্যাদ্যাঃ। চিন্মা-ত্রত্বে তু শ্রুতয়ঃ "অকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সচ্চিদেকরসো হ্যয়মাত্মা"ইত্যাদ্য ইতি। সর্ব্বজ্ঞত্বাদিশ্রুতয়স্তু রাহোঃ শির ইতিবল্লৌকিককল্পনানুবাদ-মাত্রাঃ। বিধিনিষেধশ্রুতিমধ্যে নিষেধশ্রুতেরেব বলবত্ত্বাৎ। "অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি"ইতি শ্রুতেঃ। কিঞ্চাজ্ঞানামহং জানামীতি প্রত্যয়ে প্রমাত্বকল্পনায়ামেব গৌরবম্। অনন্তবিধ্যদোষস্যানুবর্ত্তমানতয়া ভ্রমত্বস্যৈবৌৎসর্গিকত্বাৎ। অতো ভ্রমশতান্তঃপাতিত্বেনা প্রামাণ্যশঙ্কাস্কন্দিতত্বাচ্চৈতৎপ্রত্যক্ষবাধনে লাঘব-তর্কাদ্যনুগৃহীতমনুমানমপি সমর্থমিতি। নন্বাত্মনো নিত্যজ্ঞানস্বরূপত্বে কীদৃশং লাঘবমিতি চেৎ। উচ্যতে। নৈয়ায়িকাদিভিরন্তঃকরণং ব্যব-সায়ানুব্যবসায়ৌ তদাশ্রয়শ্চেতি চত্বারঃ পদার্থাঃ কল্প্যন্তে। অস্মাভিস্ত্বন্তঃ-করণং ব্যবসায়স্থানীয়া চ তদবৃত্তিবনন্তানুব্যবসায়স্থানীয়শ্চ নিত্যৈক-জ্ঞানরূপ আত্মেতি ত্রয়ঃ পদার্থাঃ কল্প্যন্ত ইতি ॥ ১৪৭ ॥

নন্ যদি প্রকাশরূপ এবাত্মা তদা সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাভেদো নোপপদ্যতে সদা প্রকাশানপায়াদিতি তত্রাহ—

সূত্রার্থঃ - যেহেতু পুরুষের চিদ্রূপতা শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হয়, সেই হেতু তাহা অপলাপের অযোগ্য। অর্থাৎ তাহা নহে বলিতে পার না। পুরুষের গুণ বা ধর্ম্ম শ্রুতিবাধিত ॥ ১৪৭ ॥

সুষুপ্ত্যাদ্যসাক্ষিত্বম্ ॥ ১৪৮ ॥

সুষুপ্ত্যাদ্যস্যাবস্থাত্রয়স্য বুদ্ধিনিষ্ঠস্য সাক্ষিত্বমেব পুংসীত্যর্থঃ। তদুক্তম্—"জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তং চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ। তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন ব্যবস্থিতঃ॥" ইতি। তাসাং বুদ্ধিবৃত্তীনাং। সাক্ষিত্বেন তদ্বিলক্ষণো জাগ্রদাদ্যবস্থারহিতো নির্ণীত ইত্যর্থঃ। তত্র জাগ্রদা-মাবস্থেন্দ্রিয়দ্বারা বুদ্ধের্ব্বিষয়াকারঃ পরিণামঃ। স্বপ্নাবস্থা চ সংস্কারমাত্র-জন্যস্তাদৃশঃ পরিণামঃ সুষুপ্ত্যবস্থা চ দ্বিবিধা, অর্দ্ধসমগ্রলয়ভেদেন। তত্রার্দ্ধলয়ে বিষয়াকারা বৃত্তির্ন ভবতি। কিন্তু স্বগতসুখদুঃখমোহাকারৈব বুদ্ধিবৃত্তির্ভবতি। অন্যথোত্থিতস্য সুখমহমস্বাপ্সমিত্যাদিরূপসুষুপ্তিকালীন-সুখাদিস্মরণানুপপত্তেঃ। তদুক্তং ব্যাসসূত্রেণ 'মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরি-শেষাৎ"ইতি। সমগ্রলয়ে তু বুদ্ধের্বৃত্তিসামান্যাভাবো মরণাদাবিব ভবতি। অন্যথা "সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা" ইত্যাগামিসূত্রানুপপত্তেরিতি। সা চ সমগ্রসুষুপ্তির্বৃত্ত্যভাবরূপেতি পুরুষস্তৎসাক্ষী ন ভবতি পুরুষস্য বৃত্তি-মাত্রসাক্ষিত্বাৎ। অন্যথা সংস্কারাদেরপি বুদ্ধিধর্ম্মস্য সাক্ষিভাস্যত্বাপত্তেঃ। সুষুপ্ত্যাদিসাক্ষিত্বং তু তাদৃশবুদ্ধিবৃত্তীনাং স্বপ্রতিবিম্বিতানাং প্রকাশনমিতি বক্ষ্যামঃ। অতো জ্ঞানার্থং পুরুষস্য ন পরিণামাপেক্ষেতি। স্যাদেতৎ। সুষুপ্তে যদি সুখদুঃখাদিগোচরা বুদ্ধিবৃত্তিরিষ্যতে তর্হি বৃত্তীনাং জাগ্রদাদাব-প্যখিলবৃত্তিগ্রাহ্যত্বস্বীকার এব যুক্ত ইতি ব্যর্থা তৎসাক্ষিপুরুষকল্পনা স্বগোচর-বৃত্তিত্বেনৈব স্বব্যবহারহেতুতায়াঃ সামান্যতঃ সুবচত্বাদিতি। মৈবম্। নিয়মেন স্বগোচরবৃত্তিকল্পনেঽনবস্থাপত্তির্গৌরবং চ স্যাৎ। কিঞ্চাহং

সূত্রার্থ:—সুষুপ্তি, স্বপ্ন, জাগ্রৎ, পুরুষ এই তিন অবস্থার সাক্ষী। [কাযেই স্বীকার করিতে হইবে যে, পুরুষ নির্গুণ। ঐ সকল গুণ, ধর্ম্ম বা অবস্থা, অন্তঃকরণের, পুরুষের নহে।] ॥ ১৪৮ ॥

সুখীত্যাদিবৃত্তিষু সুখাদীনাং বিশেষণতয়া নির্ব্বিকল্পকং তজ্জ্ঞানমাদাবপেক্ষ্যতে। তত্র চানন্তনির্ব্বিকল্পকবৃত্ত্যপেক্ষয়া লাঘবেন নিত্যমেকমেবাত্মস্বরূপং জ্ঞানং কল্প্যতে। অহং সুখীত্যাদিবিশিষ্টজ্ঞানার্থং বুদ্ধিবৃত্তেরেব তাদৃশাকারত্বং পুরুষে বৃত্তিসারূপ্যমাত্রস্বীকারেণ বৃত্ত্যাকারাতিরিক্তাকারানভ্যুপগমাৎ স্বতন্ত্রাকারেণ পরিণামাপত্তেরিতি। অথৈবং পুরুষস্য সুষুপ্ত্যাদিসাক্ষিমাত্রত্বেন পুরুষৈক্যস্যাপ্যুপপত্তৌ স কিমেকোঽনেকো বেতি সংশয়ঃ। তত্রায়ং পূর্ব্বপক্ষঃ। লাঘবতর্কসহকারেণ বলবতীভ্যোঽভেদশ্রুতিভ্য এক এবাত্মা সিদ্ধ্যতি জাগ্রদাদ্যবস্থারূপাণাং বৈধর্ম্ম্যাণাং বুদ্ধিধর্ম্মত্বাৎ। যদ্যপ্যেকস্যাত্মনঃ সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষিত্বং তথাপি যস্যা বুদ্ধের্যা বৃত্তিঃ সৈব বুদ্ধিস্তদ্বৃত্তিবিশিষ্টতয়া সাক্ষিণং গৃহ্লাতি ঘটং জানামীত্যাদিরূপৈঃ। অত একস্যা বুদ্ধেরয়ং ঘট ইতি বৃত্তৌ সত্যামন্যবুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা নানুভবো ঘটমহং জানামীতি ॥ ১৪৮ ॥

তত্র সিদ্ধান্তমাহ—

জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্ ॥ ১৪৯ ॥

পুণ্যবান্ স্বর্গে জায়তে পাপী নরকেঽজ্ঞো বধ্যতে জ্ঞানীমুচ্যত ইত্যাদেঃ শ্রুতিস্মৃতিব্যবস্থায়া বিভাগস্যান্যথানুপপত্ত্যা পুরুষা বহব ইত্যর্থঃ। জন্মমরণে চাত্র নোৎপত্তিবিনাশৌ পুরুষনিষ্ঠস্যাভাবাৎ। কিন্তু পূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতবিশেষেণ সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ ভোগতদভাবনিয়ামকাবিতি। জন্মাদিব্যবস্থায়াং চ শ্রুতিঃ। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।" যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি" ইত্যাদিরিতি ॥ ১৪৯ ॥

সূত্রার্থ ঃ— জন্ম, মরণ, জীবন,—স্বর্গ, নরক, মর্ত্ত্যভোগ, বদ্ধ ও মুক্ত, এ সকলের ব্যবস্থা থাকায় পুরুষ বহু, এক নহে। [বেদান্তীরা একাত্মবাদী,

নমু পুরুষৈক্যেঽপ্যুপাধিরূপাবচ্ছেদকভেদেন জন্মাদিব্যবস্থা ভবেৎ তত্রাহ —

উপাধিভেদেঽপ্যেকস্য নানাযোগ
আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ ॥ ১৫০ ॥

উপাধিভেদেঽপ্যেকস্যৈব পুরুষস্য নানোপাধিযোগোঽস্ত্যেব যথৈকস্যৈবা-কাশস্য ঘটকুড্যাদিনানাযোগঃ। অতোঽবচ্ছেদকভেদেনৈকস্যাত্মন এব বিবিধজন্মমরণাদ্যাপত্তিঃ কায়ব্যূহাদাবিবেতি ন সম্ভবতি ব্যবস্থা। একঃ পুরুষো জায়তে নাপর ইত্যাদিরিত্যর্থঃ। ন হ্যবচ্ছেদকভেদেন কপি-সংযোগতদভাববত্যেকস্মিন্নেব বৃক্ষে ব্যবস্থা ঘটতে। একো বৃক্ষঃ কপি সংযোগী অন্যশ্চ নেতি। কিঞ্চৈকোপাধিতো মুক্তস্যাপ্যাত্মপ্রদেশস্যোপা-ধ্যন্তরৈঃ পুনর্বন্ধাপত্ত্যা বন্ধমোক্ষাব্যবস্থা তদবস্থৈব। যথৈকঘটমুক্তস্যা-কাশপ্রদেশস্যান্যঘটযোগাদ্ঘটাকাশব্যবস্থা তদ্বদিতি। ন চ বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থাশ্রুতিরপি লৌকিকভ্রমানুবাদমাত্রমিতি বাচ্যম্। মোক্ষস্যালৌকিক-ত্বাৎ। মিথ্যাপুরুষার্থপ্রতিপাদনেন শ্রুতেঃ প্রতারকত্বাপত্তেশ্চ ॥১৫০॥

নমু চৈতন্যৈক্যেঽপি তত্তদুপাধিবিশিষ্টস্যাতিরিক্ততামভ্যুপগম্য ব্যব-স্থোপপাদনীয়া তত্রাহ—

তাঁহাদের মতে জন্ম মরণাদি অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে। আত্মা এক হইলে তন্মতে একের সুখে সকলের সুখ না হয় কেন? ইত্যাদি আপত্তি অনিবার্য্য।] ॥ ১৪৯ ॥

সূত্রার্থ :—আকাশ এক, পরন্তু ঘটাদি উপাধি নানা, অর্থাৎ অনেক। যেমন সেই অনেক উপাধির দ্বারা এক আকাশের ভেদ অর্থাৎ নানাত্ব কল্পিত হইয়া থাকে, (ঘটাকাশ প্রভৃতি), তেমনি, নানা দেহাদির দ্বারা এক অদ্বয় আত্মার নানাত্ব কল্পিত বলিতে গেলে কদাচ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির ব্যবস্থা উপপন্ন হইবে না ॥ ১৫০ ॥

উপাধিভিদ্যতে ন তু তদ্বান্ ॥১৫১

উপাধিরেব নানা ন তু তদ্বানুপাধিবিশিষ্টোঽপি নানাভ্যুপেয়ঃ, বিশিষ্টস্যাতিরিক্তত্বে নানাত্মতায়া এব শাস্ত্রান্তরেঽপ্যভ্যুপগমাপত্তেরিত্যর্থঃ। বন্ধভাগিনো বিশিষ্টত্বে বিশেষণবিয়োগেন বিশিষ্টনাশান্ন মোক্ষাপপত্তিরিত্যাদীন্যপি দূষণানি। ননু "বিশিষ্টস্য জীবত্বমন্বয়ব্যতিরেকাৎ" ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে স্বয়মেবাহঙ্কারবিশিষ্টস্যৈব জীবত্বং বক্ষ্যতীতি চেন্ন তত্র প্রাণধারকত্বরূপজীবত্বস্যৈব বিশিষ্টাধেয়ত্ববচনাৎ। ন তু বন্ধমোক্ষব্যবস্থায়া বিশিষ্টাশ্রিতত্বং বক্ষ্যতে মোক্ষকালে বিশিষ্টাসত্ত্বাদিতি। যদপি কেচিন্নবীনা বেদান্তিব্রুবা আহুঃ। একস্যৈবাত্মনঃ কার্য্যকারণোপাধিষু প্রতিবিম্বানি জীবেশ্বরাঃ প্রতিবিম্বানাং চান্যোঽন্যং ভেদাজ্জন্ম্যাদ্যখিলব্যবস্থোপপত্তিরিতি। তদপ্যসৎ। ভেদাভেদবিকল্পাসহত্বাৎ। বিম্বপ্রতিবিম্বয়োর্ভেদে প্রতিবিম্বস্যাচেতনতয়া ভোক্তৃত্ববন্ধমোক্ষাদ্যনুপপত্তিঃ জীবব্রহ্মাভেদরূপতৎসিদ্ধান্তক্ষতিশ্চ। জীবেশ্বরভিন্নস্যাত্মনোঽপ্রামাণিকত্বং চ। অভেদে তু সাঙ্কর্য্যাপরিহারঃ। ভেদাভেদাভ্যুপগমে তু তৎসিদ্ধান্তহানিঃ। ভেদাভেদবিরোধশ্চ। অস্মন্মতে তু ভেদোঽবিভাগলক্ষণো ভেদশ্চান্যোঽন্যাভাব ইত্যবিরোধ ইতি। অবচ্ছেদপ্রতিবিম্বাদিদৃষ্টান্তবাক্যানি ত্বগ্রে ব্যাখ্যাস্যামঃ। স্যাদেতৎ। বিম্বপ্রতিবিম্বাদিভেদং পরিকল্প্য শ্রুত্যা বন্ধমোক্ষব্যবস্থা কল্পতেত্যেবাস্মাভিরুচ্যতে ন তু পরমার্থতো বিম্বপ্রতিবিম্বভাবস্তয়োর্ভেদো বন্ধমোক্ষাদিকং চেষ্যত ইতি। নৈবম্। এবং সতি বন্ধমোক্ষাদি-

সূত্রার্থ :—উপাধি অনেক সত্য; কিন্তু উপহিত অনেক নহে। ইহা তথ্যভূত হইলেও বিশেষণের অনুরোধে বিশিষ্টের ভিন্নতা ও তদনুসারী বিশেষ্যের নানাত্ব স্বীকার করা যায়। অস্বীকার করিলে বন্ধ মোক্ষ অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে॥ ১৫১॥

শ্রুতিগণস্য ভেদশ্রুতিগণস্য চোভয়োর্ব্বাধাপেক্ষয়া কেবলাভেদশ্রুতিগণস্যৈবা-বিভাগপরত্বৈব সঙ্কোচো লাঘবাদ্যুক্তঃ। শ্রুতিস্মৃত্যন্তরৈরবিভাগস্য সিদ্ধত্বাচ্চেতি ॥১৫১॥

আত্মৈক্যবাদিষূক্তং দূষণমুপসংহরতি—

এবমেকত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ ॥ ১৫২ ॥

এবং রীত্যৈকত্বেন সর্ব্বতো বর্ত্তমানস্যাত্মনো জন্মমরণাদিরূপবিরুদ্ধ-ধর্ম্মপ্রসঙ্গো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বৈকত্ব ইতি চ্ছেদঃ। একত্বেঽভ্যুপগম্যমানে পরিতঃ সর্ব্বতো বর্ত্তমানস্য সর্ব্বোপাধিষনুগতস্য বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসো নেতি ন কিন্তু সর্ব্বথা বিরুদ্ধধর্ম্মসঙ্করোঽপরিহার্য্য ইত্যর্থঃ। নমু পুরুষো নির্দ্ধর্ম্মকস্তত্র কথং জন্মমরণবন্ধমোক্ষাদিবিরুদ্ধধর্ম্মসাঙ্কর্য্যমাপদ্যতে ভবদ্ভি-রপি সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাণামুপাধিনিষ্ঠত্বাভ্যুপগমাদিতি চেন্ন। উক্তধর্ম্মাণাং সংযোগবিয়োগভোগাভোগরূপতয়া পুরুষে স্বীকারাৎ। পরিণামরূপ-ধর্ম্মাণামেব পুরুষে প্রতিষিধ্যমানত্বাদিতি। যথা স্ফটিকেষু লৌহিত্য-নীলিমাদিধর্ম্মাণামারোপিতানামপি ব্যবস্থাস্তি তথা পুরুষেষ্বপি বুদ্ধি-ধর্ম্মাণাং সুখদুঃখাদীনাং শরীরাদিধর্ম্মাণাং চ ব্রাহ্মণ্যক্ষত্রিয়ত্বাদীনামারো-পিতানামপি ব্যবস্থাস্তি শাস্ত্রেষু। যথা বিষ্ণুপুরাণে—"যথৈকস্মিন্ ঘটা-কাশে রজোধূমাদিভির্যুতে। ন চ সর্ব্বে প্রযুজ্যন্ত এবং জীবাঃ সুখাদিভিঃ॥" ইতি ॥ ১৫২ ॥

সাপি ব্যবস্থৈকাত্ম্যে সতি জন্মাদিব্যবস্থাবদেব নোপপদ্যত ইত্যাহ—

সূত্রার্থ:—এক অদ্বয় আত্মা উক্ত রীতিতে সর্ব্বত্র বিরাজমান। একথা তথ্যভূত হইলে অবশ্যই তাঁহাতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস তাহার অসমী-চীনতা ও তৎপ্রযুক্ত সুখ দুঃখ, জন্ম মরণ, বন্ধ মোক্ষ, এ সকল এক সময়ে এক বস্তুতে থাকা বা হওয়া অসিদ্ধ হইবে। ফলিতার্থ—একাত্মবাদ অযৌক্তিক ও অগ্রাহ্য ॥ ১৫২ ॥

অন্যধর্ম্মত্বেঽপি নারোপাৎ তৎসিদ্ধিরেকত্বাৎ ॥ ১৫৩ ॥

অন্যধর্ম্মত্বেঽপি ধর্ম্মাণাং সুখাদীনামারোপাৎ পুরুষে ব্যবস্থা ন সিদ্ধ্যতি ॥ আরোপাধিষ্ঠানপুরুষস্যৈকত্বাদিত্যর্থঃ। আকাশস্যৈকত্বেঽপি ঘটাবচ্ছিন্নাকাশানাং ঘটভেদেন ভিন্নত্বয়ৌপাধিকধর্ম্মব্যবস্থা ঘটতে। আত্মজীবত্বাদিকন্তু নোপাধ্যবচ্ছিন্নস্য। উপাধিবিয়োগে ঘটাকাশনাশবৎ তন্নাশেন জীবো ন ম্রিয়ত ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধপ্রসঙ্গাৎ। কিন্তু কেবলচৈতন্যস্যেতি প্রাগেবোক্তম্। ইমাং বন্ধমোক্ষাদিব্যবস্থানুপপত্তিং সূক্ষ্মামবুদ্ধ্বৈবাধুনিকা বেদান্তিব্রুবা উপাধিভেদেন বন্ধমোক্ষব্যবস্থামৈকাত্ম্যেপ্যাহুঃ। তেঽপ্যেতেন নিরস্তাঃ। যেঽপি তদেকদেশিন ইমামেবানুপপত্তিং পশ্যন্ত উপাধিগতচিৎপ্রতিবিম্বানামেব বন্ধাদীন্যাহুস্তে ত্বতীব ভ্রান্তাঃ। উক্তাভেদাভেদাদিবিকল্পাসহত্বাদিদোষাৎ। 'অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বং" ইত্যত্রোক্তদোষাচ্চ। কিঞ্চ বেদান্তসূত্রে কাপি সর্ব্বাত্মনামত্যন্তৈক্যং নোক্তমস্তি। প্রত্যুত "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ"। "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ"। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ"। ইত্যাদিসূত্রৈর্ভেদ উক্তঃ। অত আধুনিকানামবচ্ছেদপ্রতিবিম্বাদিবাদা অপসিদ্ধান্তা এব স্বশাস্ত্রানুক্তসন্দিগ্ধার্থেষু সমানতন্ত্রসিদ্ধান্তস্যৈব সিদ্ধান্তত্বাচ্চেত্যাদিকং ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রতিপাদিতমস্মাভিঃ ॥ ১৫৩ ॥

নন্বেবং পুরুষনানাত্বে সতি—"এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ নিত্যঃ সর্ব্বগতো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ। একঃ স ভিদ্যতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ ॥" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতিস্মৃতয় আত্মৈকত্বপ্রতিপাদিকা নোপপদ্যন্ত ইতি তত্রাহ।—

সূত্রার্থ :—সুখদুঃখাদি অন্যের অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, পুরুষে তাহা আরোপিত হয়, এ ব্যবস্থাও সিদ্ধ বা সত্য হইবার নহে। কারণ, তন্মতে পুরুষ এক। এক আধারে সেই বহুর আরোপ অসম্ভব ॥ ১৫৩ ॥

নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ ॥ ১৫৪ ॥

আত্মৈক্যশ্রুতীনাং বিরোধস্তু নাস্তি তাসাং জাতিপরত্বাৎ। জাতিঃ সামান্যমেকরূপত্বং তত্রৈবাদ্বৈতশ্রুতীনাং তাৎপর্য্যাৎ। ন ত্বখণ্ডত্বে প্রয়োজনাভাবাদিত্যর্থঃ। জাতিশব্দস্য চৈকরূপতার্থকত্বমুত্তরসূত্রাল্লভ্যতে। যথাশ্রুতজাতিশব্দস্যাদরে। "আত্মা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।" "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ম্"। ইত্যাদ্যদ্বৈতশ্রুত্যুপপাদকতয়ৈব সূত্রং ব্যাখ্যেয়ম্। জাতিপরত্বাৎ। বিজাতীয়দ্বৈতনিষেধপরত্বাদিত্যর্থঃ। তত্রাদ্যব্যাখ্যায়াময়ং ভাবঃ। আত্মৈক্যশ্রুতিস্মৃতিষেকাদিশব্দাশ্চিদেকরূপতামাত্রপরা ভেদাদিশব্দাশ্চ বৈধর্ম্ম্যলক্ষণভেদপরাঃ। "এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্থানত্রয়ব্যতীতস্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" ইত্যাদিবাক্যেষেকরূপার্থত্বাবশ্যকত্বাৎ। অন্যথাবস্থাত্রয়েপ্যাত্মন একতামাত্রজ্ঞানেন স্থানত্রয়ব্যতীতশব্দোক্তায়া অবস্থাত্রয়াভিমাননিবৃত্তেরসম্ভবাৎ। তথৈকরূপতাপ্রতিপাদনেনৈব লিখিলোপাধিবিবেকেন সর্ব্বাত্মনাং স্বরূপবোধনসম্ভবাচ্চ। ন হ্যন্যথা নির্ধর্ম্মকমাত্মস্বরূপং বিশিষ্য ব্রহ্মণাপি শব্দেন সাক্ষাৎপ্রতিপাদয়িতুং শক্যতে। শব্দানাং সামান্যমাত্রগোচরত্বাৎ। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তেষ্বাত্মন একরূপত্বে তু প্রতিপাদিতে তদুপপত্ত্যর্থং শিষ্যঃ স্বয়মেব তাবদ্বিবেচয়তি যাবন্নির্ব্বিশেষে শব্দগোচরে স্বরূপে পর্য্যবস্যতীতি। ততশ্চ নিঃশেষাভিমাননিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যো ভবতি। যদি পুনরদ্বৈতবাক্যান্যখণ্ডতামাত্রপরাণি স্যুস্তর্হি তেভ্যো নাভিমাননিবৃত্তিঃ সম্ভবতি। আকাশে বিবিধশব্দবদখণ্ডেঽপ্যাত্মনি সুখদুঃখতদভাবাদীনামবচ্ছেদকভে-

সূত্রার্থ :—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল এক আত্মা ছিল" ইত্যাদি শ্রুতি জাতি-তাৎপর্য্যে কথিত হইয়াছে। সেভাবে নানাবাদ শ্রুতির অবিরোধী। [সকল আত্মাই সমান, একরূপ, এই অভিপ্রায়ে উক্ত এক শব্দের প্রয়োগ। অখণ্ড অভিপ্রায়ে নহে] ॥ ১৫৪ ॥

দৈরুপপত্তেঃ। একস্যৈব বাক্যস্যাখণ্ডত্বাবৈধর্ম্ম্যোভয়পরত্বে চ বাক্য-ভেদোঽখণ্ডতাপরকল্পনায়াং ফলাভাবশ্চ। অবৈধর্ম্ম্যজ্ঞানাদেব সর্ব্বাভিমান-নিবৃত্তেঃ। অতোঽদ্বৈতবাক্যানি নাখণ্ডতাপরাণি। ন্যায়ানুগ্রহেণ বল-বতীভির্ভেদগ্রাহকশ্রুতিস্মৃতিভির্ব্বিরোধাচ্চ। কিন্ত্ববৈধর্ম্ম্যলক্ষণাভেদ-পরাণ্যেব। সাম্যবোধকশ্রুতিস্মৃতিভিরেকবাক্যত্বাৎ। "সামান্যাৎ তু"ইতি ব্রহ্মসূত্রাচ্চেতি। তত্র সাম্যে শ্রুতয়ঃ। "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম" "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়শ্চ। "জ্যোতিরাত্মনি নান্যত্র সর্ব্বভূতেষু তৎ সমম্। স্বয়ং চ শক্যতে দ্রষ্টুং সুসমাহিতচেতসা॥ যাবানাত্মনি বোধাত্মা তাবানাত্মা পরাত্মনি। য এবং সততং বেদ জনস্থোঽপি ন মুহ্যতি॥" ইত্যাদ্যাঃ। উক্তশ্রুতৌ মোক্ষদশায়ামপি ভেদঘটিতসাম্য-বচনাৎ স্বরূপাভেদোঽপ্যাত্মনামস্তীতি সিদ্ধম্। অবৈধর্ম্ম্যাভেদপরত্বং চাস্মন্মতে বিষ্ণুরহং শিবোঽহমিত্যাদি বাক্যানাং মন্তব্যম্। ন তু "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি"ইত্যাদিবাক্যানামপি। তত্র সাংখ্যমতে প্রলয়-কালীনস্য পূর্ণাত্মন এব তদাদিপদার্থতয়া নিত্যশুদ্ধমুক্তস্ত্বমসীত্যাদিযথা-শ্রুতস্য তাদৃশবাক্যার্থত্বাৎ। যদি তু সর্গাদ্যুৎপন্নপুরুষো নারায়ণাখ্য এব তৎপদার্থস্তদা তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যানামপ্যবৈধর্ম্ম্যার্থকতৈবাস্তু। নন্ব প্রয়োজনাভাবান্ন ভেদপরত্বং শ্রুতীনাং সম্ভবতীতি চেন্ন মোক্ষোপপাদন-স্যৈব প্রয়োজনাৎ। সৃষ্টিসংহারয়োঃ প্রবাহরূপেণানুচ্ছেদাৎ তস্যৈকে মোক্ষানুপপত্তেঃ। অথৈবমাত্মভেদস্য লোকসিদ্ধতয়া ন তৎপরত্বং শ্রুতীনাং ঘটত ইতি মৈবম্। লাঘবতর্কেণাকাশবদাত্মস্বৈকত্বস্যানুমানতঃ প্রসক্তস্য শ্রুত্যাদিভির্নিষেধাৎ। স্বপরচৈতন্যয়োর্ভেদস্য চাপ্রত্যক্ষত্বাৎ। দেহাদিষেবানুভবাৎ। "য এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতেঽথ তস্য ভয়ং ভবতি"ইত্যাদিভেদনিন্দা তু বৈধর্ম্ম্যবিভাগান্তরলক্ষণভেদপরেতি। নন্বেবং মুক্তানাং প্রতিবিম্বাবচ্ছেদশ্রুতীনাং কা গতিরিতি চেদুচ্যতে। অনেক-

তেজোময়াদিত্যমণ্ডলবৎ অনেকাত্মময়মপি চিদাদিত্যমণ্ডলমেকরসমবিভক্তমেকপিণ্ডীকৃত্য তস্য কিরণবৎ স্বাংশভূতৈরসংখ্যপুরুষৈরসংখ্যোপাধিষ্বসংখ্যবিভাগ এব প্রতিবিম্বাদিদৃষ্টান্তৈঃ প্রতিপাদ্যতে বিভাগলক্ষণান্যত্বস্য বাচারম্ভণমাত্রত্বং বোধয়িতুং, ন পুনরখণ্ডত্বম্। "বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।" ইত্যাদিসাংশদৃষ্টান্তশ্রুতীনাং ন্যায়ানুগ্রহেণ বলবত্ত্বাদিতি। যথা চ স্মর্য্যতে—"যস্য সর্ব্বাত্মকত্বেঽপি খণ্ড্যতে নৈকপিণ্ডতা।" ইতি। ব্রহ্মমীমাসংয়াং তু নিত্যাভিব্যক্তে পরমেশ্বরচৈতন্যেঽন্যেষাং লয়রূপাবিভাগেনাপ্যদ্বৈতমুক্তম্ "অবিভাগো বচনাৎ"ইতি সূত্রেণেতি। অধিকং তু ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রোক্তমস্মাভিরিতি দিক্। সূত্রস্য দ্বিতীয়ব্যাখ্যায়াং ত্বয়ং ভাবঃ। প্রলয়কালে পুরুষবিজাতীয়ং সর্ব্বমেবাসৎ। অর্থক্রিয়াকারিত্বাভাবাৎ। পুরুষাণাং কূটস্থত্বেনার্থক্রিয়ৈবাপ্রসিদ্ধেতি। অতঃ সর্গকাল ইব প্রলয়েঽপি সত্ত্বম্। অতস্তদাত্মনাং বিজাতীয়দ্বৈতরাহিত্যম্। তথা সর্গকালেঽপি কূটস্থত্বরূপপারমার্থিকসত্ত্বেনান্যস্যেতি বিজাতীয়দ্বৈতরাহিত্যাৎ সর্গকালীনাদ্বৈতশ্রুতয়োঽপ্যুপপন্না ইতি ॥ ১৫৪ ॥

নন্বাত্মন একত্ববদেকরূপত্বমপি নানারূপতাপ্রত্যক্ষেণ বিরুদ্ধং তৎ কথমুক্তং জাতিপরত্বাদিতি তত্রাহ।—

বিদিতবন্ধকারণস্য দৃষ্ট্যাতদ্রূপম্ ॥ ১৫৫ ॥

বিদিতং স্পষ্টং বন্ধকারণমবিবেকো যত্র তস্য দৃষ্ট্যৈব পুরুষেষ্বতদ্রূপং রূপভেদ ইত্যর্থঃ। অতো ভ্রান্তদৃষ্ট্যা ন রূপভেদসিদ্ধিরিতি ॥ ১৫৫ ॥

নহু তথাপ্যনুপলম্ভাদেকরূপত্বাভাবঃ সেৎস্যতি তত্রাহ।—

সূত্রার্থ ॥—বন্ধনের কারণ অবিবেক। তাহা যাহাদের বিদিত অর্থাৎ বিজ্ঞাত, তাদৃশ পুরুষের দর্শনে (জ্ঞানে) পুরুষের একরূপতা ভাসমান হয়। ভাবার্থ এই যে, অজ্ঞ লোকে ভ্রান্তি বশতঃ আত্মার একরূপতা বোধগম্য করিতে পারে না ॥ ১৫৫ ॥

নান্ধাদৃষ্ট্যা চক্ষুষ্মতামনুপলম্ভঃ ॥ ১৫৬ ॥

অনুপলম্ভ এবাসিদ্ধঃ। অজ্ঞৈরদর্শনেঽপি জ্ঞানিভিরেকরূপত্বস্য দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫৬ ॥

অদ্বৈতশ্রুত্যনুপপত্তিং সমাধায়াখণ্ডাদ্বৈতে বাধকান্তরমাহ।—

বামদেবাদির্মুক্তো নাদ্বৈতম্ ॥ ১৫৭ ॥

বামদেবাদির্মুক্তোঽস্তি তথাপীদানীং বন্ধঃ স্বস্মিন্ননুভবসিদ্ধঃ। অতো নাখণ্ডাত্মাদ্বৈতমিত্যর্থঃ। 'স চাপি জাতিস্মরণাপ্তবোধস্তত্রৈব জন্মন্যপবর্গমাপ"ইত্যাদিবাক্যশতবিরোধশ্চেতি শেষঃ। ন চৈবং বন্ধমোক্ষাবুপাধেরেবেত্যবগন্তব্যম্, শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধান্তবিরোধাৎ। দুঃখং মা ভুঞ্জীয়েতি কামনাদর্শনেন পুরুষমোক্ষস্যৈব মোক্ষাখ্যপরমপুরুষার্থত্বাচ্চ। উপাধের্দুঃখহানস্য চ তাদর্থ্যেন পরম্পরয়ৈব পুরুষার্থত্বাৎ পুত্রাদিবদিতি। যদপ্যাধুনিকৈর্ম্মায়াবাদিভিরুচ্যতে, অদ্বৈতশ্রুতিবিরোধাদ্‌বন্ধমোক্ষসৃষ্টিসংহারাদিশ্রুতয়ো বাধ্যন্ত ইতি, তদপ্যসৎ, মোক্ষাখ্যফলস্যাপি শ্রবণ-

সূত্রার্থ :—অন্ধ দেখে না, তাই বলিয়া চক্ষুষ্মান্‌ও দেখিবে না, এরূপ হয় না। অজ্ঞ বা অবিবেকী আত্মগণের একরূপতা অনুভব করিতে না পারিলেও জ্ঞানী বা বিবেকী তাহা অনুভব করেন। অতএব, অখণ্ডাদ্বৈত ভ্রান্তদৃষ্ট ॥ ১৫৬ ॥

সূত্রার্থ :—বামদেব প্রভৃতি ঋষি মুক্ত হইয়াছেন এবং সেই সেই মুক্তাত্মা অমর। এ সংবাদ সত্য হইলে অবশ্যই অখণ্ডাদ্বৈত অসত্য হইবে। আমরা বদ্ধ, এ অনুভব সমুদায় অমুক্ত জীবে বিরাজিত। ইহাতেও বুঝা যায় যে, আত্মা অখণ্ড এক নহে। আত্মা অসংখ্য ; পরন্তু সকল আত্মা তুল্যরূপী ও তুল্যস্বভাব। শ্রুতি তদ্রূপ অদ্বৈতই বলিয়াছেন, খণ্ডাদ্বৈত বলেন নাই। ১৫৭ ॥

কাল এবাভাবনিশ্চয়ে শ্রবণোত্তরং মননাদিবিধেরনুষ্ঠানলক্ষণাপ্রামাণ্য-প্রসঙ্গাৎ। প্রপঞ্চান্তর্গতস্য বেদান্তস্যাপ্যদ্বৈতশ্রুত্যা বাধে বেদান্তাবগতে-ঽপ্যদ্বৈতে পুনঃ সংশয়াপত্তেশ্চ। স্বাপ্নবাক্যস্য জাগ্রতি বাধে তদ্বাক্যার্থে পুনঃ সংশয়বৎ। কিঞ্চ "মিথ্যাবুদ্ধির্নাস্তিকতা"ইত্যনুশাসনাদ্ধর্ম্মাদিমু-স্বাপবন্মিথ্যাদৃষ্টয়ো বৌদ্ধপ্রভেদা এব, সাংবৃত্তিকশব্দেন প্রপঞ্চস্যা-বিস্তকতায়াশ্চ তৈরভ্যুপগমাদিতি দিক্। ১৫৭ ॥

ননু বামদেবাদেরপি পরমমোক্ষো ন জাত ইত্যভ্যুপেয়ং তত্রাহ।—

অনাদাবদ্য যাবদভাবাদ্ভবিষ্যদপ্যেবম্। ১৫৮ ॥

অনাদৌ কালেঽদ্য যাবচ্চেন্মোক্ষো ন জাতঃ কস্যাপি তর্হি ভবিষ্যৎ-কালোঽপ্যেবং মোক্ষশূন্য এব স্যাৎ .সম্যক্‌সাধনানুষ্ঠানস্যাবিশেষাদি-ত্যর্থঃ ॥ ১৫৮ ॥ তত্র প্রয়োগমাহ।—

ইদানীমিব সর্ব্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ ॥ ১৫৯ ॥

সর্ব্বত্র কালে বন্ধস্যাত্যন্তোচ্ছেদঃ কস্যাপি পুংসো নাস্তি বর্ত্তমান-কালবদিত্যনুমানং সম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১৫৯ ॥

পুরুষাণাং যদেকরূপত্বমেকত্বপ্রতিপাদকশ্রুত্যর্থাবধারিতং তৎ কিং মোক্ষকালে কিং সর্ব্বদৈবেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ।—

সূত্রার্থ:—কাল অনাদি। অনাদি কালের আজ পর্য্যন্ত কেহ মুক্ত হয় নাই, এ কথা বলিলে আমরা বলিব, ভবিষ্যতেও কেহ মুক্ত হইবে না। মোক্ষ শূন্যসম, তল্লাভার্থ যত্ন করা বৃথা। ১৫৮ ॥

সূত্রার্থ:—যেমন এই বিদ্যমান সময়ে আত্যন্তিক বন্ধনচ্ছেদ (সমুদয় আত্মার পরম মোক্ষ) দৃষ্ট হয় না, এইরূপ, সকল কালে জানিবে। কোন পুরুষ মুক্ত ও কোন পুরুষ অমুক্ত (সংসারী) দৃষ্ট হয়। সুতরাং অখণ্ডাদ্বৈত অযৌক্তিক। ১৫৯ ॥

ব্যাবৃত্তোভয়রূপঃ ॥ ১৬০ ॥

স চ পুরুষো ব্যাবৃত্তোভয়রূপো ব্যাবৃত্তো নিবৃত্তো রূপভেদো যস্মাৎ তথেত্যর্থঃ। শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যঃ সদৈকরূপতাসিদ্ধেরিতি শেষঃ॥ তদুক্তম্। "বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া। রমমাণো গুণেষ্বস্যা মমাহমিতি বধ্যতে॥" ইতি। "জগদাখ্যমহাস্বপ্নে স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরং ব্রজেৎ। রূপং ত্যজতি নো শান্তং ব্রহ্ম শান্তত্ববৃংহিতম্॥" ইতি চ ॥ ১৬০ ॥

নমু সাক্ষিত্বস্যানিত্যত্বাৎ পুরুষাণাং কথং সদৈকরূপত্বং তত্রাহ।—

সাক্ষাৎসম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্ ॥ ১৬১ ॥

পুরুষস্য যৎ সাক্ষিত্বমুক্তং তৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধমাত্রাৎ। ন তু পরিণামত ইত্যর্থঃ। সাক্ষাৎসম্বন্ধেন বুদ্ধিমাত্রসাক্ষিতাবগম্যতে "সাক্ষাদ্দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্"ইতি সাক্ষিশব্দব্যুৎপাদনাৎ। সাক্ষাদ্দ্রষ্টৃত্বং চাব্যধানেন দ্রষ্টৃত্বম্। পুরুষে চ সাক্ষাৎসম্বন্ধঃ স্ববুদ্ধিবৃত্তেরেব ভবতি। অতো বুদ্ধেরেব সাক্ষী পুরুষোঽন্যেষাং তু দ্রষ্টৃমাত্রমিতি শাস্ত্রীয়ো বিভাগঃ। জ্ঞাননিয়ামকশ্চাথা-কারতাস্থানীয়ঃ প্রতিবিম্বরূপ এব সম্বন্ধঃ ন তু সংযোগমাত্রমতি-প্রসঙ্গাদিত্যসকৃদাবেদিতম্॥ বিষ্ণ্বাদেঃ সর্ব্বসাক্ষিত্বং ত্বিন্দ্রিয়াদিব্যবধানা ভাবমাত্রেণ গৌণম্। অক্ষসম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বমিতি পাঠে ত্বক্ষমত্র বুদ্ধিঃ করণত্বসামান্যাৎ। তস্যা যথোক্তাৎ প্রতিবিম্বরূপাৎ সম্বন্ধাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬১॥

সূত্রার্থ :—পুরুষ (আত্মা) মোক্ষকালে একরূপ, সংসারকালে অন্যরূপ, তাহা নহে। ইনি বস্তুতঃই সকল কালে ব্যাবৃত্তোভয়রূপ। অর্থাৎ এক-রূপ। [যাহাতে রূপ ভেদ নিবৃত্ত আছে তাহা ব্যাবৃত্তোভয়-রূপ]। ১৬০ ॥

সূত্রার্থ :—শ্রুতি যে পুরুষকে "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" সাক্ষী বা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা বলিয়াছেন, সে কথা সাক্ষাৎসম্বন্ধমূলক, পরিণাম মূলক নহে। ইনিই বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী বা দ্রষ্টা]। ১৬১ ॥

উভয়রূপত্বাভাবসিদ্ধ্যর্থং পুরুষস্থাপরৌ বিশেষাবাহ সূত্রাভ্যাম্।—

নিত্যমুক্তত্বম্॥ ১৬২॥

সদৈব পুরুষস্য দুঃখাখ্যবন্ধশূন্যত্বম্। দুঃখাদের্বুদ্ধিপরিণামত্বাদিত্যর্থঃ। পুরুষার্থস্তু দুঃখভোগনিবৃত্তিঃ প্রতিবিম্বরূপদুঃখনিবৃত্তির্বেত্যুক্তমেব॥১৬২॥

ঔদাসীন্যং চেতি॥ ১৬৩॥

ঔদাসীন্যমকর্ত্তৃত্বং তেন চান্যেঽপি নিষ্কামত্বাদয় উপলক্ষণীয়াঃ। "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি শ্রুতেঃ। ইতিশব্দঃ পুরুষধর্ম্মপ্রতিপাদনসমাপ্তৌ॥ ১৬৩॥

নন্বেবং প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যোঽন্যং বৈধর্ম্ম্যেণ বিবেকে সিদ্ধে পুরুষস্য কর্ত্তৃত্বং বুদ্ধেরপি চ জ্ঞাতৃত্বং শ্রুতিস্মৃত্যোরুচ্যমানং কথমুপপদ্যেতাং তত্রাহ।—

উপরাগাৎ কর্ত্তৃত্বং চিৎসান্নিধ্যাচ্চিৎসান্নিধ্যাৎ॥ ১৬৪॥

অত্র যথাযোগ্যমন্বয়ঃ। পুরুষস্য যৎ কর্ত্তৃত্বং তদ্বুদ্ধ্যুপরাগাৎ। বুদ্ধেশ্চ

সূত্রার্থ :—পুরুষ নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সকল কালেই নির্দুঃখ। দুঃখাদি বুদ্ধির বিকার। সে জন্য সে সকল পুরুষে অনুৎপন্ন। সে সকল পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। প্রতিবিম্বিত হওয়াই ভোগ এবং তাহারই নিবৃত্তি প্রার্থনীয়। ১৬২॥

সূত্রার্থ :—ঔদাসীন্য অর্থাৎ অকর্ত্তৃত্ব। পুরুষ কিছু করেন না। ইহাতে কার্য্যপ্রয়োজক কৃতির (প্রযত্নের) ও ইচ্ছাদির অভাব আছে। সে সকল বুদ্ধিনিষ্ঠ, পুরুষনিষ্ঠ নহে। ১৬৩॥

সূত্রার্থ :—বুদ্ধির উপরাগে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব এবং চৈতন্যের প্রতিচ্ছায়ায় বুদ্ধির চিদ্ভাব প্রতীত হইয়া থাকে। বাস্তব পক্ষে পুরুষ অকর্ত্তৃস্বভাব ও বুদ্ধি অচেতন স্বভাব হইলেও পরস্পর বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব প্রাপ্তে পরস্পরের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৬৪॥

যা চিন্তা সা পুরুষসান্নিধ্যাৎ। এতদুভয়ং ন বাস্তবমিত্যর্থঃ। যথাগ্ন্যয়সোঃ পরস্পরং সংযোগবিশেষাৎ পরস্পরধর্ম্মব্যবহার ঔপাধিকো যথা জল-সূর্য্যয়োঃ সংযোগাৎ পরস্পরধর্ম্মারোপস্তথৈব বুদ্ধিপুরুষয়োরিতি ভাবঃ। এতচ্চ কারিকয়াপ্যুক্তম্। "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্। গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥" ইতি। "চিৎ-সান্নিধ্যাৎ"ইতি দ্বিঃপাঠোঽধ্যায়সমাপ্তিসূচনার্থঃ॥ ১৬৪॥

"হেয়হানে তয়োর্হেতূ ইতি ব্যূহা যথাক্রমম্।
চত্বারঃ শাস্ত্রমুখ্যার্থা অধ্যায়েঽস্মিন্ প্রপঞ্চিতাঃ॥
সংক্ষিপ্তসাঙ্খ্যসূত্রাণামর্থস্যাত্র প্রপঞ্চনাৎ।
শাস্ত্রং যোগবদেবেদং সাঙ্খ্যপ্রবচনাভিধম্॥"

ইতি বিজ্ঞানচার্য্যনির্ম্মিতে কাপিলসাঙ্খ্যপ্রবচনস্য ভাষ্যে
বিষয়াধ্যায়ঃ॥ ১॥

ইতি প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শাস্ত্রস্য বিষয়ো নিরূপিতঃ। সাম্প্রতং পুরুষস্যাপরিণামিত্বোপপাদনায় প্রকৃতিতঃ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ামতিবিস্তরেণ দ্বিতীয়াধ্যায়ে বক্ষ্যতি। তন্ত্রৈব প্রধানকার্য্যাণাং স্বরূপং বিস্তরতো বক্তব্যং তেভ্যোঽপি পুরুষস্যাতিস্ফুট-বিবেকায়। অতএব। "বিকারং প্রকৃতিং চৈব পুরুষং চ সনাতনম্। যো যথাবদ্বিজানাতি স বিতৃষ্ণো বিমুচ্যতে॥" ইতি মোক্ষধর্ম্মাদিষু ত্রয়াণামেব জ্ঞেয়ত্ববচনম্। তত্রাদাবচেতনায়াঃ প্রকৃতের্নিষ্প্রয়োজনস্রষ্টৃত্বে মুক্তস্যাপি বন্ধপ্রসঙ্গ ইত্যাশয়েন জগৎসর্জ্জনে প্রয়োজনমাহ—

বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য ॥ ১ ॥

কর্তৃত্বমিতি পূর্ব্বাধ্যায়শেষসূত্রাদনুষজ্যতে স্বভাবতো দুঃখবন্ধাদ্বি-মুক্তস্য পুরুষস্য প্রতিবিম্বরূপদুঃখমোক্ষার্থং প্রতিবিম্বসম্বন্ধেন দুঃখমোক্ষার্থং বা প্রধানস্য জগৎকর্ত্তৃত্বম্। অথবা স্বার্থম্। স্বস্য পারমার্থিক-দুঃখমোক্ষার্থমিত্যর্থঃ। যদ্যপি মোক্ষবদ্ভোগোঽপি সৃষ্টেঃ প্রয়োজনং তথাপি মুখ্যত্বান্মোক্ষ এবোক্তঃ ॥ ১ ॥

নন্ মোক্ষার্থং চেৎ সৃষ্টিস্তর্হি সকৃৎ সৃষ্ট্যৈব মোক্ষসম্ভবে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির্ন স্যাদিতি তত্রাহ—

সূত্রার্থঃ - মুক্তস্বভাব (নির্দুঃখ স্বভাব) পুরুষে মিথ্যা দুঃখসম্বন্ধ না থাকে অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ দুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইবে না, সেই উদ্দেশে অথবা আপনাতে দুঃখাদি বিকার উৎপন্ন হইবে না, বিনিবৃত্ত থাকিবে, এই উদ্দেশে প্রধানের অর্থাৎ প্রকৃতির জগৎকর্ত্তৃত্ব সংঘটিত হইয়াছে। পরিষ্কার কথা এই যে নির্দুঃখ আত্মার প্রকৃতিপ্রতিবিম্বপ্রভব দুঃখসম্বন্ধ নিবৃত্তি করাই সৃষ্টির প্রয়োজন। এতন্মতে প্রকৃতিই জগৎকর্ত্রী, পুরুষ উদাসীন ॥ ১ ॥

বিরক্তস্য তৎসিদ্ধেঃ ॥ ২ ॥

নৈকদা সৃষ্টের্মোক্ষঃ কিন্তু বহুশো জন্মমরণব্যাধ্যাদিবিবিধদুঃখেন ভৃশং তপ্তস্য ততশ্চ প্রকৃতিপুরুষয়োর্বিবেকখ্যাত্যোৎপন্নপরবৈরাগ্যস্যৈব মোক্ষোৎপত্তিসিদ্ধেরিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সকৃৎ সৃষ্ট্যা বৈরাগ্যাসিদ্ধৌ হেতুমাহ—

ন শ্রবণমাত্রাৎ তৎ সিদ্ধিরনাদিবাসনায়া বলবত্ত্বাৎ ॥ ৩ ॥

শ্রবণমপি বহুজন্মকৃতপুণ্যেন ভবতি। তত্রাপি শ্রবণমাত্রান্ন বৈরাগ্য-সিদ্ধিঃ কিন্তু সাক্ষাৎকারাৎ। সাক্ষাৎকারশ্চ ঝটিতি ন ভবতি। অনাদি-মিথ্যাবাসনায়া বলবত্ত্বাৎ। কিন্তু যোগনিষ্ঠয়া। যোগে চ প্রতিবন্ধ-বাহুল্যমিত্যতো বহুজন্মভিরেব বৈরাগ্যং মোক্ষশ্চ কদাচিৎ কস্যচিদেব সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ সৃষ্টিপ্রবাহে হেত্বন্তরমাহ—

সূত্রার্থঃ—এক সৃষ্টিতে অর্থাৎ এক জন্মে পুরুষের মোক্ষ (প্রতি-বিম্বরূপ দুঃখের নিবৃত্তি) হয় না। বার বার বহুবার জন্ম, মরণ, আধি, ব্যাধি ভোগ করিয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ অনুভব করিয়া যখন যৎপরোনাস্তি বৈরাগ্য জন্মে, তখন সেই বিরক্ত পুরুষ বিবেক জ্ঞান লাভ করিয়া পরিমুক্ত হন। ২।

সূত্রার্থঃ শাস্ত্র শ্রবণ করিলেই বৈরাগ্য জন্মে, তাহা নহে। অর্থাৎ জন্মে না। কেননা, অনাদি বাসনা (সংসার ভোগের সংস্কার) বলবতী। [জন্ম জন্ম পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারিলে তবে শাস্ত্রবিহিত উপযুক্ত শ্রবণ ঘটনা হয়। শ্রবণের ফল বিবেকসাক্ষাৎকার। তাহা ইচ্ছানুরূপ শীঘ্র হইবার নহে। অনাদি-মিথ্যা-সংস্কার তাহার প্রতিবন্ধক। যোগনিষ্ঠ হইতে পারিলে বাসনাচ্ছেদ হইতে পারে বটে; কিন্তু যোগের প্রতিবন্ধক অনেক। এই সকল কারণে বহু জন্মের পর বৈরাগ্য ও মোক্ষ হয়।] ॥ ৩ ॥

বহুভৃত্যবর্দ্ধা প্রত্যেকম্ ॥ ৪ ॥

যথা গৃহস্থানাং প্রত্যেকং বহবো ভর্ত্তব্যা ভবন্তি স্ত্রীপুত্রাদিভেদেন। এবং সত্ত্বাদিগুণানামপি প্রত্যেকমসঙ্খ্যপুরুষা বিমোচনীয়া ভবন্তি। অতঃ কিয়ৎপুরুষমোক্ষেঽপি পুরুষান্তরমোচনার্থং সৃষ্টিপ্রবাহো ঘটতে। পুরুষাণামানন্ত্যাদিত্যর্থঃ। তথা চ যোগসূত্রম্ "কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ" ইতি ॥ ৪ ॥

নন্থ প্রকৃতেরেব স্রষ্টৃত্বং কথমুচ্যতে। "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি শ্রুত্যা পুরুষস্যাপি স্রষ্টৃত্বসিদ্ধেরিতি তত্রাহ—

প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ ॥ ৫ ॥

প্রকৃতৌ স্রষ্টৃত্বস্য বস্তত্বে চ সিদ্ধে পুরুষস্য স্রষ্টৃত্বাধ্যাস এব শ্রুতিষু সিদ্ধ্যতি। উপাসনায়ামেব শ্রুতেস্তাৎপর্য্যাৎ। "অজামেকাম্" ইত্যাদি-শ্রুত্যন্তরেণ প্রকৃতেঃ স্রষ্টৃত্বসিদ্ধেঃ পুংসাং কূটস্থচিন্মাত্রতাবোধকশ্রুত্যন্তর-বিরোধাচ্চেত্যর্থঃ। অয়ং চাধ্যাস উপচাররূপো লোকে সিদ্ধ এবাস্তি। যথা স্বশক্তিষু যোধেষু বর্ত্তমানৌ জয়পরাজয়ৌ রাজন্যুপচর্য্যেতে তথা স্বশক্তৌ প্রকৃতৌ বর্ত্তমানং স্রষ্টৃত্বাদিকং শক্তিমৎসু পুরুষেষুপচর্য্যতে শক্তিশক্তিমদভেদাৎ। তদুক্তং কৌর্ম্মে—"শক্তিশক্তিমতোর্ভেদং পশ্যন্তি পরমার্থতঃ। অভেদং চানুপশ্যন্তি যোগিনস্তত্ত্বচিন্তকাঃ॥" ইতি

সূত্রার্থঃ—যেমন এক ব্যক্তির অনেক ভৃত্য থাকে, তেমনি, সত্ত্বাদি গুণেরও প্রত্যেকের বহু মোচনীয় আছে। সেইজন্য কতিপয় পুরুষ মুক্ত হইলেও অবশিষ্টের বিমোচনার্থ সৃষ্টি থাকে এবং সেইজন্য ইহা প্রবাহাকারে অবস্থিত থাকে ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থঃ—সৃষ্টিশক্তি প্রকৃতির, ইহা সত্য ও প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং পুরুষের কর্তৃত্ব অধ্যস্ত বা আরোপিত ॥ ৫ ॥

ভেদমন্যোন্যাভাবমভেদং চাবিভাগরূপং প্রকৃত্যাদিতত্ত্বোপাসকাঃ পশ্যন্তীত্যর্থঃ। তয়োশ্চোদাহরণম্। "অথাত আদেশো নেতি" ইত্যাদিশ্রুতিঃ। "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিশ্চেতি ॥ ৫ ॥

নম্বেবং প্রকৃতাবপি স্রষ্টৃত্বং বাস্তবমিতি কুতোঽবধৃতং সৃষ্টেঃ স্বপ্নাদিতুল্যতায়া অপি শ্রবণাদিতি তত্রাহ—

কার্য্যতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৬ ॥

কার্য্যাণামর্থক্রিয়াকারিতয়া বাস্তবত্বেন কার্য্যত এব ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণেন প্রকৃতের্ব্বাস্তবস্রষ্টৃত্বসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। স্বপ্নাদিতুল্যতাশ্রুতয়স্তু নিত্যতারূপাসত্ত্বাংশমাত্রে পুরুসাধ্যস্তত্ত্বাংশে বা বোধ্যাঃ। অন্যথা সৃষ্টিপ্রতিপাদকশ্রুতিবিরোধাৎ। স্বপ্নপদার্থানামপি মনঃপরিণামত্বেনাত্যন্তাসত্তাবিরহাচ্চেতি ॥ ৬ ॥

নমু প্রকৃতেঃ স্বার্থত্বপক্ষে মুক্তপুরুষং প্রত্যপি সা প্রবর্ত্তেত তত্রাহ—

চেতনোদ্দেশান্নিয়মঃ কণ্টকমোক্ষবৎ ॥ ৭ ॥

চিতী সংজ্ঞান ইতিব্যুৎপত্ত্যা চেতনোঽত্রাভিজ্ঞঃ। যথৈকমেব কণ্টকং

সূত্রার্থ:—যাহা যাহা জন্মে তাহা তাহাই কার্য্য। কার্য্যমাত্রেই অর্থক্রিয়াকারী। (যেমন ঘটের অর্থক্রিয়া জল আহরণ)। অর্থাৎ ব্যবহার নির্ব্বাহক। তাহা যখন বাস্তব বা সত্য, তখন তন্মূল প্রধান ও তাহার স্রষ্টৃত্ব উভয়ই বাস্তব বা সত্য ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ:—চেতনের অর্থাৎ অভিজ্ঞের উদ্দেশ থাকায় কণ্টক মোক্ষণের দৃষ্টান্তে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা নির্ণীত হয়। [একই কণ্টক, পরন্তু যে অভিজ্ঞ সে তাহা হইতে পরিত্রাণ পায়, মুক্তিলাভ করে। যে অনভিজ্ঞ সে পরিত্রাণ পায় না; প্রত্যুত তদ্বেধজনিত দুঃখই পায়। এতদ্দৃষ্টান্তে প্রকৃতিও অনভিজ্ঞের নিকট দুঃখদায়িনী হন।] ৭ ॥

যশ্চেতনোঽভিজ্ঞস্তস্মাদেব মুচ্যতে তং প্রত্যেব দুঃখাত্মকং ন ভবত্যন্যান্ প্রতি তু ভবত্যেব তথা প্রকৃতিমপি চেতনাদভিজ্ঞাৎ কৃতার্থাদেব মুচ্যতে তং প্রত্যেব দুঃখাত্মিকা ন ভবতি। অন্যাননভিজ্ঞান্ প্রতি তু দুঃখাত্মিকা ভবত্যেবেতি নিয়মো ব্যবস্থেত্যর্থঃ। এতেন স্বভাবতো বদ্ধায়া অপি প্রকৃতেঃ স্বমোক্ষো ঘটত ইত্যতো ন মুক্তপুরুষং প্রতি প্রবর্ত্ততে ॥ ৭ ॥

নন্বু পুরুষে স্রষ্টৃত্বমধ্যস্তমাত্রমিতি যদুক্তং তন্ন যুক্তম্। প্রকৃতি-সংযোগেন পুরুষস্যাপি মহদাদিপরিণামৌচিত্যাৎ। দৃষ্টো হি পৃথিব্যাদি-যোগেন কাষ্ঠাদেঃ পৃথিব্যাদিসদৃশঃ পরিণাম ইতি তত্রাহ।—

অন্যযোগেঽপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যেনায়োদাহবৎ ॥ ৮ ॥

প্রকৃতিযোগেঽপি পুরুষস্য ন স্রষ্টৃত্বসিদ্ধিরাঞ্জস্যেন, সাক্ষাৎ। তত্র দৃষ্টান্তোঽয়োদাহবৎ। যথায়সো ন দগ্ধৃত্বং সাক্ষাদস্তি কিন্তু স্বসংযুক্তাগ্নি-দ্বারকমধ্যস্তমেবেত্যর্থঃ। উক্ত দৃষ্টান্তে তূভয়োঃ পরিণামঃ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্বাদিষ্যতে, সন্দিগ্ধস্থলে ত্বেকস্যৈব পরিণামেনোপপত্তাবুভয়োঃ পরিণামকল্পনে গৌরবম্। অন্যথা জপাসংযোগাৎ স্ফটিকস্য রাগ-পরিণামাপত্তেরিতি ॥ ৮ ॥

সৃষ্টেঃ ফলং মোক্ষ ইতি প্রাগুক্তম্। ইদানীং সৃষ্টের্মুখ্যং নিমিত্ত-কারণমাহ—

সূত্রার্থ :—প্রকৃতিসংযোগ আছে. তাই বলিয়া পুরুষের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব স্বীকার্য্য হইবে না পুরুষের কর্তৃত্ব লৌহ-দাহের অনুরূপ আরোপিত। লৌহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র দগ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই। পরন্তু অগ্নি-সংযোগ হইলে তাহাতে দাহিকাশক্তি আগমন করে। পুরুষের প্রকৃতি সংযোগনিবন্ধন, কর্তৃত্বও সেই প্রকারে আরোপিত হইয়া থাকে।] ৮ ॥

রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ ॥ ৯ ॥

রাগে সৃষ্টির্বৈরাগ্যে চ যোগঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ মুক্তিরিতি যাবৎ। অথবা চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইত্যর্থঃ। তথা চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং রাগঃ সৃষ্টি-কারণমিত্যাশয়ঃ। তথা চ শ্রুতিরপি ব্রহ্মাদিরূপাং বিবিধকর্ম্মগতিমুক্ত্বাহ "ইতি তু কাময়মানো, যোঽকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি। রাগবৈরাগ্যে অপি প্রকৃতিধর্ম্মাবেব ॥ ৯ ॥

ইতঃ পরং সৃষ্টিপ্রক্রিয়াং বক্তুমারভতে।—

মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্ ॥ ১০ ॥

সৃষ্টিরিতি পূর্ব্বসূত্রাদনুবর্ত্ততে। যদ্যপি "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিশ্রুতাবাদাবেব পঞ্চভূতানাং সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে তথাপি মহ-দাদিক্রমেণৈব পঞ্চভূতানাং সৃষ্টিরিষ্টেত্যর্থঃ। তেজ আদিসৃষ্টিশ্রুতৌ গগনবায়ুসৃষ্টেরাপূরণবদুক্তশ্রুতাবপ্যাদৌ মহদাদিসৃষ্টিঃ পূরণীয়েতি ভাবঃ। অত্র চ প্রমাণং ঘটসৃষ্টিবদন্তঃকরণাতিরিক্তাখিলসৃষ্টেরন্তঃকরণবৃত্তিপূর্ব্বক-ত্বানুমানম্। কিঞ্চ। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী ॥" ইতি শ্রুত্যন্তরস্থ-পাঠক্রমানুরোধেন "স প্রাণমসৃজৎ প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুম্" ইত্যাদি-শ্রুত্যন্তরেণ চ পঞ্চভূতসৃষ্টেঃ প্রাঙ্মহদাদিসৃষ্টিরবধার্য্যত ইতি। প্রাণশ্চান্তঃ-

সূত্রার্থ ঃ—রাগকালে সৃষ্টি ও সংহার এবং বিরাগকালে যোগ অর্থাৎ কেবলী ভাব। কেবলীভাব স্বরূপে অবস্থিতি, মোক্ষ, এ সকল সমান কথা। ৯ ॥

সূত্রার্থ ঃ—প্রকৃতি হইতে ক্রমে ক্রমে মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্রাপঞ্চক ও ভূতপঞ্চক সৃষ্ট হইয়াছে। সেই সকল বরদমুষ্টি প্রক্ষেপ ন্যায়ে এক কালে সৃষ্ট হয় নাই, পরিণামক্রমে পর পর হইয়াছে। ১০ ॥

করণস্য বৃত্তিভেদ ইতি বক্ষ্যতি। অতোঽস্মাৎ শ্রুতৌ প্রাণ এব মহত্তত্ত্ব-মিতি। তথা বেদান্তসূত্রমপি মহদাদিক্রমেণৈব সৃষ্টিং বক্তি। "অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাৎ" ইতি। সদাকাশয়োর্মধ্যে বুদ্ধিমনসী উৎপাদ্যে ইতি ক্রমেণেত্যর্থঃ। মনসি চাহঙ্কারস্য প্রবেশ ইতি। ১০ ॥

প্রকৃতেরেব স্রষ্টৃত্বং স্বমোক্ষার্থং তস্যা নিত্যত্বাৎ, মহদাদীনাং তু স্বস্ব-বিকারস্রষ্টৃত্বং, ন স্বমোক্ষার্থমনিত্যত্বাদিতি বিশেষমাহ।—

আত্মার্থত্বাৎ সৃষ্টেনৈর্ষামাত্মার্থ আরম্ভঃ ॥ ১১ ॥

এষাং মহদাদীনাং স্রষ্টৃত্বস্যাত্মার্থত্বাৎ পুরুষমোক্ষার্থত্বান্ন স্বার্থ আরম্ভঃ স্রষ্টৃত্বং, বিনাশিত্বেন মোক্ষাযোগাদিত্যর্থঃ। পরমোক্ষার্থকত্বে চাবশ্যকে পুরুষমোক্ষার্থকত্বমেব যুক্তং, ন প্রকৃতিমোক্ষার্থকত্বং তস্যাঃ পুরুষ-গুণত্বাদিতি ॥ ১১ ॥ খণ্ডদিক্কালয়োঃ সৃষ্টিমাহ—

দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ ॥ ১২ ॥

নিত্যৌ যৌ দিক্কালৌ তাবাকাশপ্রকৃতিভূতৌ প্রকৃতেগুর্ণবিশে-

সূত্রার্থ ঃ—মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি আত্মার মুক্তির নিমিত্ত। নিজ মুক্তির নিমিত্ত নহে। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সকলেই নশ্বর, সেজন্য তাহাদের মুক্তি অপ্রয়োজনীয়। ১১ ॥

সূত্রার্থ ঃ—দিক্ ও কাল আকাশাদি হইতে সমুৎপন্ন। [অনাদি নিধন কাল ও দিক্ প্রকৃতিরই স্বরূপ। সেইজন্য নিত্যা দিক্ ও নিত্য কাল বিভু। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। খণ্ডকাল ও খণ্ডদিক্ আকাশ মূলক অর্থাৎ সেই সেই উপাধিযোগে আকাশে সমুৎপন্ন ॥ ১২ ॥]*

* ন্যায় ও বৈশেষিক মতে দিক্ ও কাল নিত্য অর্থাৎ অনুৎপন্ন পদার্থ। এতন্মতেও খণ্ড দিক্ ও খণ্ড কাল অনিত্য ও আকাশে কল্পিত।

যাবেব। অতো দিক্কালয়োর্ব্বিভুত্বোপপত্তিঃ। "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্য" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তং বিভুত্বং নিত্যত্বং চাকাশস্থোপপন্নম্। যৌ তু খণ্ডদিক্কালৌ তৌ তু তত্তদুপাধিসংযোগাদাকাশাদুৎপদ্যেতে ইত্যর্থঃ। আদিশব্দেনোপাধিগ্রহণাদিতি। যদ্যপি তত্তদুপাধিবিশিষ্টাকাশমেব খণ্ডদিক্কালৌ, তথাপি বিশিষ্টস্যাতিরিক্ততাভ্যুপগমবাদেন বৈশেষিকনয়ে শ্রোত্রস্য কার্য্যতাবৎ তৎকার্য্যত্বমত্রোক্তম্ ॥ ১২ ॥

ইদানীং মহদাদিক্রমেণেত্যুক্তান্ স্বরূপতো ধর্ম্মতশ্চ ক্রমেণ দর্শয়তি—

অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ ॥১৩॥

মহত্তত্ত্বস্য পর্য্যায়ো বুদ্ধিরিতি। অধ্যবসায়শ্চ নিশ্চয়াখ্যস্তস্যাসাধারণী-বৃত্তিরিত্যর্থঃ। অভেদনির্দ্দেশস্তু ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদাৎ। অস্যাশ্চ বুদ্ধের্ম্মহত্ত্বং স্বেতরসকলকার্য্যব্যাপকত্বান্মহৈশ্বর্য্যাচ্চ মন্তব্যম্। "সবিকারাৎ প্রধানাৎ তু মহত্তত্ত্বমজায়ত। মহানিতি যতঃ খ্যাতির্লোকনাং জায়তে সদা ॥" ইতি স্মৃতেঃ। "অস্য মহতো ভূতস্যানিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিষু চ হিরণ্যগর্ভে চেতনেঽপি মহানিতিশব্দো বুদ্ধ্যভিমানিত্বেনৈব; যথা পৃথিব্যভিমানিচেতনে পৃথিবীশব্দস্তদ্বৎ। এবমেব রুদ্রাদিষহঙ্কারাদি-শব্দোঽপি বোধ্যঃ। প্রকৃত্যভিমানিদেবতামারভ্য সর্ব্বেষামেব ভূতা-ভিমানিপর্য্যন্তানাং দেবানাং স্বস্ববুদ্ধিরূপাশ্চ প্রতিনিয়তোপাধয়ো মহত্তত্ত্বস্যৈবাংশা ইতি ॥ ১৩ ॥ মহত্তত্ত্বস্যাপরানপি ধর্ম্মানাহ।—

সূত্রার্থ:—মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধি। যাহা বুদ্ধির অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, তাহা বুদ্ধি ও প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। বুদ্ধি আপনি ছাড়া যে কিছু, সমস্তই ক্রোড়ীকৃত করে। ইহার ক্ষমতাও অত্যধিক, সেই কারণে বুদ্ধির নাম মহান্ ॥ ১৩ ॥

তৎকার্য্যং ধর্ম্মাদি ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণ্যপি বুদ্ধ্যুপাদানকানি নাহঙ্কারাদ্যুপাদানকানি বুদ্ধেরেব নিরতিশয়সত্ত্বকার্য্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

নন্বেবং কথং নরপশ্বাদিগতানাং বুদ্ধ্যংশানামধর্ম্মপ্রাবল্যমুপপদ্যতাং তত্রাহ।—

মহদুপরাগাদ্বিপরীতম্ ॥ ১৫ ॥

তদেব মহন্মহত্তত্ত্বং রজস্তমোভ্যামুপরাগাদ্বিপরীতং ক্ষুদ্রমধর্ম্মাজ্ঞানা-বৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যধর্ম্মকমপি ভবতীত্যর্থঃ। এতেন সর্ব্ব এব পুরুষা ঈশ্বরা ইতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রবাদোঽপ্যুপপাদিতঃ, সর্ব্বোপাধীনাং স্বাভাবিকৈশ্বর্য্যস্য রজস্তমোভ্যামেবাবরণাদিতি। নন্বেবং ধর্ম্মাদ্যবস্থানার্থং বুদ্ধেরপি নিত্যত্বাৎ কথং কার্য্যতেতি চেন্ন। প্রকৃত্যংশরূপে বীজাবস্থমহত্তত্ত্বে সত্ত্ববিশেষে কর্ম্মবাসনাদীনামবস্থানাৎ তস্যৈব জ্ঞানকারণাবস্থয়ামঙ্কুর-বদুৎপত্ত্যঙ্গীকারাৎ। তথা চাকাশবদেব নিত্যানিত্যোভয়রূপা বুদ্ধিঃ। যথাকারণং স্বাকারঃ প্রকৃতিপ্রভাবাদিতি ॥ ১৫ ॥

মহত্তত্ত্বং লক্ষয়িত্বা তৎকার্য্যমহঙ্কারং লক্ষয়তি।—

অভিমানোঽহঙ্কারঃ ॥ ১৬ ॥

অহঙ্করোতীত্যহঙ্কারঃ কুম্ভকারবৎ অন্তঃকরণদ্রব্যং, স চ ধর্ম্মাধর্ম্ম্য-ভেদাদভিমান ইত্যুক্তোঽসাধারণবৃত্তিতাসূচনায়, বুদ্ধ্যা নিশ্চিত এবার্থেঽহ

সূত্রার্থ :—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, (যোগশাস্ত্রোক্ত ক্ষমতা বিশেষ) এই ৪টী বুদ্ধির কার্য্য। অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ। উহা সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে অভিব্যক্ত হয়। ১৪ ॥

সূত্রার্থ :—মহত্তত্ত্ব নামক বুদ্ধি যখন স্বনিষ্ঠে রজোগুণে অথবা তমো-গুণে কলুষিত হয়, তখন সে উক্ত বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য প্রসব করে। ১৫ ॥

সূত্রার্থ :—যে অভিমান, সেই অহঙ্কার। ইহ দ্বিতীয় তত্ত্ব।

হঙ্কারমমকারৌ জায়েতে। অতো বৃত্ত্যোঃ কার্য্যকারণভাবানুসারেণ বৃত্তিমতোরপি কার্য্যকারণভাব উন্নীয়ত ইতি প্রাগেবোক্তম্। অন্তঃ-করণমেকমেব বীজাঙ্কুরমহাবৃক্ষাদিবদবস্থাত্রয়মাত্রভেদাৎ কার্য্যকারণভাব মাপদ্যত ইতি চ প্রাগেবোক্তম্। অতএব বায়ুমাৎস্যয়োঃ "মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ" ইতি মনোবুদ্ধ্যোরেকপর্য্যায়ত্বমুক্ত-মিতি ॥ ১৬ ॥ ক্রমাগতমহঙ্কারস্য কার্য্যমাহ।—

একাদশপঞ্চতন্মাত্রং তৎকার্য্যম্ ॥ ১৭ ॥

একাদশেন্দ্রিয়াণি শব্দাদিপঞ্চতন্মাত্রং চাহঙ্কারস্য কার্য্যমিত্যর্থঃ। ময়ানেনেন্দ্রিয়েণেদং রূপাদিকং ভোক্তব্যমিদমেব সুখসাধনমিত্যাদ্যভিমানা-দেবাদিসর্গেম্বিন্দ্রিয়তদ্বিষয়োৎপত্ত্যাহঙ্কার ইন্দ্রিয়াদিহেতুঃ। লোকে ভোগাভিমানিনৈব রাগদ্বারা ভোগোপকরণকরণদর্শনাৎ। "রূপরাগাদ-ভূচ্চক্ষুঃ"ইত্যাদিনা মোক্ষধর্ম্মে হিরণ্যগর্ভস্য রাগাদেব সমষ্টিচক্ষুরাদ্যুৎপত্তি-স্মরণাচ্চেতি ভাবঃ। অতশ্চ ভূতেন্দ্রিয়য়োর্মধ্যে রাগধর্ম্মকং মন এবাদাবহঙ্কারাদুৎপদ্যত ইতি বিশেষস্তন্মাত্রাদীনাং রাগকার্য্যত্বাদিতি ।১৭॥

তত্রাপি বিশেষমাহ।—

অহঙ্কার শব্দ কুম্ভকার শব্দের ন্যায় যৌগিক। কুম্ভ + কৃ + অণ্। এই দ্বিতীয় তত্ত্বই অহং = আমি ইত্যাকারা বৃত্তি প্রসব করে। এই বৃত্তি অভিমান নামে প্রসিদ্ধ। বুদ্ধি নিশ্চয় করে, পরে তাহাতে অহঙ্কার মমকার জন্মে। সেই জন্য মহত্তত্ত্বের পর অহঙ্কার তত্ত্ব। যদিও অন্তঃ-করণ-দ্রব্য এক; তথাপি তাহাতে পর পর কারণ-কার্য্য-ভাবে দ্বিবিধা-বৃত্তি জন্মে বলিয়া অর্থাৎ উক্ত দ্বিপ্রকার পরিণাম হয় বলিয়া তাহা দুই তত্ত্ব বলিয়া গণ্য। যেমন একই বীজ, বীজ অঙ্কুর ও বৃক্ষ এই তিন ভেদ বিশিষ্ট, তেমনি, অন্তঃকরণও মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব এই দ্বিভেদ বিশিষ্ট। ১৬॥

সূত্রার্থ ঃ—একাদশ ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫, মন ১) ও তন্মাত্রা পাঁচ অহঙ্কারতত্ত্বপ্রসূত। [আমি অমুক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অমুক

সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ ॥ ১৮ ॥

একাদশানাং পূরণমেকাদশকং মনঃ ষোড়শাত্মগণমধ্যে সাত্ত্বিকম্। অতস্তৎ বৈকৃতাৎ সাত্ত্বিকাহঙ্কারাজ্জায়ত ইত্যর্থঃ। অতশ্চ রাজসাহঙ্কারাদ্দশেন্দ্রিয়াণি তামসাহঙ্কারাচ্চ তন্মাত্রাণীত্যপ্যবগন্তব্যম্। "বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা। অহন্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনো বৈকারিকাদভূৎ॥ বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনং যতঃ। তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্ম্মময়ানি চ॥ তামসো ভূতসূক্ষ্মাদির্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ।" ইত্যাদিস্মৃতিভ্য এব নির্ণয়াৎ। অতএব পুরাণাদ্যনুসারেণ কারিকায়ামপ্যেতদুক্তম্। "সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ। ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্॥" ইতি। তৈজসো রাজসঃ উভয়ং জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ে। নমু দেবতালয়শ্রুতিঃ"ইত্যাগামিসূত্রে করণানাং দেবান্ বক্ষ্যতি তৎ কথং কারিকয়াপি দেবানাং সাত্ত্বিকাহঙ্কারকার্য্যত্বং নোক্তমিতি। উচ্যতে। সমষ্টিচক্ষুরাদিশরীরিণঃ সূর্য্যাদিচেতনা এব চক্ষুরাদি-

রূপ উপভোগ করিব এবং অমুক আমার সুখ সাধন বা সুখের উপকরণ, এবম্বিধ গাঢ় অভিমানের (ইহা হিরণ্যগর্ভের অভিমান) বলে প্রাথমিক সৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় সমূহের বিভাগ ও সে সকলের বিষয় (শব্দতন্মাত্রাদি) জন্মিয়াছিল। সুতরাং অহঙ্কার তত্ত্বই ইন্দ্রিয়াদি উৎপত্তির হেতু। লোকেও দেখা যায়, ভোগাভিমানীরা রাগ বশতঃ ভোগের উপকরণ প্রস্তুত করিয়া লয়]। ১৭ ॥

সূত্রার্থ:—যাহার দ্বারা একাদশ পূর্ণ হয় তাহা একাদশক। একাদশক অর্থাৎ মন। মন বৈকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে (অহঙ্কার দ্রব্যের সাত্ত্বিকাংশ হইতে) জন্ম লাভ করিয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, রাজস অহঙ্কার হইতে ১০ ইন্দ্রিয় ও তামস অহঙ্কার হইতে পাঁচ প্রকার তন্মাত্রা সৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৮ ॥

দেবতাঃ শ্রূয়ন্তে। অতশ্চ ব্যষ্টিকরণানাং সমষ্টিকরণানি দেবতেভ্যোব পর্য্যবস্যতি। তথা চ ব্যষ্টিসমষ্ট্যোরেকতাশয়েনাত্র শাস্ত্রে দেবাঃ করণেভ্যো ন পৃথঙনির্দ্দিশ্যন্তে। অতঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মনোঽপেক্ষয়াল্পসত্ত্বেন রাজসাহঙ্কারকার্য্যত্বেনৈব নির্দ্দিষ্টানি। স্মৃতিষু চ ব্যষ্টীন্দ্রিয়াপেক্ষয়াধিকসত্ত্বেন সাত্ত্বিকাহঙ্কারকার্য্যতয়োক্তানীত্যবিরোধ ইত্যবগন্তব্যম্। তদেবমহঙ্কারস্য ত্রৈবিধ্যান্মহতোঽপি তৎকারণস্য ত্রৈবিধ্যং মন্তব্যম্। "সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্।" ইতি স্মরণাৎ। ত্রৈবিধ্যং চানয়োর্ব্ব্যক্তিভেদাদংশভেদাদ্বেত্যন্যদেতৎ। ১৮॥

একাদশেন্দ্রিয়াণি দর্শয়তি—

কর্ম্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরান্তরমেকাদশকম্॥ ১৯॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ চক্ষুঃশ্রোত্রত্বগ্রসনঘ্রাণাখ্যানি পঞ্চ। এতৈর্দ্দশভিঃ সহান্তরং মন একাদশকমেকাদশেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। ইন্দ্রস্য সঙ্ঘাতেশ্বরস্য করণমিন্দ্রিয়ম্। তৎ চাহঙ্কারকার্য্যত্বে সতি করণত্বমিন্দ্রিয়ত্বমিতি॥ ১৯॥

ইন্দ্রিয়াণাং ভৌতিকত্বমতং নিরাকরোতি।—

আহঙ্কারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি॥ ২০॥

ইন্দ্রিয়াণীতি শেষঃ। আহঙ্কারিকত্বে চ প্রমাণভূতা শ্রুতিঃ কাললুপ্তাপ্যাচার্য্যবাক্যান্মন্বাদ্যখিলস্মৃতিভ্যশ্চানুমীয়তে। প্রত্যক্ষা শ্রুতিঃ "অহং বহু স্যাম্" ইত্যাদিঃ। নতু "অন্নময়ং হি সৌম্যমনঃ" ইত্যাদির্ভৌতিকত্বেঽপি

সূত্রার্থঃ—কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, বুদ্ধীন্দ্রিয় পাঁচ এবং উভয়াত্মক ইন্দ্রিয় মন এক। এই একাদশ। ১৯॥

সূত্রার্থঃ—শ্রুতি বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় সকল অহঙ্কার মূলক। সুতরাং ভূত প্রভব নহে। (এই বিষয়টি বহু বিস্তারে বলা হইয়াছে)। ২০॥

শ্রুতিরস্তীতি চেন্ন। প্রকাশকত্বসাম্যেনান্তঃকরণোপাদানত্বসৈবোচিততয়াহঙ্কারিকত্বশ্রুতেরেব মুখ্যত্বাৎ। ভূতানামপি হিরণ্যগর্ভসঙ্কল্পজন্যতয়ান্নস্য মনোজন্যত্বাচ্চ। ব্যষ্টিমন আদীনাং ভূতসংসৃষ্টতয়ৈব তিষ্ঠতাং ভূতেভ্যোঽভিব্যক্তিমাত্রেন তু ভৌতিকশ্রুতিগৌণীতি ॥ ২০ ॥

নন্থ তথাপ্যাহঙ্কারিকত্বনির্ণয়ো ন ঘটতে"অস্য পুরুষস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যম্"ইত্যাদিশ্রুতৌ দেবতাস্বিন্দ্রিয়াণাং লয়কথনেন দেবতোপাদানকত্বস্যাপ্যবগমাৎ কারণ এব হি কার্য্যস্য লয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

দেবতালয়শ্রুতির্নারম্ভকস্য ॥ ২১ ॥

দেবতাসু যা লয়শ্রুতিঃ সা নারম্ভকস্য নারম্ভকবিষয়িণীত্যর্থঃ। অনারম্ভকেঽপি ভূতলে জলবিন্দোর্লয়দর্শনাৎ। অনারম্ভকেম্বপি ভূতেষ্বাত্মনো লয়শ্রবণাচ্চ। "বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি"ইত্যাদিশ্রুতাবিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

ইন্দ্রিয়ান্তর্গতং মনো নিত্যমিতি কেচিৎ তৎ পরিহরতি।—

তদুৎপত্তিশ্রুতের্ব্বিনাশদর্শনাচ্চ ॥ ২২ ॥

তেষাং সর্ব্বেষামেবেন্দ্রিয়াণামুৎপত্তিরস্তি। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। বৃদ্ধাত্তবস্থাসু চক্ষুরাদীনামিব

সূত্রার্থ :—'অগ্নিং বাক্ অপ্যেতি।" বাগিন্দ্রিয় 'অগ্নিতে লয় প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদিবিধ শ্রুতি আছে সত্য; পরন্তু সে সকল শ্রুতি উৎপত্তিতাৎপর্য্যে অভিহিত নহে। (একটা নিয়ম আছে যে, যাহা যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয় তাহা তাহার জনক। সে নিয়ম এখানে নহে। মৃত্তিকা জলের অজনক হইলেও জল তাহাতে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে)। ২১ ॥

সূত্রার্থ :—শ্রুতিতে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি শ্রবণ আছে, এবং তাহাদের বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ অনিত্য। ২২ ॥

মনসোঽপ্যপচয়াদিনা বিনাশনির্ণয়াচ্চেত্যর্থঃ। তথা চোক্তম্। "দশকেন নিবর্ত্তন্তে মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।" ইতি। মনসো নিত্যত্ববচনানি চ প্রকৃত্যাখ্যবীজপরাণীতি ॥ ২২ ॥

গোলকজাতমেবেন্দ্রিয়মিতি নাস্তিকমতমপাকরোতি—

অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে ॥ ২৩ ॥

ইন্দ্রিয়ং সর্ব্বমতীন্দ্রিয়ং ন তু প্রত্যক্ষং ভ্রান্তানামেব ত্বধিষ্ঠানে গোলকে তাদাত্ম্যেনেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। অধিষ্ঠানমিত্যেব পাঠঃ ॥ ২৩ ॥

একমেবেন্দ্রিয়ং শক্তিভেদাদ্বিলক্ষণকার্য্যকারীতিমতমপাকরোতি—

শক্তিভেদেঽপি ভেদসিদ্ধৌ নৈকত্বম্ ॥ ২৪ ॥

একস্যৈবেন্দ্রিয়স্য শক্তিভেদস্বীকারেঽপীন্দ্রিয়ভেদঃ সিদ্ধ্যতি শক্তীনামপীন্দ্রিয়ত্বাৎ। অতো নৈকত্বমিন্দ্রিয়স্যেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

নন্বেকস্মাদহঙ্কারান্নানাবিধেন্দ্রিয়োৎপত্তিকল্পনায়াং ন্যায়বিরোধস্তত্রাহ—

ন কল্পনাবিরোধঃ প্রমাণদৃষ্টস্য ॥ ২৫ ॥

সুগমম্ ॥ ২৫ ॥

একস্যৈব মুখ্যেন্দ্রিয়স্য মনসোঽন্যে দশ শক্তিভেদা ইত্যাহ—

সূত্রার্থ:—কোন ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ইন্দ্রিয়মাত্রেই অনুমেয়। যাহারা ভ্রান্ত, তাহারাই ইন্দ্রিয়াধারকে ইন্দ্রিয় বলে ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ:—ইন্দ্রিয় এক; কিন্তু তাহার শক্তি নানা, এরূপ বলিলেও ইন্দ্রিয় বহুত্ব স্বীকার করা যায় ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ:—অহঙ্কার দ্রব্য এক হইলেও তাহা হইতে দ্বিবিধ কার্য্য হওয়া অযৌক্তিক নহে। যাহা শ্রুতি প্রমাণে ও অনুভূতি প্রমাণে পাওয়া যায় তাহার বিরোধাশঙ্কা অলীক ॥ ২৫ ॥

উভয়াত্মকং মনঃ ॥ ২৬ ॥

জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মকং মন ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

উভয়াত্মকমিত্যস্যার্থং স্বয়ং বিবৃণোতি।

গুণপরিণামভেদান্নানাত্বমবস্থাবৎ ॥ ২৭ ॥

যথৈক এব নরঃ সঙ্গবশান্নানাত্বং ভজতে কামিনীসঙ্গাৎ কামুকো বিরক্তসঙ্গাদ্বিরক্তোঽন্যসঙ্গাচ্চান্য এবং মনোঽপি চক্ষুরাদিসঙ্গাচ্চক্ষুরাদ্যেকী-ভাবেন দর্শনাদিবৃত্তিবিশিষ্টতয়া নানা ভবতি। তত্র হেতুর্গুণেত্যাদি। গুণানাং সত্ত্বাদীনাং পরিণামভেদেষু সামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। এতচ্চান্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধাচ্চক্ষুরাদীনাং মনঃসংযোগং বিনা ব্যাপারাক্ষমত্বাদনুমীয়তে ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়য়োর্ব্বিষয়মাহ—

রূপাদিরসমলান্ত উভয়োঃ ॥ ২৮ ॥

অন্নরসানাং মলঃ পুরীষাদিঃ। তথা রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দা বক্তব্যা-

সূত্রার্থঃ—মন উভয়রূপী। জ্ঞানেন্দ্রিয় বটে; কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। ইহার বিস্তৃত * বিবরণ বলা হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থঃ—সত্ত্বাদি গুণ ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও সামর্থ্যে পরিণত হয়। সেই কারণে অবস্থার দৃষ্টান্তে অদ্বয় মনের দ্বৈবিধ্য বলা হইল। [এক-ই মনুষ্য সঙ্গগুণে নানা প্রকার নাম ভজনা করে। কামিনী সঙ্গে কামুক, বিরক্তসংসর্গে বৈরাগী। সেইরূপ, মনও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যোগে জ্ঞানেন্দ্রিয়] ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থঃ রস অন্নরস। তাহার মল মূত্র পুরীষ। রূপ হইতে

---

* ন্যায় ও বৈশেষিক বলেন, মন নিত্য পদার্থ। কিন্তু কপিলের মতে মনও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় অনিত্য ॥ ২৬ ॥

দাতব্যগন্তব্যানন্দয়িতব্যোৎস্রষ্টব্যাশ্চোভয়োর্জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়য়োর্দ্দশ বিষয়া ইত্যর্থঃ। আনন্দয়িতব্যং চোপস্থস্যোপস্থান্তরং বিষয় ইতি॥ ২৮॥

যস্যেন্দ্রিয়স্য যেনোপকারেণৈতানীন্দ্রিয়াণীত্যুচ্যতে তদুভয়মাহ—

দ্রষ্টৃত্বাদিরাত্মনঃ করণত্বমিন্দ্রিয়াণাম্॥ ২৯॥

দ্রষ্টৃত্বাদিপঞ্চকং বক্তৃত্বাদিপঞ্চকং সঙ্কল্পয়িতৃত্বং চাত্মনঃ পুরুষস্য দর্শনাদিবৃত্তৌ করণত্বং ত্বিন্দ্রিয়াণামিত্যর্থঃ। নন্ দ্রষ্টৃত্বশ্রোতৃত্বাদিকং কদাচিদনুভবে পর্য্যবসানাৎ পুরুষস্যাবিকারিণোঽপি ঘটতাং বক্তৃত্বাদিকং ক্রিয়ামাত্রং তৎ কথং কূটস্থস্য ঘটতামিতি চেন্ন। অয়স্কান্তবৎ সান্নিধ্যমাত্রেণ দর্শনাদিবৃত্তিকর্ত্তৃত্বস্যৈবাত্র দ্রষ্টৃত্বাদিশব্দার্থত্বাৎ। যথা হি মহারাজঃ স্বয়মব্যাপ্রিয়মাণোঽপি সৈন্যেন করণেন যোদ্ধা ভবত্যাজ্ঞামাত্রেণ প্রেরকত্বাৎ তথা কূটস্থোঽপি পুরুষশ্চক্ষুরাদ্যখিলকরণৈর্দ্রষ্টা বক্তা সঙ্কল্পয়িতা চেত্যেবমাদির্ভবতি সংযোগাখ্যসান্নিধ্যমাত্রেণৈব তেষাং প্রেরকত্বাদয়স্কান্তমণিবদিতি। কর্ত্তৃত্বং চাত্র কারকচক্রপ্রয়োক্তৃত্বং, করণত্বং ক্রিয়াহেতুব্যাপারবত্ত্বং তৎসাধকতমত্বং বা কুঠারাদিবৎ। যৎ তু শাস্ত্রেষু পুরুষে দর্শনাদিকর্ত্তৃত্বং নিষিধ্যতে তদনুকূলকৃতিমত্ত্বং তত্তৎক্রিয়াবত্ত্বং বা। তথা চোক্তম্—"অত আত্মনি কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বং চ সংস্থিতম্। নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ॥" ইতি। অতএব কারকচক্রপ্রয়োক্তৃতাশক্তেরাত্মস্বরূপতয়া দ্রষ্টৃত্ববক্তৃত্বাদিকমাত্মনো নিত্যমিতি শ্রূয়তে। "ন দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে ন বক্তুর্বক্তের্বিপরিলোপো বিদ্যতে"

মল পর্য্যন্ত যথাক্রমে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়। যে ইন্দ্রিয়ের যে বিষয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে॥ ২৮॥

সূত্রার্থঃ—দ্রষ্টৃত্ব ও বক্তৃত্ব প্রভৃতি আত্মায় উপচরিত ও ইন্দ্রিয়গত সেই সেই বিষয়ের করণ। অর্থাৎ দ্বারস্বরূপ। আত্মা চক্ষুর দ্বারা দেখেন, কর্ণের দ্বারা শুনেন, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বলেন।২৯।

ইত্যাদিনেতি। নমু প্রমাণবিভাগে প্রত্যক্ষাদিবৃত্তীনামেব করণত্বমুক্তমত্র কথমিন্দ্রিয়স্যোচ্যত ইতি চেন্ন। অত্র দর্শনাদিরূপাসু চক্ষুরাদিদ্বারকবুদ্ধি-বৃত্তিষ্বেবেন্দ্রিয়াণাং করণত্ববচনাৎ। তত্র পুরুষনিষ্ঠে বোধাখ্যফলে বৃত্তীনাং করণত্বস্যোক্তত্বাদিতি॥ ২৯॥

ইদানীমন্তঃকরণত্রয়স্যাসাধারণবৃত্তীরাহ—

ত্রয়াণাং স্বালক্ষণ্যম্॥ ৩০॥

ত্রয়াণাং মহদহঙ্কারমনসাং স্বালক্ষণ্যং স্বং স্বং লক্ষণমসাধারণী বৃত্তি-র্যেষামিতি মধ্যমপদলোপী বিগ্রহস্তস্য ভাবস্তত্ত্বমিত্যর্থঃ। লোকে চ মহতো লক্ষণমধ্যবসায়াদিপ্রকৃষ্টগুণবত্ত্বম্। অহঙ্কৃতস্য চাত্মন্যবিদ্যমান-গুণারোপঃ। মনসশ্চৈবমস্ত্বিত্যঙ্গীকরণমিতি। তথা চ বুদ্ধের্বৃত্তির-ধ্যবসায়ঃ, অভিমানোঽহঙ্কারস্য, সঙ্কল্পবিকল্পৌ মনস, ইত্যায়াতম্। "সঙ্কল্প-শ্চিকীর্ষা" "সঙ্কল্পঃ কর্ম্মমানসম্" ইত্যনুশাসনাৎ। বিকল্পশ্চ সংশয়ো যোগোক্তভ্রমবিশেষো বা, ন তু বিশিষ্টজ্ঞানং তস্য বুদ্ধিবৃত্তিত্বাদিতি।৩০॥

ত্রয়াণাং সাধারণীং বৃত্তিমপ্যাহ—

সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ॥ ৩১॥

প্রাণাদিরূপাঃ পঞ্চ বায়ুবৎ সঞ্চারাৎ বায়বো যে প্রসিদ্ধাস্তে সামান্যা সাধারণী করণস্যান্তঃকরণত্রয়স্য বৃত্তিঃ পরিণামভেদা ইত্যর্থঃ। তদেতৎ কারিকয়োক্তম্ —"স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা। সামান্য-

সূত্রার্থ :—মহৎ, অহঙ্কার, মন, এই তিনের নিজ নিজ লক্ষণ অর্থাৎ অসাধারণী বৃত্তি (এক একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য) আছে। বুদ্ধির অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান, এবং মনের সংকল্প বিকল্প। ৩০॥

সূত্রার্থ :—দেহসঞ্চারী প্রাণ অপান প্রভৃতি পাঁচ বায়ু ইন্দ্রিয়গণের সাধারণী বৃত্তি। এ বিষয়টি বহু বিস্তারে বলা হইয়াছে। ৩১॥

করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ॥" ইতি। অত্র কশ্চিৎ প্রাণাদ্যা বায়ু-বিশেষা এব, তে চান্তঃকরণবৃত্ত্যা জীবনযোনিপ্রযত্নরূপয়া ব্যাপ্রিয়ন্ত ইতি কৃত্বা প্রাণাদ্যাঃ করণবৃত্তিরিত্যভেদনির্দ্দেশ ইত্যাহ। তন্ন। "ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ইতি বেদান্তসূত্রেণ প্রাণস্য বায়ুত্ববায়ুপরিণামত্বয়োঃ স্ফুটং প্রতিষেধাদত্রাপি তদেকবাক্যতৌচিত্যাৎ। মনোধর্ম্মস্য কামাদেঃ প্রাণক্ষোভকতয়া সামানাধিকরণ্যেনৈবৌচিত্যাচ্চ। বায়ুপ্রাণয়োঃ পৃথগুপদেশশ্রুতয়স্তু। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥" ইত্যাদ্যা ইতি। অতএব লিঙ্গশরীরমধ্যে প্রাণানামগণনেঽপি ন ন্যূনতা বুদ্ধেরেব ক্রিয়াশক্ত্যা সূত্রাত্মপ্রাণাদিনামকত্বাদিতি। অন্তঃকরণপরিণামেঽপি বায়ুতুল্যসঞ্চার-বিশেষাদ্বায়ুদেবতাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ বায়ুব্যবহারোপপত্তিরিতি॥ ৩১॥

বৈশেষিকাণামিবাস্মাকং নায়ং নিয়মো যদিন্দ্রিয়বৃত্তিঃ ক্রমেণৈব ভবতি নৈকদেত্যাহ।—

ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ॥ ৩২॥

সুগমম্। জাতিসাঙ্কর্য্যস্যাস্মাকমদোষত্বাৎ সামগ্রীসমবধানে সত্যনে-কৈরপীন্দ্রিয়ৈরেকদৈকবৃত্ত্যুৎপাদনে বাধকং নাস্তীতি ভাবঃ। ইন্দ্রিয়-বৃত্তীনাং বিভাগশ্চ কারিকয়া ব্যাখ্যাতঃ। "শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্র-মিষ্যতে বৃত্তিঃ। বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্॥" আলোচনং চ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্ব্যাখ্যাতম্। 'অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বি-কল্পকম। পরং পুনস্তথা বস্তুধর্ম্মৈর্জ্জাত্যাদিভিস্তথা।" ইতি। পরমুত্তর-কালীনং চ পুনর্ব্বস্তুধর্ম্মৈর্দ্রব্যরূপধর্ম্মৈস্তথা জাত্যাদিভির্জ্ঞানং সবিকল্পকং

সূত্রার্থ:—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ক্রমে ও অক্রমে (যুগপৎ ও এক সময়ে উভয় প্রকারে বৃত্তিমান) হয় অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় কার্য্য করে। এ কথাও বিশদরূপে বলা হইয়াছে। ৩২॥

ত্বথালোচনাখ্যং ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ নির্ব্বিকল্পকসবিকল্পকরূপং দ্বিবিধমৈন্দ্রিয়কং জ্ঞানমালোচনসংজ্ঞমিতি লব্ধম্। কশ্চিৎ তু নির্ব্বিকল্পকং জ্ঞানমেবালোচনমিন্দ্রিয়জন্যং চ ভবতি, সবিকল্পকং তু মনোমাত্রজন্যমিতি শ্লোকার্থমাহ। তন্ন। যোগভাষ্যে ব্যাসদেবৈর্ব্বিশিষ্টজ্ঞানস্যাপ্যৈন্দ্রিয়কত্বস্য ব্যবস্থাপিতত্বাৎ। ইন্দ্রিয়ৈর্বিশিষ্টজ্ঞানে বাধকাভাবাচ্চ। স এব সূত্রার্থমপ্যেবং ব্যাচষ্টে, বাহ্যেন্দ্রিয়মারভ্য বুদ্ধিপর্য্যন্তস্য বৃত্তিরুৎসর্গতঃ ক্রমেণ ভবতি, কদাচিৎ তু ব্যাঘ্রাদিদর্শনকালে ভয়বিশেষাদ্বিদ্যুল্লতেব সর্ব্বকরণেম্বেকদৈব বৃত্তির্ভবতীত্যর্থ ইতি। তদপ্যসৎ। সূত্রে ইন্দ্রিয়বৃত্তীনামেব ক্রমিকাক্রমিকত্ববচনাৎ। ন বুদ্ধ্যহঙ্কারবৃত্ত্যোঃ প্রসঙ্গোঽপ্যস্তি। কিঞ্চৈকদানেকেন্দ্রিয়বৃত্তাবেব বাদিবিপ্রতিপত্ত্যা তন্নির্ণয়পরত্বমেব সূত্রস্যোচিতং মনোঽণুত্বপ্রতিষেধায়, ন তু কাকদন্তান্বেষণপরত্বমিতি ॥ ৩২ ॥

পিণ্ডীকৃত্য বুদ্ধিবৃত্তীঃ সংসারনিদানতাপ্রতিপাদনার্থমাদৌ দর্শয়তি —

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥ ৩৩ ॥

ক্লিষ্টা অক্লিষ্টা বা ভবন্তু বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ পঞ্চ প্রকারা এব নাধিকা ইত্যর্থঃ। ক্লিষ্টা দুঃখদাঃ সংসারিকবৃত্তয়ঃ, অক্লিষ্টাশ্চ তদ্বিপরীতা যোগকালীনবৃত্তয়ঃ। বৃত্তীনাং পঞ্চপ্রকারত্বং পাতঞ্জলসূত্রেণোক্তম্। "প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ" ইতি। তত্র প্রমাণবৃত্তিরত্রাপ্যুক্তা, বিপর্য্যয়স্ত্বস্মাকং বিবেকাগ্রহ এবান্যথাখ্যাতের্নিরাস্যত্বাৎ। বিকল্পস্তু বিশেষদর্শনকালেঽপি রাহোঃ শিরঃ পুরুষস্য চৈতন্যমিত্যাদিজ্ঞানম্। নিদ্রা চ সুষুপ্তিকালীনা বুদ্ধিবৃত্তিঃ। স্মৃতিশ্চ সংস্কারজন্যং জ্ঞানমিতি। এতৎ সর্ব্বং পাতঞ্জলে সূত্রিতম্ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ : —ক্লিষ্ট হউক আর অক্লিষ্ট হউক, মনোবৃত্তি পাঁচ প্রকারের অধিক নহে। (প্রমাণ বৃত্তি, বিপর্য্যয় বৃত্তি, বিকল্প বৃত্তি, নিদ্রা বৃত্তি, ও স্মৃতি। পাতঞ্জল দর্শনে এ সকল উত্তমরূপে প্রদর্শিত ও বিচারিত হইয়াছে।] ৩৩ ॥

যা এতা বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ উক্তা এতদৌপাধিক্যেব পুরুষস্যান্যরূপতা ন স্বতঃ, এতন্নিবৃত্তৌ চ পুরুষঃ স্বরূপেঽবস্থিতো ভবতীত্যনয়াপি দিশা পুরুষস্য স্বরূপং পরিচায়য়তি।—

তন্নিবৃত্তাবুপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ ॥ ৩৪ ॥

তাসাং বৃত্তীনাং বিরামদশায়াং শান্ততৎপ্রতিবিম্বকঃ স্বস্থো ভবতি কৈবল্য ইবান্যদাপীত্যর্থঃ। তথা চ যোগসূত্রত্রয়ম্। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্"। "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র" ইতি। ইদমেব চ পুরুষস্য স্বস্থত্বং যদুপাধিবৃত্তেঃ প্রতিবিম্বস্য নিবৃত্তিরিতি। এতাদৃশী চাবস্থা পুরুষস্য বাসিষ্ঠে দৃষ্টান্তেন প্রদর্শিতা। যথা—"অনাপ্তাখিলশৈলাদিপ্রতিবিম্বে হি যাদৃশী। স্যাদ্দর্পণে দর্পণতা কেবলাত্মস্বরূপিণী। অহং ত্বং জগদিত্যাদৌ প্রশান্তে দৃশ্যসম্ভ্রমে। স্যাৎ তাদৃশী কেবলতা স্থিতে দ্রষ্টর্যবীক্ষণে॥" ইতি ॥ ৩৪ ॥

এতদেব দৃষ্টান্তেন বিবৃণোতি।—

কুসুমবচ্চ মণিঃ ॥ ৩৫ ॥

চকারো হেতৌ কুসুমেনেব মণিরিত্যর্থঃ। যথা জপাকুসুমেন স্ফটিকমণী রক্তোঽস্বস্থো ভবতি তন্নিবৃত্তৌ চ রাগশূন্যঃ স্বস্থো ভবতি তদ্বদিতি। তদেতদুক্তং কৌর্ম্মে। "যথা সংলক্ষ্যতে রক্তঃ কেবলঃ স্ফটিকো জনৈঃ। রঞ্জকাদ্যুপধানেন তদ্বৎ পরমপুরুষঃ॥" ইতি ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ:—ঐ সকল বৃত্তির নিবৃত্তি বা নিরোধ হইলেই পুরুষ উপরাগ শূন্য হওয়ায় স্বস্থ হন। অন্তঃকরণে ও আন্তঃকরণিক ধর্ম্মে অসঙ্গ অনধ্যস্ত বা অপ্রতিবিম্বিত হওয়া ও উপরাগশূন্য হওয়া তুল্যার্থ। স্বস্থ হওয়া, কেবল হওয়া, স্বরূপ প্রাপ্ত ও মুক্ত সমান। ৩৪ ॥

সূত্রার্থ:—যেমন জপা পুষ্প সরাইয়া লইলে স্ফটিক মণি রাগশূন্য ও স্বরূপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। স্ফটিক পক্ষে, রাগ—রক্তবর্ণ। ৩৫ ॥

নমু কস্য প্রযত্নেন করণজাতং প্রবর্ত্ততাং পুরুষস্য কূটস্থত্বাদীশ্বরস্য চ প্রতিবিদ্ধত্বাদিতি তত্রাহ।—

পুরুষার্থং করণোদ্ভবোঽপ্যদৃষ্টোল্লাসাৎ ॥ ৩৬ ॥

প্রধানপ্রবৃত্তিবৎ পুরুষার্থং করণোদ্ভবঃ করণানাং প্রবৃত্তিরপি পুরুষস্য দৃষ্টাভিব্যক্তেরেব ভবতীত্যর্থঃ। অদৃষ্টং চোপাধেরেব ॥ ৩৬ ॥

পরার্থং স্বতঃ প্রবৃত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ।—

ধেনুবদ্বৎসায় ॥ ৩৭ ॥

যথা বৎসার্থং ধেনুঃ স্বয়মেব ক্ষীরং স্রবতি নান্যং যত্নমপেক্ষতে, তথৈব স্বামিনঃ পুরুষস্য কৃতে স্বয়মেব করণানি প্রবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। দৃশ্যতে চ সুষুপ্তাৎ স্বয়মেব বুদ্ধেরুত্থানমিতি। এতদেব কারিকয়াপ্যুক্তম্। "স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিম্। পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্॥" ইতি ॥ ৩৭ ॥

বাহ্যাভ্যন্তরৈর্ম্মিলিত্বা কিয়ন্তি করণানীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ।—

করণং ত্রয়োদশবিধমবান্তরভেদাৎ ॥ ৩৮ ॥

অন্তঃকরণত্রয়ং দশ বাহ্যকরণানি মিলিত্বা ত্রয়োদশ তেষ্বপি ব্যক্তি-ভেদেনানন্ত্যং প্রতিপাদয়িতুং বিধমিত্যুক্তম্। বুদ্ধিরেব মুখ্যং করণ-

---

সূত্রার্থ:—যেমন পুরুষবিমোক্ষার্থ প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তি, তেমনি শুভাশুভ অদৃষ্টের উল্লাসে (অভিব্যক্তিনিবন্ধন) করণ গ্রামের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের উদ্ভব অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অদৃষ্ট বুদ্ধিনিষ্ঠ, এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ৩৬ ॥

সূত্রার্থ:—নবপ্রসূতা গাভী নিজেই বৎসের নিমিত্ত দুগ্ধ প্রস্রবণ করে, তাহাতে অপরের প্রতীক্ষা থাকে না। সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণও পুরুষের নিমিত্ত নিজ নিজ স্বভাবে বিষয়প্রবৃত্ত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত, সুষুপ্তি হইতে উত্থান। আপনা আপনি ঘুম ভাঙ্গে, কাহাকে ভাঙ্গাইতে হয় না। ৩৭ ॥

সূত্রার্থ:—অবান্তর ভেদ অনুসারে করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ১৩। অন্তঃ-করণ ৩ ও বাহ্যকরণ ১০। ৩৮ ॥

মিত্যাশয়েনোক্তমবান্তরভেদাদিতি। একেস্যৈব বুদ্ধ্যাখ্যকরণস্য করণানামনেকত্বাদিত্যর্থ॥ ৩৮॥

নন্থ বুদ্ধিরেব পুরুষেঽর্থসমর্পকত্বান্মুখ্যং করণমন্যেষাং চ করণত্বং গৌণং তত্র কো গুণ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ।—

ইন্দ্রিয়েষু সাধকতমত্বগুণযোগাৎ কুঠারবৎ॥ ৩৯॥

ইন্দ্রিয়েষু পুরুষার্থসাধকতমত্বরূপঃ করণস্য বুদ্ধের্গুণঃ পরম্পরয়াস্তি, অতস্ত্রয়োদশবিধং করণমুপপদ্যত ইতি পূর্ব্বসূত্রেণান্বয়ঃ। কুঠারবদিতি। যথা ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নতয়া প্রহারস্যৈব ছিদায়াং মুখ্যকরণত্বেঽপি প্রকৃষ্টসাধনত্বগুণযোগাৎ কুঠারস্যাপি করণত্বং তথেত্যর্থঃ। অন্তঃকরণস্যৈকত্বমভিপ্রেত্যাহঙ্কারস্য গৌণকরণত্বমত্র নোক্তম্॥ ৩৯॥

গৌণমুখ্যভাবে ব্যবস্থাং বিশিষ্যাহ।—

দ্বয়োঃ প্রধানং মনো লোকবদ্ভৃত্যবর্গেষু॥ ৪০॥

দ্বয়োর্ব্বাহ্যান্তরয়োর্ম্মধ্যে মনো বুদ্ধিরেব প্রধানং মুখ্যম্। সাক্ষাৎ করণমিতি যাবৎ। পুরুষেঽর্থসমর্পকত্বাৎ। যথা ভৃত্যবর্গেষু মধ্যে কশ্চিদেব লোকো রাজ্ঞঃ প্রধানো ভবত্যন্যে চ তদুপসর্জ্জনীভূতা গ্রামাধ্যক্ষাদয়স্তদ্বদিত্যর্থঃ। অত্র মনঃশব্দো ন তৃতীয়ান্তঃকরণবাচী।

সূত্রার্থ :—যেমন কুঠার ছেদন ক্রিয়ার সাধকতম (নিকট উপায়) বলিয়া করণ, তেমনি ইন্দ্রিয়গণই পুরুষের ভোগ মোক্ষের সাধকতম (নিকট উপায়) বলিয়া করণ। ৩৯॥

সূত্রার্থ :—যেমন অনেক ভৃত্য থাকিলেও তন্মধ্যে এক জন প্রধান থাকে, তেমনি, করণ অনেক থাকিলেও তন্মধ্যে মন সর্ব্বপ্রধান। কেননা মনই পুরুষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থ সমর্পণ করে। ৪০॥

-বক্ষ্যমাণস্যাখিলসংস্কারাধারত্বস্য বুদ্ধ্যতিরিক্তেঽসম্ভবাৎ। সম্ভবে বা বুদ্ধি-কল্পনবৈয়র্থ্যাদিতি ॥ ৪০ ॥

বুদ্ধেঃ প্রধানত্বে হেতূনাহ ত্রিভিঃ সূত্রৈঃ।—

অব্যভিচারাৎ ॥ ৪১ ॥

সর্ব্বকরণব্যাপকত্বাৎ ফলাব্যভিচারাদ্বেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তথাশেষসংস্কারাধারত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

বুদ্ধেরেবাখিলসংস্কারাধারতা, ন তু চক্ষুরাদেরহঙ্কারমনসোর্ব্বা পূর্ব্বদৃষ্ট শ্রুতাত্থর্থানামন্ধবধিরাদিভিঃ স্মরণানুপপত্তেঃ। তত্ত্বজ্ঞানেনাহঙ্কার-মনসোর্লয়েঽপি স্মরণদর্শনাচ্চ। অতোঽশেষসংস্কারাধারতয়াপি বুদ্ধেরেব সর্ব্বেভ্যঃ প্রধানত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

স্মৃত্যানুমানাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

স্মৃত্যা চিন্তনরূপয়া বৃত্ত্যা প্রাধান্যানুমানাচ্চেত্যর্থঃ। চিন্তাবৃত্তির্হি ধ্যানাখ্যা সর্ব্ববৃত্তিভ্যঃ শ্রেষ্ঠা তদাশ্রয়তয়া চ চিত্তাপরনাম্নী বুদ্ধিরেব শ্রেষ্ঠান্যবৃত্তিকরণেভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

নন্থ চিন্তাবৃত্তিঃ পুরুষস্যৈবাস্ত তত্রাহ।—

সূত্রার্থ ঃ—অপিচ, কুত্রাপি মনের ব্যতিচার (না থাকা) দৃষ্ট হয় না। ৪১ ॥

সূত্রার্থঃ—মন অর্থাৎ বুদ্ধি নিখিল কার্য্যসংস্কারের আধার। ৪২ ॥

সূত্রার্থ ঃ—অপিচ তাহা স্মৃতিবৃত্তির অর্থাৎ চিন্তনরূপা বৃত্তির প্রাধান্য দৃষ্টে অনুমান সিদ্ধ। ধ্যাননাম্নী চিন্তাবৃত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং তাহার প্রভাবও অপ্রমেয়। ৪৩।

সম্ভবেন্ন স্বতঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বতঃ পুরুষস্য স্মৃতির্ন সম্ভবেৎ কূটস্থত্বাদিত্যর্থঃ ইত্থং বা ব্যাখ্যেয়ম্, নন্বেবং বুদ্ধিরেব করণমস্তু কৃতমবান্তরকরণৈরিত্যাশঙ্কায়ামাহ সম্ভবেন্ন স্বত ইতি। চক্ষুরাদিদ্বারতাং বিনাখিলব্যাপারেষু বুদ্ধেঃ স্বতঃ করণত্বং ন সম্ভবেদন্ধাদেরপি রূপাদিদর্শনাপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

নন্বেবং বুদ্ধেরেব প্রাধান্যে কথং মনস উভয়াত্মকত্বং প্রাগুক্তং তত্রাহ—

আপেক্ষিকো গুণপ্রধানভাবঃ ক্রিয়াবিশেষাৎ ॥ ৪৫ ॥

ক্রিয়াবিশেষং প্রতি করণানামাপেক্ষিকো গুণপ্রধানভাবঃ, চক্ষুরাদিব্যাপারেষু মনঃ প্রধানং, মনোব্যাপারে চাহঙ্কারঃ, অহঙ্কারব্যাপারে চ বুদ্ধিঃ প্রধানম্। ৪৫।

নন্বস্য পুরুষস্যেয়ং বুদ্ধিরেব করণং ন বুদ্ধ্যন্তরমিত্যেবং ব্যবস্থা কিন্নিমিত্তিকেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ।—

তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাৎ তদর্থমভিচেষ্টা লোকবৎ ॥ ৪৬ ॥

তৎপুরুষীয়কর্ম্মজত্বাৎ করণস্য তৎপুরুষার্থমভিচেষ্টা সর্ব্বব্যাপারেঃ

সূত্রার্থ :—চিন্তাবৃত্তিও পুরুষের নহে। অর্থাৎ তাহাও বুদ্ধিরূপ আধারে উত্থিতা হয়। অথবা এরূপ ব্যাখ্যা করিতেও পার। বুদ্ধি বা মন স্বতঃ অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া, রূপনিশ্চয়াদি কার্য্যে সমর্থ নহে। ৪৪ ॥

সূত্রার্থ :—ক্রিয়া বা কার্য্য অনুসারে ইন্দ্রিয়গণের গুণ-প্রধান-ভাব অবধারণ করিবে। [যথা—চক্ষুরাদির ব্যাপারে মন প্রধান ও চক্ষু তাহার গুণ (উপকারক)। মনের ব্যাপারে অহঙ্কারের প্রাধান্য এবং অহঙ্কারের ব্যাপারে বুদ্ধির প্রাধান্য।] ৪৫ ॥

সূত্রার্থ :—যে পুরুষের যে ইন্দ্রিয়, সে ইন্দ্রিয় সেই পুরুষ কর্ত্তৃক

ভবতি লোকবৎ। যথা লোকে যেন পুরুষেণ ক্রয়াদিকর্ম্মণার্জ্জিতো যঃ কুঠারাদিস্তৎপুরুষার্থমেব তস্য ছিদাদি ব্যাপারঃ ইত্যর্থঃ। অতঃ করণ-ব্যবস্থেতি ভাবঃ। যদ্যপি কুটস্থতয়া পুরুষে কর্ম্ম নাস্তি তথাপি পুরুষভোগ-সাধনতয়া পুরুষস্বামিকত্বেন রাজ্ঞা জয়াদিবদেব পুরুষস্য কর্ম্মোচ্যতে। নন্থ কর্ম্মণ এব তৎপুরুষীয়ত্বে কিং নিয়ামকমিতি চেৎ তথাবিধং কর্ম্মান্তর-মেব। অনাদিত্বাৎ তু নানবস্থা দোষায়েতি। যত্তু কশ্চিদবিবেকী বদতি বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিতপুরুষস্য কর্ম্মেতি, তন্ন। যোগভাষ্যেঽস্মদুক্ত-প্রকারস্যৈবোক্তত্বেনান্যপ্রকারস্যাপ্রামাণিকত্বাৎ। প্রতিবিম্বস্যাবস্তুত্বেন কর্ম্মাদ্যসম্ভবাচ্চ। অন্যথা প্রতিবিম্বস্য কর্ম্মতদ্ভোগাদ্যঙ্গীকারে বিম্বত্বাভি-মতপুরুষকল্পনাবৈয়র্থ্যস্য পূর্ব্বং প্রতিপাদিতত্বাদিতি ॥ ৪৬ ॥

বুদ্ধেঃ প্রাধান্যং প্রকটীকর্ত্তুমুপসংহরতি।—

সমানকর্ম্মযোগে বুদ্ধেঃ প্রাধান্যং লোকবল্লোকবৎ ॥ ৪৭ ॥

যদ্যপি পুরুষার্থত্বেন সমান এব সর্ব্বেষাং করণানাং ব্যাপারস্তথাপি বুদ্ধেরেব প্রাধান্যং লোকবৎ। লোকে হি রাজার্থকত্বাবিশেষেঽপি

অর্জ্জিত। অর্থাৎ সে সেই পুরুষের অদৃষ্টের প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সেই কারণে সেই ইন্দ্রিয় সেই পুরুষের ভোগ মোক্ষার্থ সচেষ্টিত হয়, অন্য পুরুষের প্রতি উদাসীন থাকে। লৌকিক করণ অর্থাৎ কুঠারাদি অস্ত্র, তাহাও ঐ নিয়মের অধীন ॥৪৬॥

সূত্রার্থঃ—সমুদায় ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার পুরুষার্থসাধকত্বরূপে সমান হইলেও বুদ্ধির প্রাধান্য অঙ্গীকর্ত্তব্য। সকল ভৃত্যই রাজার কার্য্য করে সত্য; পরন্তু মন্ত্রীর প্রাধান্য অব্যাহত থাকিতে দেখা যায় ॥ ৪৭ ॥

-গ্রামাধ্যক্ষাদিষু মধ্যে মন্ত্রিণ এব প্রাধান্যং তদ্বদিত্যর্থঃ। অতএব বুদ্ধিরেব মহানিতি সর্ব্বশাস্ত্রেষু গীয়ত ইতি। বীপ্সা অধ্যায়-সমাপ্তৌ ॥ ৪৭ ॥

"লিঙ্গদেহস্য ঘটকং যৎ সপ্তদশসঙ্খ্যাকম্।
প্রধানকার্য্যং তৎ সূক্ষ্মমত্রাধ্যায়েঽনুবর্ণিতম্।."

ইতি শ্রীবিজ্ঞানাচার্য্যনির্ম্মিতে কাপিলসাঙ্খ্যপ্রবচনস্য ভাষ্যে
প্রধানকার্য্যাধ্যায়ো দ্বিতীয়ঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

—*—

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

ইতঃপরং প্রধানস্য স্থূলকার্য্যং মহাভূতানি শরীরদ্বয়ং চ বক্তব্যং, ততশ্চ বিবিধযোনিগত্যাদয়ঃ, জ্ঞানসাধনানুষ্ঠানহেত্বপরবৈরাগ্যার্থং, ততশ্চ পরবৈরাগ্যায় জ্ঞানসাধনান্যখিলানি বক্তব্যানীতি তৃতীয়ারম্ভঃ

অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ ॥ ১ ॥

নাস্তি বিশেষঃ শান্তঘোরমূঢ়ত্বাদিরূপো যত্রেত্যবিশেষো ভূতসূক্ষ্মং পঞ্চতন্মাত্রাখ্যম্, তস্মাচ্ছান্তাদিরূপবিশেষবত্ত্বেন বিশেষাণাং স্থূলানাং মহাভূতানামারম্ভ ইত্যর্থঃ। সুখাদ্যাত্মকতা হি শান্তাদিরূপা স্থূলভূতেষেব তারতম্যাদিভিরভিব্যজ্যতে ন সূক্ষ্মেষু তেষাং শান্তৈকরূপতয়ৈব যোগিষভিব্যক্তেরিতি ॥ ১ ॥

তদেবং পূর্ব্বাধ্যায়মারভ্য ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানামুৎপত্তিমুক্তা তস্মাচ্ছরীরদ্বয়োৎপত্তিমাহ—

তস্মাচ্ছরীরস্য ॥ ২ ॥

তস্মাৎ ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বাৎ স্থূলসূক্ষ্মশরীরদ্বয়স্যারম্ভ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সম্প্রতি ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বে সংসারান্যথানুপপত্তিং প্রমাণয়তি—

তদ্বীজাৎ সংসৃতিঃ ॥ ৩ ॥

তস্য শরীরস্য বীজাৎ ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বরূপাৎ সূক্ষ্মাদ্ধেতোঃ পুরুষস্য

সূত্রার্থ:—অবিশেষ হইতে অর্থাৎ তন্মাত্রা নামক পাঁচ সূক্ষ্ম ভূত হইতে বিশেষের অর্থাৎ স্থূল ভূত পঞ্চকের আরম্ভ (উৎপত্তি) হয় ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ:—সেই পাঁচ প্রকার স্থূল ভূত হইতে শরীর জন্মিয়াছে ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ:—ফলতঃ, শরীরের বীজ ২৩ তত্ত্ব এবং তন্নিবন্ধন সংসার।

সংসৃতির্গত্যাগতে ভবতঃ কূটস্থস্য বিভুতয়া স্বতো গত্যাদ্যসম্ভবাদিত্যর্থঃ। ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বেঽবস্থিতো হি পুরুষস্তেনৈবোপাধিনা পূর্ব্বকৃতকর্ম্ম-ভোগার্থং দেহাদ্দেহং সংসরতি। "মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্ক্তে শুভাশুভম্। বাচা বাচা কৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব তু কায়িকম্॥" ইত্যাদি-স্মৃতিভিঃ পূর্ব্বসর্গীয়কর্ম্মোপকরণৈরেবোৎসর্গতঃ সর্গান্তরেষূপভোগসিদ্ধেঃ। অতএব ব্রহ্মসূত্রমুপসংহরতি সম্পরিষক্ত ইতি ॥ ৩ ॥ সংসৃতেরবধিমপ্যাহ—

আবিবেকাচ্চ প্রবর্ত্তনমবিশেষাণাম্ ॥ ৪ ॥

ঈশ্বরানীশ্বরত্বাদিবিশেষরহিতানাং সর্ব্বেষামেব পুংসাং বিবেক-পর্য্যন্তমেব প্রবর্ত্তনং সংসৃতিরাবশ্যকী বিবেকোত্তরং চ ন সেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তত্র হেতুমাহ—

উপভোগাদিতরস্য ॥ ৫ ॥

ইতরস্যাবিবেকিন এব স্বীয়কর্ম্মফলভোগাবশ্যম্ভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

দেহসম্বন্ধেঽপি সংসৃতিকালে ভোগো নাস্তীত্যাহ—

সম্প্রতি পরিমুক্তো দ্বাভ্যাম্ ॥ ৬ ॥

সম্প্রতি সংসৃতিকালে পুরুষো দ্বাভ্যাং শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বৈঃ

[সংসার শব্দের অর্থ জন্ম মরণ, যাওয়া আসা। কূটস্থ নির্ব্বিকার বিভু আত্মার গত্যাগতি অসম্ভব। উপাধির গতি ও অগতি তাঁহাতে উপচরিত হয়। পুরুষ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে অবস্থিত হইয়া কৃত কর্ম্মের ফল-ভোগার্থ সেই সেই প্রকারে দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করেন] ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ :—কি ঈশ্বর, কি অনীশ্বর, পুরুষ মাত্রেই বিবেক সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারী থাকেন। বিবেকের পর মোক্ষ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ :—ইতর অর্থাৎ অবিবেকী স্বকৃতকর্ম্মফল উপভোগার্থ সংসার-নিমগ্ন থাকে। তাহা তাহার অপরিহার্য্য ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ :—সংসরণ কালেও দ্বন্দ্বমুক্ত থাকেন। অর্থাৎ পরমার্থ পক্ষে

পরিমুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। তদেতৎ কারিকয়োক্তম্। "সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্।" ইতি ভাবা ধর্ম্মাধর্ম্ম-বাসনাদয়ঃ ॥ ৬ ॥ অতঃপরং শরীরদ্বয়ং বিশিষ্য বক্তুমুপক্রমতে—

মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শ ইতরন্ন তথা ॥ ৭ ॥

স্থূলং মাতাপিতৃজং প্রায়শো বাহুল্যেন, অযোনিজস্যাপি স্থূলশরীরস্য স্মরণাদিতরচ্চ সূক্ষ্মশরীরং ন তথা ন মাতাপিতৃজং সর্গাদ্যুৎপন্নত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং কারিকয়া—'পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্। সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥'' ইতি। নিয়তং নিত্যং দ্বিপরার্দ্ধস্থায়ি গৌণনিত্যং, প্রতিশরীরং লিঙ্গোৎপত্তিকল্পনে গৌরবাৎ। প্রলয়ে তু তন্নাশঃ শ্রুতিস্মৃতিপ্রামাণ্যাদিষ্যতে। গতিকালে ভোগাভাববচনমুৎসর্গাভিপ্রায়েণ। কদাচিৎ তু বায়বীয়শরীরপ্রবেশতো গমনকালেঽপি ভোগো ভবতি। অতো যমমার্গে দুঃখভোগবাক্যান্যুপপদ্যন্তে ইতি ॥ ৭ ॥

স্থূলসূক্ষ্মশরীরয়োর্ম্মধ্যে কিমুপাধিকঃ পুরুষস্য দ্বন্দ্বযোগস্তদব-ধারয়তি—

পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎকার্য্যত্বং ভোগাদেকস্য নেতরস্য ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বং সর্গাদাবুৎপত্তির্যস্য লিঙ্গশরীরস্য তস্যৈব তৎ কার্য্যত্বং সুখদুঃখ-

পুরুষের শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব জনিত সুখ দুঃখ থাকে না। না থাকিলেও সংসার কালে তাঁহার আরোপ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ :—এই স্থূল শরীর প্রায়ই পিতৃমাতৃজাত। সূক্ষ্ম শরীর সেরূপ নহে। দ্রোণ, দ্রৌপদী ও সীতা প্রভৃতি অযোনিপ্রভব; অথচ তাঁহারা স্থূলশরীরী। সেই কারণে প্রায়ঃপদ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ :—পূর্ব্বে অর্থাৎ সৃষ্টিকালে লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। তখন

কার্য্যকত্বং, কুতঃ একস্য লিঙ্গদেহস্যৈব সুখদুঃখাখ্যভোগাৎ, ন ত্বিতরস্য স্থূলশরীরস্য, মৃতশরীরে সুখদুঃখাদ্যভাবস্য সর্ব্বসম্মতত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

উক্তস্য সূক্ষ্মশরীরস্য স্বরূপমাহ—

সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্ ॥ ৯ ॥

সূক্ষ্মশরীরমপ্যাধারাধেয়ভাবেন দ্বিবিধং ভবতি, তত্র সপ্তদশ মিলিত্বা লিঙ্গশরীরং, তচ্চ সর্গাদৌ সমষ্টিরূপমেকমেব ভবতীত্যর্থঃ। একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চতন্মাত্রাণি বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশ। অহঙ্কারস্য বুদ্ধাবেবান্তর্ভাবঃ। চতুর্থসূত্রবক্ষ্যমাণপ্রমাণাদেতান্যেব সপ্তদশ লিঙ্গং মন্তব্যং, ন তু সপ্তদশমেকং চেত্যষ্টাদশতয়া ব্যাখ্যেয়ম্। উত্তরসূত্রেণ ব্যক্তি-

স্থূলশরীর সৃষ্ট হয় না। সুতরাং সুখ দুঃখ লিঙ্গ শরীরেরই কার্য্য, স্থূল শরীরের নহে। সুখদুঃখভোগ লিঙ্গ শরীরেই হয়, ইতর শরীরে অর্থাৎ স্থূলশরীরে নহে। [আগে লিঙ্গ শরীর পরে তদুপরি স্থূল শরীর। যখন স্থূল শরীর সৃষ্ট হয় নাই, তখন লিঙ্গ শরীরেই ভোগ প্রবর্ত্তমান ছিল; এবং এখনও তাহা বা সেই নিয়ম চলিতেছে। সেই কারণে মৃতদেহ লিঙ্গপরিশূন্য হওয়ায় সুখদুঃখবর্জ্জিত হয়] ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থঃ—লিঙ্গ শরীর সপ্তদশাবয়ব। [প্রথমে ইহা এক ছিল। প্রথমে ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ জন্মেন। ব্রহ্মা সেই এক অখণ্ড লিঙ্গের এখানকার হিসাবে সমষ্টি শরীরের অহমভিমানধারী আত্মা ॥ ৯ ॥ *

* ১১ ইন্দ্রিয়, ৫ তন্মাত্রা ও ১ বুদ্ধি। এই ১৭। অহঙ্কার বুদ্ধিরই অন্তর্গত। প্রাণও ইহার অন্তর্গত আছে। লিঙ্গ দেহ বুদ্ধিপ্রধান; সেই জন্য লিঙ্গ দেহে ভোগ হয়। সপ্তদর্শ ও এক অর্থাৎ অষ্টাদশ, এরূপ অর্থ নহে। জীব সাধারণের কর্ম্মসাধারণের প্রভাবে প্রথমে সমষ্টি সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে তাহাদের কর্ম্মবিশেষে ব্যষ্টি সৃষ্টি হইয়াছে।

ভেদস্যোপপাদ্যতয়াত্র লিঙ্গৈকত্ব একশব্দস্য তাৎপর্য্যাবধারণাচ্চ। "কর্ম্মাত্মা পুরুষো যোঽসৌ বন্ধমোক্ষৈঃ প্রযুজ্যতে। স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে চ সঃ॥" ইতি মোক্ষধর্ম্মাদৌ লিঙ্গশরীরস্য সপ্তদশত্বসিদ্ধেশ্চ সপ্তদশাবয়বা অত্র সন্তীতি সপ্তদশকো রাশিরিত্যর্থঃ। রাশিশব্দেন স্থূলদেহবল্লিঙ্গদেহস্যাবয়বিত্বং নিরাকৃতম্। অবয়বিরূপেণ দ্রব্যান্তরকল্পনায়াঃ গৌরবাৎ। স্থূলদেহস্য চাবয়বিত্বমেকতাদিপ্রত্যক্ষানুরোধেন কল্প্যত ইতি। অত্র চ লিঙ্গদেহে বুদ্ধিরেব প্রধানেত্যাশয়েন লিঙ্গদেহস্য ভোগঃ প্রাগুক্তঃ। প্রাণশ্চান্তঃকরণস্যৈব বৃত্তিভেদঃ। অতো লিঙ্গদেহে প্রাণপঞ্চকস্যাপ্যন্তর্ভাব, ইত্যস্য সপ্তদশাবয়বকস্য শরীরত্বং স্বয়ং বক্ষ্যতি "লিঙ্গশরীরনিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্য্য" ইতি সূত্রেণ। অতো ভোগায়তনত্বমেব মুখ্যং শরীরলক্ষণম্। তদাশ্রয়তয়া ত্বন্যত্র শরীরত্বমিতি পশ্চাদ্ব্যক্তীভবিষ্যতি। চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্ ইতি তু ন্যায়েঽপি তস্যৈব লক্ষণং কৃতমিতি॥ ৯॥

নন্বু লিঙ্গং চেদেকং তর্হি কথং পুরুষভেদেন বিলক্ষণা ভোগাঃ স্যুস্তত্রাহ—

ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ॥ ১০॥

যদ্যপি সর্গাদৌ হিরণ্যগর্ভোপাধিরূপমেকমেব লিঙ্গং। তথাপি তস্য পাশ্চাদ্ব্যক্তিভেদো ব্যষ্টিরূপেণাংশতো নানাত্বমপি ভবতি। যথেদানীমেকস্য পিতৃলিঙ্গদেহস্য নানাত্বমংশতো ভবতি পুত্রকন্যাদিলিঙ্গদেহরূপেণ।

সূত্রার্থঃ—পরে অন্যান্য জীবের কর্ম্মের (অদৃষ্টের) বলে তাহা অংশে অংশে ভিন্ন হইয়া অনেক অর্থাৎ অসংখ্য হইয়াছে। (যেমন এক পিতৃলিঙ্গশরীর হইতে অনেক পুত্র কন্যাদির লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয় সেইরূপ)॥ ১০॥

তত্র কারণমাহ কর্ম্মবিশেষাদিতি। জীবান্তরাণাং ভোগহেতুকর্ম্মাদেরিত্যর্থঃ। অত্র বিশেষবচনাৎ সমষ্টিসৃষ্টির্জ্জীবানাং সাধারণৈঃ কর্ম্মভির্ভবতীত্যায়াতম্। অয়ং চ ব্যক্তিভেদো মন্বাদিষ্বপ্যুক্তঃ। যথা মনৌ সমষ্টিপুরুষস্য ষড়িন্দ্রিয়োৎপত্ত্যনন্তরম্। "তেষাং ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্। সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে॥" ইতি ষণ্ণামিতি সমস্তলিঙ্গশরীরোপলক্ষণম্। আত্মমাত্রাসু চিদংশেষু সংযোজ্যেত্যর্থঃ তথা চ তত্রৈব বাক্যান্তরম্। "তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ করণৈঃ সহ। ক্ষেত্রজ্ঞান সমজায়ন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ॥" ইতি॥ ১০॥

নন্বেবং ভোগায়তনতয়া লিঙ্গস্যৈব শরীরত্বে স্থূলে কথং শরীরব্যবহার-স্তত্রাহ—

তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাৎ তদ্বাদঃ॥ ১১॥

তস্য লিঙ্গস্য যদধিষ্ঠানমাশ্রয়ো বক্ষ্যমাণভূতপঞ্চকং তস্যাশ্রয়ে ষাট্-কৌশিকদেহে তদ্বাদো দেহবাদস্তদ্বাদাৎ তস্যাধিষ্ঠানশব্দোক্তস্য দেহবাদাদিত্যর্থঃ। লিঙ্গসম্বন্ধাদধিষ্ঠানস্য দেহত্বমধিষ্ঠানাশ্রয়ত্বাচ্চ স্থূলস্য দেহত্বমিতি পর্য্যবসিতোঽর্থঃ। অধিষ্ঠানশরীরং চ সূক্ষ্মং পঞ্চভূতাত্মকং বক্ষ্যতে, তথা চ শরীরত্রয়ং সিদ্ধম্। যৎ তু—"আতিবাহিক একোঽস্তি দেহোঽন্যস্ত্বাধিভৌতিকঃ। সর্ব্বাসাং ভূতজাতীনাং ব্রহ্মণস্ত্বেক এব কিম্॥" ইত্যাদিশাস্ত্রেষু শরীরদ্বয়মেব শ্রূয়তে তল্লিঙ্গশরীরাধিষ্ঠানশরীরয়োরন্যোঽন্যনিয়তত্বেন সূক্ষ্মত্বেন চৈকতাভিপ্রায়াদিতি॥ ১১॥

নমু ষাট্‌কৌশিকাতিরিক্তে লিঙ্গশরীরাধিষ্ঠানভূতে শরীরান্তরে কিং প্রমাণমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

সূত্রার্থ:—লিঙ্গ শরীরের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় সূক্ষ্ম ভূত এবং তাহার আশ্রয় এই ষাটকৌষিক স্থূল প্রকৃত পক্ষ দেখিতে গেলে সূক্ষ্ম দেহই দেহ, পরন্তু তাহা ষাট্‌কৌষিক স্থূলে অবস্থিত থাকে বলিয়া ষাট কৌষিক স্থূল ও দেহ আখ্যা প্রাপ্ত হয়॥ ১১॥

ন স্বাতন্ত্র্যাৎ তদৃতে ছায়াবচ্চিত্রবচ্চ ॥ ১২ ॥

তল্লিঙ্গশরীরং তদৃতেঽধিষ্ঠানং বিনা স্বাতন্ত্র্যান্ন তিষ্ঠতি। যথা ছায়া নিরাধারা ন তিষ্ঠতি যথা বা চিত্রমিত্যর্থঃ। তথা চ স্থূলদেহং ত্যক্ত্বা লোকান্তরগমনায় লিঙ্গদেহস্যাধারভূতং শরীরান্তরং সিধ্যতীতি ভাবঃ। তস্য চ স্বরূপং কারিকায়ামুক্তম্। "সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহপ্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ। সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥" ইতি। অত্র তন্মাত্রকার্য্যং মাতাপিতৃজশরীরাপেক্ষয়া সূক্ষ্মং যদ্ভূতপঞ্চকং যাবল্লিঙ্গস্থায়ি প্রোক্তং তদেব লিঙ্গাধিষ্ঠানং শরীরমিতি লব্ধং কারিকান্তরেণ। "চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া। তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥" ইতি। বিশেষৈঃ স্থূলভূতৈঃ সূক্ষ্মাখ্যৈঃ। স্থূলাবান্তরভেদৈরিতি। যাবৎ। অস্যাং কারিকায়াং সূক্ষ্মাখ্যানাং স্থূলভূতানাং লিঙ্গশরীরাদ্ভেদাবগমেন, "পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।" ইত্যাদিপূর্ব্বোদাহৃতকারিকায়াং সূক্ষ্মভূতপর্য্যন্তস্য লিঙ্গত্বং নার্থঃ, কিন্তু মহাদাদিরূপং যল্লিঙ্গং তৎ স্বাধারসূক্ষ্মপর্য্যন্তং সংসরতি তেন সহ সংসরতীত্যর্থঃ। নন্বেবং লিঙ্গঘটকপদার্থাঃ কিয়ন্ত ইতি কথমবধার্য্যমিতি চেৎ। "বাসনাভূতসূক্ষ্মং চ কর্ম্মাবিদ্যে তথৈব চ। দশেন্দ্রিয়ং মনো বুদ্ধিরেতল্লিঙ্গং বিদুর্বুধাঃ।" ইতি বাশিষ্ঠাদিবাক্যেভ্যঃ। অত্র লিঙ্গশরীরপ্রতিপাদনেনৈব পুর্য্যষ্টকমপি ব্যাখ্যেয়মিত্যাশয়েন বুদ্ধিধর্ম্মাণামপি বাসনাকর্ম্মবিদ্যানাং পৃথগুপন্যাসঃ। ভূতসূক্ষ্ম চাত্র তন্মাত্রা, দশেন্দ্রিয়াণি চ জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ভেদেন পুরদ্বয়মিত্যাশয়ঃ। যৎ তু মায়াবাদিনো লিঙ্গশরীরস্য তন্মাত্রস্থানে প্রাণাদিপঞ্চকং প্রক্ষিপন্তি পুর্য্যষ্টকং চান্যথা কল্পয়ন্তি তদপ্রামাণিকমিতি ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থঃ—ছায়া অথবা চিত্র যেমন আধারপরিশূন্য হয় না বা থাকে না, তেমনি, লিঙ্গদেহও নিরাধার বা নিরাশ্রয় নহে। তাহারও অধিষ্ঠান বা আশ্রয় আছে। তাহা সূক্ষ্মভূতের অবস্থাবিশেষ ॥ ১২ ॥

নমু মূর্ত্তদ্রব্যতয়া বায়্বাদেরিব লিঙ্গস্যাকাশমেবাসঙ্গেনাধারোঽস্তু ব্যর্থ-মন্যত্র সঙ্গকল্পনমিতি তত্রাহ।—

মূর্ত্তত্বেঽপি ন সঙ্ঘাতযোগাৎ তরণিবৎ॥ ১৩॥

মূর্ত্তত্বেঽপি ন স্বাতন্ত্র্যাদসঙ্গতয়াবস্থানং প্রকাশরূপত্বেন সূর্য্যস্যেব সঙ্ঘাতসঙ্গানুমানাদিত্যর্থঃ। সূর্য্যাদীনি সর্ব্বাণি তেজাংসি পার্থিবদ্রব্য-সঙ্গেনৈবাবস্থিতানি দৃশ্যন্তে লিঙ্গং চ সত্ত্বপ্রকাশময়মতো ভূতসঙ্গত-মিতি॥ ১৩॥ লিঙ্গস্য পরিমাণমবধারয়তি—

অণুপরিমাণং তৎকৃতিশ্রুতেঃ॥ ১৪॥

তল্লিঙ্গমণুপরিমাণং পরিচ্ছিন্নং, ন ত্বত্যন্তমেবাণু সাবয়বত্বশ্রোক্তত্বাৎ। কুতঃ কৃতিশ্রুতেঃ ক্রিয়াশ্রুতেঃ। "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ।" ইত্যাদিশ্রুতের্ব্বিজ্ঞানাখ্যবুদ্ধিপ্রধানতয়া বিজ্ঞানস্য লিঙ্গস্যাখিলকর্ম্মশ্রবণাদিত্যর্থঃ। বিভুত্বে সতি ক্রিয়া ন সম্ভবতি। তদ্‌গতিশ্রুতেরিতি পাঠস্তু সমীচীনঃ। লিঙ্গশরীরস্য চ গতিশ্রুতিঃ "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনু-ক্রামন্তি সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্বক্রামতি" ইতি সবিজ্ঞানো বুদ্ধি-সহিত এব জায়তে সবিজ্ঞানং যথা স্যাৎ তথা সংসরতি চেত্যর্থঃ॥ ১৪॥

পরিচ্ছিন্নত্বে যুক্ত্যন্তরমাহ।—

সূত্রার্থ:—লিঙ্গ শরীর শরীর বলিয়া মূর্ত্ত বটে; পরন্তু তাহা অসঙ্গ ও স্বতন্ত্র অবস্থান করে না। তাহা সূর্য্যকিরণের ন্যায় সঙ্ঘাত অবলম্বনে অবস্থান করে। সূর্য্য কিরণ কেন? তেজঃপদার্থ মাত্রেই পার্থিব দ্রব্যাদিতে সম্বদ্ধ হইয়া অবস্থান করে [লিঙ্গ শরীর সত্ত্বপ্রকাশময় বলিয়া ভূতসঙ্গী অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতাশ্রয়ী]॥ ১৩॥

সূত্রার্থ:—লিঙ্গ দেহ মূর্ত্ত ও পরিমিত পরিমাণ বিশিষ্ট। হেতু এই যে, তাহার ক্রিয়া শ্রবণ আছে। ক্রিয়া—কর্ম্মকরণ ও গত্যাগতি প্রভৃতি। মূর্ত্ত ব্যতীত পূর্ণ বা বিভু পদার্থে ক্রিয়া হয় না॥ ১৪॥

তদন্নময়ত্বশ্রুতেশ্চ ॥ ১৫ ॥

তস্য লিঙ্গস্যৈকদেশতোঽন্নময়ত্বশ্রুতেন বিভুত্বং সম্ভবতীতি। বিভুত্বে সতি নিত্যতাপত্তেরিত্যর্থঃ। সা চ শ্রুতিঃ "অন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্" ইত্যাদিঃ। যদ্যপি মন আদীনি ন ভৌতিকানি তথাপ্যন্নসংসৃষ্টসজাতীয়াংশপূরণাদন্নময়ত্বাদিব্যবহারো বোধ্যঃ ॥ ১৫ ॥

অচেতনানাং লিঙ্গানাং কিমর্থং সংসৃতির্দেহাদ্দেহান্তরসঞ্চার ইত্যাশঙ্কায়ামাহ।—

পুরুষার্থং সংসৃতির্লিঙ্গানাং সূপকারবদ্রাজ্ঞঃ ॥ ১৬ ॥

যথা রাজ্ঞঃ সূপকারাণাং পাকশালাসু সঞ্চারো রাজার্থং তথা লিঙ্গশরীরাণাং সংসৃতি পুরুষার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

লিঙ্গশরীরমশেষবিশেষতো বিচারিতমিদানীং স্থূলশরীরমপি তথা বিচারয়তি।—

পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ ॥ ১৭ ॥

পঞ্চানাং ভূতানাং মিলিতানাং পরিণামো দেহ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

মতান্তরমাহ।—

সূত্রার্থঃ—শ্রুতি বলিয়াছেন যে, লিঙ্গ শরীরের একাবয়ব মন, তাহা অন্নময়। অর্থাৎ ভক্ষ্য দ্রব্যের পরিণামে উৎপন্ন। তাহাতেও বুঝা গেল, লিঙ্গ শরীর অনিত্য ও পরিমিত পরিমাণ বিশিষ্ট। যাহা অপরিমিত বা বিভু তাহা অনিত্য নহে; প্রত্যুত নিত্য ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থঃ—যেমন পাচকগণ রাজার নিমিত্ত পাকগৃহে সঞ্চরণ করে, তেমনি, লিঙ্গ শরীর পুরুষের (আত্মার) নিমিত্ত ইহ-পরলোক ভ্রমণ করে। [এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে যায়] ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থঃ—এই স্থূল দেহ পাঞ্চভৌতিক। পাঁচ ভূতের মেলনে উৎপন্ন ॥ ১৭ ॥

চাতুর্ভৌতিকমিত্যেকে ॥ ১৮ ॥

আকাশস্যানারম্ভকত্বমভিপ্রেত্যেদম্ ॥ ১৮ ॥

ঐকভৌতিকমিত্যপরে ॥ ১৯ ॥

পার্থিবমেব শরীরমন্যানি চ ভূতান্যুপষ্টম্ভকমাত্রাণীতি ভাবঃ। অথ বৈকভৌতিকমেকৈকভৌতিকমিত্যর্থঃ। মনুষ্যাদিশরীরে পার্থিবাংশাধিক্যেন পার্থিবতা সূর্য্যাদিলোকেষু চ তেজআদ্যধিক্যেন তৈজসাদিতা শরীরাণাং সুবর্ণাদীনামিবেতীমমেব পক্ষং পঞ্চমাধ্যায়েঽপি সিদ্ধান্তয়িষ্যতি ॥ ১৯ ॥ দেহস্য ভৌতিকত্বেন যৎ সিধ্যতি তদাহ।—

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ ॥ ২০

ভূতেষু পৃথক্কৃতেষু চৈতন্যাদর্শনাদ্ভৌতিকস্য দেহস্য ন স্বাভাবিকং চৈতন্যং কিন্তৌপাধিকমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ বাধকান্তরমাহ।—

প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ ॥ ২১ ॥

প্রপঞ্চস্য সর্ব্বস্যৈব মরণসুষুপ্ত্যাদ্যভাবশ্চ দেহস্য স্বাভাবিকচৈতন্যে সতি

সূত্রার্থঃ—কেহ কেহ বলেন, স্থূল দেহ চাতুর্ভৌতিক। অর্থাৎ আকাশ ব্যতীত অন্য চার ভূতের বিকার ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থঃ—অন্যে বলেন, ইহা এক ভৌতিক। অর্থাৎ ইহা কেবল পার্থিব ভূতেরই বিকার। ইহাতে পার্থিব ভূত প্রধান; অন্য ভূত উপষ্টম্ভক ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থঃ—পার্থক্য অবস্থায় কোনও ভূতে চৈতন্য দৃষ্ট হয়, না। সুতরাং এই ভৌতিক দেহে যে চৈতন্যের অবস্থান দৃষ্ট হয়, তাহা ইহার সাংসিদ্ধিক। স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। তাহা ঔপাধিক অর্থাৎ চিদাত্মার অধিষ্ঠানে চেতনায়মান ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থঃ—চৈতন্য এতদ্দেহের নৈসর্গিক ধর্ম্ম হইলে কাহারও সুপ্তি মূর্চ্ছাদি হইত না। (দেহের অচেতনতা মরণাদিতে প্রত্যক্ষ) ॥ ২১ ॥

স্যাদিত্যর্থঃ। মরণসুষুপ্ত্যাদিকং হি দেহস্যাচেতনতা সা চ স্বাভাবিক-চৈতন্যে সতি নোপপদ্যতে স্বভাবস্য যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাদিতি॥ ২১॥

প্রত্যেকাদৃষ্টেরিতি যদুক্তং তত্রাশঙ্ক্য পরিহরতি।—

মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টেসাংহত্যে তদুদ্ভবঃ॥ ২২॥

নন্থ যথা মাদকতাশক্তিঃ প্রত্যেকদ্রব্যাবৃত্তিরপি মিলিতদ্রব্যে বর্ত্তত এবং চৈতন্যমপি স্যাদিতি চেন্ন প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সতি সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ সম্ভবেৎ প্রকৃতে তু প্রত্যেকপরিদৃষ্টত্বং নাস্তি। অতো দৃষ্টান্তে প্রত্যেকং শাল্যাদিভিঃ সূক্ষ্মতয়া মাদকত্বে সিদ্ধে সংহতভাবকালে মাদকত্বাবির্ভাব-মাত্রং সিদ্ধ্যতি। দার্ষ্টান্তিকে তু প্রত্যেকভূতেষু সূক্ষ্মতয়া ন কেনাপি প্রমাণেন চৈতন্যং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। নন্থ সমুচ্চিতে চৈতন্যদর্শনেন প্রত্যেক-ভূতে সূক্ষ্মচৈতন্যশক্তিরনুমেয়েতি চেন্ন। অনেকভূতেষনেকচৈতন্যশক্তি-কল্পনায়াং গৌরবেণ লাঘবাদেকস্যৈব নিত্যচিৎস্বরূপস্য কল্পনৌচিত্যাৎ। নন্থ যথাবয়বেঽবর্ত্তমানমপি পরিমাণজলাহরণাদিকার্য্যং ঘটাদৌ দৃশ্যত এবমেব শরীরে চৈতন্যং স্যাদিতি নৈবম্। ভূতগতবিশেষগুণানাং সজাতীয়কারণগুণজন্যতয়া কারণে চৈতন্যং বিনা দেহে চৈতন্যা-সম্ভবাদিতি॥ ২২॥

পুরুষার্থং সংস্কৃতিলিঙ্গানামিত্যুক্তং তত্র লিঙ্গানাং স্থূলদেহসঞ্চারাখ্য-জন্মনো যো যঃ পুরুষার্থো যেন যেন ব্যাপারেণ সিদ্ধ্যতি তদাহ সূত্রাভ্যাম্ —

সূত্রার্থঃ— চৈতন্যকে মদশক্তির দৃষ্টান্তে সংহতভূতপ্রভব বলিতেও পার না। পৃথক্ অবস্থান কালে যাহাতে যাহা দেখা যায় অর্থাৎ আছে বলিয়া অবধারিত হয়, সজ্যাত কালে তাহা হইতেই তাহার উদ্ভব (অভিব্যক্তি) কল্পনা করিতে পার॥ ২২॥

জ্ঞানান্মুক্তিঃ ॥ ২৩ ॥

লিঙ্গসংস্থিতিতো জন্মদ্বারা বিবেকসাক্ষাৎকারস্তস্মান্মুক্তিরূপঃ পুরুষার্থো ভবতীত্যর্থঃ। জ্ঞানাদিকং চ প্রত্যয়সর্গতয়া কারিকায়াং পরিভাষিতম্। "এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।" ইতি। বিপর্য্যয়াদয়ো ব্যাখ্যাস্যন্তেঽত্র চ স এব বুদ্ধিসর্গঃ প্রয়োজনযোগেন সূত্রৈরুচ্যতে ইতি বিশেষঃ ॥ ২৩ ॥

বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ ॥ ২৪ ॥

বিপর্য্যয়াৎ সুখদুঃখাত্মকো বন্ধরূপঃ পুরুষার্থো লিঙ্গসংস্থিতিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানবিপর্য্যয়াভ্যাং মুক্তিবন্ধাবুক্তৌ তত্রাদৌ জ্ঞানান্মুক্তিং বিচারয়তি—

নিয়তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়বিকল্পৌ ॥ ২৫ ॥

যদ্যপি "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহে" ইত্যাদি শ্রূয়তে তথাপ্যবিবেকনিবৃত্তৌ লোকসিদ্ধতয়া জ্ঞানস্য নিয়তকারণত্বাদবিদ্যাখ্যকর্ম্মণা সহ

সূত্রার্থ:—লিঙ্গ দেহের সঞ্চরণের অর্থাৎ জন্মনামক অবস্থা প্রাপ্তির পর, যাহার তদ্বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার হয়, আত্মস্বরূপের ও লিঙ্গস্বরূপের অববোধ জন্মে, জ্ঞানের পর সেই পুরুষেরই মোক্ষ নামক পুরুষার্থ লব্ধ হয় ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ:—জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান (অবিবেক)। তন্নিবন্ধন বন্ধন অর্থাৎ সংসারভোগ হইতেছে। [লিঙ্গ শরীরে পুনঃ পুনঃ স্থূল দেহ উৎপন্ন হইতেছে।] ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ:—জ্ঞানই অজ্ঞান নিবৃত্তির নিয়মিত বা নির্দ্দিষ্ট কারণ। সেই জন্য মোক্ষের প্রতি কর্ম্মসহকৃত জ্ঞানের কারণভাব সম্ভব হয় না।

জ্ঞানস্য মোক্ষজননে সমুচ্চয়ো বিকল্পো বা নাস্তীত্যর্থঃ। "তমেব বিদি-ত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুচিঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যোঽপি কর্ম্মণো ন সাক্ষান্মোক্ষহেতুত্বং সমুচ্চয়ানুষ্ঠানং শ্রুতিস্বঙ্গাঙ্গিভাবাদিভিরভ্যুপপদ্যত ইতি॥ ২৫॥ সমুচ্চয়বিকল্পয়োরভাবে দৃষ্টান্তমাহ—

স্বপ্নজাগরাভ্যামিব মায়িকামায়িকাভ্যাং নোভয়োর্ম্মুক্তিঃ পুরুষস্য॥ ২৬॥

যথা মায়িকামায়িকাভ্যাং স্বপ্নজাগরপদার্থাভ্যামন্যোন্যসহকারিভাবে-নৈকঃ পুরুষার্থো ন সম্ভবতি। এবমুভয়োর্ম্মায়িকামায়িকয়োরনুষ্ঠিতয়োঃ কর্ম্মজ্ঞানয়োঃ পুরুষস্য মুক্তিরপি ন যুক্তেত্যর্থঃ। মায়িকত্বং চাসত্যত্বম্। অস্থিরত্বমিতি যাবৎ। তচ্চ স্বাপ্নেঽর্থেঽস্তি জাগ্রৎপদার্থস্তু স্বাপ্নাপেক্ষয়া সত্য এব কূটস্থপুরুষাপেক্ষয়ৈবাস্থিরত্বেনাসত্যত্বাৎ, অতঃ স্বপ্নবিলক্ষণ-

[সমুচ্চয়—কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় একত্রিত। বিকল্প—কর্ম্মমিলিত জ্ঞান অথবা কেবল জ্ঞান। কর্ম্মমিলিত জ্ঞানে মোক্ষ হয়, কেবল জ্ঞানেও মোক্ষ হয়, এইরূপ ব্যবস্থা। এই দুই পক্ষের কোন পক্ষ যুক্তিপরিশোধিত নহে। বিশুদ্ধ বিবেক জ্ঞানে মোক্ষ হওয়া পক্ষই যুক্তিসিদ্ধ॥ ২৫॥

সূত্রার্থ ঃ—যেমন স্বাপ্ন পদার্থ ও জাগ্রৎ পদার্থ এক হইয়া পুরুষার্থ সাধন করে না, তেমনি মায়িক অমায়িক সমুচ্চিত (একত্রিত) হইয়া মুক্তি রূপ পুরুষার্থ জন্মায় না। (মায়িক—অসত্য বা মিথ্যা। অর্থাৎ অস্থির। অমায়িক—সত্য বা স্থির। স্বাপ্ন-পদার্থ অস্থির বা অসত্য। জাগ্রৎ পদার্থ অপেক্ষাকৃত স্থির ও সত্য। কর্ম্ম সকল প্রকৃতির কার্য্য, সে জন্য তাহা অস্থির। আত্মা জন্মবান্ নহে বলিয়া স্থির। স্থির বলিয়া সত্য। স্থির অস্থির উভয়ের সমুচ্চয় অর্থাৎ মেলন অসম্ভব॥ ২৬॥

স্নানাদিকার্য্যকরঃ। এবং কর্ম্মাপ্যস্থিরত্বাৎ প্রকৃতিকার্য্যত্বাচ্চমায়িকম্। আত্মা তু স্থিরত্বাদকার্য্যত্বাচ্চামায়িকঃ। অতস্তয়োরনুষ্ঠিতকর্ম্মজ্ঞানয়োঃ সমানফলদাতৃত্বমযৌক্তিকমিতি বিলক্ষণমেব কার্য্যং যুক্তম্॥ ২৬॥

নন্বেবমপ্যাত্মোপাসনাখ্যজ্ঞানেন সহ তত্ত্বজ্ঞানস্য সমুচ্চয়বিকল্পৌ স্যাতা-মুপাস্যস্যামায়িকত্বাদিতি তত্রাহ—

ইতরস্যাপি নাত্যন্তিকম্॥ ২৭॥

ইতরস্যাপ্যুপাস্যস্য নাত্যন্তিকমমায়িকত্বমুপাস্যাস্বন্যধ্যস্তপদার্থানামপি প্রবেশাদিত্যর্থঃ॥ ২৭॥

উপাসনস্য মায়িকত্বং যস্মিন্নংশে তদাহ—

সঙ্কল্পিতেঽপ্যেবম্॥ ২৮॥

মনঃসঙ্কল্পিতে ধ্যেয়াংশ এবমপি মায়িকত্বমপীত্যর্থঃ। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তে হ্যুপাস্যে প্রপঞ্চাংশস্য মায়িকত্বমেবেতি॥ ২৮॥

তর্হ্যুপাসনস্য কিং ফলমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

ভাবনোপচয়াচ্ছুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ॥ ২৯॥

ভাবনাখ্যোপাসনানিষ্পত্ত্যা শুদ্ধস্য নিষ্পাপস্য পুরুষস্য প্রকৃতেরিব

সূত্রার্থ:—ইতরের অর্থাৎ উপাসনাত্মক জ্ঞানের সঙ্গেও বিশুদ্ধজ্ঞানের সমুচ্চয় বিকল্প সম্ভবে না। উপাস্যও আত্যন্তিক স্থির নহে॥ ২৭॥

সূত্রার্থ:—মানস সঙ্কল্পে বিরাজিত অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তু মাত্রেই মায়িক অর্থাৎ অস্থির॥ ২৮॥

সূত্রার্থ:—যাহার অন্য নাম ভাবনা, তাহারই অন্য নাম ধ্যান ও চিন্তাপ্রবাহ। ধ্যান বা চিন্তাপ্রবাহ অত্যন্ত নিবিড় হইলে তাহা সমাধি নামের নামী হয়। সমাধির উপচয় (বৃদ্ধি বা পুষ্টি) হইলে তৎপ্রভাবে নিতান্ত শুদ্ধস্বভাব পুরুষে সমুদায় প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব হওয়া উপাসনার বা ধ্যানের ফল। মোক্ষ তাহার ফল নহে॥ ২৯॥

সর্ব্বৈশ্বর্য্যং ভবতীত্যর্থঃ। প্রকৃতির্যথা সৃষ্টিস্থিতিসংহারং করোতি, এবমুপাসকস্যাস্য বুদ্ধিসত্ত্বমপি প্রকৃতিপ্রেরণেন সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃ ভবতীতি ॥২৯॥

জ্ঞানমেব মোক্ষসাধনমিতি স্থাপিতম্ ইদানীং জ্ঞানসাধনান্যাহ—

রাগোপহতির্ধ্যানম্ ॥ ৩০ ॥

জ্ঞানপ্রতিবন্ধকো যো বিষয়োপরাগশ্চিত্তস্য তদুপঘাতহেতুর্ধ্যানমিত্যর্থঃ। উপচারেণ কার্য্যকারণয়োরভেদনির্দ্দেশো রাগক্ষয়স্য ধ্যানত্বাসম্ভবাৎ। অত্র ধ্যানশব্দেন ধারণাধ্যানসমাধয়ো যোগোক্তাস্ত্রয় এব গ্রাহ্যাঃ, পাতঞ্জলে যোগাঙ্গানামষ্টানামেব বিবেকসাক্ষাৎকারহেতুত্বশ্রবণাদিতি। এতেষাং চাবান্তরবিশেষাস্তত্রৈব দ্রষ্টব্যাঃ। ইতরাণি চ পঞ্চাঙ্গানি স্বয়ং বক্ষ্যতি ॥ ৩০ ॥

ধ্যাননিষ্পত্ত্যৈব জ্ঞানোৎপত্তির্নারম্ভমাত্রেণেত্যাশয়েন ধ্যাননিষ্পত্তে র্লক্ষণমাহ—

বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥

ধ্যেয়াতিরিক্তবৃত্তিনিরোধরূপেণ সম্প্রজ্ঞাতযোগেন তৎসিদ্ধির্ধ্যানস্য নিষ্পত্তির্জ্ঞানাখ্যফলোপধানরূপা ভবতীত্যর্থঃ। অতস্তাবৎপর্য্যন্তমেব ধ্যানং কর্ত্তব্যমিত্যাশয়ঃ। ইতরবৃত্তিনিরোধে সত্যেব বিষয়ান্তরসঞ্চারখ্যপ্রতিবন্ধাপগমাদ্ধ্যেয়সাক্ষাৎকারো ভবতীতি কৃত্বা সম্প্রজ্ঞত যোগোঽপি জ্ঞানে কারণং যোগাঙ্গধ্যানাদিবদিত্যপি মন্তব্যম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতীত্যাদিশ্রুতিস্মৃত্যোস্তদবগমাদিতি ॥ ৩১ ॥

ধ্যানস্যাপি সাধনান্যাহ—

সূত্রার্থ :—বিষয়ের উপরাগ বিবেক জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। সে প্রতিবন্ধক (বাধা) ধ্যান দ্বারা উপহতি অর্থাৎ বিনাশ পায় ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ :—অন্যান্য বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ চিত্তে ধ্যেয়াকারা বৃত্তি ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি না থাকিলে ধ্যান সিদ্ধ বা নিষ্পন্ন হয় ॥ ৩১ ॥

ধারণাসনস্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩২ ॥

বক্ষ্যমানেন ধারণাদিত্রয়েণ ধ্যানং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ধারণাদিত্রয়ং ক্রমাৎ সূত্রত্রয়েণ লক্ষয়তি—

নিরোধশ্ছর্দ্দিবিধারণাভ্যাম্‌ ॥ ৩৩ ॥

প্রাণস্যেতি প্রসিদ্ধ্যা লভ্যতে। "প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য" ইতি যোগসূত্রে ভাষ্যকারেণ প্রাণায়ামস্য ব্যাখ্যাতত্বাৎ। ছর্দ্দিশ্চ বমনম্‌। বিধারণত্যাগ ইতি যাবৎ। তেন পূরণরেচনয়োর্লাভঃ। বিধারণং চ কুম্ভকম্‌। তথা চ প্রাণস্য পূরকরেচককুম্ভকৈর্যো নিরোধো বশীকরণং সা ধারণেত্যর্থঃ। আসনকর্ম্মণোঃ স্বশব্দেন পশ্চাল্লক্ষণীয়তয়া সূত্রে পরিশেষত এব ধারণায়া লক্ষ্যত্বলাভাদ্ধারণাপদং নোপাত্তম্‌। চিত্তস্য ধারণা তু সমাধিবদ্ধ্যানশব্দেনৈব গৃহীতেত্যুক্তম্‌ ॥ ৩৩ ॥

ক্রমপ্রাপ্তমাসনং লক্ষয়তি—

স্থিরসুখমাসনম্‌ ॥ ৩৪ ॥

যৎ স্থিরং সৎ সুখসাধনং ভবতি স্বস্তিকাদি তদাসনমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

স্বকর্ম্ম লক্ষয়তি।

সূত্রার্থ :—ধারণা ও আসন প্রভৃতি যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে ধ্যান সিদ্ধ বা নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ :—প্রাণ বায়ুর ছর্দ্দি অর্থাৎ পূরণ। বিধারণ অর্থাৎ ত্যাগ। একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের বলে আর একটী বিধারণ শব্দ উহ্য করিবে এবং তার কুম্ভক অর্থ উন্নয়ন করিবে। পূরক কুম্ভক রেচক নামক প্রাণ-প্রক্রিয়ার বৃত্তিনিরোধ হয় ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ :—যাহা স্থির অর্থাৎ অবিচাল্য হইলে সুখ সাধন হয়, তাদৃশ উপবেশন আসন নামে প্রসিদ্ধ। আসন ৩২ প্রকার। প্রত্যেক প্রকারের স্বস্তিক ও পদ্ম প্রভৃতি পৃথক্‌ নাম আছে ॥ ৩৪ ॥

স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানম্ ॥ ৩৫ ॥

সুগমম্। তত্র কর্ম্মশব্দেন যমনিয়মযোগ্রহণং জিতেন্দ্রিয়ত্বরূপঃ প্রত্যাহারোঽপি সর্ব্বাশ্রমসাধারণতয়া কর্ম্মমধ্যে প্রবেশনীয়ঃ। তথা চ পাতঞ্জলসূত্রে জ্ঞানসাধনতয়া প্রোক্তান্যষ্টৌ যোগাঙ্গান্যত্রাপি লব্ধানি যথা তৎসূত্রম্। 'যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টা-বঙ্গানি"ইতি। তেষাং চ স্বরূপং তত্রৈব দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩৫ ॥

মুখ্যাধিকারিণো নাস্তি বহিরঙ্গস্য যমাদিপঞ্চকস্যাপেক্ষা কেবলাদ্ধারণা-ধ্যানাদিত্রয়রূপাৎ সংযমাদেব জ্ঞানং যোগশ্চ ভবতীতি পাতঞ্জলসিদ্ধান্তঃ। জড়ভরতাদিষু চ তথা দৃশ্যতেঽপি। অতস্তদনুসারেণাচার্য্যোঽপ্যাহ—

বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

কেবলাভ্যাসাৎ ধ্যানরূপাদেব বৈরাগ্যসহিতাজ্জ্ঞানং তৎসাধন-যোগশ্চ ভবত্যুত্তমাধিকারিণামিত্যর্থঃ। তদুক্তং গারুড়েঽপি—"আসন-স্থানবিধয়ো ন যোগস্য প্রসাধকাঃ। বিলম্বজননাঃ সর্ব্বে বিস্তরাঃ পরি-কীর্ত্তিতাঃ॥ শিশুপালঃ সিদ্ধিমাপ স্মরণাভ্যাসগৌরবাৎ।" ইতি। অথবা বৈরাগ্যধ্যানাভ্যাসাবত্র ধ্যানস্যৈব হেতুতয়োক্তৌ চকারশ্চ ধারণা-লমুচ্চয়ায়েতি। তদেবং জ্ঞানান্মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩৬ ॥

অতঃপরং "বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ"ইত্যুক্তো বন্ধকারণং বিপর্য্যয়ো ব্যাখ্যাস্যতে তত্রাদৌ বিপর্য্যয়স্য স্বরূপমাহ—

সূত্রার্থ :—স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই স্বকর্ম্ম। গৃহীর গার্হস্থ্য ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য, ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ :—বৈরাগ্যের ও অভ্যাসের (অনবরত ধ্যানের) দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানসাধন যোগ (সমাধি) আবির্ভূত হয়। পূর্ব্বে যে বিপর্য্যয়ের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার স্বরূপ বলিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ ॥ ৩৭ ॥

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ যোগোক্তা বন্ধহেতুবিপর্য্যয়স্যাবান্তরভেদা ইত্যর্থঃ। তেন শুক্ত্যাদিজ্ঞানরূপাণাং বিপর্য্যয়াণামসংগ্রহেঽপি ন ক্ষতিঃ। তত্রাবিদ্যাঽনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরিতি যোগে প্রোক্তা। এবমস্মিতাপ্যাত্মানাত্মনোরেকতাপ্রত্যয়ঃ। শরীরাদ্ব্যতিরিক্ত আত্মা নাস্তীত্যেবংরূপঃ। অবিদ্যা তু নৈবংরূপা। আত্মনঃ শরীরাশরীরোভয়রূপত্বেঽপি শরীরেঽহম্বুদ্ধ্যুপপত্তেঃ। রাগদ্বেষৌ তু প্রসিদ্ধাবেব। অভিনিবেশশ্চ মরণাদিত্রাস ইতি। রাগাদীনাং বিপর্য্যয়কার্য্যতয়া বিপর্য্যয়ত্বম্ ॥ ৩৭ ॥

বিপর্য্যয়স্য স্বরূপমুক্ত্বা তৎকারণস্যাশক্তেরপি স্বরূপমাহ—

অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা তু ॥ ৩৮ ॥

সুগমম্। এতদপি কারিকয়া ব্যাখ্যাতম্। "একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টা। সপ্তদশ বধা বুদ্ধের্ব্বিপর্য্যয়াৎ তুষ্টিসিদ্ধীনাম্।" ইতি। "বাধির্য্যং কুষ্ঠিতান্ধত্বং জড়তাজিঘ্রতা তথা। মূকতা কৌণ্যপঙ্গুত্বে ক্লৈব্যোদাবর্ত্তমুগ্ধতাঃ॥" ইত্যেকাদশেন্দ্রিয়াণামেকাদশাশক্তয়ঃ স্বতশ্চ বুদ্ধেঃ সপ্তদশাশক্তয়ঃ। যথা বক্ষ্যমাণানাং নবতুষ্টীনাং বিঘাতা নব তথা বক্ষ্যমাণানামষ্টসিদ্ধীনাং চ বিঘাতা অষ্টাবিতি মিলিত্বা চেমাঃ স্বতঃ পরতশ্চাষ্টাবিংশতির্বুদ্ধেরশক্তয় ইত্যর্থঃ। তু শব্দ এষাং বিশেষ প্রসিদ্ধিখ্যাপনার্থঃ ॥ ৩৮ ॥

যয়োর্ব্বিঘাতে বুদ্ধেরশক্তী তে তুষ্টিসিদ্ধী সূত্রদ্বয়েনাহ—

সূত্রার্থ :—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পাঁচটী বিপর্য্যয় ও বন্ধনের হেতু ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ :—২৮ প্রকার অশক্তি ॥ ৩৮ ॥

তুষ্টির্নবধা ॥ ৩৯ ॥

স্বয়মেব নবধাত্বং বক্ষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

সিদ্ধিরষ্টধা ॥ ৪০ ॥

এতদপি স্বয়ং বক্ষ্যতি ॥ ৪০ ॥

উক্তানাং বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধীনাং বিশেষজিজ্ঞাসায়াং ক্রমেণ সূত্র-চতুষ্টয়ং প্রবর্ত্ততে—

অবান্তরভেদাঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ৪১ ॥

বিপর্য্যয়স্যাবান্তরভেদা যে সামান্যতঃ পঞ্চোক্তাস্তে পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্যথোক্তাস্তথৈব বিশিষ্যাবধার্য্যাঃ। বিস্তরভয়ান্নেহোচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তে চাবিদ্যাদয়ো ময়াপি সামান্যত এব ব্যাখ্যাতাঃ পঞ্চেতি। বিশেষতস্তু দ্বাষষ্টিভেদাস্তদুক্তং কারিকায়াম্। "ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ। তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ॥" ইতি। অস্যায়মর্থঃ। অষ্টস্বব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রেষু প্রকৃতিষনাত্ম-স্বাত্মবুদ্ধিরবিদ্যা তমোঽষ্টধা ভবতি। কার্য্যকারণভেদেন কেবল-বিকৃতিষ্বাত্মবুদ্ধেরপ্যত্রান্তর্ভাবঃ। এবমবিদ্যায়া বিষয়ভেদেনাষ্টবিধত্বাৎ তৎসমানবিষয়কস্যাস্মিতাখ্যমোহস্যাষ্টবিধত্বম্। দিব্যাদিব্যভেদেন শব্দা-দীনাং বিষয়াণাং দশত্বাৎ তদ্বিষয়কো রাগাখ্যো মহামোহো দশবিধঃ।

সূত্রার্থ :—নয় প্রকার তুষ্টি। ৩৯ ॥

সূত্রার্থ :—সিদ্ধি ৮ প্রকার ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ :—বিপর্য্যয়ের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভেদ আছে সে সকল পূর্ব্বাচার্য্যেরা বলিয়াছেন, দেখিয়া লইবে। (আমরাও পূর্ব্বে বলিয়াছি) ॥৪১॥

অবিদ্যাস্মিতয়োরষ্টৌ যে বিষয়া যে রাগস্য দশ বিষয়াস্তদ্বিঘাতকেষষ্টা-দশস্বষ্টাদশধা তামিস্রাখ্যো দ্বেষঃ। এবং তেষামষ্টাদশানাং বিনাশাদি-দর্শনাদষ্টাদশধাঽন্ধতামিস্রাখ্যোঽভিনিবেশো ভয়মিতি। এতেষাং চ তম আদিসংজ্ঞা তদ্ধেতুত্বাদিতি ॥ ৪১ ॥

এবমিতরস্যাঃ ॥ ৪২ ॥

এবং পূর্ব্ববদেবেতরস্যা অশক্তেরপ্যবান্তরভেদা অষ্টাবিংশতি-র্ব্বিশেষতোঽবগন্তব্যা ইত্যর্থঃ। অশক্তিরষ্টাবিংশতিধেতোতস্মিন্নেব সূত্রেঽষ্টাবিংশতিধাত্বং ময়া ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪২ ॥

আধ্যাত্মিকাদিভেদান্নবধা তুষ্টিঃ ॥ ৪৩ ॥

ইদং সূত্রং কারিকয়া ব্যাখ্যাতম্। "আধ্যাত্মিক্যশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদান কালভাগ্যাখ্যাঃ। বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিহিতাঃ ॥" ইতি। অস্যায়মর্থঃ। আত্মানং তুষ্টিমতঃ সঙ্ঘাতমধিকৃত্য বর্ত্তন্ত ইত্যাধ্যাত্মিক্যস্তুষ্টয়শ্চতস্রঃ। তত্র প্রকৃত্যাখ্যা তুষ্টির্যথা। সাক্ষাৎকার-পর্য্যন্তঃ পরিণামঃ সর্ব্বোঽপি প্রকৃতেরেব তং চ প্রকৃতিরেব করোত্যহং তু কূটস্থঃ পূর্ণ ইত্যাত্মভাবনাৎ পরিতোষঃ। ইয়ং তুষ্টিরম্ভ ইত্যুচ্যতে। ততশ্চ প্রব্রজ্যোপাদানেন যা তুষ্টিঃ সোপাদানাখ্যা সলিল-মিত্যুচ্যতে। ততশ্চ প্রব্রজ্যায়াং বহুকালং সমাধ্যনুষ্ঠানেন যা তুষ্টিঃ সা কালাখ্যা তুষ্টিরোঘ ইত্যুচ্যতে। ততশ্চ প্রজ্ঞানপরমকাষ্ঠারূপে ধর্ম্ম-মেঘসমাধৌ সতি যা তুষ্টিঃ সা ভাগ্যাখ্যা বৃষ্টিরিত্যুচ্যত ইতি চতস্র আধ্যা-ত্মিক্যঃ। বাহ্যাঃ পঞ্চ তুষ্টয়ো বাহ্যবিষয়েষু পঞ্চসু শব্দাদিষর্জ্জনরক্ষণ-

---

সূত্রার্থ :-ইতরের অর্থাৎ অশক্তির অবান্তর ভেদ আছে এবং তাহাও শাস্ত্রান্তরে দেখিবে ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ :—৯ প্রকার তুষ্টি বলা হইয়াছে পরন্তু তাহা আধ্যাত্মিকাদি ভেদে ব্যবস্থিত। [এ সকল ও বিশে করিয়া বলা হইয়াছে।] ॥ ৪৩ ॥

ক্ষয়ভোগহিংসাদিদোষনিমিত্তকোপরমাজ্জায়ন্তে। তাশ্চতুষ্টয়ো যথাক্রমং পারং সুপারং পারপারমনুত্তমাম্ভ উত্তমাম্ভ ইতি পরিভাষিতা ইতি। কশ্চিৎ ত্বিমাং কারিকামন্যথা ব্যাখ্যাতবান্। তদ্ যথা বিবেকসাক্ষাৎ-কারোঽপি প্রকৃতিপরিণাম এবেত্যলং ধ্যানাভ্যাসেনেত্যেবং দৃষ্ট্যা যা ধ্যানাদিনিবৃত্তৌ তুষ্টিঃ সা প্রকৃত্যাখ্যা। প্রব্রজ্যোপাদানেনৈব মোক্ষো ভবিষ্যতি কিং ধ্যানাদিনেতি যা তুষ্টিঃ সোপাদানাখ্যা। কৃতসংন্যাসস্যাপি কালেনৈব মোক্ষো ভবিষ্যত্যলমুদ্বেগেনেতি যা তুষ্টিঃ সা কালাখ্যা। ভাগ্যাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি ন মোক্ষশাস্ত্রোক্তসাধনৈরেবং কুতর্কে যা তুষ্টিঃ সা ভাগ্যাখ্যেত্যাদিরর্থ ইতি। তন্ন। তদ্ব্যাখ্যাততুষ্টীনামভাবস্য জ্ঞানাদ্যনুকূলত্বেনাশক্তিপরিভাষানৌচিত্যাদিতি ॥ ৪৩ ॥

উহাদিভিঃ সিদ্ধিঃ ॥ ৪৪ ॥

উহাদিভেদৈঃ সিদ্ধিরষ্টধা ভবতীত্যর্থঃ। ইদমপি সূত্রং কারিকয়া ব্যাখ্যাতম্। "উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানং চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ ॥" ইতি। অস্যায়মর্থঃ। অত্রাধ্যাত্মিকাদিদুঃখত্রয়প্রতিযোগিকত্বাৎ ত্রয়ো দুঃখবিঘাতা মুখ্যসিদ্ধয়ঃ। ইতরাস্তু তৎসাধনত্বাদ্‌গৌণ্যঃ সিদ্ধয়ঃ। তত্রোহো যথা। উপদেশাদিকং বিনৈব প্রাগ্‌ভবীয়াভ্যাসবশাৎ তত্ত্বস্য স্বয়মূহনমিতি। শব্দস্তু যথা। অন্যদীয়পাঠমাকর্ণ্য স্বয়ং বা শাস্ত্রমকাণ্ড্য যজ্‌জ্ঞানং জায়তে তদিতি। অধ্যয়নং চ যথা। শিষ্যাচার্য্যভাবেন শাস্ত্রাধ্যয়নাজ্‌জ্ঞানমিতি। সুহৃৎ-প্রাপ্তির্যথা। স্বয়মুপদেশার্থং গৃহাগতান্ পরমকারুণিকাজ্জ্ঞানলাভ ইতি। দানং চ যথা। ধনাদিদানেন পরিতোষিতাজ্‌জ্ঞানলাভ ইতি। এষু চ পূর্ব্বস্ত্রিবিধ উহশব্দাধ্যয়নরূপো মুখ্যসিদ্ধেরঙ্কুশ আকর্ষকঃ। সুহৃৎ-

সূত্রার্থ :—উহ প্রভৃতি গণনা করিলে সিদ্ধি আট প্রকার হইবে। [এ গুলিও সবিস্তরে বলা হইয়াছে।] ॥ ৪৪ ॥

প্রাপ্তিদানয়োরূহাদিত্রয়াপেক্ষয়া মন্দসাধনত্বপ্রতিপাদনায়েদমুক্তম্। কশ্চিৎ ত্বেতাসামষ্টসিদ্ধীনামঙ্কুশো নিবারকঃ পূর্ব্বস্ত্রিবিধো বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিরূপো ভবতি বন্ধকত্বাদিতি ব্যাচষ্টে, তন্ন। তুষ্ট্যভাবস্যাশক্তিতয়া বাধির্য্যাদিবৎ সিদ্ধিবিরোধিতালাভেন তুষ্ট্যতুষ্ট্যোঃ সিদ্ধিবিরোধিত্বাসম্ভবাৎ॥ ৪৪॥

নন্বূহাদিভিরেব কথং সিদ্ধিরুচ্যতে মন্ত্রতপঃসমাধ্যাদিভিরপ্যণিমাদ্যষ্ট-সিদ্ধেঃ সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধত্বাদিতি তত্রাহ—

নেতরাদিতরহানেন বিনা॥ ৪৫॥

ইতরাদূহনাদিপঞ্চকভিন্নাৎ তপ আদেস্তাত্ত্বিকী ন সিদ্ধিঃ, কুতঃ ইতরহানেন বিনা, যতঃ সা সিদ্ধিরিতরস্য বিপর্য্যয়স্য হানং বিনৈব ভবত্যতঃ সংসারাপরিপন্থিত্বাৎ সা সিদ্ধ্যাভাস এব ন তু তাত্ত্বিকী সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং যোগসূত্রেণ। "তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ"ইতি। তদেবং জ্ঞানান্মুক্তিরিত্যারভ্য বিস্তরতো বুদ্ধিগুণরূপঃ প্রত্যয়সর্গঃ সকার্য্যবন্ধো মোক্ষরূপপুরুষার্থেন সহোক্তঃ। এতৌ চ বুদ্ধিতদ্গুণরূপৌ সর্গৌ প্রবাহরূপেণান্যোঽন্যং হেতূ বীজাঙ্কুরবৎ। তথা চ কারিকা। "ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনিবৃত্তিঃ। লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥" ইতি ভাবো বাসনারূপা বুদ্ধির্জ্ঞানাদিগুণাঃ, লিঙ্গং মহত্তত্ত্বং বুদ্ধিরিতি। সমষ্টিসর্গং প্রত্যয়সর্গশ্চ সমাপ্তঃ। ৪৫॥

সাম্প্রতং "ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ"ইতি সংক্ষেপাদুক্তা ব্যষ্টিসৃষ্টির্ব্বিস্তরতঃ প্রতিপাদ্যতে—

সূত্রার্থঃ—উহ আদি পাঁচটীর অতিরিক্ত যে তপস্যাদি ৩টী সিদ্ধি গণিত হয়, সে তিনটি তাত্ত্বিকী নহে। কারণ এই যে, সে তিনটী বিপর্য্যয়ের বিনাশ করে না ও সংসারের নাশক হয় না। সে জন্য তাহা সিদ্ধি নহে; প্রত্যুত সিদ্ধ্যাভাস। ৪৫॥

দৈবাদিপ্রভেদা ॥ ৪৬ ॥

দৈবাদিঃ প্রভেদোঽবান্তরভেদা যস্যাঃ সা তথা সৃষ্টিরিতি শেষঃ। তদেতৎ কারিকয়া ব্যাখ্যাতম্। "অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি। মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥" ইতি। ব্রাহ্মপ্রাজাপত্যৈন্দ্রপৈত্রগান্ধর্ব্বযাক্ষরাক্ষসপৈশাচা ইত্যষ্টবিধো দৈবঃ সর্গঃ। পশুমৃগপক্ষিসরীসৃপস্থাবরা ইতি তৈর্য্যগ্‌যোনাঃ পঞ্চবিধঃ। মানুষ্যসর্গশ্চৈকপ্রকার ইতি। ভৌতিকো ভূতানাং ব্যষ্টিপ্রাণিনাং বিরাজঃ সকাশাৎ সর্গ ইত্যর্থঃ॥ ৪৬॥ অবান্তরসৃষ্টেরপ্যুক্তায়াঃ পুরুষার্থত্বমাহ—

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিরাবিবেকাৎ ॥ ৪৭ ॥

চতুর্ম্মুখমারভ্য স্থাবরান্তা ব্যষ্টিসৃষ্টিরপি বিরাট্‌সৃষ্টিবদেব পুরুষার্থা ভবতি তত্তৎপুরুষাণাং বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। ৪৭॥

ব্যষ্টিসৃষ্টাবপি বিভাগমাহ সূত্রত্রয়েণ—

ঊর্দ্ধ্বং সত্ত্ববিশালা ॥ ৪৮ ॥

ঊর্দ্ধ্বং ভূর্লোকাদুপরি সৃষ্টিঃ সত্ত্বাধিকা ভবতীত্যর্থঃ। ৪৮॥

সূত্রার্থ :—সৃষ্টি দৈবাদি ভেদে বিভিন্ন অর্থাৎ সৃষ্টির অনেক অবান্তর ভেদ আছে। [সে সকল বলা হইয়াছে] ॥ ৪৬॥

সূত্রার্থ :—পুরুষের জন্যই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব অর্থাৎ তৃণ পর্য্যন্ত ব্যষ্টি সৃষ্টি হইয়াছে ও সেই সেই সৃষ্টি পুরুষের সম্বন্ধে বিবেক জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিবে। ৪৭॥

সূত্রার্থ :—পৃথিবী লোকের ঊর্দ্ধ্বে যে সকল, সে সকল সত্ত্ব প্রধান ॥ ৪৮ ॥

তমোবিশালা মূলতঃ ॥ ৪৯ ॥

মূলতো ভূর্লোকাদধ ইত্যর্থঃ। ৪৯ ॥

মধ্যে রজোবিশালা ॥ ৫০ ॥

মধ্যে ভূর্লোক ইত্যর্থঃ। ৫০ ॥ নন্বেকস্যা এব প্রকৃতেঃ কেন নিমিত্তেন সত্ত্বাদিবিশালতয়া বিচিত্রাঃ সৃষ্টয় ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধানচেষ্টা গর্ভদাসবৎ ॥ ৫১ ॥

বিচিত্রকর্ম্মনিমিত্তাদেব যথোক্তা প্রধানস্য চেষ্টা কার্য্যবৈচিত্র্যরূপা ভবতি। বৈচিত্র্যে দৃষ্টান্তো গর্ভদাসবদিতি। যথা গর্ভাবস্থামারভ্য যো দাসস্তস্য ভৃত্যবাসনাপাটবেন নানাপ্রকারা চেষ্টা পরিচর্য্যা স্বাম্যর্থং ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। ৫১ ॥

নন্বূর্দ্ধং তত্ত্ববিশালা সৃষ্টিরস্তি তর্হি তত এব কৃতার্থত্বাৎ পুরুষস্য কিং মোক্ষেণেতি তত্রাহ—

আবৃত্তিস্তত্রাপ্যুত্তরোত্তরযোনিযোগাদ্ধেয়ঃ ॥ ৫২ ॥

তত্রাপ্যূর্দ্ধগতাবপি সত্যামাবৃত্তিরস্ত্যত উত্তরোত্তরযোনিযোগাদধোঽধো যোনিজন্মনঃ সোঽপি লোকো হেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ কিঞ্চ—

সূত্রার্থ :—মর্ত্ত্য লোকের মূলে অর্থাৎ অধঃ যে সকল লোক সৃষ্ট হইয়াছে সে সকল তমোবহুল। ৪৯ ॥

সূত্রার্থ :— মধ্যলোক রজঃপ্রধান। ৫০ ॥

সূত্রার্থ :—প্রাণীর কর্ম্ম বিচিত্র। সুতরাং তদনুবায়িনী প্রধান প্রবৃত্তিও বিচিত্রা। যেমন গর্ভদাস প্রভুর পরিচর্য্যার্থ বিচিত্র (নানা প্রকার) চেষ্টা করে। সেইরূপ প্রকৃতিও স্বামী পুরুষের ভোগার্থ বিচিত্রা সৃষ্টি করেন। ৫১ ॥

সূত্রার্থ :—উর্দ্ধলোকে গমন করিলেও আবৃত্তি অর্থাৎ পুনরাগমন হয়।

সমানঃ জরামরণাদিজং দুঃখম্। ৫৩॥

উর্দ্ধাধো গতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানাং সর্ব্বেষামেব জরামরণাদিজং দুঃখং সাধারণমতোঽপি হেয় ইত্যর্থঃ। ৫৩॥

কিং বহুনা কারণে লয়াদপি ন কৃতকৃত্যতেত্যাহ—

ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানাৎ। ৫৪॥

বিবেকজ্ঞানাভাবে যদা মহদাদিষু বৈরাগ্যং প্রকৃত্যুপাসনয়া ভবতি তদা প্রকৃতৌ লয়ো ভবতি "বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ" ইতি বচনাৎ। তস্মাৎ কারণলয়াদপি ন কৃতকৃত্যতাস্তি মগ্নবদুত্থানাৎ। যথা জলে মগ্নঃ পুরুষঃ পুনরুত্তিষ্ঠতি এবমেব প্রকৃতিলীনাঃ পুরুষাঃ ঈশ্বরভাবেন পুনরাবির্ভবন্তি। সংস্কারাদেরক্ষয়েণ পুনা রাগাভিব্যক্তের্বিবেকখ্যাতিং বিনা দোষদাহানুপপত্তেরিত্যর্থঃ॥ ৫৪॥

(নীচ যোনিতে জন্ম হয়)। অপিচ, নীচযোনিজ জীবেরাও কর্ম্মপ্রভাবে উচ্চ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। বিবেকী এরূপ উর্দ্ধাধোলোক ভ্রমণ হেয় (পরিত্যাজ্য) বোধ করেন। ৫২॥

সূত্রার্থ: কি উর্দ্ধলোকের জীব, কি অধোলোকগত জীব, জরামরণাদিজনিত দুঃখ (ক্লেশ) সকলেরই সমান॥ ৫৩॥

সূত্রার্থ:—বিবেক-জ্ঞান হয় নাই অথচ প্রকৃতি-উপাসনা করিয়া মহদাদি তত্ত্বে প্রবল বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়াছে, এরূপ জীব চরমে কারণ-লীন অর্থাৎ প্রকৃতিলীন হয়। সেরূপ প্রকৃতিলয়ে কৃতকৃত্যতা নাই। অর্থাৎ মুক্তি হয় না। তাহা জলমগ্নের ন্যায় প্রকৃতিমগ্ন হওয়া মাত্র। যদ্রূপ জলমগ্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার উত্থিত হয় সেইরূপ প্রকৃতিমগ্ন জীবও পুনঃ উত্থিত (আবির্ভূত) হয়। [এই প্রকৃতিলীন পুরুষেরাই সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর—হরি হর ব্রহ্মাদি॥ ৫৪॥

নম্ব কারণং কেনাপি ন কার্য্যতেঽতঃ স্বতন্ত্রা কথং সোপাসকস্য দুঃখ-নিদানমুত্থানং পুনঃ করোতি তত্রাহ—

অকার্য্যত্বেঽপি তদ্যোগঃ পারবশ্যাৎ ॥ ৫৫ ॥

প্রকৃতেরকার্য্যত্বেঽপ্যপ্রেৰ্য্যত্বেঽপ্যস্বেচ্ছানধীনত্বেঽপি তদ্ যোগঃ পুন-রুত্থানৌচিত্যং তল্লীনস্য, কুতঃ ? পারবশ্যাৎ পুরুষার্থতন্ত্রত্বাৎ। বিবেক-খ্যাতিরূপপুরুষার্থবশেন প্রকৃত্যা পুনরুত্থাপ্যতে স্বলীন ইত্যর্থঃ। পুরুষার্থা-দয়শ্চ প্রকৃতের্ন প্রেরকাঃ কিন্তু প্রবৃত্তিস্বভাবায়া প্রবৃত্তৌ নিমিত্তানীতি ন স্বাতন্ত্র্যক্ষতিঃ। তথা চ যোগসূত্রম্। "নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"ইতি। বরণভেদঃ প্রতিবন্ধনিবৃত্তিঃ। ৫৫ ॥

প্রকৃতিলয়াৎ পুরুষস্যোত্থানে প্রমাণমপ্যাহ—

স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা। ৫৬ ॥

স হি পূর্ব্বসর্গে কারণলীনঃ সর্গান্তরে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তেশ্বর আদি-পুরুষো ভবতি প্রকৃতিলয়ে তস্যৈব প্রকৃতিপদপ্রাপ্ত্যৌচিত্যাৎ। "তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণেতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য"ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥৫৬॥

নন্বেবমীশ্বরপ্রতিষেধানুপপত্তিস্তত্রাহ—

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ॥ ৫৭ ॥

প্রকৃতিলীনস্য জন্যেশ্বরস্য সিদ্ধিঃ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপ."

সূত্রার্থ :—যদিও পুরুষ প্রকৃতির কার্য্যভূত (অপ্রেরণীয় বা তাহার ইচ্ছার অধীন) নহে, তথাপি, পুরুষার্থের প্রেরণায় প্রকৃতিলীন জীবের প্রাকৃতিক যোগ অর্থাৎ পুনরুত্থান বা পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। প্রকৃতি নিজেই তাহাকে বিবেকখ্যাতিরূপ পুরুষার্থ প্রদানার্থ উত্থাপিত করেন ॥৫৫॥

সূত্রার্থ :—পূর্ব্বকল্পে যিনি করণে অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন হইয়াছিলেন, তিনিই কল্পান্তরে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর। ৫৬ ॥

সূত্রার্থ :—এরূপে ঈশ্বরসিদ্ধি করা (প্রমাণিত করা) সিদ্ধ অর্থাৎ

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ সর্ব্বসম্মতৈব। নিত্যেশ্বরস্যৈব বিবাদাস্পদত্বাদিত্যর্থঃ। অথবা সূত্রদ্বয়মিদং ব্যাখ্যায় পারবশ্যমপি প্রতিপাদয়ন্তি স হীতি সূত্রেণ। স হি পরঃ পুরুষসামান্যং সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমৎ সর্ব্বকর্ত্তৃতাশক্তিমচ্চ। অয়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রেণ প্রেরকত্বাদিত্যর্থঃ॥ তদা চাসমাপ্তার্থপুরুষসান্নিধ্যাৎ তদর্থমন্যেচ্ছানধীনায়া অপি প্রকৃতেঃ প্রবৃত্তিরাবশ্যকীতি। নম্বেবমীশ্বরপ্রতিষেধবিরোধস্তত্রাহ। ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা। সান্নিধ্যমাত্রেণেশ্বরস্য সিদ্ধিস্তু শ্রুতিস্মৃতিষু সর্ব্বসম্মতেত্যর্থঃ। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥ সৃজতে চ গুণান্ সর্ব্বান্ ক্ষেত্রজ্ঞস্ত্বনুপশ্যতি। গুণান্ বিক্রিয়তে সর্ব্বানুদাসীনবদীশ্বরঃ॥" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতয়শ্চৈতাদৃশেশ্বরে প্রমাণমিতি॥ ৫৭॥

দ্বিতীয়াধ্যায়াদিমারভ্যৈতাবৎপর্য্যন্তং সূত্রব্যূহৈঃ প্রধানসৃষ্টিঃ সমাপিতা। ইতঃ পরং মোক্ষোপপত্ত্যর্থং প্রধানসৃষ্টের্জ্ঞানিপুরুষং প্রত্যত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তলয়াখ্যা বক্তব্যা তদুপপত্ত্যর্থমাদৌ প্রধানসৃষ্টেঃ প্রয়োজনং দ্বিতীয়াধ্যায়স্যাদিসূত্রে দিঙ্মাত্রেণোক্তং বিস্তরতঃ প্রতিপাদয়তি—

প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ॥ ৫৮॥

প্রধানস্য স্বত এব সৃষ্টির্যদ্যপি তথাপি পরার্থমন্যস্য ভোগাপবর্গার্থম্। যথোষ্ট্রস্য কুঙ্কুমবহনং স্বাম্যর্থং কুতোঽভোক্তৃত্বাদচেতনত্বেন ভোগাপবর্গাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। নন্ বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বেত্যনেন স্বার্থাপি

সর্ব্বসম্মত। কিন্তু নিত্য ঈশ্বর বিবাদাস্পদ। (পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রয়োজন বলা হইলেও বিশদ করিয়া বলিতেছেন)॥ ৫৭॥

সূত্রার্থ:—প্রকৃতি স্বতঃ অর্থাৎ আপনা আপনি সৃষ্টি করেন কিন্তু তাহা পুরুষ ভোগার্থ। স্বভোগার্থ নহে। কেন না তিনি নিজে অভোক্তা (জড়া)। যেমন উষ্ট্রের কুঙ্কুম-বহন, সেইরূপ॥ ৫৮॥

সৃষ্টিকৃক্তেতি চেৎ সত্যম্। তথাপি পুরুষার্থতাং বিনা স্বার্থতাপি ন সিদ্ধ্যতি। স্বার্থো হি প্রধানস্য কৃতভোগাপবর্গাৎ পুরুষাদাত্মবিমোক্ষণমিতি। নমু ভৃত্যতুল্যা চেৎ প্রকৃতিস্তর্হি কথং স্বামিনো দুঃখার্থমপি প্রবর্ত্তত ইতি চেন্ন। সুখার্থপ্রবৃত্তোর নান্তরীয়কদুঃখসম্ভবাদ্দুষ্টভৃত্যতুল্যত্বাদ্বেতি ॥ ৫৮ ॥

নমু প্রধানস্যাচেতনস্য স্বতঃ স্রষ্টৃত্বমেব নোপপদ্যতে রথাদেঃ পরপ্রযত্নৈনৈব প্রবৃত্তিদর্শনাদিতি তত্রাহ—

অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য ॥ ৫৯ ॥

যথা ক্ষীরং পুরুষপ্রযত্নৈনরপেক্ষ্যেণ স্বয়মেব দধিরূপেণ পরিণমতে; এবমচেতনত্বেঽপি পরপ্রযত্নং বিনাপি মহদাদিরূপপরিণামঃ প্রধানস্য ভবতীত্যর্থঃ। "ধেনুবদ্বৎসায়"ইত্যনেন সূত্রেণাস্য ন পৌনরুক্ত্যম্। তত্র করণপ্রবৃত্তেরেব বিচারিতত্বাৎ, ধেননা চেতনত্বাচ্চেতি ॥ ৫৯ ॥

দৃষ্টান্তান্তরপ্রদর্শনপূর্ব্বকমুক্তার্থে হেতুমাহ।—

কর্ম্মবদ্দৃষ্টের্ব্বা কালাদেঃ ॥ ৬০ ॥

কালাদেঃ কর্ম্মবদ্বা স্বতঃ প্রধানস্য চেষ্টিতং সিদ্ধ্যতি দৃষ্টত্বাৎ। অথৈকো গচ্ছতি ঋতুরিতরশ্চ প্রবর্ত্তত ইত্যাদিরূপং কালাদিকর্ম্ম স্বত এব ভবত্যেবং প্রধানস্যাপি চেষ্টা স্যাৎ কল্পনায়াং দৃষ্টানুসারিত্বাদিত্যর্থঃ ॥৬০॥

সূত্রার্থ:—যেমন ক্ষীর (দুগ্ধ) আপনা আপনি চেষ্টিত হয়, অর্থাৎ দধিরূপে পরিণত হয়, তেমনি অচেতনা, প্রকৃতিও মহদাদিরূপে পরিণতা হন ॥ ৫৯ ॥

সূত্রার্থ:—অথবা প্রকৃতির প্রবৃত্তি (সৃষ্টি) কাল কর্ম্মের অনুরূপ। [যেমন আপনা আপনি এক কাল (ঋতু) যায় ও অন্য কাল আইসে, তেমনি।] ॥ ৬০ ॥

নম্থ তথাপি মমেদং ভোগাদিসাধনমিতি প্রতিসন্ধানাভাবান্মূঢ়ায়াঃ প্রকৃতেঃ কদাচিৎ প্রবৃত্তিরপি ন স্যাদ্বিপরীতা চ প্রবৃত্তিঃ তত্রাহ।—

স্বভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্ভৃত্যবৎ ॥ ৬১ ॥

যথা প্রকৃষ্টভৃত্যস্য স্বভাবাৎ সংস্কারাদেব প্রতিনিয়তাবশ্যকী চ স্বামিসেবা প্রবর্ত্ততে ন তু স্বভোগাভিপ্রায়েণ তথৈব প্রকৃতেশ্চেষ্টিতং সংস্কারাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

কর্ম্মাকৃষ্টের্বানাদিতঃ ॥ ৬২ ॥

বাশব্দোঽত্র সমুচ্চয়ে। যতঃ কর্ম্মানাদ্যতঃ কর্ম্মভিরাকর্ষণাদপি প্রধানস্যাবশ্যকী ব্যবস্থিতা চ প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

তদেবং প্রধানস্য পরার্থতঃ স্রষ্টৃত্বে সিদ্ধে পরপ্রয়োজনসমাপ্তৌ স্বত এব প্রধাননিবৃত্ত্যা মোক্ষঃ সিদ্ধ্যতীত্যাহ প্রঘট্টকেন—

বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে ॥ ৬৩ ॥

বিবিক্তপুরুষজ্ঞানাৎ পরবৈরাগ্যেণ পুরুষার্থসমাপ্তৌ প্রধানস্য সৃষ্টি-

সূত্রার্থ ঃ—যেমন ভৃত্যেরা স্বীয় স্বভাব বশতঃ (কৃত কর্ম্মের সংস্কারের বশ্য হইয়া) প্রতিনিয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, সেইরূপ প্রধান ও স্বীয় স্বভাব বশতঃ (পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিণাম সংস্কারের প্রেরণায়) নিয়মিত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ৬১

সূত্রার্থ ঃ— অথবা কর্ম্ম প্রবাহ অনাদি। প্রধান তাহারই বশে নিয়মিত সৃষ্টি করেন। ৬২ ॥

সূত্রার্থ ঃ সূদ পাচক। যেমন পাক সমাপ্ত হইলে পাচকের কার্য্য থাকে না, তেমনি বিবিক্ত জ্ঞান হইলে সে পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির কার্য্য থাকে না। [বিবিক্ত জ্ঞান প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্বসাক্ষাৎকার ; তাহা পরবৈরাগ্য হইলে সুসম্পন্ন হয়। পরবৈরাগ্য-প্রকৃতিপর্য্যন্ত পদার্থে বিতৃষ্ণা]। ৬৩ ॥

নিবর্ত্ততে। যথা পাকে নিষ্পন্নে পাচকস্য ব্যাপারো নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। ইয়মেবাত্যন্তিকপ্রলয় ইত্যুচ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ। "তস্যাভিধ্যানাদ্-যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ"ইতি ॥ ৬৩ ॥

নন্বেবমেকপুরুষস্যোপাধৌ বিবেকজ্ঞানোৎপত্ত্যা প্রকৃতেঃ সৃষ্টিনিবৃত্তৌ সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গ ইতি তত্রাহ।—

ইতর ইতরবৎ তদ্দোষাৎ ॥ ৬৪ ॥

ইতরস্তু বিবিক্তবোধরহিত ইতরবদ্বদ্ধবদেব প্রকৃত্যা তিষ্ঠতি। কুতস্তদ্দোষাৎ। তস্য প্রধানস্যৈব তৎপুরুষার্থাসমাপনাখ্যদোষাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগসূত্রে। "কৃতার্থং প্রতিনষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ"ইতি। তথা চ পূর্ব্বসূত্রে যা প্রধাননিবৃত্তিরুক্তা সা বিবিক্তবোদ্ধৃপুরুষং প্রত্যেবেতি ভাবঃ। বিশ্বমায়াশ্রুতিরপি জ্ঞানিনং প্রত্যেব মন্তব্যা; অজামিতি শ্রুত্যৈকবাক্যত্বাদিতি ॥ ৬৪ ॥

সৃষ্টিনিবৃত্তেঃ ফলমাহ।—

দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

দ্বয়োঃ প্রধানপুরুষয়োরেবৌদাসীন্যমেকাকিতা। পরস্পরবিয়োগ ইতি যাবৎ। সোঽপবর্গঃ কৈবল্যং। অথবা পুরুষস্যৈব কৈবল্যমহং মুক্তঃ স্যামিত্যেব পুরুষার্থতাদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

সূত্রার্থ:—তদ্দোষে অর্থাৎ পুরুষার্থ সমাপ্ত না হওয়ায় ইতর অর্থাৎ বিবেকবিধুর পুরুষ ইতরের ন্যায় অর্থাৎ বদ্ধের ন্যায় থাকে। ৬৪ ॥

সূত্রার্থ।—প্রকৃতি ও পুরুষ, দুএর মধ্যে একের ঔদাসীন্য হওয়াই অপবর্গ ও মোক্ষ। হয় প্রকৃতি পুরুষানুবর্ত্তন রহিত, না হয় পুরুষ প্রকৃতি আলিঙ্গন বিরহিত। ৬৫ ॥

নন্বেকপুরুষমুক্তাবেব বিবেকাকারবৃত্ত্যা বিরক্তা প্রকৃতিঃ কথমন্য-পুরুষার্থং পুনঃ সৃষ্টৌ প্রবর্ত্ততাম্। ন চ প্রকৃতেরংশভেদান্নৈষ দোষ ইতি বাচ্যম্ মুক্তপুরুষোপকরণৈরপি পৃথিব্যাদিভিরন্যস্য ভোগ্যসৃষ্টি-দর্শনাদিতি তত্রাহ।—

অন্যসৃষ্ট্যুপরাগেঽপি ন বিরজ্যতে প্রবুদ্ধরজ্জুতত্ত্ব-স্যেবোরগঃ॥ ৬৬॥

একস্মিন্ পুরুষে বিবিক্তবোধাদ্বিরক্তমপি প্রধানং ন্যান্যস্মিন্ পুরুষে সৃষ্ট্যুপরাগায় বিরক্তং ভবতি কিন্তু তং প্রতি সৃজত্যেব। যথা প্রবুদ্ধ-রজ্জুতত্ত্বস্যৈবোরগো ভয়াদিকং ন জনয়তি মূঢ়ং প্রতি তু জনয়ত্যেবে-ত্যর্থঃ। উরগতুল্যত্বং চ প্রধানস্য রজ্জুতুল্যে পুরুষে সমারোপণাদিতি। এবংবিধং রজ্জুসর্পাদিদৃষ্টান্তানামাশয়মবুদ্ধৈবাবুধাঃ কেচিদ্বেদান্তিব্রুবাঃ প্রকৃতেরত্যন্ততুচ্ছত্বং মনোমাত্রত্বং বা তুল (কল্প) য়ন্তি। এতেন প্রকৃতিসত্যতাবাদিসাংখ্যোক্তদৃষ্টান্তেন শ্রুতিস্মৃত্যর্থা বোধনীয়াঃ॥ ৬৬॥

ন কেবলং দৃষ্টান্ততাবলেনায়মর্থঃ সিদ্ধ্যতি কিন্তু—

কর্ম্মনিমিত্তযোগাচ্চ। ৬৭॥

সৃষ্টৌ নিমিত্তং যৎ কর্ম্ম তস্য সম্বন্ধাদপ্যন্যপুরুষার্থং সৃজতীত্যর্থঃ॥৬৭॥

নন্থ সর্ব্বেষাং পুরুষাণামপ্রার্থকতয়া নৈরপেক্ষ্যাবিশেষেঽপি কিঞ্চিৎ প্রত্যেব প্রধানং প্রবর্ত্ততে কঞ্চিৎ প্রতি নিবর্ত্ততে ইত্যত্র কিং নিয়ামকম্। ন চ কর্ম্ম নিয়ামকং, কস্য পুরুষস্য কিং কর্ম্মেত্যত্র নিয়ামকাভাবাদিতি তত্রাহ—

সূত্রার্থঃ—প্রকৃতি প্রবুদ্ধ পুরুষের প্রতি সৃষ্টি দেখাইতে বিরক্তা সতা, কিন্তু অন্য পুরুষকে সৃষ্টি দেখাইতে বিরক্তা নহেন। যেমন ভ্রান্তদৃষ্ট রজ্জুসর্প রজ্জুত্বতত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে ভয় প্রদর্শন করেন না, তেমনি, প্রকৃতিও স্বতত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে সৃষ্টি দেখান না। ॥ ৬৬॥

সূত্রার্থঃ—সৃষ্টির নিমিত্তীভূত কর্ম্মের সহিত অন্য পুরুষের যোগ

নৈরপেক্ষ্যেঽপি প্রকৃত্যুপকারেঽবিবেকো নিমিত্তম্ ॥ ৬৮ ॥

পুরুষাণাং নৈরপেক্ষ্যেঽপ্যয়ং মে স্বাম্যয়মেবাহমিত্যবিবেকাদেব প্রকৃতিঃ সৃষ্ট্যাদিভিঃ পুরুষানুপকরোতীর্থঃ। তথা চ যস্মৈ পুরুষায়াত্মানমবিবিচ্য দর্শয়িতুং বাসনা বর্ত্ততে তং প্রত্যেব প্রধানং প্রবর্ত্তত ইত্যেব নিয়ামকমিতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

প্রবৃত্তিস্বভাবত্বাৎ কথং বিবেকেঽপি নিবৃত্তিরুপপদ্যতাং তত্রাহ।—

নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ ॥ ৬৯ ॥

পুরুষার্থমেব প্রধানস্য প্রবৃত্তিস্বভাবো ন তু সামান্যেন। অতঃ প্রবৃত্তিস্যাপি প্রধানস্য পুরুষার্থসমাপ্তিরূপে চরিতার্থত্বে সতি নিবৃত্তির্যুক্তা। যথা পরিষদ্ভ্যো নৃত্যদর্শনার্থং প্রবৃত্তায়া নর্ত্তক্যাস্তৎসিদ্ধৌ নিবৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

নিবৃত্তৌ হেত্বন্তরমাহ।—

দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ ॥ ৭০ ॥

পুরুষেণ পরিণামিত্বদুঃখাত্মকত্বাদিদোষদর্শনাদপি লজ্জিতায়াঃ প্রকৃতেঃ পুনর্ন পুরুষং প্রত্যুপসর্পণং কুলবধূবৎ। যথা স্বামিনা মে দোষো দৃষ্ট

(সম্বন্ধ) থাকায় তিনি অন্য পুরুষের প্রার্থ্যমান বস্তু সৃজন করেন। প্রকৃতি যে পুরুষের উপকার করেন, তৎপ্রতি হেতু অবিবেক। অভিপ্রায় এই যে ॥ ৬৭ ॥

সূত্রার্থঃ—পুরুষ নিরপেক্ষ। অর্থাৎ তিনি স্বভাব বশতঃ অপ্রার্থী বা উদাসীন। তাহা হইলেও তিনি প্রকৃতির "এই পুরুষ আমার স্বামী" এবম্ভাবে বিমোহিত ও তাহার সহিত একীভূত হন। প্রকৃতির উপকার ও সৃষ্টি প্রদর্শন তন্মূলক। ৬৮ ॥

সূত্রার্থঃ—নর্ত্তকী নৃত্য দেখান হইলে নিবৃত্তা হয়। পুরুষের ভোগাপবর্গার্থে প্রবৃত্তা প্রকৃতি ও অপবর্গের পর নিবৃত্তা হন। ৬৯ ॥

সূত্রার্থঃ—আপনাতে যে পরিণামিত্ব ও দুঃখিত্ব প্রভৃতি দোষ আছে, সে সকল দোষ পুরুষ কর্ত্তৃক এক বার দৃষ্ট হইলে তিনি আর সে পুরুষে

ইত্যবধারণেন লজ্জিতা কুলবধূর্ন স্বামিনমুপসর্পতি তদ্বদিত্যর্থঃ। তদুক্তং নারদীয়ে—"সবিকারাপি মৌঢ্যেন চিরং মুক্তা গুণাত্মনা। প্রকৃতির্জ্ঞাত দোষেয়ং লজ্জয়ৈব নিবর্ত্ততে॥" ইতি। এতদেবোক্তং কারিকয়াপি—"প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি। যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য।" ইতি॥ ৭০॥

নন্থ পুরুষার্থং চেৎ প্রধানপ্রবৃত্তিস্তর্হি বন্ধমোক্ষাভ্যাং পুরুষস্য পরিণামাপত্তিরিতি তত্রাহ।—

নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে॥ ৭১॥

দুঃখযোগবিয়োগরূপৌ বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্য নৈকান্ততস্তত্ত্বতঃ কিন্তু চতুর্থসূত্রবক্ষ্যমাণপ্রকারেণাবিবেকাদেবেত্যর্থঃ॥ ৭১॥

পরমার্থতস্তু যথোক্তৌ বন্ধমোক্ষৌ প্রকৃতেরেবেত্যাহ।—

প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ॥ ৭২॥

প্রকৃতেরেব তত্ত্বতো দুঃখেন বন্ধমোক্ষৌ সসঙ্গত্বাদ্দুঃখসাধনৈর্ধর্ম্মাদিভির্লিপ্তত্বাৎ। যথা পশূরজ্জ্বা লিপ্ততয়া বন্ধমোক্ষভাগী তদ্বদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং কারিকয়া—"তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি

উপসর্পণ করেন না। কুলবধূর ন্যায় লজ্জায় আর তাহার সমীপগামিনী হন না॥ ৭০॥

সূত্রার্থঃ—পুরুষের দুঃখযোগাত্মক বন্ধন ও দুঃখবিয়োগরূপ মোক্ষ ঐকান্তিক নহে। তাহা অবিবেকনিমিত্তক॥ ৭১॥

সূত্রার্থঃ—যেমন রজ্জুবদ্ধ হয় বলিয়া পশুরই বন্ধন ও পশুরই তদ্বিমোচন; তেমনি, সসঙ্গ অর্থাৎ সুখদুঃখাদি লিপ্ত বলিয়া প্রকৃতিরই তাত্ত্বিক বন্ধন ও তাত্ত্বিক বিমোক্ষ॥ ৭২॥

পুরুষঃ। সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥” ইতি। “দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ” ইতি সূত্রে চ পুরুষস্যাপবর্গ উক্তঃ স প্রতিবিম্বরূপস্য মিথ্যাদুঃখস্য বিয়োগ এবেতি ॥ ৭২ ॥

তত্র কৈঃ সাধনৈর্বন্ধঃ কৈর্ব্বা মোক্ষ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ।—

রূপৈঃ সপ্তভিরাত্মানং বধ্নাতি প্রধানং কোশকারব-দ্বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥ ৭৩ ॥

ধর্ম্মবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যৈঃ সপ্তভীরূপৈর্ব দুঃখ-হেতুভিঃ প্রকৃতিরাত্মানং দুঃখেন বধ্নাতি কোশকারবৎ। কোশকারঃ কৃমির্যথা স্বনির্ম্মিতেনাবাসেনাত্মানং বধ্নাতি তদ্বৎ। সৈব চ প্রকৃতিরেক-রূপেণ জ্ঞানেনৈবাত্মানং দুঃখান্মোচয়তীত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

নন্ব “বন্ধমুক্তী অবিবেকাৎ”ইতি যদুক্তং তদযুক্তম্। অবিবেকস্যাহেয়ানু-পাদেয়ত্বাৎ। লোকে দুঃখস্য তদভাবসুখাদেরেব চ স্বতো হেয়োপাদেয়-ত্বাৎ। অন্যথা দৃষ্টহানিরিত্যাশঙ্ক্য চতুর্থসূত্রোক্তং স্বয়ং বিবৃণোতি।—

নিমিত্তত্বমবিবেকস্য ন দৃষ্টহানিঃ ॥ ৭৪ ॥

অবিবেকস্য পুরুষেষু বন্ধমোক্ষনিমিত্তত্বমেব পুরোক্তং ন ত্ববিবেক এব তাবিতি নাতো দৃষ্টহানিরিত্যর্থঃ। এতচ্চ প্রথমাধ্যায়সূত্রেষু স্পষ্টম্। অবিবেকনিমিত্তাৎ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংযোগস্তস্মাচ্চ সংযোগাদ্দুঃখপত্মানস্য

সূত্রার্থঃ—প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি কোশকার কীটের (গুটী পোকার) ন্যায় আপনিই আপনাকে আপনার ৭টী রূপে বন্ধন ও একটি রূপে মোচন করেন। [ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য এই সাত রূপে বন্ধন ও “বিবেকজ্ঞান” এই এক রূপে মোচন ॥ ৭৩ ॥

সূত্রার্থ :—বন্ধন ও বন্ধনমোচন এই দুয়ের নিমিত্ত কারণ বিবেক ও অবিবেক। অবিবেকে বন্ধন একথা দৃষ্টবিরুদ্ধ নহে ॥ ৭৪ ॥

প্রাকৃতদুঃখস্য পুরুষে যঃ প্রতিবিম্বঃ স এব দুঃখভোগো দুঃখসম্বন্ধস্তন্নিবৃত্তিরেব চ মোক্ষাখ্যঃ পুরুষার্থ ইতি ॥ ৭৪ ॥

তদেবমাদিসর্গমারভ্যাত্যন্তিকলয়পর্য্যন্তোঽখিলপরিণামঃ প্রধানতদ্বিকারাণামেব পুরুষস্তু কুটস্থপূর্ণচিন্মাত্র এবেত্যধ্যায়দ্বয়েন বিস্তরতো বিবেচিতং, তস্য বিবেকস্য নিষ্পত্ত্যুপায়েষু সারভূতমভ্যাসমাহ।—

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

প্রকৃতিপর্য্যন্তেষু জড়েষু নেতি নেতীত্যভিমানত্যাগরূপাৎ তত্ত্বাভ্যাসাদ্বিবেকনিষ্পত্তির্ভবতি। ইতরৎ সর্ব্বমভ্যাসস্যাঙ্গমাত্রমিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। "অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি স এষ আত্মা নেতি নেতি"ইত্যাদিরিতি। "অব্যক্তাদ্যে বিশেষান্তে বিকারেঽস্মিংশ্চ বর্ণিতে। চেতনাচেতনান্যত্বজ্ঞানেন জ্ঞানমুচ্যতে॥" ইতি। যথা—"অস্থিস্থূণং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিতলেপনম্। চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধিপূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ॥ জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্। রজস্বলমসন্নিষ্ঠং ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ॥ নদীকূলং যথা বৃক্ষো বৃক্ষং বা শকুনির্যথা। তথা ত্যজন্নিমং দেহং কৃচ্ছ্রাদ্গ্রাহাদ্বিমুচ্যতে॥" ইতি। এতদেব কারিকয়াপ্যুক্তম্—"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্। অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্।" ইতি। নাস্মীত্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বনিষেধঃ। ন মে ইতি সঙ্গনিষেধঃ। নাহমিতি তাদাত্ম্যনিষেধঃ। কেবলমিত্যস্য বিবরণমবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধমিতি। অন্তরা

সূত্রার্থঃ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে ও বিশ্বাস সহকারে প্রকৃতি পর্য্যন্ত পদার্থে অহং মম অভিমান পরিত্যাগ করার (সেরূপ প্রযত্ন প্রবাহিত রাখার) নাম তত্ত্বাভ্যাস। তত্ত্বাভ্যাস দ্বারা পরবৈরাগ্য সিদ্ধ বা পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

ইত্তরা বিপর্য্যেণাবিপ্লুতমিত্যর্থঃ। ইদমেব কেবলত্বং সিদ্ধিশব্দেন সূত্রে প্রোক্তম্। "বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ" ইতি যোগসূত্রে-ণৈতাদৃশজ্ঞানস্যৈব মোক্ষহেতুত্বসিদ্ধিরিতি ॥ ৭৫ ॥

বিবেকসিদ্ধৌ বিশেষমাহ—

অধিকারিপ্রভেদান্ন নিয়মঃ ॥ ৭৬ ॥

মন্দাদ্যধিকারিভেদসত্ত্বাদভ্যাসে ক্রিয়মাণেঽপ্যস্মিন্নেব জন্মনি বিবেক-নিষ্পত্তির্ভবতীতি নিয়মো নাস্তীত্যর্থঃ। অত উত্তমাধিকারমভ্যাস-পাটবেনাত্মনঃ সম্পাদয়েদিতি ভাবঃ ॥ ৭৬ ॥

বিবেকনিষ্পত্ত্যৈব নিস্তারো নান্যথেত্যাহ—

বাধিতানুবৃত্ত্যা মধ্যবিবেকতোঽপ্যুপভোগঃ ॥ ৭৭ ॥

সকৃৎ সম্প্রজ্ঞাতযোগেনাত্মসাক্ষাৎকারোত্তরং মধ্যবিবেকাবস্থে মধ্যম-বিবেকেঽপি সতি পুরুষে বাধিতানামপি দুঃখাদীনাং প্রারব্ধবশাৎ প্রতি-বিম্বস্বরূপেণ পুরুষেঽনুবৃত্ত্যা ভোগো ভবতীত্যর্থঃ। বিবেকনিষ্পত্তিশ্চা-পুনরুত্থানাদসম্প্রজ্ঞাতাদেব ভবতীত্যতস্তস্যাং সত্যাং ন ভোগোঽস্তীতি প্রতিপাদয়িতুং মধ্যবিবেকত ইত্যুক্তম্। মন্দবিবেকস্তু সাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্বং শ্রবণমননধ্যানমাত্ররূপ ইতি বিভাগঃ ॥ ৭৭ ॥

সূত্রার্থঃ—অধিকারী নানা প্রকার। উত্তম, অধম, মধ্যম। সুতরাং বৈরাগ্য লাভের কাল নিয়ম নাই। উত্তমাধিকারীর হয় ত শীঘ্র বৈরাগ্য হয়, এ জন্মেই হয়, অধম অধিকারীর হয় ত জন্মান্তরে হয় ॥ ৭৬ ॥

সূত্রার্থঃ—যাহারা একবার সম্প্রজ্ঞাত যোগে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করে, তাহাদিগকে মধ্যবিবেকী বলা যায়। মধ্যবিবেক উপস্থিত হইলে সে প্রাকৃতিক দুঃখাদির সম্বন্ধ দগ্ধ হইয়া অর্থাৎ নিঃশক্তি হইয়া যায়। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের বলে তাহার (দেহ থাকায়) অল্প কাল সেই দুঃখ অনুবর্ত্তিত (দগ্ধ সূত্রন্যায়ে অবস্থিত) থাকে ॥ ৭৭ ॥

জীবন্মুক্তশ্চ ॥ ৭৮ ॥

জীবন্মুক্তোঽপি মধ্যবিবেকাবস্থ এব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

জীবন্মুক্তে প্রমাণমাহ —

উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৭৯ ॥

শাস্ত্রেষু বিবেকবিষয়ে গুরুশিষ্যভাবশ্রবণাজ্জীবন্মুক্তসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। জীবন্মুক্তস্যৈবোপদেষ্টৃত্বসম্ভবাদিতি ॥ ৭৯ ॥

শ্রুতিশ্চ ॥ ৮০ ॥

শ্রুতিশ্চ জীবন্মুক্তেঽস্তি।

"দীক্ষয়ৈব নরো মুচ্যেৎ তিষ্ঠেন্মুক্তোঽপি বিগ্রহে। কুলালচক্র-মধ্যস্থো বিচ্ছিন্নোঽপি ভ্রমেদ্ঘটঃ ॥" "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"ইত্যাদি-রিতি। নারদীয়স্মৃতিরপি—"পূর্ব্বাভ্যাসবলাৎ কার্য্যো ন লোকো ন চ বৈদিকঃ। অপুণ্যপাপঃ সর্ব্বাত্মা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥" ইতি ॥ ৮০ ॥

নন্বু শ্রবণমাত্রেণাপ্যুপদেষ্টৃত্বং স্যাৎ তত্রাহ—

ইতরথান্ধপরম্পরা ॥ ৮১ ॥

ইতরথা মন্দবিবেকস্যাপ্যুপদেষ্টৃত্বেঽন্ধপরম্পরাপত্তিরিত্যর্থঃ। সামগ্র্যে-

সূত্রার্থ :—মধ্যবিবেকাবস্থ পুরুষ জীবন্মুক্ত নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৭৮।

সূত্রার্থ :—শাস্ত্রে যে গুরুশিষ্য সংবাদ শুনা যায় তাহা জী অবস্থা থাকার প্রমাণ। জীবন্মুক্তেরাই গুরু ও উপদেষ্টা ॥ ৭৯।

সূত্রার্থ :—জীবন্মুক্তির সিদ্ধি বিষয়ে শ্রুতিও প্রমাণ স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৮০ ॥

সূত্রার্থ :—জীবন্মুক্ত পুরুষ না থাকিলে উপদেশপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অবিবেকী ও অল্পবিবেকী উপদেষ্টা, এরূপ বলিতে গেলে অন্ধ-

ণাত্মতত্ত্বমজ্ঞাত্বা চেদুপদিশেৎ কস্মিংশ্চিদংশে স্বভ্রমেণ যথা শিষ্যমপি ভ্রান্তীকুর্য্যাৎ সোঽপ্যন্যং সোঽপ্যন্যমিত্যেবমন্ধপরম্পরেতি ॥ ৮১ ॥

নন্ু জ্ঞানেন কর্ম্মক্ষয়ে সতি কথং জীবনং স্যাৎ তত্রাহ—

চক্রভ্রমণবদ্ধৃতশরীরঃ ॥ ৮২ ॥

কুলালকর্ম্মনিবৃত্তাবপি পূর্ব্বকর্ম্মবেগাৎ যথা স্বয়মেব কিয়ৎকালং চক্রং ভ্রমতি। এবং জ্ঞানোত্তরং কর্ম্মানুৎপত্তাবপি প্রারব্ধকর্ম্মবেগেন চেষ্টমানং শরীরং ধৃত্বা জীবন্মুক্তস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥

নন্ু জ্ঞানহেতুসম্প্রজ্ঞাতযোগেন ভোগাদিবাসনাক্ষয়ে কথং শরীরধারণম্। ন চ যোগস্য সংস্কারাভিভাবকত্বে কিং মানমিতি বাচ্যম্। "ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারযোরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধপরিণামঃ" ইতি যোগসূত্রতস্তৎসিদ্ধেঃ। চিরকালীনস্য বিষয়ান্তরাবেশস্য বিষয়ান্তরসংস্কারাভিভাবকতয়া লোকেঽপ্যনুভবাচ্চেতি তত্রাহ—

সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৮৩ ॥

শরীরধারণহেতবো যে বিষয়সংস্কারাস্তেষামল্পাবশেষাৎ তস্য শরীরধারণস্য সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অত্র চাবিদ্যাসংস্কারলেশস্য সত্তা নাপেক্ষ্যতে।

পরম্পরা ন্যায়ের অনুমোদন করা হয়। উত্তমরূপে আত্মতত্ত্ব না জানিয়া যদি উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে কদাচিৎ ভ্রম হইতে পারে। যদি তত্ত্ব বিষয়ে ভ্রম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তদীয় শিষ্যও ভ্রান্ত হইবে। সুতরাং তদীয় শিষ্যও ভ্রান্ত এবং তদীয় শিষ্য ও ভ্রান্ত হইবে। এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখাইতে গেলে যাহা হয়, তাহাই হইবে ॥৮১॥

সূত্রার্থ :- জ্ঞানাগ্নির দ্বারা কর্ম্মপুঞ্জ দগ্ধ হইলেও তিনি অল্পকালের নিমিত্ত চক্রভ্রমণের দৃষ্টান্তে শরীর ধারণ করেন ॥ ৮২ ॥

সূত্রার্থ :—শরীর ধারণের হেতু বিষয়সংস্কার। তাহা তাঁহার অল্পাবশেষিত থাকে। সেই কারণে তাঁহার শরীর বিঘটিত হয় না। ৮৩ ॥

অবিদ্যায়া জন্মাদিরূপকর্ম্মবিপাকারম্ভমাত্রে হেতুত্বাৎ। যোগভাষ্যে ব্যাসৈস্তথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ। "বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ" ইতি ন্যায়াচ্চ। ন তু প্রারব্ধফলককর্ম্মভোগেঽপীতি। যত্র চ নিয়মেনাবিদ্যাপেক্ষ্যতে স প্রয়াসবিশেষরূপো ভোগো মূঢ়েষেবাস্তি জীবন্মুক্তানাং তু ভোগাভাস এবেতি প্রাগুক্তম্। যৎ তু কশ্চিদবিদ্যাসংস্কারলেশোঽপি জীবন্মুক্তস্য তিষ্ঠতীত্যাহ তন্ন। ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। অন্ধপরম্পরাপ্রসঙ্গাৎ। অবিদ্যাসংস্কারলেশসত্তাকল্পনে প্রয়োজনাভাবাচ্চ। এতচ্চ ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রপঞ্চিতমিতি ॥ ৮৩ ॥ শাস্ত্রবাক্যার্থমুপসংহরতি—

বিবেকান্নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরান্নেতরাৎ ॥৮৪॥

উক্তায়া বিবেকসিদ্ধিতঃ পরবৈরাগ্যদ্বারা সর্ব্ববৃত্তিনিরোধেন যদা নিঃশেষতো বাধিতাবাধিতসাধারণ্যেনাখিলদুঃখং নিবর্ত্ততে তদৈব পুরুষঃ কৃতকৃত্যো ভবতি। নেতরাজ্জীবন্মুক্ত্যাদেরপীত্যর্থঃ। নেতরাদিতি বীপ্সাধ্যায়সমাপ্তৌ ॥ ৮৪ ॥

অত্যন্তফলপর্য্যন্তঃ কার্য্যোঽব্যক্তস্য নাত্মনঃ।
প্রোক্ত এবং বিবেকোঽত্র পরবৈরাগ্যসাধনম্ ॥

ইতি বিজ্ঞানভিক্ষুনির্ম্মিতে কাপিলসাংখ্যপ্রবচনস্য ভাষ্যে
বৈরাগ্যাধ্যায়স্তৃতীয়ঃ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থঃ—জীবন্মুক্তি পাইলেই যে কৃতার্থ হওয়া যায়, তাহা নহে। বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে যখন পরবৈরাগ্যের দ্বারা সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাকে বাধিত অবাধিত অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায় দুঃখ নিবৃত্ত (নাশ বা অদর্শন প্রাপ্ত) হয়, তখনই প্রকৃত কৃতকৃত্যতা জন্মে। ফল কথা বিদেহকৈবল্যই পরম মোক্ষ। অবশিষ্ট মোক্ষ নহে; কিন্তু স্বর্গবিশেষ ॥ ৮৪ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শাস্ত্রসিদ্ধাখ্যায়িকাজাতমুখেনেদানীং বিবেকজ্ঞানসাধনানি প্রদর্শনীয়ানীত্যতদর্থং চতুর্থাধ্যায় আরভ্যতে।—

রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বপাদশেষসূত্রস্থবিবেকোঽনুবর্ত্ততে। রাজপুত্রস্যেব তত্ত্বোপদেশাদ্বিবেকো জায়েত ইত্যর্থঃ। অত্রেয়মাখ্যায়িকা কশ্চিদ্রাজপুত্রো গণ্ডর্ক্ষজন্মা পুরান্নিঃসারিতঃ শবরেণ কেনচিৎ পোষিতোঽহং শবর ইত্যভিমন্যমান আস্তে, তং জীবন্তং জ্ঞাত্বা কশ্চিদমাত্যঃ প্রবোধয়তি ন ত্বং শবরো রাজপুত্রোঽসীতি। স যথা ঝটিত্যেব চাণ্ডালাভিমানং ত্যক্ত্বা তাত্ত্বিকং রাজভাবমেবালম্বতে রাজাহমস্মীতি, এবমেবাদিপুরুষাৎ পরিপূর্ণচিন্মাত্রেণাভিব্যক্তাজ্জাতস্ত্বং তস্যাংশ ইতি কারুণিকোপদেশাৎ প্রকৃত্যভিমানং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মপুত্রত্বাদহমপি ব্রহ্মৈব ন তু তদ্বিলক্ষণঃ সংসারীত্যেবং স্বস্বরূপমেবালম্বত ইত্যর্থঃ। তথা গারুড়ে "যথৈকহেমমণিনা সর্ব্বং হেমময়ং জগৎ। তথৈব জাতমীশেন জ্ঞাতেনাপাখিলং ভবেৎ। গ্রহাবিষ্টো দ্বিজঃ কশ্চিচ্ছূদ্রোঽহমিতি মন্যতে। গ্রহনাশাৎ পুনঃ স্বীয়ং ব্রাহ্মণ্যং মন্যতে যথা ॥ মায়াবিষ্টস্তথা জীবো দেহোঽহমিতি মন্যতে। মায়ানাশাৎ পুনঃ স্বীয়ং রূপং ব্রহ্মাস্মি মন্যতে।" ইতি ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ :—তত্ত্ববিষয়ক উপদেশ শ্রবণে রাজপুত্রের দৃষ্টান্তে বিবেক জ্ঞান জন্মিতে পারে। [এক রাজপুত্র শিশুকালে ব্যাধ কর্ত্তৃক চোরিত হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও সে আপনাকে ব্যাধ ভাবিত ও ব্যাধবৃত্তি করিত। তদীয় এক পিতৃ-অমাত্য, সে জীবিত আছে জানিয়া ও তদ্-

স্ত্রীশূদ্রাদয়োঽপি ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণস্যোপদেশং শ্রুত্বা কৃতার্থাঃ স্যুরিত্যে-তদর্থমাখ্যায়িকান্তরং দর্শয়তি।—

পিশাচবদন্যার্থোপদেশেঽপি ॥ ২ ॥

অর্জ্জুনার্থং শ্রীকৃষ্ণেন তত্ত্বোপদেশে ক্রিয়মাণেঽপি সমীপস্থস্য পিশাচস্য বিবেকজ্ঞানং জাতমেবমন্যেষামপি ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

যদি চ সকৃদুপদেশাজ্‌জ্ঞানং ন জায়তে তদোপদেশাবৃত্তিরপি কর্ত্তব্যে-তীতিহাসান্তরেণাহ।—

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ৩ ॥

উপদেশাবৃত্তিরপি কর্ত্তব্যা ছান্দোগ্যাদৌ শ্বেতকেত্বাদিকং প্রত্যারুণি-প্রভৃতীনামসকৃদুপদেশেতিহাসাদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বৈরাগ্যার্থং নিদর্শনপূর্ব্বকমাত্মসঙ্ঘাতস্য ভঙ্গুরত্বাদিকং প্রতিপাদয়তি—

পিতাপুত্রবদুভয়োর্দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪ ॥

স্বস্য পিতাপুত্রয়োরিবাত্মনোঽপি মরণোৎপত্ত্যোর্দৃষ্টত্বাদনুমিতত্বা-

বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া তাহাকে রাজ্যে আনাইল। অনন্তর “তুমি ব্যাধ নহ, পরন্তু রাজপুত্র” ইত্যাদি উপদেশ দ্বারা তাহার বিবেক জ্ঞান উৎপাদন (ব্যাধভ্রান্তি বিদূরিত) করিয়াছিল] ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ :—একের প্রতি যে উপদেশ করা হয়, তাহাতে অপরের বিবেক হইতে পারে। [কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া নিকটস্থ এক পিশাচের বিবেক হইয়াছিল] ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ :—যদি সকৃৎ শ্রবণে বিবেক জ্ঞান না হয় তবে তাহা বার বার শ্রবণ করিবেক। [শ্বেতকেতু সাত বার শ্রবণের পর বিবেক জ্ঞান পাইয়াছিলেন] ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থঃ—পিতার মরণ ও পুত্রের উৎপত্তি, ইহা দেখিয়া আপনার

বৈরাগ্যেণ বিবেকো ভবতীত্যর্থঃ। তদুক্তম্—"আত্মনঃ পিতৃ-পুত্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাপ্যয়ৌ।" ইতি ॥ ৪ ॥

ইতঃ পরমুৎপন্নজ্ঞানস্য বিরক্তস্য চ জ্ঞাননিষ্পত্ত্যঙ্গান্যাখ্যায়িকোক্ত-দৃষ্টান্তৈর্দ্দর্শয়তি।—

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

পরিগ্রহো ন কর্ত্তব্যো যতো দ্রব্যাণাং ত্যাগেন লোকঃ সুখী বিয়োগেন চ দুঃখী ভবতি শ্যেনবদিত্যর্থঃ। শ্যেনো হি সামিষঃ কেনাপ্যহত্যামিষাদ্বিযোজ্য দুঃখী ক্রিয়তে স্বয়ং চেৎ ত্যজতি তদা দুঃখাদ্বিমুচ্যতে। তদুক্তম্—"সামিষং কুররং জঘ্নুর্ব্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ। তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত।" ইতি। তথা মনুনাপ্যুক্তম্—"নদীকূলং যথা বৃক্ষো বৃক্ষং বা শকুনির্যথা।" তথা ত্যজন্নিমং দেহং কৃচ্ছ্রাদ্গ্রাহাদ্বিমুচ্যতে।" ইতি ॥ ৫ ॥

অহিনির্ল্বয়নীবৎ। ৬ ॥

যথাহির্জ্জীর্ণাং ত্বচং পরিত্যজত্যনায়াসেন হেয়বুদ্ধ্যা, তথৈব মুমুক্ষুঃ

উৎপত্তি ও মরণ অবধারণ করিবেক। সেই অবধারণে বৈরাগ্য আসিতে পারে ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থঃ—লোক সকল শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ত্যাগের ও অত্যাগের দ্বারা সুখী ও দুঃখী হইতেছে। [শ্যেন এক খণ্ড আমিষ (মাংস) গ্রহণ করিয়াছিল। তাহা কাড়িয়া লওয়ার জন্য, অন্য পক্ষী অথবা ব্যাধ তাহাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অনন্তর সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া গতোদ্বেগ ও সুখী হইয়াছিল] ॥ ৫ ।

সূত্রার্থঃ—যেমন সর্প সকল হেয় জ্ঞানে গাত্রস্থ জীর্ণত্বক্ অনায়াসে পরিত্যাগ করে, তেমনি, মুমুক্ষুরাও চিরোপভুক্তা সুতরাং জীর্ণা প্রকৃতিকে হেয় জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৬ ।

প্রকৃতিং বহুকালোপভুক্তাং জীর্ণাং হেয়বুদ্ধ্যা ত্যজেদিত্যর্থঃ। তদুক্তম্—
"জীর্ণাং ত্বচমিবোরগ" ইতি ॥ ৬ ॥

ত্যক্তং চ প্রকৃত্যাদিকং পুনর্ন স্বীকুর্য্যাদিত্যত্রাহ—

ছিন্নহস্তবদ্বা ॥ ৭ ॥

যথা ছিন্নং হস্তং পুনঃ কোঽপি নাদত্তে তথৈবৈতৎ ত্যক্তং পুনর্নাভি-মন্যেতেত্যর্থঃ। বাশব্দোঽপার্থে ॥ ৭ ॥

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥ ৮ ॥

বিবেকস্য যদন্তরঙ্গসাধনং ন ভবতি স চেদ্ধর্ম্মোঽপি স্যাৎ তথাপি তদনুচিন্তনং তদনুষ্ঠানে চিত্তস্য তাৎপর্য্যং ন কর্ত্তব্যং যতস্তদ্বন্ধায় ভবতি বিবেকবিস্মারকতয়া ভরতবৎ। যথা ভরতস্য রাজর্ষের্ধর্ম্ম্যমপি দীনানাথ-হরিণশাবকস্য পোষণমিত্যর্থঃ। তথা চ জড়ভরতং প্রকৃত্য বিষ্ণুপুরাণে —
"চপলং চপলে তস্মিন্ দূরগং দূরগামিনি। আসীচ্চেতঃ সমাসক্তং তস্মিন্ হরিণপোতকে" ॥ ৮ ॥

বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ ॥ ৯ ॥

বহুভিঃ সঙ্গো ন কার্য্যঃ। বহুভিঃ সঙ্গে হি রাগাদ্যভিব্যক্ত্যা কলহো

সূত্রার্থ :—যেমন কোনও ব্যক্তি ছিন্ন হস্ত গ্রহণ করে না, তাহাতে মমত্বাভিমান রাখে না, তেমনি, মুমুক্ষুরাও এ সকল ত্যাগ করিয়া মমতা-শূন্য হন ॥ ৭ ।

সূত্রার্থ :—যাহা বিবেক জ্ঞানের অন্তরায় অর্থাৎ সাধন নহে, ধর্ম্ম হইলেও তাহার অনুষ্ঠান করিবে না। কেন না, অসাধনের অনুচিন্তন বন্ধনের হেতু। রাজর্ষি ভরত দীন ও অনাথ হরিণশিশু পালন করিয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ৮ ।

সূত্রার্থ : বহুর সঙ্গে থাকিলে রাগাদির উৎপত্তি হয় সুতরাং

ভবতি যোগভ্রংশকঃ। যথা কুমারীহস্তশঙ্খানামন্যোঽন্যসঙ্গেন ঝণৎকারো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

দ্বাভ্যামপি তথৈব ॥ ১০ ॥

দ্বাভ্যাং যোগেঽপি তথৈব বিরোধো ভবত্যত একাকিনৈব স্থাতব্যমিত্যর্থঃ। তদুক্তম্ "বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি। এক এব চরেৎ তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণম্ ॥" ইতি ॥ ১০ ॥

"আশাবৈবশ্যবিরসে চিত্তে সন্তোষবর্জ্জিতে। ম্লানে বক্ত্রমিবাদর্শে ন জ্ঞানং প্রতিবিম্বতি ॥" ইতি বচনান্নিরাশতা যোগিনামুক্তেত্যাহ--

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ। ১১ ॥

আশাং ত্যক্ত্বা পুরুষঃ সন্তোষাখ্যসুখবান্ ভবেৎ পিঙ্গলাবৎ। যথা পিঙ্গলা নাম বেশ্যা কান্তার্থিনী কান্তমলব্ধা নির্ব্বিণ্ণা সতী বিহায়াশাং সুখিনী বভূব তদ্বদিত্যর্থঃ। তদুক্তম্—"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। যথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥" ইতি। নন্বাশানিবৃত্ত্যা দুঃখনিবৃত্তিঃ স্যাৎ সুখং তু কুতঃ সাধনাভাবাদিতি। উচ্যতে।

কুমারীশঙ্খের দৃষ্টান্তে কলহ জন্মে। [অবিবাহিতা বয়স্থা নারী গৃহমধ্যে তণ্ডুল কণ্ডন করিতেছিল এবং অলিন্দে এক মান্য কুটুম্ব যুবক উপবিষ্ট ছিল। হস্তের পরিচালনে হস্তস্থিত বহু শঙ্খ (শঙ্খাভরণ) বাজিয়া উঠিলে কুমারী লজ্জিত হইয়া এক একটী রাখিয়া অবশিষ্ট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন আর কলহ হইল না। অতএব, একক থাকা কর্ত্তব্য। বহুর সঙ্গ যোগবিঘ্নকর।] ৯ ॥

সূত্রার্থ :—দুএর সঙ্গও পরিত্যাজ্য ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ :—আশা ত্যাগ করিলে সুখী হওয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্ত পিঙ্গলা। [পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা ছিল। সে কান্ত আগমনের

চিত্তস্য সত্ত্বপ্রাধান্যেন স্বাভাবিকং যৎ সুখমাশয়া পিহিতং তিষ্ঠতি তদেবাশাবিগমে লব্ধবৃত্তিকং ভবতি তেজঃ প্রতিবন্ধজলশৈত্যবদিতি ন তত্র সাধনাপেক্ষা। এতদেব চার্থে সুখমিত্যুচ্যত ইতি ॥ ১১ ॥

যোগপ্রতিবন্ধকত্বাদারম্ভোঽপি ভোগার্থং ন কর্ত্তব্যোঽন্যথৈব তদুপপত্তেরিত্যাহ—

অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখী সর্পবৎ ॥ ১২ ॥

সুখী ভবেদিতি শেষঃ। শেষং সুগমম্। তদুক্তম্—'গৃহারম্ভো হি দুঃখায় ন সুখায় কথঞ্চন। সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে ॥ ১২॥

শাস্ত্রেভ্যো গুরুভ্যশ্চ সার এব গ্রাহ্যোঽন্যথাভ্যুপগমবাদাদিভিরংশতোঽসারভাগেঽন্যোন্যবিরোধেনার্থবাহুল্যেন চৈকাগ্রতায়া অসম্ভবাদিত্যাহ—

বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্পদবৎ ॥ ১৩ ॥

কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ। অন্যৎ সুগমম্। তদুক্তম্—"অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ। সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্

প্রত্যাশায় রাত্রি জাগরণাদি ক্লেশ ভোগ করিতেছিল। পরে রাত্রিশেষে তদীয় আগমনের আশা পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল]। ১১॥

সূত্রার্থ :—গৃহাদি নির্ম্মাণ না করিলেও সর্পের ন্যায় সুখী থাকা যায়। (মূষিক অনেক কষ্টে গৃহ প্রস্তুত করে ; কিন্তু সর্প তন্মধ্যে প্রবেশ করতঃ সুখে বাস করে). ১২॥

সূত্রার্থঃ ভ্রমর যেমন অনেক পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া উহা হইতে সারভাগ মধু গ্রহণ করে, সেইরূপ অনেক শাস্ত্র ও অনেক গুরু-সেবা করিয়া তাহা হইতে সার গ্রহণ করিবে ॥ ১৩।

পদঃ॥" ইতি। মার্কণ্ডেয়পুরাণে চ। "সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ স্বার্থসাধকম্। জ্ঞানানাং বহুতা যৈষা যোগবিঘ্নকরী হি সা॥ ইদং জ্ঞেয়মিদংজ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ। অসৌ কল্পসহস্রেষু নৈব জ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ॥" ইতি॥ ১৩॥

সাধনান্তরং যথা তথা ভবত্বেকাগ্রতয়ৈব সমাধিপাটবদ্বারা বিবেকসাক্ষাৎকারো নিষ্পাদনীয় ইত্যাহ—

ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ। ১৪॥

যথা শরনির্ম্মাণাদৈকচিত্তস্যেষুকারস্য পার্শ্বে রাজ্ঞো গমনেনাপি ন বৃত্ত্যন্তরনিরোধো হীয়ত এবমেকাগ্রচিত্তস্য সর্ব্বথাপি ন সমাধিহানির্বৃত্ত্যন্তরনিরোধক্ষতির্ভবতি। ততশ্চ বিষয়ান্তরসঞ্চারাভাবে ধ্যেয়সাক্ষাৎকারোঽপ্যবশ্যং ভবতীত্যেকাগ্রতাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ তদুক্তম্—"তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো ন বেদ কিঞ্চিদ্বহিরন্তরং বা। যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্তমিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে॥" ইতি॥ ১৪॥

সত্যাং শক্তৌ জ্ঞানবলাচ্ছাস্ত্রকৃতনিয়মো বৃথা লঙ্ঘ্যতে তদা জ্ঞানানিষ্পত্ত্যানর্থক্যং যোগিনো ভবতীত্যাহ –

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ। ১৫॥

যঃ শাস্ত্রেষু কৃতো যোগিনাং নিয়মস্তস্যোল্লঙ্ঘনে জ্ঞাননিষ্পত্ত্যাখ্যোঽর্থো

সূত্রার্থঃ—ইষুকারের ন্যায় একাগ্রচিত্ত থাকিলে সমাধি ভঙ্গ হয় না। ১৪॥

সূত্রার্থঃ—শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সমস্তই অনর্থক অর্থাৎ বৃথা হয়। তত্ত্বজ্ঞান ও যোগ দুএর কিছুই হয় না। যেমন অপথ্যসেবী ঔষধে ফল পায় না, তেমনি, শাস্ত্রীয় নিয়ম পরিত্যাগীও যোগফল পায় না। ১৫॥

ন ভবতি লোকবৎ। যথা লোকে ভৈষজ্যাদৌ বিহিতপথ্যাদীনাং লঙ্ঘনে তত্তৎসিদ্ধির্ন ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। অশক্ত্যা জ্ঞানরক্ষার্থং বা লঙ্ঘনে তু ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ। "অপেতব্রতকর্ম্মা তু কেবলং ব্রহ্মণি স্থিতঃ। ব্রহ্মভূতশ্চরন্ লোকে ব্রহ্মচারীতি কথ্যতে॥" ইতি মোক্ষধর্ম্মাদিভ্যঃ। ইতি বশিষ্ঠাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। অতএব বিষ্ণুপুরাণাদৌ বৃথা কর্ম্মত্যাগিন এব পাষণ্ডতয়া নিন্দিতাঃ "পুংসাং জটাধারণমৌণ্ড্যবতাং বৃথৈব" ইত্যাদিনেতি। ১৫॥ নিয়মবিস্মরণেঽপ্যানর্থকমাহ—

তদ্বিস্মরণেঽপি ভেকীবৎ। ১৬॥

সুগমম্। ভেক্যাশ্চেয়মাখ্যায়িকা; কশ্চিদ্রাজা মৃগয়াং গতো বিপিনে সুন্দরীং কন্যাং দদর্শ। সা চ রাজ্ঞা ভার্য্যাভাবায় প্রার্থিতা নিয়মং চক্রে, যদা মহ্যং ত্বয়া জলং প্রদর্শ্যতে তদা ময়া গন্তব্যমিতি। একদা তু ক্রীড়য়া পরিশ্রান্তা রাজানং পপ্রচ্ছ কুত্র জলমিতি। রাজাপি সময়ং বিস্মৃত্য জলমদর্শয়ৎ। ততঃ সা ভেকরাজদুহিতা কামরূপিণী ভেকী ভূত্বা জলং বিবেশ ততশ্চ রাজা জালাদিভিরন্বিষ্যাপি ন তামবিন্দদিতি॥ ১৬॥

সূত্রার্থ :—নিয়ম বিস্মৃত হইলেও ভেকীর দৃষ্টান্তে অনর্থাগম হয়। [এক রাজা মৃগয়া বিহিরে গিয়া অরণ্যে এক সুন্দরী যুবতী দেখিয়া তাহাকে ভার্য্যাভাবে প্রার্থনা করিলে সে "জল দেখাইলে আমি চলিয়া যাইব" এইরূপ নিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার ভার্য্যা হইল। কিছুকাল পরে একদিন সে ক্রীড়ায় পরিশ্রান্তা হইয়া রাজাকে জল কোথায়? এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় রাজা নিয়ম বিস্মৃত হইয়া স্ফটিকময় সজল জলাধার দেখাইলে কামরূপিণী যুবতী সেই মুহূর্ত্তে ভেকী হইয়া জলে অদৃশ্য হইল]॥ ১৬॥

শ্রবণবদ্গুরুবাক্যমীমাংসায়া অপ্যাবশ্যকত্ব ইতিহাসমাহ —

নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ ॥ ১৭ ॥

পরামর্শো গুরুবাক্যতাৎপর্য্যনির্ণায়কো বিচারস্তং, বিনোপদেশবাক্যশ্রবণেঽপি তত্ত্বজ্ঞাননিয়মো নাস্তি প্রজাপতেরুপদেশশ্রবণেঽপীন্দ্রবিরোচনয়োর্মধ্যে বিরোচনস্য পরামর্শাভাবেন ভ্রান্তত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ। অতো গুরূপদিষ্টস্য মননমপি কার্য্যমিতি। দৃশ্যতে চেদানীমপ্যেকস্যৈব তত্ত্বমস্যুপদেশস্য নানারূপৈরর্থৈঃ সম্ভাবনা। অথ শুত্বমবৈধর্ম্ম্যলক্ষণাভেদোবিভাগশ্চেতি ॥ ১৭ ॥

অতএব চ পরামর্শো দৃশ্যত ইত্যাহ—

দৃষ্টস্তয়োরিন্দ্রস্য ॥ ১৮ ॥

তচ্ছব্দেনোক্তোচ্যমানয়োঃ পরামর্শঃ। তয়োরিন্দ্রবিরোচনয়োর্মধ্যে পরামর্শ ইন্দ্রস্য দৃষ্টশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

কৃতকৃত্যতামপীন্দ্রস্য দৃষ্টান্তবিধয়া প্রদর্শয়ন্ সম্যগ্‌জ্ঞানার্থিনা চ গুরুসেবা বহুকালং কর্ত্তব্যেত্যাহ—

সূত্রার্থ :—কেবল শ্রবণে জ্ঞান লাভ হয় না। গুরুবাক্যের ও শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্যানুসন্ধানাত্মক বিচার ব্যতীত কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। বিরোচন তাহার দৃষ্টান্ত। ১৭ ॥

সূত্রার্থ :—ইন্দ্র ও বিরোচন দুইজনে গুরুসেবা ও তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রেরই পরামর্শ অর্থাৎ তত্ত্ববিচার উৎপন্ন হওয়ায় মুক্তি হইয়াছিল। ১৮।

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্ব্বহুকালাৎ তদ্বৎ ॥১৯॥

তদ্বদিন্দ্রস্যেবান্যস্যাপি গুরৌ প্রণতিবেদাধ্যয়নসেবাদীন্ কৃত্বৈব সিদ্ধিস্তত্ত্বার্থস্ফূর্ত্তির্ভবতি নান্যথেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" ইতি ॥ ১৯ ॥

ন কালনিয়মো বামদেববৎ ॥ ২০ ॥

ঐহিকসাধনাদেব ভবতীত্যাদির্জ্ঞানোদয়ে কালনিয়মো নাস্তি বামদেববৎ। বামদেবস্য জন্মান্তরীয়সাধনেভ্যো গর্ভেঽপি যথা জ্ঞানোদয়স্তথান্যস্যাপীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। "তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ"ইতি তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতীত্যাদিরিতি। অহং মনুরভবমিত্যাদিকমবৈধর্ম্ম্যলক্ষণাভেদপরং সর্ব্বব্যাপকতাখ্যব্রহ্মতাপরং বা। "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব" ইত্যাদিস্মরণাৎ। স ইদং সর্ব্বং ভবতীতি ত্বৌপাধিকপরিচ্ছেদস্যাত্যন্তোচ্ছেদপরমিতি ॥ ২০ ॥

ননু সগুণোপাসনায়া অপি জ্ঞানহেতুত্বশ্রবণাৎ তত এব জ্ঞানং ভবিষ্যতি কিমর্থং দুষ্করসূক্ষ্মযোগচর্য্যেতি তত্রাহ—

অধ্যস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপাসকানামিব ॥২১॥

সিদ্ধিরিত্যনুষজ্যতে। অধ্যস্তরূপৈঃ পুরুষাণাং ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদীনা-

---

সূত্রার্থঃ—বহুকাল ব্যাপিয়া গুরুসেবা ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতিতে রত থাকিলে ইন্দ্রের ন্যায় অন্যেরও সিদ্ধি (তত্ত্বস্ফূর্ত্তি) হইতে পারে॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থঃ—জ্ঞানোৎপত্তির কালনিয়ম নাই। এ জন্মেও হইতে পারে, জন্মান্তরেও হইতে পারে। বামদেব মুনি গর্ভবাস অবস্থায় তত্ত্বদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ২০।

সূত্রার্থঃ—যাঁহারা আরোপপ্রণালী অবলম্বনে ব্রহ্মাদি দেবতা উপাসনা

মুপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মাদিলোকপ্রাপ্তিক্রমেণ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা বা জ্ঞাননিষ্পত্তির্ন সাক্ষাৎ। যথা যাজ্ঞিকানামিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মাদিলোকপরম্পরয়াপি জ্ঞাননিষ্পত্তৌ নাস্তি নিয়ম ইত্যাহ—

ইতরলাভেঽপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিযোগতো জন্মশ্রুতেঃ ॥২২॥

নির্গুণাত্মন ইতরস্যাধ্যস্তরূপস্য ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তস্য লাভেঽপ্যাবৃত্তিরস্তি কুতো দেবযানপথেন ব্রহ্মলোকং গতস্যাপি দ্যুপর্জ্জন্যধরানরযোষিদ্রূপাগ্নিপঞ্চকে পঞ্চাহুতিতো জন্মশ্রবণাৎ। ছান্দোগ্যপঞ্চমপ্রপাঠকে। "অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ" ইত্যাদিনেত্যর্থঃ। যচ্চ ব্রহ্মলোকাদনাবৃত্তিবাক্যং তৎ তত্রৈব প্রায়েণোৎপন্নজ্ঞানপুরুষবিষয়কমিতি ॥ ২২ ॥

জ্ঞাননিষ্পত্তির্বিরক্তস্যৈবেত্যত্র নিদর্শনমাহ—

বিরক্তস্য হেয়হানমুপাদেয়োপাদানং হংসক্ষীরবৎ ॥ ২৩ ॥

বিরক্তস্যৈব হেয়ানাং প্রকৃত্যাদীনাং হানমুপাদেয়স্য চাত্মন উপাদানং ভবতি। যথা দুগ্ধজলয়োরেকীভাবাপন্নয়োর্মধ্যেঽসারজলত্যাগেন সারভূতক্ষীরোপাদানং হংসস্যৈব ন তু কাকাদেরিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

করেন, তাহাদের তল্লোকলাভপরম্পরায় মোক্ষ হয়। যেমন যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞকার্য্যের দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি লাভ করিয়া জ্ঞানী হন, তেমনি হরি-হর-ব্রহ্মাদি চিন্তকেরাও সেই সেই লোকে উৎপন্ন হইয়া বিবেকসাক্ষাৎকার অন্তে মুক্ত হন। ২১।

সূত্রার্থ:—ইতর লাভ অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাদি লাভ হইলেও আবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্ব্বার এতল্লোকে জন্ম হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, বৈরাগ্য না হইলে ব্রহ্মলোকবাসীরাও দিব্, পর্জন্য, ধরা, নর, যোষিৎ, এতদ্রূপ অগ্নিপঞ্চকযোগে পুনর্মানুষ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ:—হংস যেমন ক্ষীরমিশ্রিত জল হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, জলভাগ পরিত্যাগ করে, তেমনি বিরক্ত পুরুষ প্রকৃত্যাদিমিশ্রিত আত্মার মধ্য হইতে সারস্বরূপ আত্মা গ্রহণ করেন ও অসার প্রকৃত্যাদি পরিত্যাগ করেন। ২৩।

সিদ্ধপুরুষসঙ্গাদপ্যেতদ্ভয়ং ভবতীত্যাহ—

লব্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ ॥ ২৪ ॥

লব্ধোঽতিশয়ো জ্ঞানকাষ্ঠা যেন, তৎসঙ্গাদপ্যুক্তং ভবতি হংসবদেবেত্যর্থঃ। যথালর্কস্য দত্তাত্রেয়সঙ্গমমাত্রাদেব স্বয়ং বিবেকঃ প্রাদুরভূদিতি ॥ ২৪ ॥

রাগিসঙ্গো ন কার্য্য ইত্যাহ—

ন কামচারিত্বং রাগোপহতে শুকবৎ ॥ ২৫ ॥

রাগোপহতে পুরুষে কামতঃ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ শুকবৎ। যথা শুক-পক্ষী প্রকৃষ্টরূপ ইতি কৃত্বা কামচারং ন করোতি রূপলোলুপৈর্ব্বন্ধনভয়াৎ তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

রাগিসঙ্গে তু দোষমাহ—

গুণযোগাদ্বদ্ধঃ শুকবৎ ॥ ২৬ ॥

তেষাং সঙ্গে তু গুণযোগাৎ তদীয়রাগাদিযোগাদ্বদ্ধঃ স্যাৎ শুকবদেব। যথা শুকপক্ষী ব্যাধস্য গুণৈঃ রজ্জুভির্ব্বদ্ধো ভবতি তদ্বদিতত্যর্থঃ। অথবা গুণিতয়া গুণলোলুপৈর্ব্বদ্ধো ভবতি শুকবদিত্যর্থঃ। অত্রৈবোক্তং সৌভরিণা। "স মে সমাধির্জ্জলবাসমিত্রমৎস্যস্য সঙ্গাৎ সহসৈব নষ্টঃ। পরিগ্রহঃ সঙ্গকৃতো মমায়ং পরিগ্রহোত্থাশ্চ মহাবিধিৎসাঃ ॥" ইতি ॥২৬॥

বৈরাগ্যস্যাপ্যুপায়মবধারয়তি দ্বাভ্যাম্ —

সূত্রার্থঃ - যে ব্যক্তি অতিশয় অর্থাৎ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার অনুগ্রহেও বিবেক লাভ হইতে পারে। ২৪।

সূত্রার্থঃ—যেমন পশুপক্ষী বন্ধনভয়ে সাবধান থাকে তেমনি বিরক্ত পুরুষ সাবধান থাকিবেন। রাগী পুরুষের সঙ্গ করিবেন না। ২৫।

সূত্রার্থঃ—রাগী পুরুষের সঙ্গ লইলে তাহাদের রাগাদি দোষে শুক পক্ষীর ন্যায় বাঁধা পড়িতে হয় ।। ২৬॥

ন ভোগাদ্রাগশান্তির্মুনিবৎ ॥ ২৭ ॥

যথা মুনেঃ সৌভরের্ভোগান্ন রাগশান্তিরভূৎ, এবমন্যেষামপি ন ভবতীত্যর্থঃ। তদুক্তং সৌভরিণৈব—"আমৃত্যুতো নৈব মনোরথানামন্তোঽস্তি বিজ্ঞাতমিদং ময়াদ্য। মনোরথাসক্তিপরস্য চিত্তং ন জায়তে বৈ পরমার্থসঙ্গি ॥" ইতি ॥ ২৭ ॥

অপি তু—

দোষদর্শনাদুভয়োঃ ॥ ২৮ ॥

উভয়োঃ প্রকৃতিতৎকার্য্যয়োঃ পরিণামিত্বদুঃখাত্মকত্বাদিদোষদর্শনাদেব রাগশান্তির্ভবতি মুনিবদেবেত্যর্থঃ। সৌভরের্হি সঙ্গদোষদর্শনাদেব সঙ্গে বৈরাগ্যং শ্রূয়তে—"দুঃখং যদেবৈকশরীরজন্ম তথার্দ্ধসংখ্যং তদিদং প্রসূতম্। পরিগ্রহেণ ক্ষিতিপাত্মজানাং সুতৈরনেকৈর্বহুলীকৃতং তৎ" ইতি ॥ ২৮ ॥

রাগাদিদোষোপহতস্যোপদেশগ্রহণেঽপ্যনধিকারমাহ—

ন মলিনচেতস্যুপদেশবীজপ্ররোহোঽজবৎ ॥ ২৯ ॥

উপদেশরূপং যজ্জ্ঞানবৃক্ষস্য বীজং তস্যাঙ্কুরোঽপি রাগাদিমলিনচিত্তে নোৎপদ্যতে। অজবৎ। যথাজনাম্নি নৃপে ভার্য্যাশোকমলিনচিত্তে বশিষ্ঠেনোক্তস্যাপ্যুপদেশবীজস্য নাঙ্কুর উৎপন্ন ইত্যর্থঃ॥ ২৯ ॥ কিং বহুনা—

সূত্রার্থ :—যেমন ভোগে সৌভরি মুনির রাগ (আসক্তি) শান্তি হয় নাই, তেমনি অন্যেরও ভোগে রাগ শান্তি হয় না। ২৭।

সূত্রার্থ :—প্রকৃত্যাদির দোষ প্রত্যক্ষ হইলে রাগ শান্তি হয় ॥ ২৮ ।

সূত্রার্থ :—যেমন উষর ক্ষেত্রে অঙ্কুর জন্মে না, তেমনি, মলিন চিত্তে উপদেশ বীজ অঙ্কুরিত (ফলপ্রদ) হয় না। ২৯।

নাভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণবৎ ॥ ৩০ ॥

আপাতজ্ঞানমপি মলিনচেতস্যুপদেশান্ন জায়তে বিষয়ান্তরসঙ্কারাদিভিঃ প্রতিবন্ধাৎ। যথা মলৈঃ প্রতিবন্ধান্মলিনদর্পণেঽর্থো ন প্রতিবিম্বতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

যদি বা কথঞ্চিজ্জ্ঞানং জায়েত তথাপ্যুপদেশানুরূপং ন ভবতীত্যাহ।—

ন তজ্জস্যাপি তদ্রূপতা পঙ্কজবৎ ॥ ৩১ ॥

তস্মাদুপদেশাজ্জাতস্যাপি জ্ঞানস্যোপদেশানুরূপতা ন ভবতি সামগ্র্যেণানববোধাৎ। পঙ্কজবৎ। যথা বীজস্যোত্তমত্বেঽপি পঙ্কদোষাদ্বীজানুরূপতা পঙ্কজস্য ন ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। পঙ্কস্থানীয়ং শিষ্যচিত্তম্ ॥ ৩১ ॥

নন্থ ব্রহ্মলোকাদিষৈশ্বর্য্যৈণৈব পুরুষার্থতাসিদ্ধ্যা কিমর্থমেতাবতা প্রয়াসেন মোক্ষায় জ্ঞাননিষ্পাদনং তত্রাহ।—

ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতোপাস্যসিদ্ধিবদু-
পাস্যসিদ্ধিবৎ ॥ ৩

ঐশ্বর্য্যযোগেঽপি কৃতকৃত্যতা কৃতার্থতা নাস্তি ক্ষয়াতিশয়দুঃখৈরনুগমাৎ। উপাস্যাসিদ্ধিবৎ। যথোপাস্যানাং ব্রহ্মাদীনাং সিদ্ধিযোগেঽপি

সূত্রার্থ :—যেমন মলিন দর্পণে বস্তুপ্রতিবিম্ব পড়ে না, তেমনি, মলিন চিত্তে আভাস অর্থাৎ আপাত জ্ঞানও হয় না ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ :—সত্য বটে, উপদেশ হইতে জ্ঞান জন্মে; পরন্তু তাদৃশ চিত্তে উপদেশের অনুরূপ জ্ঞান জন্মে না। বীজ উত্তম হইলেও পঙ্ক (কর্দ্দম) দোষে পঙ্কজের উত্তমতা নষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ :—অণিমাদি ঐশ্বর্য্য পাইলে কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। তাহা

ন কৃতকৃত্যতা তেষামপি যোগনিদ্রাদৌ যোগাভ্যাসশ্রবণাৎ তৈরৈব তদুপাসনয়া প্রাপ্ততদৈশ্বর্য্যস্যাপীত্যর্থঃ। উপাস্যাসিদ্ধিবদিতিবীপ্সাধ্যায়-সমাপ্তৌ ॥ ৩২ ॥

"অধ্যায়ত্রিতয়োক্তস্য বিবেকস্যান্তরঙ্গকম্।
আখ্যায়িকাভিঃ সম্প্রোক্তমত্রাধ্যায়ে সমাসতঃ ॥"

ইতি বিজ্ঞানভিক্ষুনির্ম্মিতে কাপিলসাংখ্যপ্রবচনস্য ভাষ্যে
আখ্যায়িকাধ্যায়শ্চতুর্থঃ ॥ ৪ ॥

উপাস্যসিদ্ধির অনুরূপ। [উপাস্য—হরি হর ব্রহ্মাদি। সিদ্ধি= সাক্ষাৎকার। উপাসনার দ্বারা উপাস্য সাক্ষাৎকার হইলে যে ফললাভ হয় তাহা নশ্বর। ঐশ্বর্য্যযোগও ক্ষয়িষ্ণু। সুতরাং মুক্তি ব্যতীত অন্য কিছুতে কৃতার্থ হওয়া যায় না।] ৩২ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

স্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ পর্য্যাপ্তঃ, ইতঃপরং স্বশাস্ত্রে পরেষাং পূর্ব্বপক্ষানপাকর্ত্তুং পঞ্চমাধ্যায় আরভ্যতে। তত্রাদাবাদিসূত্রেঽথশব্দেন যন্মঙ্গলং কৃতং তদ্ব্যর্থমিত্যাক্ষেপং সমাধত্তে ।—

মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি । ১।।

মঙ্গলাচরণং যৎ কৃতং তদ্ভৈস্তৈঃ প্রমাণৈঃ কর্ত্তব্যতাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ইতি শব্দো হেত্বন্তরাকাঙ্ক্ষানিরাসার্থঃ ॥ ১ ॥

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ইতি যদুক্তং তন্নোপপদ্যতে কর্ম্মফলদাতৃতয়া তৎসিদ্ধেরিতি যে পূর্ব্বপক্ষিণস্তান্নিরাকরোতি ।—

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ ॥ ২ ॥

ঈশ্বরাধিষ্ঠিতে কারণে কর্ম্মফলরূপপরিণামস্য নিষ্পত্তির্ন যুক্তা। আবশ্যকেন কর্ম্মণৈব ফলনিষ্পত্তিসম্ভবাদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ঈশ্বরস্য ফলদাতৃত্বং ন ঘটতেঽপীত্যাহ সূত্রৈঃ ।—

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ ॥ ৩ ॥

ঈশ্বরাধিষ্ঠাতৃত্বে স্বোপকারার্থমেব লোকবদধিষ্ঠানং স্যাদিত্যর্থঃ ॥৩॥

ভবত্বীশ্বরস্যাপ্যুপকারঃ কা ক্ষতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ।—

সূত্রার্থ :—শিষ্টাচার, ফলদর্শন ও শ্রুতি, এই তিন দ্বারা গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির আছে ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ :—কারণকূটে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান থাকিলে তাঁহা সফল হয় এ কথা অযুক্ত। কর্ম্ম নিজস্বভাবে ফল প্রসব করে ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ :—ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বকল্পনা (অনুমান) করিতে গেলে

লৌকিকেশ্বরবদিতরথা ॥ ৪ ॥

ঈশ্বরস্যাপ্যুপকারস্বীকারে লৌকিকেশ্বরবদেব সোঽপি সংসারী স্যাৎ; অপূর্ণকামতয়া দুঃখাদিপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ তথৈব ভবত্বিত্যাশঙ্ক্যাহ—

পারিভাষিকো বা ॥ ৫ ॥

সংসারসত্ত্বেঽপি চেদীশ্বরস্তর্হি সর্গাদ্যুৎপন্নপুরুষে পরিভাষামাত্রমস্মাকমিব ভবতামপি স্যাৎ, সংসারিত্বাপ্রতিহতেচ্ছত্বয়োর্বিরোধাৎ নিত্যৈশ্বর্য্যানুপপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ঈশ্বরস্যাধিষ্ঠাতৃত্বে বাধকান্তরমাহ।—

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ। রাগং বিনা নাধিষ্ঠাতৃত্বং সিদ্ধ্যতি প্রবৃত্তৌ রাগস্য প্রতিনিয়তকারণত্বাদিত্যর্থঃ। উপকার ইষ্টার্থসিদ্ধিঃ। রাগস্তৎকটেচ্ছেতি ন পৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৬ ॥ নন্বেবমস্তু রাগোঽপীশ্বরে তত্রাহ।—

তৎসঙ্গে অস্মদাদির ন্যায় ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে; [যেমন লৌকিক প্রভু নিজ উপকারার্থ কার্য্য করেন, তেমনি, জগৎকর্ত্তাও নিজ উপকারার্থ জগৎ সৃজন করেন, এইরূপ বলিতে হইবে] ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ: ঈশ্বরের উপকার, ইহা স্বীকার করিলে তিনিও লৌকিক ঈশ্বরের সহিত সমান হইয়া পড়েন। অর্থাৎ তিনিও রাজাদির ন্যায় স্বার্থপর, সংসারী ও সুখদুঃখভাগী। ৪ ॥

সূত্রার্থ:—সংসার সত্ত্বেও যদি ঈশ্বর সংজ্ঞা দাও, তবে তাহা নামে ঈশ্বর। যিনি সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন, তাঁহার অন্য নাম ঈশ্বর। ৫ ॥

সূত্রার্থ:—রাগ ব্যতীত অধিষ্ঠাতৃত্ব (স্রষ্টৃত্ব) অসিদ্ধ। কেন না রাগই প্রবৃত্তির প্রধান কারণ। ৬ ॥

তদ্‌যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ ॥ ৭ ॥

রাগযোগেঽপি স্বীক্রিয়মাণে স নিত্যমুক্তো ন স্যাৎ ততশ্চ তে সিদ্ধান্তহানিরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ। প্রকৃতিং প্রত্যৈশ্বর্য্যং প্রকৃতিপরিণামভূতেচ্ছাদিনা ন সম্ভবতি, অন্যোঽন্যাশ্রয়াৎ। নিত্যেচ্ছাদিকং চ প্রকৃতৌ ন যুক্তং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধসাম্যাবস্থানুপপত্তেঃ। অতঃ প্রকারদ্বয়মবশিষ্যতে তদ্‌যথা। ঐশ্বর্য্যং কিং প্রধানশক্তিত্বেনাস্মদভিমতানামিচ্ছাদীনাং সাক্ষাদেব চেতনসম্বন্ধাৎ ? কিং বায়স্কান্তমণিবৎ সন্নিধিসত্তামাত্রেণ প্রেরকত্বাৎ ? ইতি ॥ ৭ ॥ তত্রাদ্যং পক্ষং দূষয়তি।—

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ ॥ ৮ ॥

প্রধানশক্তেরিচ্ছাদেঃ পুরুষে যোগাৎ পুরুষস্যাপি ধর্ম্মসঙ্গাপত্তিঃ। তথা চ "স যৎ তত্র পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ অন্ত্যং ত্বাহ।—

সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্ ॥ ৯ ॥

অয়স্কান্তবৎ সন্নিধিসত্তামাত্রেণ চেচ্চেতনৈশ্বর্য্যং, তর্হি সর্ব্বেষামেব তত্তৎসর্গেষু ভোক্তৄণাং পুংসামবিশেষেণৈশ্বর্য্যমস্মদভিপ্রেতমেব সিদ্ধম্। অখিলভোক্তৃসংযোগাদেব প্রধানেন মহদাদিসর্জ্জনাদিতি। ততশ্চৈক এবেশ্বর ইতি ভবৎসিদ্ধান্তহানিরিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ :—রাগ থাকা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি নিত্য মুক্ত নহেন। ৭ ॥

সূত্রার্থ :—প্রকৃতির শক্তি ইচ্ছাদি, তৎসম্বন্ধাধীন তাঁহার ঈশ্বরত্ব, এরূপ স্বীকার করিলে ঈশ্বরের অসঙ্গস্বভাবতা ভঙ্গ হইবে। ৮ ॥

সূত্রার্থ :—প্রকৃতির সন্নিধান থাকায় ঈশ্বরত্ব, এরূপ বলিতে গেলে আত্মা ঈশ্বর না হয় কেন ? এইরূপ আপত্তি হইবে। ৯ ॥

স্যাদেতৎ। ঈশ্বরসাধকপ্রমাণবিরোধেনৈতেঽসত্তর্কা এব। অন্য-থৈবংবিধাসত্তর্কসহস্রৈঃ প্রধানমপি বাধিতুং শক্যত ইতি তত্রাহ—

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ১০ ॥

তৎসিদ্ধির্নিত্যেশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষং নাস্তীত্যনুমানশব্দাবেব প্রমাণে বক্তব্যে, তে চ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অসম্ভবমেব প্রতিপাদয়তি সূত্রাভ্যাম্।—

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ॥ ১১ ॥

সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ। অভাবোঽসিদ্ধিঃ। তথা চ মহদাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাদিত্যাদ্যনুমানেম্বপ্রয়োজকত্বেন ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ্যা নেশ্বরেঽনুমান-মিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ নাপি শব্দ ইত্যাহ।—

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য ॥ ১২ ॥

প্রপঞ্চে প্রধানকার্য্যত্বস্যৈব শ্রুতিরস্তি ন চেতনকারণত্বে। যথা—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ" "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" ইত্যাদিরিত্যর্থঃ। যা চ "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদিশ্চেতনকারণতাশ্রুতিঃ সা সর্গাদাবুৎপন্নস্য মহত্তত্ত্বোপাধিকস্য মহাপুরুষস্য জন্যজ্ঞানপরা। কিং বা বহুভবনানুরোধাৎ প্রধান এব কূলং পিপতিষতীতিবদ্‌গৌণী। অন্যথা 'সাক্ষী চেতাঃ কেবলো

সূত্রার্থ:—প্রমাণ না থাকায় নিত্যেশ্বর অসিদ্ধ। ১০ ॥

সূত্রার্থ:—সম্বন্ধের অর্থাৎ ব্যাপ্তির অভাব থাকায় ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রসর প্রাপ্ত হয় না ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ:—শ্রুতিপ্রমাণে প্রকৃতিকার্য্যতা (প্রকৃতির কর্তৃত্ব) প্রমিত হয় ॥ ১২ ॥

নির্গুণশ্চ"ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তাপরিণামিত্বস্য পুরুষেঽনুপপত্তেরিতি। অয়ং চেশ্বরপ্রতিষেধ ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্যার্থমীশ্বরজ্ঞানং বিনাপি মোক্ষপ্রতিপাদনার্থং চ প্রৌঢ়িবাদমাত্রমিতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতম্। অন্যথা জীবব্যাবৃত্তস্যেশ্বরনিত্যত্বাদেগৌণত্বকল্পনাগৌরবম্। ঔপাধিকানাং নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদীনাং মহদাদিপরিণামানাং চাঙ্গীকারেণ কৌটস্থ্যাদ্যুপপত্তেরিত্যাদিকং ব্রহ্মমীমাংসায়াং দ্রষ্টব্যমিতি ॥ ১২ ॥

নাবিদ্যাতো বন্ধ ইতি যৎ সিদ্ধান্তিতং প্রথমপাদে তত্র পরমতং বিস্তরতঃ প্রঘট্টকেন দূষয়তি।—

নাবিদ্যাশক্তিযোগো নিঃসঙ্গস্য ॥ ১৩ ॥

পরে প্রাহুঃ প্রধানং নাস্তি কিন্তু জ্ঞাননাশ্যানাদ্যবিদ্যাখ্যা শক্তিশ্চেতনে তিষ্ঠতি তত এব চেতনস্য সম্বন্ধস্তন্নাশে চ মোক্ষ ইতি। তত্রেদমুচ্যতে। নিঃসঙ্গতয়া চেতনস্যাবিদ্যাশক্তিযোগঃ সাক্ষান্ন সম্ভবতীতি। অবিদ্যা হ্যতস্মিংস্তদাকারতা সা চ বিকারবিশেষঃ বিকারহেতুসংযোগরূপং সঙ্গং বিনা ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

নন্ববিদ্যাবশাদেবাবিদ্যাযোগো বক্তব্যঃ। তথা চাপারমার্থিকত্বান্ন তয়া সঙ্গ ইতি তত্রাহ।—

তদ্‌যোগে তৎসিদ্ধাবন্যোঽন্যাশ্রয়ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

অবিদ্যাযোগাদবিদ্যাসিদ্ধৌ চান্যোঽন্যাশ্রয়ত্বমাত্মাশ্রয়ত্বম্। অনবস্থা বেতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥ নম্নু বীজাঙ্কুরবদনবস্থা ন দোষায়েত্যাশঙ্ক্যাহ।—

সূত্রার্থঃ—যাঁহারা বলেন, চেতনে জ্ঞাননাশ্য অনাদি' অবিদ্যা নামে এক প্রকার শক্তি থাকে তাহাতেই চেতনের বন্ধন (সংসার) এবং অভাবে মোক্ষ, তাহাদের প্রতি কপিল বলিতেছেন, অসঙ্গস্বভাব পুরুষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবিদ্যাশক্তির যোগ (সম্বন্ধ) অসম্ভব। ১৩ ॥

সূত্রার্থঃ ঐ মত পরস্পর আশ্রয়দোষগ্রস্ত। ১৪ ॥

ন বীজাঙ্কুরবৎ সাদিসংসারশ্রুতেঃ॥ ১৫॥

বীজাঙ্কুরবদপ্যনবস্থা ন সম্ভবতি পুরুষাণাং সংসারস্যাবিদ্যাদ্যখিলানর্থরূপস্য সাদিত্বশ্রুতেঃ। প্রলয়সুষুপ্ত্যাদাবভাবশ্রবণাদিত্যর্থঃ। "বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি" ইত্যাদিশ্রুতিভির্হি প্রলয়াদৌ বুদ্ধিবৃত্ত্যভাবেন তদৌপাধিকাবিদ্যাদ্যখিলসংসারশূন্যচিন্মাত্রত্বং পুরুষাণাং সিদ্ধমিতি। তস্মাদবিদ্যাপ্যাবিদ্যকীতি বাগ্মাত্রম্॥ ১৫॥

নন্বস্মাকমবিদ্যা পারিভাষিকী ন তু যোগোক্তানাত্মন্যাত্মবুদ্ধ্যাদিরূপা, তথা চ ভবতাং প্রধানবদেবাস্মাকমপি তস্যা অখণ্ডানাদিতয়া পুরুষনিষ্ঠত্বেঽপি নাসঙ্গতাহানিরিত্যাশঙ্কায়াং পরিকল্পিতমবিদ্যাশব্দার্থং বিকল্প্য দূষয়তি।—

বিদ্যাতোঽন্যত্বে ব্রহ্মবাধপ্রসঙ্গঃ॥ ১৬॥

যদি বিদ্যান্যত্বমেবাবিদ্যাশব্দার্থস্তর্হি তস্য জ্ঞাননাশ্যতয়া ব্রহ্মণ আত্মনোঽপি বাধো নাশঃ প্রসজ্যতে বিদ্যাভিন্নত্বাদিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

অবাধে নৈষ্ফল্যম্॥ ১৭॥

যদি স্ববিদ্যারূপমপি বিদ্যয়া ন বাধ্যেত তর্হি বিদ্যাবৈফল্যম্। অবিদ্যানিবর্ত্তকত্বাভাবাদিত্যর্থঃ॥ ১৭॥ পক্ষান্তরং দূষয়তি।—

সূত্রার্থঃ—বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে অনাদিপ্রবাহ স্থলে অনাবস্থা দোষ গ্রাহ্য হয় না সত্য, পরন্তু সংসার অনাদি নহে; কিন্তু সাদি। শ্রুতি এই সংসারের আদি অর্থাৎ উৎপত্তি বলিয়াছেন। ১৫॥

সূত্রার্থঃ—অবিদ্যা কি? যদি বিদ্যাভিন্ন অবিদ্যা এরূপ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মও বিদ্যাভিন্ন বলিয়া অবিদ্যা নাশ্য হইবেন। বিদ্যায় বা তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মের নাশ স্বীকার করিতে হইবে। ১৬॥

সূত্রার্থঃ—বিদ্যা যদি অবিদ্যারূপের বাধ (বিনাশ) না করে তাহা হইলে তন্মতে বিদ্যা উৎপাদনের চেষ্টা বিফল। ১৭॥

বিদ্যাবাধ্যত্বে জগতোঽপ্যেবম্ ॥ ১৮ ॥

যদি পুনর্ব্বিদ্যয়া চেতনে বাধ্যত্বমেবাবিদ্যাত্বমুচ্যতে, তথা সতি জগতঃ প্রকৃতিমহদাদ্যখিলপ্রপঞ্চস্যাপ্যেবমবিদ্যাত্বং স্যাৎ, "অথাত আদেশো নেতি নেতি" "অস্থূলমনণু" ইত্যাদিশ্রুতিভির্ম্মিথ্যাজ্ঞানস্যেব প্রকৃত্যাদেরপ্যাত্মনি বাধিতত্বাদিত্যর্থঃ। তথা চাখিলপ্রপঞ্চস্যৈবাবিদ্যাত্বে সত্যেকস্য জ্ঞানেনাবিদ্যানাশাদন্যৈরপি প্রপঞ্চো ন দৃশ্যেতেতি ভাবঃ। বিদ্যানাশ্যত্বং চাবস্থাত্বং বক্তুং ন শক্যতে বিদ্যানাশ্যত্বেন বিদ্যানাশ্যগ্রহাসম্ভবাদাত্মাশ্রয়াদিতি ॥১৮॥

তদ্রূপত্বে সাদিত্বম্ ॥ ১৯ ॥

ভবতু বা যথাকথঞ্চিদ্বিদ্যাবাধ্যত্বমেবাবিদ্যাত্বং তথাপি তাদৃশবস্তুনঃ সাদিত্বমেব পুরুষেষু ন ত্বনাদিত্বং সম্ভবতি। "বিজ্ঞানঘন এব" ইত্যাদ্যুক্তশ্রুতিভিঃ প্রলয়াদৌ পুরুষস্য চিন্মাত্রত্বসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। অস্মন্মতে চ প্রলয়ে পুরুষস্যাসংসারিত্বেঽপি স্বতন্ত্রনিত্যপ্রধানসংযোগাৎ পুনর্ব্বন্ধ উপপাদিতস্তথা প্রধানসংযোগেঽপি প্রাগ্ভবীয়াবিবেক এব বাসনাদৃষ্টাদিদ্বারা নিমিত্তমিত্যপ্যুক্তম্। তস্মাৎ যোগদর্শনোক্তাদন্যা নাস্ত্যবিদ্যা, সা চ বুদ্ধিধর্ম্ম এব ন পুরুষধর্ম্ম ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১৯ ॥

অত্রৈবাধ্যায়ে কর্ম্মনিমিত্তা প্রধানপ্রবৃত্তিরিতি যদুক্তং তত্রপরপূর্ব্বপক্ষং সমাধত্তে প্রঘট্টকেন —

সূত্রার্থ ঃ- বিদ্যা চেতনের সম্বন্ধে যাহা বিনাশ করে তাহাই অবিদ্যা এরূপ বলিতে গেলে জগৎকেও অবিদ্যা বলিতে হয়। এক পুরুষের জ্ঞান কালে অন্য পুরুষের জগদ্দর্শন অসম্ভব হয়। ১৮ ॥

সূত্রার্থ ঃ- জগতের ও অবিদ্যার ঐরূপ লক্ষণ হইলেও তাহা সাদি। ১৯ ॥

ন ধর্ম্মাপলাপঃ প্রকৃতিকার্য্যবৈচিত্র্যাৎ ॥ ২০ ॥

অপ্রত্যক্ষতয়া ধর্ম্মাপলাপো ন সম্ভবতি প্রকৃতিকার্য্যেষু বৈচিত্র্যান্যথা-নুপপত্ত্যা তদনুমানাদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

প্রমাণান্তরমপ্যাহ।—

শ্রুতিলিঙ্গাদিভিস্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ২১ ॥

"পুণ্যো বৈ পুণ্যেন ভবতি পাপঃ পাপেন" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, "স্বর্গ-কামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইতি বিধ্যাদিরূপাল্লিঙ্গাদ্‌যোগিপ্রত্যক্ষাদিভিশ্চ তৎসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

প্রত্যক্ষাভাবাদ্ধর্ম্মাসিদ্ধিরিতি পরস্য হেতুমাভাসীকরোতি।—

ন নিয়মঃ প্রমাণান্তরাবকাশাৎ ॥ ২২ ॥

প্রত্যক্ষাভাবাদভাব ইতি নিয়মো নাস্তি প্রমাণান্তরেণাপি বস্তুনাং বিষয়ীকরণাদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ ধর্ম্মবদধর্ম্মমপি সাধয়তি--

উভয়ত্রাপ্যেবম্ ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মবদধর্ম্মেঽপ্যেবং প্রমাণানীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থঃ—অপ্রত্যক্ষ বলিয়া ধর্ম্মের অপলাপ করিতে পার না। ধর্ম্ম নাই বলিতে পার না। প্রকৃতির কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্টি বিচিত্র। অপ্রত্যক্ষ পদার্থও অনুমানে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। ২০ ॥

সূত্রার্থঃ—শ্রুতি, লিঙ্গ (অনুমাপক চিহ্ন) ও প্রত্যক্ষ, এই তিনের দ্বারা ধর্ম্মের অস্তিত্ব নির্ণীত হয়। ২১ ॥

সূত্রার্থঃ—প্রত্যক্ষ হয় না, তাই বলিয়া তাহা নাই, ইহা অনিয়ত। কেন না, অপ্রত্যক্ষ পদার্থও অন্যান্য প্রমাণে নির্ণীত হয়। ২২ ॥

সূত্রার্থঃ—ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মও প্রমাণ প্রমিত। ২৩ ॥

অর্থাৎ সিদ্ধিশ্চেৎ সমানমুভয়োঃ ॥ ২৪ ॥

নমু বিধ্যন্তর্থানুপপত্তিরূপয়ার্থাপত্ত্যা ধর্মসিদ্ধিঃ সা চ নাস্ত্যধর্ম ইতি কথংশ্রৌতলিঙ্গাতিদেশোঽধর্ম ইতি চেন্ন যতঃ সমানমুভয়োর্ধর্মাধর্ময়োর্লিঙ্গমস্তি পরদারান্ন গচ্ছেদিতি নিষেধবিধ্যাদেরেবাধর্মলিঙ্গত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

নমু ধর্মাদিকং চেৎ স্বীকৃতং তর্হি পুরুষাণাং ধর্মাদিমত্ত্বেন পরিণামাত্মাপত্তিরিত্যাশঙ্কাং পরিহরতি —

অন্তঃকরণধর্মত্বং ধর্মাদীনাম্ ॥ ২৫ ॥

আদিশব্দেন বৈশেষিকশাস্ত্রোক্তাঃ সর্ব্ব আত্মবিশেষগুণা গৃহ্যন্তে। ন চৈবং প্রলয়েঽন্তঃকরণাভাবাদ্ধর্ম্মাদিকং ক তিষ্ঠত্বিতি বাচ্যম্। আকাশবদন্তঃকরণস্যাত্যন্তবিনাশাভাবাৎ। অন্তঃকরণং হি কার্য্যকারণোভয়রূপমিতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতম্। অতঃ কারণাবস্থে প্রকৃত্যংশবিশেষেঽন্তঃকরণে ধর্মাধর্মসংস্কারাদিকং তিষ্ঠতীতি ॥ ২৫ ॥

স্যাদেতৎ। "প্রকৃতিকার্য্যবৈচিত্র্যাৎ শ্রুত্যাদেশ্চ ধর্মাদিসিদ্ধিঃ" ইতি যদুক্তং তদযুক্তম্। ত্রিগুণাত্মকপ্রকৃতেস্তৎকার্য্যাণাং চ ভবতাং শ্রুত্যৈব বাধাৎ। "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ"। "অথাত আদেশো নেতি নেতি"। "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।" ইত্যাদিনা। "ন নিরোধো ন চোৎপত্তিঃ।" "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইত্যাদিনা চেতি। তদেতৎ পরিহরতি।—

সূত্রার্থঃ—বলিবে যে ধর্ম "যাগ করিবেক" "দান করিবেক" ইত্যাদি বিধির সার্থক্যসম্পাদক অর্থাপত্তি প্রমাণের গম্য; বস্তুতঃ তাহা নহে। ধর্ম ও অধর্ম উভয়ই অনুমেয়। ২৪।

সূত্রার্থঃ—ধর্মাধর্ম প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম। তদ্দ্বারা পুরুষের অবিকারিত্বস্বভাবের ক্ষতি হয় না। ২৫ ॥

গুণাদীনাং চ নাত্যন্তবাধঃ ॥ ২৬ ॥

গুণানাং সত্ত্বাদীনাং তদ্ধর্ম্মাণাং চ সুখাদীনাং তৎকার্য্যাণামপি মহদাদীনাং স্বরূপতো নাস্তি বাধঃ কিন্তু সংসর্গত এব চেতনে বাধোঽয়স্যৌষ্ণবাধবৎ। তথা কালত এবাবস্থাদিভির্ব্বাধো গুণাদ্যখিলপরিণামিন ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

কুতঃ পুনঃ স্বরূপত এব বাধো ন ভবতি স্বপ্নমনোরথাদিপদার্থবদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ।—

পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখসংবিত্তিঃ ॥ ২৭ ॥

অত্র বিশিষ্য পক্ষীকরণায় বিবাদবিষয়ৈকদেশস্য সুখমাত্রস্য গ্রহণং সর্ব্ববিষয়োপলক্ষকম্। সুখাদিসংবিত্তিরিতি পাঠস্তু সমীচীনঃ। পঞ্চাবয়বাশ্চ ন্যায়স্য প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনানি তেষাং যোগান্মেলনাৎ সুখাদ্যখিলপদার্থসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। প্রয়োগশ্চায়ম্। সুখং সৎ। অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ। যদসদর্থক্রিয়াকারি তৎ তৎ সৎ। যথা চেতনাঃ। পুলকাদিরূপার্থক্রিয়াকারি চ সুখং তস্মাৎ সদিতি। চেতনানাং চাবিকারিত্বেঽপি বিষয়প্রকাশ এবার্থক্রিয়েতি। নাস্তিকং প্রতি চ ব্যতিরেক্যনুমানং কর্ত্তব্যং তত্র চ শশশৃঙ্গাদির্দৃষ্টান্ত ইতি ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ:—মোক্ষকালেও সত্ত্বাদি গুণের, তদ্ধর্ম্ম সুখাদির ও তৎকার্য্য মহদহঙ্কারাদির আত্যন্তিক বাধ (বিলয়) হয় না। লৌহাধ্যস্ত অগ্নির ন্যায় সে সকলের সংসর্গমাত্র বাধিত (বিনষ্ট) হয়। যেমন প্রতপ্ত লৌহ জুড়াইয়া যায়, তাহার উষ্ণতা উপশান্ত হয়, তেমনি, পুরুষে প্রকৃত্যাদির প্রতিবিম্ব উপশান্ত হয় অথচ বিম্বভূত প্রকৃত্যাদির স্বরূপ বিনষ্ট হয় না। ২৬ ॥

সূত্রার্থ:—ন্যায়শাস্ত্রোক্ত প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই অবয়ব পঞ্চকের যোগে (প্রয়োগে বা মেলনে) সুখাদি পদার্থের অস্তিত্ব সাধিত হইয়া থাকে। ২৭ ॥

নহু প্রত্যক্ষাতিরিক্তং প্রমাণমেব ন ভবতি ব্যাপ্ত্যাদ্যনিশ্চয়াদিতি চার্ব্বাকঃ পুনঃ শঙ্কতে ।—

ন সকৃদ্‌গ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ২৮ ॥

সকৃৎ সহচারগ্রহণাৎ সম্বন্ধো ব্যাপ্তির্ন সিদ্ধ্যতি, ভূয়স্ত্বং চাননুগতম্, অতো ব্যাপ্তিগ্রহাসম্ভবান্নানুমানেনার্থসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ সমাধত্তে —

নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ ॥ ২৯ ॥

ধর্ম্মসাহিত্যং ধর্ম্মতায়াং সাহিত্যম্। সহচার ইতি যাবৎ। তথা চোভয়োঃ সাধ্যসাধনয়োরেকতরস্য সাধনমাত্রস্য বা নিয়তোঽব্যভিচরিতো যঃ সহচারঃ স ব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ। উভয়োরিতি সমব্যাপ্তিপক্ষে প্রোক্তং, নিয়মশ্চানুকূলতর্কেণ গ্রাহ্য ইতি ন ব্যাপ্তিগ্রহাসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

ব্যাপ্তির্বক্ষ্যমাণশক্ত্যাদিরূপং পদার্থান্তরং ন ভবতীত্যাহ—

ন তত্ত্বান্তরং বস্তুকল্পনাপ্রসক্তেঃ ॥ ৩০ ॥

নিয়তধর্ম্মসাহিত্যাতিরিক্তা ব্যাপ্তির্ন ভবতি ব্যাপ্তিত্বাশ্রয়স্য বস্তুনো-

সূত্রার্থঃ—একবার মাত্র সহচার দর্শন হইলেই যে সম্বন্ধ (ব্যাপ্তি) গ্রহ অর্থাৎ অকাট্য ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে, তাহা নহে। সে বিষয়ে ভূয়োদর্শনেরও কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। [অভিপ্রায় বা আশঙ্কা এই যে, ব্যাপ্তি (ব্যাপ্যব্যাপকসম্বন্ধ) পরিষ্কার রূপে গ্রহ না হওয়ায় তদ্ঘটিত অনুমান পদার্থ সাধনের অনুপায়।] ২৮ ॥

সূত্রার্থ :—উপরোক্ত আশঙ্কার পরিহার এই যে, আমরা সাধ্যসাধনের মধ্যে কেবলমাত্র সাধনের অব্যভিচরিত সহকারকে ব্যাপ্তি বলি, সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব নহে। তাহাতে যে অসম্ভাবনাদি দোষ বা আশঙ্কা আইসে তাহা অনুকূল তর্কে নিবারিত হয় ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ :—নিয়তসহাবস্থানরূপা ব্যাপ্তি তত্ত্বান্তর নহে। অর্থাৎ স্বতন্ত্র

ৎপি কল্পনাপ্রসঙ্গাৎ। অস্মাভিস্তু সিদ্ধবস্তুন এব ব্যাপ্তিত্বমাত্রং কৢপ্ত-মিত্যর্থঃ॥ ৩০॥ পরমতমাহ।—

নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ॥ ৩১॥

অপরে ত্বাচার্য্যা ব্যাপ্যস্য স্বশক্তিজন্যং শক্তিবিশেষরূপং তত্ত্বান্তরমেব ব্যাপ্তিরিত্যাহুঃ। নিজশক্তিমাত্রং তু যাবদ্দ্রব্যস্থায়িত্বয়া ন ব্যাপ্তিঃ। দেশান্তরগতস্য ধূমস্যাপি বহ্ন্যব্যাপ্যত্বাৎ। দেশান্তরগমনেন চ সা শক্তি-র্নাশ্যত ইতি নোক্তলক্ষণেঽতিব্যাপ্তিঃ। স্বমতে তূৎপত্তিকালাবচ্ছিন্নত্বেন ধূমো বিশেষণীয় ইতি ভাবঃ॥ ৩১॥

আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ॥ ৩২॥

বুদ্ধ্যাদিষু প্রকৃত্যাদিব্যাপ্যতাব্যবহারাদাধারতাশক্তিমত্ত্বং ব্যাপকত্বং, আধেয়তশক্তিমত্ত্বং চ ব্যাপ্যত্বমিতি পঞ্চশিখ ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥

নন্বাধেয়শক্তিঃ কিমর্থং কল্প্যতে, ব্যাপ্যস্য বস্তুনঃ স্বরূপশক্তিরেব ব্যাপ্তিরস্তু তত্রাহ—

ন স্বরূপশক্তিনিয়মঃ পুনর্ব্বাদপ্রসক্তেঃ॥ ৩৩॥

স্বরূপশক্তিস্তু নিয়মো ব্যাপ্তির্ন ভবতি পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ। ঘটঃ

বা পৃথক্ পদার্থ নহে। ব্যাপ্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে গেলে তাহার আশ্রয় স্বীকার করিতে হয়। তাহা অযৌক্তিক॥ ৩০॥

সূত্রার্থ:—কোন কোন আচার্য্য বলেন, ব্যাপ্তি ব্যাপ্যপদার্থের এক-প্রকার শক্তিপ্রভব শক্তি। সুতরাং তাহা তত্ত্বান্তর অর্থাৎ অতি-রিক্ত॥ ৩১॥

সূত্রার্থ:—পঞ্চশিখ বলেন, বুদ্ধি, প্রকৃতিপ্রভৃতির ব্যাপ্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। তদ্দৃষ্টে অবধারণ করা যায় যে, আধারতা শক্তিই ব্যাপকতা এবং আধেয়তাশক্তিমত্তই ব্যাপ্যত্ব॥ ৩২॥

সূত্রার্থ:- যাহা স্বরূপ শক্তি তাহাই নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তি তাহা নহে। তাহাকে ব্যাপ্তি বলা পুনরুক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে॥ ৩৩॥

কলশ ইতিবদ্‌বুদ্ধির্ব্যাপ্যেত্যত্রাপার্থাভেদেনেত্যর্থঃ। স্বরূপমিতি বক্তব্যে শক্তিপদোপাদানং ব্যাপ্তে র্ব্যাপ্যধর্ম্মতোপপাদনায় ॥ ৩৩ ॥

পৌনরুক্ত্যং স্বয়মেব বিবৃণোতি।—

বিশেষণানর্থক্যপ্রসক্তেঃ ॥ ৩৪ ॥

পূর্ব্বসূত্র এব ব্যাখ্যাতপ্রায়মিদম্ ॥ ৩৪ ॥ দূষণান্তরমাহ।—

পল্লবাদিষ্বনুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৫ ॥

পল্লবাদিষু বৃক্ষাদিব্যাপ্যতাস্তি স্বরূপশক্তিমাত্রন্তু তস্য লক্ষণং ন সম্ভবতি। ছিন্নপল্লবেঽপি স্বরূপশক্তেরনপায়েন তদানীমপি ব্যাপ্যতা-পত্তেরিত্যর্থঃ। আধেয়শক্তিস্তু ছেদকালে বিনষ্টেতি ন তদানীং ব্যাপ্তি-রিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

নন্থ কিং পঞ্চশিখেন নিজশক্ত্যুদ্ভবো ব্যাপ্তিরেব নোচ্যতে তর্হি ধূমস্য বহ্ন্যাধেয়ত্বাভাবাদ্বহ্ন্যব্যাপ্যতাপত্তিরিতি তত্রাহ।—

আধেয়শক্তিসিদ্ধৌ নিজশক্তিযোগঃ সমানন্যায়াৎ ॥ ৩৬ ॥

আধেয়শক্তের্ব্যাপ্তিত্বসিদ্ধৌ নিজশক্ত্যুদ্ভবোঽপি ব্যাপ্তিত্বেন সিদ্ধ এব সমানন্যায়াৎ। যুক্তিসাম্যাদিত্যর্থঃ। অননুগমস্তু নানার্থশব্দবন্ন দোষায়। এবং স্বমতেঽপি নানাবিধসহচারা এব ব্যাপ্তয়ো বোধ্যাঃ। ন চৈবমপ্যনুমিতিহেতুত্বে ব্যাপ্তীনামননুগমঃ স্যাদিতি বাচ্যম্। তৃণার-ণিমণ্যাদিবৎ কার্য্যগতবৈজাত্যাদ্যুপপত্তেরিতি। পঞ্চাবয়ব যোগাদ্

সূত্রার্থ :—পুনরুক্তি ও বিশেষণের আনর্থক্য সমান কথা ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ :—ব্যাপ্যের স্বরূপ শক্তিই ব্যাপ্তি এ লক্ষণ পল্লবে অব্যাপ্ত। পল্লবে বৃক্ষব্যাপ্যতা থাকে, অথচ তাহা ছিন্ন করিলে বৃক্ষরূপের অপায় হয় না ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ :—আধেয় শক্তির ব্যাপ্তিতা সিদ্ধ হইলে নিজ শক্ত্যুদ্ভবের ব্যাপ্তিত্ব সিদ্ধ হইবে। সে পক্ষে সমান যুক্তি ॥ ৩৬ ॥

গুণাদিসিদ্ধিরিতি যদুক্তং তদুপপাদনায় ব্যাপ্তিনির্ব্বচনেনানুমানপ্রামাণ্যে বাধকমপাস্তম্ ॥ ৩৬ ॥

ইদানীং পঞ্চাবয়বরূপশব্দস্য জ্ঞানজনকত্বোপপত্তয়ে শব্দশক্ত্যাদিনির্ব্বচনেন তদনুপপত্তিরূপং শব্দপ্রামাণ্যে পরেষাং বাধকমপাস্যতে—

বাচ্যবাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ শব্দার্থয়োঃ ॥ ৩৭ ॥

অর্থে বাচ্যতাখ্যা শক্তিঃ, শব্দে বাচকতাখ্যা শক্তিরস্তি, সৈব তয়োঃ সম্বন্ধোঽনুযোগিতাবং। তজ্জ্ঞানাচ্ছব্দেনার্থোপস্থিতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

শক্তিগ্রাহকাণ্যাহ।—

ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ৩৮ ॥

আপ্তোপদেশো, বৃদ্ধব্যবহারঃ, প্রসিদ্ধপদসামানাধিকরণ্যম্, ইত্যেতৈস্ত্রিভিরুক্তসম্বন্ধো গৃহ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

ন কার্য্যে নিয়ম উভয়থা দর্শনাৎ ॥ ৩৯ ॥

স চ শক্তিগ্রহঃ কার্য্য এব ভবতীতি নিয়মো নাস্তি লোকে কার্য্যবদকার্য্যেঽপি বৃদ্ধব্যবহারাদিদর্শনাদিত্যর্থঃ। যথাহি গামানয়েত্যাদি কার্য্যপরবাক্যাদ্বৃদ্ধস্য গবানয়নাদিব্যবহারো দৃশ্যতে। এবমেব পুত্রস্তে জাত

সূত্রার্থ:—অর্থে যে বাচ্যতা শক্তি এবং শব্দে যে বাচকতা শক্তি আছে, সেই শক্তিই "শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ বা সঙ্কেত" এতন্নামে ব্যবহৃত হয়। যে পুরুষ সেই শক্তি অবগত থাকে সেই পুরুষেরই শব্দ শ্রবণের পর অর্থের প্রতীতি হয় ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ:—আপ্তোপদেশ বৃদ্ধব্যবহার ও প্রসিদ্ধপদের সামানাধিকরণ্য, এই তিনের দ্বারা সম্বন্ধসিদ্ধি অর্থাৎ শক্তি জ্ঞান হয় ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ:—যাহা করা যায় তাহা কার্য্য। তৎসহকারে শব্দের শক্তি

ইত্যাদি সিদ্ধপরবাক্যাদপি পুলকাদিব্যবহারো দৃশ্যত ইতি। সিদ্ধার্থ শব্দপ্রামাণ্যসিদ্ধৌ চ বিবেকে বেদান্তপ্রামাণ্যং সিদ্ধমিত্যাশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

নমু ভবতু লোকে সিদ্ধে শক্তিগ্রহোঽর্থপ্রত্যয়াদিদর্শনাৎ, বেদে তু কথং ভবিষ্যত্যকার্য্যবোধনবৈয়র্থ্যাদিতি তত্রাহ।—

লোকে ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থপ্রতীতিঃ ॥ ৪০ ॥

লোকে শব্দশক্তিব্যুৎপন্নস্য পুরুষস্য তদনুসারেণৈব বেদার্থপ্রতীতিঃ। ন হি লোকে শক্তির্ভিন্না বেদে চ ভিন্না, য এব লৌকিকাস্ত এব বৈদিকাঃ ইতি ন্যায়াৎ। অতো লোকে সিদ্ধার্থপরত্বসিদ্ধৌ বেদেঽপি তৎ সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ অত্র শঙ্কতে।—

ন ত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্বেদস্য তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ ॥ ৪১ ॥

নমু ত্রিভিরাপ্তোপদেশাদিভির্বেদশব্দে ন শক্তিগ্রহঃ সম্ভবতি বেদস্যাপৌরুষেয়ত্বেন তদর্থেষাপ্তোপদেশাসম্ভবাৎ। তথা বেদার্থস্যাতী-

গৃহীতা হয়, এবং অকার্য্যে অর্থাৎ সিদ্ধপদার্থে শক্তি গৃহীতা হয় না, এমন নিয়ম নহে। শক্তি উভয় প্রকারেই গৃহীতা হয়। [ভাবিয়া দেখ, "গো আনয়ন কর" ইত্যাদি স্থলে "কর" এই ক্রিয়ান্বিত গো শব্দের লাঙ্গুলাদিযুক্ত পশুদিগের অর্থে শক্তিগ্রহ হয় এবং "তোমার পুত্র" ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়ান্বয়বিধুর পুত্রাদি শব্দের স্বাত্মজ অর্থে সঙ্কেত-সংগ্রহ হইতে দেখা যায়]। ৩৯ ॥

সূত্রার্থ :—যে সকল লোক লৌকিক শব্দে ব্যুৎপন্ন, লৌকিক শব্দের শক্তি জ্ঞাত আছে, সেই সকল লোকেরই বেদার্থ বা বৈদিক শব্দের অর্থ প্রতীত হয়। বৈদিক শব্দে এক শক্তি, লৌকিক শব্দে অন্য শক্তি, তাহা নহে ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ :—বেদ অপৌরুষেয় এবং তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের মধ্যে দেবতা



ন্দ্রিয়তয়া তত্র বৃদ্ধব্যবহারস্য প্রসিদ্ধপদসামানাধিকরণ্যস্য চ গ্রহীতুমশক্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ তত্রাতীন্দ্রিয়ার্থত্বমাদৌ নিরাকরোতি—

ন যজ্ঞাদেঃ স্বরূপতো ধর্ম্মত্বং বৈশিষ্ট্যাৎ ॥ ৪২ ॥

যদুক্তং তন্ন। যতো দেবতোদ্দেশ্যকদ্রব্যত্যাগাদিরূপস্য যজ্ঞদানাদেঃ স্বরূপত এব ধর্ম্মত্বং বেদবিহিতত্বং, বৈশিষ্ট্যাৎ প্রকৃষ্টফলকত্বাৎ। ন তু যজ্ঞাদিবিষয়কাপূর্ব্বস্য ধর্ম্মত্বং, যেন বেদবিহিতস্যাতীন্দ্রিয়তা স্যাদিত্যর্থঃ। নন্বু তথাপি দেবতাদ্যতীন্দ্রিয়ার্থঘটিতত্বমস্তীতি চেন্ন। অতীন্দ্রিয়েষ্বপি পদার্থতাবচ্ছেদকেন সামান্যরূপেণ প্রতীতের্বক্ষ্যমাণত্বাদিতি ॥ ৪২ ॥

যচ্চোক্তমপৌরুষেয়ত্বেনাপ্তোপদেশাভাব ইতি তদপি নিরাকরোতি—

নিজশক্তির্ব্যুৎপত্ত্যা ব্যবচ্ছিদ্যতে ॥ ৪৩ ॥

অপৌরুষেয়ত্বেঽপি বেদানাং স্বাভাবিকী যা অর্থেষু শক্তিরস্তি সৈবাপ্তবৃদ্ধপরম্পরাভির্ব্যুৎপত্ত্যাস্য শব্দস্যায়মর্থ ইত্যেবংরূপয়া ব্যবচ্ছিদ্যতে শিষ্যেভ্যোঽর্থান্তরাদ্ব্যাবর্ত্ত্যোপদিশ্যতে, ন ত্বাধুনিকশব্দবৎ স্বয়ং সঙ্কেত্যতে যেন পৌরুষেয়ত্বাপেক্ষা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বর্গ, নরক, পুণ্য ও পাপ ইত্যাদি অধিকাংশই অতীন্দ্রিয়, সে জন্য ঐ সকল অর্থের বৃদ্ধব্যবহার আপ্তোপদেশ ও প্রসিদ্ধপদের সমানাধিকরণ্য তিনের কিছুই সম্ভব হয় না। [এটী অশঙ্কা]। ৪১ ॥

সূত্রার্থ :—তাহা নহে। দেবতাদির উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগাত্মক যাগ ও দানাদি বেদবিহিত সুতরাং তাহাই ফলজনক বলিয়া ধর্ম্ম। তজ্জনিত যে অপূর্ব্ব (শক্তিবিশেষ), তাহা ধর্ম্ম নহে। তাহা তাহার অতিরিক্ত। যাহা যাগদানাদির স্বরূপ তাহাই ধর্ম্মের লক্ষণ। তাদৃশ যাগদানাদি ইচ্ছাদিরই পরিণামবিশেষ। সেজন্য তাহা অলৌকিক, অপৌরুষেয় বা অতীন্দ্রিয় নহে ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ :—অপৌরুষেয় হইলেও তাহাতে (বেদে) যে স্বতঃসিদ্ধা

নন্থ তথাপ্যতীন্দ্রিয়দেবতাফলাদিষু কথং শক্তিগ্রহো বৈদিকপদানাং স্যাৎ তত্রাহ—

যোগ্যাযোগ্যেষু প্রতীতিজনকত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষেষু পদার্থেষু সামান্যধর্ম্মপুরস্কারেণ তৎসিদ্ধিঃ শক্তিগ্রহো ভবতি, সাধারণ্যেন পদানাং প্রতীতিজনকত্বস্যানুভবসিদ্ধত্বাৎ। বিশেষস্ত্ব-তীন্দ্রিয়োঽপূর্ব্ব এব বাক্যার্থো ন চ তস্য গ্রহণং প্রাগপেক্ষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

শব্দপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গেনৈব শব্দগতং বিশেষমবধারয়তি।

ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৪৫ ॥

"স তপোঽতপ্যত তস্মাৎ তপস্তেপনাৎ ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত' ইত্যাদি-শ্রুতের্ব্বেদানাং ন নিত্যত্বমিত্যর্থঃ। বেদনিত্যতাবাক্যানি চ সজাতীয়ানু-পূর্ব্বীপ্রবাহানুচ্ছেদপরাণি ॥ ৪৫ ॥

তর্হি কিং পৌরুষেয়া বেদা? নেত্যাহ—

শক্তি আছে, সেই শক্তি গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় ও উপদেশ দানগ্রহণ-প্রণালী অবলম্বনে ব্যুৎপাদিত হয় ও তাহাতেই ইতর অর্থের ব্যবচ্ছেদ হয়। তদর্থাতিরিক্ত অর্থের প্রতীতি হয় না। ভাবার্থ এই যে, অনাদি উপদেশ পরম্পরায় বেদ-শব্দের শক্তি গ্রহ হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

সূত্রার্থ :—পদ সকল সামান্যতঃ অর্থ প্রতীতির জনক অর্থাৎ উপায়। তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ দ্বিবিধ অর্থ প্রতীতি হইয়া থাকে। পদ সকল যে সামান্য ধর্ম্ম পুরস্কারে পদার্থে প্রতীতি জন্মায় তাহাতেই পদশক্তি (পদের সহিত পদার্থের) গৃহীত হইয়া থাকে। [যেমন গো শব্দে গোজাতির প্রতীতি।] ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ :- শ্রুতিতে বেদের উৎপত্তি শ্রবণ থাকায় বেদ নিত্য নহে। তাহা সজাতীয়ানুপূর্ব্বী প্রবাহে চলিয়া আসিতেছে। সেই কারণে কোন কোন শ্রুতি বেদকে সেই ভাবের নিত্য বলেন ॥ ৪৫ ॥

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বরপ্রতিষেধাদিতি শেষঃ। সুগমম্ ॥ ৪৬ ॥

অপরঃ কর্ত্তা ভবত্বিত্যাকাঙ্ক্ষয়াহ—

মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ ॥ ৪৭ ॥

জীবন্মুক্তধুরীণো বিষ্ণুর্ব্বিশুদ্ধসত্ত্বতয়া নিরতিশয়সর্ব্বজ্ঞোঽপি বীতরাগত্বাৎ সহস্রশাখবেদনির্ম্মাণাযোগ্যঃ। অমুক্তস্ত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদেবাযোগ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ নন্বেবমপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বমেবাগতং তত্রাহ—

নাপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বমঙ্কুরাদিবৎ ॥ ৪৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ৪৮ ॥

নন্বঙ্কুরাদিষ্বপি কার্য্যত্বেন ঘটাদিবৎ পৌরুষেয়ত্বমনুমেয়ং তত্রাহ—

তেষামপি তদ্‌যোগে দৃষ্টবাধাদিপ্রসক্তিঃ ॥ ৪৯ ॥

যৎ পৌরুষেয়ং তচ্ছরীরজন্যমিতি ব্যাপ্তির্লোকে দৃষ্টা তস্যা বাধাদিরেবং সতি স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

সূত্রার্থ:—নিত্য না হইলেও তাহা পৌরুষেয় (পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট) নহে। কেননা, বেদের কর্ত্তৃপুরুষ নাই। বেদ অমুক কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে, এরূপ স্থির সংবাদ কেহই দিতে পারেন না ॥ ৪৬ ॥

সূত্রার্থ:—মুক্তাত্মা ও অমুক্তাত্মা দুএর কেহই বেদ প্রস্তুত করণের যোগ্য নহেন। বীতরাগিতা বিধায় মুক্তাত্মা ও অসর্ব্বজ্ঞতা বিধায় অমুক্তাত্মা বেদ করণের অযোগ্য ॥ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ:—যেমন অঙ্কুরাদি অনিত্য হইলেও পৌরুষেয় নহে পুরুষকৃত নহে, তেমনি, অনিত্য বেদও পৌরুষেয় নহে ॥ ৪৮ ॥

সূত্রার্থ:—দেখা যায় যাহা যাহা পৌরুষেয় তাহা তাহাই শরীরিজন্য

নম্বাদিপুরুষোচ্চরিতত্বাৎ বেদা অপি পৌরুষেয়া এবেত্যাহ—

যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে

তৎপৌরুষেয়ম্ ॥ ৫০ ॥

দৃষ্ট ইবাদৃষ্টেঽপি যস্মিন্ বস্তুনি কৃতবুদ্ধির্ব্বুদ্ধিপূর্ব্বকত্ববুদ্ধির্জ্জায়তে তদেব পৌরুষেয়মিতি ব্যবহ্রিয়ত ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি ন পুরুষোচ্চরিতত্বমাত্রেণ পৌরুষেয়ত্বং, শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ সুষুপ্তিকালীনয়োঃ পৌরুষেয়ত্বব্যবহারাভাবাৎ, কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বেন, বেদাস্তু নিঃশ্বাসবদেবাদৃষ্টবশাদবুদ্ধিপূর্ব্বকা এব স্বয়ম্ভুবঃ সকাশাৎ স্বয়ং ভবন্তি। অতো ন তে পৌরুষেয়াঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। "তস্যৈতস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদিরিতি। ৫০ ॥

নন্বেবং যথার্থবাক্যার্থজ্ঞানাপূর্ব্বকত্বাচ্ছুকবাক্যস্যেব বেদানামপি প্রামাণ্যং ন স্যাৎ তত্রাহ।—

নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্ ॥ ৫১ ॥

বেদানাং নিজা স্বাভাবিকী যা যথার্থজ্ঞানজননশক্তিস্তস্যা মন্ত্রায়ু-

অর্থাৎ কোন এক প্রাণিকর্তৃক নির্ম্মিত। এই দর্শন (ব্যাপ্তি) অঙ্কুর প্রভৃতিতে বাধিত। অঙ্কুর অপৌরুষেয় অথচ অনিত্য ॥ ৪৯ ॥

সূত্রার্থঃ—কে করিয়াছে তাহা না দেখিলেও, যাহা দেখিলে প্রাণিকৃত বলিয়া অবধারণা জন্মে তাহাই পৌরুষেয়। [শ্বাস প্রশ্বাসকে কেহ পুরুষ কৃত বলে না। যাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত হয় তাহাই পৌরুষেয় বলিয়া খ্যাত। বেদ শ্বাস প্রশ্বাসের প্রণালীতে ও অর্জ্জিত পূর্ব্বসংস্কারের সাহায্যে ব্রহ্মার মনে উদিত ও কণ্ঠরবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল।] ॥ ৫০ ॥

সূত্রার্থঃ—বেদের স্বাভাবিকী যথার্থজ্ঞানজননী শক্তি আছে। সে শক্তি মন্ত্রে ও আয়ুর্ব্বেদাদিতে বিস্পষ্ট বা অভিব্যক্ত। তদ্দৃষ্টে স্থির হয় যে, বেদ স্বতঃপ্রমাণ। ৫১ ॥

র্বেদাদাবভিব্যক্তেরুপলম্ভাদখিলবেদানামেব স্বত এব প্রামাণ্যং সিদ্ধ্যতি ন বক্তৃযথার্থজ্ঞানমূলকত্বাদিনেত্যর্থঃ। তথা চ ন্যায়সূত্রম্। "মন্ত্রায়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যম্"ইতি ॥ ৫১ ॥

গুণাদীনাঞ্চ নাত্যন্তবাধ ইতি প্রতিজ্ঞায়াং ন্যায়েন সুখাদিসিদ্ধেরিত্যেকো হেতুরুপন্যস্তঃ প্রপঞ্চিতশ্চ সাম্প্রতং তস্যামেব হেত্বন্তরমাহ।—

ন সতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ ॥ ৫২ ॥

আস্তাং তাবৎ পঞ্চাবয়বেন সুখাদিসিদ্ধিঃ। জ্ঞানমাত্রাদপি তৎসিদ্ধিঃ। অত্যন্তাসত্ত্বে সুখাদীনাং জ্ঞানমেব নোপপদ্যতে নরশৃঙ্গাদীনামভানাদিত্যর্থঃ। তথা চ ব্রহ্মসূত্রম্। "নাভাব উপলব্ধেঃ"ইতি। শুক্তিরজতস্বপ্নমনোরথাদৌ চ মনঃপরিণামরূপ এবার্থঃ প্রতীয়তে নাত্যন্তাসন্নিতি বক্ষ্যতি ॥ ৫২ ॥

নন্বেবং গুণাদিরত্যন্তং সন্নেব ভবতু তথা চ নাত্যন্তাবাধ ইত্যত্যন্তপদবৈয়র্থ্যমিতি তত্রাহ।—

ন সতো বাধদর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥

অত্যন্তসত্ত্বেঽপি গুণাদের্ভানং ন যুক্তম্। বিনাশাদিকালে বাধদর্শনাৎ। চৈতন্যে ভাসমানস্য জগতশ্চৈতন্য এব বাধদর্শনাচ্চ। "অথাত

সূত্রার্থ:—যাহা অসৎ অর্থাৎ নাই বা সর্ব্বৈব মিথ্যা; তাহার জ্ঞান হয় না। নরশৃঙ্গ অসৎ অর্থাৎ নাই। সেই কারণে তাহা কাহারও জ্ঞানগোচরে আইসে না। [স্বপ্ন ও মনোরথ মানস পরিণাম বিশেষ। সে জন্য তাহা নরশৃঙ্গের সমান নহে।] ৫২ ॥

সূত্রার্থ:—যাহা অত্যন্ত সৎ তাহারও বাধ দেখা যায়। বাধ—অদর্শন। অত্যন্ত সৎ সত্ত্বাদি গুণও তিরোহিত থাকে। ৫৩ ॥

আদেশো নেতি নেতি" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "যত্র দেবা ন দেবা মাতা ন মাত"ইত্যাদিশ্রুতিভির্ন্যায়ৈশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

নন্বেবমপি সদসদ্ভ্যাং ভিন্নমেব জগদ্ভবতু তথাপ্যত্যন্তবাধপ্রতিষেধানুপপত্তিরিতি তত্রাহ।—

নানির্ব্বচনীয়স্য তদভাবাৎ ॥ ৫৪ ॥

সত্ত্বেনাসত্ত্বেন চানির্ব্বচনীয়ং তাদৃশস্যাপি ভানং ন ঘটতে তদভাবাৎ। সদসদ্ভিন্নবস্তুপ্রসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তানুসারেণৈব কল্পনায়া ঔচিত্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

নন্বেবং কিমন্যথাখ্যাতিরেবেষ্টানেত্যাহ।—

নান্যথাখ্যাতিঃ স্ববচোব্যাঘাতাৎ ॥ ৫৫ ॥

অন্যদ্বস্ত্বন্যরূপেণ ভাসত ইত্যপি ন যুক্তং স্ববচো ব্যাঘাতাৎ। অন্যত্রান্যরূপস্য নৃশৃঙ্গতুল্যত্বমন্যথা শব্দেনোচ্যতে, অথ চ তস্য ভানমুচ্যত ইতি স্ববচ এব ব্যাহতম্। অসতো ভানাসম্ভবস্যান্যথাখ্যাতিবাদিভিরপি বচনাদিত্যর্থঃ। পুরোবর্ত্তিন্যসত্ত্বেঽন্যত্র তৎসত্তায়া ভানাপ্রযোজকত্বমিতি ভাবঃ। ন চ সর্ব্বত্রাসতো ভানে সামগ্রী ন সম্ভবতি সন্নিকর্ষাদ্যভাবাদিত্যতঃ ক্বচিৎসত্তামাত্রমপেক্ষ্যত ইতি বাচ্যম্। অনাদিবাসনাধারায়া এব ভ্রমহেতুত্বসম্ভবাদিতি ॥ ৫৫ ॥

নাত্যন্তবাধ ইতি পূর্ব্বোক্তং বিবৃণ্বানঃ স্বসিদ্ধান্তমুপসংহরতি।—

সূত্রার্থ:—অভাব বশতঃ অর্থাৎ নাই বলিয়া পরকল্পিত অনির্ব্বচনীয় পদার্থ জ্ঞানগোচর হয় না ॥ ৫৪ ॥

সূত্রার্থ:—এক বস্তু অন্য বস্তুর আকারে জ্ঞানগোচর হইলে বা প্রতীত হইলে তাহা অন্যথাখ্যাতি নামে গণনীয় [অন্যথা = অন্য প্রকার। খ্যাতি = জ্ঞান] সাঙ্খ্যমত তাহা নহে। হেতু এই যে, অন্যথাখ্যাতি স্বীকারে সাংখ্যের উক্তি ব্যাহত হয়। ৫৫ ॥

সদসৎখ্যাতির্ব্বাধাবাধাৎ ॥ ৫৬ ॥

সদসংখ্যাতিরেব সর্ব্বেষাং গুণাদীনাং, কুতো বাধাবাধাৎ। তত্রস্বরূপেণাবাধঃ সর্ব্ববস্তূনাং নিত্যত্বাৎ, সংসর্গতস্তু বাধঃ সর্ব্ববস্তূনাং চৈতন্যেঽস্তি, যথা পটাদিষ্ লৌহিত্যাদেস্তদ্বৎ। তথাবস্থাভিরপি বাধোঽখিলপরিণামিনাং কালাদিষ্বিত্যর্থঃ। বাধশ্চ প্রতিপন্নধর্ম্মিণি নিষেধবুদ্ধিবিষয়ত্বম্। অসত্ত্বং ত্বভাবঃ সোঽপ্যধিকরণস্বরূপ ইতি। ন চ সদসত্ত্বয়োর্ব্বিরোধ ইতি বাচ্যম্। প্রকারভেদেনাবিরোধাৎ। যথাহি লৌহিত্যং বিম্বরূপেণ সৎ, স্ফটিকগতপ্রতিবিম্বরূপেণ চাসদিতি দৃষ্টম্। যথা বা রজতং বণিগ্বীথীস্থরূপেণ সৎ, শুক্ত্যাস্থরূপেণ চাসৎ তথৈব সর্ব্বং জগৎ স্বরূপতঃ সৎ চৈতন্যাদাবধ্যাস্তরূপেণ চাসদিতি। তদুক্তম্—"অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে। ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥" ইতি। এবমেবাবস্থাভেদেনাপি সদসত্ত্বমবিরুদ্ধম্। যথাহি বৃক্ষাদিঃ প্ররূঢ়াদ্যবস্থাভিঃ সন্নপাঙ্কুরাদ্যবস্থাভিরসন্ ভবতি তথৈব প্রকৃত্যাদিকং সদসদাত্মকমিতি। তদুক্তম্—"অব্যক্তং কারণং যৎ তন্নিত্যং সদসদাত্মকম্। প্রধানং প্রকৃতিশ্চেতি যদাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ ॥" ইতি এতচ্চাস্মাভির্ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে যোগবার্ত্তিকে চ প্রপঞ্চিতমিতি দিক্ ॥ ৫৬ ॥

অয়ং বিচারঃ পর্য্যাপ্ত ইদানীং শব্দবিচারঃ প্রসঙ্গাগত আগন্তুকত্বয়াস্ত প্রস্তূয়তে।—

প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রত্যেকবর্ণেভ্যোঽতিরিক্তং কলশ ইত্যাদিরূপমখণ্ডমেকপদং স্ফোট

সূত্রার্থ :—বাধ না থাকায় সদসংখ্যাতি পক্ষও সিদ্ধান্তবহির্ভূত ; নিত্য বলিয়া সত্ত্বাদি গুণ স্বরূপে বাধ প্রাপ্ত (বিনষ্ট) হয় না। সংসর্গের, সম্বন্ধের বা অবস্থার বাধ হয়। বস্ত্র ও রাঙা রং দু'এর কিছুই লুপ্ত হয় না, পরন্তু উভয়ের সংযোগ লুপ্ত হয়। ৫৬ ॥

সূত্রার্থ :—যাহা বর্ণময়, যাহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা ধ্বনিমাত্র ,

ইতি যোগৈরভ্যুপগম্যতে, কম্বুগ্রীবাদ্যবয়বেভ্যোঽতিরিক্তো ঘটাদ্যবয়বীব, স চ শব্দবিশেষঃ পদার্থোঽর্থস্ফুটীকরণাৎ স্ফোট ইত্যুচ্যতে স শব্দো-ঽপ্রামাণিকঃ। কুতঃ? প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাম্। স শব্দঃ কিং প্রতীয়তে ন বা? আদ্যে যেন বর্ণসমুদায়েনানুপূর্ব্বীবিশেষবিশিষ্টেন সোঽভিব্যজ্যতে, তস্যৈবার্থপ্রত্যায়কত্বমস্তু কিমন্তর্গড়ুনা তেন। অন্ত্যে ত্বজ্ঞাতস্ফোটস্য নাস্ত্যর্থপ্রত্যায়নশক্তিরিতি ব্যর্থা স্ফোটকল্পনেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

পূর্ব্বং বেদানাং নিত্যত্বং প্রতিসিদ্ধমিদানীং বর্ণনিত্যত্বমপি প্রতি-ষেধতি।—

ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যতাপ্রতীতেঃ ॥ ৫৮ ॥

স এবায়ং গকারইত্যাদিপ্রত্যভিজ্ঞাবলাদ্বর্ণনিত্যত্বং ন যুক্তম্। উৎপন্নো গকার ইত্যাদিপ্রত্যয়েনানিত্যত্বসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। প্রত্যভিজ্ঞা চ তজ্জাতীয়তাবিষয়িণী। অন্যথা ঘটাদেরপি প্রত্যভিজ্ঞয়া নিত্যতা-পত্তেরিতি ॥ ৫৮ ॥ শঙ্কতে।—

যাহা অর্থপ্রত্যায়ক, তাহা তাহার অতিরিক্ত অথচ তদভিব্যঙ্গ্য। তাহা অতীন্দ্রিয় ও নিরবয়ব সুতরাং অদৃশ্য। তাহার অন্য নাম স্ফোট। অর্থ প্রস্ফুট করায় বা জ্ঞানগম্য করায় বলিয়া স্ফোট। স্ফোট-শব্দ নিত্য ও তাহার স্থিতিস্থান ব্যাপক ও অভিব্যক্তি স্থান হৃদয়াকাশ। "ঘট" এই ধ্বনি অর্থাৎ বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণ "ঘট" এই স্ফোট-শব্দের আবির্ভাব করায়। অনন্তর সেই স্ফোট-শব্দ কম্বুগ্রীবাদিমৎ মার্ত্তিক্য পদার্থ প্রতীত করায়। এই যে মত, এ মত সাধু নহে। হেতু যে, তাহা প্রতীত হয় কি অপ্রতীত থাকে অনুসন্ধান করিতে গেলে কিছুই স্থির হয় না। ৫৭ ॥

সূত্রার্থ:—শব্দ নিত্য নহে। প্রত্যুত অনিত্য। অর্থাৎ জন্মবান্। শব্দ যে জন্মে, তাহা সর্ব্বপ্রত্যক্ষ ॥ ৫৮ ॥

পূর্ব্বসিদ্ধসত্ত্বস্যাভিব্যক্তির্দীপেনেব ঘটস্য ॥ ৫৯ ॥

নমু পূর্ব্বসিদ্ধসত্তাকস্যৈব শব্দস্য ধ্বন্যাদিভির্যাভিব্যক্তিস্তন্মাত্রমুৎপত্তি-প্রতীতের্ব্বিষয়ঃ। অভিব্যক্তৌ দৃষ্টান্তো দীপেনেব ঘটস্যেতি ॥ ৫৯ ॥

পরিহরতি।—

সৎকার্য্যসিদ্ধান্তশ্চেৎ সিদ্ধসাধনম্ ॥ ৬০ ॥

অভিব্যক্তির্যদ্যনাগতাবস্থাত্যাগেন বর্ত্তমানাবস্থালাভ ইত্যুচ্যতে তদা সৎকার্য্যসিদ্ধান্তঃ। তাদৃশনিত্যত্বং চ সর্ব্বকার্য্যাণামেবেতি সিদ্ধসাধন-মিত্যর্থঃ। যদি চ বর্ত্তমানতয়া সত এব জ্ঞানমাত্ররূপিণ্যভিব্যক্তিরুচ্যতে তদা ঘটাদীনামপি নিত্যতাপত্তিঃ। কারণব্যাপারেণ জ্ঞানস্যৈবোৎপত্তি-প্রতীতিবিষয়ত্বৌচিত্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥

আত্মাদ্বৈতে পূর্ব্বাক্তমপি বাধকমুপন্যসনীয়মিত্যেতদর্থমাত্মাদ্বৈত-নিরাসঃ পুনরারভ্যতে।—

নাদ্বৈতমাত্মনো লিঙ্গাৎ তদ্ভেদপ্রতীতেঃ ॥ ৬১ ॥

যদ্যপ্যাত্মনামন্যোঽন্যং ভেদবাক্যবদভেদবাক্যান্যপি সন্তি তথাপি নাদ্বৈতং নাত্যন্তমভেদঃ। অজাদিবাক্যস্থৈঃ প্রকৃতিত্যাগাত্যাগাদিলিঙ্গৈ-র্ভেদস্যৈব সিদ্ধেরিত্যর্থঃ। নহ্যত্যন্তাভেদে তানি লিঙ্গান্যুপপদ্যন্তে।

সূত্রার্থ: বলিবে যে, যেমন ঘট পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু প্রকট ছিল না, সেই জন্য তাহাকে প্রকট করা হয়, যেমন অন্ধকারে মগ্ন ঘটকে দীপ দ্বারা প্রকট করা; তেমনি নিত্য নিরাকার স্ফোটরূপ শব্দকে বর্ণোচ্চারণে প্রকট করা। ৫৯ ॥

সূত্রার্থ:—তাহা বলিতে পার না। বলায় সিদ্ধসাধন দোষ আছে। ৬০ ॥

সূত্রার্থ:—আত্মাদ্বৈত মত অযৌক্তিক। প্রকৃতি কোন পুরুষকে

অভেদবাক্যানি তু সাম্যাদিশ্রুত্যেকবাক্যতয়াঽবৈধর্ম্ম্যাদিলক্ষণাভেদপরতয়োপপদ্যন্তে। অভিমানাদিনিবৃত্ত্যন্যথানুপপত্ত্যাপি তৎপরত্বাবধারণাচ্চেতি॥ ৬১॥

আত্মনামভেদে লিঙ্গং বাধকমুক্তম্ "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্"ইতি শ্রুত্যাত্মনোঽনাত্মভিরদ্বৈতে তু প্রত্যক্ষমপি বাধকমস্তীত্যাহ—

নানাত্মনাপি প্রত্যক্ষবাধাৎ॥ ৬২॥

অনাত্মনাপি ভোগ্যপ্রপঞ্চেনাত্মনো নাদ্বৈতং প্রত্যক্ষেণাপি বাধাৎ; আত্মনঃ সর্ব্বভোগ্যাভেদে ঘটপটপটয়োরপ্যভেদঃ স্যাৎ। ঘটাদেঃ পটাদ্যভিন্নাত্মাভেদাৎ। স চ ভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষবাধিত ইত্যর্থঃ॥ ৬২॥

শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যায় প্রাপ্তমপ্যর্থং বিশদয়তি।—

নোভাভ্যাং তেনৈব॥ ৬৩॥

উভাভ্যাং সমুচ্চিতাভ্যামপ্যাত্মনাত্মভ্যাং নাত্যন্তাভেদস্তেনৈব হেতুদ্বয়েনেত্যর্থঃ॥ ৬৩॥

নন্বেবমাত্মৈবেদমিত্যাদিশ্রুতীনাং কা গতিরিতি তত্রাহ।—

অন্যপরত্বমবিবেকানাং তত্র॥ ৬৪॥

অবিবেকানামবিবেকিপুরুষান্ প্রতি তত্রাদ্বৈতেঽন্যপরত্বমুপাসনার্থ-

---

ত্যাগ করিয়াছেন কোন পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, ইহা প্রতীত হইতেছে। দেখা যাইতেছে। ৬১॥

সূত্রার্থ:—ঘট পট গৃহ কুড্যাদি অনাত্মপদার্থ থাকায় অখণ্ডাত্মাদ্বৈত প্রত্যক্ষবাধিত। ৬২॥

সূত্রার্থ:—উক্ত হেতুতে সমুচ্চিত উভয়ের (এক সঙ্গে আত্মা ও অনাত্মা উভয়ের অবস্থিতির) দ্বারা অভেদ সাধিত হয় না। ৬৩॥

সূত্রার্থ:—কোন কোন শ্রুতি প্রপঞ্চাভেদ বলিয়াছেন সত্য, পরন্তু

কান্তবাদ ইত্যর্থঃ। লোকে হি শরীরশরীরিণোর্ভোগাভোক্ত্রোশ্চাবিবেকেনাভেদো ব্যবহ্রিয়তেঽহং গৌরো মমাত্মা ভদ্রসেন ইত্যাদিঃ। অতস্তমেব ব্যবহারমনূদ্য তানেব প্রতি তথোপাসনাং শ্রুতির্ব্বিদধাতি সত্ত্বশুদ্ধ্যাদ্যর্থমিতি। অত এব পরমার্থদশায়ামুপাস্যানামাত্মত্বং প্রতিষেধতি শ্রুতিঃ। "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥" ইত্যাদেনেতি॥ ৬৪॥

একাত্মবাদিনাং জগদুপাদানকারণমপি ন সম্ভবতীত্যাহ।—

নাত্মাবিদ্যা নোভয়ং জগদুপাদানকারণং নিঃসঙ্গত্বাৎ॥৬৫॥

কেবল আত্মা আত্মাশ্রিতা বাবিদ্যা সমুচ্চিতং বা কপালদ্বয়বদুভয়ং ন জগদুপাদানং সম্ভবতি। আত্মনোঽসঙ্গত্বাৎ। সঙ্গাখ্যো হি যঃ সংযোগবিশেষস্তেনৈব দ্রব্যাণাং বিকারো ভবতি। অতোঽসঙ্গত্বাৎ কেবলস্যাত্মনোঽদ্বিতীয়স্য নোপাদানত্বং নাবিদ্যাদ্বারাপি সম্ভবতি। অসঙ্গত্বেনাবিদ্যাযোগস্য প্রাগেব নিরস্তত্বাৎ। প্রত্যেকোপাদানত্বদেবোভয়োপাদানত্বমপ্যসঙ্গত্বাদেবাসম্ভবতীত্যর্থঃ। যদি চাবিদ্যা দ্রব্যরূপা পুরুষাশ্রিতা গগনে বায়ুবদিষ্যতে তদাত্মাদ্বৈতহানিঃ। তস্যা প্রকৃতিরেব সেতি সিদ্ধসাধনং চ। তাদৃশং চাবিভাগেনাদ্বৈতমস্মাকমপীষ্টমেব। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুত্যাপি চাবিভাগরূপমেবাদ্বৈতং প্রতিপাদ্যতে। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্-

---

তাহা উপাসনার্থ। উপাসনাতেই সে সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য আত্মাদ্বৈতে নহে। ৬৪॥

সূত্রার্থ:—আত্মা; আত্মাশ্রিত অবিদ্যা; অথবা আত্মার ও অবিদ্যার মেলন, (যেমন কপাল দ্বয়ের মেলনে ঘট, তেমনি) জগৎকারণ (উপাদান) নহে। কেন না আত্মা অসঙ্গ। ৬৫॥

বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ”ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তথা চোক্তম্। “আসীজ্ জ্ঞান-মথোঽপ্যর্থ একমেবাবিকল্পিতম্। তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতিশ্চোভয়াত্মিকা। জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে।” ইতি। অবিকল্পিতমবিভক্তম্। তস্মাদ্বেদান্তানামখণ্ডাত্মাদ্বৈতং নার্থঃ। তথাপ্যাধুনিকা বেদান্তিনোঽত্রত্য পূর্ব্বপক্ষজাতমেব ব্রহ্মমীমাংসাসিদ্ধান্ততয়া কল্পয়ন্তি। তৎ তু ব্রহ্মসূত্রান্যুক্তত্বেন প্রত্যুত তদ্বিরোধেন চাস্মাভিস্তত্রৈব নিরাকৃতমিতি। অত্র চ ব্রহ্মমীমাংসাসিদ্ধান্তো ন দৃশ্যতে। অপিতু বেদান্তেষ্বাপাততঃ সম্ভাবিতোঽর্থ এব নিরাক্রিয়ত ইতি মন্তব্যম্। এবমুত্তরসূত্রেষ্বপি ॥ ৬৫ ॥

প্রকাশস্বরূপ আত্মেতি স্বয়ং সিদ্ধান্তিতং, তত্র “সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”ইতি শ্রুতেরানন্দোঽপ্যাত্মনঃ স্বরূপমিতি পূর্ব্বপক্ষং নিরাকরোতি।—

নৈকস্যানন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ ॥ ৬৬ ॥

একধর্ম্মিণ আনন্দচৈতন্যোভয়রূপত্বং ন ভবতি দুঃখজ্ঞানকালে সুখানুভবেন সুখজ্ঞানয়োর্ভেদাদিত্যর্থঃ। ন চ জ্ঞানবিশেষঃ সুখমিতি বক্তুং শক্যতে। আত্মস্বরূপজ্ঞানস্যাখণ্ডত্বাৎ। অতএব চৈতন্যানুভবকালে সুখস্যাবরণমপি বক্তুং ন শক্যতে। অখণ্ডত্বেনানন্দাবরণে দুঃখং জানামীত্যনুভবানুপপত্তেঃ। ন হ্যাত্মনোঽংশভেদোঽস্তি যেনানন্দাংশাবরণেঽপি চৈতন্যাংশো ভাষাদিতি। ন চ শ্রুতিবলেনৈতেঽসর্ত্তকা ইতি বাচ্যম্। “নানন্দং ন নিরানন্দম্”ইত্যাদিশ্রুত্যা “অদুঃখমসুখং ব্রহ্ম ভূতভব্যভবাত্মকম্”ইত্যাদিস্মৃত্যা চানন্দাভাবস্যাপি প্রতিপাদিতত্বেন তর্কস্যৈবাত্রাদর্ত্তব্যত্বাদিতি ॥ ৬৬ ॥

সূত্রার্থ:—আনন্দ ও চৈতন্য (জ্ঞান) বিভিন্ন; এক নহে। সুতরাং এককালে একের আনন্দ ও জ্ঞান এই দুই রূপ সমাবেশ প্রাপ্ত হয় না। [দুঃখজ্ঞান কালে সুখজ্ঞান না থাকায় সুখ ও জ্ঞান ভিন্ন বস্তু।] ॥ ৬৬ ॥

নন্বেবমানন্দরূপতাশ্রুতেঃ কা গতিস্তত্রাহ ।—

দুঃখনিবৃত্তের্গৌণঃ ॥ ৬৭ ॥

দুঃখনিবৃত্ত্যাত্মনি শ্রৌত আনন্দশব্দো গৌণ ইত্যর্থঃ। তদুক্তম্। "সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ" ইতি। "ন নিরানন্দম্" ইতি শ্রুতিস্তৌপাধিকানন্দপরা সত্যাসঙ্কল্পত্বাদিশ্রুতিবদিতি। যৎ তু নিরুপাধিপ্রিয়ত্বেনাত্মনঃ সুখরূপত্বানুমানং কশ্চিদাহ। তন্ন। দুঃখাভাবরূপতয়াপি প্রেমোপপত্তেঃ। সুখত্বাদিবদাত্মত্বস্যাপি প্রেমপ্রযোজকত্বাচ্চ। অন্যথা পরসুখেঽপি প্রেমাপত্তেরিতি ॥ ৬৭ ॥ গৌণপ্রয়োগে বীজমাহ।—

বিমুক্তিপ্রশংসা মন্দানাম্ ॥ ৬৮ ॥

মন্দানজ্ঞান্ প্রতি দুঃখনিবৃত্তিরূপামাত্মস্বরূপমুক্তিং সুখত্বেন শ্রুতিঃ স্তৌতি প্ররোচনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

অন্তঃকরণোপপত্তেঃ পূর্ব্বোক্তায়া আঞ্জস্যেনোপপত্তয়ে মনোবৈভবপূর্ব্বপক্ষমপাকরোতি।—

ন ব্যাপকত্বং মনসঃ করণত্বাদিন্দ্রিয়ত্বাদ্বা ॥ ৬৯ ॥

মনসোঽন্তঃকরণসামান্যস্য ন বিভুত্বং করণত্বাৎ। বাস্যাদিবৎ। বাশব্দো ব্যবস্থিতবিকল্পে। ইন্দ্রিয়ত্বাদপ্যন্তঃকরণবিশেষস্য তৃতীয়স্য

সূত্রার্থ :—শ্রুতি যে বলিয়াছেন, আত্মা আনন্দরূপী, তাহা দুঃখনিবৃত্তিগুণে গৌণী। অর্থাৎ তাহা লক্ষণামূলক প্রয়োগ ॥ ৬৭ ॥

সূত্রার্থ :—অথবা তাহা মুক্তির স্তুতি। মুক্তি হইলে দুঃখ থাকে না। শ্রুতি তাহার প্রশংসার্থ ও মুক্তির প্রতি লোকের রুচি উৎপাদনার্থ আত্মাকে আনন্দরূপ বলিয়াছেন। ৬৮ ॥

সূত্রার্থ :—যেমন ছেদন ক্রিয়ার করণ কুঠারাদি, তেমনি, মন জ্ঞান-

ন বিভুত্বমিত্যর্থঃ। দেহব্যাপিজ্ঞানাদিকং তু মধ্যমপরিমাণেনৈবোপপদ্যত ইতি ॥ ৬৯ ॥ অত্রাপ্রযোজকত্বশঙ্কায়ামনুকূলতর্কমাহ।—

সক্রিয়ত্বাদ্গতিশ্রুতেঃ ॥ ৭০ ॥

আত্মনো লোকান্তরগমনশ্রবণেন তদুপাধিভূতস্যান্তঃকরণস্য সক্রিয়ত্বসিদ্ধের্ন বিভুত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

কার্য্যত্বোপপত্তয়ে মনসো নিরবয়বত্বমপি নিরাকরোতি। —

ন নির্ভাগত্বং তদ্যোগাদ্ঘটবৎ ॥ ৭১ ॥

তচ্ছব্দঃ পূর্ব্বসূত্রস্থেন্দ্রিয়ং পরামৃশতি। মনসো ন নিরবয়বত্বম্, অনেকেন্দ্রিয়েষেকদা যোগাৎ। কিন্তু ঘটবন্মধ্যমপরিমাণং সাবয়বমিত্যর্থঃ। কারণাবস্থং চান্তঃকরণমণ্বেবেতি বোধ্যম্ ॥ ৭১ ।

মনঃকালাদীনাং নিত্যত্বং প্রতিষেধতি।—

প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্ ॥ ৭২ ॥

সুগমম্। কারণাবস্থং চান্তঃকরণাকাশাদিকং প্রকৃতিরেবোচ্যতে। ন তু মনআ(বুদ্ধ্যা)দিকং ব্যবসায়াদ্যসাধারণধর্ম্মাভাবাৎ ॥ ৭২ ॥

ক্রিয়ার করণ। যেহেতু মন করণ ও ইন্দ্রিয়; সেই হেতু তাহা অব্যাপক, সর্ব্বব্যাপী নহে। ৬৯ ॥

সূত্রার্থঃ—মন বা অন্তঃকরণ আত্মার লোকান্তর গমনের সহায়। সুতরাং তাহা সক্রিয় ও গতিশক্তিসম্পন্ন। যেহেতু সক্রিয়, সেই হেতু তাহা অবিভু। পূর্ণ বা সর্ব্বব্যাপী নহে। ৭০ ॥

সূত্রার্থঃ—মন নির্ভাগ অর্থাৎ নিরবয়ব নহে। হেতু এই যে, মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়। নিরবয়ব বস্তু কোন কিছুতে সংযুক্ত হয় না ॥ ৭১ ॥

সূত্রার্থঃ - প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই ব্যতীত সমস্তই অনিত্য ॥ ৭২ ॥

নন্থ। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্। অস্যাবয়ব ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥" ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ পুম্প্রকৃত্যোরপি সাবয়বত্বাদনিত্যত্বমিতি তত্রাহ।—

ন ভাগলাভো ভো(ভা)গিনো নির্ভাগত্বশ্রুতেঃ॥ ৭৩॥

ভো(ভা)গিনঃ পুরুষস্য প্রধানস্য চাবয়বো ন যুজ্যতে নিরবয়বত্বশ্রুতেঃ। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।" ইত্যাদিনেত্যর্থঃ। উক্তশ্রুতিশ্চাকাশজলয়োরিব পিতাপুত্রচেতনয়োরিব চ বিভাগমাত্রেণাংশাংশিভাবং বোধয়তীতি॥ ৭৩॥

দুঃখনিবৃত্তির্মোক্ষ ইত্যুক্তং তদবধারণায় তত্র মোক্ষে পরেষাং মতানি নিরাকরোতি।—

নানন্দাভিব্যক্তির্মুক্তির্নির্ধর্ম্মত্বাৎ॥ ৭৪॥

আত্মন্যানন্দরূপোঽভিব্যক্তিরূপশ্চ ধর্ম্মো নাস্তি, স্বরূপং চ নিত্যমেবেতি ন সাধনসাধ্যম্। অতো নানন্দাভির্মোক্ষ ইত্যর্থঃ॥ ৭৪॥

ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিস্তদ্বৎ॥ ৭৫॥

আত্মগতাশেষবিশেষগুণোচ্ছেদোঽপি ন মুক্তিঃ, তদ্বৎ নির্ধর্ম্মত্বাদেবেত্যর্থঃ। নন্থ তর্হি দুঃখনিবৃত্তিরেব কথং মোক্ষ উক্তো দুঃখাভাবস্যাপি ধর্ম্মত্বাদিতি চেন্ন। অস্মাভির্ভোগ্যতাসম্বন্ধেনৈব দুঃখাভাবস্য পুরুষার্থতাবচনাদিতি॥ ৭৫॥

সূত্রার্থ:—ভোক্তা অর্থাৎ পুরুষ নির্ভাগ অর্থাৎ নিরবয়ব। এইরূপ শ্রুতি থাকায় নির্ণীত হয়, তাহা কাহার ভাগ (অবয়ব) নহে। ৭৩॥

সূত্রার্থ:—আনন্দের অভিব্যক্তিই মুক্তি, তাহা নহে। কারণ এই যে, আত্মার কোনরূপ ধর্ম্ম নাই। ৭৪॥

সূত্রার্থ:—যাঁহারা বলেন, আত্মার বিশেষ (অসাধারণ) গুণের

ন বিশেষগতির্নিষ্ক্রিয়স্য ॥ ৭৬ ॥

ব্রহ্মলোকগতিরপি ন মোক্ষঃ আত্মনো নিষ্ক্রিয়ত্বেন গত্যভাবাৎ। লিঙ্গশরীরাভ্যুপগমে চ ন মোক্ষো ঘটত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ ক্ষণিকত্বাদিদোষাৎ ॥ ৭৭ ॥

ক্ষণিকজ্ঞানমেবাত্মা, তস্য বিষয়াকারতা বন্ধঃ, তদ্বাসনাখ্যোপরাগস্য নাশো মোক্ষ ইতি যন্নাস্তিকমতং, তদপি ন, ক্ষণিকত্বাদিদোষেণ মোক্ষস্যা-পুরুষার্থত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥ নাস্তিকস্যৈব মুক্ত্যন্তরং দূষয়তি।—

ন সর্ব্বোচ্ছিত্তিরপুরুষার্থত্বাদিদোষাৎ ॥ ৭৮ ॥

জ্ঞানরূপস্যাত্মনঃ সামগ্র্যেণৈবোচ্ছিত্তিরপি ন মোক্ষঃ। আত্মনাশস্য লোকে পুরুষার্থত্বাদর্শনাদিভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

উচ্ছেদ হওয়াই মুক্তি, তাঁহাদের সে কথা অভ্রান্ত নহে। কারণ, আত্মা নির্দ্ধর্ম্মক। অন্তঃকরণের ধর্ম্ম আত্মায় আরোপিত থাকায় অবিবেকীর নিকট "আত্মধর্ম্ম" এই কথা প্রচলিত আছে। ৭৫ ॥

সূত্রার্থ :—গতিবিশেষ (ব্রহ্মলোক ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি) নিষ্ক্রিয় আত্মার মোক্ষ নহে। স্বরূপাবস্থিতি ব্যতীত অন্য কিছু মুক্তি নহে ॥৭৬॥

সূত্রার্থ :—ক্ষণবিনাশী জ্ঞানের বিষয়াকার প্রাপ্তির নাম বন্ধন। তাহার যে সংস্কার, তাহা উপরাগ নামে খ্যাত। সেই উপরাগ অর্থাৎ বাসনা-নামক বিষয়সংস্কার নষ্ট হইলেই বিজ্ঞানাত্মার মোক্ষ হয়। সে মোক্ষ নির্ব্বাণ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা নাস্তিক বিশেষের মত, এ মত ক্ষণিকত্বাদি (নশ্বরত্বাদি) দোষে দুষ্ট। অভিপ্রায় এই যে, ক্ষণিক পদার্থ পুরুষার্থ নহে ॥ ৭৭ ॥

সূত্রার্থ :—জ্ঞানরূপী আত্মার সর্ব্বোচ্ছেদ মোক্ষ নহে। তাহাও অপুরুষার্থদোষাক্রান্ত। [কে আত্মনাশ প্রার্থনা করে ?] ॥ ৭৮ ॥

এবং শূন্যমপি ॥ ৭৯ ॥

জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মকাখিলপ্রপঞ্চনাশোঽপ্যেবমাত্মনাশেনাপুরুষার্থত্বান্ন মোক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা ইতি ন দেশাদিলাভোঽপি ॥ ৮০ ॥

প্রকৃষ্টদেশধনাঙ্গনাদিস্বাম্যমপি ন মোক্ষঃ, যতঃ "সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবনম্।" ইতি শ্রূয়ত ইত্যর্থঃ। তথা চ বিনাশিত্বাৎ স্বাম্যং ন মুক্তিরিতি ॥ ৮০ ॥

ন ভাগিযোগো ভাগস্য ॥ ৮১ ॥

ভাগস্যাংশস্য জীবস্য ভাগিন্যংশিনি পরমাত্মনি লয়ো ন মোক্ষঃ। "সংযোগা হি বিয়োগান্তাঃ ইত্যুক্তহেতোঃ। ঈশ্বরানভ্যুপগমাচ্চ। তথা স্বলয়স্যাপুরুষার্থত্বাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

নাণিমাদিযোগোঽপ্যবশ্যংভাবিত্বাৎ
তদুচ্ছিত্তেরিতরযোগবৎ ॥ ৮২ ॥

অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যসম্বন্ধোঽপি ন মুক্তিঃ। ঐশ্বর্য্যান্তরসম্বন্ধবদেব তস্যাপ্যুচ্ছেদনিয়মাদিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥

সূত্রার্থ :— শূন্যও অপুরুষার্থ। সে জন্য শূন্যপর্য্যবসিত হওয়া অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞেয়াত্মক-প্রপঞ্চের বিনাশ অপুরুষার্থ বিধায় মোক্ষ নহে ॥ ৭৯ ॥

সূত্রার্থ :—স্বর্গাদি উত্তম দেশ ও তাহার স্বাম্য লাভ মোক্ষ নহে। হেতু এই যে, সংযোগের বিয়োগ আছে। স্বর্গবিয়োগ ও দুঃখাবহ ॥ ৮০ ॥

সূত্রার্থ :—ভাগ অর্থাৎ অংশ। জীব ঈশ্বরের অংশ, তাহার ঈশ্বর-প্রবেশ মোক্ষ, এ মতও অযৌক্তিক। ৮১ ॥

সূত্রার্থ :— অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হইলেও মুক্তি হয় না। যেমন ইতর ঐশ্বর্য্য অচিরস্থায়ী, তেমনি, যোগজ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যও অচির-স্থায়ী। তাহার উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য তাহা মোক্ষ নহে ॥৮২॥

নেন্দ্রাদিপদযোগোঽপি তদ্বৎ ॥ ৮৩ ॥

ইন্দ্রাদ্যৈশ্বর্য্যলাভোঽপি ন মুক্তিরিতরৈশ্বর্য্যবৎ ক্ষয়িষ্ণুত্বাদিত্যর্থঃ ॥৮৩॥

ইন্দ্রিয়াণামাহঙ্কারিকত্বং যদুক্তং তত্র পরবিপ্রতিপত্তিং নিরাকরোতি।

ন ভূতপ্রকৃতিত্বমিন্দ্রিয়াণামাহঙ্কারিকত্বশ্রুতেঃ ॥ ৮৪ ॥

সুগমা যোজনা। পূর্ব্বং চৈতদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৮৪ ॥

শক্ত্যাদিকমপি তত্ত্বমস্তীত্যাশয়েন পরেষাং পদার্থং প্রতি নিয়মং তন্মাত্রজ্ঞানান্মুক্তিং চ নিরাকরোতি।—

ন ষট্পদার্থনিয়মস্তদ্বোধান্মুক্তিশ্চ ॥ ৮৫ ॥

দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়া এব পদার্থা ইতি যদ্বৈশেষিকাণাং নিয়মো যশ্চ তজ্জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যভ্যুপগমঃ, সোঽপ্রামাণিকঃ। শক্ত্যাদ্যতিরেকাৎ। পৃথিব্যাদিনবদ্রব্যেভ্যঃ প্রকৃতেরতিরেকাচ্চেত্যর্থঃ। গন্ধাদিমত্ত্বেনৈব হি পৃথিব্যাদিব্যবহারঃ, গন্ধাদিশ্চ সাম্যাবস্থায়াং নাস্তি। অতঃ পৃথিবীত্বাদিজাতিরপি ঘটত্বাদিবৎ কার্য্যমাত্রবৃত্তিরিতি। তদুক্তম্—"নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমির্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ। শব্দাদিবুদ্ধ্যাদ্যুপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ ॥" ইতি ॥ ৮৫ ॥

সূত্রার্থঃ—ইন্দ্রত্বাদি পদ মোক্ষ নহে। তাহাও ঐশ্বর্য্যের ন্যায় নশ্বর ॥ ৮৩ ॥

সূত্রার্থঃ—ইন্দ্রিয় সকল ভূতপ্রকৃতিক নহে। অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতের বিকার নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গণ আহঙ্কারিক। অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন ॥ ৮৪ ॥

সূত্রার্থঃ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, এই ছয়টীই পদার্থ বা তত্ত্ব, এবং ঐ ছয় পদার্থের জ্ঞানে মুক্তি হয়, এ (বৈশেষিকদিগের) কথা অপ্রামাণিক। ৮৫ ॥

ষোড়শাদিষ্বপ্যেবম্ ॥ ৮৬ ॥

ন্যায়পাশুপতাদিমতেষু ষোড়শাদিষ্বপি ন নিয়মো ন বা তন্মাত্রজ্ঞানান্মুক্তিঃ। উক্তরূপেণ পদার্থাধিক্যাদিত্যর্থঃ। অস্মন্মতে তু নিত্যং পদার্থদ্বয়মেব। নিত্যানিত্যসাধারণাস্তু পদার্থাঃ পঞ্চবিংশতিরেবেতি নিয়মঃ। পঞ্চবিংশতিদ্রব্যেষ্বেব গুণকর্ম্মসামান্যশক্ত্যাদীনামন্তর্ভাব ইতি ॥ ৮৬ ॥

পঞ্চভূতানাং পূর্ব্বোক্তকার্য্যত্বোপপত্ত্যর্থং বৈশেষিকাদ্যভ্যুপগতং পার্থিবাদ্যণুনিত্যত্বমপাকরোতি।—

নাণুনিত্যতা তৎকার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৮৭ ॥

পৃথিব্যাদ্যণূনাং নিত্যতা নাস্তি তেষামণূনামপি কার্য্যত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ। যদ্যপ্যস্মাভিঃ সা শ্রুতির্ন দৃশ্যতে কাললুপ্তত্বাদিনা, তথাপ্যাচার্য্যবাক্যানুমানুস্মরণাচ্চানুমেয়া। যথা মনুঃ—"অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাং চ যাঃ স্মৃতাঃ। তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ।" ইতি। দশার্দ্ধানাং পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতানাম্। ন চাত্র বাক্যেঽণুশব্দেন দ্ব্যণুকাদ্যেব গ্রাহ্যমিতি বাচ্যম্। সঙ্কোচে প্রমাণাভাবাদিতি। অত্রাণুশব্দো ভূতপরমাণুপর এব। বৈশেষিকাদ্যভিমতং চ তস্য নিত্যত্বমনেন সূত্রেণ নিরাক্রিয়তে, ন ত্বণুপরিমাণদ্রব্যসামান্যস্য নিত্যত্বং, রজোগুণস্য চাঞ্চল্যানুরোধেনাণুত্বসিদ্ধেঃ। মধ্যমপরিমাণত্বে নিত্যত্বস্য, বিভুত্বে চ চ ক্রিয়ায়া অনুপপত্তেরিতি ॥ ৮৭ ॥

নন্থ নিরবয়বস্য পরমাণোঃ কথং কার্য্যত্বং ঘটতে তত্রাহ —

সূত্রার্থঃ—গৌতমোক্ত প্রমাণাদি ১৬ পদার্থ ও তদ্বিজ্ঞানে মুক্তি, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণপরিশূন্য। ৮৬ ॥

সূত্রার্থঃ—পরমাণু নিত্য নহে। শ্রুতিতে পরমাণুর কার্য্যত্ব অর্থাৎ উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে। ৮৭ ॥

ন নির্ভাগত্বং কার্য্যত্বাৎ ॥ ৮৮ ॥

শ্রুতিসিদ্ধকার্য্যত্বান্যথানুপপত্ত্যা পৃথিব্যাদ্যণূনাং ন নিরবয়বত্বমিত্যর্থঃ। অতএব তন্মাত্রাখ্যসূক্ষ্মদ্রব্যাণ্যেব পার্থিব্যাদ্যণূনামবয়বা ইতি পাতঞ্জল-ভাষ্যে ব্যাসদেবৈঃ প্রতিপাদিতম্। পৃথিবীপরমাণুর্জ্জলপরমাণুরিত্যাদি-ব্যবহারস্তু পৃথিব্যাদীনামপকর্ষকাষ্ঠাভিপ্রায়েণৈব। অতঃ প্রকৃতি পর্য্যন্ত-মণুত্বেঽপি ন ক্ষতিরিতি। যদ্যপি তন্মাত্রেষ্বপি গন্ধাদ্যস্তি তথাপি তস্যাপ্রত্যক্ষতয়া ন পৃথিবীত্বাদিনিয়ামকত্বম্, ব্যঙ্গ্যগন্ধাদেরেব পৃথিবী-ত্বাদিসিদ্ধেঃ। অতো ন তন্মাত্রাণি পৃথিব্যাদয়ঃ। তেষু চ সূক্ষ্মভূতব্যব-হারো ভূতসাক্ষাৎকারণত্বাদিনৈবেত্যপি বোধ্যম্ ॥ ৮৮ ॥

প্রকৃতিপুরুষসাক্ষাৎকারো ন সম্ভবতি রূপস্য দ্রব্যসাক্ষাৎকারহেতুত্বা-দিতি নাস্তিকাক্ষেপং নিরাকরোতি —

ন রূপনিবন্ধনাৎ প্রত্যক্ষনিয়মঃ ॥ ৮৯ ॥

রূপাদেব নিমিত্তাৎ প্রত্যক্ষতেতি নিয়মো নাস্তি। ধর্ম্মাদিনাপি সাক্ষাৎকারসম্ভবাদিত্যর্থঃ। ব্যঞ্জকানিয়মস্যাঞ্জনাদৌ দৃষ্টত্বেনাদোষিত্বাৎ। অতো বহির্দ্রব্যালৌকিকপ্রত্যক্ষং প্রত্যেবোদ্ভূতরূপং ব্যঞ্জকমিতি ভাবঃ ॥ ৮৯ ॥

নন্বেবং কিমণুপরিমাণং বস্ত্বস্তি ন বেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পরিমাণনির্ণয়ং করোতি।—

সূত্রার্থঃ—পরমাণু জন্মবান্। সেজন্য তাহা নির্ভাগ (নিরবয়ব) নহে ॥ ৮৮ ॥

সূত্রার্থঃ—রূপ থাকিলেই প্রত্যক্ষ হয়, না থাকিলে হয় না, এমন নিয়ম নাই। কেন না রূপবর্জ্জিত অন্তঃকরণস্থ সুখাদি ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। [বাহ্যবস্তুবিষয়ক লৌকিক প্রত্যক্ষ স্থলে রূপের ব্যঞ্জকতা মাত্র অঙ্গীকৃত হয়।] ॥ ৮৯ ॥

ন পরিমাণচাতুর্ব্বিধ্যং দ্বাভ্যাং তদ্‌যোগাৎ ॥ ৯০ ॥

অণু, মহৎ, দীর্ঘং, হ্রস্বমিতি পরিমাণচাতুর্ব্বিধ্যং নাস্তি। দ্বৈবিধ্যং তু বর্ত্তত এব। দ্বাভ্যাং তদ্‌যোগাৎ। দ্বাভ্যামেবাণুমহৎপরিমাণাভ্যাং চাতুর্ব্বিধ্যসম্ভবাদিত্যর্থঃ। মহৎপরিমাণস্যাবান্তরভেদাবেব হি হ্রস্বদীর্ঘৌ। অন্যথা বক্রাদিরূপৈঃ পরিমাণানন্ত্যপ্রসঙ্গাদিতি। তত্রাস্মন্ময়েহণুপরিমাণমাকাশস্য কারণং গুণবিশেষং বর্জ্জয়িত্বা ভূতেন্দ্রিয়াণাং মূলকারণেষু সত্ত্বাদিগুণেষু মন্তব্যম্। অন্যত্র যথাযোগ্যং মধ্যমাদিপরমমহত্ত্বান্তপরিমাণানি, তানি চ মহত্ত্বস্যৈবান্তরভেদা ইতি ॥ ৯০ ॥

পুরুষৈকত্বং সামান্যেনেতি কণ্ঠত এবোক্তং, প্রকৃতেরেকত্বং সামান্যেনেত্যর্থাদুক্তং, তদর্থং সামান্যেষু নাস্তিকবিপ্রতিপত্তিং নিরাকরোতি। —

অনিত্যত্বেহপি স্থিরতাযোগাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং সামান্যস্য ॥ ৯১ ॥

ব্যক্তীনামনিত্যত্বেহপি স এবায়ং ঘট ইতি স্থিরতাযোগেন যৎ প্রত্যভিজ্ঞানং তৎ সামান্যস্য, সামান্যবিষয়কমেব তৎ প্রত্যভিজ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥ তস্মান্ন সামান্যাপলাপো যুক্ত ইত্যাহ। —

সূত্রার্থ: কেহ কেহ বলেন – অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, এই ৪ প্রকার পরিমাণ। বস্তুতঃ তাহা নহে। অণু ও মহৎ এই দুই পরিমাণের মধ্যে অন্য দুই পরিমাণ অন্তর্ভূত হইতে পারে ॥ ৯০ ॥

সূত্রার্থ:—ব্যক্তি অস্থির বা অনিত্য হইলেও যে স্থিরভাবের প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ "সেই অমুক এই" ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে, তাহা সামান্যবিষয়ক অর্থাৎ জাতিবিষয়ক। ঘট-নামক ব্যক্তি অস্থায়ী কিন্তু ঘটত্বজাতি স্থায়ী। ৯১ ॥

ন তদপলাপস্তস্মাৎ ॥ ৯২ ॥

সুগমম্ ॥ ৯২ ॥ নন্বতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণাভাবেনৈব প্রত্যভিজ্ঞোপপাদনীয়া, সৈব সামান্যশব্দার্থোঽস্তু তত্রাহ।—

নান্যনিবৃত্তিরূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ ॥ ৯৩ ॥

স এবায়মিতি ভাবপ্রত্যয়ান্নিবৃত্তিরূপত্বং ন সামান্যস্যেত্যর্থঃ। অন্যথা হি নায়মঘট ইত্যেব প্রতীয়তে। কিঞ্চান্যব্যাবৃত্তিশব্দস্যাঘটব্যাবৃত্তিরিত্যর্থো বাচ্যঃ। তত্রাঘটত্বং ঘটসামান্যভিন্নত্বমিতি সামান্যাভ্যুপগম এবাপতিত ইতি ॥ ৯৩ ॥

নন্ সাদৃশ্যনিবন্ধনা প্রত্যভিজ্ঞা ভবিষ্যতি তত্রাহ।—

ন তত্ত্বান্তরং সাদৃশ্যং প্রত্যক্ষোপলব্ধেঃ ॥ ৯৪ ॥

ভূয়োঽবয়বাদিসামান্যাদতিরিক্তং ন সাদৃশ্যমস্তি প্রত্যক্ষত এব সামান্যরূপতয়োপলম্ভাদিত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥

নন্ স্বাভাবিকী শক্তিরেব সাদৃশ্যমস্তু, ন তু তৎ সামান্যমিত্যাশঙ্কামপাকরোতি।—

সূত্রার্থ :—সেইজন্য সামান্যের (জাতির) অপলাপ হয় না। অর্থাৎ জাতি নাই বলা যায় না। ৯২ ॥

সূত্রার্থ :—"তাহাই এই" এ জ্ঞান ভাবরূপী, অভাবরূপী নহে। সুতরাং বুঝা গেল, সামান্য বা জাতি কোন কিছুর অভাব নহে। ৯৩ ॥

সূত্রার্থ :—সাদৃশ্য পৃথক্ তত্ত্ব (পদার্থ) নহে। তাহা সামান্যভাব ও প্রত্যক্ষ। [বহু অবয়ব সমান দেখিলে তাহা সাদৃশ্য আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সাদৃশ্য, সদৃশ পদার্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে।] ৯৪ ॥

নিজশক্ত্যভিব্যক্তির্ব্বা বৈশিষ্ট্যাৎ তদুপলব্ধেঃ ॥ ৯৫ ॥

বস্তুনঃ স্বাভাবিকশক্তিবিশেষোৎপাদোঽপি ন সাদৃশ্যং শক্ত্যুপলব্ধিতঃ, সাদৃশ্যোপলব্ধের্ব্বিলক্ষণত্বাৎ। শক্তিজ্ঞানং হি নান্যধর্ম্মিজ্ঞানসাপেক্ষং, সাদৃশ্যজ্ঞানং পুনঃ পুনঃ প্রতিযোগিজ্ঞানমপেক্ষতেঽভাবজ্ঞানবদিতি জ্ঞানয়োর্ব্বৈলক্ষণ্যমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ধর্ম্মিণঃ শক্তিসামান্যং ন সাদৃশ্যং, বাল্যাবস্থায়ামপি যুবসাদৃশ্যাপত্তেঃ। কিন্তু যুবাদিকালীনঃ শক্তিবিশেষো যুবাদিসাদৃশ্যমিতি বক্তব্যম্, তথা চ প্রতিব্যক্ত্যানন্ত্যাশক্তিকল্পনাপেক্ষয়া সর্ব্বব্যক্তিসাধারণৈকসামান্যকল্পনৈব যুক্তেতি ॥ ৯৫ ॥

নন্বু তথাপি ঘটাদিসংজ্ঞকত্বমেব ঘটাদিব্যক্তীনাং সাদৃশ্যমস্তু তত্রাহ—

ন সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধোঽপি ॥ ৯৬ ॥

যথোক্তঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোঃ সম্বন্ধোঽপি ন সাদৃশ্যং বৈশিষ্ট্যাৎ তদুপলব্ধেরেবেত্যর্থঃ। সংজ্ঞাসংজ্ঞিভাবমজানতোঽপি সাদৃশ্যজ্ঞানাদিতি ॥ ৯৬ ॥ অপিচ—

সূত্রার্থঃ—কেহ কেহ বলেন, বস্তুর স্বাভাবিক শক্তি বিশেষ উদ্ভূত হওয়াই সাদৃশ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। হেতু এই যে, সাদৃশ্যের উপলব্ধি বিশিষ্টাকারেই (শক্তিভিন্নরূপেই) হয়। [যেরূপে শক্তিজ্ঞান হয়, সাদৃশ্যজ্ঞান সেরূপে হয় না। শক্তিজ্ঞানপদার্থান্তরজ্ঞাননিরপেক্ষ; সাদৃশ্য জ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞান সাপেক্ষ।] ৯৫ ॥

সূত্রার্থঃ—ইহা সংজ্ঞা (নাম), ইহা তাহার সংজ্ঞী (নামী), এতদ্রূপ জ্ঞানের নাম সাদৃশ্য, তাহা নহে। কারণ, তাহাও বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়। যে সংজ্ঞাসংজ্ঞিভাব না জানে সেও সাদৃশ্য বুঝে ॥ ৯৬ ॥

ন সম্বন্ধনিত্যতোভয়ানিত্যত্বাৎ ॥ ৯৭ ॥

সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোরনিত্যত্বাৎ তৎসম্বন্ধস্যাপি ন নিত্যতা। অতঃ কথং তেনাতীতবস্তুসাদৃশ্যং বর্ত্তমানবস্তুনি স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

নন্থ সম্বন্ধানিত্যত্বেঽপি সম্বন্ধো নিত্যঃ স্যাৎ, কিমত্র বাধকং? তত্রাহ—

নাতঃ সম্বন্ধো ধার্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ ॥ ৯৮ ॥

কাদাচিৎকবিভাগে সত্যেব সম্বন্ধঃ সিদ্ধ্যতি। অন্যথা বক্ষ্যমাণরীত্যা স্বরূপেণৈবোপপত্তৌ সম্বন্ধকল্পনানবকাশাৎ। স চ কাদাচিৎকো বিভাগো নাসম্বন্ধনিত্যত্বে সম্ভবতি। অতঃ সম্বন্ধগ্রাহকপ্রমাণেনৈব বাধান্ন নিত্যঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥ নন্বেবং নিত্যয়োর্গুণগুণিনোর্নিত্যঃ সমবায়ো নোপপদ্যেত তত্রাহ—

ন সমবায়োঽস্তি প্রমাণাভাবাৎ ॥ ৯৯ ॥

সুগমম্ ॥ ৯৯ ॥ নন্থ বৈশিষ্ট্যপ্রত্যক্ষং বিশিষ্টবুদ্ধ্যন্যথানুপপত্তিশ্চ প্রমাণং, তত্রাহ—

সূত্রার্থঃ—সংজ্ঞা ও সংজ্ঞী উভয়ে অনিত্য; সুতরাং তন্নিষ্ঠ সম্বন্ধও অনিত্য। অনিত্যসম্বন্ধাত্মক অতীত বস্তুর সাদৃশ্য কি প্রকারে বর্ত্তমান বস্তুতে বিদ্যমান হইবে বা থাকিবে? ॥ ৯৭ ॥

সূত্রার্থঃ—সাময়িক বিভাগ থাকিলে সম্বন্ধ হইতে (জন্মিতে) পারে। যাহা কোন সময়ে বিভাগ প্রাপ্ত হয় না তাহা সম্বন্ধ নহে। তাহা স্বরূপ। যাহাকে নিত্য সম্বন্ধ বলিবে তাহাও স্বরূপ। অতএব সংজ্ঞা সংজ্ঞীর সাদৃশ্য, ইহা সাময়িক বিভাগ অভাবে অসিদ্ধ। তাহা ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণের বিরোধী ॥ ৯৮ ॥

সূত্রার্থঃ—প্রমাণ না থাকায় সমবায় (সম্বন্ধ) পদার্থ অসিদ্ধ ॥ ৯৯ ॥

উভয়ত্রাপ্যন্যথাসিদ্ধেন প্রত্যক্ষমনুমানং বা ॥ ১০০ ॥

উভয়ত্রাপি বৈশিষ্ট্যপ্রত্যক্ষে তদনুমানে চ স্বরূপেণৈবান্যথাসিদ্ধেন তদুভয়ং সমবায়ে প্রমাণমিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ যথা সমবায়ে-বৈশিষ্ট্যবুদ্ধিঃ সমবায়স্বরূপেণৈবেষ্যতেঽনবস্থাভয়াদিতি তত্র প্রত্যক্ষানুমানে অন্যথাসিদ্ধে। এবং গুণগুণিপ্রভৃতীনাং বিশিষ্টবুদ্ধিরপি গুণাদিস্বরূপেণৈবেষ্যতাম্। অতস্তত্রাপি প্রত্যক্ষানুমানে অন্যথাসিদ্ধে ইতি। নন্বেবং সংযোগোঽপি ন সিদ্ধ্যতি ভূতলাদৌ ঘটাদিপ্রত্যক্ষস্যাপি স্বরূপেণৈবান্যথাসিদ্ধেরিতি চেন্ন। বিয়োগকালেঽপি ভূতলঘটয়োঃ স্বরূপতাদবস্থ্যেন বিশিষ্টবুদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়স্থলে চ সমবেতস্য কদাপি স্বাশ্রয়বিয়োগো নাস্তীতি নায়ং দোষঃ। কশ্চিৎ তু তাদাত্ম্যসম্বন্ধেনাত্র সমবায়স্যান্যথাসিদ্ধিমাহ তন্ন। শব্দমাত্রভেদাৎ। তাদাত্ম্যং হ্যত্র নাত্যন্তং বক্তব্যম্। গুণবিয়োগেঽপি গুণিসত্ত্বাৎ। বৈশিষ্ট্যাপ্রত্যয়াচ্চ। কিন্তু ভেদাভেদবুদ্ধিনিয়ামকঃ সম্বন্ধবিশেষ এবাগত্যা বক্তব্যঃ। তথাচ তস্য সমবায় ইতি বা তাদাত্ম্যমিতি বা নামমাত্রং ভিন্নম্। সম্বন্ধিদ্বয়াতিরিক্তঃ সম্বন্ধস্তু সিদ্ধ এবেতি। যদি চ তাদাত্ম্যং স্বরূপমেবোচ্যতে তদাস্মাভিরপি তদেবোক্তমিতি শব্দমাত্রভেদ ইতি। (কিঞ্চতাদাত্ম্যস্য ভেদবুদ্ধিনিয়ামকত্বং দৃষ্টং ঘটো দ্রব্যমিত্যাদৌ, নত্বাধারাধেয়বুদ্ধিনিয়ামকত্বমপি, ঘটস্য দ্রব্যমিত্যাদ্যননুভবাৎ। অতো দ্রব্যত্বাদিকমেব দ্রব্যাদিতাদাত্ম্যং। তথা চ কথমাধারাধেয়ভাববুদ্ধিনিয়ামকতয়া পরৈরিষ্টঃ সমবায়সম্বন্ধঃ তাদাত্ম্যেন চরিতার্থঃ স্যাৎ তন্ত্বাদৌ পটাদ্যভাবাদিতি। ইত্যধিকং কচিৎ) ॥ ১০০ ॥

সূত্রার্থ :—প্রত্যক্ষ বল, আর অনুমান বল, দু'এর কোনটী সমবায় থাকার প্রমাণ নহে। [প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিশিষ্টবুদ্ধি। পুষ্প গন্ধবিশিষ্ট ইত্যাদিপ্রকার জ্ঞান। এ জ্ঞানে স্বরূপ সম্বন্ধই নির্দ্দিষ্ট হয়।] ॥ ১০০ ॥

প্রকৃতেঃ ক্ষোভাৎ প্রকৃতিপুরুষসংযোগস্তস্মাৎ সৃষ্টিরিতি সিদ্ধান্তঃ। তত্রায়ং নাস্তিকানামাক্ষেপঃ, নাস্তি ক্ষোভাখ্যা কস্যাপি ক্রিয়া, সর্ব্বং বস্তু ক্ষণিকং যত্রোৎপদ্যতে তত্রৈব বিনশ্যতীত্যতো ন দেশান্তরসংযোগোন্নেয়া ক্রিয়া সিদ্ধ্যতীতি তত্রাহ—

নানুমেয়ত্বমেব ক্রিয়ায়া নেদিষ্ঠস্য তত্তদ্বতোরেবাপরোক্ষ-প্রতীতেঃ ॥ ১০১ ॥

ন কেবলং দেশান্তরসংযোগাদিনা ক্রিয়ায়া অনুমেয়ত্বমেব। যতো নেদিষ্ঠস্য নিকটস্থস্য দ্রষ্টুঃ ক্রিয়াক্রিয়াবতোঃ প্রত্যক্ষেণাপি প্রতীতিরস্তি বৃক্ষশ্চলতীত্যাদিরিত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ে শরীরস্য পাঞ্চভৌতিকত্বাদিরূপৈর্ম্মতভেদা এবোক্তা ন তু বিশেষোঽবধৃতঃ। অত্রাপরপক্ষং প্রতিষেধতি—

ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং বহূনামুপাদানাযোগাৎ ॥ ১০২ ॥

বহূনাং ভিন্নজাতীয়ানাং চোপাদানত্বং ঘটপটাদিস্থলে ন দৃষ্টমিতি সজাতীয়মেবোপাদানম্। ইতরচ্চ ভূতচতুষ্টয়মুপষ্টম্ভকমিত্যাশয়েন পাঞ্চ-ভৌতিকব্যবহারঃ। এতেন ত্রিচতুর্ভৌতিকত্বপক্ষা অপি নিরস্তাঃ। একো-পাদানকত্বেঽপিপৃথিব্যেবোপাদানং সর্ব্বশরীরস্যেতি বক্ষ্যতি ॥ ১০২ ॥

স্থূলমেব শরীরমিতি কেচিৎ তন্নিরাকরোতি—

সূত্রার্থ :—ক্রিয়া অনুমেয় নহে। তাহা প্রত্যক্ষ। যাঁহারা বলেন, ক্রিয়া দেশান্তরসংযোগাদি দৃষ্টে অনুমিতা হয়, তাঁহাদের সে কথা প্রত্যক্ষ-বাধিত। ক্রিয়া ও ক্রিয়ার আশ্রয় নিকটস্থ দ্রষ্টার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥

সূত্রার্থ :—শরীর পাঞ্চভৌতিক নহে। হেতু এই যে, বিজাতীয় বহু পদার্থ এক বস্তুর উপাদান হইতে দেখা যায় না। পৃথিবী ভূতই উপাদান। অন্য ৪ ভূত তাহার উপষ্টম্ভক অর্থাৎ সহায় ॥ ১০২ ॥

ন স্থূলমিতি নিয়ম আতিবাহিকস্যাপি বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ১০৩ ॥

ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বং শরীরত্বম্। "যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্। তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ ॥" ইতি মনুবাক্যাৎ। এতাদৃশং চ শরীরং স্থূলং প্রত্যক্ষমেবেতি ন নিয়মঃ। আতিবাহিকস্যাপ্রত্যক্ষতয়া সূক্ষ্মস্য ভৌতিকস্য শরীরান্তরস্যাপি সত্ত্বাদিত্যর্থঃ। লোকাল্লোকান্তরং লিঙ্গদেহমতিবাহয়তীত্যাতিবাহিকম্। ভূতাশ্রয়ত্বাং বিনা চিত্রাদি-বদ্গমনাভাবস্য প্রাগেবোক্তত্বাৎ। ইদং চ সূত্রং তস্যৈব স্পষ্টীকরণ-মাত্রার্থম্। লিঙ্গস্য চ শরীরত্বং ভোগাশ্রয়তয়া পুরুষপ্রতিবিম্বাশ্রয়তয়া বেতি বোধ্যম্। আতিবাহিকশরীরে চ প্রমাণম্। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" "অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ বলাদ্যমঃ ॥" ইতি শ্রুতিস্মৃতী। ন হি লিঙ্গশরীরস্য সকল শরীরব্যাপিনঃ স্বতোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং সম্ভবতি। অত আধারস্যাঙ্গুষ্ঠমাত্র-ত্বমর্থাৎ সিদ্ধ্যতি। যথা দীপস্য সর্ব্বগৃহব্যাপিত্বেঽপি কলিকাকারত্বং তৈল-বর্ত্ত্যাদিসূক্ষ্মাংশস্য দশোপরি সম্পিণ্ডিতস্য পার্থিবভাগস্য কলিকাকারতয়া, তথৈব লিঙ্গদেহস্য দেহব্যাপিত্বেঽপ্যঙ্গুষ্ঠপরিমাণত্বং স্বাশ্রয়সূক্ষ্মভূতস্যাঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণত্বেনানুমেয়মিতি ॥ ১০৩ ॥

গোলকেভ্যোঽতিরিক্তানীন্দ্রিয়াণি প্রাগুক্তানি তদুপপাদনায়েন্দ্রিয়াণাম-প্রাপ্তপ্রকাশকত্বং নিরাকরোতি।

নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বপ্রাপ্তের্বা ॥১০৪॥

স্বাসম্বদ্ধার্থানিন্দ্রিয়াণি ন প্রকাশয়ন্তি। অপ্রাপ্তেঃ। প্রদীপাদীনাম-

---

সূত্রার্থঃ স্থূল দেহই দেহ, অন্য দেহ নাই, এমন কোন নিয়ম নাই। আতিবাহিক দেহও আছে ॥ ১০৩ ॥

সূত্রার্থ—ইন্দ্রিয়গণ অপ্রাপ্ত প্রকাশক নহে। অর্থাৎ সম্বন্ধ না হইয়া কোন কিছু প্রকাশ করে না। ইন্দ্রিয়গণ অসম্বন্ধ বা অপ্রাপ্ত প্রকাশত্ব হইলে সর্ব্বদা দূরস্থ ও ব্যবহিত বস্তু প্রকাশ করিত ॥ ১০৪ ॥

প্রাপ্তপ্রকাশকত্বাদর্শনাৎ। অপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বে ব্যবহিতাদিসৰ্ব্ববস্তুপ্রকাশকত্বপ্রসঙ্গাচ্চেত্যর্থঃ। অতো দূরস্থসূর্য্যাদিসম্বন্ধার্থং গোলকাতিরিক্তমিন্দ্রিয়মিতি ভাবঃ। করণানাং চার্থপ্রকাশকত্বং পুরুষেঽর্থসমর্পণদ্বারৈব, স্বতো জড়ত্বাৎ। দর্পণস্য মুখপ্রকাশকত্ববৎ। অথবার্থপ্রতিবিম্বোদ্গ্রহণমেবার্থপ্রকাশকত্বমিতি ॥ ১০৪।

নন্বেবং চক্ষুষস্তৈজসত্বমেব যুক্তং তেজস এব কিরণরূপেণাশু দূরাপসর্পণদর্শনাদিতি শঙ্কাং নিরাকরোতি—

ন তেজোঽপসর্পণাৎ তৈজসং চক্ষুর্বৃত্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥ ১০৫ ॥

তেজসোঽপসর্পণং দৃষ্টমিতি কৃত্বা তৈজসং চক্ষুর্ন বাচ্যম্। কুতঃ? অতৈজসত্বেঽপি প্রাণবদেব বৃত্তিভেদেনাপসর্পণোপপত্তেরিত্যর্থঃ। যথা হি প্রাণঃ শরীরমসন্ত্যজ্যৈব নাসাগ্রাদ্বহিঃ কিয়দ্দূরং প্রাণনাখ্যবৃত্ত্যাপসরতি। এবমেবাতৈজসদ্রব্যমপি চক্ষুর্দ্দেহমসন্ত্যজ্যাপি বৃত্ত্যাখ্যপরিণামবিশেষেণ ঝটিত্যেব দূরস্থং সূর্য্যাদিকং প্রত্যপসরেদিতি ॥ ১০৫ ॥

নন্বেবন্তু বৃত্তৌ কিং প্রমাণং তত্রাহ—

প্রাপ্তার্থপ্রকাশলিঙ্গাদ্বৃত্তিসিদ্ধিঃ ॥ ১০৬ ॥

সুগমম্ ॥ ১০৬ ॥

দেহমপরিত্যজ্যাপি গমনোপপত্তয়ে বৃত্তেঃ স্বরূপং দর্শয়তি—

সূত্রার্থঃ—তেজঃ পদার্থের অপসর্পণ দেখিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়কে তৈজস বলা সঙ্গত নহে। অন্য পদার্থও বৃত্তিরূপে প্রসর্পিত হয় ॥ ১০৫ ॥

সূত্রার্থঃ—যে হেতু চক্ষুঃ প্রাপ্ত বস্তু প্রকাশ করে সেই হেতু তাহার বৃত্তি উদ্ভব হয়। ইহা লিঙ্গের অর্থাৎ হেতুর দ্বারা বিজ্ঞেয় ॥ ১০৬ ॥

ভাগগুণাভ্যাং তত্ত্বান্তরং বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতীতি ॥ ১০৭ ॥

সম্বন্ধার্থং সর্পতীতি হেতোশ্চক্ষুরাদের্ভাগো বিস্ফুলিঙ্গবদ্বিভক্তাংশো রূপাদিবদ্‌গুণশ্চ ন বৃত্তিঃ। কিন্তু তদেকদেশভূতা ভাগগুণাভ্যাং ভিন্না বৃত্তিঃ। বিভাগে হি সতি তদ্দ্বারা চক্ষুষঃ সূর্য্যাদিসম্বন্ধো ন ঘটতে গুণত্বে চ সর্পণাখ্যক্রিয়ানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। এতেন বুদ্ধিবৃত্তিরপি প্রদীপশিখাবদ্‌-দ্রব্যরূপ এব **পরিণামঃ স্বচ্ছ**তয়ার্থাকারতোদ্‌গ্রাহী নির্ম্মলবস্তুবদিতি সিদ্ধম্‌ ॥ ১০৭ ॥

নন্বেবং বৃত্তীনাং দ্রব্যত্বে কথমিচ্ছাদিরূপবুদ্ধিগুণেষু বৃত্তিব্যবহারস্তত্রাহ—

ন দ্রব্যনিয়মস্তদ্‌যোগাৎ ॥ ১০৮ ॥

বৃত্তির্দ্রব্যমেবেতি নিয়মো নাস্তি। কুতঃ। তদ্‌যোগাৎ। তত্র বৃত্তৌ যোগার্থসত্ত্বাৎ। "বৃত্তির্বর্ত্তনজীবনে" ইতি হি যৌগিকোঽয়ং শব্দঃ। জীবনং চ স্বস্থিতিহেতুর্ব্ব্যাপারঃ। জীববলপ্রাণধারণয়োরিত্যনুশাসনাৎ। বৈশ্যবৃত্তিঃ শূদ্রবৃত্তিরিত্যাদিব্যবহারাচ্চ। তত্র যথা দ্রব্যরূপয়া বৃত্ত্যা বুদ্ধির্জ্জীবতি তথেচ্ছাদিভিরপীতি তেঽপি বৃত্তয়ঃ, সর্ব্বনিরোধেনৈব চিত্তমরণাদিত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং ভৌতিকত্বস্যাপি শ্রবণাৎ কদাচিল্লোকবিশেষভেদেন শ্রুতিব্যবস্থা শঙ্ক্যেত তত্রাহ—

সূত্রার্থঃ—বৃত্তি অগ্নিনিঃসৃত স্ফুলিঙ্গের ন্যায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অংশ অথবা রূপাদির ন্যায় গুণ নহে। তাহা একদেশাবস্থায়ী অথচ ভিন্ন। তাহা প্রসর্পণক্রিয়ারূপিণী ॥ ১০৭ ॥

সূত্রার্থঃ—প্রসর্পণক্রিয়াযোগিনী বৃত্তি দ্রব্য কি অন্য বস্তু, সে বিষয়ে কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। যোগার্থ দৃষ্টে তাহাই প্রতীত হয়। বর্ত্তত

ন দেশভেদেঽপ্যন্যোপাদানতাস্মদাদিবন্নিয়মঃ ॥ ১০৯ ॥

ন ব্রহ্মলোকাদিদেশভেদতোঽপীন্দ্রিয়াণামহঙ্কারাতিরিক্তোপাদানকত্বম্, কিন্ত্বস্মদাদীনাং ভূর্লোকস্থানামিব সর্ব্বেষামেবাহঙ্কারিকত্বনিয়মঃ। দেশ-ভেদেনৈকস্যৈব লিঙ্গশরীরস্য সঞ্চারমাত্রশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥

নন্বেবং ভৌতিকত্বশ্রুতিঃ কথমুপপদ্যতাং তত্রাহ—

নিমিত্তব্যপদেশাৎ তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ১১০ ॥

নিমিত্তেঽপি প্রাধান্যবিবক্ষয়োপাদানত্বব্যপদেশো ভবতি। যথেন্ধ-নাদগ্নিরিতি। অতো ভূতোপাদানত্বব্যপদেশ ইত্যর্থঃ। তেজঃ আদি-ভূতোপষ্টম্ভেনৈব হি তদনুগতাহঙ্কারাচ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি সম্ভবন্তি। যথা পার্থিবো(বেন্ধনো)পষ্টম্ভেন তদনুগতাৎ তৈজসোঽগ্নির্ভবতীতি। "অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ" ইত্যাদিশ্রুতিস্তদুক্তযুক্তিশ্চাত্র প্রমাণম্ ॥ ১১০ ॥

স্থূলশরীরগতং বিশেষং প্রসঙ্গাদবধারয়তি—

ইতি বৃত্তিঃ। যাহা স্বীয় অবস্থিতির হেতুভূত ব্যাপার – তাহাই তাহার বৃত্ত। বৈশ্যবৃত্তি, শূদ্রবৃত্তি, ইত্যাদি প্রয়োগ যদ্রূপ, বুদ্ধিবৃত্তি ও চক্ষুর্বৃত্তি, ইত্যাদি প্রয়োগ তদ্রূপ ॥ ১০৮ ॥

সূত্রার্থঃ—ব্রহ্মলোক ও শিবলোক প্রভৃতি লোক ভেদ থাকিলেও ইন্দ্রিয়গণ অন্যোপাদানক নহে। সর্ব্বত্রই আহঙ্কারিক ইন্দ্রিয় ॥ ১০৯ ॥

সূত্রার্থঃ—কখন কখন নিমিত্ত কারণে প্রাধান্য অর্পণ করিয়া তদুৎ-পন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা যায়, কাষ্ঠ হইতে অগ্নি। ফলতঃ কাষ্ঠ অগ্নিপ্রাদুর্ভাবের নিমিত্ত কারণ; উপাদান কারণ নহে। যেমন পার্থিব পদার্থের উপষ্টম্ভে তদনুগত তৈজস পদার্থ হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়, তেমনি তেজঃ প্রভৃতি ভূতের উপষ্টম্ভে তদনুগত অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় হইয়াছে ॥ ১১০ ॥

উষ্মজাণ্ডজজরায়ুজোদ্ভিজ্জসাঙ্কল্পিকসাংসিদ্ধিকং চেতি ন নিয়মঃ॥ ১১১ ।

তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি, অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতিশ্রুতাবণ্ডজাদিরূপং শরীরত্রৈবিধ্যং প্রায়িকাভিপ্রায়েণোক্তং ন তু নিয়মঃ। যত উষ্মজাদি ষড়বিধমেব শরীরং ভবতীত্যর্থঃ। তত্রোষ্মজা দন্দশূকাদয়ঃ অণ্ডজাঃ পক্ষিসর্পাদয়ঃ। জরায়ুজা মনুষ্যাদয়ঃ। উদ্ভিজ্জা বৃক্ষাদয়ঃ। সঙ্কল্পজাঃ সনকাদয়ঃ। সাংসিদ্ধিকা মন্ত্রতপআদিসিদ্ধিজাঃ। যথা রক্তবীজশরীরোৎপন্নশরীরাদয় ইতি॥ ১১১॥

শরীরস্যৈকমাত্রভূতোপাদানকত্বং পূর্ব্বোক্তমনেনৈব প্রসঙ্গেন বিশিষ্যাহ—

সর্ব্বেষু পৃথিব্যুপাদানমসাধারণ্যাৎ তদ্ব্যপদেশঃ পূর্ব্ববৎ॥ ১১২॥

সর্ব্বেষু শরীরেষু পৃথিব্যেবোপাদানম্, অসাধারণ্যাৎ। আধি-

সূত্রার্থ:—স্থূল শরীর ৬ প্রকার। উষ্মজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, সাঙ্কল্পিক ও সাংসিদ্ধিক। ইহাই নিয়মিত। কিন্তু সাংকল্পিক ও সাংসিদ্ধিক অতি অল্প। উষ্মজ ও স্বেদজ তুল্য কথা। সনকাদি ঋষি সাংকল্পিক অর্থাৎ ব্রহ্মার মানস পুত্র। রক্তবীজ প্রভৃতির শরীর হইতে শরীরান্তর জন্মিয়াছিল, তাহা সাংসিদ্ধিক। যে শরীর মন্ত্রবলে, তপোবলে ও ঔষধবলে জন্মে তাহাও সাংসিদ্ধিক॥ ১১১॥

সূত্রার্থ:—সমুদায় স্থূল শরীরের উপাদান পৃথিবী। পৃথিবী স্থূল শরীরে অসাধারণ অর্থাৎ অধিক। সেজন্য স্থূল শরীর পার্থিবশব্দে ব্যপদিষ্ট হয়॥ ১১২॥

ক্যাদিভিরুৎকর্ষাৎ। অত্রাপি শরীরে পঞ্চচতুরাদিভৌতিকত্বব্যপদেশঃ পূর্ব্ববৎ। ইন্দ্রিয়াণাং ভৌতিকত্ববদুপষ্টম্ভকত্বমাত্রেণেত্যর্থঃ॥ ১১২॥

নন্থ প্রাণস্থ শরীরে প্রাধান্যাৎ প্রাণ এব দেহারম্ভকোঽস্তু তত্রাহ—

ন দেহারম্ভকস্য প্রাণত্বমিন্দ্রিয়শক্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ॥ ১১৩॥

প্রাণো ন দেহারম্ভকঃ। ইন্দ্রিয়ং বিনা প্রাণানবস্থানেনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যামিন্দ্রিয়াণাং শক্তিবিশেষাদেব প্রাণসিদ্ধেঃ প্রাণোৎপত্তেরিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। করণবৃত্তিরূপঃ প্রাণঃ করণবিয়োগে ন তিষ্ঠতি। অতো মৃতদেহে করণাভাবেন প্রাণাভাবান্ন প্রাণো দেহারম্ভক ইতি॥ ১১৩॥

নন্বেবং প্রাণস্য দেহাকারণত্বে প্রাণং বিনাপি দেহ উৎপদ্যেত তত্রাহ।—

ভোক্তুরধিষ্ঠানাদ্ভোগায়তননির্ম্মাণমন্যথা পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ॥ ১১৪॥

ভোক্তুঃ প্রাণিনোঽধিষ্ঠানাদ্ব্যাপারাদেব ভোগায়তনস্য শরীরস্য নির্ম্মাণং ভবতি। অন্যথা প্রাণব্যাপারাভাবে শুক্রশোণিতয়োঃ পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ। মৃতদেহবদিত্যর্থঃ। তথা চ রসসঞ্চারাদিব্যাপারবিশেষৈঃ প্রাণো দেহস্য নিমিত্তকারণং ধারকত্বাদিতি ভাবঃ॥ ১১৪॥

নন্থ প্রাণস্যৈবাধিষ্ঠানত্বং সম্ভবতি ব্যাপারবত্ত্বাৎ, ন প্রাণিনঃ কূটস্থত্বাৎ, নির্ব্যাপারস্যাধিষ্ঠানে প্রয়োজনাভাবাচ্চেতি তত্রাহ—

সূত্রার্থঃ—দেহে যে প্রাণ আছে তাহা দেহের আরম্ভক (উৎপাদক) নহে। প্রাণ নিজে ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে সমুৎপন্ন॥ ১১৩॥

সূত্রার্থঃ—ভোক্তার অর্থাৎ জীবের অধিষ্ঠানে (ব্যাপার বিশেষে) ভোগায়তনের অর্থাৎ শরীরের নির্ম্মাণ (গঠন) নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অন্যথা অর্থাৎ জীবের অধিষ্ঠান না থাকিলে গর্ভজাত শুক্রশোণিত মৃত দেহের ন্যায় পচিয়া যায়॥ ১১৪॥

ভৃত্যদ্বারা স্বাম্যধিষ্ঠিতির্নৈকান্তাৎ ॥ ১১৫ ॥

দেহনির্ম্মাণে ব্যাপাররূপমধিষ্ঠানং স্বামিনশ্চেতনস্যৈকান্তাৎ সাক্ষান্নাস্তি কিন্তু প্রাণরূপভৃত্যদ্বারা। যথা রাজ্ঞঃ পুরনির্ম্মাণ ইত্যর্থঃ। তথা চ প্রাণস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং সাক্ষাৎ, পুরুষস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং তু প্রাণসংযোগমাত্রেণেতি সিদ্ধম্। কুলালাদীনাং ঘটাদিনির্ম্মাণেষপ্যেবম্। বিশেষস্ত্বয়ং তত্র চেতনস্য বুদ্ধ্যাদেশ্চাপ্যুপযোগোঽস্তি বুদ্ধিপূর্ব্বকসৃষ্টিত্বাদিতি। যদ্যপি প্রাণাধিষ্ঠানাদেব দেহনির্ম্মাণং তথাপি প্রাণদ্বারা প্রাণিসংযোগোঽপ্যপেক্ষ্যতে পুরুষার্থমেব প্রাণেন দেহনির্ম্মাণাদিত্যাশয়েন ভোক্তুরধিষ্ঠানাদিত্যুক্তম্ ॥ ১১৫ ॥

বিমুক্তমোক্ষার্থং প্রধানস্যেত্যুক্তং প্রাক্, তত্র কথমাত্মা নিত্যমুক্তঃ, বন্ধদর্শনাদিতি পরেষামাক্ষেপে নিত্যমুক্তিমুপপাদয়িতুমাহ।—

সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা ॥ ১১৬ ॥

সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতাবস্থা। সুষুপ্তিশ্চাত্র সমগ্রসুষুপ্তিঃ। মোক্ষশ্চ বিদেহকৈবল্যম্। আস্ববস্থাসু পুরুষাণাং ব্রহ্মরূপতা বুদ্ধিবৃত্তিবিলয়তস্তদৌপাধিকপরিচ্ছেদবিগমেন স্বস্বরূপপূর্ণতয়াবস্থানম্। যথা ঘটধ্বংসে ঘটাকাশস্য পূর্ণতেত্যর্থঃ। তদেতদুক্তম্। "তন্নিবৃত্তাবুপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ" ইতি। তথা চ ব্রহ্মত্বমেব পুরুষাণাং স্বভাবো নৈমিত্তিকত্বাভাবাৎ

সূত্রার্থ :—দেহনির্ম্মাণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বামীর কোনরূপ অধিষ্ঠিতি অর্থাৎ চেতন পুরুষের ব্যাপার নাই। তাহা তদীয় প্রাণরূপ ভৃত্যের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। ফলিতার্থ—চেতন পুরুষ প্রাণ সংযোগ পূর্ব্বক দেহ প্রস্তুত করেন ॥ ১১৫ ॥

সূত্রার্থ :—সমাধি অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থা। সুষুপ্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ সুষুপ্তি (নিঃস্বপ্ন নিদ্রা)। মোক্ষ অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য। পুরুষ এই তিন সময়ে ব্রহ্মরূপ হন ॥ ১১৬ ॥

স্ফটিকস্য শৌক্ল্যমিব। বুদ্ধিবৃত্তিসম্বন্ধকালে তু পরিচ্ছিন্নচিদ্রূপত্বেনাভিব্যক্ত্যা পরিচ্ছেদাভিমানঃ। তথা বৃত্তিপ্রতিবিম্ববশাদ্দুঃখাদিমালিন্যমিব চ ভবতীতি তৎ সর্ব্বমৌপাধিকমেব। উপাধ্যাখ্যানিমিত্তান্বয়ব্যতিরেকানুবিধানাৎ স্ফটিকলৌহিত্যবদিতি ভাবঃ। তথা চ যোগসূত্রম্। "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র"ইতি। অস্মচ্ছাস্ত্রে চ ব্রহ্মশব্দ ঔপাধিকপরিচ্ছেদমালিন্যাদিরহিতপরিপূর্ণচেতনসামান্যবাচী ন তু ব্রহ্মমীমাংসায়ামিবৈশ্বর্য্যোপলক্ষিত পুরুষবিশেষমাত্রবাচীতি বিবেক্তব্যম্। অত্রৈতে শ্লোকাঃ শিষ্যব্যুৎপত্ত্যর্থমুচ্যন্তে। "চিদাকাশেঽনভিব্যক্তে নানাকারৈরিতস্ততঃ। ধীরটন্তী সহ ব্যক্তেরটন্তীং দর্শয়েচ্চিতিং। বস্তুতস্তু সদা পূর্ণমেকরূপঞ্চ চিন্ময়ং। বৃত্তিশূন্যপ্রদেশেষু দৃশ্যাভাবান্ন পশ্যতি। চক্ষুষো রূপবৎ পুংসো দৃশ্যা বৃত্তির্হি নেতরৎ। সমাধ্যাদৌ চ সা নাস্তীত্যতঃ পূর্ণঃ পুমাংস্তদা"॥ ১১৬॥

তর্হি কঃ সুষুপ্তিসমাধিভ্যাং মোক্ষস্য বিশেষস্তত্রাহ।—

দ্বয়োঃ সবীজমন্যত্র তদ্ধতিঃ॥ ১১৭॥

দ্বয়োঃ সমাধিসুষুপ্ত্যোঃ সবীজং বন্ধবীজসহিতং ব্রহ্মত্বম্, অন্যত্র মোক্ষে বীজস্যাভাব ইতি বিশেষ ইত্যর্থঃ। নন্বু চেৎ সমাধ্যাদৌ বন্ধবীজমস্তি তর্হি তেনৈব পরিচ্ছেদাৎ কথং ব্রহ্মত্বমিতি চেন্ন। বন্ধবীজস্য বাসনাকর্ম্মাদেস্তদানীমুপাধাবেবাবস্থানাৎ, ন তু চেতনেষু পুরুষেষু চ. তেষামপ্রতিবিম্বনাদিতি। জাগ্রদাদ্যবস্থায়াং তু বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবিম্ববশাদৌপাধিকো বন্ধ ইত্যসকৃদাবেদিতম্। ননু পাতঞ্জলে তদ্ভাষ্যে চাসম্প্রজ্ঞাত-

সূত্রার্থ:—তন্মধ্যে সমাধি ও সুষুপ্তি এই দুই সময়ে সবীজ ব্রহ্মরূপে এবং বিদেহকৈবল্যে নির্বীজ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হন। [সমাধি সুষুপ্তিতে সংসারবীজ অন্তর্হিত থাকায় পুনরুত্থান হয়। বিদেহকৈবল্যে তাহা না থাকায় পুনঃ সংসার হয় না।] ১১৭॥

যোগো নির্ব্বীজ উক্তঃ। অত্র কথং সবীজ উচ্যতে ইতি চেন্ন। অসম্প্রজ্ঞাতে ক্রমেণ বীজক্ষয়ো ভবতীত্যাশয়েনৈব তত্র নির্ব্বীজত্ববচনাৎ। অন্যথা সর্ব্বাসামেবাসম্প্রজ্ঞাতব্যক্তীনাং নির্ব্বীজত্বে ব্যুত্থানানুপপত্তেরিতি ॥১১৭॥

নম্ন সমাধিসুষুপ্তী দৃষ্টে স্তো মোক্ষে তু কিং প্রমাণমিতি নাস্তিকাক্ষেপং পরিহরতি।—

দ্বয়োরিব ত্রয়স্যাপি দৃষ্টত্বান্ন তু দ্বৌ॥ ১১৮॥

সমাধিসুষুপ্তিদৃষ্টান্তেন মোক্ষস্যাপি দৃষ্টত্বাদনুমিতত্বান্ন তু দ্বৌ সুষুপ্তি-সমাধী এব, কিন্তু মোক্ষোঽপ্যস্তীত্যর্থঃ। অনুমানং চেত্থম্। সুষু-প্ত্যাদৌ যো ব্রহ্মভাবস্তত্ত্যাগশ্চিত্তগতাদ্রাগাদিদোষবশাদেব ভবতি। স চেদ্দোষো জ্ঞানেন নাশিতস্তর্হি সুষুপ্ত্যাদিসদৃশস্যৈবাবস্থা স্থিরা ভবতি, সৈব মোক্ষ ইতি॥ ১১৮॥

নম্ন বাসনাখ্যবীজসত্ত্বেপি বৈরাগ্যাদিনা বাসনাকৌণ্ঠ্যাদর্থাকারা বৃত্তিঃ সমাধৌ মা ভবতু, সুষুপ্তে তু বাসনাপ্রাবল্যাদর্থজ্ঞানং ভবিষ্যত্যে-বেতি, ন সুষুপ্তৌ ব্রহ্মরূপতা যুক্তেতি তত্রাহ।—

বাসনয়ানর্থ (নস্বার্থ) খ্যাপনং দোষযোগেঽপি
ন নিমিত্তস্য প্রধানবাধকত্বম্॥ ১১৯॥

যথা বৈরাগ্যে তথা নিদ্রাদোষযোগেঽপি সতি বাসনয়া ন স্বার্থ-

সূত্রার্থ:—সমাধি ও সুষুপ্তি দেখিয়া মোক্ষের (কৈবল্যের) দর্শন অর্থাৎ অস্তিত্বানুমান করিতে পার। সমাধি ও সুষুপ্তি আছে, মোক্ষ নাই, তাহা নহে। [সমাধিকালের ও সুষুপ্তিকালের ব্রহ্মভাব সর্ব্বদৃষ্ট; পরন্তু তখন চিত্ত ও চিত্তস্থ রাগাদি দোষ সংস্কারীভূত হইয়া থাকে। সেই কারণে সে ব্রহ্মভাব স্থায়ী হয় না। সে দোষ যদি জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে কেন না তাহা (ব্রহ্মভাব) স্থায়ী হইবে? সুষুপ্ত্যাদি সদৃশী ব্রহ্মভাব স্থায়ী বা স্থির হওয়াই মোক্ষ।] ১১৮॥

সূত্রার্থ:—দোষযোগ থাকিলেও, তৎকালে বাসনা অনর্থ উৎপাদন-

খ্যাপনং স্ববিষয়স্মারণং ভবতি। যতো ন নিমিত্তস্য গুণীভূতস্য সংস্কারস্য বলবত্তরনিদ্রাদোষবাধকত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ। বলবত্তর এব হি দোষো বাসনাং দুর্ব্বলাং স্বকার্য্যকুণ্ঠাং করোতীতি ভাবঃ॥ ১১৯॥

সংস্কারলেশতো জীবন্মুক্তস্য শরীরধারণমিতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রোক্তম্। তত্রায়মাক্ষেপঃ। জীবন্মুক্তস্য শব্দাদেকস্মিন্নপ্যর্থেঽস্মদাদীনামিব ভোগো দৃশ্যতে, সোঽনুপপন্নঃ, প্রথমং ভোগমুৎপাদ্যৈব পূর্ব্বসংস্কারনাশাৎ, সংস্কারান্তরস্য চ জ্ঞানপ্রতিবন্ধেন কর্ম্মবদনুদয়াদিতি তত্রাহ।—

একঃ সংস্কারঃ ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকো ন তু প্রতিক্রিয়ং সংস্কারভেদা বহুকল্পনাপ্রসক্তেঃ॥ ১২০॥

যেন সংস্কারেণ দেবাদিশরীরভোগ আরব্ধঃ স এক এব সংস্কারস্তচ্ছরীরসাধ্যস্য প্রারব্ধভোগস্য সমাপকঃ। স চ কর্ম্মবদেব ভোগসমাপ্তিনাশ্যো ন তু প্রতিক্রিয়ং প্রতিভোগব্যক্তি সংস্কারনানাত্বং বহুব্যক্তিকল্পনাগৌরবপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। কুলালচক্রভ্রমণস্থলেঽপ্যেবং বেগাখ্যঃ সংস্কার এক এব ভ্রমণসমাপ্তিপর্য্যন্তস্থায়ী বোধ্যঃ॥ ১২০॥

উদ্ভিজ্জং শরীরমস্তীত্যুক্তং তত্র বাহ্যবুদ্ধ্যভাবাচ্ছরীরত্বং নাস্তীতি নাস্তিকাক্ষেপমপাকরোতি।—

করে না। কারণ, নিমিত্ত প্রধানের বাধক নহে। [অভিপ্রায় এই যে, সুপ্তি ও সমাধি উভয়ত্রই বাসনা-নামক সংসার-বীজ থাকে। বৈরাগ্য আসিয়া সে বীজ নষ্ট না করিলে ব্রহ্ম হওয়া যায় না; সমাধিকালে ব্রহ্মরূপ হওয়া স্বীকার্য্য; কিন্তু সুষুপ্তিকালে কিরূপে তাহা হইতে পারে? তৎকালে কি সংসার-বাসনা (সংস্কার) সংসার স্মরণ করায় না? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, সুষুপ্তিকালে যে বাসনা থাকে সে বাসনা প্রবল নিদ্রাদি দোষে বাধিতপ্রায় থাকে। সেজন্য সে সংস্কার তখন সংসার স্মরণ করাইতে পারে না।] ১১৯॥

সূত্রার্থঃ—পূর্ব্বজন্মীয় যে সংস্কারের সামর্থ্যে যে শরীর জন্মে, সেই

ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়মো বৃক্ষগুল্মলতৌষধিবনস্পতিতৃণবীরুধাদীনামপি ভোক্তৃভোগায়তনত্বং পূর্ব্ববৎ ॥ ১২১ ॥

ন বাহ্যজ্ঞানং যত্রাস্তি তদেব শরীরমিতি নিয়মঃ কিন্তু বৃক্ষাদীনামন্তঃসংজ্ঞানামপি ভোক্তৃভোগায়তনত্বং শরীরত্বং মন্তব্যম্। যতঃ পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বোক্তো যো ভোক্ত্রধিষ্ঠানং বিনা মনুষ্যাদিশরীরস্য পুতিভাবস্তদ্বদেব বৃক্ষাদিশরীরেম্বপি শুষ্কতাদিকমিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। "অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যত" ইত্যাদিরিতি। ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়ম ইত্যংশস্য পৃথক্‌সূত্রত্বেঽপি সূত্রদ্বয়মেকীকৃত্যৈবমেব ব্যাখ্যেয়ম্। সূত্রভেদস্তু দৈর্ঘ্যভয়াদিতি বোধ্যম্ ॥ ১২১ ॥

স্মৃতেশ্চ ॥ ১২২ ॥

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্ ॥" ইত্যাদিস্মৃতেরপি বৃক্ষাদিষু ভোক্তৃভোগায়তনত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥

ননু বৃক্ষাদিষ্বপ্যেবং চেতনত্বেন ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিপ্রসঙ্গস্তত্রাহ।—

এক সংস্কার সেই শরীরের ভোগ সমাপ্ত করে। ভোগ সমাপ্ত হইলে সে আপনা আপনি নিবৃত্ত হয়। প্রত্যেক ক্রিয়ার অর্থাৎ ভোগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সংস্কার স্বীকার করা ন্যায্য নহে। [কুম্ভকারচক্রের ভ্রমিও বেগ নামক এক সংস্কারের বলে কিছুকাল থাকে এবং ভ্রমণ শেষ হইলে তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ একই সংস্কার জন্ম সম্পাদন করে ও জন্মভোগ সমাপ্ত হইলে উপক্ষীণ হইয়া যায়।] ১২০ ॥

সূত্রার্থঃ—যাহাতে বাহ্য জ্ঞান আছে তাহাই জীব-শরীর, ইহা নিয়মিত নহে। বাহ্যজ্ঞানশূন্য বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ওষধি, বনস্পতি, তৃণ ও বীরুধ প্রভৃতির দেহও ভোক্তার ভোগয়তন। ১২১ ॥

সূত্রার্থঃ—স্মৃতিকারেরা ঐ সকলকে জীব বলিয়াছেন। ১২২ ॥

ন দেহমাত্রতঃ কর্ম্মাধিকারিত্বং বৈশিষ্ট্যশ্রুতেঃ ॥১২৩॥

ন দেহমাত্রেণ ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিযোগ্যত্বং জীবস্য। কুতঃ। বৈশিষ্ট্যশ্রুতেঃ। ব্রাহ্মণাদিদেহবিশিষ্টত্বেনৈবাধিকারশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥

দেহভেদেনৈব কর্ম্মাধিকারং দর্শয়ন্ দেহত্রৈবিধ্যমাহ।—

ত্রিধা ত্রয়াণাং ব্যবস্থা কর্ম্মদেহোপভোগদেহোভয়দেহাঃ ॥১২৪॥

ত্রয়াণামুত্তমাধমমধ্যানানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং ত্রিপ্রকারো দেহবিভাগঃ। কর্ম্মদেহভোগদেহোভয়দেহা ইত্যর্থঃ। তত্র কর্ম্মদেহঃ পরমর্ষীণাং, ভোগদেহ ইন্দ্রাদীনাম্, উভয়দেহশ্চ রাজর্ষীণামিতি। অত্র প্রাধান্যেন ত্রিধা বিভাগঃ। অন্যথা সর্ব্বস্যৈব ভোগদেহত্বাপত্তেঃ ॥ ১২৪ ।

চতুর্থমপি শরীরমাহ।—

ন কিঞ্চিদপ্যনুশয়িনঃ ॥ ১২৫ ॥

"বিদ্যাদনুশয়ং দ্বেষ্যং পশ্চাত্তাপানুতাপয়োঃ।" ইতিবাক্যাদনুশয়ো বৈরাগ্যম্। বিরক্তানাং শরীরমেতত্ত্রয়বিলক্ষণমিত্যর্থঃ। যথা দত্তাত্রেয়জড়ভরতাদীনামিতি ॥ ১২৫ ॥

সূত্রার্থঃ—জীব যে, দেহ পাইলেই কর্ম্মাধিকারী হয়, তাহা নহে। যে যে দেহ কর্ম্ম করিবার যোগ্য, শ্রুতি তাহা বিশেষ (নির্দ্দিষ্ট) করিয়া বলিয়াছেন। [ব্রাহ্মণাদিদেহবিশিষ্ট জীবেরাই কর্ম্মাধিকারী এবং ব্রাহ্মণাদিদেহই ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তির ক্ষেত্র।] ১২৩ ॥

সূত্রার্থঃ—উত্তম, অধম ও মধ্যম, তিন শ্রেণী জীবের দেহের বিভাগ ত্রিবিধ। কর্ম্মদেহ, ভোগদেহ ও উভয়দেহ। [ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মদেহ, দেবতাদিগের ভোগদেহ ও রাজর্ষিদিগের উভয়দেহ।] ১২৪ ॥

সূত্রার্থঃ—অনুশয়ী অর্থাৎ বীতরাগীদিগের দেহ তিনের অতিরিক্ত। ১২৫ ॥

উক্তন্যেশ্বরাভাবস্থ স্থাপনায় পরাভ্যুপগতং জ্ঞানেচ্ছাকৃত্যাদিনিত্যত্বং প্রতিষেধতি।—

ন বুদ্ধ্যাদিনিত্যত্বমাশ্রয়বিশেষেঽপি বহ্নিবৎ॥ ১২৬॥

বুদ্ধিরত্রাধ্যবসায়াখ্যা বৃত্তিঃ। তথা চ জ্ঞানেচ্ছাকৃত্যাদীনামাশ্রয়-বিশেষে পরৈরীশ্বরোপাধিতয়াভ্যুপগতেঽপি নিত্যত্বং নাস্তি। অস্মদাদি-বুদ্ধিদৃষ্টান্তেন সর্ব্বেষামেব বুদ্ধীচ্ছাদীনামনিত্যত্বানুমানাৎ। যথা লৌকিক-বহ্নিদৃষ্টান্তেনাবরণতেজসোঽপ্যনিত্যত্বানুমানমিত্যর্থঃ॥ ১২৬॥

আস্তাং তাবজ্জ্ঞানেচ্ছাদের্নিত্যত্বং তদাশ্রয় ঈশ্বরোপাধিরেবাসিদ্ধ ঈশ্বরস্যাসিদ্ধেরিত্যত আহ।—

আশ্রয়াসিদ্ধেশ্চ॥ ১২৭॥

সুগমম্॥ ১২৭॥

নন্বেবং ব্রহ্মাণ্ডাদিসর্জ্জনসমর্থং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকং কথং জন্যং সম্ভাব্যেতাপি, লোকে তপ-আদিভিরেবমৈশ্বর্য্যাদর্শনাদিতি তত্রাহ।—

যোগসিদ্ধয়োঽপ্যৌষধাদিসিদ্ধিবন্নাপলপনীয়াঃ॥ ১২৮॥

ঔষধাদিসিদ্ধিদৃষ্টান্তেন যোগজা অপ্যণিমাদিসিদ্ধয়ঃ সৃষ্ট্যাদ্যুপযোগিন্যঃ সিদ্ধাস্তীত্যর্থঃ॥ ১২৮॥

সূত্রার্থ:—বুদ্ধ্যাদি অর্থাৎ জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি (প্রযত্ন), এ সকল আশ্রয় বিশেষেও (ঈশ্বরেও) নিত্য নহে। বহ্নি সর্ব্বত্রই অনিত্য॥১২৬॥

সূত্রার্থ:—সে আশ্রয়বিশেষ অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ; সুতরাং তদাশ্রিত নিত্য জ্ঞানাদিও অসিদ্ধ। ১২৭॥

সূত্রার্থ:—ঔষধাদির দ্বারা সিদ্ধিলাভ দৃষ্ট হইতেছে। তাহা দেখিলে আর অণিমাদি সিদ্ধির অপলাপ করা যায় না। অর্থাৎ যোগজা সিদ্ধিকে মিথ্যা বলা যায় না। ১২৮॥

পুরুষসিদ্ধিপ্রতিকূলতয়া ভূতচৈতন্যবাদিনং প্রত্যাচষ্টে।

ন ভূতচৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহত্যেঽপি
চ সাংহত্যেঽপি চ ॥ ১২৯ ॥

সংহতভাবাবস্থায়ামপি পঞ্চভূতেষু চৈতন্যং নাস্তি বিভাগকালে প্রত্যেকং চৈতন্যাদৃষ্টেরিত্যর্থঃ। তৃতীয়াধ্যায়ে চেদং স্বসিদ্ধান্তবিধয়োক্তম্। অত্র চ পরমতনিরাকরণায়েতি ন পৌনরুক্ত্যং দোষায়েতি। বীপ্সাধ্যায়-সমাপ্তৌ ॥ ১২৯ ॥

"স্বসিদ্ধান্তবিরুদ্ধার্থভাষিণো যে কুবাদিনঃ।
পঞ্চমে তান্ নিরাকৃত্য স্বসিদ্ধান্তো দৃঢ়ীকৃতঃ ॥"

ইতি বিজ্ঞানভিক্ষুনির্ম্মিতে কাপিলসাংখ্যপ্রবচনস্য ভাষ্যে
পরপক্ষনির্জয়াধ্যায় পঞ্চমঃ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ :—সংহতাবস্থাতেও ভূতপঞ্চকেচৈতন্যের অবস্থান নাই। কারণ, বিভাগ কালে সেই সেই ভূতের কোনও ভূতে চৈতন্য দর্শন হয় না। চৈতন্য এক স্বতন্ত্র ও স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব ॥ ১২৯ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অধ্যায়চতুষ্কেণ সমস্তশাস্ত্রার্থং প্রতিজ্ঞায় পঞ্চমাধ্যায়ে পরপক্ষনিরাকরণেন প্রসাধ্যেদানীং তমেব সারভূতশাস্ত্রার্থং ষষ্ঠাধ্যায়েন সঙ্কলয্য্যপসংহরতি। উক্তার্থানাং হি পুনস্তন্ত্রাখ্যে বিস্তরে কৃতে শিষ্যাণামসন্দিগ্ধাবিপর্য্যস্তো দৃঢ়তরো বোধ উৎপদ্যতে ইত্যতঃ স্থূণানিখননন্যায়াদমুক্তযুক্ত্যাদ্যুপন্যাসাচ্চ নাত্র পৌনরুক্ত্যং দোষায়।

অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ ॥ ১ ॥

জানামীত্যেবং প্রতীয়মানতয়া পুরুষঃ সামান্যতঃ সিদ্ধ এবাস্তি বাঁধকপ্রমাণাভাবাৎ। অতস্তদ্বিবেকমাত্রং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তত্র বিবেকে প্রমাণদ্বয়মাহ সূত্রাভ্যাম্।

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ ॥ ২ ॥

অসাবাত্মা দ্রষ্টা দেহাদিপ্রকৃত্যন্তেভ্যোঽত্যন্তং ভিন্নো বৈচিত্র্যাৎ। পরিণামিত্বাপরিণামিত্বাদিবৈধর্ম্ম্যাদিত্যর্থঃ। প্রকৃত্যাদয়স্তাবৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমৈঃ পরিণামিতয়ৈব সিদ্ধাঃ, পুরুষস্যাপরিণামিত্বং তু সদা জ্ঞাতবিষয়ত্বাদনুমীয়তে। তথাপি যথা চক্ষুষো রূপমেব বিষয়ো ন সন্নিকর্ষসাম্যেঽপি রসাদি এবং পুরুষস্য স্ববুদ্ধিবৃত্তিরেব বিষয়ো ন তু সন্নিকর্ষসাম্যেঽপ্যন্যদবস্থিতি ফলবলাৎ কল্পম্। বুদ্ধিবৃত্ত্যারূঢ়তয়ৈব ত্বন্যস্তোগ্যাং

সূত্রার্থ:—আত্মা না থাকার সাধন অর্থাৎ প্রমাণ নাই। তাহা না থাকায় আত্মা আছে ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ:—বিচিত্রতা হেতু আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত ॥ ২ ॥

ভবতি পুরুষস্য ন স্বতঃ। সর্ব্বদা সর্ব্বভানাপত্তেঃ। তাশ্চ বুদ্ধিবৃত্তয়ো নাজ্ঞাতাস্তিষ্ঠন্তি, জ্ঞানেচ্ছাসুখাদীনামজ্ঞাতসত্তাস্বীকারে তেষপি ঘটাদাবিব সংশয়াদিপ্রসঙ্গাৎ, অহং জানামি ন বা, সুখী ন বেত্যাদিরূপেণ। অতস্তেষাং সদা জ্ঞাতত্বাৎ তদ্দ্রষ্টা চেতনোঽপরিণামীত্যায়াতম্। চেতনস্য পরিণামিত্বে কদাচিদান্ধ্যপরিণামেন সত্যা অপি বুদ্ধিবৃত্তেরদর্শনেন সংশয়াপত্তেরিতি। এবং পারার্থ্যাপারার্থ্যাদিকমপি পূর্ব্বোক্তং বৈধর্ম্ম্যজাতং বোধ্যম্॥ ২॥

ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি॥ ৩॥

মমেদং শরীরং মমেয়ং বুদ্ধিরিত্যাদের্ব্বিদুষাং ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি দেহাদিভ্য আত্মা ভিন্নঃ। অত্যন্তাভেদে ষষ্ঠ্যনুপপত্তেরিত্যর্থঃ। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—"ত্বং কিমেতচ্ছিরঃ কিন্তু শিরস্তব তথোদরম্। কিমু পাদাদিকং ত্বং বৈ তবৈতদ্ধি মহীপতে॥ সমস্তাবয়বেভ্যস্ত্বং পৃথগ্ভূয় ব্যবস্থিতঃ। কোঽহমিত্যত্র নিপুণো ভূত্বা চিন্তয় পার্থিব।" ইতি। ন চ স্থূলোঽহমিত্যাদিরপি বিদ্বদ্ব্যপদেশোঽস্তীতি বাচ্যম্। শ্রুত্যা বাধিততয়া মমাত্মা ভদ্রসেন ইতিবদ্গৌণত্বেনৈব তদুপপত্তেরিতি॥ ৩॥

ননু পুরুষস্য চৈতন্যং রাহোঃ শিরঃ শিলাপুত্রস্য শরীরমিত্যাদিব্যপদেশাবদয়মপি ভবতু তত্রাহ—

ন শিলাপুত্রবদ্ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ॥ ৪॥

শিলাপুত্রস্য শরীরমিত্যাদিবদয়ং ষষ্ঠীব্যপদেশো ন ভবতি শিলাপুত্রাদিস্থলে ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণেন প্রত্যক্ষরূপেণ বাধাদ্বিকল্পমাত্রম্। মম শরীর-

---

সূত্রার্থঃ—আমার শরীর, আমার মন, আমার বুদ্ধি এই সম্বন্ধিসম্বন্ধের উল্লেখ দৃষ্টে আত্মার দেহাদিভিন্নতা অবধারিত হয়॥ ৩॥

সূত্রার্থঃ—শিলাপুত্রের শরীর, এই উল্লেখে অভেদে ভেদ ব্যবস্থাপিত

মিতি ব্যপদেশে তু প্রমাণবাধো নাস্তি দেহাত্মতায়া এব বাধাদিত্যর্থঃ। যস্তু শাস্ত্রেষু মমকারপ্রতিষেধঃ স স্বাম্যস্যানিত্যতয়া বাচারম্ভণমাত্রত্বেনা-সত্যতাপর এবেতি ভাবঃ। পুরুষস্য চৈতন্যমিত্যত্রাপ্যস্তি ধর্ম্মিগ্রাহক মানবাধঃ। অনবস্থাভয়েন লাঘবাচ্চ দেহাদিব্যতিরিক্ততয়াত্মসিদ্ধৌ-চৈতন্যস্বরূপতাবগাহনাদিতি ॥ ৪ ॥

দেহাদিব্যতিরিক্ততয়া পুরুষমবধার্য্য তন্মুক্তিমবধারয়তি—

অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা ॥ ৫ ॥

সুগমম্ ॥ ৫ ॥

নন্থ দুঃখনিবৃত্ত্যা সুখস্যাপি নিবর্ত্তনাৎ তুল্যায়ব্যয়ত্বেন ন সা পুরুষার্থ ইতি তত্রাহ—

যথা দুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্য ন তথা সুখাদভিলাষঃ ॥ ৬ ॥

বিষয়বিধয়া হেতুতায়াং পঞ্চম্যৌ ক্লেশশ্চাত্র দ্বেষঃ। যথা দুঃখে দ্বেষে বলবত্তরো নৈবং সুখেঽভিলাষো বলবত্তরঃ, অপি তু তদপেক্ষয়া দুর্ব্বল

হইতেছে সত্য; পরন্তু আমার মন, আমার শরীর, ইত্যাদি উল্লেখ সেরূপ নহে। কারণ, অভীপ্সিত স্থলে অভেদে ভেদষষ্ঠী (বিভক্তি বিশেষ) হওয়া প্রমাহণাধিত। [শিলাপুত্র—নোড়া। পেষণ প্রস্তর। তাহা ও তাহার শরীর একই বস্তু। আমি ও আমার শরীর সেরূপ এক বস্তু নহে। যে শিলাপুত্র সেই শিলাপুত্রের শরীর, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সমুদায় প্রমাণ তদুভয়ের ভেদ বা ভিন্নতা নিষেধ করে; কিন্তু আমার ও শরীর, এ দুএর ভেদ কোনও প্রমাণ নিষেধ করে না ॥ ৪ ॥]

সূত্রার্থ :—পুরুষ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির দ্বারা কৃতার্থ হয় ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ :—কেননা বাহুল্য বিধায় দুঃখের প্রতি যত বিদ্বেষ, সুখের

ইত্যর্থঃ। তথা চ সুখাভিলাষং বাধিত্বাপি দুঃখদ্বেষো দুঃখনিবৃত্তাবেবেচ্ছাং জনয়তীতি ন তুল্যায়ব্যয়ত্বমিতি। তদুক্তম্—"অভ্যর্থনাভঙ্গভয়েন সাধুর্মাধ্যস্থ্যমিষ্টেঽপ্যবলম্বতেঽর্থে।" ইতি। যা তু নরকাদিদুঃখদর্শনেঽপি ক্ষুদ্রসুখপ্রবৃত্তিঃ সা রাগাদিদোষবশাদেবেতি ॥ ৬ ॥

সুখাপেক্ষয়া দুঃখস্য বহুলত্বাদপি দুঃখনিবৃত্তিরেব পুরুষার্থ ইত্যাহ—

কুত্রাপি কোঽপি সুখীতি ॥ ৭ ॥

অনন্ততৃণবৃক্ষপশুপক্ষিমনুষ্যাদিমধ্যে স্বল্পো মনুষ্যদেবাদিরেব সুখী ভবতীত্যর্থঃ। ইতি হেতৌ ॥ ৭ ॥

তদপি কাদাচিৎকং সুখং মধুবিষসম্পৃক্তান্নবদ্বিচারকাণাং হেয়মেবেত্যাহ—

তদপি দুঃখশবলমিতি দুঃখপক্ষে নিঃক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ ॥ ৮ ॥

তদপি পূর্ব্বসূত্রোক্তং সুখমপি দুঃখমিশ্রিতমিত্যতো দুঃখকোটৌ সুখদুঃখবিবেচকা নিঃক্ষিপন্ত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগসূত্রেণ—"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ।" ইতি।

প্রতি অভিলাষ তত নহে। [বস্তুতঃই সুখাভিলাষ অপেক্ষা দুঃখনিবৃত্তির অভিলাষ বলবান্ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থঃ-দেখা যায়, তৃণ বৃক্ষ পশু মনুষ্যাদি অনন্ত প্রাণীর মধ্যে কোন কোন প্রাণী (কোন মানুষ ও কোন দেবতা) সুখী ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থঃ—বিবেচক পুরুষ তাহাদের সে সুখকে দুঃখ মিশ্রিত দেখিয়া দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করেন। [তাহা বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায়; সুতরাং তাহা সুখ নহে। কিন্তু দুঃখ ॥ ৮ ॥]

বিষ্ণুপুরাণেঽপি—“যদ্ যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় জায়তে। তদেব দুঃখবৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি।” ইতি ॥ ৮ ॥

কেবলা দুঃখনিবৃত্তির্ন পুরুষার্থঃ কিন্তু সুখোপরক্তেতি মতমপাকরোতি—

সুখলাভাভাবাদপুরুষার্থত্বমিতি চেন্ন দ্বৈবিধ্যাৎ ॥ ৯ ॥

সুখলাভাভাবান্মোক্ষাখ্যদুঃখাভাবস্যাপুরুষার্থত্বমিতি চেন্ন। পুরুষার্থস্য দ্বৈবিধ্যাৎ। দ্বিপ্রকারত্বাৎ। সুখত্বদুঃখাভাবত্বাভ্যামিত্যর্থঃ। সুখী স্যাং দুঃখী ন স্যামিতি হি পৃথগেব লোকানাং প্রার্থনা দৃশ্যত ইতি ॥ ৯ ॥

শঙ্কতে—

নির্গুণত্বমাত্মনোঽসঙ্গত্বাদিশ্রুতেঃ ॥ ১০ ॥

নন্বাত্মনো নির্গুণত্বং সুখদুঃখমোহাদ্যখিলগুণশূন্যত্বং নিত্যমেব সিদ্ধম্। অসঙ্গত্বশ্রুতেঃ। বিকারহেতুসংযোগাভাবশ্রবণাৎ। তং বিনা চ গুণাখ্যবিকারাসম্ভবাৎ। অতো ন দুঃখনিবৃত্তিরপি পুরুষার্থো ঘটত ইত্যর্থঃ। নমু সংযোগং বিনা স্বয়মেব বিকারো ভবত্বিতি চেন্ন। “দাহায় নানলো বহ্নের্নাপঃ ক্লেদায় চাম্ভসঃ। তদ্দ্রব্যমেব তদ্দ্রব্যবিকারায় ন বৈ যতঃ ॥” কিঞ্চ স্বয়ংবিকারিত্বে মোক্ষো নৈবোপপদ্যতে। স্বয়ং মোহ-

সূত্রার্থ :—মোক্ষনামক দুঃখনিবৃত্তিকালে সুখানুভবের অভাব থাকে। তাই বলিয়া মোক্ষ অপুরুষার্থ, তাহা নহে। কারণ পুরুষার্থ দ্বিপ্রকার। সুখও পুরুষার্থ এবং দুঃখনিবৃত্তিও পুরুষার্থ। কেহ কেবল সুখ চায়, কেহ বা দুঃখনিবৃত্তি কামনা করে ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ :—শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায়, আত্মা অসঙ্গস্বভাব। অর্থাৎ নির্গুণ। সুতরাং সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি দু এর কিছুই প্রার্থনীয় নহে ॥ ১০ ॥

বিকারেণ পুনর্বন্ধপ্রসঙ্গতঃ॥" ইতি। তথা চোক্তং কৌর্ম্মে—"যত্ত্বাত্মা মলিনোঽস্বচ্ছো বিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ। ন হি তস্য ভবেন্মুক্তির্জ্জন্মান্তর-শতৈরপি॥" ইতি॥ ১০॥

সমাধত্তে—

পরমধর্ম্মত্বেঽপি তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ॥ ১১॥

সুখদুঃখাদিগুণানাং চিত্তধর্ম্মত্বেঽপি তত্রাত্মনি সিদ্ধিঃ প্রতিবিম্বরূপেণাবস্থিতিঃ, অবিবেকান্নিমিত্তাৎ। প্রকৃতিপুরুষসংযোগদ্বারেত্যর্থঃ। এতচ্চ প্রথমাধ্যায়ে প্রতিপাদিতম্। নিমিত্তত্বমবিবেকস্য ন দৃষ্টহানিরিতি তৃতীয়াধ্যায়সূত্রে চেতি। তথা চ স্ফটিকে লৌহিত্যমিব পুরুষে প্রতিবিম্বরূপেণ দুঃখসত্ত্বাৎ তন্নিবৃত্তিরেব পুরুষার্থঃ। প্রতিবিম্বদ্বারকদুঃখসম্বন্ধস্যৈব ভোগতয়া প্রতিবিম্বরূপেণৈব দুঃখস্য হেয়ত্বাদিতি॥ ১১॥

অবিবেকমূলঃ পুরুষে গুণবন্ধেঽবিবেকস্তু কিম্মূলক ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

অনাদিরবিবেকোঽন্যথা দোষদ্বয়প্রসক্তেঃ॥ ১২॥

অগৃহীতাসংসর্গকমুভয়বিষয়জ্ঞানমবিবেকঃ। স চ প্রবাহরূপেণানাদিশ্চিত্তধর্ম্মঃ প্রলয়ে বাসনারূপেণ তিষ্ঠতি। অন্যথা তস্য সাদিত্বে দোষ-

সূত্রার্থ:—সুখদুঃখাদি পরধর্ম্ম অর্থাৎ চিত্তধর্ম্ম হইলেও তাহা অবিবেক বশতঃ আত্মায় সিদ্ধি অর্থাৎ প্রতিবিম্বভাবে থাকা প্রমাণিত হয়। সেই প্রতিবিম্ব নিবৃত্তি পুরুষের প্রার্থনীয় হইতে পারে॥ ১১॥

সূত্রার্থ:—অবিবেক প্রবাহরূপে অনাদি। সাদি বলিতে গেলে দুই দোষ হয়। সে দুই দোষ সাদিত্বনির্ণয়ের প্রতিবন্ধক। [অবিবেক আপনা আপনি জন্মে, এ পক্ষে মুক্ত পুরুষের পুনর্বন্ধনাপত্তি ও কর্ম্মপ্রভব, এ পক্ষে কর্ম্মের কারণ অনুসন্ধানে অনবস্থা॥ ১২॥

ক্ষয়প্রসঙ্গাৎ। সাদিত্বে হি স্বত এবোৎপাদে মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তিঃ। কর্ম্মাদিজন্যত্বে চ কর্ম্মাদিকং প্রত্যাপি কারণত্বেনাবিবেকান্তরান্বেষণেঽনবস্থেত্যর্থঃ। অয়ং চাবিবেকো বৃত্তিরূপঃ প্রতিবিম্বাত্মনা পুরুষধর্ম্ম ইব ভবতীত্যতঃ পুরুষস্য বন্ধপ্রয়োজক ইতি প্রাগেবোক্তম্, বক্ষ্যতে চ॥ ১২॥

নন্বু চেদনাদিস্তর্হি নিত্যঃ স্যাদিতি তত্রাহ—

ন নিত্যঃ স্যাদাত্মবদন্যথানুচ্ছিত্তেঃ(ত্তিঃ)॥ ১৩॥

আত্মবন্নিত্যোঽখণ্ডানাদির্ন ভবতি কিন্তু প্রবাহরূপেণানাদিঃ। অন্যথানাদিভাবস্যোচ্ছেদানুপপত্তেরিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

বন্ধকারণমুক্ত্বা মোক্ষকারণমাহ—

প্রতিনিয়তকারণনাশ্যত্বমস্য ধ্বান্তবৎ॥ ১৪॥

অস্য বন্ধকারণস্যাবিবেকস্য শুক্তিরজতাদিস্থলে প্রতিনিয়তং যন্নাশকারণং বিবেকস্তন্নাশ্যত্বং তমোবৎ। অন্ধকারো হি প্রতিনিয়তেনালোকেনৈব নাশ্যতে নান্যসাধনেনেত্যর্থঃ। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—"অন্ধন্তম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্। যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে বিবেকজম্॥" ইতি॥ ১৪॥

বিবেকেনৈবাবিবেকো নাশ্যত ইতি প্রতিনিয়মস্য গ্রাহকমপ্যাহ—

সূত্রার্থ:—আত্মা যেমন অখণ্ড অনাদি, অবিবেক সেরূপ নহে। উহা প্রবাহাকারে অনাদি। প্রবাহাকার অনাদি ব্যতীত অখণ্ড অনাদির উচ্ছেদ নাই বা হয় না॥ ১৩॥

সূত্রার্থ:—অন্ধকার যেমন নির্দ্দিষ্টকারণনাশ্য, কেবলমাত্র আলোকনাশ্য; তেমনি, বন্ধনের কারণ অবিবেকও নির্দ্দিষ্টকারণনাশ্য অর্থাৎ বিবেক-নাশ্য॥ ১৪॥

অত্রাপি প্রতিনিয়মোঽন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥ ১৫ ॥

ধ্বান্তালোকয়োরিব প্রকৃতেঽপি প্রতিনিয়মঃ শুক্তিরজতাদিষন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যামেব গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ। অথবৈবং ব্যাখ্যেয়ম্। নন্থ বিবেকস্যাপি কিং প্রতিনিয়তং কারণং? তত্রাহ। অত্রাপি বিবেকেঽপি কারণনিয়মোঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামেব সিদ্ধঃ। শ্রবণমননিদিধ্যাসনরূপমেব কারণং ন তু কর্ম্মাদীতি। কর্ম্মাদিকং তু বহিরঙ্গমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বন্ধস্য স্বাভাবিকত্বাদিকং ন সম্ভবতীতি প্রথমপাদোক্তং স্মারয়তি—

প্রকারান্তরাসম্ভবাদবিবেক এব বন্ধঃ ॥ ১৬ ॥

বন্ধোঽত্র দুঃখযোগাখ্যবন্ধকারণম্। শেষং সুগমম্ ॥ ১৬ ॥

নন্থ মুক্তেরপি কার্য্যতয়া বিনাশাপত্ত্যা পুনর্ব্বন্ধঃ স্যাদিতি তত্রাহ—

ন মুক্তস্য পুনর্ব্বন্ধযোগোঽপ্যনাবৃত্তিশ্রুতেঃ ॥ ১৭ ॥

ভাবকার্য্যস্যৈব বিনাশিতয়া মোক্ষস্য নাশো নাস্তি "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। অপিশব্দঃ পূর্ব্বসূত্রোক্তার্থসমুচ্চয়ে ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ:—বিবেকেরও নিয়মিত কারণ আছে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। অন্বয়ে ও ব্যতিরেকে ঐ তিনের কারণতা সিদ্ধ হয় ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ:—অন্য প্রকার অসম্ভব বলিয়া অবিবেকই বন্ধন। [বন্ধন অর্থাৎ দুঃখসংযোগ। তাহা অবিবেক বশতঃই ঘটিয়াছে ॥ ১৬ ॥]

সূত্রার্থ:—মুক্ত হইলে আর তাহার বন্ধন হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, মুক্ত পুরুষের আবৃত্তি (পুনরাগম বা পুনঃ সংসার) নাই ॥ ১৭ ॥

অপুরুষার্থত্বমন্যথা ॥ ১৮ ॥

অন্যথা মুক্তস্যাপি পুনর্ব্বন্ধে প্রলয়বদেব মোক্ষস্যাপুরুষার্থত্বং পরমপুরুষার্থত্বাভাবো বা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অপুরুষার্থত্বে হেতুমাহ—

অবিশেষাপত্তিরুভয়োঃ ॥ ১৯ ॥

ভাবিবন্ধত্বসাম্যেনোভয়োর্ম্মুক্তবদ্ধয়োর্ব্বিশেষো ন স্যাৎ। ততশ্চাপুরুষার্থত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

নম্বেবং বদ্ধমুক্তয়োর্ব্বিশেষাভ্যুপগমে নিত্যমুক্তত্বং কথমুচ্যতে তত্রাহ।—

মুক্তিরন্তরায়ধ্বস্তের্ন পরঃ ॥ ২০ ॥

বক্ষ্যমাণান্তরায়স্য ধ্বংসাদতিরিক্তঃ পদার্থো ন মুক্তিরিত্যর্থঃ। যথাহি স্বভাবশুক্লস্য স্ফটিকস্য জপোপাধিনিমিত্তং রক্তত্বং শৌক্ল্যাবরকরূপং বিম্বমাত্রং ন তু জবোপধানেন শৌক্ল্যং নশ্যতি জবাপায়ে চোৎপদ্যতে। তথৈব স্বভাবনির্দুঃখস্যাত্মনো বুদ্ধ্যুপাধিকং দুঃখপ্রতিবিম্বং তদাবরকরূপং বিম্বমাত্রং ন তু বুদ্ধ্যুপধানেন দুঃখং জায়তে তদপায়ে চ নশ্যতীতি। অতো নিত্যমুক্ত আত্মা, বদ্ধমোক্ষৌ তু ব্যবহারিকাবিত্যবিরোধ ইতি ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ:—মুক্ত হইলেও যদি পুনর্ব্বন্ধন হইত তাহা হইলে মুক্তি পুরুষার্থপদবাচ্য হইত না। কেহই মুক্তিকামনা করিত না ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ:—ভাবি বন্ধন লক্ষ্য করিলে উভয়ের অর্থাৎ বদ্ধ মুক্তের কি বিশেষ (প্রভেদ) থাকে ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ:—মুক্তি অন্তরায়ধ্বংস অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিনাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। [প্রতিবন্ধক—অবিবেক অথবা প্রকৃতির প্রতিবিম্বন ॥ ২০ ॥

নন্বেবং বন্ধমোক্ষয়োর্মিথ্যাত্বে মোক্ষস্য পুরুষার্থতাপ্রতিপাদকশ্রুত্যাদি-বিরোধ ইত্যাহ—

তত্রাপ্যবিরোধঃ ॥ ২১ ॥

তত্রাপ্যন্তরায়ধ্বংসস্য মোক্ষত্বেঽপি পুরুষার্থত্বাবিরোধ ইত্যর্থঃ। দুঃখ-যোগবিয়োগাবেব হি পুরুষে কল্পিতৌ ন তু দুঃখভোগোঽপি। ভোগশ্চ প্রতিবিম্বরূপেণ দুঃখসম্বন্ধ ইত্যুক্ত প্রতিবিম্বরূপেণ দুঃখনিবৃত্তির্যথার্থৈব পুরুষার্থঃ। স এবান্তরায়ধ্বংসঃ। তাদৃশশ্চ মোক্ষো যথার্থ এবেতি ভাবঃ॥ ২১ ॥

নন্বন্তরায়ধ্বংসমাত্রং চেন্মুক্তিস্তর্হি শ্রবণমাত্রেণৈব তৎসিদ্ধিঃ স্যাৎ। অজ্ঞানপ্রতিবন্ধকণ্ঠচামীকরসিদ্ধিবদিতি তত্রাহ—

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥ ২২ ॥

উত্তমমধ্যমাধমাস্ত্রিবিধা জ্ঞানাধিকারিণঃ। তেন শ্রবণমাত্রানন্তরমেব মানসসাক্ষাৎকারঃ সর্ব্বেষামিতি ন নিয়ম ইত্যর্থঃ। অতো মন্দাধিকার-দোষাদ্বিরোচনাদীনাং শ্রবণমাত্রাচ্চিত্তবিলায়নক্ষমং মানসজ্ঞানং নোৎ-পন্নম্। ন তু শ্রবণস্য জ্ঞানজননাসামর্থ্যাদিতি॥ ২২ ॥

ন কেবলং শ্রবণমাত্রং জ্ঞানে দৃষ্টকারণমন্যদপীত্যাহ—

সূত্রার্থ :—অন্তরায়-ধ্বংসই মোক্ষ, এ সিদ্ধান্ত পুরুষার্থবিরোধী নহে। [দুঃখযোগ ও দুঃখবিয়োগ উভয়ই পুরুষে কল্পিত। অবিবেক গেলে দুঃখ থাকে না। সুতরাং অবিবেক নামক অন্তরায়ের ধ্বংসই পুরুষার্থ।] ২১ ॥

সূত্রার্থ :—শ্রবণমাত্রে বিবেক সাক্ষাৎকার হয় না। কারণ, বিবেকজ্ঞানের অধিকারী তিন প্রকার। উত্তম, অধম, মধ্যম। যাঁহারা উত্তমাধিকারী তাঁহাদেরই শ্রবণের অনন্তর তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। ২২ ॥

দার্ঢ্যার্থমুত্তরেষাম্ ॥ ২৩ ॥

শ্রবণাদুত্তরেষাং মননিদিধ্যাসনাদীনামন্তরায়ধ্বংসস্যাত্যন্তিকত্বরূপ-দার্ঢ্যার্থং নিয়ম ইত্যনুষজ্যতে ॥ ২৩ ॥

উত্তরাণ্যেব সাধনান্যাহ—

স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥ ২৪ ॥

আসনে পদ্মাসনাদিনিয়মো নাস্তি। যতঃ স্থিরং সুখং চ যৎ তদেবাসনমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

মুখ্যং সাধনমাহ।—

ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ ॥ ২৫ ॥

বৃত্তিশূন্যং যদন্তঃকরণং ভবতি তদেব ধ্যানম্, যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপঃ ইত্যর্থঃ। এতৎসাধনত্বেন ধ্যানস্য বক্ষ্যমাণত্বাদিতি ॥ ২৫ ॥

নন্বু যোগাযোগয়োঃ পুরুষস্যৈকরূপ্যাৎ কিং যোগেনেত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে।—

সূত্রার্থ:—মধ্যম ও অধম অধিকারীদিগের জন্য আত্যন্তিক-অন্তরায় ধ্বংসরূপ মোক্ষের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ শ্রবণের পর মননের ও নিদিধ্যাসনের বিধান হইয়াছে। ২৩ ॥

সূত্রার্থ:—স্বস্তিকাদি আসন অভ্যস্ত করিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। শরীর ও মন বিচলিত না হয় ও সুখকর হয়, এরূপ উপবেশন আসন নামে গণ্য। ২৪ ॥

সূত্রার্থ:—অন্তঃকরণ বিষয়পরিশূন্য অর্থাৎ বৃত্যান্তর-রহিত হইলে তাহা ধ্যান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ২৫ ॥

উভয়থাপ্যবিশেষশ্চেন্নৈবমুপরাগনিরোধাদ্বিশেষঃ ॥ ২৬ ॥

উপরাগনিরোধাদ্বৃত্তিপ্রতিবিম্বাপগমাদ্‌যোগাবস্থায়ামযোগাবস্থাতো বিশেষঃ পুরুষস্যেতি সিদ্ধান্তদলার্থঃ। শেষং ব্যাখ্যাতপ্রায়ম্ ॥ ২৬ ॥

নন্বু নিঃসঙ্গে কথমুপরাগস্তত্রাহ।—

নিঃসঙ্গেঽপ্যুপরাগোঽবিবেকাৎ ॥ ২৭ ॥

নিঃসঙ্গে যদ্যপি পারমার্থিক উপরাগো নাস্তি তথাপ্যুপরাগ ইব ভবতীতি কৃত্বা প্রতিবিম্ব এবোপরাগ ইতি ব্যবহ্রিয়তে উপরাগবিবেকিভিরিত্যর্থঃ।—

এতদেব বিবৃণোতি।—

জবাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্ত্বভিমানঃ ॥ ২৮ ॥

যথা জবাস্ফটিকয়োর্নোপরাগঃ কিন্তু জবাপ্রতিবিম্ববশাদুপরাগাভিমানমাত্রং রক্তঃ স্ফটিক ইতি, তথৈব বুদ্ধিপুরুষয়োর্নোপরাগঃ। কিন্তু

সূত্রার্থ :—উপরাগ নিরুদ্ধ হওয়ায় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ব পুরুষ হইতে অপগত হওয়ায় যোগাবস্থা অযোগাবস্থা অপেক্ষা বিশিষ্ট অর্থাৎ ভিন্ন। বুদ্ধির ছায়া অবরুদ্ধ না হইলে উভয় অবস্থা সমান। ২৬ ॥

সূত্রার্থ :—যদিও সঙ্গ বিবর্জ্জিত পুরুষে পারমার্থিক উপরাগ নাই তথাপি তিনি বুদ্ধির সহিত অবিবিক্তভা বশতঃ প্রতিবিম্ব দ্বারা উপরাগ প্রাপ্তের ন্যায় হন। ২৭ ॥

সূত্রার্থ :— উপরাগও বাস্তব নহে। জবাপুষ্প স্ফটক সন্নিহিত থাকিলেও স্বচ্ছস্বভাব স্ফটিকে জবার বাস্তব উপকার হয় না। জবার রক্তিমা স্ফটিকে অনুক্রান্ত হয় না। কিন্তু তাহা প্রতিবিম্বিত হয়। সেই প্রতিবিম্বে, স্ফটিক রাঙা, এই আভিমানিকী বুদ্ধি জন্মে। বুদ্ধি পুরুষের উপরাগ সেইরূপ জানিবে ২৮ ॥

বুদ্ধিপ্রতিবিম্ববশাদুপরাগাভিমানোঽবিবেকবশাদিত্যর্থঃ। অতঃ উপরাগ-তুল্যতয়া বৃত্তিপ্রতিবিম্ব এব পুরুষোপরাগ ইতি সূত্রদ্বয়পর্য্যবসিতোঽর্থঃ। স এব চ দুঃখাত্মকবৃত্তেরুপরাগো দুঃখনিবৃত্ত্যাখ্যমোক্ষস্যান্তরায়স্তস্য চ ধ্বংসশ্চিত্তলয়াৎ সোঽপি চ চিত্তবৃত্তিনিরোধাখ্যেনাসম্প্রজ্ঞাতযোগেনেত্যতো যোগাদেবান্তরায়ধ্বংসো ভবতীতি যোগশাস্ত্রস্যাপি সিদ্ধান্তঃ॥ ২৮॥

ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মন ইতি যোগ উক্তঃ তস্য সাধনান্যাচক্ষাণ এব যথোক্তোপরাগস্য নিরোধোপায়মাহ।—

ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ॥ ২৯॥

সমাধিদ্বারা ধ্যানং যোগস্য কারণং, ধ্যানস্য চ কারণং ধারণা, তস্যাশ্চ কারণমভ্যাসশ্চিত্তস্থৈর্য্যসাধনানুষ্ঠানমভ্যাসস্যাপি কারণং বিষয়বৈরাগ্যম্, তস্যাপি দোষদর্শনযমনিয়মাদিকমিতি পাতঞ্জলোক্তপ্রক্রিয়য়া তন্নিরোধে উপরাগনিরোধো ভবতি চিত্তবৃত্তিনিরোধাখ্যযোগদ্বারেত্যর্থঃ॥ ২৯॥

চিত্তনিষ্ঠধ্যানাদিনা পুরুষস্যোপরাগনিরোধে পূর্ব্বাচার্য্যসিদ্ধং দ্বারং দর্শয়তি।—

লয়বিক্ষেপয়োর্ব্যাবৃত্ত্যেত্যাচার্য্যাঃ॥ ৩০॥

ধ্যানাদিনা চিত্তস্য নিদ্রাবৃত্তেঃ প্রমাণাদিবৃত্তেশ্চ নিবৃত্ত্যা পুরুষস্যাপি বৃত্ত্যুপরাগনিরোধো ভবতি। বিম্বনিরোধে প্রতিবিম্বস্যাপি নিরোধা-

সূত্রার্থ:—যোগের কারণ ধ্যান, ধ্যানের কারণ ধারণা, ধারণার কারণ অভ্যাস অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্যসাধন। অপিচ অভ্যাস স্থায়ী হওয়ার কারণ বিষয়বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের কারণ বিষয়ের দোষ অনুসন্ধান। এবং রীতিতে উক্ত উপরাগের নিরোধ (অবসান) হইয়া থাকে। ২৯॥

সূত্রার্থ:—সাংখ্যাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, ধ্যানাদির দ্বারা লয়বৃত্তির ও বিক্ষেপবৃত্তির নিরোধ (অনুত্থান) হয় ও পুরুষে বৃত্ত্যুপরাগের শান্তি হইয়া থাকে। ৩০॥

দিতি পূর্ব্বাচার্য্যা আহুরিত্যর্থঃ । যথা পতঞ্জলিঃ "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র"ইতি সূত্রত্রয়েণৈ-তদেবাহ । তথা—'নিত্যঃ সর্ব্বত্রগো হ্যাত্মা বুদ্ধিসন্নিধিমত্তয়া । যথা যথা ভবেদ্‌বুদ্ধিরাত্মা তদ্বদিহেষ্যতে ॥" ইত্যাদিস্মৃতয়োঽপ্যেতদাহুরিতি । তদেবমসম্প্রজ্ঞাতযোগাদেব মোক্ষান্তরায়ধ্বংস ইতি প্রঘট্টকার্থঃ ॥ ৩০ ॥

ধ্যানাদৌ গুহাদিস্থাননিয়মো নাস্তীত্যাহ —

ন স্থাননিয়মশ্চিত্তপ্রসাদাৎ ॥ ৩১ ॥

চিত্তপ্রসাদাদেব ধ্যানাদিকম্ । অতস্তত্র ন গুহাদিস্থাননিয়ম ইত্যর্থঃ । শাস্ত্রে ত্বৌৎসর্গিকাভিপ্রায়েণৈবারণ্যগিরিগুহাদিস্থানং যোগস্যোদ্দিষ্টমিতি । অতএব ব্রহ্মসূত্রমপি । "যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ"ইতি ॥ ৩১ ॥

সমাপ্তো মোক্ষবিচার ইদানীং পুরুষাপরিণামিত্বায় জগৎকারণং বিচারয়তি ।—

প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতাঽন্যেষাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৩২ ॥

মহদাদীনাং কার্য্যত্বশ্রবণাৎ তেষাং মূলকারণতয়া প্রকৃতিঃ সিদ্ধ্যতী-ত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

নতু পুরুষ এবোপাদানং ভবতু তত্রাহ ।—

সূত্রার্থ :—ধ্যানাদির জন্য স্থানের নিয়ম নাই। যে স্থানে চিত্ত প্রসন্ন হয় সেই স্থানই ধ্যানযোগ্য । ৩১ ॥

সূত্রার্থ :—শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদি জন্মিয়াছে। সুতরাং প্রকৃতিই মূলকারণ ও অন্যান্য তত্ত্ব তাহার কার্য্য। ৩২ ॥

নিত্যত্বেঽপি নাত্মনো যোগ্যত্বাভাবাৎ ॥ ৩৩ ॥

গুণবত্ত্বং সঙ্গিত্বং চোপাদানযোগ্যতা, তয়োরভাবাৎ পুরুষস্য নিত্যত্বেঽপি নোপাদানত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

নম্বু বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতা ইত্যাদিশ্রুতেঃ পুরুষস্য কারণত্বাবগমাদ্বিবর্ত্তাদিবাদা আশ্রয়ণীয়া ইত্যাশঙ্ক্যাহ।—

শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্যাত্মলাভঃ ॥ ৩৪ ॥

পুরুষকারণতায়াং যে যে পন্থাঃ সম্ভাবিতাস্তে সর্ব্বে শ্রুতিবিরুদ্ধা ইত্যতস্তদভ্যুপগন্তৄণাং কুতার্কিকাধমানামাত্মস্বরূপজ্ঞানং ন ভবতীত্যর্থঃ। এতেনাত্মনি সুখদুঃখাদিগুণোপাদানত্ববাদিনোঽপি কুতার্কিকা এব, তেষামপ্যাত্মযথার্থজ্ঞানং নাস্তীত্যবগন্তব্যম্। আত্মকারণতাশ্রুতয়শ্চ শক্তিশক্তিমদভেদেনোপাসনার্থা এব। অজামেকামিত্যাদিশ্রুতিভিঃ প্রধানকারণতাসিদ্ধেঃ। যদি চাকাশস্যাভ্রাঙ্গবিষ্ঠানকারণতাবদাত্মনঃ কারণত্বমুচ্যতে তদা তন্ন নিরাকুর্ম্মঃ পরিণামস্যৈব প্রতিষেধাদিতি ॥ ৩৪ ॥

স্থাবরজঙ্গমাদিষু পৃথিব্যাদীনামেব কারণত্বদর্শনাৎ কথং প্রকৃতেঃ সর্ব্বোপাদনত্বং তত্রাহ—

সূত্রার্থ :—পুরুষ অনাদি নিত্য হইলেও তিনি অযোগ্য বলিয়া উপাদান কারণ (জগতের) নহেন। গুণ বা সম্বন্ধ হওয়ার জন্য পরিণাম শক্তি না থাকিলে তাহা কাহারও উপাদান হইতে পারে না। পুরুষ নির্গুণ ও অসঙ্গ। ৩৩ ॥

সূত্রার্থ :—পুরুষ জগৎকারণ, ইহা ব্যবস্থাপনার্থ যত কুতর্ক উদ্ভাবন করিবে সমস্তই শ্রুতিবাধিত সুতরাং স্থিতিশূন্য হইবে। ৩৪ ॥

পারম্পর্য্যেঽপি প্রধানানুবৃত্তিরণুবৎ ॥ ৩৫ ॥

স্থাবরাদিষু পরম্পরয়া কারণত্বেঽপি তেষু প্রধানস্যানুগমাদুপাদানত্বমক্ষতম্। যথাঙ্কুরাদিদ্বারকত্বেঽপি স্থাবরাদিষু পার্থিবাদ্যণূনামনুগমাদুপাদানত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অণুন্যায়েন প্রকৃতের্ব্যাপকত্বে প্রমাণমাহ—

সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাদ্বিভুত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

অব্যবস্থয়া সর্ব্বত্র বিকারদর্শনাৎ প্রধানস্য বিভুত্বম্। যথাপোর্ষটাদিব্যাপিত্বমিত্যর্থঃ। এতচ্চ প্রাগেব ব্যখ্যাতম্ ॥ ৩৬ ॥

নন্থ পরিচ্ছিন্নত্বেঽপি যত্র কার্য্যমুৎপদ্যতে তত্র গচ্ছতীতি বক্তব্যং তত্রাহ—

গতিযোগেঽপ্যাদ্যকারণতাহানিরণুবৎ ॥ ৩৭ ॥

গতিস্বীকারেঽপি পরিচ্ছিন্নতয়া মূলকারণত্বাভাবঃ পার্থিবাদ্যণুদৃষ্টান্তে

সূত্রার্থ ঃ—প্রকৃতি স্থাবর পদার্থেরও কারণ সত্য; কিন্তু সাক্ষাৎ কারণ নহে। যেমন পরমাণু কারণ-বাদীর মতে পরম্পরাসম্বন্ধেও পরমাণুর কারণতা অঙ্গীকৃত হয়, তেমনি, সাংখ্যমতেও পরিণামপরম্পরায় প্রকৃতির কারণতা স্বীকৃত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ ঃ—সর্ব্বত্রই প্রাকৃতিক পরিণাম দৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রকৃতি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিনী বা পরিপূর্ণা ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ ঃ—প্রকৃতি গতিশীলা, এরূপ বলিতে গেলে তাঁহাকে পরমাণু প্রভৃতির ন্যায় নিয়মিত পদার্থ বলিতে হয় এবং তাহাতে তাঁহার মূল কারণতার হানি হয় ভাবার্থ এই যে, প্রকৃতি পরমাণু প্রভৃতির ন্যায় পরিমিত বা পরিচ্ছিন্না নহেন। তিনি অপরিমিতা। পরিমিত পদার্থই এক হইতে অন্য স্থানে যায়। ৩৭ ॥

নেত্যর্থঃ। অথবেখং ব্যাখ্যেয়ম্। নমু ত্রিগুণাত্মকপ্রধানস্যাত্মোহন্ত-সংযোগার্থং শ্রুতিস্মৃতিষু ক্রিয়া ক্ষোভাখ্যা শ্রূয়তে, ক্রিয়াবত্বাচ্চ তত্বাদি-দৃষ্টান্তেন মূলকারণত্বাভাব ইত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি। গতিযোগেঽপ্যাদ্য-কারণতাহানিরণুবৎ। গতিঃ ক্রিয়া, তৎসত্বেঽপি মূলকারণতায়া অহানির্যথা বৈশেষিকমতে পার্থিবাদ্যণূনামিত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

নমু পৃথিব্যাদীনাং নবানামেব দ্রব্যাণাং দর্শনাং কথং পৃথিবীত্বাদি-শূন্যং প্রধানাখ্যং দ্রব্যং ঘটতে। ন চ প্রধানং দ্রব্যমেব মাস্তিতি বাচ্যম্। সংযোগবিভাগপরিণামাদিভির্দ্রব্যত্বসিদ্ধেরিতি তত্রাহ—

প্রসিদ্ধাধিক্যং প্রধানস্য ন নিয়মঃ॥ ৩৮॥

প্রসিদ্ধনবদ্রব্যাধিক্যমেব প্রধানস্য, অতো নবৈব দ্রব্যাণীতি ন নিয়ম ইত্যর্থঃ। অষ্টানামেব কার্য্যত্বশ্রবণং চাত্র তর্ক ইতি ভাবঃ॥ ৩৮॥

কিং সত্বাদয়ো গুণা এব প্রকৃতিঃ, অথবা গুণত্রয়রূপদ্রব্যত্রয়াধারভূতা প্রকৃতিরিতি সংশয়েঽবধারয়তি—

সত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ॥ ৩৯॥

সত্বাদিগুণানাং প্রকৃতিধর্ম্মত্বং নাস্তি প্রকৃতিস্বরূপত্বাদিত্যর্থঃ। যদ্যপি শ্রুতিস্মৃতিষূভয়মেব শ্রূয়তে তথাপি লাঘবাদি তর্কতঃ স্বরূপত্বমেবাব-ধার্য্যতে নতু ধর্ম্মত্বম্। তথাহি সত্বাদিত্রয়ং কিং প্রকৃতেঃ কার্য্যরূপো

সূত্রার্থ:—প্রকৃতি বৈশেষিকাদি প্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি পদার্থের অতিরিক্ত। দ্রব্যাদি ৯ কিংবা প্রমাণাদি ১৬ পদার্থ আছে, অধিক নাই, এরূপ নির্দ্দেশ বা নিয়ম অসম্ভব॥ ৩৮॥

সূত্রার্থ:—সত্বাদি গুণ প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে। উহারা প্রকৃতির স্বরূপ॥ ৩৯॥

ধর্ম্মোঽথবাকাশস্থ বায়ুবৎ সংযোগমাত্রেণ নিত্য এব ধর্ম্মঃ স্যাৎ। আদ্যে একস্যা এব প্রকৃতের্দ্রব্যান্তরসঙ্গং বিনা বিচিত্রগুণত্রয়োৎপত্ত্যসম্ভবঃ। দৃষ্টবিরুদ্ধকল্পনানৌচিত্যং চ। অন্ত্যে নিত্যেভ্য এব সত্ত্বাদিভ্যোঽন্যোঽন্য-সঙ্গেন বিচিত্রসকলকার্য্যোপপত্তৌ তদতিরিক্তপ্রকৃতিকল্পনাবৈয়র্থ্যমিতি সত্ত্বাদীনাং প্রকৃতিকার্য্যত্বাদিবচনানি চাংশতঃ প্রকাশাদিকার্য্যোপহিত-তন্মাভিব্যক্ত্যাদিকমেব বোধয়ন্তি। যথা পৃথিবীতে ঘটোৎপত্তি-রিতি॥ ৩৯॥

প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনমবধারয়তি নিষ্প্রয়োজনপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে মোক্ষানুপপত্তেরিতি—

অনুপভোগেঽপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্যোষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ ॥৪০॥

তৃতীয়াধ্যায়স্থে "প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থা" ইত্যাদিসূত্রে ব্যাখ্যাতমিদম্। ৪০।
বিচিত্রসৃষ্টৌ নিমিত্তকারণমাহ—

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্॥ ৪১॥

কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, সুগমমন্যৎ॥ ৪১॥

ননু ভবতু প্রধানাৎ সৃষ্টিঃ, প্রলয়স্তু কস্মাৎ। ন হ্যেকস্মাৎ কারণা-দ্বিরুদ্ধকার্য্যদ্বয়ং ঘটতে, তত্রাহ—

সূত্রার্থঃ—প্রকৃতি নিজ ভোগার্থ সৃষ্টি করেন না। তিনি উষ্ট্রের কুঙ্কুম বহনের ন্যায় পুরুষভোগার্থ সৃজন করেন। [এ সূত্র ৩ অধ্যায়ে আর এক বার বলা হইয়াছে।]॥ ৪০॥

সূত্রার্থ—জীবের উপার্জিত কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম অতীব বিচিত্র অর্থাৎ অনন্ত প্রকার। সেইজন্য তদনুযায়ী সৃষ্টিও বিচিত্রা অর্থাৎ অনন্ত প্রকার॥ ৪১॥

সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্ ॥ ৪২ ॥

সত্ত্বাদিগুণত্রয়ং প্রধানম্, তেষাং চ বৈষম্যং ন্যূনাতিরিক্তভাবেন সংহননং, তদভাবঃ সাম্যং তাভ্যাং হেতুভ্যামেকস্মাদেব সৃষ্টিপ্রলয়রূপ বিরুদ্ধকার্য্যদ্বয়ং ভবতীত্যর্থঃ। স্থিতিস্তু সৃষ্টিমধ্যে প্রবিষ্টেত্যাশয়েন তৎকারণত্বং প্রধানস্য ন পৃথগ্বিচারিতম্ ॥ ৪২ ॥

নন্থ প্রধানস্য সৃষ্টিস্বাভাব্যাজ্‌জ্ঞানোত্তরমপি সংসারঃ স্যাৎ তত্রাহ—

বিমুক্তবোধান্ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ ॥ ৪৩ ॥

বিমুক্ততয়া পুরুষসাক্ষাৎকারাদ্ধেতোঃ প্রধানস্য তৎপুরুষার্থং পুনঃ সৃষ্টির্ন ভবতি। কৃতার্থত্বাৎ। লোকবৎ। যথা লোকা অমাত্যাদয়ো রাজ্ঞোঽর্থং সম্পাদ্য কৃতার্থাঃ সন্তো ন পুনঃ রাজার্থং প্রবর্ত্তন্তে, তথৈব প্রধানমিত্যর্থঃ। বিমুক্তমোক্ষার্থং হি প্রধানপ্রবৃত্তিরিত্যুক্তম্। স চ জ্ঞানান্নিষ্পন্ন ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

নন্থ প্রধানস্য সৃষ্ট্যুপরমো নাস্তি। অজ্ঞানাং সংসারদর্শনাৎ। তথা চ প্রধানসৃষ্ট্যা মুক্তস্যাপি পুনর্বন্ধঃ স্যাৎ তত্রাহ—

সূত্রার্থ :—সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ কখন সমান ও কখন অসমান হয়। সেই কারণের কখন সৃষ্টি ও কখন প্রলয় হয়। সাম্যকালে প্রলয় ও বৈষম্যকালে সৃষ্টি ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ :—যে-পুরুষ আপনাকে বিমুক্ত বোধ করেন, জ্ঞান দ্বারা আপনার মুক্তস্বভাব মানস প্রত্যক্ষে অবগত হন, প্রকৃতি সে পুরুষের সম্বন্ধে (নিকট) সৃষ্টি করেন না। আপনার পরিণামক্রম দেখান না। যেমন দেখা যায়, ইহলোকে ভৃত্যেরা রাজার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া কৃতার্থ হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষকে মুক্ত করিয়া কৃতার্থা হন। আর কিছু করেন না ॥ ৪৩ ॥

নান্যোপসর্পণেঽপি মুক্তোপভোগো নিমিত্তাভাবাৎ ॥ ৪৪ ॥

কার্য্যকারণসঙ্ঘাতাদিসৃষ্ট্যান্যান্ প্রতি প্রধানস্যোপসর্পণেঽপি ন মুক্তস্যোপভোগো ভবতি, নিমিত্তাভাবাৎ। উপভোগে নিমিত্তানাং স্বোপাধিসংযোগবিশেষতৎকারণাবিবেকাদীনামভাবাদিত্যর্থঃ। ইদমেব হি মুক্তং প্রতি প্রধানস্যৈ্যপরমো যৎ তদ্ভোগহেতোঃ স্বোপাধিপরিণামবিশেষস্য জন্মাখ্যস্যানুৎপাদনমিতি ॥ ৪৪ ॥

নম্বিয়ং ব্যবস্থা তদা ঘটেত, যদি পুরুষবহুত্বং স্যাৎ, তদেব ত্বাত্মাদ্বৈতশ্রুতিবাধিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ।—

পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ ॥ ৪৫ ॥

"যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তবন্ধমোক্ষব্যবস্থাত এব পুরুষবহুত্বং সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

ননূপাধিভেদাদ্বন্ধমোক্ষব্যবস্থা স্যাৎ তত্রাহ।—

উপাধিশ্চেৎ তৎসিদ্ধৌ পুনর্দ্বৈতম্ ॥ ৪৬ ॥

উপাধিশ্চেৎ স্বীক্রিয়তে তর্হ্যুপাধিসিদ্ধ্যৈব পুনরদ্বৈতভঙ্গ ইত্যর্থঃ।

সূত্রার্থ :—প্রকৃতি অন্য পুরুষের উপসর্পণা করিলেও অর্থাৎ অন্যের জন্য সৃষ্টি করিলেও (পরিণতা হইলেও) নিমিত্ত না থাকায় তাহার দ্বারা মুক্ত পুরুষের ভোগ জন্মে না। সে পুরুষের উপাধি—স্থূল সূক্ষ্ম শরীর—তাহা তাহার সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়। কাযেই সে পুরুষে সৃষ্টি দর্শন অনন্তকালের নিমিত্ত স্থগিত বা তিরোহিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ :—সুখদুঃখাদির সুব্যবস্থা দৃষ্টে পুরুষের অনেকত্ব অনুমিত হয়। পুরুষ বা আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন, এক নহে। ৪৫ ॥

সূত্রার্থ :—আত্মা এক, উপাধিই অনেক, উপাধির ভেদে উপহিতের মোক্ষ, এরূপ স্বীকার করিতে গেলে দ্বৈতবাদ ভঙ্গ হইবে। ৪৬ ॥

বস্তুতস্তূপাধিভেদেঽপি ব্যবস্থা ন সম্ভবতীতি প্রথমাধ্যায় এব প্রপঞ্চিতম্ ॥ ৪৬ ॥

ননূপাধয়োঽপ্যাবিদ্যকা ইতি ন তৈরদ্বৈতভঙ্গ ইত্যাশঙ্কায়ামাহ।—

দ্বাভ্যামপি প্রমাণবিরোধঃ ॥ ৪৭ ॥

পুরুষোঽবিদ্যে'তি দ্বাভ্যামপ্যঙ্গীকৃতাভ্যামদ্বৈতপ্রমাণস্য শ্রুতের্ব্বিরোধস্তদবস্থ এবেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ অপরমপি দূষণদ্বয়মাহ।—

দ্বাভ্যামপ্যবিরোধান্ন পূর্ব্বমুত্তরং চ সাধকাভাবাৎ ॥৪৮॥

দ্বাভ্যামপ্যঙ্গীকৃতাভ্যাং হেতুভ্যাং পূর্ব্বং পূর্ব্বপক্ষো ভবতাং ন ঘটতে। অস্মাভিরপি প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি দ্বয়োরেবাঙ্গীকারাৎ। বিকারস্যানিত্যতয়া বাচারম্ভণমাত্রতয়া অস্মাভিরপীষ্টত্বাৎ। নন্ু পুরুষনানাত্বস্বীকারাৎ প্রকৃতের্নিত্যত্বস্বীকারাচ্চাস্ত্যেবাস্মদ্বিরোধ ইত্যাশঙ্ক্য দূষণান্তরমাহ। উত্তরং চেত্যাদিনা। অদ্বৈতবাদিনামুত্তরং সিদ্ধান্তশ্চ ন ঘটতে। আত্মসাধকপ্রমাণস্যাভাবাৎ। তদঙ্গীকারে চ তেনৈবাদ্বৈতহানিরিতি জিতং নৈরাত্ম্যবাদিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

নন্ু স্বপ্রকাশত আত্মা সেৎস্যতি তত্রাহ।—

সূত্রার্থ:—আত্মা ও **অবিদ্যা, উভয়ই স্বীকার শ্রুতিপ্রমাণবিরোধী। ৪৭ ॥**

সূত্রার্থ:—পুরুষ (আত্মা) ও অবিদ্যা, উভয় স্বীকারে একাত্মবাদীর পূর্ব্বপক্ষ থাকে না। বিঘটিত হইয়া যায়। কেন না, সাঙ্খ্যও প্রকৃতি ও পুরুষ অঙ্গীকার করেন। এবং বিকারমিথ্যাত্বও স্বীকার করেন; অপিচ, সাধক অর্থাৎ প্রমাণ না থাকায় অদ্বৈতবাদীর উত্তরবাদীর উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্তে ভঙ্গ হইয়া যায়।

যাহারা বলে, কেবল আত্মাই আছে, অন্য কিছু নাই, তাহারা কি দিয়া আত্মা থাকা প্রমাণিত করিবে ॥ ৪৮ ॥

প্রকাশতস্তৎসিদ্ধৌ কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধঃ ॥ ৪৯ ।

চৈতন্যরূপপ্রকাশতশ্চৈতন্যসিদ্ধৌ কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ ইত্যর্থঃ। প্রকাশ্য-প্রকাশসম্বন্ধে হি প্রকাশনমালোকাদিষু দৃষ্টম্, স্বস্য সাক্ষাৎ স্বস্মিন্ সম্বন্ধশ্চ বিরুদ্ধ ইতি। অস্মন্মতে তু বুদ্ধিবৃত্ত্যাখ্যপ্রমাণাঙ্গীকারাৎ তদ্দ্বারা প্রতি-বিম্বরূপস্য স্বস্য বিম্বরূপে স্বস্মিন্ সম্বন্ধো ঘটতে। যথা সূর্য্যো জলদ্বারা প্রতিবিম্বরূপস্বসম্বন্ধ ইতি ভাবঃ। আত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বশ্রুতিস্থনন্যো-পাধিকপ্রকাশাদিপরা বোধ্যা ॥ ৪৯ ॥

ননু নাস্তি কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধঃ স্বনিষ্ঠপ্রকাশধর্ম্মদ্বারা স্বস্য স্বসম্বন্ধসম্ভবাৎ। যথা বৈশেষিকাণাং স্বনিষ্ঠজ্ঞানদ্বারা স্বস্য স্বয়ং বিষয় ইতি তত্রাহ।—

জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ ॥ ৫০ ॥

চেতনে প্রকাশরূপধর্ম্মঃ সূর্য্যাদিষ্বিব নাস্তি, কিন্তু চিৎস্বরূপ এব পদার্থো জড়ং প্রকাশয়তি। যতো জড়ব্যাবৃত্তিমাত্রেণ চিদিত্যুচ্যতে ন তু জড়বিলক্ষণধর্ম্মবত্তয়েত্যর্থঃ। অত এব নির্ধর্ম্মতয়া "স এষ নেতি

সূত্রার্থ:—কেবলমাত্র প্রকাশের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধি (প্রমাণিত) সম্ভবে না। তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ দোষ আছে। প্রকাশ্য ও প্রকাশক উভয়ের অবস্থান ব্যতীত একের অবস্থান অপ্রমাণ। যে কর্ত্তা সে-ই কর্ম্ম, ইহা দৃষ্টবিরুদ্ধ। প্রকাশ্য বস্তু না থাকিলে প্রকাশ রূপী আত্মা কাহাকে প্রকাশ করিবে? আপনিই, আপনাকে প্রকাশ করিবে, ইহা সর্ব্বথা অসঙ্গত। তিনি প্রকাশক কিন্তু তাঁহার প্রকাশ্য কৈ? প্রকাশ্য থাকা আবশ্যক। প্রকাশের কর্ম্ম অর্থাৎ প্রকাশ্য পৃথক্ থাকা আবশ্যক। ৪৯ ॥

সূত্রার্থ:—জড়ত্ববিপরীত চৈতন্য আত্মার বা পুরুষের স্বরূপ এবং তাহাই জড়ের প্রকাশক। জড় তাহার প্রকাশ্য। ৫০ ॥

নেতি"ইত্যেব শ্রুত্যোপদিশ্যতে ন তু বিধিমুখতয়েতি। তথা চ স্মৃতিরপি। "ইদং তদিতি নির্দ্দেষ্টুং গুরুণাপি ন শক্যতে।" ইতি। জড়ব্যাবৃত্তাবিতি পাঠেঽপি হেতৌ সপ্তম্যায়মেবার্থঃ। অস্মিংশ্চ সূত্রে জড়মেব প্রকাশয়তি চিদ্রূপো নত্বাত্মানমিতি নার্থঃ, তথা সতি হি তস্যাজ্ঞেয়ত্বেন সাধকাভাবরূপং বাধকং পরেষূপন্যাসানর্হম্। স্বস্যাপি তুল্যন্যায়ত্বাদিতি ॥ ৫০ ॥

নন্বেবং প্রমাণান্তরোধেন দ্বৈতসিদ্ধাবদ্বৈতশ্রুতেঃ কা গতিস্তত্রাহ।—

ন শ্রুতিবিরোধো রাগিণাং বৈরাগ্যায় তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫১ ॥

অদ্বৈতশ্রুতিবিরোধস্তু নাস্তি, রাগিণাং পুরুষাতিরিক্তে বৈরাগ্যায়ৈব শ্রুতিভিরদ্বৈতসাধনাৎ। পুরুষজ্ঞান ইব দ্বৈতাভাবজ্ঞানে স্বতন্ত্রফলান্তরাশ্রবণাৎ। তচ্চ বৈরাগ্যং সদদ্বৈতেনৈবোপপদ্যতে, সত্ত্বং চ কূটস্থত্বমিত্যর্থঃ। অতএব শ্রুতিরপি "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিনা সদদ্বৈতমেব ছান্দোগ্যে প্রতিপাদিতবতীতি ভাবঃ ॥৫১॥

ন কেবলমুক্তযুক্ত্যৈবাদ্বৈতবাদিনো হেয়াঃ,অপি তু জগদসত্যতাগ্রাহকপ্রমাণাভাবেনাপীত্যাহ।—

জগৎসত্যত্বমদুষ্টকারণজন্যত্বাদ্বাধকাভাবাৎ ॥ ৫২ ॥

নিদ্রাদিদোষদুষ্টান্তঃকরণাদিজন্যত্বেন স্বাপ্নবিষয়-শঙ্খপীতিমাদীনামসত্যত্বং লোকে দৃষ্টম্, তচ্চ মহদাদিপ্রপঞ্চে নাস্তি। তৎকারণস্য প্রকৃতেহিরণ্যগর্ভবুদ্ধেশ্চাদুষ্টত্বাৎ। "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"ইত্যাদিশ্রবণাৎ। "নন্বু নেহ

সূত্রার্থ ঃ—দ্বৈত (চিৎ ও জড়) পরমার্থ অর্থাৎ মূলতত্ত্ব হইলেও তাহা অদ্বৈতবাদিনী শ্রুতির অবিরুদ্ধ। অদ্বৈতবাদিনী শ্রুতি রাগীর বিষয়বৈরাগ্যার্থ অভিহিত। পূর্ব্বে এ কথা বলা হইয়াছে। ৫১ ॥

সূত্রার্থ ঃ—এই জগৎ রজ্জুদৃষ্ট সর্পের ন্যায় মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্য।

নানাস্তি কিঞ্চন"ইত্যাদিশ্রুত্যা বাধিতত্বেনাবিদ্যাদিনামা কশ্চনানাদির্দ্দোষঃ কল্পনীয়স্তত্রাহ। বাধকাভাবাদিতি। অয়ং ভাবঃ। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"ইত্যাদিশ্রুতয়ো যাঃ পরৈঃ প্রপঞ্চবাধকতয়াভিপ্রেয়ন্তে তাঃ প্রকরণানুসারেণ বিভাগাদিপ্রতিষেধিকা এব, ন তু প্রপঞ্চাত্যন্ততুচ্ছতাপরাঃ। স্বস্যাপি বাধাপত্ত্যা স্বার্থাসাধকত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন হি স্বপ্নকালীনশব্দস্য বাধে তজ্জ্ঞাপিতোঽপ্যর্থঃ পুনর্ন সন্দিহ্যত ইতি। তস্মাদাত্মবিঘাতকতয়া শ্রুতয়ো ন প্রপঞ্চস্যাত্যন্তবাধপরা ইতি। তত্র "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"-ইত্যাদিশ্রুতের্ব্রহ্মবিভক্তং কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ। "সর্ব্বং সমাপ্নোসি ততোঽসি সর্ব্ব." ইত্যাদিস্মৃত্যেকবাক্যত্বাৎ। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"ইত্যাদিশ্রুতেস্তু নিত্যতারূপপারমার্থিক-সত্তাবিরহোঽর্থঃ, অন্যথা মৃত্তিকাদৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ, ন হি লোকে মৃত্তিকাবিকারাণামত্যন্ততুচ্ছত্বং সিদ্ধং যেন দৃষ্টান্ততা স্যাদিতি। "ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥" ইত্যাদিশ্রুতেস্ত্বাত্মাতিরিক্তস্য কূটস্থনিত্যতারূপাতি-পরমার্থসত্তাবিরহোঽর্থঃ। কিঞ্চাত্মনো নিরোধাদ্যভাবোঽর্থঃ। অন্যথৈতদৃশজ্ঞানস্য মোক্ষফলকত্বপ্রতিপাদনবিরোধাৎ। ন হি মোক্ষো মিথ্যেতি প্রতিপাদ্য মোক্ষস্য ফলত্বমপ্রমত্তঃ প্রতিপাদয়তীতি। যাশ্চাত্মৈক্য-শ্রুতয়স্তাস্তু প্রথমাধ্যায় এব ব্যাখ্যাতাঃ। ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে চৈতা অন্যাশ্চ শ্রুতয়োঽস্মাভির্ব্ব্যাখ্যাতা ইতি দিক্॥ ৫২॥

ন কেবলং বর্ত্তমানদশায়ামেব প্রপঞ্চঃ সন্ অপি তু সদৈবেত্যাহ।—

হেতু এই যে, ইহা অদৃষ্টকারণপ্রভব ও বাধকপ্রমাণবিবর্জ্জিত। এ কথাও পূর্ব্বে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৫২॥

প্রকারান্তরাসম্ভবাৎ সদুৎপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বোক্তযুক্তিভিরসদুৎপাদাসম্ভবাৎ সূক্ষ্মরূপেণ সদেবোৎপদ্যতেঽভিব্যক্তং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োর্বৈয়ধিকরণ্যেঽপি ব্যবস্থামুপপাদয়তি সূত্রাভ্যাম্।—

অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ ॥ ৫৪ ॥

অভিমানবৃত্তিকমন্তঃকরণমহঙ্কারঃ, স এব কৃতিমান্। অভিমানোত্তরমেব প্রায়শঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, ন তু পুরুষঃ, অপরিণামিত্বাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বং চ ধর্ম্মাদিকং বুদ্ধেরিতি যদুক্তং, তদেকস্যৈবান্তঃকরণস্য বৃত্তিমাত্রভেদাশয়েন ॥ ৫৪ ॥

চিদবসানা ভুক্তিস্তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাৎ ॥ ৫৫ ॥

অহঙ্কারস্য কর্ত্তৃত্বেঽপি ভোগশ্চিত্যেব পর্য্যবসন্নো ভবতি। অহঙ্কারস্য সংহতত্বেন পরার্থত্বাৎ। নন্বেবমন্যনিষ্ঠকর্ম্মণান্যস্য ভোগে পুরুষবিশেষনিয়মো ন স্যাৎ তত্রাহ। তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাদিতি। অহঙ্কারেণার্জ্জিতং তস্যাশ্চিতো যৎ কর্ম্ম, তজ্জন্যত্বাদ্ভোগস্যেত্যর্থঃ। তথা চ যোঽহঙ্কারো যৎ

সূত্রার্থ:—অন্য প্রকার সম্ভবে না বলিয়া সতেরই উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয়। [এই সৎকার্য্যবাদের তথ্য বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে। ৫৩ ॥

সূত্রার্থ:—যে কিছু কর্ত্তৃত্ব, সমস্তই অহঙ্কারনিষ্ঠ, পুরুষনিষ্ঠ নহে। ৫৪ ॥

সূত্রার্থ:—অহঙ্কার কর্ত্তা সত্য; কিন্তু ভোগ চিদাত্মায় পর্য্যবসন্ন। ভোগ = প্রতিবিম্বিত হওয়া। এক অহঙ্কারের কর্ম্মে অন্য পুরুষের ভোগ হয় না। যে পুরুষের অহঙ্কার, সেই পুরুষ সেই কর্ম্ম উপার্জ্জন করে এবং তাহা সেই পুরুষের ভোগ জন্মায়। তাহারই সহিত তাহার সম্বন্ধ, অন্যের সহিত নহে। ৫৫ ॥

পুরুষমাদায়াচেতনেঽহং মমেতি বৃত্তিং করোতি, তস্যাহঙ্কারস্য কর্ম্ম তস্যাত্মন উচ্যতে। তেনৈব চ কর্ম্মণা তত্রাত্মনি ভোগোঽর্জ্যত ইতি নাতিপ্রসঙ্গ ইত্যাশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মলোকান্তগতিভির্নাস্তি নিষ্কৃতিরিতি পূর্ব্বোক্তে কারণং দর্শয়তি ।—

চন্দ্রাদিলোকেঽপ্যাবৃত্তির্নিমিত্তসদ্ভাবাৎ ॥ ৫৬ ॥

নিমিত্তমবিবেককর্ম্মাদিকম্। সুগমমন্যৎ ॥ ৫৬ ॥

নন্তু তত্তল্লোকবাসিজনোপদেশাদনাবৃত্তিঃ স্যাৎ তত্রাহ ।—

লোকস্য নোপদেশাৎ সিদ্ধিঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ৫৭ ॥

যথা পূর্ব্বস্য মনুষ্যলোকস্যোপদেশমাত্রান্ন সিদ্ধিজ্ঞাননিষ্পত্তিঃ, এবং তত্তল্লোকস্থলোকস্যোপদেশমাত্রাৎ তদ্গতানাং জ্ঞাননিষ্পত্তির্ন নিয়মেন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

নন্বেবং ব্রহ্মলোকাদনাবৃত্তিশ্রুতেঃ কা গতিস্তত্রাহ ।—

পারম্পর্য্যেণ তৎসিদ্ধৌ বিমুক্তিশ্রুতিঃ ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মলোকাদিগতানাং শ্রবণমননাদিপরম্পরয়া প্রায়শো জ্ঞানসিদ্ধৌ সত্যাং বিমুক্তিশ্রবণম্, ন তু সাক্ষাদ্গতিমাত্রেণেত্যর্থঃ। প্রায়িকত্বাদন্যলোকাদ্বিশেষ ইতি ॥ ৫৮ ॥

সূত্রার্থ ঃ—কর্ম্মবলে চন্দ্রলোকাদি প্রাপ্ত হইলেও কারণযোগ থাকায় আবৃত্তি অর্থাৎ এতল্লোকে পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। ৫৬ ॥

সূত্রার্থ ঃ - লোকবিষয়ক উপদেশে সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান হয় না। ৫৭ ॥

সূত্রার্থ ঃ ব্রহ্মলোকে, গোলোকে ও শিবলোকে গেলে সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি হয় সত্য ; পরন্তু তাহা ক্রমপরম্পরায়। সেই সেই লোকে গেলে তথায় বিবেকসাক্ষাৎকার হয়, পরে মুক্তি হয়। কিন্তু সকলের হয় না। সকলের কেন হয় না ? তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৫৮ ॥

পরিপূর্ণত্বেঽপ্যাত্মনো গতিশ্রুতিমুপপাদয়তি ।—

গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেঽপ্যুপাধিযোগাদ্ভোগ-দেশকাললাভো ব্যোমবৎ ॥ ৫৯ ॥

ব্যাপকত্বেঽপ্যাত্মনো গতিশ্রবণানুরোধেন ভোগদেশস্য কালবশাল্লাভঃ সিদ্ধ্যতি । ব্যোমবদুপাধিযোগেনেত্যর্থঃ । যথা হ্যাকাশস্য পূর্ণত্বেঽপি দেশবিশেষগতির্ঘটাদ্যুপাধিযোগাদ্ব্যবহ্রিয়তে তথৈবেতি । তথা চ শ্রুতিঃ— "ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা । ঘটো নীয়তে নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ ॥" ইতি ॥ ৫৯ ॥

ভোক্তুরধিষ্ঠানাদ্ভোগায়তননির্ম্মাণমিতি যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি সূত্রাভ্যাম্ ।—

অনধিষ্ঠিতস্য পূতিভাবপ্রসঙ্গান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৬০ ॥

ভোক্ত্রনধিষ্ঠিতস্য শুক্রাদেঃ পূতিভাবপ্রসঙ্গান্ন পূর্ব্বোক্তভোগায়তন-সিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

নন্বধিষ্ঠানং বিনৈবাদৃষ্টদ্বারা ভোক্তৃভ্যো ভোগায়তননির্ম্মাণং ভবতু তত্রাহ—

সূত্রার্থ :- আত্মা পূর্ণ বা ব্যাপক সত্তা, পরন্তু গতিশ্রুতির তাৎপর্য্যে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে যে, উপাধির যোগে অর্থাৎ শরীরের গতিতে আত্মার ভোগ্য দেশকালাদি প্রাপ্তি হইয়া থাকে । যেমন ব্যোম অর্থাৎ আকাশ সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিলেও তাহা ঘটাদি উপাধির যোগে নীয়মানের ন্যায় হয়, সেইরূপ । ৫৯ ॥

সূত্রার্থ :- ভোক্তার (চেতনের) অধিষ্ঠান (আবেশ) ব্যতীত শুক্রশোণিতে ভোগায়তন (শরীর) জন্মে না । পচিয়া যায় ॥ ৬০ ॥

অদৃষ্টদ্বারা চেদসম্বদ্ধস্য তদসম্ভবাজ্জলাদিবদঙ্কুরে ॥৬১॥

শুক্রাদৌ সাক্ষাদসম্বদ্ধস্যাদৃষ্টস্য শরীরাদিনির্ম্মাণে ভোক্তৃদ্বারত্বাসম্ভবাদ্বীজাসম্বদ্ধানাং জলাদীনামঙ্কুরোৎপত্তৌ কর্ষকাদিদ্বারত্ববদিত্যর্থঃ। অতঃ স্বাশ্রয়সংযোগসম্বন্ধেনৈবাদৃষ্টসম্বন্ধঃ শুক্রাদিষু বক্তব্যঃ। তথা চ সিদ্ধমদৃষ্টবদাত্মসংযোগরূপেণাধিষ্ঠানস্য ভোগোপকরণনির্ম্মাণহেতুত্বমিতি ভাবঃ॥ ৬১॥

বৈশেষিকাদিনয়েনাদৃষ্টস্য সম্বন্ধঘটকতয়াত্মনোঽধিষ্ঠাতৃত্বং স্থাপিতম্, স্বসিদ্ধান্তে ত্বদৃষ্টাদীনামাত্মধর্ম্মত্বাভাবাৎ তদ্দ্বারা ভোক্তুর্হেতুত্বমেব ন সম্ভবতীত্যাহ।—

নির্গুণত্বাৎ তদসম্ভবাদহঙ্কারধর্ম্মা হ্যেতে॥ ৬২॥

ভোক্তুর্নির্গুণত্বেনাদৃষ্টাসম্ভবাচ্চ নাদৃষ্টদ্বারকত্বম্। হি যস্মাদেতেঽদৃষ্টাদয়োঽহঙ্কারস্যান্তঃকরণসামান্যস্যৈব ধর্ম্মা ইত্যর্থঃ। তথা চাস্মন্মতে তৎ দ্বারনৈরপেক্ষ্যেণ সংযোগমাত্রেণ সাক্ষাদেব ভোক্তুরধিষ্ঠানং সিদ্ধ্যতীতি ভাবঃ॥ ৬২॥

সূত্রার্থঃ—শুক্রশোণিতে সাক্ষাৎ অদৃষ্টসংযোগের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অদৃষ্টাসম্বদ্ধ শুক্রশোণিত শরীরনির্ম্মাণে অক্ষম। যেমন জলসম্বন্ধবিশিষ্ট বীজই কৃষকের ব্যাপারে অঙ্কুরিত হয়, তেমনি অদৃষ্টযুক্ত আত্মসংযোগে শুক্রশোণিতে শরীরোৎপত্তি হয়। ৬১॥

সূত্রার্থঃ—উহা পর মত। সাঙ্খ্যমত এই যে, ভোক্তা স্বভাবতঃ নির্গুণ বা নির্ধর্ম্মক। সে জন্য তাঁহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অদৃষ্টসদ্ভাব সম্ভবে না। সে সকল (অদৃষ্টাদি) যথার্থতঃ অহঙ্কারনিষ্ঠ অর্থাৎ আহঙ্কারিক ধর্ম্ম। সুতরাং এতন্মতে ভোক্তার অধিষ্ঠান দ্বারনিরপেক্ষ কিন্তু সান্নিধ্যনামক সংযোগসাপেক্ষ। ৬২॥

নমু চেৎ পুরুষো ব্যাপকস্তর্হি "বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" ইতি শ্রুতি-প্রতিপাদিতং জীবপরিচ্ছিন্নত্বমনুপপন্নম্। তথেশ্বর প্রতিষেধাৎ পুরুষাণাং চৈকরূপ্যাৎ জীবাত্মবিভাগোঽপি শাস্ত্রীয়োঽনুপপন্ন ইতি। তামিমাশঙ্কাং পরিহর্তুমাহ।—

বিশিষ্টস্য জীবত্বমন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥ ৬৩ ॥

জীববল প্রাণধারণয়োরিতি ব্যুৎপত্ত্যা জীবত্বং প্রাণিত্বম্, তচ্চাহঙ্কার-বিশিষ্টপুরুষস্য ধর্ম্মো ন তু কেবলপুরুষস্য। কুতঃ। অন্বয়ব্যতিরেকাৎ। অহঙ্কারবতামেব সামর্থ্যাতিশয়প্রাণধারণয়োর্দ্দর্শনাৎ। তচ্ছূন্যানাং চ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্যৈব দর্শনাৎ। প্রবৃত্তিহেতুরাগোৎপাদকস্যাহঙ্কারস্যা-ভাবাদিত্যর্থঃ। তথাচান্তঃকরণোপাধিকং জীবস্য পরিচ্ছিন্নত্বম্, পর-মাত্মাখ্যাৎ কেবলপুরুষাদ্ভিন্নত্বং চেতি ভাবঃ। অনেন সূত্রেণ বিশিষ্টস্য ভোক্তৃত্বং বা অমহম্প্রত্যয়গোচরত্বং বা নোক্তম্। সাক্ষাৎকাররূপস্য ভোগস্যাহঙ্কারধর্ম্মত্বাভাবাৎ। অমহঙ্কর্ম্মিপুরস্কারেণ বিবেকানুপপত্তেশ্চ। কিন্তু—"যদা ত্বভেদবিজ্ঞানং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। ভবেৎ তদা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পাশচ্ছেদো ভবিষ্যতি॥ আত্মানং দ্বিবিধং প্রাহুঃ পরাপর-বিভেদতঃ। পরস্তু নির্গুণঃ প্রোক্ত অহঙ্কারযুতোঽপরঃ॥" ইত্যাদি-বাক্যশতোক্তো জীবাত্মপরমাত্মবিভাগ এব প্রদর্শিতঃ। তত্র জীবতায়া-মহঙ্কার উপলক্ষণমেবেতি॥ ৬৩ ॥

ইদানীং মহদহঙ্কারয়োঃ কার্য্যভেদং প্রতিপিপাদয়িষুরাদাবহঙ্কার-কার্য্যমাহ।—

সূত্রার্থ :—অন্বয় ব্যতিরেক যুক্তিতে জানা যায়, জীব অহঙ্কারবিশিষ্ট পুরুষই অন্তঃকরণ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় জীব। ৬৩॥

অহঙ্কারকর্ত্রধীনা কার্য্যসিদ্ধির্নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ ॥৬৪॥

অহঙ্কাররূপো যঃ কর্ত্তা তদধীনৈব কার্য্যসিদ্ধিঃ সৃষ্টিসংহারনিষ্পত্তি-র্ভবতি। তাদৃশবলস্যাহঙ্কারকার্য্যত্বাৎ। অনহঙ্কৃতেষু তৎসামর্থ্যাদর্শনাৎ। ন তু বৈশেষিকাদ্যুক্তানহঙ্কৃতপরমেশ্বরাধীনা। অনহঙ্কৃতস্রষ্টৃত্বে নিত্যেশ্বরে চ প্রমাণাভাবাদিত্যর্থঃ। অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি হ্যহঙ্কারপূর্ব্বিকৈব সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে তত্রাহংশব্দস্যানুকরণমাত্রত্বে প্রমাণাভাব ইতি। অনেন সূত্রেণাহঙ্কারোপাধিকং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ সৃষ্টিসংহারকর্ত্তৃত্বং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমপি প্রতিপাদিতম্ ॥ ৬৪ ॥

নন্বু ভবত্বহঙ্কারোঽন্যেষাং কর্ত্তাহঙ্কারস্য তু কঃ কর্ত্তা তত্রাহ।—

অদৃষ্টোদ্ভূতিবৎ সমানত্বম্ ॥ ৬৫ ॥

যথা সর্গাদিষু প্রকৃতিক্ষোভককর্ম্মাভিব্যক্তিঃ কালবিশেষমাত্রাদ্ভবতি তদুদ্বোধককর্ম্মান্তরস্য কল্পনেঽনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ, তথৈবাহঙ্কারঃ কালমাত্র-নিমিত্তাদেব জায়তে, ন তু তস্যাপি কর্ত্রন্তরমস্তীতি সমানত্বমাবয়ো-রিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

মহতোঽন্যৎ ॥ ৬৬ ॥

অহঙ্কারকার্য্যাৎ সৃষ্ট্যাদের্যদন্যৎ পালনাদিকং তন্মহত্তত্ত্বাদ্ভবতি। বিশুদ্ধ

সূত্রার্থ :—কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্টি ও সংহার অহঙ্কারাত্মক কর্ত্তার অধীন। পরমতীয় ঈশ্বরের অধীন নহে। সে ঈশ্বরে প্রমাণ নাই। ৬৪ ॥

সূত্রার্থ :—যেমন পরকীয় মতে কালসহকারে প্রকৃতিক্ষোভক কর্ম্মের (জীবাদৃষ্টের) উদ্ভব বা উদ্রেক অঙ্গীকৃত হয়, তাহার জন্য আর কর্ম্মান্তর কল্পিত হয় না, তেমনি, অস্মন্মতেও কালসহকারে কর্ত্তা অহঙ্কারের উদ্রেক হইয়া থাকে। এই স্থানে আমরা উভয়েই সমান। ৬৫ ॥

সূত্রার্থ :—অহঙ্কার হইতে সৃষ্টি, তাহার অন্য অর্থাৎ পালনাদি মহত্তত্ত্ব

সত্ত্বতয়াভিমানরাগাদ্যভাবেন পরানুগ্রহমাত্রপ্রয়োজনকত্বাদিত্যর্থঃ। অনেন চ সূত্রেণ মহত্তত্ত্বোপাধিকং বিষ্ণোঃ পালকত্বমুপপাদিতম্। মহত্তত্ত্বোপাধিকত্বাৎ তু বিষ্ণুর্মহান্ পরমেশ্বরো ব্রহ্মেতি চ গীয়তে তদুক্তম্—"যদাহুর্ব্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্।" ইতি। অত্র শাস্ত্রে কারণব্রহ্ম তু পুরুষসামান্যং নির্গুণমেবেষ্যতে। ঈশ্বরানভ্যুপগমাৎ। তত্র চ কারণশব্দঃ স্বশক্তিপ্রকৃত্যুপাধিকো বা, নিমিত্তকারণতাপরো বা পুরুষার্থস্য প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকত্বাদিতি মন্তব্যম্॥ ৬৬॥

অবিবেকনিমিত্তকঃ প্রকৃতিপুরুষয়োর্ভোগ্যভোক্তৃভাব ইতি প্রাগুক্তম্। তত্রাবিবেক এব কিন্নিমিত্তক ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামবিবেকধারাকল্পনেঽনবস্থাপত্তিরিত্যাশঙ্কায়াঃ প্রামাণিকত্বেন পরিহারঃ সর্ব্ববাদিসাধারণ ইত্যাহ।—

কর্ম্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বস্বামিভাবোঽপ্য-
নাদির্ব্বীজাঙ্কুরবৎ॥ ৬৭॥

যেষাং সাংখ্যৈকদেশিনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ স্বস্বামিভাবো ভোগ্যভোক্তৃভাবঃ কর্ম্মনিমিত্তকঃ, তন্মতেঽপি স প্রবাহরূপেণানাদিরেব। বীজাঙ্কুরবৎ প্রামাণিকত্বাদিত্যর্থঃ। আকস্মিকত্বে মুক্তস্যাপি পুনর্ভোগাপত্তেরিতি॥ ৬৭॥

অবিবেকনিমিত্তকত্বমতেঽপ্যেতদনাদিত্বং সমানমিত্যাহ।—

হইতে সিদ্ধ হয়। [শুদ্ধসত্ত্বতাহেতু অভিমানাদিরহিত মহান্ পুরুষের স্থিতি বা পালন করার প্রয়োজন পরানুগ্রহ। ইনিই পুরাণোক্ত বিষ্ণু।] ৬৬।

সূত্রার্থঃ—কোন এক সাংখ্যের মতে কর্ম্মের প্রেরণায় প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃভাব ও তাহা বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি। ৬৭॥

অবিবেকনিমিত্তো বা পঞ্চশিখঃ ॥ ৬৮ ॥

অবিবেকনিমিত্তো বা স্বস্বামিভাব ইতি পঞ্চশিখ আহ। তন্মতেঽপ্যনাদিরিত্যর্থঃ। এতদেব স্বমতং প্রাগুক্তত্বাৎ। অবিবেকশ্চ প্রলয়েঽপি কর্ম্মবদেবাস্তি বাসনারূপেণেতি। বিবেকপ্রাগভাবোঽবিবেক ইতি মতে তু বীজাঙ্কুরবদনাদিত্বং ন ঘটতে। অখণ্ডপ্রাগভাবস্যৈবাখিলভোগহেতুত্বাদিতি ॥ ৬৮ ॥

লিঙ্গশরীরনিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্য্যঃ ॥ ৬৯ ॥

সনন্দনাচার্য্যস্তু লিঙ্গশরীরনিমিত্তকঃ প্রকৃতিপুরুষয়োর্ভোগ্যভোক্তৃভাব ইত্যাহ। লিঙ্গশরীরদ্বারৈব ভোগাদিতি। তন্মতেঽপ্যনাদিঃ স ইত্যর্থঃ। যদ্যপি প্রলয়ে লিঙ্গশরীরং নাস্তি, তথাপি তৎকারণমবিবেককর্ম্মাদিকং পূর্ব্বসর্গীয়লিঙ্গশরীরজন্যমস্তি, তদ্দ্বারা বীজাঙ্কুরতুল্যত্বং স্বস্বামিভাবলিঙ্গশরীরয়োরিত্যাশয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

সূত্রার্থ ঃ—পঞ্চশিখ (মুনি) বলেন, প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃভাব অবিবেকমূলক। এতন্মতেও তাহা অনাদি। অবিবেক প্রলয়কালেও সংস্কারীভূত হইয়া প্রকৃতিতে অবস্থান করে। মতান্তরে যে অবিবেক বিবেকপ্রাগভাব নামে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সঙ্গত নহে। ৬৮ ॥

সূত্রার্থ ঃ—সনন্দন মুনি বলেন, প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃভাব লিঙ্গশরীরনিমিত্তক। হেতু এই যে, লিঙ্গশরীর দ্বারাই পুরুষের ভোগাভিমান পর্য্যাপ্ত হয়। এতন্মতেও লিঙ্গশরীর অনাদি। প্রলয়কালে লিঙ্গশরীর না থাকিলেও তাহার সংস্কার অর্থাৎ পূর্ব্বলিঙ্গশরীরোৎপন্ন অবিবেকের সংস্কার বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তন্মতেও বীজাঙ্কুরের ন্যায় অব্যাহত। ৬৯ ॥

শাস্ত্রবাক্যার্থমুপসংহরতি। –

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ ॥৭০॥

কর্ম্মনিমিত্তো বা অবিবেকাদিনিমিত্তো বা ভবতু প্রকৃতিপুরুষয়োর্ভোগ্য-ভোক্তৃভাবঃ, সর্ব্বথাপ্যনাদিতয়া দুরুচ্ছেদ্যস্য তস্যোচ্ছেদঃ পরমপুরুষার্থ ইত্যর্থঃ। তদেতদাদৌ প্রতিজ্ঞাতং ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থ ইতি। নন্বত্র সুখদুঃখসাধারণভোগনিবৃত্তিঃ পুরুষার্থ উচ্যতে, তত্র দুঃখমাত্রনিবৃত্তিরিতি কথং তস্যোক্তস্যাত্রোপসংহার ইতি চেন্ন। শব্দ-ভেদেঽপ্যর্থাভেদাৎ। সুখং হি তাবদ্দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্তমিতি সুখ-ভোগোঽপি দুঃখভোগ এব, দুঃখভোগোঽপি প্রতিবিম্বরূপেণ পুরুষে দুঃখসম্বন্ধ এব, স্বতো নিত্যনির্দুঃখত্বেন চ প্রথমসূত্রেঽপি প্রতিবিম্বরূপে-ণৈব দুঃখনিবৃত্তির্ব্বিবক্ষিতেত্যেক এবার্থ উপক্রমোপসংহারসূত্রয়োরিতি। বহুলাংশস্য দ্বিরাবৃত্তিঃ শাস্ত্রসমাপ্ত্যর্থা ॥ ৭০ ॥

"শাস্ত্রমুখ্যার্থবিস্তারস্তন্ত্রাখ্যেঽনুক্তপূরণৈঃ। ষষ্ঠাধ্যায়ে কৃতঃ পশ্চা-দ্বাক্যার্থশ্চোপসংহৃতঃ॥" তদিদং সাংখ্যশাস্ত্রং কপিলমূর্ত্তির্ভগবান্ বিষ্ণু-রখিললোকহিতায় প্রকাশিতবান্। যৎ তত্র বেদান্তিব্রুবঃ কশ্চিদাহ। সাংখ্যপ্রণেতা কপিলো ন বিষ্ণুঃ। কিন্ত্বগ্ন্যবতারঃ কপিলান্তরম্—"অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ।" ইতি স্মৃতেরিতি। তল্লোক-ব্যামোহনমাত্রম্। "এতন্মে জন্মলোকেঽস্মিন্ মুমুক্ষূণাং দুরাশয়াৎ। প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্মদর্শনম্॥" ইত্যাদিস্মৃতিষু বিষ্ণ্বতারস্য দেবহূতিপুত্রস্যৈব সাংখ্যোপদেষ্টৃত্বাবগমাৎ। কপিলদ্বয়কল্পনাগৌরবাচ্চ। তত্র চাগ্নিশব্দোঽগ্ন্যাখ্যশক্ত্যাবেশাদেব প্রযুক্তঃ। যথা—"কালোঽস্মি

সূত্রার্থ:—যে কোন প্রকার হউক, তদুচ্ছেদ অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষের স্বস্বামিভাব উন্মূলন হওয়াই পুরুষার্থ। ৭০ ॥

লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ।' ইতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে কালশক্ত্যাবেশাদেব কাল-শব্দঃ। অন্যথা বিশ্বরূপপ্রদর্শককৃষ্ণস্যাপি বিষ্ণ্বতারকৃষ্ণাদ্ভেদাপত্তে-রিতি দিক্॥

"সাংখ্যকুল্যাঃ সমাপূর্য্য বেদান্তমথিতামৃতৈঃ।
কপিলর্ষির্জ্ঞানযজ্ঞে ঋষীনাপায়য়ৎ পুরা॥
তদ্বচঃশ্রদ্ধয়া তস্মিন্ গুরৌ চ স্থিরভাবতঃ।
তৎপ্রসাদলবেনেদং তচ্ছাস্ত্রং বিবৃতং ময়া॥"

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতে কাপিলসাংখ্যপ্রবচনস্য
ভাষ্যে তন্ত্রাধ্যায়ঃ ষষ্ঠঃ॥ ৬॥

ইতি সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যং সমাপ্তম্॥

তত্ত্ব-মাসসাখ্য-কাপিল-সূত্রম্।

দীপিকা-ব্যাখ্যা-সহিতম্।

—(*)—

অথাতস্তত্ত্ব(সমাসঃ)সমাম্নায়ঃ ॥ ১ ॥

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বেষু জন্মনা জ্ঞানমাপ্তবান্।
আদিসৃষ্টৌ নমস্তস্মৈ কপিলায় মহর্ষয়ে ॥

অথ তত্ত্বসমাসসাংখ্যসূত্রাণি ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণস্ত্রিবিধেন দুঃখেনাভিভূতঃ সাঙ্খ্যাচার্য্যং কপিলমহর্ষিং শরণমুপাগতঃ। অথ স্বাধ্যায়ং নিবেদ্যাহ ভগবন্! কিমিহ পরং যাথার্থ্যং কিমিহ কৃত্বা কৃতকৃত্যঃ স্যামিতি। কপিল উবাচ—কথয়ামি ॥০॥

অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ॥ ২ ॥

কাস্তাঃ? উচ্যন্তে। অব্যক্তং বুদ্ধিরহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণীত্যেতা অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। তত্রাঽব্যক্তং তাবদুচ্যতে। যথা লোকে ব্যজ্যন্তে ঘটবনশয়নধনকামা ন তথা ব্যজ্যত ইত্যব্যক্তম্। শ্রোত্রাদিভি-রিন্দ্রিয়ৈর্ন গৃহ্যত ইত্যর্থঃ। কস্মাৎ? অনাদিমধ্যান্ত্যত্বাৎ নিরবয়ব-ত্বাচ্চ। উক্তঞ্চ "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাচ নিত্যং রসগন্ধবর্জিতম্। অনাদিমধ্যং মহতঃ পরং ধ্রুবং প্রধানমেতৎ প্রবদন্তি সূরয়ঃ ॥" "সূক্ষ্ম-মলিঙ্গমচেতনমনাদিনিধনং তথা প্রসবধর্ম্মি। নিরবয়বমেকমেব হি সাধারণমেতদব্যক্তম্ ॥" অব্যক্তস্যামী পর্য্যায়শব্দা ভবন্তি। অব্যক্তং প্রধানং ব্রহ্ম, পুরু বহ্বাত্মকং অক্ষরং তমঃ ক্ষেত্রং প্রভৃতমিতি। অথাহ কা বুদ্ধিরিতি। উচ্যতে। অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ। সোঽধ্যবসায়ো গবাদিষু দ্রব্যেষু যা প্রতিপত্তিঃ, এবমেতন্নান্যথা, গৌরেবাঽয়ং নাশ্বঃ, স্থাণুরেবাঽয়ং

ন পুরুষ ইত্যেষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ। এতস্যাশ্চ বুদ্ধেরষ্টৌ রূপাণি ভবন্তি। ধর্ম্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যমিতি। তত্র ধর্ম্মো নাম শ্রুতি-স্মৃতিবিহিতঃ শিষ্টাচারাবিরুদ্ধঃ শুভলক্ষণঃ। জ্ঞানং নাম শব্দাদিষু বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তিঃ। ঐশ্বর্য্যং নাম অণিমাদ্যষ্টৌ গুণাঃ। এতানি সাত্ত্বিকানি চত্বারি। অধর্ম্মোঽজ্ঞানমবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য্যমিতি তদ্বিরোধীনি। তত্রাঽধর্ম্মোনাম ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধোঽশুভলক্ষণঃ। অজ্ঞানং নাম জ্ঞান বিপর্য্যয়ঃ। তত্ত্বভাবভূতানামনববোধঃ। অবৈরাগ্যং নাম বৈরাগ্যবিপর্য্যয়ঃ শব্দাদিবিষয়েষ্বভিসঙ্গঃ। অনৈশ্বর্য্যং নামৈশ্বর্য্যবিপর্য্যয়োঽণিমাদ্যষ্টরাহিত্যম্। এতানি তামসানি চত্বারি। তত্র ধর্ম্মেণ নিমিত্তেনোর্দ্ধগমনম্। জ্ঞানেন চ নিমিত্তেন মোক্ষঃ। বৈরাগ্যেণ চ নিমিত্তেন প্রকৃতিলয়ঃ। ঐশ্বর্য্যেণ চ নিমিত্তেনাঽপ্রতিহতগতির্ভবতি এবমেবাঽষ্টধা বুদ্ধির্ব্যাখ্যাতা। বুদ্ধেরমী পর্য্যায়শব্দা ভবন্তি। মনো-মতির্মহান্ ব্রহ্ম পূঃ বুদ্ধিঃ খ্যাতিঃ প্রজ্ঞা শ্রুতিঃ ধৃতিঃ সম্বিৎ স্মৃতিরিতি। অথাহ কোঽয়মহঙ্কার ইতি। উচ্যতে। অভিমানোঽহঙ্কারঃ। যোঽয়মভিমানঃ—অহং শব্দং করোম্যহং স্পৃশাম্যহং রূপয়ে অহং রসয়ে অহং জিঘ্রামি অহং স্মরাম্যহমীশ্বরঃ "অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি" ইত্যেবমাদিপ্রত্যয়ঃ সোঽহঙ্কারঃ। অহঙ্কারস্যামী পর্য্যায়শব্দা ভবন্তি। অহঙ্কারঃ বৈকারিকঃ তৈজসঃ তামসঃ ভূতাদিঃ সানুমানো নিরনুমানশ্চ। অহং ভোগী অহং ধর্ম্মেঽভিষিক্ত ইতি। অথাহ কানি পঞ্চতন্মাত্রাণি? উচ্যন্তে। শব্দতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং গন্ধ-তন্মাত্রং ইত্যেতানি পঞ্চতন্মাত্রাণি। তত্র শব্দতন্মাত্রাৎ শব্দ এবোপ-লভ্যতে, ন তূদাত্তানুদাত্তস্বরিতষড়্জর্ষভগান্ধারমধ্যমপঞ্চমধৈবতনিষাদাদয়ঃ শব্দবিশেষ্য উপলভ্যন্তে। তস্মাৎ শব্দতন্মাত্রোঽবিশেষঃ। স্পর্শতন্মাত্রাৎ স্পর্শ এবোপলভ্যতে, ন তু মৃদুকঠিনকর্কশপিচ্ছিলশীতোষ্ণাদয়ঃ স্পর্শবিশেষাঃ। তস্মাৎ স্পর্শতন্মাত্রোঽবিশেষঃ। রূপতন্মাত্রাৎ রূপমেবোপ-

লভ্যতে, ন তু শুক্লরক্তকৃষ্ণপীতহরিতাদয়ো রূপবিশেষাঃ। তস্মাৎ রূপতন্মাত্রোঽবিশেষঃ। রসতন্মাত্রাৎ রস এবোপলভ্যতে ন তু কটু-তিক্তকষায়মধুরাম্ললবণাদয়ো রসবিশেষাঃ। তস্মাৎ রসতন্মাত্রোঽ-বিশেষঃ। গন্ধতন্মাত্রাৎ গন্ধ এবোপলভ্যতে, ন তু সুরভিরসুরভিরিতি গন্ধতন্মাত্রোঽবিশেষঃ। এবমেতানি পঞ্চতন্মাত্রাণি। অথৈষাং পর্য্যায়-শব্দাঃ। পঞ্চতন্মাত্রাণি অবিশেষাঃ মহাভূতানি প্রকৃতয়ঃ অণবঃ শান্তা ঘোরা মূঢ়া ইতি। এবমেতা অব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রসংজ্ঞিতা অষ্টৌ প্রকৃতয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। অথ কস্মাৎ প্রকৃতয়ঃ? উচ্যন্তে; প্রকুর্ব্বন্তীতি প্রকৃতয়ঃ।

ষোড়শ বিকারাঃ ॥ ৩ ॥

কে তে ষোড়শ বিকারাঃ? উচ্যন্তে। একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ-ভূতানি ইত্যেতে ষোড়শ বিকারাঃ। তত্রেন্দ্রিয়াণি তাবদুচ্যন্তে। শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-জিহ্বা-ঘ্রাণ-মিত্যেতানি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি। স্বং স্বং বিষয়ং বুধ্যন্ত ইতি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি। তত্র শ্রোত্রং স্বং বিশেষশব্দং বুধ্যতে ত্বক্ স্পর্শম্। চক্ষূ রূপম্। রসনা রসম্। ঘ্রাণং গন্ধমিতি। বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থাঃ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। তত্র স্বং স্বং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। বাক্ স্বং বচনমুচ্চারয়তি। হস্তাবাদানবিসর্জ্জনাদি কর্ম্ম কুরুতঃ। পাদৌ বিহরণাদি। পায়ুর্মলাদীনামুৎসর্গম্। উপস্থ আনন্দম্। উভয়াত্মকং মনঃ, স্বয়ং সংকল্পবৃত্তির্জ্ঞানাত্মকং কর্ম্মাত্মকঞ্চ; সর্ব্বাণি মনঃসহকারীণি। এতান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি। অথৈষাং পর্য্যায় শব্দাঃ ইন্দ্রিয়াণি বোধাত্মকানি বৈকারিকাণি নিপাতনানি উপাদানানি নিকারকাণি অক্ষাণি খানি। অথ কানি পঞ্চভূতানি? উচ্যন্তে; পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশমিতি পৃথিবী ধারণভাবেন বর্ত্তমানা চতুর্ণামপ্-তেজোবায়্বাকাশানামুপকরোতি। আপো দ্রব্যভাবেন বর্ত্তমানাশ্চতুর্ণা-মুপকুর্ব্বন্তি। তেজস্তপনভাবেন বর্ত্তমানং চতুর্ণামুপকারং করোতি।

বায়ুর্বহনভাবেন বর্ত্তমানশ্চতুর্ণামুপংকার করোতি। আকাশোঽবকাশ-দানেন বর্ত্তমানশ্চতুর্ণামুপকরোতি। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবতী পঞ্চগুণা পৃথিবী। শব্দস্পর্শরূপরসবত্যশ্চতুর্গুণা আপঃ। শব্দস্পর্শরূপবত্রিগুণং তেজঃ। শব্দস্পর্শবান্ দ্বিগুণো বায়ুঃ। শব্দবদেকগুণমাকাশমিতি। এবং পঞ্চভূতানি ব্যাখ্যাতানি। অথৈষাং পর্য্যায়াঃ। ভূতানি বিশেষাঃ বিকারাঃ প্রকৃতয়ঃ তনবঃ (অণবঃ) বিগ্রহাঃ শান্তাঃ ঘোরাঃ মূঢ়া ইতি। এতে ষোড়শ বিকারা ব্যাখ্যাতাঃ।

পুরুষঃ ॥ ৪ ॥

কঃ পুরুষঃ ? উচ্যতে। পুরুষোঽনাদিঃ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগতশ্চেতনো নির্গুণো নিত্যো দ্রষ্টা ভোক্তাঽকর্ত্তা ক্ষেত্রবিদমলোঽপ্রসবধর্ম্মা চেতি। অথ কস্মাৎ পুরুষঃ ? পুরাণাৎ পুরি শয়নাৎ পুরোহিতবৃত্তিত্বাচ্চ পুরুষঃ। অথ কস্মাদনাদিঃ ? উচ্যতে। নাস্যাদির্মধ্যো বাঽস্তীত্যনাদিঃ। কস্মাৎ সূক্ষ্মঃ ? নিরবয়বত্বাদতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ। কস্মাৎ সর্ব্বগতঃ ? সর্ব্বং প্রাপ্তমনেন, নাস্য গমনমস্তীতি বা। কস্মাচ্চেতনঃ ? সুখদুঃখমোহোপ-লব্ধিরূপিত্বাৎ। কস্মান্নির্গুণঃ ? সত্ত্বরজস্তমাংসি ন সন্তি পুরুষেঽস্মিন্নিতি নির্গুণঃ। কস্মান্নিত্যঃ ? অকৃতকত্বাৎ অনুৎপাদকত্বাচ্চেতি। কস্মাদ-কর্ত্তা ? উদাসীনো দ্রষ্টা প্রকৃতিবিকারাণামুপলম্ভেনেতি। কস্মাৎ ভোক্তা ? চেতনভাবাৎ সুখদুঃখপরিজ্ঞানাচ্চেতি। কস্মাদকর্ত্তা ? উদাসীন-ত্বাদগুণাচ্চেতি। কস্মাৎ ক্ষেত্রবিৎ ? ক্ষেত্রেষু ক্ষেত্রেভ্যো বা গুণগুণং বেত্তীতি। কস্মাদমলঃ অস্য মলঃ শুভাশুভং নাস্তীতি। কস্মাদপ্রসবধর্ম্মঃ ? নির্বীজত্বান্ন কিঞ্চিদুৎপাদয়তীতি। এবমেব সাংখ্যপুরুষো ব্যাখ্যাতঃ। অথাস্য পর্য্যায়াঃ। পুরুষঃ আত্মা পুমান্ জন্তুঃ জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ নরঃ কবিঃ ব্রহ্ম অক্ষরঃ প্রাণী কুঃ অজ্ঞঃ যঃ কঃ এষঃ। এবমেতানি পঞ্চ-বিংশতিতত্ত্বানি—অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ, ষোড়শ বিকারাঃ, পুরুষশ্চেতি। অত্রোক্তং 'পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র কুত্রাশ্রমে বসেৎ। জটী মুণ্ডী শিখী

বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।" অথাহ—পুরুষঃ কিং কর্ত্তাঽকর্ত্তা বেতি ? যদি কর্ত্তা স্যাৎ তদা শুভান্যেব কুর্য্যান্নাশুভানি। সদাতনবৃত্তিত্রয়ং লোকে দৃষ্টা গুণানামেব কর্তৃতা সিদ্ধা। ধর্ম্মার্থমেব নিত্যং যমনিয়মাদি সেব্যম্, প্রসংখ্যানম্, জ্ঞানৈশ্বর্য্যবিরাগপ্রকাশনমিতি সাত্ত্বিকী বৃত্তিঃ। রাগঃ ক্রোধো লোভঃ পরপরিবাদোঽতিরৌদ্রতাঽতুষ্টিবিকৃতাকৃতিঃ পারুষ্যং প্রখ্যাতৈষা রজোবৃত্তিঃ। উন্মাদমদবিষাদা নাস্তিক্যং স্ত্রীপ্রসঙ্গিতা নিদ্রা আলস্যং কর্ম্মবৈগুণ্যং নৈর্ঘৃণ্যমশুচিত্বমিতি তামসী বৃত্তিঃ। বৃত্তিত্রয়মিদং দৃষ্ট্বা গুণানামেব কর্তৃত্বং সিদ্ধম্। ইতশ্চাকর্ত্তা পুরুষঃ॥ প্রবর্ত্তমান-প্রকৃতেরিমান্ গুণানাশ্রিতান্ করোতি রজস্তমোভ্যাং বিপরীতদর্শনাৎ অহং করোমীত্যবুধো মন্যতে। তৃণস্যাপি কুব্জীকরণার্থমসমর্থোঽমুমর্থং স্বয়মেব করোমীতি সর্ব্বং ময়া কৃতং কর্ম্মেতি স্বাভিমানত এব উন্মত্তবন্ম-ন্যতে। ভবতি চাত্রাগমঃ। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়-মব্যয়ঃ। শরীরস্থোপি কৌন্তেয় ! ন করোতি ন লিপ্যতে॥" "প্রকৃত্যৈব হি কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" অথাহ কিময়মেকঃ প্রতিক্ষেত্রং পুরুষো, বহবো বা পুরুষা ইতি। উচ্যতে। সুখদুঃখমোহসংস্কারজন্মমরণনানাত্বাৎ পুরুষবহুত্বম্। লোকাশ্রমবর্ণভেদাচ্চ। যদ্যেকঃ পুরুষঃ স্যাৎ তদৈকস্মিন্ বদ্ধে মুক্তে বা সর্ব্বএব বদ্ধা মুক্তা বা স্যুঃ। একস্মিন্ সুখিনি সর্ব্বে সুখিনঃ স্যুঃ। একস্মিন্ মৃতে সর্ব্বে ম্রিয়েরন্ ইতি পুরুষবহুত্বম্। ইতশ্চ বহবঃ পুরুষাঃ। আকৃতিগর্ব্বাশয়শরীরভগলিঙ্গবহুত্বাৎ। এবং তাবৎ ঋষয়ঃ সাংখ্যাচার্য্যাঃ সংখ্যায়নকপিলাসুরিবোঢ়ুপঞ্চশিখপ্রভৃতয়ো বদন্তি। বেদবাদিনস্ত্বাচার্য্যা হরিহরহিরণ্যগর্ভ-ব্যাসাদয় একমেবাত্মানং বদন্তি। "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" "তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপঃ স প্রজাপতিঃ। তদেব সত্যমমৃতং স মোক্ষঃ স পরা গতিঃ।"

"তদক্ষরং পরং সর্ব্বম্" "তস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ।" "তস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ" "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।" "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্। সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং মহৎ।" "সর্ব্বতঃ সর্ব্বতত্ত্বানি সদা সর্ব্বস্য সম্ভবঃ। সর্ব্বস্য লীয়তে তস্মিন্ তদ্‌ব্রহ্ম মুনয়ো বিদুঃ॥" "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।" "স হি সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ। শিব একো মহানাত্মা যেন সর্ব্বমিদং ততম্।" "একো যথাত্মা জগতি প্রকৃত্যা বহুধা কৃতঃ। পৃথক্ বদন্তি চাত্মানং জ্ঞানাদেকঃ প্রবর্ত্ততে॥ ব্রাহ্মণে কৃমিকীটেষু শ্বপাকে শুনি হস্তিনি। পশুগোদংশমশকে রূপং পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥ একমেব যথা সূত্রং সুবর্ণে বর্ত্ততে পুনঃ। মুক্তামণিপ্রবালেষু মৃন্ময়ে রজতে তথা। তদ্বৎ পশুমনুষ্যেষু সিংহহস্তিমৃগাদিষু। একস্তথাত্মা বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বত্রৈব ব্যবস্থিতঃ॥" ইতি।

ত্রৈগুণ্যম্ ॥ ৫ ॥

কিং ত্রৈগুণ্যং নাম। সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিগুণমেব ত্রৈগুণ্যম্। তত্র সত্ত্বং নাম প্রকাশলাঘবপ্রসন্নতানভিষঙ্গতুষ্টিতিতিক্ষাসন্তোষাদিলক্ষণমনন্তভেদং সংক্ষেপতঃ সুখাত্মকম্। রজোনামোপষ্টম্ভকচলদ্বেষশোকদ্রোহমৎসরসন্তাপাদ্যনন্তভেদং সমাসতো দুঃখাত্মকম্। তমোনাম গুরুবরণকপ্রমাদালস্যনিদ্রাদ্যসংখ্যপ্রভেদং সমাসতোমোহাত্মকম্ ইতি ত্রৈগুণ্যং ব্যাখ্যাতম্। তথাচোক্তং "সত্ত্বং প্রকাশকং বিদ্যাদ্রজোবিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম। তমোবিমোহনং বিদ্যাৎ ত্রৈগুণ্যং নাম কীর্ত্তিতম্।

সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চরঃ ॥ ৬ ॥

কঃ সঞ্চরঃ? কশ্চ প্রতিসঞ্চরঃ? উৎপত্তিঃ সঞ্চর, প্রলয়ঃ, প্রতিসঞ্চরঃ।

তত্রোৎপত্তির্নাম—অব্যক্তাৎ সর্ব্বগতাৎ কারণাৎ প্রাগুদ্দিষ্টাৎ সর্ব্বজগতঃ পরেণ পুরুষেণাহধিষ্ঠিতাৎ বুদ্ধিরুৎপদ্যতে। অষ্টগুণচ্চ বুদ্ধিতত্ত্বাদহঙ্কার উৎপদ্যতে। স চাহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ—সাত্ত্বিকো বৈকারিকঃ, রাজসস্তৈজসঃ, তামসো ভূতাদিঃ। তত্র বৈকারিকাদহঙ্কারাদিন্দ্রিয়াণি। ভূতাদেস্তন্মাত্রাণি। তৈজসাদুভয়ং—ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রাণি চ ইতি। তন্মাত্রেভ্যো ভূতানীতি সঞ্চরঃ। অথ প্রতিসঞ্চরঃ। তত্রায়ং ক্রমঃ—ভূতানি তন্মাত্রেষু লীয়ন্তে, তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণি চাহঙ্কারে। অহঙ্কারো বুদ্ধৌ। বুদ্ধিরব্যক্তে। অব্যক্তং ন কচিৎ। অনুৎপাদ্যত্বাৎ নিত্যত্বাচ্চেতি প্রতিসঞ্চরঃ। সঞ্চরপ্রতিসঞ্চরৌ ব্যাখ্যাতৌ।

অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবঞ্চ ॥ ৭ ॥

অথাহ কিং তদধ্যাত্মম্? কিমধিভূতম্? কিমধিদৈবঞ্চেতি। অত্রোচ্যতে। বুদ্ধিরধ্যাত্মং বোদ্ধব্যমধিভূতং ব্রহ্মা তত্রাধিদৈবতম্। অহঙ্কারোহধ্যাত্মং অহঙ্কর্ত্তব্যমধিভূতং রুদ্রস্তত্রাধিদৈবতম্। মনোহধ্যাত্মং সংকল্পয়িতব্যমধিভূতং চন্দ্রস্তত্রাধিদৈবতম্। শ্রোত্রমধ্যাত্মং শ্রোতব্যমধিভূতং দিশস্তত্রাধিদৈবতম্। ত্বগধ্যাত্মং স্পর্শয়িতব্যমধিভূতং বায়ুস্তত্রাধিদৈবতম্। চক্ষুরধ্যাত্মং দ্রষ্টব্যমধিভূতং সূর্য্যস্তত্রাধিদৈবতম্। পাণিরধ্যাত্মং আদানমধিভূতং ইন্দ্রস্তত্রাধিদৈবতম্। পাদাবধ্যাত্মং গন্তব্যমধিভূতং বিষ্ণুস্তত্রাধিদৈবতম্। পায়ুরধ্যাত্মং উৎস্রষ্টব্যমধিভূতং মৃত্যুস্তত্রাধিদৈবতম্। উপস্থোহধ্যাত্মং আনন্দয়িতব্যমধিভূতং প্রজাপতিস্তত্রাধিদৈবতম্। জিহ্বাধ্যাত্মং রসয়িতব্যমধিভূতং বরুণস্তত্রাধিদৈবতম্। নাসাঽধ্যাত্মং ঘ্রাতব্যমধিভূতং পৃথ্বী তত্রাধিদৈবতম্। বাগধ্যাত্মং বক্তব্যমধিভূতং অগ্নিস্তত্রাধিদৈবতম্। এতত্ত্রয়োদশবিধমধ্যাত্মাদিকং ব্যাখ্যাতম্ "তত্ত্বানি যো বেদয়তে যথাবৎ গুণস্বরূপাণ্যধিদৈবতঞ্চ। বিমুক্তপাপ্মা গতদোষসঙ্গো গুণাংস্তু ভুঙক্তে ন গুণৈঃ স যুক্তঃ॥" ইতি তত্ত্বপাদঃ।

পঞ্চাভিবুদ্ধয়ঃ ॥ ৮ ॥

কাস্তাঃ পঞ্চাভিবুদ্ধয়ঃ ? উচ্যন্তে। অভিবুদ্ধিরভিমান ইচ্ছা কর্ত্তব্যতা ক্রিয়েতি। আভিমুখ্যা বুদ্ধিরভিবুদ্ধিঃ। ইদং করণীয়মিত্যাধ্যবসায়ো বুদ্ধিক্রিয়া। আত্মপরামর্শপ্রত্যয়োঽভিমুখ্যোঽভিমানঃ। অহঙ্করোমীত্য-হঙ্কার ক্রিয়া। ইচ্ছা বাঞ্ছা। সংকল্পো মনসঃ ক্রিয়া। শব্দাদিবিষয়ালোচন-শ্রবণাদিলক্ষণা কর্ত্তব্যতা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং ক্রিয়া। বচনাদিলক্ষণক্রিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাম্। এতা পঞ্চাভিবুদ্ধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ।

পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ ॥ ৯ ॥

কাস্তাঃ পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ ? উচ্যন্তে। ধৃতিঃ শ্রদ্ধা সুখাদি বিবিদিষা অবিবিদিষা চেতি পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ। "বাচি কর্ম্মাণি সংকল্পে প্রতিষ্ঠাং যোঽভিরক্ষতি। তন্নিষ্ঠস্তৎপ্রতিষ্ঠশ্চ ধৃতেরেতত্তু লক্ষণম্॥ অনসূয়া ব্রহ্মচর্য্যং যজনং যাজনং তপঃ। দানং প্রতিগ্রহো হোমঃ শ্রদ্ধায়া লক্ষণং মতম্॥ সুখার্থো যস্তু সেবেত বিদ্যাকর্ম্ম তপাংসি চ। প্রায়শ্চিত্ত-পরো নিত্যং সুখোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ॥" একত্বং পৃথক্ত্বং চেতনং অচেতনং সূক্ষ্মং সৎকার্য্যমিত্যেতদ্বিবিদিষিতম্। অবিবিদিষা বিষয়ভূতং সুপ্তপ্রবুদ্ধবদিতি বিবিদিষাঽবিবিদিষেত্যাখ্যায়েতে। ব্যাপিনাং পরাপরা যোনিঃ কার্য্যকারণক্ষয়করী প্রাকৃতিকী গতিঃ সা সমাখ্যাতা বৃত্তিঃ। প্রসিদ্ধা তথা বিবিদিষা চক্ষুঃশ্রোত্রত্বগ্রসগন্ধাঽবিবিদিষৈব মোক্ষায়॥ ইতি পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ ॥ ০ ॥

পঞ্চ বায়বঃ ॥ ১০ ॥

অথাহ কে তে পঞ্চ বায়বঃ ? উচ্যন্তে। "প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চো-দানশ্চ ব্যান এব চ। ইত্যেতে বায়বঃ পঞ্চ শরীরেষু শরীরিণাম্॥" প্রাণো নাম বায়ুঃ মুখনাসাধিষ্ঠানাৎ প্রাণনাৎ প্রক্রমাচ্চ প্রাণ ইত্যভি-

ধীয়তে। অপানো নাম বায়ুঃ পায়্বধিষ্ঠাতা অপনয়নাৎ অধোগমনাচ্চাঽপানঃ। সমানো নাম নাভ্যধিষ্ঠাতা শরীরে সমং রসনয়নাৎ সমানঃ। উদানো নাম কণ্ঠাধিষ্ঠাতা উৎক্রমণবমনাদিক্রিয়াং করোতীত্যুদানঃ। ব্যানো নাম বায়ুঃ সর্ব্বনাড্যধিষ্ঠাতা বিদ্বেষণাদিভজনো ব্যান ইত্যভিধীয়তে। ইত্যেতে পঞ্চ বায়বো ব্যাখ্যাতাঃ।

পঞ্চ কর্ম্মাত্মানঃ ॥ ১১ ॥

কে তে পঞ্চ কর্ম্মাত্মনঃ? উচ্যন্তে। বৈকারিকস্তৈজসো ভূতাদিঃ সানুমানো নিরনুমানশ্চেতি। তত্র বৈকারিকঃ শুভকর্ম্মকর্ত্তা। তৈজসোঽশুভকর্ম্মকর্ত্তা। ভূতাদির্মূঢ়কর্ম্মকর্ত্তা। সানুমানঃ শুভমূঢ়কর্ম্মকর্ত্তা। নিরনুমানশ্চ শুভামূঢ়কর্ম্মকর্ত্তা। ইত্যেতে পঞ্চ কর্ম্মকর্ত্তারো ব্যাখ্যাতাঃ।

পঞ্চপর্ব্বাবিদ্যা ॥ ১২ ॥

কা পঞ্চপর্ব্বাঽবিদ্যা? উচ্যতে। তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো-ঽন্ধতামিস্রমিতি। তমোমোহাবষ্টাবষ্টাত্মকৌ। মহামোহোদশাত্মকঃ; তামিস্রোঽন্ধতামিস্রশ্চাষ্টাদশাত্মকঃ। তত্র বিতথাজ্ঞানমাত্রং তমঃ। অষ্টাসু প্রকৃতিষু অব্যক্তবুদ্ধ্যাঽহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রাসংজ্ঞিতাসু অনাত্মসু আত্মজ্ঞানাভিমানঃ স মোহ ইতি নিগদ্যতে। তথা দৃষ্টানুশ্রবিকেষু জ্ঞানেষু নির্বৃত্তেষু নির্বৃতোঽহমিতি মন্যতে সঃ মহামোহ ইত্যভিধীয়তে। অষ্টবিধেষ্বণিমাদ্যৈশ্বর্য্যেষু দশবিধে চ বিষয়ে শব্দাদ্যর্থে ভ্রংশিতস্য যদ্দুঃখমুৎপদ্যতে অসৌ তামিস্রঃ। মিথ্যাজ্ঞানে যোঽভিনিবেশঃ সোঽন্ধতামিস্রঃ। দেবাঃ খলু অণিমাদিকাষ্টবিধৈশ্বর্য্যমাপ্য দশ শব্দাদীংশ্চ বিষয়ান্ ভুঞ্জানা ন দ্বিষন্তি। শব্দাদয়শ্চ ভোগ্যাস্তদুপায়াশ্চাণিমাদয়ঃ। এবমেষা পঞ্চপর্ব্বাঽবিদ্যা তস্যা ভেদাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ।

অষ্টাবিংশতিধাঽশক্তিঃ ॥ ১৩ ॥

অথ কাষ্টাবিংশতিধাঽশক্তিঃ? উচ্যতে। একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সপ্তদশ বুদ্ধিবধাঃ। ইত্যেষাঽষ্টাবিংশতিধাঽশক্তিঃ। তত্রেন্দ্রিয়বধাস্তাবদুচ্যন্তে। শ্রোত্রে বাধির্য্যম্। জিহ্বায়াং জড়ত্বম্। ত্বচি কুষ্ঠত্বম্। চক্ষুষি অন্ধত্বম্। নাসিকায়ামঘ্রাণত্বম্। বাচি মূকত্বম্। হস্তয়োঃ কুণিত্বম্। পাদয়োঃ পঙ্গুত্বম্। পায়াবুদাবর্ত্তঃ। উপস্থে ক্লৈব্যম্। মনসি উন্মত্ততা। ইত্যেকাদশেন্দ্রিয়বধা ব্যাখ্যাতাঃ। সপ্তদশ বুদ্ধিবধা নাম বিপর্য্যয়াস্তুষ্টিসিদ্ধীনাম্। তত্র তুষ্টিবিপর্য্যয়াস্তাবৎ ব্যাখ্যায়ন্তে। তদ্‌যথা নাস্তি প্রধানমিতি বিপ্রতিপত্তিমত্তা এবাত্যন্তাজ্ঞানশালিতা। তথাঽহঙ্কারস্য দর্শনমমোঘা। তন্মাত্রলক্ষণাপ্রতিপত্তিরসুপারা। (অর্থোপার্জ্জনং পরমপুরুষার্থ ইতি তত্র প্রবৃত্তিরপরা। ধনমতিশয়মিষ্টসাধনমিতি তদ্রক্ষণাদৌ প্রবৃত্তির-সুপারা।) ক্ষয়দোষমপশ্যতঃ প্রবৃত্তিরসুনেত্রা। ভোগশক্তিরসুমরীচিকা। হিংসাদোষমপশ্যতো ভোগারম্ভঃ অনুত্তমাম্ভঃ ইতি তুষ্টিবিপর্য্যয়া নব। তুষ্টয়োঽগ্রে ব্যাখ্যাস্যামঃ। সিদ্ধিবিপর্য্যয়মাহ। নানাত্বমুহ্যমানস্যৈকত্বম-ভিভূতং স্বভাব্যমুচ্যতে। শ্রবণমাত্র এব শ্রবণাবিপরীতগ্রহমশ্রুতভাব্যম্। যথাঽজ্ঞোঽহং নাঽনাত্মজ্ঞোঽমুক্ত ইতি শ্রুত্বা বিপরীতং প্রতিপন্নো নানাত্মজ্ঞো হ্যমুক্ত ইতি। অধ্যয়নশ্রবণাদিনিবিষ্টস্য জড়ত্বাদসংশাস্ত্রোপগত-বুদ্ধিত্বাদ্বা পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধির্ন ভবতীতি তদজ্ঞানং তদ্ভাব্যম্। কস্যচিদাধ্যাত্মিকতত্ত্বাবমদজ্ঞানম্। কেনচিৎ দুঃখেনাভিভূতস্য সংসারেঽ-প্যুদ্বেগাদিজিজ্ঞাসত্বসিদ্ধিস্তদজ্ঞানং প্রমোদম্। এবং প্রমোদমানপ্রমুদিত-য়োর্দ্বয়োর্দ্রষ্টব্যম্। সুহৃদুপদিষ্টে আত্মনিশ্চয়বুদ্ধিরনর্থিকেতি জ্ঞানাদাবপি পরাঙ্মুদিষ্টে গুরৌ সদা প্রমুদিত ইতি। এবমেতাঃ সিদ্ধিবিপর্য্যয়া অসিদ্ধ-য়োঽষ্টৌ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ০ ॥

নবধা তুষ্টিঃ ॥ ১৪ ॥

অথ কা সা নবধা তুষ্টিঃ? উচ্যতে। যঃ প্রকৃতিং পরমাত্মত্বেন।

পরিকল্প্য পরিতুষ্টো মাধ্যস্থং লভতে তস্যাস্তুষ্টেরতীন্দ্রিয়সংজ্ঞেতি। অপরো বুদ্ধিং পরমাত্মত্বেন প্রতিপদ্য পরিতুষ্টঃ। তস্যাস্তু তুষ্টেঃ সলিলেতি সংজ্ঞা। অন্যোঽহঙ্কারং পরমত্বেন প্রতিপদ্য পরিতুষ্টঃ। তস্যাস্তুষ্টেরমোঘেতি সংজ্ঞা। অপরস্তন্মাত্রাণি ভোগ্যানি পরাত্মত্বেন প্রতিপদ্য পরিতুষ্টঃ। তস্যাস্তুষ্টেস্তৃপ্তিরিতি সংজ্ঞা। এবমেতা আধ্যাত্মিক্যশ্চতস্রস্তুষ্টয়ো-ব্যাখ্যাতাঃ। বাহ্যাস্তু তুষ্টয়ঃ পঞ্চ। অর্জন-রক্ষণ-ক্ষয়-ভোগ-হিংসা-দোষদর্শনাৎ পঞ্চ তুষ্টয়ো ভবন্তি। অর্থানামর্জনে দোষদর্শনাৎ তুষ্টঃ প্রব্রজিতশ্চ। তস্যাপি নাস্তি মোক্ষঃ। তত্ত্বজ্ঞানস্যাভাবাৎ। সৈষা তুষ্টিঃ পরেত্যুচ্যতে। তথাঽর্জ্জিতং ধনং রাজতস্করচৌরাগ্নিজলাদিভ্যো বিনঙ্ক্ষ্যতীতি তদ্রক্ষণং মহদ্দুঃখমিতি কৃত্বা বিষয়ভোগোপরমে যা তুষ্টিঃ সা দ্বিতীয়া সুপারমুচ্যতে। তথা মহতায়াসেনার্জিতং ধনং ভুজ্যমানং ক্ষীয়ত ইতি তৎক্ষয়ং ভাবয়তো বিষয়োপরমে সতি যা তুষ্টিঃ সা তৃতীয়া পরেত্যু-চ্যতে। এবং শব্দাদিভোগাভ্যাসাৎ প্রবর্ত্তন্তে কামাস্তে বিষয়াপ্তৌ কামিনং দুঃখয়তীতি ভোগদোষং ভাবয়তো বিষয়োপরমে সতি যা তুষ্টিঃ সা চতুর্থী উত্তমোচ্যতে। তথা পরহিংসয়াত্মহিংসা ভবিষ্যতীতি ভাবয়তো বিষয়ো-পরমে যা তুষ্টিঃ সা পঞ্চমী। ইত্যেতা নবধা তুষ্টয়ো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ * ॥

অষ্টধা সিদ্ধিঃ ॥ ১৫।

কাস্তাঃ? উচ্যন্তে। যত্তত্ত্বান্মহানুৎপদ্যতে তদ্ভাবভূতে প্রথমাসিদ্ধিঃ পারেত্যুচ্যতে। যচ্ছব্দশ্রবণমাত্রেণ জ্ঞানমুৎপাদ্যতে সা দ্বিতীয়া সিদ্ধিঃ সুপারা। যদধ্যয়নমাত্রেণ জ্ঞানমুৎপদ্যতে সা তৃতীয়া প্রমোদেত্যভিধীয়তে। যদাধিভৌতিকদুঃখস্যাঽপনোদনং কৃত্বা জ্ঞানমুৎপদ্যতে সা চতুর্থী সিদ্ধীরম্যা। যৎ পরিচর্য্যয়া দানেন চ পরিমোদনং কৃত্বা জ্ঞানমুৎপদ্যতে সা প্রমোদমানা। যৎ স্নিগ্ধসংসর্গতয়া জ্ঞানমুৎপদ্যতে সা ষষ্ঠী রম্যফলা।

স্যং পরিচর্য্যয়া দানেন চ তোষিতস্য গুরোঃ জ্ঞানমুৎপদ্যতে সা সপ্তমী মুদিতা। মোগভবাশ্চোত্তমা। সা চাষ্টমী সিদ্ধিঃ। এবমেতা অষ্টৌ সিদ্ধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ॥

দশ মূলিকার্থাঃ ॥ ১৬ ॥

অথ কে তে দশ? উচ্যন্তে। অস্তিত্বমেকত্বমর্থবত্ত্বপরত্বমন্যত্বমকর্ত্তৃতা যোগো বিয়োগো বহবঃ পুমাংসঃ স্থিতিঃ শরীরস্য শেষবৃত্তিঃ। ইত্যেতে দশ মূলিকার্থাঃ। "কারণমস্ত্যব্যক্তং পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবতঃ।" ইতি তয়োরস্তিত্বম্। "ভেদানাং পরিমাণাৎ" ইত্যাদিভিস্তৈস্তৈর্হেতুভিঃ প্রধানস্যৈকত্বম্। "প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ" ইত্যর্থবত্ত্বম্। নানাবিধৈরুপকারৈঃ" ইতি পরত্বসিদ্ধিঃ। "ত্রিগুণমবিবেকী বিষয়ঃ" ইত্যন্যত্বম্। "পুরুষশ্চক্রপঃ" ইত্যকর্তৃতা। "পুরুষস্য দর্শনার্থং" ইতি যোগঃ। "প্রাপ্তে শরীরভেদে" ইতি বিয়োগঃ। "জন্মমরণ" ইতি পুরুষবহুত্বম্। "চক্রভ্রমিরিব ধৃতশরীরঃ" ইতি শেষবৃত্তিঃ। এতে দশ মূলিকার্থাঃ সপ্তত্যামুক্তাঃ।

অনুগ্রহঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

অথ কোঽয়মনুগ্রহঃ সর্গঃ? উচ্যতে। ব্রাহ্মণানাং পঞ্চানাং পঞ্চমো ব্রহ্মা তন্মাত্রেভ্যস্তৎপ্রত্যনুগ্রহসর্গং করোতি ধ্যানেনোৎপত্তৌ প্রধানান্ ধ্যানবর্জ্জিতান্ দৃষ্ট্বা তেভ্যস্তন্মাত্রেভ্যোঽনুগ্রহোঽস্য যৎ ব্রহ্মা।

চতুর্দ্দশবিধো ভূতসর্গঃ ॥ ১৮ ॥

অথাহ কশ্চতুর্দ্দশবিধো ভূতসর্গঃ? উচ্যতে। অষ্টবিকল্পো দৈবম্। তদ্যথা—পৈশাচং রাক্ষসং যাক্ষং গান্ধর্ব্বং ঐন্দ্রং প্রাজাপত্যং সৌম্যং

ব্রাহ্মং ইত্যষ্টৌ দেবযোনয়ঃ। পঞ্চ তির্য্যগ্‌যোনয়ঃ—পশুপক্ষিসরীসৃপস্থা-বরমিতি। মানুষ্যশ্চৈকবিধো ব্রাহ্মণাদিশ্চাণ্ডালান্ত ইতি। "অষ্ট-বিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যক্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি। মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥" ইতি সংসারমণ্ডলমুক্তম্।

ত্রিবিধো বন্ধঃ ॥ ১৯ ॥

অথাহ কস্ত্রিবিধো বন্ধঃ? উচ্যতে। প্রকৃতিবন্ধো বৈকারিক-বন্ধো দক্ষিণাবন্ধশ্চেতি। প্রকৃতিবন্ধোনাম প্রাকৃতোবন্ধঃ। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। তাঃ পরমাত্মত্বেনাভিমন্যমানস্য বন্ধঃ প্রকৃতিবন্ধঃ। প্রব্রজি-তানাং লৌকিকানাং বৈকারিকৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিকলীকৃতানাং শব্দাদিষু বিষয়েষু প্রসক্তানামজিতেন্দ্রিয়াণাং অজ্ঞানিনাং রাগদ্বেষকামলোভাদি-মোহিতানাং বৈকারিকো বন্ধঃ। গৃহস্থব্রহ্মচারিভিক্ষুবৈখানসানাং কামোপহতচেতসামভিমানপূর্ব্বিকাং দক্ষিণাং প্রযচ্ছতাং বন্ধো দক্ষিণাবন্ধঃ। ইতি ত্রিবিধোবন্ধঃ। উক্তঞ্চ "প্রাকৃতেন চ বন্ধেন তথা বৈকারিকেণ চ। দক্ষিণাভিস্তৃতীয়েন বন্ধোক্তস্তু বিবর্ত্ততে॥"

ত্রিবিধোমোক্ষঃ ॥ ২০ ॥

অথ কস্ত্রিবিধো মোক্ষঃ? উচ্যতে। জ্ঞানোদ্রেকাৎ রাগোপশমনাৎ কর্ম্মক্ষয়াচ্চেতি। জ্ঞানোদ্রেকাৎ জ্ঞাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা ভবতি যথা তৃষিতস্য পানীয়ং পাতুমিচ্ছা পিপাসা। ততস্তত্ত্বসমাম্নায়নিঃশ্রেয়সজ্ঞানাৎ পুনর্জন্ম ন স্যাৎ। তথা ইন্দ্রিয়রাগোপশমনাচ্চ যদা ধর্ম্মাধর্ম্মক্ষয়ো ভবতি তদা মোক্ষঃ। তদুক্তং "আদৌ তু মোক্ষো জ্ঞানেন দ্বিতীয়ো রাগসংক্ষয়াৎ। কর্ম্মক্ষয়াত্তৃতীয়স্তু ব্যাখ্যাতং মোক্ষলক্ষণম্।

ত্রিবিধং প্রমাণম্ ॥ ২১ ॥

অথ কিং ত্রিবিধং প্রমাণম্? উচ্যতে। দৃষ্টমনুমানমাপ্তবাক্যঞ্চেতি। তত্র দৃষ্টং তাবৎ ব্যাখ্যায়তে। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়াঃ পঞ্চ প্রত্যক্ষাঃ। তদ্দৃষ্টং প্রত্যক্ষম্। অনুমানঞ্চ লিঙ্গসন্দর্শনাৎ প্রজায়মানং জ্ঞানম্। প্রত্যক্ষেণানুমানেন বা শাব্দোঽর্থো ন সাধ্যতে। যথা ইন্দ্রো দেবানাং রাজা। উত্তরাঃ কুরবঃ। সুমেরুঃ সৌবর্ণঃ। স্বর্গে চাপ্সরস ইতি। নৈতে প্রত্যক্ষেণাঽনুমানেন বা সাধ্যা ইতি বশিষ্ঠাদয়ো মুনয়ো বদন্তি। কিন্ত্বিন্দ্রাদয়ঃ সন্তীত্যাগমঃ। আগম আপ্তবাক্যম্ "স্বকর্ম্মণ্যভিযুক্তো যো রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতঃ। জ্ঞানবান্ শীলসম্পন্ন আপ্তো জ্ঞেয়স্তু তাদৃশঃ।" ইতি। এবমেতৎ ত্রিবিধং প্রমাণম্। অনেন কিং সাধ্যতে? উচ্যতে। যথা লোকে পরিমাণেন প্রস্থাদিনা ধান্যানি মীয়ন্তে তুলয়া ধনানি এবমনেন ত্রিবিধেন তত্ত্বভাবভূতানি প্রমীয়ন্তে।

ত্রিবিধং দুঃখম্ ॥ ২২ ॥

অথ কিং ত্রিবিধং দুঃখম্? উচ্যতে। আধ্যাত্মিকমাধিদৈবিকমাধিভৌতিকঞ্চেতি। তত্রাধ্যাত্মিকং দ্বিবিধম্। শারীরং মানসঞ্চেতি। শরীরে ভবং শারীরং মনসি ভবং মানসম্। শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং বৈষম্যনিমিত্তং দুঃখম্—জ্বরাতিসারবিসূচ্যাদিকম্। কামক্রোধশোকমোহলোভবিষাদের্ষ্যাদিকন্তু মানসম্। অধিভূতেভ্যোভবং আধিভৌতিকম্। মনুষ্য পক্ষিসরীসৃপস্থাবরাদিভ্যো ভবং দুঃখমাধিভৌতিকম্। শীতোষ্ণবাতবর্ষাদিনিমিত্তং যৎ দুঃখমুৎপদ্যতে তদাধিদৈবিকম্। অনেন ত্রিবিধদুঃখেনাভিভূতস্য জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থং জিজ্ঞাসোৎপন্না ভবতি। জ্ঞাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা যথা তৃষিতস্য পানীয়ং পাতুমিচ্ছা পিপাসা।

"এতত্তত্ত্বসমাম্নায়নিঃশ্রেয়সজ্ঞানমেতজ্ জ্ঞাত্বা পুনর্জন্ম ন স্যাৎ।" এতন্ম-হর্ষেবিজ্ঞানং কপিলস্যাদিবিদুষঃ পরমং ছন্দোঽনুষ্টুপ্ শতমত্র বিজ্ঞেয়ং শ্লোকানাং সখ্যয়া পঞ্চ। সমাপ্তা চেয়ং তত্ত্বসমাম্নায়সংক্ষিপ্তসাঙ্খ্যসূত্র-দীপিকা নাম বৃত্তিঃ।

"ন নামকীর্ত্তনাদ্ধর্ম্মো ন চোক্তো জ্ঞানতঃ পরঃ।
ন জ্ঞানমাত্মবিজ্ঞানাদিতি বেদস্তিনিশ্চয়ঃ॥"

ইতি তত্ত্ব-সমাসাখ্য কাপিল-সূত্রম্।

সমাপ্তম্।